

निवर्त

नदिया-प्रकाश
THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচলিত নবীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

नमो भगवते वासुदेवाय

बि. अ. ११/१२/२०००

147.117 2176 147.157

५-११-१९६१

महाराज, वि. प्र. म. म. म. म.

[illegible]

સેવ-અનફિશ • ૭૫ ।

41122, 41123, 41124

बो. ग. १००५॥, भा. ३, १००५॥

८५१८ भा. २. १. 'अस, नलोय।।

१७७ वर्ष

২৪ শি ৩ গৌরীম ৫৮ : ২০শে জৈ

২২। এপ্রিল ইং. ১৯৪৪ সন্নিহিত

१-२३ अमरावती

ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ:

ଦୈନିକ ବନ୍ଦାୟା-ପ୍ରକାଶ

২৪ নিম্ন, সর্ব বাল্যেব গৌতাক ৪৫৮

नववर्ष

— — — — —

শ্রী: নদীয়া প্রকাশ ব্যাংক উন্নয়ন সংস্থা
১৭ম মাস পদার্পণ করলেন। শ্রী নদীয়া প্রকাশ
এ জগৎকে কোন বস্তু নয়। 'নদীয়া-
প্রকাশ' বলেছে শ্রী: গৌরেন্দ্রনাথ, শ্রী: জগদীশ্বর,
শ্রী: ভক্তিবিনোদ, শ্রী: পটুপাদ ও শ্রী: শ্রী:
আচার্য্য। অর্থাৎ শ্রী: গৌরেন্দ্রনাথ।
নদীয়াতে যিনি প্রকাশিত হয়েছেন বা
নদীয়াতে যিনি প্রকাশিত হয়েছেন, তিনি
নদীয়া প্রকাশ। শ্রী: গৌরেন্দ্রনাথ নদীয়াতে
প্রকাশিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়ে নদীয়াতে
প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রী: জগদীশ্বর, শ্রী:
ভক্তিবিনোদ, শ্রী: পটুপাদ ও শ্রী: আচার্য্য।
হে— ইহা নদীয়ার খ্যাতি প্রকাশ করিয়া
নদীয়াতে প্রকাশিত করা হয়েছে, এতদ্বারা
ইহা সকলেই নদীয়া প্রকাশ। শ্রী: নদীয়া
প্রকাশের কৃপাভিত্তিক সর্বাবস্থায় অযোগ্য
অমর। 'আজ শ্রী: নদীয়া প্রকাশ শ্রী: গৌরেন্দ্রনাথ'
গৌরেন্দ্রনাথ প্রকাশনায় কৃপাভিত্তিক করা
শ্রী: নদীয়া প্রকাশের সেবা করবার জন্য বল
অমর। আল্লাহ নতুন করে তাকে
বলেছে। আল্লাহর পূর্বদৃষ্টি শ্রী: নদীয়া
গোবিন্দ। শ্রী: আদর্শসংগে এ পাত্তা-
ধর্ম আল্লাহ শ্রী: গৌরেন্দ্রনাথ শ্রী: নদীয়া প্রকাশ

ନାମ ଉପାଧାନବୃତ୍ତିକ କରାଯାଉଛି । ନା
କରାଯାଉଛି -

ତା'ର କୃପା କେତେ ବା'ରେ ଅମରେଇ ଲାଗି ॥

अथवा ॥ मुक्तं निःशब्दं कश्चित् कश्चित् ॥

যোরে 'টচ ওয়' দেহ', গোসা' গ্র

हठंयः सनभ ॥

মোহা মাথো পল দরি' করহ লসান ।

‘ନିସିଦ୍ଧେ ଚିତ୍ରମ୍ମାତ୍ର’ ବର ଆଶିର୍ବାଦ ॥”

(५५५)

আমাদের পুণ্যার্থী জৈন কবিরাও
 গোষ্ঠী ১৬ সেবার বিধাননাংক ৩০ অধী
 সেবা'সকর লক্ষ্য হস্তের আরম্ভ শ্রমকর্মের,
 কৌশলকর ও জৈনগণ্যের নমস্কার প্রযোজ্য
 কৌশল'দর দাঁ। মজনাচরণ করবার
 আদর্শ শিক্ষা দিরাছেন। জৈনগণ্যের
 আদর্শের অনুসরণ করাই কৃপা'লগ্যের
 অনুগামিগণের কৃত্য। তদন্ত'রে দীন
 আমা অশু নববধের প্রারম্ভে মজনাচরণ
 কীর্ত্তিঃ

“ଆ.ସ୍ତବ ଆଶାନ୍ତୁ କାହିଁ ‘ଧନନାହିଁ’ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍, ଦୈତ୍ୟମ, ଭଗବାନ—ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ବରୂପ ॥

ନିମ୍ନେକ୍ତ ସ୍ଥ-ଗୋ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଜ୍ଞାନୀନ ।

ଅନାସାରେ ତଥା ସିଦ୍ଧୀ ନୀଳାଚଳପୁରଣ ।

(25: 5:)

শ্রীশুক্লানিত্যানন্দ সমস্তো ভাবে অশ্রুফণ
 শ্রীগৌরানন্দের সেবা করেন। তাঁতার
 অসমযোদ্ধা-মাহিমার কথা আলোচনা করিলে
 ভগবান শ্রীগৌরানন্দের সহৃদয় হন। শ্রীশুক্ল-
 নিত্যানন্দের কৃপায় ধারতীয় জয়দ্যোসোমস
 বা অনর্থ বিদূরিত হইলে সেবোদ্ভূত চিত্তবাস
 শুকভক্তিসিদ্ধান্ত স্বভঃ প্রকাশিত হইয়া
 থাকে। এক শ্রীশুক্লদেবের চরিতায়ও জীবন
 কারিগরত মুগ্ধপৎ শুক, বৈষ্ণব ও ভগবান
 তিনের মিলন হয়। শ্রীশুক্লদেবদ্বারা এত

ଇ-ହା : ବେଶ୍ଟିକ ନୈମାନ୍-ଡଗ୍ଗାନିନ ଏକଟି ବସ୍ତ୍ର ;
 ଇ-ହା : ଏକ, ଏକେ ଶିନ ପରାମ୍ପର ଅଭିହା-
 ଉତ୍ତମା-ନମ୍ବିନ ।

শ্রীশুকপাদপদ্ম নান্দন-মঙ্গলসিঁহাতি ।
 আশ্রয়জাতীয়-ভগবান শ্রীশুকদেবের অমৃতপ্র-
 নাবের সৌভাগ্য না হইলে নানা অশান্তি-বিশেষ
 আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলে ।
 প্রত্যেক বন্ধু-বান্ধব আমাদেব শ্রীশুকপাদপদ্ম
 প্রতিবন্দিত । বিষয়জাতীয় ক্রোধ অন্ধকটা,
 আর আশ্রয়জাতীয় অন্ধকটা । প্রত্যেক
 বান্ধবসৈন্যসিঁহাতি-পূর্ণ । বিষয়জাতীয় পূর্ণ-
 পল্লীতি শত্রু, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণ-
 পল্লীতি আমাদেব শ্রীশুকপাদপদ্ম । জীবন-
 ব্যাপী বা নিত্যবান শ্রীভগবানের সেবা
 করিলে হইলে, সন্তোষ ইহা যিনি দেখাইতে-
 ছেন, তিনিই শ্রীশুকপাদপদ্ম । আশ্রয়জাতীয়-
 ক্রোধে পতি বস্তুতে তাহার অবস্থান । তিনি
 পাত বস্তুতেই বিরাজমান । জন্মে যদি
 শ্রীশুকপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই মঙ্গল ।
 শ্রীশুকপাদপদ্ম পূজা বাণীত পূর্ণ-
 শ্রীভগবানের সেবাব্যতির আর উপায় নাই ।
 আমাদেব শ্রীশুকপাদপদ্ম দ্বারা সাগর ।
 তাঁহার দ্বারা একবিন্দু আমার জায় পাওও
 জীবকে যেকোন মুহুর্তে দয়াসিদ্ধিতে
 নিমজ্জিত করিতে পারে । সেও পরম করুণাময়
 শ্রীশুকপাদপদ্মের মাদুল পাওয়ের একমাত্র
 আশ্রয়, সত্য ও মঙ্গল হউন । তাঁহার
 কঙ্করাগুপ্তকর আঁচমানে স্বয়ং ভগবান
 শ্রীগোবিন্দদেবের সেবাব্যতির সৌভাগ্য ও
 তুচ্ছ । সত্য জন্মে জাগরক থাকুক, তত্বে
 শ্রীশুকগোবিন্দের আঁচমানে কাণ্ডের নিবেদন ও
 প্রার্থনা ।

ଶ୍ରୀମଦଭିକ୍ଷୁତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀଧରଦେବେନ ଜ୍ଞାନମୟେ
 ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନା କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟେର ଆତ୍ମା ନାହିଁ ।
 ମାନସ ପାତ୍ରିତ୍ୟବଶେ ଧନଦେବ କରାଣ କରଣ

হটলে উদ্ধার করিতে একমাত্র শীলগঙ্গা-
 ভিন্ন শ্রীমদ্ভগবৎ সমর্থ। শ্রীমদ্ভগবৎ নী
 হটলে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বা যাহ ন'। স্বরূপে
 বাদ দিয়া ভগবৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণকে বাদ
 দিয়া শ্রুতের প্রত্যয় থাকে না। কৃষ্ণ ভগবৎ
 = মায়াবাদীর নিশিখেষ এক ভগবৎ শ্রুত -
 কৃষ্ণ - সাংগোব পক্ষান্তি বা মায়া। - ট
 উদ্ভব মন্ত অস্বাক্ষিপের মন্তবাদ। অ'দ্বৈত
 বিশ্রামী শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামের সম্বন্ধে
 উপকরণ শ্রীমদ্ভগবৎকে বহুজন ক'লে তথ্য
 মায়াবাদীর 'নিবৃত্তি' বা 'সংসার' দাবী উপস্থিত
 হয়। পক্ষান্তে 'শ্রুত' মন ভোক্তা, পদম
 বা কাম, কৃষ্ণের মূল-কর্তৃ বা ভোক্তা-
 পুরুষই নহ'—এতদ্বারা ম'বাদী ক'র
 ক'লে শ্রীমদ্ভগবৎক মায়াবাদীর প্রত্যয়
 করিবার চেষ্টা হয়। শ্রীমদ্ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণের
 স্বরূপশক্তি হলেও তাঁতাত ভোক্তা বা
 শ্রীকৃষ্ণের ভাবপূর্ণমাণ্ডল্য নহ'। শ্রীমদ্ভগ-
 বাদপক্ষ শ্রীকৃষ্ণের নিয়মিত হলেও তিনি
 কিছু আ'লম্ব্যগণে ভোক্তা নহেন। শ্রীমদ্ভগ-
 বৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমদ্ভগবৎ-ভগবৎ-ভগবৎ-
 ভগবৎ-ভগবৎ। শ্রীমদ্ভগবৎ প্রকৃষ্ণের মন্ত-
 বিশ্রাম। শ্রীমদ্ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষান্ত-
 বিশ্রাম। তাঁতাত কৃষ্ণভগবৎই আ'লম্ব্য শ্রীকৃষ্ণের
 স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ম'দ্রা'ভে
 পারি। তাঁতাত কৃষ্ণশ্রীকৃষ্ণের মন্তভেদে
 কখনও শ্রীমদ্ভগবৎ কৃষ্ণ বা ম'দ্রা'ভে
 ক'লেও পারে না। সে কৃষ্ণ ব'জমান
 মন্তভগবৎ শ্রীমদ্ভগবৎ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ
 মন্তভগবৎ শ্রীমদ্ভগবৎ। শ্রীমদ্ভগবৎ
 সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবৎ
 ছেন,--

“ନିଜା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଷ୍ଟାନ୍ତେ ପାଢ଼େ ତ’ ଶିକ୍ଷା ।

নিবন্ধক সে।

125)

স্বপ্নর জীবন কল্পজনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না তজ্জৈ নরক ব্যর্থ তার ॥

তাহারে শে বসি ধর্ম কর্ম সদাচার। ইহরে সে প্রীতি ভয়ে সম্মত পবার

শ্রীশ্রী মায়াপদ জলীয়াপদ কাল প্রদীপ ওয়ার্কস হকতে শ্রী.নীমোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি শাস্ত্রী সম্পাদিত
শ্রী নন্দকিশোর ভট্ট শাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হইল। "এড্‌গার কোন লকার অ'ভরুতা
 চেতনকে নশন করিতে পারে না। চেতনের
 দ্বিত্ব দ্বারা "চেতনের চক্ষুর দ্বারা চৈতনের
 নশন হয়। "লকার যে নশন, তাহার অর্থ
 "অজ্ঞান, তাহা সেরার ভৌতিক।"

[illegible]

ভক্তগণ ঐক্যবানের প্রত্যেক কাণ্ড
বা প্রত্যেক অধ্যায়ে ঐক্যবানের স্তায়
ভগবৎ-অঙ্কনে বিচুর্ণণে—আমার সেবা-
রূপে—পরিচালক বা চেতনময়রূপে দর্শন
করেন। তাহাদের সমগ্র ভগবৎস্বকী-দর্শন
বা স্বকীদর্শন। সাধুসকল তাহাতে এক সম্মত
বা একদর্শন লাভ হয়। তৎ প্রভা না
পালিয়া ন্যেকে দৃষ্ট বলিয়া জানেন। হার-
বিমুখগণ প্রত্যেক বস্তুর নিকট তাহা
চৈতন্যধারণ দর্শন করেন—“তৎ বা এহ”।
আর হারগেবোমুখগণ শুদ্ধচেতনময়ী সৃষ্টিতে
দেহাদিকে ‘নন্দন’ করেন—‘সঁপা বাত’
অর্থাৎ আমার প্রভা, আমার পরিচালক, বিত-
রণক বিধু বা বিধুগোত্র। তৎকে সকল
কৃষ্ণভাগা বা কৃষ্ণস্বকদর্শন, তাহার কৃষ্ণ-
দর্শন বা ভোগ্যদর্শন আদৌ নাহ।
ঐ প্রকলিত ভগ্নভুক্ত, তাঁহা হরণাকামি
এ ফটিকস্তম্ভকে হাঙ্গরের ভোগ্য
স্বরূপ বস্তুরূপে দর্শন করিয়াছিল, তাহাকে
তিনি ফটিকস্তম্ভকী জড়স্বদর্শন না
করিয়া তাহাকে বিত বা বিমুখঅঙ্কনে
‘বাসুদেব’ বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন।
তাহার সকল বাসুদেবদর্শন। তৎকে
স্বদর্শন ও অতৎকে স্বদর্শন এক নহে। এহ
স্বদর্শন ও স্বদর্শনের মধ্যে কখনও সমন্বয় বা
সামঞ্জস্য হয় নাট বা হুহুতে পারে না।
কারণ, পরম্পরের গতি বিপরীতমুখিনী। যত
‘দন’ জীবের অনান্বিত্যমুখতা থাকিবে
তান্নি-এতরূপ পার্থক্য থাকিবে। জীবের
অনান্বিত্যমুখতা চেতনময় সদ্গুরুর চেতন

মধ্যে বাণীভ্রমণে দূর হটলে কানকনচের
একমুখী ছোঁড়া বা অশ্রুপান দেখা যাভবে।
‘নামাল কনকে অ’নামাল ক্রান্তগোবিন্দেব দর্শন
কভবে।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ନମଃ । ମୁଖ୍ୟତଃ ନମଃ ।
 ଅନନ୍ୟାନ୍ୟେ ଦେବତା । ଭାବିତା କୃପାମାଳୁ ବା
 କୃପାମାନେ ଦୟାସା । ଭାବିତା ମହୋଦୟା
 ଭାବିତା ହେଉ । କୃପାଭାବରେ କୃପାଶୀତ
 ଜାତ ହେ । କୃପାଶୀତ ବା କୃପାଆଳୁ ବା
 କୃପାମାନ ତଥା ନା । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ବାଜା-
 ଚିତ୍ତେ । —

“ସତ୍ୟବାଦେ, କ୍ଷମା ନା ମାଡ଼ି, ମାଡ଼ିବେ ଅକ୍ଷର୍ମା
କ୍ଷମା ଯାହାଓ ଓପାସ କୋନ ନା’ହ

‘କଳି’ ବିନେ ॥
 ‘କଳି’ ବିନା କାହୁଁ କହୁ ନକେ ‘କୋପାଦେଶ’ ।
 ମୋମ ମିନା କଳ୍ପାମ୍ବି ଅଧି ଡେବେ ନୟ ।
 କୁମ୍ଭକ ଛା’ଡ଼ିଯା କର ଅବଶକୀୟନ ।
 ଆଦିବାସ ପାତେ ବେନ କଳ୍ପ-ମୋମଧନ ॥
 ଅଜନେବ ଯଥା ହେଉ ନବ ଗଣା କ’ଣ୍ଡ ।
 ‘କଳ୍ପପ୍ରାୟ’, ‘କୃଷ୍ଣ’ ନିତେ ଦୂରେ ଗଡ଼ାବଳି ॥
 ‘ତାର ଯଥା ସମ୍ପାଦି ନାମସଂକୀର୍ତ୍ତନ ।
 ନିବିଡ଼ପାରେ ନାମ ନୈମେ ପାଞ୍ଚ ମୋମଧନ ॥

(১৫: ৫:)

শ্রীগোরাঙ্গের নিজজন শ্রীশ্রী প্রতাপাদ
 নলিয়াছেন,—“প্রাক্তদর্শন হতে নিষ্কৃতি
 পাওতে হইলে আমাদের দিব্যজ্ঞান লাভ করা
 প্রয়োজন। দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলে
 দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। দিব্যজ্ঞান লাভ
 না হইলে আমাদের যেকোন প্রাক্তচক্ষু,
 মেহচক্ষু ও প্রাক্তদর্শন হইবে। সেগোমুখ-
 দর্শনের প্রাক্তদর্শন হয়। শ্রীগোবিন্দ প্রত-
 ঙ্গা, আর আমি দাস ও তাঁহার ভোগা
 —এ সবই নজিগদর্শনের বিচার। আমি
 নিজের চক্ষুর জা'নয়া লইয়া দেখিয়া লয়
 হইয়া দৃষ্টপু'কি। এতপ্রকার চক্ষু দিব্য-
 জ্ঞানের উদয়ে লভ হয়। শ্রীগোবিন্দ দর্শন
 করার পক্ষে তাঁহার কথা শ্রবণ করা পরকার
 ভগবানের সেবা ছাড়া যে চক্ষুর অঙ্গ কো-
 ক্তই নাই, যেই চক্ষুর দ্বারা ভগবানের দর্শন
 হইবে। যিনি হৃদকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার
 পরে তাঁহার দর্শন করেন, তাঁহারই প্রাক্ত
 দর্শন হয়। চরিত্র্য না জানিয়াই যদি তাঁহাকে
 দর্শন করবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে ভোগা-
 দর্শন হইয়া যায়। আমি যদি আমাকে হাড়-
 মাংসের পিণ্ডজ্ঞান করিয়া তাঁহার দর্শন চাই,
 তাহা হইলে ভোগাদর্শন হইয়া যাইবে।
 প্রাক্তভবকে আমি প্রাক্ত চক্ষুর দর্শন
 করিতে পারি না। শ্রীগোবিন্দপণ্ডের বর্ণিত
 আমার চক্ষের প্রাক্ত আনন্দ অবস্থা
 করিয়া দিব্যচক্ষু দান করিলে সত সেগোমুখ-
 চক্ষে—ক্রান্তি হইয়া নিরামিত হইবে। আমি
 শ্রীগোবিন্দপণ্ডের বর্ণিত ভোগাদর্শন
 শ্রীগোবিন্দপণ্ডের বর্ণিত ভোগাদর্শন লাভ
 যায় না। বাহ্যিক দিব্যদর্শন লাভ

কর নাট, তাঁহাদের নিকট অভিভাবান
আত্মগোপন করেন। ইনিাম ও ইনিগ্র
দে অপ্রাকৃত তন্ত্রিয়নিষ্ট, নিবিত্ত
যে কথা বলিতে পারেন, তাহা নাস্তিক বিশ্বাস
করিতে চাহে না, ইয়াকোগোপালের কথা
তাঁহাদের নিকট অনীক বলিয়া প্রতীত হয়।
ইভাবান অতঃপর নিকট আত্মগোপন
করিলেও পোমাকান্দু ও তন্ত্রিয়নিষ্টদের
নিকট অপকালিত থাকিতে পারেন না।”

নিজের চেষ্টায় অপরাজিত স্বাধীনতা লাভ
 জানা যায় না। নিজের চেষ্টায় দেখিতে
 গেলে কক্ষশ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রতাপকে স্বাক্ষর-
 যুক্ত পত্রের আত্মা-বিশিষ্ট ও ভগবৎসামর্থ
 শ্রীল বংশীধাম বাবাজী মহারাজ ক আশ্রয়দর্শন
 — প্রকরণ দেখা যায়। বস্তুতঃ তাঁহার
 সেকরণ নহেন। তাঁহাদের দেখিতে হইলে
 সাধুসক্রে শ্রদ্ধাপূত কাল বিধা দেখা প্রয়োজন।
 সংকল্পিত বলিতেও, শ্রীশঙ্করগোবিন্দ দশন
 পার্হতে হইলে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভগবৎস্বকৃতি-
 বিশিষ্ট সাধু সজ্জ করা দরকার।

অভ্যুৎপাদন মধ্য চক্ষুর কিম্বার আদর
 খুশি দেখী। কিন্তু অভ্যুৎপাদন মধ্য চক্ষুর
 বৈশিষ্ট্য, যক্ষ, অগ্নি, ইত্যাদি—ইহাদিগকে কর্ণের
 দ্বারা দেখ, চক্ষুর দ্বারা দেখা আপাততঃ
 বন্ধ রাখ। সেমোম্মকর্ণের দ্বারা শুভ
 শ্রোতবাণী অর্থাৎ তারকাট চোমাকে
 পরিচালন করুন, চোমাকে নিয়ম
 করুন। 'কা' 'দ্বা' দেখ—হঠাৎ শুভ
 কথা, বৈশিষ্ট্য দেখ। কাণ দ্বারা শুধু দেখা
 নতে, আশ্বিন করা, আশ্বিন করা, 'প' করা
 —অত্র সকল হাঙ্গের রক্ত সেমোম্ম
 চক্ষুর দ্বারা নিয়মিত হউক। 'শ্র' অত্র
 চক্ষুর দ্বারা দেখ—সেমোম্ম দ্বারা কর্ণের
 দ্বারা দেখ, আশ্বিন করা, আশ্বিন
 করা—এই সিজাত্তি পৃথিবীর সমস্ত
 মানবজাতির বৈশিষ্ট্য চক্ষুর দ্বারা
 মধ্য চক্ষুর দ্বারা দেখা করিয়া
 নিজের আশ্বিন সংরক্ষণ করিতে পারে।
 এই ভিত্তর উপরে শুভাকার শ্রীমন্ত
 প্রকৃতি হয়। কর্ণের পথ একমাত্র
 অমৃতের পথ, আর চক্ষুর পথ শুভ
 পথ—মৃত্যুর পথ। ইহা শুভ মৃত্যুর পথ
 ছাড়িয়া নোতপথ অবলম্বন করাহ উচিত—
 কর্ণের দ্বারা শুভ শ্রীমন্তবিশেষদর্শন, শুভদর্শন
 করা কষ্টব্য।

সদাচার ও শিষ্টাচার

— 卅 (十) 卅 —

[illegible][illegible]

উৎকৃষ্ট ও কণ্ঠে তুলসী মালাধারণকারী
 ব্যক্তিকে দেখিলেও তাঁহাকে যথাবিহিত
 আতিথ্যাদান করা বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে সম্মত। যদি
 সেচ ব্যক্তি ভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হন,
 যথনো শুকবৈষ্ণব না হন, তথাপি তাঁহার
 উৎকৃষ্টতা'র চিহ্নের জ্ঞাত সম্মান প্রদর্শন
 যথাবিহিত নতুন-প্রণামাদি করা কঠন।
 শুকবৈষ্ণব হইলে তাঁহাকে ভূপতি ও হংস
 নতুন করিতে হইবে ও চিহ্নকারী বিকবৈষ্ণব
 হইলে বৈষ্ণব-চিহ্নপতি সম্মান প্রদর্শনার্থ
 মন্তক অবনত করিয়া সম্মান করা কঠন।
 কোন বৈষ্ণবকে দুই হইতে দেখিলে
 গায়েল সেচ বৈষ্ণবের নিকট আভ্যর্থন
 করিয়া তাঁহাকে আতিথ্যাদান করা বৈষ্ণব-
 শিষ্টাচার।

দৃষ্টা ভাগবতঃ দ্বাং শ্রুতঃ নোপযাতি হি ।
ন গুণাতি হরিঃ স্তব পূজাঃ স্বাশ্রয়ঃ সিকীম ॥
(২ : ১ : ১৭৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবত্কে ক দূর হইতে
দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অতঃগমন করেন
না, অগত্যা শ্রীহরি তাঁহার যুগোপনী
পূজাও গ্রহণ করেন না ।

বৈষ্ণবের ভাষ্য প্রাক্ষণকেও নমস্কারাদি
ব্যতী গম্যন বৈষ্ণব শিষ্টাচার । নিজেকে
বৈষ্ণব প্রভৃৎ প্রাক্ষণ ০-তে প্রেষ্ঠ বিচার
করিয়া প্রাক্ষণকে অত্যা কঃ ভগবত্কার্ত্তর
প্রোক্তকৃপা । উক্তকৃপা ও শ্রীঅবরোধাদি মতা-
ভাগবৎগণ প্রাক্ষণমাত্রেরই বন্দনা করিয়া
এই বৈষ্ণব-শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছেন

লভ্যক জীবন্ত কৃষ্ণের আধীন আছে
জানিয়া সকল জীবের প্রাতঃ যথাবিহিত
সম্মান-সম্পন্ন বৈষ্ণব-শিষ্টাচার । 'সম্মান
অর্থাৎ' অর্থে 'সম' বুঝায় না । ব্যাখ্যে
করাধীন 'অ' ছি জানিয়া তদন্তর্য্যমীকে
লগায় করিতে হইবে বলিয়া ব্যাখ্যের
হিংস্রকে বর্তমানন বা ব্যাখ্যকে আশ্রয়
করিতে হইবে না ।

শ্রীমদ্ভগবতের ছায়া, শ্রীভূগবী ও
শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের ছায়া অতিক্রম বা
লঙ্ঘন না করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার । শ্রীভূগবী
বা শ্রীবৈষ্ণবের সমুখভাগ অতিক্রম বা
উল্লঙ্ঘন না করা একটি বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ।

শ্রীনিগ্রহদর্শনকালে গর্ত্মান্বয়ের গমন না
করিয়া শ্রীগণ্ডপুস্ত্র বা শ্রীভূগবীমুখ পড়তির
পশ্চাত্ত থাকিয়া ও তাঁহাদিগকে বামভাগে
বাঁখিয়া অথবা নাট্যম্বরে অবস্থান করিয়া
শ্রীনিগ্রহ দর্শন করা কঠব্য ।

শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণামের প্রণালী-
বিধির শিষ্টাচার একরূপ.

"গুরুভ্য নমস্কে কৃতা কথ্যাত্মপুস্ত্রা বা যুগঃ ।

অংগুষ্ঠ গণমাংসীন শতশ্চেদং কামকান্ ॥"

(২ : ১ : ১৭৪)

পত্রিত ব্যক্তি শ্রীগুরুকে দক্ষিণে
বাঁখিয়া তাঁহার বামভাগে প্রণাম করিবেন ।
কিন্তু শ্রীভগবানের আঁত নিকটে প্রণাম
নিষেক । প্রণাম আঁত তিনবার করিতে
হইবে । সামখ্যা থাকিলে তাহা অপেক্ষাও
অধিকবার প্রণাম করা যাইতে পারে ।

শ্রীভক্তদের বা বৈষ্ণবের হস্তে কোন বস্তু
প্রদান করিতে হইলে দত্তায়মান হইয়া তাহা
প্রদান করা কঠব্য ।

পূণ্যাদি ফলকামনা পরিভাগ করিয়া
শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির ভক্ত শ্রীগতাদি গীর্থে বান
স্তনারদ, শ্রীব্যাসাদি চার্চিত্রিত সদাচার ।
যিনি শ্রীপুত্ররীকালের স্বরণ করেন, তিনি
বাহু ও অভ্যন্তরে তক্তুহুয়া থাকেন ইত্যাদি
বাক্যে প্রকাশিত হইয়াও তক্তুগণ পুনরায়
যে বানাদির আচরণ করেন, তাহা কেবল
শ্রীনারদ, শ্রীবাস পত্নিত সম্মানগণের

প্রবর্তিত আচারের গৌরবস্বরূপ লক্ষ্য
জানিতে হইবে । অত্যা ভক্তস্বয়ংও অপরাধ
হয় ; যেহেতু লোকের কদাচর প্রভৃতির
নিবারণার্থই তাঁহারা এই সকল নিষেধাবধান
করিয়াছেন ।

যে স্থলে ভগবান বা বৈষ্ণবের নিকট
হইতেছে, সেস্থান আশ্রয়ে পরিভাগ করা
অথবা ক্ষমতা থাকিলে নিকটের জিহ্বা
স্পর্শ করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার । নিকটের পাও
ক্রীড়ন ব্যবহার করলে বাবচািরক অসভ্যতা,
অভ্যুত্যা বা অশিষ্টাচার প্রদর্শন করা হইবে
মনে করাও অত্যন্ত অপরাধময় চিত্তবৃত্তির
লক্ষণ ।

তত্ত্ববৈষ্ণবের প্রোক্ত প্রোক্তভোজন
করা, বৈষ্ণবকে ভোজন করান, তত্ত্ববৈষ্ণবের
প্রোক্ত দান, প্রতিগ্রহ, শুদ্ধাশ্রয়াদি তত্ত্ব-
বৈষ্ণবের নিকট স্বেচ্ছায় গৃহ কথ্য প্রাপন ও
তাঁহার নিকট হইতে গৃহকথা পনের দ্বারা
বৈষ্ণবের সঙ্গ করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ।
প্রস্তরের পারদে সাধুসঙ্গে হষ্টগোষ্ঠী
করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ।

সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানভাবহেতু স্বরূপ কনিষ্ঠ-
গণকে মধ্যমাদিকারীর কেবল বাঁশখজনে
রুপা, তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম স্তবিত্তা
সম্পর্কগোদে মনে মনে তাঁহাকে আদর,
হরিকৃষ্ণের পবিত্র দীক্ষিত বাসক পলাত-
দ্বারা আদর এবং মহাভাগবৎকে স্তম্ভিত
সম্মানিয়া পরিচয়্যা করা বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ।

বস্ত্রাদিরে শ্রীহরিনামের মালিকা রক্ষা
করিয়া সঙ্গলক্ষণ সংখ্যানাম করা বৈষ্ণব-
শিষ্টাচার । তথাকথিত 'শাক্ত' বা 'ভগবৎ
ক্রীড়ন' কার্যে যোগে বা শ্রীহরিনামের মালার
কোলা দেওলে নিজস্বাধি করিলে তাহা
সংখ্যানাম হইতে নিবৃত্ত শ্রীহরিসেবায়
সংসারভৌনতার ও শ্রীহরী-প্রীতির অভাবের
পরিচায়ক

শ্রীভূগবী, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীমদ্ভাগবত ও
শ্রীনারদসংকীর্ণের সমুখে ভাস্কর্য্যাদি সেবন
বৈষ্ণব-শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও অপরাধজনক ।

আরাধিক-দর্শনকালে দত্তায়মান হইয়া
আরাধকদর্শন বৈষ্ণব-শিষ্টাচার । শ্রীবিগ্রহকে
আরাধন বা গজেন করিতে হইলে দত্তায়মান
হইয়া করা কঠব্য, নতুবা আলত, কাটাভানিত
অপরাধ ঘটিতে পারে । শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে
পতন করা বা বিপ্রামুখ উপভোগ করা
অপরাধজনক কাব্য ; অতএব তাহা বৈষ্ণব-
শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ ।

শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও, হরিকথাশ্রবণ-
কীর্তনকালে নিদ্রালুতা, আগস্ত্র, পাডা,
শোখলা প্রভৃতি শ্রীভক্তদেবীর চরণে মতা-
অপরাধ ।

শ্রীশ্রীভক্তবৈষ্ণবের সম্মুখে বা শ্রীমদ্-
ভাগবতাদি পাঠ-বাখ্যাদিকালে নিম্নের
লক্ষ্যসা বা আশ্রয়সা করা অত্যন্ত অপরাধ
জনক ও বৈষ্ণব-শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ ।

পাঠকা পরিধান বা বানে আরোহণ
করিয়া শ্রীমালারে গমন, শ্রীধাম-পরিভ্রমণ,
নগরসংকীর্ণের অশ্রবত্যা, শ্রীবিগ্রহদর্শন
বা শ্রীশ্রীভক্তবৈষ্ণবের সেবার অতঃপর
অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ণব-শিষ্টাচার
বিরুদ্ধ

শ্রীমদগুরুসংকীর্ণন, শ্রীনারদ-সংকীর্ণন বা
পরিভ্রমণ পড়িতর আশ্রয়কালে গায়েখান
করিয়া দত্তায়মান প্রণামাদি ও পদভ্রমণ না
করিলে পরমজ্ঞাতী বাস্তব অংশাওত জন-
হৃদয় শান্তি ভাবেরে বিনষ্টাছেন । অতএব
অভ্যর্থন ও অশ্রুজ্ঞানাদি দ্বারা শ্রীনারদসংকীর্ণনের
প্রতি সম্মান-প্রদর্শন - বৈষ্ণব-শিষ্টাচার-
সম্মত ।

"নাশ্রুজ্ঞানি যো মোহাদ্ ভক্ততঃ অগনীশ্বরম-
জ্ঞানায়নম্ভক্ত্যাপ স হৃদে একরাক্ষসঃ ॥"
(রথযাত্রা রাসকে শ্রীবিষ্ণু ক-

চন্দ্রোদয়ধৃত-পূর্ণাঙ্গবাক্য)

মুঠতা-সমুদ্র যে ব্যক্তি শ্রীমুখের গমন-
কালে তাঁহার অতঃগমন না করে, সে ব্যক্তি
জ্ঞানায়নম্ভক্ত্যাপ স হৃদে একরাক্ষসঃ ॥"
রাক্ষস' বলিয়া পরিগণিত হয় ।

অভ্যর্থনাপ্রসঙ্গ বৈষ্ণবের অভ্যর্থনা
বৈষ্ণব-শিষ্টাচারের এতদী অঙ্গ ; অর্থাৎ
নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন বৈষ্ণবকে আসিতে
দেখিলে স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া হইয়া
কিঞ্চিৎকর গমনপূর্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা
করিয়া লম্বা আসা এবং দত্তায়মান প্রণামাদি-
দ্বারা তাঁহাকে স্তম্ভন করা বৈষ্ণব-
শিষ্টাচার ।

ভগবদ্রূপ যদি কখনও কঠোর শাসন বা
ভীষণ পায়গা কাঁচিয়া অবমাননা করেন;
তথ্যাপ তাঁহার অবমাননা না করাত বৈষ্ণব-
শিষ্টাচার । বৈষ্ণব কোনরূপ ক্রিয়াকার-বাক্য
লগোণ করিলে তাঁহার প্রতিবাদ না করিয়া
তাঁহার শাসনবাণী শিরে দারণপূর্বক আত্ম
সংলোপন করাত কঠব্য । যদি মনে হয় যে,
বৈষ্ণব অযথ্যত মোষারোপ করিয়া শাসন
করিতেছেন, তখন নিজের ভ্রমমতে শাসন
করিয়া বৈষ্ণবের শিষ্টাচার মঙ্গলজনক বলিয়া
বরণ করিতে হইবে । এইজন্ত নাহু উক্ত
হইয়াছে,—

"রক্ষা করত পুণ্য বৈ তথা ভাগবতেরিতম ।
প্রণামপূজং তং ক্ষান্তা যো

বদেদ্ বৈষ্ণবো হি সঃ ॥"

(২ : ১ : ২৪৭)

যিনি ভগবদ্রূপের দ্বারা উচ্চারিত কৃষ্ণ-
বচন প্রণয় করিয়াও সত্যকৃপাসতকারে
প্রণামপূর্বক সেট ভগবদ্রূপের দম্ভায়ন
করেন, তখন 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত হইয়া
পাকেন ।

শ্রীভক্তদের বাস্তব অশ্রুভক্তবৈষ্ণবকে
শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দত্তায়মান প্রণাম বা পূজা
করা অপরাধজনক । শ্রীশ্রীভক্তবৈষ্ণবকে
বামদিকে রাখিয়া দত্তায়মান প্রণাম করা বৈষ্ণব-
শিষ্টাচার ।

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি কোন
কিঞ্চিৎকর বা ভগবত মালিকা হইতে পাড়িলে
তাঁহা দত্তায়মান দত্তায়মান করা অপরাধ-
জনক । বদ শ্রীভক্তদের বা নিজাপেক্ষা
কোন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে দত্তায়মান প্রণাম করিতে
হয়, তখন শ্রীভক্ত বা শ্রীভক্তমালী মালিকাক
দৈবমুখ্য হানে সংলক্ষণ করিয়া দত্তায়মান-
করা কঠব্য ।

ভগবৎ শ্রীভক্তপূজার কোন উপকণে বা
ভগবৎ-পসারপূর্ণ পাণ্ডিত্য লম্বা বা উচ্চ
লিপ্যন্ত দত্তায়মান প্রণাম করা নিষ

বৈষ্ণবকে দত্তায়মান হইয়া দত্তায়মান-প্রণাম
করিলে কখন সংলক্ষণ করিবার ভয় হয়
ভাড়াবলঃ কেবল হস্তদ্বারা অভ্যর্থন বা
ভূমিতে পড়িয়া বা অস্ত্রাঙ্গ স্পর্শ না করাটহা
দত্তায়মান প্রণাম অথবা সম্মত সম্মতঃ কেবল
দত্তায়মান প্রণাম করিবার অভ্যর্থন দেবারটহা
বৈষ্ণবকে দত্তায়মান কঠব্য নহে ।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ, শ্রীভূগবী, শ্রীভক্তদ
ও শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রাতঃ পুষ্টপদর্শন করিয়া
উপবেশন বা দত্তায়মান হইয়া অবস্থান
অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ণব-শিষ্টাচার-
বিরুদ্ধ ।

আরাধিককালে শ্রীবিগ্রহের দর্শননা
অতিক্রম করিয়া একদিক হইতে অতঃপক্ষে
গমন-গমন 'নিষেক' ।

শ্রীমালারে যখন শ্রীভগবানের আরাধিকাক
সেবা হয়, তখন শ্রীবিগ্রহকে বামদিকে রাখিয়া
সেট সেবা দর্শন ও বামদিকে রাখিয়া সেবার
করিতে হয়, ততাই বৈষ্ণব-শিষ্টাচার ।

যখন শ্রীমালারে আরাধিকাকাল সমাপ্ত
শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সংকীর্ণ হয়, সেট
সম্মত নিচেই প্রু বা আরাধকের উচ্চল পতন,
বা পূজা গজ-ভজনাধি কাঁচো সম্মতঃ করা
অপরাধজনক ।

শ্রীমালার বা শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে
গুহ্যভাক্তকে একত্রত করিয়া অবস্থান, পদ
প্রসারণপূর্বক উপবেশন করিয়া অতঃপক্ষে
ভাবে আরাধ্য করিবার আভ্যর্থন অবস্থান
অপরাধজনক, অতএব বৈষ্ণব-শিষ্টাচার-
বিরুদ্ধ ।

শ্রীমালার দ্বারা উচ্চল থাকাকালে
শ্রীভগবৎ-গ্রন্থের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যমুখ্যাদি
পান, প্রাশিতা প্রণাম ভোজন, আরাধকপুত্র
শ্রীহরিকৃষ্ণকৃষ্ণের প্রভৃৎ বাস্তব ভাগ্যাদি
লোকের প্রাতঃ, নিশা ও বৈষ্ণবক আনা
করা অত্যন্ত অপরাধজনক, অতঃপক্ষে থাকিয়া
শ্রীভগবৎ-প্রণয় করা কঠব্য । শ্রীমালার
উচ্চল থাকাকালে যখন শ্রীবিগ্রহের দত্তায়মান
পুষ্ট-প্রদর্শন করিয়া উপবেশনাদি অত্যন্ত
অপরাধজনক ততাই । শ্রীমালার কৃষ্ণ
থাকাকালেও তদন্তঃ পুষ্ট প্রদর্শন করিয়া
অবস্থান বা তদন্তঃ পদপ্রসারণাদি করিয়া
শ্রীমালার অগ্গে বাস্তবগোনাথ উপবেশন,
আবোহণ বা পতন মতা অপরাধজনক ।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি যিনি । রাখাকে প্রেম যার, সেই বড় দনী

টানীগঞ্জ গার্ডেনবীচ, সাউথ সুবাসন
 ফিউনাসপ্যাণ্ডিওয়ে এলেনের দোকান হতে
 উপরের শাখাও মূলো লবণ সরবরাহ করা
 ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীমান-মায়ামপুর নদীয়াপ্রকাশ ক্রিষ্টিং ওয়ার্কস্ হাইতে শ্রী নীলগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিশি শাস্ত্রী সম্পাদিত।
কলকাতা কেশব ভারতীয়া কলিকতা ৩৩ ও প্রকাশিত।

মহাশয় কল্যাণকরতরু

ইলেক্ট্রিক লাইট বাল্ব

বৈদ্যুতিক আলো প্রদায়ক বস্তু

যা 'বাল্ব' নামক কাঁচ-

সচ পাকানো হয়।

এটা বাল্বের ভিতরে

নিখিলতা

আলো—

বৈদ্যুতিক আলো

যে: নীল প্রাণের নদীয়া।

দৈনিক

নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলায় প্রকাশিত দৈনিক মুদ্রাপত্র

মহাকবি

শ্রীশ্রী বঙ্গগোবিন্দো ভবতঃ

নদীয়া জেলায় প্রকাশিত

মুদ্রাপত্র

নদীয়া জেলায় প্রকাশিত

মুদ্রাপত্র

নদীয়া জেলায় প্রকাশিত

মুদ্রাপত্র

নদীয়া জেলায় প্রকাশিত

মুদ্রাপত্র

১৯৭৭ খ্রিঃ ১৮ বিষ্ণু গৌরাঙ্গ মাসঃ ২৪শে চৈত্র, ১৩৩০ : ১ই এপ্রিল ইঃ ১৯৪৪ বঙ্গাব্দ : ১৪৪৪

শ্রীশ্রী বঙ্গগোবিন্দো ভবতঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ বিষ্ণু মাস ১৮ বিষ্ণু গৌরাঙ্গ মাস ২৪শে চৈত্র

বৈরাগ্য

— (১) —

বৈরাগ্য ভবনটি কি? 'বৈরাগ্য' নামক...

"বৈরাগ্য ভবনটি কি? 'বৈরাগ্য' নামক..."

বৈরাগ্য ভবনটি কি? 'বৈরাগ্য' নামক...

বৈরাগ্য ভবনটি কি? 'বৈরাগ্য' নামক...

ও বৈরাগ্যের একমাত্র জননী। বৈরাগ্য...

বৈরাগ্যের নাম বৈরাগ্য নহে। ভাগ্য...

বৈরাগ্য ভবনটি কি? 'বৈরাগ্য' নামক...

নহে। সেইজন্য ভগবৎকৃপা সেটুকু...

"কন্যাসুখা বসন্তা যতঃ সুখমুখতঃ।"

আসক্তবৃত্ত, সখ্য-সহিত, বৈরাগ্য...

বৈরাগ্য ভবনটি কি? 'বৈরাগ্য' নামক...

বৈরাগ্য ভবনটি কি? 'বৈরাগ্য' নামক...

"বৈরাগ্য ভবনটি কি? 'বৈরাগ্য' নামক..."

বৈরাগ্য ভবনটি কি? 'বৈরাগ্য' নামক...

বৈরাগ্য ভবনটি কি? 'বৈরাগ্য' নামক...

“କଳିକା: କଳେବାହୁକାୟା: । ସହଜ-
 ଶୟା ଶ ଯେସା । ଶକ୍ତ ଶକ୍ତକାଳ: ।
 ଶାନ୍ତଶାନ୍ତାଂଶୁ ଶାନ୍ତାଂଶୁ: ଶା-
 ଶ୍ଵାସି: ଶୁଦ୍ଧି: କୁଳାଂଶୁଶାନ୍ତଶାନ୍ତାଂଶୁ: ॥”
 (ଶା: ୧୧ ବା ୪୪)

-অমরতাপত্ৰ চক্ৰমাৰ্গেই বৈদ্যগায়নি।
 কীৰ্ত্তনমেৱ ব্ৰহ্মপ্ৰকাশনম্। মৃতকটোৱাশম
 দেবেষা অমরতাপত্ৰ 'অ'ত্ম মজুৰি কং।
 শিল্পমৰাভাৰু কলুই বৈদ্যগ পাৰাশৰাম্পুৰক
 মৃতকটোৱাশাৰ কৰাই শিক্ষা নিদাৰ্জেন। -
 "মৃতকটোৱাশা না কৰ লোক লগত প্ৰমা।
 যদ্যবৈদ্যাগা 'ব'ষ ক্লম অনাশক হইয়া।"

ଡିରାଗାଆଁସି ୩ ମାସର ଦାବହାର ଓ କଣ୍ଡା-
 ମଧ୍ୟରୁ ଏହାର ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଓ
 ଦିଗରେ—

ଆସାମୀଶ୍ରୀ ନା କ'ରିବେ ।
 ଭାଳ ନା ଖାଜିବେ ଆଉ ଭାଳ ନା ପାରିବେ ॥
 ଅନ୍ଧା'ନ-ସାନ୍ଧ କୁନ୍ଦଳାସ ମନା ଖବେ ।
 ଥରେ ଚାନ୍ଦ-କୁନ୍ଦଳାସେବା ସା'ନେ କ'ରିବେ ॥”
 (ପୃ: ୪:)

(2)

ମାତାଙ୍କ ଅପରିଚିତ କାଳେ ମାଧୁର ସନ୍ଧ୍ୟା, ତମାସ-
 ଯନ୍ତ୍ରଣା ହାଲେ, ଯଦା ଶୁଣା: ଶୁଣା: କରେ ବା-
 ଶ୍ୟନ୍ତେ ମାମ, ଶୁଣା: କାଳେ, ଶୁଣା: କାଳେ ଶୁଣା:
 ଏ ଅକାଳେ ମାତାଙ୍କ ମାୟା ମାୟା
 ମାୟା ମାୟା

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ-ସହୋଦୟ ଏ ମୁଦ୍ରି
 ମର୍ମନ. ସାମାନ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦ, ଶ୍ରୀବିଧେର ରଥ
 ନୂଆଗାଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାପାମ, ମଦ୍ୟସାଗର ଶକ୍ତି
 ଦେବୀ, ମାଧ୍ୟମ ।

ଯଦାହାସ୍ୟ ଉପ ଅସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରାସମାନ. ଶୁଦ୍ଧ-
 ନାମପରାୟଣ ମାଧୁଃ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନେ ଦେବେ ଭାବ୍ୟୁତ୍ତକ
 ଶେଷେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷେ ଅସ୍ତ୍ରାସମାନ ।

[illegible]

অনুদান ব্যক্তি নিকট নাথোপদেশ
করা অনধিকারী ব্যক্তিগণের সভ্য বা
সাহায্য স্থানে বস-কীর্জন বা বসস্থানাদি পাঠ

ବାଞ୍ଛୁ ଓ ଉଦାଞ୍ଛ ବାକାବେଶ, ସ୍ବନେର ବେଶ,
 କ୍ରୋଧେର ବେଶ, ଝିହାର ବେଶ, ଉଦହର ବେଶ
 ଓ ଉପହେଦ ବେଶ ସାରସମ୍ପନ୍ନକ ସେ ଶ୍ରୀକବି
 ଅମ୍ବୁକୂଳ ଆଚାରୀ ଶ୍ରୀକାଳିନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ମକଳଟି
 ଦୈକ୍ୟର ମହାଦୀର । ଅନ୍ୟତ୍ର ସାହାରୀ ଓ
 ମୁହଁମେଶକେ ନୟନ କରିବେ ନା ପାରେନ, ଡାହାଣ
 କୋନାଦିନ ଦୈକ୍ୟଦର୍ଶନଦୀର ଶୂଳନ କରନ୍ତେ
 ପାରେନ ନା ।

ব'তস্থ থ--নসঙ্গ না নির্ভরনে তটমনেত
সঙ্গ কারবার অজ্ঞানলয় পোষণ না কারবার
অপাকৃত শ্রীহ'রতনের সঙ্গ করাত বৈষ্ণব-
সঙ্গাদির। অস'ত'না না অস'ব'স'য়ে লো'লো
পা'র'স'য়ে সা'মু'স'য়ে আ'র'ক'থ'য় লো'লা-শ্রীহ'র
ব'ব'ক'ব' বৈষ্ণব সঙ্গাদির।

[illegible]

ଦେଶମେଠି ମୌଜୀବର୍ଗ, ବର୍ଜନତା ଓ ଆଳହାଦି
 ସାଧାରଣ ଲୋକ, ବନ୍ଧ୍ୟାବର୍ଗ, ଲୁଗାଧାରୀ, ମାଢ଼ା ଓ
 ଉପାସନାକର କୁଳମାନ ଆହୁତ ଦୟାକାରୀ ଓ
 ମାୟାବଳ, କର୍ମାବଳି ଓ ନୈମୋଦମ ଲୋକ
 ମାନ ନା କାବଧା ଶ୍ରୀମତୀର ଅଧୋକକ ଶ୍ରୀମତୀ
 ମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରାଧିକା ଓଃମ ଓ ସୁଦା-ସମାନ
 ଦେଶମେଠିମାନେ ।

[illegible]

ନାମସାକ୍ଷୀ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମରାଗବନ୍ଦାର ଗୃହ
 ଶିକ୍ଷାପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ରା. ମହାବୀରୀଚନ୍ଦ୍ରମାଧବ
 ଶ୍ରୀମତୀ ସତ୍ୟବାନୀବେନକେ ; ଶତସ୍ରବ ତାହା
 ଓଡ଼ିଆ-ମହାବୀରୀଚନ୍ଦ୍ରମାଧବ ।

শ্রী কৃষ্ণেন বা শ্রী নৈমগ্ন কোন সেবা-
কাথীর আদেশ কবিলে তাহা স্বঃ

ভাহারে সে বসি ধর্ম কর্ত্ত সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার।

२३४ श्री ३५१ व १ नं. १७७

কাটোয়া, ২৩শে মার্চ—এ নবমর
মা' টুক বেলে মাটি ৪০ জন ছাত্র পরীক্ষা
করা হই; যাদের ১১ জন ছাত্রী ছিল। অন্য
উপায় অবগন করায় শুধু ১৩ জন ছাত্র
বহিষ্কৃত হইয়াছে।

যেহেতু অসংখ্যক, অসংখ্য নৈকে পানবার জন্য
 মোকাম মানাবণ নষ্ট, অধোগ ৯ ৩ ৩০
 আ ৯ ৩ ৩০ দ্বারা থাকে। 'ভগবান' প্রথম
 যেন বা অক মীতাক পাওয়া যাইতে পারে
 ন। আঃ মোঃ অলিয়ার আদারবক।
 মৌলানা নিক পানবার ন যেন কানন্দ
 পানবার ন। কিন্তু কানন্দ অম্বা,
 'দেব' মাসেট' অম্বা, হাজার প্রথম
 অম্বা ব'লগা কান অম্বা নষ্ট — এই কথা
 মাসকণ অম্বা মাস মাস অম্বা ক'রয়া
 অম্বা ক'রয়া হাজার অম্বা অম্বা ক'রতে
 ক'রতে এই প্রথম মাস ক'রতে
 নষ্ট ক'রয়া ক'রতে ছ। তার ব'ল
 তে ক'রয়া মাস অম্বা! আপন
 নিজের প্রথম ক'রয়া পান মাস
 চন্দ্র অম্বা ক'রয়া পান ক'রয়া। আর যেন
 অম্বা ক'রয়া মাস ক'রয়া ক'রয়া চন্দ্র
 চন্দ্র এই প্রথম মাস ক'রতে অম্বা
 অম্বা নষ্ট ক'রয়া অম্বা এই অম্বা ক'
 অম্বা ক'রয়া প্রথম মাস ক'রতে অম্বা
 মাস ক'রয়া প্রথম মাস ক'রতে অম্বা
 মাস ক'রয়া প্রথম মাস ক'রতে অম্বা

শ্রীমদ-গায়ত্রীপুর সচিবালয় কলিকাতা ত্রিটিং ওয়াফস্ হটতে শ্রী.না.গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি পান্থী সম্পাদিত
শ্রী.না.কেশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

१८३१

[illegible][illegible][illegible]

— (*) —

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সনার। হেন কৃষ্ণ যে না ছাড়ে সবার স্মরণ ॥

শ্রী মোরকৃষ্ণচন্দ্র শ্রী. শ্যামল গোস্বামী
আজ বাল্যদায়েন, -

৩। ১৬ 'ক' প্রকৃতি ১১ কথ্য প্রমাণে ১০-২।
 (৩: ৫: ১০:)

বহু অসংখ্য প্রিয়জনকে স্মরণ করি।
 বিজ্ঞান বর্জিত—

“କାହିଁ ତାହା କଷ୍ଟ ଓଡ଼େ ଆମ୍ଭ-ଆଜ୍ଞା ଧାନ୍”
 ସେବ-ସ୍ବ-ପିତୃମିତ୍ରେ କହୁ ନହେ କର୍ମା ॥
 ବିମନ୍ଦ୍ୟ ହାଡ଼ି ଭଜେ କୃଷିର ଚରଣ ।
 ବିଭକ୍ତ ଆମ୍ଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁ କହୁ ନାହିଁ ଧନ ॥

[illegible][illegible]

“ସ୍ବାତ-ପୁର-ମାକାକାମି ‘ସ୍ବାତ’ ସାମି ତଥା ।
 ମାତ ମାକାକାମି ମୋ ମୋ କାହାଣୀର ମଧ୍ୟ ॥
 କହାକହାଏ ମାମୁମାମି ମା-ମାକା ମାମି ।
 ସମ ଜାହାଜି ମାମାକାକା ମାମାକା ମାମି ॥
 ମିନାମା ମାମାମାମି ମାମା ମାକା କହାକାମି ।
 ମୋତ ମାକା ମୋତ ମାମୋତ କହାକାମି ॥
 ମିନାମା ମାମାମାମି ମାମା ମାକାକାମି ମାମି ।
 ମାମା କାମୋ କାମୋ, ମାମା ମାମା ମାମା କାମି ॥
 ମାମା-ମାମା ମୋତ କାମି ଜାହାଜାମି ।
 କହାକାମି ମାମା କହାକାମି ମାମା ମାକାକାମି ॥”

(১৫ : ১ :)

দুসলগ: ও কণ্টগা এক নহে।
 দুসলগায় কামনারূপ পাপ ও অপকাবে
 শ্রুত দুর্গা আছে। দুসল বাজ যদ
 কামনাকে আদ্য ও কণ্টগ মানে। যুগ্ম না
 কারয়া গৃহ্য কারণে কণ্টগ পারোণ
 করেন, তাহা হইলে ঐহার শ্রুত কাম্যপা-
 নে কণ্টগে আদ্য বাজবে। সেকাম হইলে
 মঙ্গলকথা বান্ধা গিয়া কামনাকে শ্রুত
 লেখ্য হয় নাই। প্রধান কাম্যপাশ্রম
 বলা হইয়াছে। যে কোন পকারে যদ
 ত্ত অর্থায় ভগবৎসেবার দিকে চিত্ত লাগান
 যায়, তাহা হইলে কী। কাম্যপাশ্রম
 অর্থাভিলষ হইতে মুক্ত হইয়া কাম্যপাশ্রম
 পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করেন।
 অশ্রুত যকণ আদ্য শ্রুত পকারে পিতা
 নিবর্ত হইতে আশ্রয় হইয়া যুগ্মভগবৎ
 স্মৃতা পারোণ কবে, সেকাম যুগ্ম, অকাম
 কাম্য, অকণ্ট বাজগণ কাম্যপাশ্রম
 কামনার বলা হই হই কাম্যপাশ্রম
 অনলা শ্রুত কাম্যপাশ্রমের আদ্যপন
 পাশ্রম মাটির জড়কাম পারোণ কাম্য

১। থাকেন।

দেখিছি শু মকাম উজ্জ্বল প্রকার নত
 চন্দ্রে নিভয়মানের পাদপদ্ম নীল
 উৎসকে একই রূপ লাগিতে চাইবে না।
 বাহ্য স্বভাবতঃ শুক, আর বাহ্য বস্তুপ্রবোধে
 শোভিত হয়, এত উৎস-সঙ্গর মন্য একরূপ
 হয় না। এতজন্য ইতিপূর্বে কথিত প্রেমভক্ত
 উচ্চমানাদির উৎকর্ষ দূর হয়।

'নীলকণ্ঠ' ভগবদ্ভক্তি-মন্ত্র-সংগ্ৰহ-
 নিতাদিত্য নারায়ণ অষ্ট চিত্র-সংগ্ৰহ-
 না। কারণ, তাঁহার বসন-বস্ত্র-
 উল্লাস-বস্ত্র, 'স্বর্গ-সংগ্ৰহ' প্রভৃতি-
 কাব্য-লক্ষণ-সংগ্ৰহ-সংগ্ৰহ-
 কাব্য-লক্ষণ-সংগ্ৰহ-সংগ্ৰহ-

ঈশ্বরকৃষ্ণগনভাষ্যেওঁ গোলাক মাঝাঝা
 ঈশ্বরগনভাষ্যেওঁ গোলাক মাঝাঝা
 "ঈশ্বরকৃষ্ণগনভাষ্যেওঁ গোলাক মাঝাঝা"

ସେହିପରି 'ମନା' ।
 ଜୁଜୁଆ: ଶୁଦ୍ଧଭାଷାରେ 'ବସୁକା'
 ଯାହା ୧୯୫୮ମସି ॥

ଟି-କର୍ତ୍ତୃ: ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
 ନିଜର ଏହି ସ୍ବଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲେଖନୀ
 ଏହା ତଥ୍ୟ ॥"
 (୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୮୬)

তৃতীয় প্রাকের টিকায় জুগ মনাতন
 গোথামা প্রত্ন লিখিয়াছেন, "মাকামা প্রত্ন"
 যে প্রত্ন লোগাভিনা যণ ভগবতঃ "ভগবতঃ"
 হতঃ।। যেজ্জবোহানেন কায়।। রত্ভা।। দকঃ
 নিরত্ম।। কঃ।। ন।। ন।। ন।। ন।। ন।।
 মকলৌ।। তা।। তা।। তা।। তা।। তা।।
 ক।। ক।। ক।। ক।। ক।। ক।।
 রত্ম।। তা।। তা।। তা।। তা।। তা।।
 ভোগান।। ন।। ন।। ন।। ন।। ন।।
 লোযতঃ।। দকঃ।। নির।। কঃ।।
 ম।। কঃ।। তা।। তা।। তা।। তা।।
 ব।। ব।। ব।। ব।। ব।।
 তা।। তা।। তা।। তা।। তা।।
 "হানি।। য।। য।। য।। য।।"

৬। যু-১৫ শ্রীমতী ভাষ্করিনোদ ঠাকুর
 শ্রীমতী সত্যেন্দ্র মোখাখায়া প্রভুর চাকর মন
 মনোনে আমি দণ্ডকে দখা করিয়া জানাচিয়াছে
 - "ভোগাভোগের সাক্ষ্য যাহারা - গণদ
 ভজন করেন, তাহার সাক্ষ্যভক্ত। তাহার
 খেচ্ছানুসক বৈশাখো, মহেশ্বোকাধিত

[illegible]

১. জাতিগত বৈষম্য : জাতিগত বৈষম্যের কারণে
 ২. অর্থনৈতিক বৈষম্য : অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে
 ৩. শিক্ষাগত বৈষম্য : শিক্ষাগত বৈষম্যের কারণে
 ৪. কর্মসংস্থান বৈষম্য : কর্মসংস্থান বৈষম্যের কারণে
 ৫. ভাষাগত বৈষম্য : ভাষাগত বৈষম্যের কারণে
 ৬. ধর্মগত বৈষম্য : ধর্মগত বৈষম্যের কারণে
 ৭. বর্ণগত বৈষম্য : বর্ণগত বৈষম্যের কারণে
 ৮. জাতিগত বৈষম্য : জাতিগত বৈষম্যের কারণে
 ৯. অর্থনৈতিক বৈষম্য : অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে
 ১০. শিক্ষাগত বৈষম্য : শিক্ষাগত বৈষম্যের কারণে

পূର୍ବক ভোগ করিতে করিতে সাধনবলে
 স্বীয় অনর্থকল জাহ্নিকা দূর করেন। তথাহি
 তত্ত্বতত্ত্বের এক বস্তু। প্রকৃতকমে সাধুগণ,
 সাধুগণে বুদ্ধভজন এবং বুদ্ধভজনক্রমে
 নৈকট্যে চিত্তকেন্দ্রবৃত্তি অনর্থ দূর হয়। পরে
 'নষ্টা' ভাষ্য। ভগবত্তত্ত্বভজনের প্রকরণ উদ্ধৃত-
 ক্রমে চিহ্নিতকরণ বৈকৃত্য গঠন হয়।
 সুস্পর্শকপে অত্যা-ন্যায়বোধে নষ্টকরণ সম্ভব
 এত বৈকৃত্য লাভ করেন। সকাম ভক্তভজনের
 বৈকৃত্য গাণ্ড ক্রমবিকাশে তার বোধ-সাধনা
 নিষ্কামভক্তগণ দেহভোগ কারণমাত্র সেত
 'পরমার্থ লাভ করেন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের মধ্য পাঠ।
—সামান্যলব্ধে যোগ্যতাপ্রাপ্তকণ সন্তানসম
বিশ্ব কৰ্ত্তব্যে সামান্যের জনস্বৈ ভোগ্যযোগ্যতাপ
বাহ্যব উপস্থ কৰ্ত্তব্য পাক। সন্তানস্বৈ সন্ত
উপনিষদের ছন্দন না করিলে মূলশাস্ত্র
পাঠেতে পাঠে না। ১৭২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
পৌরুষ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে জ্ঞানস্বরূপ
কারণে পাঠে না।

প্রিয়ম্বদা পড়ু জানাউগাছেন যে, একমাত্র
 শুক্লভক্তি হতেওও ব্রহ্মযোগের উদয় হয়।
 মত শুক্লভক্তি ব লক্ষণ এইরূপ,
 “শুক্লভক্তি হতেও হয় গেম উৎপত্ত।
 যতএব শুক্লভক্তি ব করিয়ে লক্ষণ ॥
 অস্ত্রাঙ্গা যতপুত্র ছা’ড়’ ক্রান-কর্য।
 আত্মকৃতা নগেনি মুখে কথ্যাত্মগীতন ॥
 ভুক্ত-মুক্ত আনন্দা যত মনে হয়।
 সাধন কালে গেম উৎপত্ত ন হয় ॥”
 (১৫: ১৫)

ভূ-ক-মুক্তি-ন জা স্রব্ধে উদগ ৩০৮
সাদন কারণেও 'প্রা' উৎপন্ন হয় না।
সকামভক্ত - যেমন শ্রীক্ষিপা দ ভগবৎকৃপায়
কাম্যানানশ্রুত তথ্যা কোনও উচ্চলোক
বা বৈকুণ্ঠ পয়াম গমন করিতে পারেন।
কিন্তু গোলাকে কৃত-প্রেমসেবা লাভ করে
হইল অন্য আচার্য ও অতিথিক অপার
কথাভাবেগে রজিত হওয়া আশ্রয়
রাগা'স্থাকজন বেকপ সঙ্গে'পুরে মঙ্গতো
কাণে রক্ষাস্বায় আচার্যক লোনা বাসন্ত
রাগা'স্থাকজনেরও চেষ্টকণ ভোগ্যেষ্কন
ত' দুর্বর কথা, কোন-কার কামনা
দুরের কথা শ্রীগগানের ঐশ্বর্য পয়া
উদ্ধারদের আশ্রয় বা মেবার কারণ
না। ভগবানের ঐশ্বর্য আছে বলিয়া
উদ্ধারা ভগবানেব সেবা করেন না ; কা
আচার্যক ব্যক্তিও ভগবানব আর্ষক
চেতুর'হও প্রীত্যয়ী মুক্তমেবার
যাঁচাদের নিভাহ্ভাব, উদ্ধারাত কৃপাথে
আধকারী ।

৭। কৃষ্ণভকতের প্রথম উদ্দেশ্যে প্রকৃত
 ৮। তদন্ত করলে তাৎক্ষণিক জীব কৃষ্ণোৎসব
 ৯। করিতে পারেন। এইক্ষেমে নিম্নকৃত ও নিম্ন
 ১০। তাৎক্ষণিক বিজ্ঞান কাম্যে প্রকল্পেও নাই

ସାବିତ୍ରେ ମାରେ ନା । ସେখানে ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ
 ବାତାସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାବେ
 ଅବସେଷ—ଚନ୍ଦ୍ରମେଘାଳୟ ମଂତ୍ର ଉନ୍ନତ ।
 ନିଜ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଓ ଶାନ୍ତ ଦିଶେ ନାହିଁ ।
 ସେখানে ଚନ୍ଦ୍ରର ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ।

ସୁନାତି ଓ ହୁନୀତି

(ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗତିମିକାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରପାଠାଳୟ)

সংসারে যতঃ কৃত্যসমুদয় বাগ্ধা পাত্ত
 হয়, তদ্বারা ভগবৎকৃত মঙ্গল হয় বলিয়া উক্তকে
 'ভূনাতি' বলে। সুশীতলভাবে সংসারক
 অমঙ্গলের কথা থাকে না : কিন্তু বাহ্যে
 নিজের অপকার ও পরের অপকার হয়।
 ততঃ কৃত্যসমুদয়কে। উক্ত ভূনাতিও অর্থে
 লক্ষ্য 'ভূনীতি' নামে অভিহিত হয়। যে
 নীতি বা নীতিবাহিত ক্রিয়া সংসারের
 অবলম্বন সাধন কর, তাহা লক্ষিত হয়।
 বজ্রনিয়ম সমাজকর্তৃক সকলেঃ এত কথা
 সম্বন্ধে অত্যাধিক করেন। মিথ্যাকথা গণনা
 'মহা'দ্বারা পধান করিয়া যোকে বিশেষ
 পাতিত করা গিয়াছে। জেদের সঙ্গে নাশকত
 নতঃ পুত্ররাজ উই ভূনীতি। পরপ্রাণ
 অপহরণ, পরদার অপকরণ বা এই সমস্ত
 অপকর্মের পক্ষপাত করা, উৎকোচের
 আশ্রয়-প্রদানের দ্বারা নিজেকে বা অপরের
 লাভান্ করা--এ সমস্ত ভূনীতিগণ্য
 গাণ। নীতিবাহিত ক্রিয়াগুলি অপরাধ
 মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অপরাধকে দাপা
 পণ্ডিতগণা গাণ্য। পণ্ডিত করা হয়। পরপ্রাণ
 গণ্যকৃত হইয়াছে। নান্যাকার পাণ
 জিন ন করে। ন্যাকার আশ্রয় এত সকল
 পাণের ইচ্ছা হইতে মুক্ত কবাচনার জন্য
 পাণ্যনা ও পণ্ডিত গণ্য। কনোব মন্তব্য
 পণ্ডিত গণ্য। পুত্ররাজ অপার নীতিয়ের
 বৈদেশিক তাকে ক্রোধের অস্ত্র ক করাহবে
 পণ্ডার তা পণ্ডিতগণের জন্য পণ্ডিত
 যুক্ত।

[illegible]

সংস্কারের কাজে নেই। জীব যখন আশ্রয়
সংস্কারের সমাধির অংশবিশেষ মনে
কেনে তখন তাঁহার কল্পাবৃত্ত উপকারের
সামর্থ্য সর্বত্রই অপকারের সাক্ষ্য জমজমা
যোগ্য। তাই অসম্মত করে।

জানম-জাগতিক কোন বস্তুর সহিত
 প্রীতি স্থাপন বা মোহাদির হওয়াবে অসম্ভব
 জীবনের বিচার করেন না : উঁচারা প্রকৃতি-
 যোগের বীজ। নববের জন্য অগ্রসর হন।

[illegible][illegible]

হইয়া কেবল চেতননামক চিন্তাশ্রোতের
 প্রাধিক্য দিয়া থাকেন। নৈকশ্রাব্যে
 অভিযাত্রা ও চিন্তা নামক দুইটি পাত্র
 প্রায়সত্ত্ব বাল্য মনে করেন, সেটুকু
 তাহার পরম্পরের বৈষম্য নিরাকরণপূর্বক
 সমন্বয়বাদী হইয়া চেনার নিত্যাবস্থানে
 রাষ্ট্র ও সাংসারিক যথেষ্ট অসঙ্গ
 করেন। অভিযাত্রাবাদী ও চিন্তাবাদী
 উভয়েই অগতির বৈষম্য কথার দের দ্বারা
 দূর হইলেও উভয়েই যে নাস্তিক ও
 আত্মমগ্নত্ব স্থাপন করেন, সেখানে অনেক
 সময় পার্থক্যের কারণে আত্মতত্ত্ব থাকে না
 বলাই চিন্তাবাদ পরম্পর অপ্রাণ এই বুদ্ধি
 ও মূর্খতা-প্রাধান্যকে আদর করেই পারেন
 না মানের জাগতিক চিন্তা-প্রাচুর্য
 আত্ম ও চিন্তাবাদে তাহাদের অসুখ
 পূর্ণতা লাভ করে: যেহেতু চিন্তাবাদগণের
 অগত্যা অসুখ তাহাদের জগৎসংসার-
 বিরুদ্ধ হইয়া। চিন্তাবাদগণের চিন্তাবাদগণের
 সাক্ষ্য এক পথিথে গণিত হইবার বলাই
 আত্মাবাদী ক'লেইতার জনগণের চক্ষু
 দূর হই, ইচ্ছা উভয়েই পরম্পরের বৈষম্য
 নিরাকরণ করে। গণকে যত বুদ্ধি জীবন
 সমন্বয় না। বুদ্ধি ও মূর্খতা প্রায়
 একই-রকম হয়। এ অত্যাচার, বৈষম্য অসুখ
 নিরাকরণ সত্য-সংসার-বিরুদ্ধ যাহা হইবে অসমর্থ
 মূর্খের জ্ঞান-সংসার অত্যাচার যে সকল জীব
 নস্বপ্ন, তাহাও সাক্ষ্য আত্মাবাদী
 ক'লেই বলাই-সংসার-বিরুদ্ধ নাই। বুদ্ধি
 মোহন-চক্ষু মূর্খের মেনন চোখ
 পূর্বক, যিহ বুদ্ধি তাহা বুদ্ধি জনগণ
 হইয়া চিন্তাবাদগণকে আত্মাবাদগণসমূহ
 গণসংসার-বিরুদ্ধ অত্যাচার, বৈষম্য
 এই-সংসার-বিরুদ্ধ অত্যাচার, বৈষম্য
 জ্ঞান-বুদ্ধি পারেন। জাগতিক জীবন
 জাগতিক জীবন-বৈষম্য ও জীবন
 বিভাগ-বৈষম্য হই, সেটুকু চিন্তাবাদ-
 ময় পরম্পর-বৈষম্য বাগ্ম্য জীবন
 পরম্পর-বৈষম্য হইবে বলাই
 নাই বা জাগতিক জীবন-বৈষম্য
 অত্যাচার।

জীব বখান বৃত্তান্ত নীতি পরিহার করিয়া
মুমুক্সা নীতির উচ্চ মাত্রা লাভের, তখন
তিনি আত্মপ্রবেশ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তা-
বাদের সম্মান করিতে করিতে যে আত্মবিশ্বাস
করেন, তাহাতে চিত্তালাস-বিস্তারের
উপযোগী হইয়া পড়ে। মুমুক্স নীতি অনুসৃত
বিচার-পদ্ধতি বৃত্তান্ত পক্ষে মঙ্গল হয় না।
তাবার বৃত্তান্ত মুমুক্স নীতির, বৃত্তান্ত
মুমুক্স চিত্তালাসের অন্তর্গত উচ্চাধিকার
নাই। চিত্তালাসের নীতি মুমুক্স
চিত্তাপ্রবেশের নীতির সহিত চতুর্ভাষে
অঙ্গভাষে চাপন করে। মুমুক্স যে কোন
মাত্রাধিকার লাভ করিয়া উচ্চাধিকার ও চিত্তালাস

দৈনন্দিন জীবন'রও পরিচয় অবশ্যই এই প্রতিষ্ঠিত
 করেন। তৎকালে চন্দ্রাবাসীর বিচিত্র
 জীবন'র এক চিত্রাঙ্কন হওয়া পড়ে।
 আদ্যাত্মিক চরিত্রের ও আধ্যাত্মিক জীবন'র
 চিত্রাঙ্কন তঁাকে অপেক্ষে ধূলিতে
 লুটিয়ে দেয়। সুতরাং পরবোধ্যের
 বিচলিত জীবন'র দর্শনের অসীম ব্যাপার
 হওয়া পড়ে। বুদ্ধি ও মুখ্যতঃ এই
 বাসন-পরিবাহী জীবন'র জীবন'র
 ধর্মী-বাসন'র পরিবর্তন না হলে তিন
 ক'র মুখ-মুখ প্রদর্শন লাগে করেন; এবং
 তৎকালে মুখ-পরিবাহী জীবন'র জীবন-
 বোধ থাকিলে জীবন'র নিরুপায়িত হওয়া
 লাগিত। লাগিত হওয়া চন্দ্রাবাসীর জীবন'র
 জীবন'র জীবন'র জীবন'র জীবন'র
 হওয়া পড়ে।

[illegible]

ଡୋଳାର ଶ୍ରୀମତୀ ମାଳିକ ମହାପାତ୍ର
 ଗ୍ରନ୍ଥକାରୀ ହେବାରୁ । ଏହାପରେ ଡୋଳାର ଶ୍ରୀମତୀ
 ମାଳିକ ମହାପାତ୍ର ହେବାରୁ ।

শ্রীশ্রীমদভ্যাসপুত্র ভট্টাচার্য্য কাল ক্রিষ্ণী ওয়াবসু কঠিতে শ্রীভট্টাচার্য্যপাল নন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য কঠিতে
শ্রীমদভ্যাসপুত্র ভট্টাচার্য্য কঠিতে ওয়াবসু কঠিতে ওয়াবসু কঠিতে

महाश्व कन्यानिर्घोषादिक

शिव ठाकुर बलिदान

ସ୍ଥିତି ଅଧ୍ୟାୟ କଳାଗବେଷଣ-୫

ସହ 'ପରିଧଳ' ନାମକ ଚାଷ)-

ନବ ସଙ୍ଗୀତ - ଚଉଥାଢ଼ି ।

କହ। ଯମନାତ। ଶ୍ରୀମା। (୧୧୫)

निगम ।

આ શ્રી ૫૨ —

प्रयोगों के लाभ

পো: শ্রীমাদ্বাসুদ, নদীকা ।

**दैनिक
नदिआ-प्रकाश**

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক গুথপত্র

महत्कोटम्

ਸੋਨ ਮ'ਭਾਮਾ ਜਥਾ 'ਚੋਂ

‘‘ॐ॥’’ २।५१ ॥ ३।५१ ॥

ଅମଳ ଚିତ୍ର । ଅମଳନ ବସନ୍ତ

ଅନ୍ତରାଳ, ମି.

१३७० ० १३७० १३७०

ନେମ ଅନାମିତା ୩୫ ।

११७५. —

শ্রীমৎ ১৭৭৭ খ্রিঃ ১৭৭৭ খ্রিঃ

ନାମ: ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ, ନବୀନା

१७वां वर्ष

১. মনুস্মৃতি গৌরীনাথ পুস্তক : ২৮শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৫০ : ১০ই এপ্রিল ইং ১৯৪৪ সোমবার

२ १०५ अ०३३१

অনুকরণ রূপা-প্রার্থনাই একমাত্র কার্য

ହୁଆଁଲୋକେ ହୁଆଁର୍ଦ୍ଦନେର ଜଗର ଏମିଏ
 କ୍ରମାର ସାରାଟି ତଗବତ୍‌ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ।
 ଜର୍ଜନ ଆମରା ସେକ୍ସ କେତ ହୁଆଁକ ଦୋଷେ
 ମାସ ନା। সে জগ তগবত্‌কণা বাহ দিয়া
 কেহ নিজচেটোর সারা তগবର୍ଦ୍ଦন পাঠাও
 পারে না। তগবত্‌কণার সারা তগবান্‌কে
 জানাই প্রত্যাপ্তি—অবতারগান বা
 অবতারবাহ। কল্পশায়র তগবান্‌ যখন
 বেজার অবতীর্ণ হন, তখনই তাঁহার ক্রমার
 জীব তাঁহাকে জানিবার সৌভাগ্য পায়।
 আরোহণহী বা ক্রিয়চেটোপরায়ণ বাস্ত
 কখনও তগবত্‌সাক্ষাৎকার লাভ করিও
 পারে না। সেটজন্ত অসীম কল্পনার সাগর
 ত্রিগৌরনিত্যানন্দে নিকট মজন্ত ও আশ্রয়
 ক্রন্দন করিয়া তাঁহাদিককে নিজ চুখের
 কাছিনী আনাহঁতে হয়। তাঁহারা পরম
 কল্প, জীবের ঐক্য নিকট আন্তিক্রমণে
 তাঁহাদের কল্পার উল্লেখ হয় এবং তাঁহারা
 অমাহার কল্পা বর্ধন করেন। ত্রিগৌর-
 নিত্যানন্দে অমাহার কল্পার এমনই
 স্বভাব যে, জীব বহুট সেট কল্পাধারায় মান
 কারাত থাকে, শুভই কল্পাধারের জন্ত
 জীবের স্বাভাবিক আন্তি বৃদ্ধি হয়।

আমরা অনর্থগ্রস্ত নীবা। অনর্থ স্বপ-
 কাভীর। সুতরাং এক আমরা স্বপী ও দরিদ্র।
 আমাদের অনর্থবৃত্তি হঠলেই অনর্থনিবৃত্তি
 হইবে। সাধুগণে তখনই ধনজাতীয়।
 কল্যাণকরত্বপণ্যমানাই ধন। সেই ধন যত
 বাড়ি পাওবে, ততই পুরুষাভিমানরূপ স্বপ
 কমিতে থাকিবে। গ্রন্থে ধনজাতীয় বস্তুর
 কলা বা বাস্তববস্তুর অবতরণ। আগে স্বপ
 হয় কল্পিব্যব চেষ্টা নহে। পূর্বে কলাও স্বপ

বা পরাগাতি। কৃপা বাতীত মঙ্গল হইতেই
 পাওে না। শ্রীগুরুদেব যদি দয়া করেন,
 তাহা হইলেই তাঁহার আবেদনক্রমে কৃষ্ণ-
 কৃপা লাভ হইতে পারে। তখনকার
 'আমি দয়ার প্রানী'—এই বিচার সঙ্গত
 থাকবে। শ্রীগুরুপাদপঙ্খের কৃপার ফলে
 চৈতন্যস্বরূপ পাওয়া যাইবে। বিহার।
 শ্রীগুরুগোরাচন্দ্র সেবার জন্য প্রাণ, অর্থ,
 বুদ্ধি, শক্তি—সবাইর বাহা কিছু আছে তাহা
 নিয়োগ করেন, তাঁহারাষ্ট তাঁহাদের অল্পসহ
 লাভ করিতে পারেন। শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রী-
 কৃপা পৃথক্ নহে। কৃষ্ণভজন বাতীত
 শ্রীগুরুদেবের অল্প কোন কাছা নাই।
 শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেষ্ঠকন্যেব সেবা বাতীত
 আর কাহারও সেবা অস্বীকার করেন না।
 সকলের সকল সেবা শ্রীগুরুদেব-কর্তৃকই শ্রীকৃষ্ণ
 নিবেদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পসন্দ তাঁহা-
 রার আশাভের নিকট উপস্থিত হয়।
 শ্রীগুরুদেব ভগবৎকৃপার মুষ্টিগ্রহণ। শ্রীগুরু-
 পাদপঙ্খকে আশ্রয় কুণ্ডল কৃপাকে আশ্রয়
 করা। কৃপামুষ্টি শ্রীগুরুদেবই জীবকে ভগবদ্-
 দর্শন করান। সেতৎকাল সমগ্রাণ্ডেই শ্রীগুরু-
 চরণাশ্রয়ের কথা। ভগবৎকৃপায় ভগবৎকৃপা-
 জ্ঞানী শ্রীগুরুপাদপঙ্খের সন্ধান পাওয়া যায়
 এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপার ভগবদর্শন লাভ
 হওয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব নামাচারী। তিনি
 নিজেকে সর্বদা শ্রীনাম গ্রহণ করেন এবং
 অপরেকেও নাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন।
 শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীনামকীন্তনই
 ভগবৎসাক্ষাৎকার। এই শ্রীনামভজনের
 মাধুৰ্য্য ও মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া কেহ
 কেহ শ্রীনামভজনকে শুধু ব্যাপার বলিলে

নামাচার্য্য ঈশ ঠাকুর তত্ত্ববিনোদ বলিভেন
— “ঈশ্বর সজ্জিদানন্দ স্বয়ং, তাঁহার ভজন
কখনও শুষ্ক ন্যাপার হইতে পারে না।
যাহাওয়া নামাপরমার্থে আচ্ছন্ন — যাহাওয়া
ঈশ্বরের রূপ পান নাট, তাঁহারই নিকটেই
ঈশ্বরগুন শুষ্ক বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বর-
ভজনে ‘মিলন ভজন’ ও ‘বিগ্রহভক্ত ভজন’
উৎকৃষ্ট আছে।”

কৃপা ছাড়া গতি নাই। যেখানে কৃপার
অভাব তাহি নাই, ওঁহাদের শরণাগতিও নাই।
হরিতকন কবচেতে চলে একানিষ্ঠতা, শরণা
গতি এবং কেবল নৈমিত্তিক ঐশ্বর্যের সহিত
কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকে প্রয়োজন।
শ্রীশঙ্করকেও কৃপা পাটাবীর অল্প লাগিয়া
চতুর্দশ দরকার। শ্রীশঙ্করগোবিন্দের দয়ার তুলনা
নাই। তাঁহার দয়া কতিপয় অমাকে উদ্ধার
করিতে পারেন ও করেন। তাঁহাদের সেই
ক্ষমতায় বিশ্বাস থাকা দরকার। তাঁহাদের
দয়ার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর
চিন্তা নাই। শ্রীশঙ্করকৃষ্ণকৃপা ব্যতীত আমাদের
আর উপায় নাই। পরমার্থাত্মম শ্রী
প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—“শ্রীকৃষ্ণ যাহা জীবকে
দয়া করেন, তবেই হরিসেবা করা যায়।
নতুবা অন্তঃকরণের মৌলশূন্যত্বের সাধ্য নাই যে,
এত হাজার কাটাটকা হরিসেবা করিতে
পারে। হরিসেবা ভাস্পর কথা নয়।”
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ,—

“ঈশ্বরের কৃপাণে তব ত’ বাহায়ে ।
 সেই ত’ ঈশ্বরের জানিবারে পাবে ॥
 কপার সমুদ্র,—দীন তীন কদাম্ব ।
 কৃষ্ণকপা বিনা কোন স্থব নাই হয় ॥
 মহৎকপা বিনা কোন কথ্যে ত’ জ্ঞান হয় ।
 কৃষ্ণভক্তি হৃদে রহে, সংসার নহে ক্ষয় ॥”
 ঈশ্বরদাসের কৃপালাভের অষ্টম বস্তু
 কবিত্তে লিখিলে । তিনি ঈশ্বাকে কৃপা করেন,

[illegible]

শ্রীভগবান্ কৃপাময় । সর্বত্রৈব অহৈতুক-
কৃপা-বিভরণই শ্রীভগবানের নীতা-ব্যভাষা ।
সংসার অমোক্ষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য-
ভগবৎকৃপা, প্রভা ও শাস্তিসঙ্গতাও ঘটিত
থাকে । নিঃস্বপ্ন স্বেচ্ছাময় ভগবৎকৃপার
যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার নাই । যিনি
বহুটা জাগ্রত পরমাণু হইলেন অর্থাৎ
আত্মতত্ত্ব বা বস্তুজ্ঞানমূলক আত্মনিবেশন
কার্যেই, তাঁহার উপর ততটা
কৃপা বর্ষিত হইবে । ভগবৎকৃপা হইতে -
প্রভা হইতেই ভক্তাশ্রমেয়র কথ ।
কৃপাশক্তি ও ভক্তি সমকালীন বস্তু । তা
ই সেবোদ্ব্যুতাত্ম পরমাণুভি কৃপা সহচর ।
ভক্তি অহৈতুকী । তাত্ত্বিকগণে কৃত্রিম
আলোকেব দ্বারা ক হৃদয়দর্শন হয় ? য-
হৃদয়েব অধঃ প্রকাশিত হইল, তখন হৃদে
আলোকের হৃদয়দর্শন হইয়া থাকে ; ক্ষণ

দৈনন্দিনে সে শ্রীতি জন্মে সম্মত সবার ॥

— — :: (::) :: — —

অতঃপর প্রদর্শিতবশতঃ এই সংকল্পগুলির
আলোচনায় আমাদের মত পোষণ। এত
সংকল্পগুলির আলোচনার পরোক্ষ অমরা
আলো বোধ করিতেছে না। চেতনের
অভীপ্সিত বাদ দিয়া আমরা কেবল দৈব ও
মন প্রকৃতি অচেতন বস্তু ও অদৃশ্যবশতঃ
এই সংকল্পগুলির আলোচনা অতঃপর মানব-
সমাজে একপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনে
সংঘটিত হইতেছে। আমরা সত্যে প্রত্যেক
উদ্দেশ্য করিয়া গৃহকে মুসজ্জিত করিতে
বাস্তব আমরা দেহকে সাজাইতেছি, কিন্তু
দেহকে বাদ দিতেছে। চেতনকে বাদ দিয়া
অচেতন বস্তুর আলোচনায় প্রকৃত মানব
জীবনের অমূল্য মুহূর্তগুলি অপনীতক্রমে
অতিক্রান্ত করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে
পাতাকেরই চর্চা আলোচনার বিষয় চর্চা
প্রত্যেক পুরুষের, সন্তোষের স্বীকৃতি, প্রত্যেক
পুরুষের, পাতাকের স্বীকৃতি, প্রত্যেক বাগানের,
হৃদয়, মনঃসম্পদের, বুদ্ধির — সমস্ত সম্পদের
আলোচনার বিষয়। চর্চাই সকলের একমাত্র

[illegible][illegible]

নিম্নলিখিত নৈরাগীর আচরণ কি সম্পন্ন ?

ବିକଳ ଦୈବୀୟାଁ କରେ ଭାବ ମା' ଶିଶୁନ ।
 ଯାହାନ୍ତ ବାହ୍ୟା କର ଶୈବନ ସାଧନ ॥
 ଦୈବୀୟାଁ ହସ୍ୟା ଯେନା କରେ ପରାଧେୟାଁ ।
 କାହା ମା' ନଦେ, ବନ୍ଧୁ କରେନ ଉପେକ୍ଷା ॥
 ଦୈବୀୟାଁ ହସ୍ୟା କରେ ଚକ୍ର ର ନାମ ।
 ସନାତନ ବାସ ଶରୀର ହସ୍ୟ ବସେର ବନ୍ଧ ॥
 ଦୈବୀୟାଁ କବଚେ ସଦ ନାମ ମା' ଶିଶୁନ ।
 କାହା ମା' କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପେକ୍ଷା ॥
 ବିକଳ ନାମ ନାମ ଯେତ ଶାଫ୍ତ ଉକ୍ତ ଦାସ ।
 ଶିଶୁଦେବୀ ଯାହାନ୍ତ, ବନ୍ଧୁ ନାମ ନାମ ॥

[illegible]

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি। রাখা হইলে প্রেম বার, ৩৫ হই মড় বনী

শ্রীধাম-মাদানপুর লোকসংস্কার কমিটি ওয়ার্কিং বইতে শ্রীঃ মাণোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও জি.শ্যামী সম্পাদিত
 'ঐন-কমোদ' ভূমি-শাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গাভ ২৪শে মার্চ খান্দিগ ঘুড়াপ্রাঙ্ক
 সঙ্গীত উৎসাহের বোর্ড' (সামগ্রী) কার্যে
 যে, কলিকাতা হতে পাট ক্রয়ের কথা বাক্য
 শেষ হইয়াছে। এত পাট কুণ্ডল ও
 পোটেরিমোর পুনরায় বিক্রয় করা হইবে।
 তহা হ'তে চান পাক করার খালিরা প্রাপ্ত
 হইবে। প্রয়োজনের উপযোগী লোকেরা
 ভাগ পাট এখনও ক্রয় করা হইবে। বাকী
 পাট ক্রয় করা হইবে চানও যতদূর, মে ৬
 জুন মাসে। এত সময় পরবর্তী ১২সংস্করণ
 চাইলাও পাইব করা হইবে।

অগবৎকৃত ঐকান্তিক ও নিষ্ঠাপরায়ণ ।
 তাঁহার নিজের অশব্দাঙ্ক নাই । তিনি
 শ্রীভগবানের সুখের অস্তিত্বই সেনা করেন ।
 শ্রীভগবানের সুখেই তাঁহার অর্থ, নিজের
 অর্থ তাঁহার প্রয়োজনীয় নহে । সপ্তমো
 ভাবে নিজস্ব অর্থ বা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া
 অগবৎসুখের অস্তিত্বসন্ধানই অকৃতজ্ঞবানের
 মূলমন্ত্র । ইহাই সর্বকথিত ভক্তের
 প্রয়োজন ।

ঐশ্বর্যবৃত্তি, ও পৌত্তলিকতা

(শ্রী বসু পাণ্ডে শ্রী কিনোয়া ঠাকুর)

পরমেস্বরের" রূপ, ভগ্ন ও নীলা একত্রিত
 হইয়া তীতার স্বরূপে উপস্থিত হয়। তিনি
 নিত্যকার নাললে তীহার নিত্য সচ্চিদানন্দ-
 রূপের বিশদীভব বাদ হইয়া উঠে। জড়ীয়
 রূপ নাকি বলিয়া তিনি নিত্যকার ন'ন, তীতার
 ভগ্ন আঁচড়া। কেবল সঙ্গব্যাপী বলিলে
 তীহারকে ক্ষুদ্র ভগ্নাবশিষ্ট বলা হয়। যশস্বাকার
 হইয়াও সঙ্গের যুগলৎ পূর্ণরূপে বস্তুমান
 আছেন - এই ভগ্নটি আলৌকিক ও অচিন্ত্য।
 তীতারকে নিষ্কিন্দেব বলিলে একটি মাত্র
 নিষ্কিন্দেবতা ভগ্ন উচ্ছিন্নত অংশিত করিয়া
 তীতারকে ক্ষুদ্র করা হয়। তিনি যুগলৎ
 সানন্দেব ও নিষ্কিন্দেব বলিলে আলৌকিক
 অচিন্ত্য অপের পাঠেবু হয়। জীবসকলকে
 মাতৃগাউ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা তীতার
 নিষ্কিন্দেব প্রথমায় জগৎকে আরও উন্নত
 করিয়া লইবেন এবং যে যৎপূর তীহার তী
 পিতৃকাবা সাদন কারণে, তৎপূর তাহারকে
 পুত্র প্রদান করিবেন,--এই কল্পনায় এত
 ভগ্ন ও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে
 তীতার অচিন্ত্য লীলার বিবরণ পাওয়া যায়।
 যে পুরুষ সাক্ষর ও সঙ্গবাক্যময়, তীহার
 য'দ একজন হস্তা নীকিত যে, এই জগৎ
 ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়া সকল
 অশাস্ত্র হইবে, তাহা হইলে তীতার
 হস্তাযাগেই জগৎ উন্নত হইবে। কতক
 হইল, আর কতক জীবের দ্বারা করিয়া লইবেন

একশ বৃদ্ধ ষোড়শদশ আছেন ত্রিতারা
 জৈমিন্যক অগ্নিক বর্ষনার, কণিকার, সূর্যব-
 দগের মধ্য কুশল নন্দী কানন।

[illegible]

(কিবিনোদ ঠাকুর)

দেখতে পাওয়া ভাড়াতেই সমস্ত লেখ
স্থাপন করেন, উভাতে গল্প লাভ হয় না।
তিনি একসকল সভানাকা বাল্যালেছেন,
কিন্তু নিজেও গল্পরূপ আর একটা কাহা
প্রস্তুত করলেন

[illegible]

ভাষ্যকথিতগণ পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞান-
লাভে অশক হওয়া ভক্তদলের শ্রাবণস্থ
সংকে শোভনিকতা বলিয়া নিম্না করিয়া
ধাকেন। অতঃপরগের অসম্পূর্ণ ধর্ম,
তৎপরে শুদ্ধানন্দিগের ক্ষুদ্র মত্ত ও তত্ত্বতৎপরে
অগ্রগত বক্ষ্য-স্ত জারতবাসীদিগের পাবিত্র ধর্ম-
ব্যক্তি কে দৃষ্ট করিলে নয়া গন্ত্যনাথের যথো
শ্রিনিয়তের সাত্ত্বিকতা উদ্ভব হয়; তৎপরে
নিষয়, এই শ্রিনিয়তনিম্মা করিবার পক্ষে
কেহও এ বিষয়ের সম্ভব বিচার করেন নাট।

শ্রীমন্তা পান্ডুর শিক্ষা আমাদের। এই পাণ্ডু
কটে যে, যে মর্মে শ্রীহরসেবা নাট। সে মন্ত

নিত্য অকର୍ষক । ভাক্তমার্গে শ্রীবিগ্রহ-
 বাবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্মোৎসীর্ণের অত
 উপায় নাই । অতএব নিম্নকানদের যতের
 যতাকংকণে বিভাগ করা একান্ত আবশ্যিক ।
 শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তল্যকর্মে মধ্যে প্রভেদ
 বেশ আছে । পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপকে
 অলম্বনবশত শ্রীবিগ্রহ পরিগণিত হন ।
 জীবের চিন্তেবশত চক্ষুবারা পরমেশ্বরের স্বরূপ
 লক্ষ্য হয় । বাগ-নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞান এবং
 সাধারণ ও সমুদ্র নিকট যক তত্ত্ব
 পরমানন্দ-সমাধিসময়ে সেট সচ্ছন্দানন্দ-
 স্বরূপ ভগবানের নিত্যরূপ ধর্মান
 করেন ; মনোবৃত্তিতে সেট রূপের অতরূপ
 মান করেন । প্রাক্ত ও ভগতে সেট নিত্য-
 রূপের প্রাণি যাবরূপ শ্রীবিগ্রহাধর্মান করত
 নয়মানন্দ বর্জন করেন । এ স্থলে শ্রীবিগ্রহ
 কখনও কখনও আবানিশ্রুত বস্তু হন না ।
 বীহার ভীতি নাই, ভীহার পক্ষে ভগবৎ-
 স্বরূপতা নাই ; কিন্তু ভক্তের নিকট ভাণ্ড
 নিত্যচর্য্যমুদ্ভিত অর্জাবতার ।

শ্রীমদ্ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন
 বস্তু স্বরূপেও বস্তু রূপে পাবে না। সমস্ত
 শব্দ ও বিজ্ঞানে যেকোন অপ্রকৃত ভাবের
 মূগ পণ্ডিত আছে, শ্রীমদ্ভগবৎস্বরূপ
 প্রত্যক্ষের অসাক্ষ্য ভগবৎস্বরূপের প্রত্যক্ষ-
 স্বরূপ। অকালিদগর ভগবৎস্বরূপ প্রত্যক্ষ যে
 মহাশয়, তাহা ভক্তগণ বস্তুত্ব ভাববুদ্ধির
 ফলস্বরূপ অপ্রকৃত পন্থা করিতেছেন।
 বিভ্রান্তমার্গের সাহিত বিভ্রান্তের যে প্রকৃত
 সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিভ্রান্তকোলাহলজন
 ফলস্বরূপ লোকের হয়। তাহাযে যাহারা
 অনাগ্রজ তাঁহারা বিভ্রান্তের দোষে কি
 বুঝে? যোগীদের ক্ষমতায় ভক্তি নাহি,
 তাহারা শ্রীমদ্ভগবৎ পুস্তককে বস্তু আর কি
 বলিবে? পারে? অকালিদগর সিদ্ধান্ত এত যে,
 শ্রীমদ্ভগবৎস্বরূপে পোস্তলক ন'ন। 'ভবে
 পোস্তলক কে, তাঁর সংক্ষেপ বিচার করা
 হউক। ভগবৎস্বরূপের সর্বিদ সম্বন্ধীন
 পুস্তকে যাহারা উৎসাহ করে, তাহারা
 পোস্তলক। তাহা পঞ্চমকার—(১)
 পুস্তকানুসারে যাহারা ভক্তের ইচ্ছা বলিয়া
 পূজা করে। (২) ভক্তের হৃদয়জ্ঞান করিয়া
 প্রভাবশরীত ভাবকে ইচ্ছা বলিয়া যাহারা
 পূজা করে। (৩) ইচ্ছার স্বরূপ নাহি
 ইচ্ছা কারণে, কিন্তু স্বরূপ বাস্তব
 চিত্তের বিষয় পাওয়া যায় না, তখন
 যাহারা উৎসাহা মূলত করিমার উদ্দেশ্যে
 ইচ্ছার বস্তুত্ব রূপ বস্তুত্ব করে। (৪)
 যাহারা চিত্তবৃত্তির শুদ্ধতা উন্নতির এক ইচ্ছা
 বস্তুত্ব করত তাঁহার একটি কল্প-মুখের
 মত করে। (৫) অতীত যাহারা ইচ্ছা
 বলিয়া পূজা করে।

কসভা বহুভাষীমণ্ডল, অধিবাসকগণ ক
জ্যোত্ সোঠাৰ্ণ হাভাৰ্ণ জ্ঞাপুজক জীকদেবী

ভাষারে সে বলি কর্ম কর্ম সদাচার। ইখরে সে শ্রীতি জন্মে সমস্ত সবার।

সময় জৈবের স্বরূপজ্ঞান উদ্ভব হয় নাট, অথচ জীবের জৈব-বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান থাকে, সেই সময় জ্ঞানানবসৃতঃ যে দাতাচকারিণিষ্ট বস্তুতে জৈবরূপতা দেখা যায় তাহাত ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। অধিকার-বচনকে জৈব পৌত্তলিকতার বিন্দু নাট। জড়-জ্ঞানের অভ্যন্তর আণোটোমিক্রম বুদ্ধিভাষা সমস্ত জড়ীকরণের বিশেষিত নিষ্কলেশভাবকে স্বরূপ জৈবের বাল্য বা বিদ্যাগত হয়, তখন জৈব শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। নিরাকার্য্য বা জৈব ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিক। নিষ্কলেশভাব কখনও জৈবের স্বরূপ বা স্বরূপসম্বন্ধীয় ভাব চেষ্টাতে পারেনা। জৈবের অনন্ত বিশেষের মধ্যে নিষ্কলেশভাবে একটি বিশেষ বাল্য স্বরূপসম্বন্ধীয় বাব হতে পারে। জৈবের স্বরূপ জড়বিলক্ষণ নটে, কিছু জড়বিশ্রীত নয়। চরম নিদীপকে ধাতারা লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞান, প্রকৃতি, গণেশ ও সুধার সত্ত্বগুণটি সত্ত্বকে সত্ত্বের উপায় বলিয়া কল্পা করেন, সাতারা জৈবের নিত্যস্বরূপ মানেন না। অতএব কল্প ও সৃষ্টির সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকমধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাতাকে 'লক্ষ-উপাসনা' বলিয়া বলা হয়, তাহা এষ্ট শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। কোন ক্ষণকে অবগদন করত তদ্বিশ্রীত দম্ব যে সত্ত্বগুণতা তাহা কল্পে লভ্য হতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না।

যোগাযোগের ক'লত কিছুমিথ্যানত
 তু' শেরীর শৌভলিকতা ; হুদ্রা অক' কোন
 লাভ হুত' পারে, কিন্তু ভগবানের বিত্যা-
 বকপসাক্ষাৎকারকপ পরম লাভ হুত' না।

ঐতিহাসিক জীবন বর্ণনা পুঁজা
 করেন, তাঁহার পক্ষ প্রণীত পোস্তলক।
 ঐতিহাসিক পুঁজা পক্ষ প্রণীত পোস্তলক।
 মত অপরাধ নাই। যে-সকল জীব পুঁজা,
 তাঁহাদিগকে 'সংস্কৃত' বলিয়া পুঁজা করিলে
 আর জীব জীববৃত্ত অপরায়ণ করিতে হয়
 না। ঐতিহাসিক পুঁজা পক্ষ প্রণীত পোস্তলক
 , পোস্তলক পক্ষ প্রণীত পোস্তলক, তাহা মত
 ঐতিহাসিক-সংস্কৃত পোস্তলক বৃত্তে
 পোস্তলক।

উক্ত পাঁচ প্রকার পৌত্তলিকেরা যে কেবল
ভগবৎ স্বরূপের নিষ্কা করিয়া থাকে, তাহা
যে, তাহার অকারণ পরম্পর নিষ্কা করে।
সাম্য প্রণেীর পৌত্তলিক জড়ীর আকাশের
সিঁদুরাশিই শুধুকেই জৈবের সমান শুধু মনে
করিয়া ভগবৎ স্বরূপের অবহেলা করে এবং
সমস্ত ও নির্মিত দেয়াকার সকলের নিষ্কা
করিতে থাকে। ইহার মূল্য তাৎপর্য এই
যে সমান অধিকারেই সাপেক্ষ ভাব ও
অজনিত কলহ আনবার্য্য হইয়া পড়ে।
পৌত্তলিকমাত্রেই পৌত্তলিকের নিষ্কা করেন।
পৌত্তলিক ও স্বরূপসম্বন্ধ ভগবৎস্বরূপের কোন

শৌভাগ্যের জাত বিবেচ্য নাহ। তিনি
এহমাত্র মনে করেন যে, যে পথান্ত স্বরূপ
লাভ হয় নাট, সে-পথান্ত বজ্রনা বহু আর কি
কারণে? করুণা কর্তেও কার্তেও সাধুসক-
লকে করুণাকে চেষ্টাজন করিয়া স্বরূপজ্ঞানের
উদয় হইবে। তখন আর তাহার বিবাদ
কারণে না।

ଅବନ୍ତୀ

— 卅(卅) 卅 —

ଆକ୍ରାନ୍ତଗରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ବା ମାମାନଦୀର ଡିରେ
 ଆସିବୁ । ମାମାନଦୀ ଡିରେ ନଦୀର ମେ
 ଯାଆନ୍ତୁ । କୁଳପୁରାଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମହା
 ଦାକା ମୁରୀର ଅବତରଣ ବାମନା ବାମନ
 ଚଉପାଞ୍ଚ, —

“अथाथा यथुनं यथा कानी कानि अवास्तुका ।
पुत्रो वा द्राव एतेन नृश्रेष्ठ ।

“**मोक्षदायकः ॥**”

ସଂକଳନମାଳା ମେଳିବାଦ ମାତ୍ର, ଅବସ୍ଥାବଳୀ
 ସମ୍ବନ୍ଧ ଶ୍ରବଣ କରା ହେବାପାଇଁ ବାସ୍ତବିକା ମାତ୍ର
 ବାସ୍ତବିକା—

“ଅବସ୍ଥାଂ କୃତ୍ୱା ଜାତେ” ଯାଗମେ ୫

“श्रीमन्मन्त्रः ।”

ଅମରଜିତଗରେ ଶ୍ରୀମାନ୍ମୋକ୍ଷାଳୟ ମୁ'ନ ଗୀତ
 କାରେନେ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଗୋକର୍ଣ୍ଣାଧିପତି
 ଏହି ହାତେ ଶ୍ରୀମାନ୍ମୋକ୍ଷାଳୟ ନିକଟ ଅସୀମ
 ଗୋଳା ମହାଳୟ କରାହୁଁ ଶ୍ରୀମାନ୍ମୋକ୍ଷାଳୟ ମୁ'ନ
 ମହାତ୍ମା ଗୋବିନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 କାରେନେ । ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶ୍ରୀମାନ୍ମୋକ୍ଷାଳୟ ମହାତ୍ମା
 କରାହୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ଅମରଜିତ କରାହୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

পাক্‌স্তান দেশেও পাকিস্টানী ঐতিহাসিক
টেলিফি ১৭১ সো-প্লাস উজ্জ্বলিত নগরীর
বিশেষ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের
বর্ণনাতে জানা যায়, এত স্থান চত্রেতে মূল্যবান
পদ্ম, বহুমূল্য বস্ত্র ও নানানিধ উপাদেয়
স্রব্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানী হইত। যথা-
বংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থেও বর্ণিত আছে যে,
চক্রবর্ত্তের পৌত্র অশোক পিতার রাজ-
প্রাচীন ধ্বংস উজ্জ্বলিত রাজ্য করিয়া-
ছিলেন। তাহা খৃস্টপূর্ব প্রায় ২৬০ অব্দ।
সেই সময় অশোকের পিতা পাটালপুত্র
রাজ্য করিতেন। উজ্জ্বলিত বৌদ্ধগণের
বিহার ও বৌদ্ধজাতগণের বাসের কথাও
উল্লেখ বিদ্যমান। তাহার বহুবর্ষ পরে
বিক্রমাদিত্য, কবি কালিদাসদিগ নবরত্নের
সহিত উজ্জ্বলিত উজ্জ্বল করিয়াছিলেন বলিয়া
জানা যায়। বিক্রমাদিত্য এখানে রাজধানী
স্থাপনপূর্বক ললিতমোক্ষদ্বীপ পুরীর
অত্র গমতা পুনঃ সংস্থাপন করেন।

পূর্বকালে যেজন ইচ্ছাপ্রব, হস্তিনাপুর
সকল সমুদ্রবানী রাজধানী ছিল, বিক্রমা-

[illegible]

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ
অধ্যায়ে অশ্বিনীনাগের ইতিবৃত্ত শুধুই লিখা
না। তাঁর কথায় যে 'সুখকালো এত অজ্ঞা
নগর এক জন কুরুর ব্রাহ্মণ বাস করতেন
তিনি কখনও কখনও গাণিক'দিগ'দ্বারা
কতকগুলি দল সংগ্রহ করিয়া ছেনেন এবং
অগ্নির কামো, লুপ্ত ও কাপনস্বভাববিশিষ্ট
ছিলেন। তিনি আত্মগণ, এমন কি,
নিজ জাতিগণকেও বাক্যে দ্বারা সম্বোধন
করতেন না। সুতরাং তাঁহার গৃহে কেহ
বাচ্যাক ক'রতেন না। তিনি সেতজনমুখ-
গৃহে অসন্তান ক'রেন। তাঁহার
দেহের আশ্রয় সামগ্রীও তিনি গ্রহণ
করিতেন না। সেত কন্যাস্বভাব
ভোগী রূপে থাকে। মঙ্গলটি নিজস্ব
নয়। মঙ্গল মঙ্গল কর্তৃক ক'রেন। তাঁহার
শ্রী, পুত্র, কন্যা ও ভ্রাতৃ সকলেও তাঁহার
সংসারের অংশীদার নহে। সেত
সেত উচ্চলোকের, যক্ষগণের দ্বারা কাম
বিশীল
ব্রহ্মণের অংশীদারের 'কন্যাস্বভাব' দেবক
গণের দ্বারা উচ্চলোকের। কালক্রমে
সেত কন্য ব্রাহ্মণের দ্বারা আশ্রয় ও
যেই মঙ্গল অংশীদার হইল। কিছু তাঁহার
জাতিগণ, কিছু দম্পত্য, কিছু অঙ্গলোকে,
কিছু রাজ্যে এবং কবিগণ, কিছু গা গৃহ-
দ্বারা দৈবভক্তি কামনায় বনষ্ট হইল।
এইরূপে তাঁহার সকল দম্পত্য নষ্ট হইলে
ব্রাহ্মণ স্বকন্যার দ্বারা উপার্জন করিয়া
মহাচন্দ্রসিংহের নিম্নে হইলেন। হস্তাতে
ব্রাহ্মণের দ্বারা নিম্নে আসিয়া উপস্থিত
হইল। তিনি বিচার করিলেন, কেনই বা
আমার আশ্রয় গৃহে অঙ্গলোকে হইতেছে,
এতদিন আমি কেবল গৃহে অঙ্গলোকে নিম্নে
যত করিয়াছিলাম। যে সকল লোক ভগবৎ-
সেবাশ্রমের কন্যাস্বভাব, ভোগ্যের দম্পত্য
প্রাপ্ত হইলে নিম্নে হইল।
ভোগ্যের দম্পত্য প্রাপ্ত হইলে নিম্নে হইল।
ভোগ্যের দম্পত্য প্রাপ্ত হইলে নিম্নে হইল।
ভোগ্যের দম্পত্য প্রাপ্ত হইলে নিম্নে হইল।

[illegible]

সম্পাদিত যথো জীবিত কোন্ সম্পাদিত গণি।

ब्राह्मण कर्मण्येवाहिमंसेहैवमुनिनाम् ॥

କାମାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖ ଲାଲ୍ ହେଲା ।

শ্রী শ্যাম বাগ্যানুর নবোদয়াপ্রকাশ প্রতিষ্ঠান ওয়ার্কস্‌ হাউজে ত্রিভুজাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
ত্রিভুজাগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৬-১৫তম সংখ্যা

সবার জীবন ক'র জমক সবার। হেন ক'র যে না এজেক ম'ক' ব'র এ'র ॥

আমাদের তত্ত্বের অনেক সময় পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা করে পথনির্দেশ করে। ব্যক্তিগত মঙ্গলের পক্ষে আবৃত্তি করে। "নিজের অচরণ না করিয়া পচার কাছে গলে স্বভাববিরুদ্ধ তখন আর নিজের উত্তর কাঙ্ক্ষার হয় না। কাজেই যাহারা কেবল তত্ত্বজ্ঞানই সম্বল রাখেন, তাহাদের নিশা মঙ্গলের ভাগ্যাকাশে অন্ধকার পূর্ণ। বসন্ত ঋতুতে ভাগ্যাকাশে এক সময় প্রাথমিক অন্ধবোধ লাগত হওয়াটাই, তথাপি অন্ধবোধের পর আর এখন সেগা-সুখাশ্রয় ক্রমে ক্রমে তাহার ভাগ্যাকাশকে উজ্জ্বল করিল না, এখন তাহার সমগ্র দিনের অর্ধাংশ সময় জীবনটি ব্যর্থ হইয়া গেল। তত্ত্বজ্ঞান কাঁচা পরিপক্ব না হওয়ায় অন্ধ আশ্রয় পারবেই অনাশ্রয়ও তাহাদের ক্ষমতা হইল না। কাজেই তাহাদের উভেদনার কোনও কথা নাই, তাহা অস্বাভাবিক পরমানবমত; কেহ তটস্থ-বাহার থাকতে পারে না। জীবন বহু কক্ষস্থল করবে, না হয় বাহ্যস্থলভায়া আক্রান্ত হইবেই হইবে। তটস্থের আশ্রয় নাই—নিরাশ্রয় অবস্থা। প্রত্যহ অবেক হইলে, না হয় অগ্নি আশ্রয় লভেই হইবে—এই জীব জীবন্যাকে আশ্রয় করিয়া সেবাশ্রয় ভোগকারী, না হয় বিধকে আশ্রয় করিয়া শ্রমাসক্তান করিতে গিয়া ভ্রমণ পাঠবে। তাহা সাধক কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান তটস্থ-বাহার অবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করিলে অনেক সময় হয় ত' তাহাকে কক্ষ-বাহ্যস্থলভার অস্থল-পাথরে টানিয়া আনে, দেবাসুন্দর বিকে-অপাত্ত প্রাণটির বিকে তাহার আশ্রয় খুঁ কষ্ট হয়। অতঃপর তত্ত্বজ্ঞানকে সেবা পরিপক্ব করা সাধকরাই প্রকৃত কণ্ডা।

তত্ত্বজ্ঞান - চরিত্রতা, আর সেবা - সৎপদ। তত্ত্বজ্ঞান - বস্তু, আর সেবা - সিজ। তত্ত্বজ্ঞান অনেক সময় করণীয় ভাবে পাবে, কিন্তু সেবা বাস্তববস্থা। তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয়কর না দোকানকর থাকিতে পারে, কিন্তু সেবা নিজের গলে সমস্ত কণ্ঠটাই দ্বা করিয়া জীবকে নিতামঙ্গলের পথ নির্দেশ করে। সেবার ভেদভাব বিকাশ হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান তাহা দেখা যায় না। তত্ত্বজ্ঞানোপায়কারী কেহ কেহ বলেন,—অনেকে হঠাৎসেবার উদ্দেশ্যে সজ্ঞা সমর্পণ করিয়া অত্যাতিলাঘী হইয়াছে বা সেবা ভাগ্য কারণে, এই ভাবে আমরা শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দকে সেবার আশ্রয়যোগ অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানোপায়-পুঙ্খ সেবার পাতি প্রাণবৃত্ত থাকেই অধিকতর প্রশংসনীয় মনে করি বা তত্ত্বজ্ঞানোপায় করিতে করিতে চিত্ত দৃঢ় হইলে সেবার আশ্রয়যোগ করিতে চেষ্টা করি। তাহাদের এই চিন্তা বা বৃত্তি কতটা বৃত্তিসম্মত তাহা বহিঃস্থতা তাহারদিকে আনিত দেখ না।

জীবের দুঃখাগা জীবকে এইভাবে মঙ্গলের পথ হইতে তফাতে রাখে। সাধুজনের পদমূলভিত্তিকী আমরা তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। যাহারা নদীর পারে দাঁড়াইয়া কেবল সঙ্গরূপ কঠোরতা ও প্রয়োজনীয়তার প্রাণশাসন এবং তথ্যের তত্ত্বজ্ঞান পোষণ করে, আর যাহারা নদীতে নামিয়া সাঁতার শিখবার চেষ্টা করিতেছে এবং সাঁতার শিখবার কালে প্রচণ্ড একবার নাকে মুখে জল খাওয়াও ফেলিয়াছে কিংবা সাঁতারের ক্রেশ অপ্রত্যয় করিয়া ভ্রমপ্রাপ্ত সময় সময় নিঃশব্দেই তীব্র ভাবের দ্বারা—উৎসাহ-প্রদীপিত মনো সঙ্গরূপাকারে—দিসেকে অগ্রসর হইয়াছে? এই তত্ত্বজ্ঞানোপায়ের নিষ্ফল হইয়া পলিয়া আছে, সেট বাক্যিক, না, যে সঙ্গরূপাকারে আশ্রয় লভা সত্য সাঁতার শিখতে চেষ্টা করিতেছে, সেও বাক্যিক? যে ব্যক্তি সাঁতার শিখতে আরম্ভ করিয়াছে, অচরিত্র তাহার সাঁতার শিখবার ক্রেশ বদ্বারত হইবে এবং সে সাঁতার শিখিবার ফলস্বরূপ কিছু তত্ত্বজ্ঞানোপায়কারী করিয়া সাঁতার শিখবে? সঙ্গরূপাকারে লক্ষ্যকে আশ্রয় করিলেও স্থল থাকিয়া সাঁতার শিখা করবে না। আগার জলে নামিয়াও যাহা লক্ষ্যের সাহায্য না পাওয়া যায়, তাহা হ'লে সাঁতার শিখা হইবে না। সুতরাং সাঁতার শিখতে চলে—মঙ্গল লাভ করিতে চলে। পশ্চমে তাত্ত্বিকক সঙ্গরূপ চরণাশ্রয় করিতে চলে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ সাঁতার করিতে চলে, তবেই মঙ্গল লাভ হইবে, নতুবা মঙ্গল আশা নাই।

শ্রীহর আনন্দময়গণ। সুতরাং তাহার সেবার আনন্দপদ। শ্রীহরসেবা কখনও ক্রেশকর বাসার নহে। প্রথমতঃ পদ প্রভাবসেবাকে ক্রেশকরী, প্রথম বলিয়াছেন, ক্রেশকর বলেন নাও। প্রথমবার সেবা বা প্রথম সেবা কখনও ক্রেশকর হইতে পারে না। প্রথম মনো ভ্রম নাই, প্রথম কখনও ভ্রম দেখ না। সেবার পদ কঠিন নহে, আত্মসম্মত। আশ্রয়ভর উদ্দেশ্য হইলে আর কঠিন থাকে না। সেবা আশ্রয় আশ্রয়ক বৃত্তি। যাহারা তাহা সেবা পরিপক্ব না হইয়া অত্যাতিলাঘী পবিত্র লক্ষ্যে তাহাদের নিকটই শ্রীহরসেবার কথা ক্রেশকর ও কঠোর বলিয়া মনে হয় এবং তাহারা ক্রেশকর সেবা হইতে বিচূড়িত হইয়া আশ্রয়কর অত্যাতিলাঘী মন্ত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বস্তুতেই মন সহজভাবে লাগে। ক্রেশকর বস্তুতে কেহ কখনও অভিনিবিষ্ট হইতে চাহে নাও পারে না। কিন্তু যাহারা প্রকৃতপন্থায়ে আনন্দময়ী সেবার একটি কণাও আশ্রয়ন পাঠিয়াছেন, তাহারা কখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

আর যদি সর্গভোগ্যে হরিসেবা করিতে উত্তম চেষ্টা করে আশ্রয়স্থান তখন চেষ্টা কোন প্রকারে প্রতী হই না, এমন 'ক' দেহভাগ-যাত্রা হয়, তথাপি প্রকৃত হইয়া আর সেবাশ্রয়ী ব্যক্তি হইতে পারেন। কে টিফন খেতে গেলেন যাত্রা যাত্রা হইতেছেন পাপ চলিয়াছেন বস্তুকি অগ্রসর হইয়াছেন, কেহই সাঁতার শিখ অগ্রসর হইতে পারেন না। কখন পারেন না যদিও সাময়িকভাবে তাহা স্পষ্ট থাকে, একদিন না একদিন সেট প্রকৃতপন্থা পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া পড়বে, তাহা আশ্রয়দীন চাপা থাকিতে পারবে না। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"তু কৃপা বসন্তঃ চরণমুখা ভরে-
উত্তম পাক হুপ পাকত্বা যাহা।
যত কৃপা অমৃতমুখ্যাকং
কো বাহ্য আশ্রয়ভোগ্যঃ বসন্তঃ।"
(ভাঃ ১০।১৭)

শ্রীহরসেবা কঠিনে কঠিনে মন কান ব্যক্তি অশ্রয়স্থান স্থাপিত বা স্থাপিত হয়, তথাপি তাহার অমঙ্গল হয় না। প্রাথমিক নিশা-নিমিত্তক কণ্ট না বর্ষাশ্রমশ্রম পালন পরিচাল্য করিয়া আশ্রয়স্থান-ভিত্তিতে প্রবর্তিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি লক্ষ্যে থাকে—কানে তত্ত্বজ্ঞানক্রমে তখন সাধককে পূর্ণস্টেই মঙ্গল হইতে কেনলকারে প্রবর্তিত হইয়া প্রথম, তথাপি আশ্রয়ক প্রকরণোদয়ন প্রকরণশ্রমশ্রম প্রায় সেবাশ্রয়ী থাকার তাহার কোন অমঙ্গল হয় না। আর যাহারা হরিসেবা করে না, ত্রিকল ভজনীন ব্যক্তি-গণের ভক্তলক্ষ্য অনিত্য অস্থানীয় নিবন-ভিগ্নানন্দ দাবয় অশ্রয়স্থানের দ্বারা কোন নিশাশ্রয় মনস্ত সিক্ত হয় না। অতএব প্রকরণের প্রকরণে 'সমুদ্র পাক' অপেক্ষা তাহাজনে অগ্রসর হইতে চেষ্টা অকস্মাৎ প্রবর্তিত হইয়া যাত্রাশ্রয় এবং 'ভাল' এবং 'ম' প্রথমতঃ তাহাজেই হইবার আশ্রয়ক এবং করে, তাহা প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবার চরণে অপব্যয় হইয়াই সেট বাক্য আর ভক্তনের পদ অগ্রসর করিতে পারে না। সেট বাক্যে 'ভক্তলক্ষ্যের পাক' বলা যাইবে না। আশ্রয়ক পাতন প্রকরণে তাহা পাতন হইবার আশ্রয়ক বরণ করা এইটী পূর্ণক ব্যাপার।

কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানোপায় যেমন একটি অনর্থ, পাতন চেষ্টা বা পাতন-সংকল্প ও পোষণ করা ভক্তনের চরণাশ্রয় তেমনি অপব্যয়ের ফল। এক ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয়ক হইতে হইতে দূরে থাকে, আর একজন পাতনকেই হইতেই পলিয়া চাপাইবার চেষ্টা করায় তাহার নিকট অপরাধী হয়। সাধক আমরা এই চেষ্টা অনর্থ হইতে সতত সাবধান থাকিব। তাহা

মহা প্রথমতঃ চরণাশ্রয়, আর অপরটি অপরাধ। এই দুইটিই আবার অঙ্গ-অঙ্গলি পেরে অপরাধে পরিণত হইতে পারে। সুতরাং সতত তত্ত্বজ্ঞানোপায় পোষণ করিয়া, সেবা-শ্রমে পাতনশ্রম হইলে মঙ্গলের আশা নাই। তাহা বাক্য, সাধু সাবধান!

শ্রীধাম হরিকথা

শ্রীধাম-মাধাপুণ্ড্র নৈমিত্ত্যম্ভ পদ্যভাষ্য-ময় শ্রীশ্রী শ্রীধামাধিপতির কৃপায় কতক পাতন, অপরাধে ও রাগে নিঃসৃতভাবে হইতেছিল। আলোচিত হইয়াছে। মতো-পদার্থক পাতন শ্রীধাম নবীনকৃষ্ণ নিভানন্দ-ময় অপরাধে হইতেছিল। কীটন করন এবং রাগে এমনিভাবেই শ্রীধাম ভক্তিকেশব উজ্জ্বলময় মতোশ্রী শ্রীধাম-ভক্ত হইতে গেল। অশ্রয়স্থানের কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। এমনিভাবে শ্রীধাম-ভক্তময়ী ভক্তগণ অত্যাশ্রয় সময়েও হইতেছিল। প্রথমতঃ মতো-হইতেছিল। অশ্রয়স্থান করিতেছেন। পরম-রাস্যতম শ্রীধাম আশ্রয়স্থান ও শ্রীধাম প্রভুপদের কৃপায় শ্রীধাম সঙ্গকল শ্রীধাম-ভক্তময়ীর কাছে শ্রীধাম-ভক্ত আশ্রয়স্থান-স্থানা শ্রীধামপীঠে এবং শ্রীধাম-অনন্ত প্রাণ শ্রীধামাধিপতির কথা আলোচিত হইতেছে।

গত ৮তম এপ্রিল শনিবার প্রাতে শ্রীধাম-ভক্তময়ী আলোচিত হয় যে, আমরা শ্রীধাম আশ্রয়স্থান মঙ্গলকরণীয়ের কথা শুনিতে পাই। এই মঙ্গলকরণীয় শ্রীধামের নিজজন। প্রকরণান্ত আশ্রয়স্থানের মোহাশ্রয় পান। সাধুজনের সঙ্গাভ্যর্থ প্রযোগ করিয়া দেওয়াই মালিক একমাত্র অধিকার। গুরু হাত দ্বারা তিনি অমূল্যপদ পান করেন। যাহাদের কপালের জোর আছে তাহাদের এই প্রাণভা পান। যিনি বৈষ্ণবভাবে লক্ষ্যগত হন, তাহার নিকট প্রকরণযোগী শ্রীধামাধিপতি উপস্থিত হন। কখনোই শ্রীধাম-ভক্ত হইয়া করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য গুরু পোষাকে আগেন। কিন্তু শ্রীধাম-ভক্ত ভক্তা গুণবান নহেন, তিনি ভোগ্য-ভগবান, তিনি ভক্তব্রজ—অঙ্গলক্ষ্য—কৃষ্ণপীঠ। মানব যে-কাল পর্যন্ত ভক্তলক্ষ্য অঙ্গলক্ষ্য করে, সেকাল পর্যন্ত সঙ্গরূপ পদ-লাভ হইতে না। অনেকে নিজের কৃত্যক্রমে মন সহজভাবে লাগে। ক্রেশকর বস্তুতে কেহ কখনও অভিনিবিষ্ট হইতে চাহে নাও পারে না। কিন্তু যাহারা প্রকৃতপন্থায়ে আনন্দময়ী সেবার একটি কণাও আশ্রয়ন পাঠিয়াছেন, তাহারা কখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

তাহারে সে বলি ধর্ম কর্ম সন্ধান।
ইহায়ে সে শ্রীতি অম্মে সঙ্গত সবার।

पुनर्जातोऽयं यथाहृदयव्याधयोक्तः ॥

শকটোত্তরকাল ৩৩৩৩৩৩৩৩ ৩৩৩-

ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଧୋକର-ବଳିହୀନ । ଏକ
 ଆନ୍ଧୋକର ବୁଦ୍ଧି ବିସର୍ଗ-ଆଶ୍ରୟରେ ବିସା
 ପ୍ରକାଶିତ । ଏହି ଆନ୍ଧୋକର-ସମାପାର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ,
 ଅନ୍ଧୋକର ଓ ଅନୁରୋଧର ମନେବାଧିକାର ନାହିଁ ।
 ଆନ୍ଧୋକରେ ଚିନ୍ତାଯୋଗ ବାହୀର ଅଟ କେବଳ
 ସୋମ ସନ୍ତବନର ନୁହେଁ । କେବଳ ନା, ଆନ୍ଧୋକର
 କାହାଣୀର ଶାନ୍ତରେ ମୁହଁର ବ୍ୟବହାର କରେ ନା ।
 ଏହି ଆନ୍ଧୋକର-ମୁଖର ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ।
 ଆନ୍ଧୋକରର ଅସାଧାରଣ ଦେଖିବା ମନୋନିତ,
 ତାହା ଅଧିକତର ଚେତନାବିତର । ତାହା
 ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକର ଅନୁରୋଧ ଦେଖି ଉପନୀତ ହୁଏ ।
 ଏହି ଅସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦାନର ମେଧା-
 ଚେତନାବିତା ବାହାର ଉପନୀତ କରିବାର
 ମନୋନୀତ ମାନ, ତାହାପରି ସହ । ମେଧା
 ଅସାଧାରଣର ମାନାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଶିକ୍ଷକେତୁ-
 ମନର ଉପାଦାନର ମାନାତ୍ମ୍ୟର ସହାୟତା
 ମାନାତ୍ମ୍ୟ ଶିକ୍ଷକେତୁର ।

(ବ୍ରହ୍ମନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ମହାବୀରୀ ଗୋସାମୀ ଠାକୁର)

এই পরিশুদ্ধমান্ জগতে নাম রূপ-স্বপ ও
কিছার বিচিহ্নতা-করে বস্তুসমূহের পদার্থ
বিশেষবস্তুবাধা তেজ প্রতীত হয়। যাহাবাদী
বলেন, এই জড়জগতে তাদৃশ তেজ আছে,
প্রকৃতির অতীত হাভো সেইরূপ চিহ্নিত
নাই। শুদ্ধবিশুদ্ধ বলেন, চিদ্রাজ্যে নিত্য
বিস্তৃত্য আছে। জড়রাজ্যের বিচিহ্নতা
অসম্ভব। চিদ্রাজ্যে অবস্থজ্ঞানবাস্য বিচিহ্নতা
গতিত জড়রাজ্যের হাভো বৈতজ্ঞানবাস্য অথও
অবস্থজ্ঞান কালকর্তৃক কৃষ্ণ। বস্তুকালের প্রতীত
কর্তৃসত্তার সত্য ও অনিত্য। জাগরকালে
বস্তুপ্রাণ প্রতীতি অতীতকালে কর্তৃসত্তার
অসংস্কৃত তব। বস্তুকৃষ্ণ অতিক্রান্ত হওয়ার
জাগরকৃষ্ণিতে অশুদ্ধবস্তু বিষয়গুলির

প্রভাগবান্‌ নিশাচর-লীলাময়।
 তাঁহার প্রিয়াম, তপ্ত লীলা বহুজ্ঞানময়।
 তিন বৈদ্যুতমুখ, তাঁহার অনন্ত পারিকর
 নিশাকাল গোমগ্নে অবাস্তব। তরুণের
 এত গুণজ্ঞান গুণমায়ামাগ-সাধননিরত
 যোগি বনের বা কেবলজ্ঞাননিরত গ্রীষ্ম-
 গণের আচ্ছাদন। তরল সেট একট
 তরুকে লকলেট লক্ষ্য করেন। বাজল, যোগী
 ও তরু লকলেট অধরজ্ঞানতরু। জ্ঞাত।
 যোগীও উপাসক।

শ্রীভগবানের নঃম রূপ-রূপ ও লীলা
আছে। জড়বৃত্তে কক্ষমাগীষগণ বৈষ্ণব-
বৃত্তে অক্ষজ্ঞানের পরিবেশে জড়বৃত্তগণ
পবস্তুন করেন। যুমুকু জ্ঞানমণ্ড মায়াশ্রুত
কর্তব্য ভগবদ্বিগ্রহকে ও ন্যূনাংক মারিক মুক্তি
মনে করেন। মায়াবাদী বলেন, শ্রীবিগ্রহ ও
শ্রীবিগ্রহীর মধ্যে ভেদ আছে; যত্নের দ্বারা
শ্রীমুখিতে নিবিশেষ ব্রহ্ম অর্জিত হইল, কিন্তু
যত্ন ব্রহ্ম নিবিশেষ ব্রহ্ম, তাঁহার নিভা ন্যাম-
রূপ-গুণ-লীলা নাই। শুদ্ধবিন বৈষ্ণবগণ বলেন,
টহাট উপাশ্রু বিগ্রহের সহকে মায়াবাদ।
লীকারূপ সহকজ্ঞান উদিত হইলে এট মায়াবাদ
কৃষ্ণাটিকার ন্যায় বিলীন হয় এবং মন জড়
বিষয় হইতে পত্তিত্রাণ লাভ করে। পানীট

ରକ୍ତିଦେବ ଓ କୁରୁ

ঐরাজদেব বসন্ত ৭ দানশীল বলিয়া
বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবগুরু
ছিলেন। তিনি প্রাণানীকশেষে সকলকে
শ্রদ্ধার অংশে মৃত্যুপ্রসাদদ্বারা তাঁহাদের
আত্মার নিকটলয় ৭ ভক্ত্যনুষ্ঠান
উৎসাহের চেষ্টা করতেন। জীবের ভগবদ্
বিমুক্তকরণ চেষ্টা থাকিলে সুদৃঢ় তথ্য,
অল্পতমি প্রভৃতিগানের নিকট লক্ষ্য
করেন। জীবের প্রতি তাঁহার দয়া ও
গুরুত্বপূর্ণতা দেখিয়া প্রিয়মু তাঁহার
বৈষ্ণবতাক্ষা তাঁহাকে নানাভাবে পরীক্ষা
করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ঐরাজদেব
নিঃসন্দেহ ও নিশ্চয় হৃদয় ভগবান্ প্রেমাস্ব-
দেবেই চিত্ত নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তিনি
লোকের দায় ভাবসেবা না করিয়া
জীব লক্ষ্যে আত্ম লক্ষ্যে কাব্যছিলেন।
মহারাজ ঐরাজদেব সমাজকে প্রেমাস্বদেব-
সম্বন্ধীর্ণ করিয়া কঠিন শ্রমগণপ্রসাদদ্বারা
ভগবৎসেবকল্পে তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ-
বিধান এবং আত্মতত্ত্বভাবে তাঁহাদের
ব্যাবহারিক চেষ্টা নিদ্রিত করিয়া চেষ্টা
করিয়া যারা অতিক্রম করিয়াছিলেন। এমন
কি, ব্রহ্মাদি দেবতার বাহিতপদ, বোনিগণের
বাহিত অধিবাগি সিদ্ধি বা কৈবল্য-স্বভাব

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাଜদেবের কথ' এই নাথকে
'স' ৭৩ আছে শ্রীরাজদেবের কোন' কার
নিষ' ৩৪। ছি' না। দৈবক্রমে গণা স্বয়ং
উপস্থ' ৩৪৩, তাহাত তিনি প্রকণ ক'রতে
ইচ্ছা' কারতেন। অ'ব'র দৈবক্র' য'ত
কিছু পাতেতেন তাহাত তিনি সংগ্রহ' কারতেন
রাখতেন না, সমস্ত দান' কারতেন। তাহাতে
আত্মীয়, পাশা'গণের সাহিত অত্যাচার
শাস্ত' হ'তেন, সু'না' ভু'কায় তাহাদের শরীর
কম্পমান' হ'ত, তপালি' তিনি সংজ্ঞা
অবলম্বন' কারতেন অ'ল' প'থ্য পান' ক'রতেন
না। এক সময় এককালে তাঁহার ম' 'দ'স
গত' হ'ল। একদিন য'ানে ব'হু'ক্রমে
বৃত্ত, পায়স, মাংস' এবং জল' উপস্থ' ৩৪৩।
ভোজনকাল' উপস্থ' ৩৪৩ হ'লে অ'র ত'র
ভোজন' ক'রিতে বাত'তেন, এমন সময় এক
অ'ভি'থ ব্র'হ্মণ আস'ত উপস্থ' ৩৪৩।
শ্রীরাজদেব সজ্ঞ'তে ভগবৎস্বয়ং দর্শন
ক'রতেন। সু'তরাং তিনি অ'ভি'থকে সমান
ক'রতেন অ'জ্ঞান'ক'রে স্ত'ত' পায়স'দ' বিভাগ
ক'রতেন। অ'ভি'থও ভোজন' ক'রতেন
চলিয়া গ'তেন। তাহার পর শ্রীরাজদেব
বিভাগাবলিষ্ট অ'র স্বজনগণস'থে বিভাগ
ক'রতেন। দিয়া বঃ ভোজন' ক'রতে বাত'তেন,
এমন সময় অ'ত' একজন অ'ভি'থ আস'ত
উপস্থ' ৩৪৩। তাঁহা তাহাতেও ভগবৎ-
স্বয়ং দৃষ্টি' ক'রতেন সেট' বিভাগাবলিষ্ট অ'ত'ও
ভাগ' ক'রতেন। সূ'ত্র ভোজন'ক'রে গমন
ক'রতেন আগ'র অ'ত' একজন অ'ভি'থ কু'র
পারিগেষ্টি' ৩৪৩। আগমন' ক'রল এবং বলিল
—“হে রাজন! আমি ও এট' কু'রগণ
সু'খ'র স্বভ'ত' ক'রত, ক'ল্প অ'কা'র' শ্রাবন
ক'রত। শ্রীরাজদেব অ'দ'র ক'রতেন অবলিষ্ট
অ'র কু'র ও সেট' কু'র-স্বামী অ'ভি'থকে ব'হু
সম্মানপূর্ণ'ক'র' প্রদান' ক'রতেন।

তাহারে সে বসি ধর্ম কর্ম নদাচান ।

ইংরেজে সে ঐতিহ্য আছে সন্নত সবার।

গরুটকালে জামালপুরে ৪৪টি খাতা-
বিতরণ-কেন্দ্রে এবং ২৪টি লজ-বাগা বাসায়
খাতা বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।
ঐ সময়ে ৩০ গাঁওটী জামালপুর, ৩৫
গাঁওটি ঢাকা এবং ১৫ গাঁওটি চাঁদপুরে বিতরণ
করা হয়।

লাত করিতে পারিবে না। প্রকৃত সদ্-
 গুণস্বরূপাশ্রিত কোন সজ্জন যখন একান্ত-
 বাস্তবসত্যাত্মক সদ্গুণস্বাপিচয় বাল্য-
 ভগবদ্ভিদ্ভায় ভ্রমবাসনায়ের জন্ত তাঁহার মাংস-
 স্বঃ-পবন কর্ত্ত্বা অন্তরেয় দাঁড় কৌশল
 করেন। তখন জগতের ভাবনামুখ আদিক-
 লোকের ভাবা সমর্থন করেন। কেনন,
 বাস্তবসত্যের সম্বন্ধ জগতে নাট্যবাল্যের
 অভ্যাসিত হয় না। এত বাস্তবসত্য প্রত্যক্ষ-
 লোকেই লোকের চাক্ষুষ-পূর্ণ করিয়া অদ্বৈত-
 ভাবনামুখ লোকের লোকট আশ্রয়মাণ করে
 না। সেগোমুখাচরণে এত বাস্তবসত্য স্বঃ-
 লোকান্তরিত হয়। শ্রীভগবানের জন্ত যাহার
 সত্যসত্য লাগি কাদিয়াছে, তিনি সদ্গুরু
 কথ্য প্রায় কাদিয়ামাএত সময়ে সময়ে
 উচ্চাৎকে নিঅন্তঃসঙ্গরূপে জদয়ে ধারণ
 করিয়া থাকেন। ভগবৎকৃপাক্ট সেও অকট
 দানকে এত কৃপাবরণে সজ্জনতা করিয়া
 থাকে।

শ্রীভক্তদেবী শ্রীভগবানের আচরিত।
 ঐক্যক ধোকা-ভগবান আর শ্রীভক্তদেব
 ভোগা-ভগবান। তিনি ভক্তবাক্য পরমার্থাত্ম-
 তম শ্রীভগ্ন নৃসিংহাদ বলিয়াছেন,—যতকে
 লঘুজাতীয়জ্ঞানে প্রকৃষ্টচেতন হইতে পূর্ণ-
 মনে করা উচিত নয়। শুধু তিনপ্রকার
 —(১) দীক্ষাগুরু— যিনি দিবাঞ্জন—পূর্ণ-
 বস্ত্র জ্ঞান লাভ করান (২) শিক্ষাগুরু—
 কী যৌতি অবলম্বন করিয়া দিবাঞ্জনের বিচার
 লাভ করা যায়, তাহার ব্যাপ্তা যিনি করেন,
 আর (৩) চৈত্যাগুরুরূপে উপস্থিত হইয়া
 দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুরূপে তিনি যে কথা বলেন,
 তাহার ব্যবহার স্মরণ দেয়—মাংসা কারবার
 ক্ষত্রিয়ের প্রবেশ দেয়। চৈত্যাগুরু লক্ষ্য
 উপস্থিত হইয়া অপরজ্ঞানদারা দীক্ষাগুরু
 এবং তাহার সঙ্গে সম্বন্ধবিশেষ হইবার জন্য
 যে ক্রিয়া-কলাপ আবশ্যিক অন্যান্যবিধির
 শিক্ষারূপে তাহা যিনি বলেন, সেট শিক্ষাগুরু
 —এতদ্ব্যতিরিক্ত কথা গ্রহণের শক্তি দেয়।
 চৈত্যাগুরুর রূপা বা তাঁও মহাবীর (শিক্ষাগুরুই
 ছড়ন আর দীক্ষাগুরুই হঠন)—যত্নের কথা
 বুঝা যায় না—তাঁহার রূপালোক
 হয় না—চৈত্রেয় মনিলতা দুঃ হয় না
 শিক্ষা দৃঢ় হয় না। চৈত্যাগুরুই রূপা
 করিয়া দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর রূপা-
 গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্ত-
 দেব স্বয়ংই দীক্ষাগুরু-রূপে দিবাঞ্জন—
 অর্থাভিচারিণী ভক্তি প্রদান করেন, নিজা ভর
 শিক্ষাগুরুসকলকে প্রেরণ করিয়া সেট শক্তি
 সংরক্ষণ করেন এবং নিজের চৈত্যাগুরু
 হওয়া স্বেচ্ছামুখ মুক্তকৌলম্বরে সেট দীক্ষা
 ও শিক্ষা গ্রহণ কারবার শক্তি দেয়।

যোদিন ও যেকণে তাপহারী কোটি-
 শ্রীভল শ্রীভলশ্রীভল কোন জীবের
 অদমে উদ্ভিত হন, সেইদিনই জীবের শুভ'দন ।
 শ্রীভলশ্রীভল আবির্ভাবই জীবের নবজন্ম

বা। বিদ্যাকল্প তয়। জাত্যত জীবের নীকা
 বা। দিব্যজ্ঞানলাভের ব্যাপ। জীবজগতের
 টোপেপকা আর মোহাগোর দিন নাট।
 শ্রীমুকুণ্ডপদ্মোদয়, আবের্ভাবট জীবদ্ভদ্র
 শ্রীমৌর্যাক্ষর আবির্ভাব করত্যা পাকেন।

অগণে যেকণ ভগবান্ নিতা অসহান
 কঁহুয়া অগণের সমস্ত বাণীর বিশান কারে-
 ছেন, অগণে যেকণ তিন যুগে যুগে
 আনিষ্ঠিত হইয়া থাকেন, তেমান তাঁহার
 নিজজনগণের অসহান এত যুগে যুগে
 তাঁহারের আনিষ্ঠান নিতা । অগণে যেকণ
 কখনও জ্বাের অতান হয় না, জ্বাের অতান
 তখনে অগণ স'নুনে পারে ন, জাণীও
 অ'নুহত থাকিতে পারে না, সেকণে কোন-
 যুগেও মদ'স'না অ'নান হয় না । আর সেত
 মদ'স'নক লুপ্ত'অ'ন'গণ তখনে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র
 নহ'র নহ'ন তন না । 'য'ন মদ'স'না ত'ন
 ল'ভাকালত সেত অ'সহ'জান পরমেস্ব'র
 প্রকাশ পায় । শ্রীকণ সনাতন-ধর্ম্মনাথ হইতে
 আমাদের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ব'র নহেন ।
 মদ'স'নক পাদপদ্ম সকলের অবস্থজান । শ্রী
 দাস গোহামী প্রভুর পাদপদ্ম, শ্রীকণের
 পাদপদ্ম প্র আমা'র শ্রীকৃষ্ণদেবের পাদপদ্ম ।-
 নহেন । যেখানে চিহ্নাবতার, সেখানেই
 যতাব'ক ।

শাস্ত্র বশেন, —(বা) যল্লভ — পরব্রহ্ম, ভাବ
 বিবাক্তান প্রভাবେ অ'ধগত, তথ । শাস্ত্র
 জ্ঞানের সাধন, সেহ শাস্ত্রের গুরুত্বগত
 অর্থাৎ স্বকপোল-কাষিত বা নিজবিত্তাভিধি
 অ'ধগমা-নহে । কাকে কালেহ বজ্র শাস্ত্র
 প্রকীর্ষিত গুরুর অধীন । ওহজন্ত গুরু মধ্যমেন
 জ্ঞানতম বাগবা । প'বকৌ'দিত । ত'গ্নাথ
 দ্বিহর নিজরূপে মাধ্যম্য'র্থে একট প্রব
 কৃপাশ্রমিক শাস্ত্ররূপ হস্তগতা সংসার'ণ ও
 অনগ'র'ক পরিণাম করহ; থাকেন । য'ন
 শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞতার (বদ'র্ভ'ত ক'র'ন ধ'ব
 পর। শাস্ত্র'মদ আ'জ্ঞানজন্য স্বরূপ শাস্ত্রের ব'হী,
 ভ'নিচ জগদ'ভুক্ত ।

একম'ন ইত্য'স্থক 'গম্ভ'র'ক'ম
 ন'র'ক' অপর 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক'
 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক'
 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক'
 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক' 'ক'ক'

“বৈকবান্ তব কোষে ॥ মা
 ভগবান্‌দেবীতা:
 পুনস্তু বৈকবা: সৰ্বৈ সৰ্বদেবীমদে জগৎ ।
 মন্ত্ৰেণ। চরিত্তো যত্ৰ স এৱ মম চরিত্ত: ॥”
 (১ : ৩ : ১ :)

হে কোন্সের! বৈষ্ণবগণকে ভজনা কর,
অন্য কোনভাবে কখনও ভজন করিও না
অর্থাৎ যদকল দেহভার বৈষ্ণবাভিমান বা
বৈষ্ণব-পরিচর্য নাই, তাঁহাদিগকে কখনও
ভজন করিও না। "বৈষ্ণবানাং দয়া শত্ৰুঃ"-
বিচারে যে ঐশ্বর্য বৈষ্ণবাভিমান আছে,

‘ঐশ্য্যকেষ্ট’ ‘জগদ্বন্দ্ব’-বিচারে আরাধনা
 করেন। বৈষ্ণবেরাও নানান দেন্যভাগ্যের
 সঞ্চিত ভগবৎপুণ্য করেন। ঐহিক সম্বন্ধে
 আশাও তত্বে সিয় মৎসবক্ষেত্রে সেহ ব্যক্তি
 পিয়।

[illegible]

ଭକ୍ତାଂଶୁ ଶ୍ରୀ ଉପାଧୀ ।
 ଯଦ୍ଭକ୍ତାନାକ ସେ ଭକ୍ତାଂଶୁ ସେ
 ଚକ୍ରଚର୍ଯ୍ୟା ସତୀଃ ॥
 ସେ କେ'ଚିତ୍ତ୍ରାପି ନା ଭକ୍ତା ଯଦର୍ଥେ
 ଭାବିବାକ୍ଷୟାଃ ।
 ଯେଷାଂ ଯତଃ ପାରିତୋ ନାତ୍ରତୋ ସମସ୍ତଦା ।
 (ଇଃ ଭଃ । ୧୫)

হে ম-মুখ্য ! আমি পুনঃ পুনঃ মত্যা ক'রয়া
 বলিতে ছি, অতঃপর আর কি দুর্লভ হইতে
 পারে ? ভক্তগণের নিখল ভাবের গুরু,
 আর আমি ভক্তজনের স্তম্ভ । যেহেতু আমি
 অংশল লোকের গুরু, ভক্তগণও তজন্য
 ভক্তগণ আমার বান্ধব, আমি ভক্তকুলের
 বান্ধব, ভক্তগণ আমার গুরু হইবে, আমি
 ভক্তগণের বান্ধব । হে অম্বুজ, ভক্তগণ যথায়
 গমন করেন, আমিও তথায় গমন করি ।
 মুক্তগণ ভক্তগণের সহিত ভক্তকুলের
 অমুমরণ করিয়া থাকেন । হে অম্বুজ !
 যাহারা তবল আমার 'ভক্ত' বলিয়া পরস্পর
 পরান করে, তাহারা প্রকৃত ভক্তগণবান্ধব
 নহি, আমার ভক্তগণের ভক্ত বলিয়া
 যাহাদের আশ্রয়, তাহারাও ভক্ত
 হইবে । হে অম্বুজ ! যাহারা আমার পাত
 আসক্ত হইয়া আমার ভক্ত শ্রী-পুত্র-পারজন-
 বন্ধু-বান্ধব ! হে অম্বুজ করিয়াছেন, সে
 সকল ভক্তের নিকটে আমি সখ্যভাবে
 বিক্রান্ত হইয়া আছি । ইতি প্রাপ্ত ভক্তকে
 ক্রম ক্রমে অপরের সাক্ষ্য নহি ।

দৈত্যগুহর কৃপা বাতীত নতুন প্রদর্শক-
গুহ, মহাত্মা-দীক্ষাগুহ ও মহাত্মা-শিক্ষাগুহর
গণের পাঠ্যপুস্তকাদি ক্রয় করার কোন
প্রকারের যোগ্যতা হয় না। কৃষ্ণ প্রসাদ
স্বকৃত উক্ত না চতুর্থ পর্ষদে জীবগণ
দৈত্যগুহর নিকট কৃপালাভ করিতে পারেন
না। ভাঙ্গাবনের ম'তমানের যোগ্যতা
হটলে দৈত্যগুহ কৃপা করিয়া অমায়
দীক্ষাগুহ ও শিক্ষাগুহের প্রতি নিষাস
লাভ করিবার প্রসাদ প্রদান করেন। চৈতন্য।

গুরু কৃপায়া মহাস্তম্ভক নিৰ্দ্ধিষ্ট হন। চৈতন্য-
 গুরু কৃপা দ্রুতপ্রকার। সেই দ্রুতপ্রকার
 কৃপাকলে কেহ না আত্মাত্মক, কেহ বা
 অধোক্ষসেনক। বীহারী জেড় প্রাতিষ্ঠিত
 হস্তা কাম্প প্রপঞ্চ জীবের একমাত্র আরাধ্য
 চরম সাক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন,
 তাঁহাদের নাম 'অত্মা-লক্ষ্য'। ভাগ্যক্রমে
 তাঁহাদের মতো পছন্দক কস্তার নিয়ম-
 প্রভাবে সংস্কৃত প্রণয় অদ্বৈত দেখা যায়
 সেকালে 'তান কাম্যকান্তের আরাধন করেন।
 "অম কস্তা"—এই অচর্য্যে প্রকৃতির
 প্রবলপ্রণয় অচিহ্নিত ক্রিয়াকে স্বাভাবিক করবার
 নামস্বরূপ অস্ত্রের 'অচিহ্নিত' দেখা বলিয়া
 দর্শনাত্মক প্রয়োজনের পঞ্চকম। আবার
 প্রবলপ্রণয় বিজ্ঞান প্রাচীন-বচারে কস্তক-
 স্থলি আশ্রিত প্রয়োজনবচক প্রয়োজনে
 পারদর্শন করে। উহাই চৈতন্যগুরু দ্বারা-
 বিজ্ঞানরূপা কণ্ট-কৃপা। বীহারী মুক্ত-স্থিতি
 পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার জানেন, প্রয়োজ-
 নতা প্রয়োজক-কস্তহীনে অবস্থান করিলে
 তাঁহার প্রয়োজন 'অচিহ্নিত', আর প্রয়োজক-কস্তার
 প্রতি দোষানুযায় হস্তলৈ জীব প্রয়োজ-
 কস্তার আশ্রয়যোগ করিয়া প্রয়োজক-কস্তার
 প্রাচীন উদাসীন হইবে এবং জাদৃশ উদাসীন
 তাঁহাকে ভক্তপথ হস্তে বিচ্যুত করে।

ଶ୍ରୀମଦଗାନ୍ଧୀ ଦେବୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂଜଳି ସାହାର ଉପଗମ
 ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ, ଡି.ଏଚ୍. ଭଗବତ୍‌କୁଳକେ
 ସହାୟତାପ୍ରଦାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟବାର ସମ୍ବୁଦ୍ଧି ପାତ୍ର
 ଚଳି । ଭଗବତ୍‌ସହାୟକରେ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଶ୍ରୀ
 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାବେଶର ପାଳନ-ସୋନିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତା
 ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମେ ସମର୍ଥ ଚଳି ।

ବ୍ରହ୍ମଗିରି

এই স্থানে আদিগ্রন্থী একা মতাবলি
ভগবান ঈশ্বর উপাসনার মত ছিলেন।
ঈশ্বার - ১০০০ স্থান বর্ণিত। এত স্থানের
নাম 'ঈশ্বার' কথিত। কেহ কেহ
বলেন, এত স্থান একা রক্ষণী ঐগৌরবাব
দর্শন লাগ করিয়া রক্তরক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রী ব্রহ্মার ভজনাসংকল্পান ব্রহ্মগণি
 নিন্দনতা ও পরিভ্রাতা নিন্দারায়ণোপশমনার
 বিশেষ কল্পকুল নানাদা দক্ষিণদেশের মধ্যযুগীয়
 ক'তপয় দিব্যতরির বা আলোয়ারি এক জানে
 চতুর্ভুজ নারায়ণমুণ্ডিত্ত্বাপনপুণ্ডিক পাঞ্চরাত্রিক
 বিবর্তে সম্ভার পূজা করিয়াছিলেন।
 'আল্‌বর' বা 'আলোয়ার'গণের 'নাথ' বা
 প্রভু নানাদা শ্রী নারায়ণ "আল্‌বর বা আলোয়ার
 নাথ"- নামে খ্যাত হন এবং ব্রহ্মাগণের
 কিম্বদন্তি আলোয়ারনাথের নামানুসারে
 "অল্‌ ব-সন্তনম - অপারপাটনা, অলারপুর
 - আল্‌বরপুর প্রভৃতি নামে অস্তাপি খ্যাত
 রহিয়াছে। অলবরনাথ বা আলোয়ারনাথের

তাহারে সে বসি ধর্ম্য বর্ম্য সদাচার ।

ইশ্বরে সে প্রীতি,জন্মে সবার সম্মত

অগ্রবংশ হইতে 'আলাদিনাথ' নামের প্রাচীন
হইয়াছে। দক্ষিণদেশের আলোরায়ি' বা
দ্বিত্যন্তরগণের দ্বারা আশ্বিনাথ পুজিত
হইবার পর দক্ষিণদেশের কোন প্রাচীনগণের
হস্তে আশ্বিনাথের পূজা হ্রাস হয়। দক্ষিণ-দশ
হইতে ১২০০ খ্রিঃ কোম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগণের
আমিষ্য বাস করেন এবং পণ্যাদিক্রমে
আশ্বিনাথের সেবা করিতে থাকেন।

কিৎসদত্তী এট যে, কোন এক সময় উক্ত কোম্পানীর জাহাজের অত্যন্ত পুজারি দিগ কাছাকাছি গিয়ে গমন করেন এবং নিজ অন্তঃকরণে উপর আল্পনাগোত্রী বিতাপনার জার অর্পণ করিয়া যান। সরগ-সময় প্রাক্ষণটু তাঁহার সাদামত কিছু ভোগাদিরজন করিয়া আল্পনাগোত্রী নিকট উপস্থিত করিলেন এবং নিবেদনমন্ত্রন জানায় ঠাকুরকে বলিলেন - “প্রভে, আম্ম আন্ত অস্ত্র বালক, আপনাব মন্ত্রস্ত্র জ্ঞান না; আমার পিতা বিদেশে গমন করিয়াছেন, আপনাই রূপা পূজ্য এট ভোগ গ্রহণ করুন” আল্পনাগোত্রী নিকট এট প্রকারে ভোগ নিবেদন করিয়া সেই প্রাক্ষণটু ভোগমন্ত্রের দ্বারা ব্রত করিলেন এবং ব্রতদেশে আসিয়া ব্রতগণের সহিত বালক সুলভ ক্রীড়াগতে প্রমত্ত হইলেন। বালকের মাতা পুত্রকে এতরূপ খেলাধুলায় প্রমত্ত দেখিয়া ঠাকুরের ভোগ সমাপ্ত হইয়াছে কন্যা জ্ঞানসা করিয়া বালক বাল্যলন - “আম্ম ঠাকুরকে ভোগ

২ "দেখাছা।" ইহা শুনয়া বাণকের মাতা
বসিলেন,— "তোমার পিতার কিছুকাল পর
ভোগ সম্বন্ধে তুমি এবং সেও সম্মতি গৃহে
লভয়া আসিতে হয়।" বাণক মাতার আদেশ-
মত ভোগমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া
দেখিলেন, ভোগমন্দিরে যে সীমান্ত প্রদত্ত
হইয়াছিল, তাহার কিছুই আশ্রয় নাই।
বাণক এই কথা মাতাকে জানাইলেন।
বাণকের মাতা তহা বিশ্বাস করিলেন না
দেখিয়া বাণক মাতাকে ভোগমন্দিরে লভয়া
গিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। তথাপি
বাণকের মাতার হৃদয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল
না। তিনি মনে করিলেন, হয় ত' বাণকই
চাপলালম্বতঃ নারায়ণী সমস্ত ভোগ সম্বন্ধ
কেনিয়াছে এবং প্রহারের ভয়ে একরূপ-
মিথ্যাকথা রচনা করিয়াছে। কিছু ক্রমাগত
করেকদিনই বাণক মাতার সম্মুখে একরূপ
ভাণ্ডা তুর্ককে ভোগ প্রদান এবং কিছুকাল
পরে ভোগমন্দিরের দ্বারোদঘাটন করিয়া
দেখাইলেন যে, সমস্ত ভোগ আলবরণাথ সমস্ত
ভোগ বিশেষরূপে গ্রহণ করেন। বাণকের
মাতা হৃদয়ে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বাণককে
বলিলেন,— "তোমার পিতা যোড়শোপচারে
আলবরণাথের পূজা করেন। কিন্তু তুমি বান্ধু
একরূপভাবে সমস্ত সামগ্রী গ্রহণ করিয়া
কেনেন না, আর তুমি ভগবানের পূজাবিধি,
এমন কি, ভগবান্নোচ্চারণে পঞ্চম অনন্ততঃ,

তথাপি ভগবান্ হোম পদত তৌত্বাদ্রব্য
গ্রহণ করেন ।

কিছুকাল পরে পূজোক্ত পূজারী-ব্রাহ্মণ
 বিদেপ চট্টে 'ফরিয়া' আসিলে ব্রাহ্মণস্বামী
 স্বামীর নিকট সমস্ত বিষয় সমীক্ষার বর্ণন
 করিলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া 'ধর' হস্তঃ পুরুষে
 তৎসর লগ্নে ঠাকুরের ভোগের সমস্ত ভোগ-
 মন্দিরে লগ্নে গিয়া বালক কি প্রকারে
 নারায়ণকে ভোগ পদান করেন এবং নারায়ণ
 বা তাত্ত্বিক প্রকারে গ্রহণ করেন, তাহা
 ব্রাহ্মণ ক'রিতে হইল। ব্রাহ্মণগণ
 পুণ্যের মত রক্ষণ ক'রিয়া আশ্রয়নাথকে
 ভোগ পদান করিলেন। বালকের পিতা
 ভোগমন্দিরে আসিয়া এককোণে লুকাইয়া
 রহিলেন। ব্রাহ্মণ লুকাইয়া স্থানে থাকিয়া
 শুনেতে পারিলেন, বালক নারায়ণকে ভোগ-
 পদান করিয়া বালকছেন, "হে ঠাকুর!
 আমি আপনার মন্তবস্ত্র জানি না, আপনাকে
 নিবেদন করিতে যাই না, আমার পিতা
 উপস্থিত নাই, তিনি না আসা পর্যন্ত আপনি
 এই ভোগ গ্রহণ করুন।" এই বালক
 বালক মন্দিরে ঘর এক করিলে ভোগ-
 মন্দিরে লুকাইয়া বালকের পিতা দ্বৈত
 পারিলেন, য. শ্রী রায় চাঁর হস্তে বালকের
 প্রদত্ত সমস্ত সামগ্রী আশ্রয়ভোগের সহিত
 নোজেন করিতেছেন। ঠাকুর সমস্ত ভোগ
 ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছেন দেখিয়া উক্ত
 পূজারী-ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া
 ঠাকুরের হস্তধারণপূর্বক বলিলেন,—
 "আপনি যখন সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিয়া
 ফেলিতেছেন তখন আমার কি পাওয়া
 বাচি?" আশ্রয়নাথ বলিলেন, "আমি
 বালক-পৌরুষে সমস্ত ভোগ ভক্ষণ
 করিতেছি, তুমি আমার নিকট কি বর চাহ
 বল।" পূজারী ব্রাহ্মণ বলিলেন,—
 "আমি
 আর কি বর চাহি? আপনি যখন আমার
 প্রাপ্য সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে
 ছেন, তখন আমাদিগকে অন্যভাবে প্রাণ-
 ভোগ করিতে হইবে।" আশ্রয়নাথ
 বলিলেন,—
 "আজ তুমি আমি আর ভোগ
 প্রদত্ত কোন বস্তু গ্রহণ করিব না। ভগ্নে
 সমস্ত দ্রব্য আমার ভোগ্য। আমি রূপ
 ক'রয়া বস্তু পদান কর, তাহাই আমার
 অংশে য. মন্তবস্ত্র রূপাকর্মে ভোগের
 গ্রহণ করবার অধিকার আছে। যেহেতু ভোগ
 আমার ভোগে ভোগব্যক্তি করিলে, সেহেতু
 তুমি আমার জীবিতবর্গের সাক্ষ্যে
 নির্বাক হইয়া যাহা, কেবল ভোগের পূর্ণরূপে
 অর্থাৎ আমার নিজভুক্তকে আমি
 লোকে মন্তবস্ত্র পদান প্রদান করিব।"

শুଭାମ୍ବନାখେৰ এট শকাব ডীকাৰ পৰ
 লক্ষ্যপৰেৰ দ্বাৰা পত কোমা-ত্ৰ ক্ষণ একে
 একে বনট হুটয়া গেলেন, তাঁহাৰেৰ বংশে
 আৰ তেও খািকলেন নী। এট সম্বন্ধ
 আম্বেদৰ্শা পুৰীৰ বাক। শ্ৰীমদ্‌মাত্তন

মহারাজকে বশ্য প্রদান করিয়া অল্প ব্রাহ্মণ
ঘরিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন ।
পুরষোত্তম মহারাজ এক্ষণে দুই ঘর
বশিষ্ঠগোত্রীয় এবং একঘর ভরদ্বাজগোত্রীয়
ব্রাহ্মণ গোরণ করলেন । ভরদ্বাজগোত্রীয়
ব্রাহ্মণগণ আল্লুরনাথের অর্চনাকার্য্যে নিযুক্ত
হইলেন এবং বশিষ্ঠগোত্রীয়গণ শূনার ও
বজ্রনাথের প্রত্যক্ষ অধীনে রহিলেন । এতদিনপর
একদিন হঠাৎ ক্রমশঃ বস্তুমানের মন্দির পাণ্ডা-
ব্রাহ্মণের পুস্তক রচনা হইল । ইহার পর বস্তুমানের
আল্লুরনাথের যাত্রাভীষ সেবার তার প্রাপ্ত
হইয়াছেন । এত ব্রাহ্মণের মধ্যে কতিপয়
ব্রাহ্মণের উপাধি দেখাও (দূর্গাকারের
অপদ্রব) ইহার আল্লুরনাথের দোষ
বজ্রনাথ করেন । কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধি
'পাণ্ডা' । ইহার আল্লুরনাথের অর্চনাকার্য্য
করেন ; কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধি
'পুস্তক' ; ইহার আল্লুরনাথের শূনারদি
সেবা করেন ; অপর একপক্ষের উপাধি
'মহাপুস্তক' ; ইহার আল্লুরনাথের পুজা করবার
আদ্যকার নাহ ; কিন্তু ইহার জলচ্ছটান
পুস্তক পাণ্ডাকারের নিকট ধূলীপ পাড়ত
অনিয়া দেওয়া । বার অংক ও উদ্ভোধনকরণ
পাড়ত কার্য্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

ଅଧ୍ୟାପାନାମ - ଅତୀତ କ୍ରମେ ଏହି ନାମ
 ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପ୍ରାଚୀନ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାବତାର
 ଲିଖିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର
 ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର
 ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର
 ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର
 ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର

[illegible]

ছিলেন। ব্রহ্মগিরি জালালাবাদ শ্রমসমূহ-
 ওড়িশা কৃষাধিব্যবস্থা লীলা-পতাকাটার স্থান
 বঙ্গীয় গোবিন্দ ও বিশ্বজগৎসামান্য গোষ্ঠী
 শৈক্ষণগণের পরম্পরি এবং ভাষ্য
 গোবিন্দপনের পণ্ডিত অধ্যক্ষ স্থানকাল
 নিবেদিত ও কৃত্যে।

य९कि९

অনন্ত শ্রমকরান জীবনগানের নক্ষত্রমুখ
 অধীনতঃ তিন শাখা বৈষ্ণব—চৈতন্য,
 জীবাত্ম ও মায়াশক্তি। 'চৈতন্য' শব্দটি
 বৈষ্ণবগণ, জীবশক্তিকে বুঝে চৈতন্য-
 শব্দকে ব্যবহার করিয়া বলা যায়। জীবগণ
 অগুণিতক বস্তু। তাহাদের মায়াশক্তি
 বস্তুত্ব রূপের যোগ্যতা আছে। এত
 তাৎপর্য্য ভোগের নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ
 স্থিতি। নিত্যমুক্ত জীবগণ কক্ষোদ্যুত। নিত্য-
 বদ্ধ জীবগণ কক্ষোদ্যুত ও গুণায় ভগবানের
 মায়াশক্তি তাঁহাদিগকে এই দুঃখময় সংসার
 আনয়নকর্তা বিতাগয়দণ্ডার মধ্য দিয়া
 তাঁহাদিগের চরিত্রত্বের সংশোধন করিতে
 ছেন। জীবগণ একতলে সংসারভ্রমণ করিতে
 করিতে যদি কোনও অজ্ঞান-স্মৃতিক্রম
 সাধুপুণ্যের সঙ্গ লাভ করেন, তবে সেই
 অসাধারণ উপদেশবাক্যে মায়াশক্তি ছুটিয়া যায়
 এবং তাঁহারা নিজস্বকণ উপলব্ধি করিয়া
 তাঁহাদের নিত্যমুক্ত চৈতন্যগানের সেবার
 নিযুক্ত হন। ভগবৎসেবারাশি সে-জীব-
 গণমুক্ত শ্রমকরান বলা যায়। সুতরাং এই
 ভগবৎ-সেবার চরিত্রগণ জীব দেবতাত
 পাঠ—এক নিত্যবদ্ধ, আর এক নিত্যমুক্ত।
 মায়াগণের মধ্যে তাহারা ভগবানের সেবা
 ন করয় মায়াই সেবার নিযুক্ত—সেই সকল
 চারিদিক মুখ্য ও যাবতীয় জীব নিত্যবদ্ধ
 এবং ভগবানের ভজনসেবার জীবসকল
 মুক্ত বীচ-নামে অভিহিত হন। কেহ কেহ
 গঙ্গারের এতাদৃশ্যনাথ দক্ষিণে চরিত্র
 ভগবৎসেবার মায়াতে আত্ম না হইয়া
 বস্তুতঃ মায়া অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু
 ভগবানের সেবা করাই যে জীবগণের
 একমাত্র নিত্যবদ্ধ, তাহা অবগত না হওয়া
 তাহারা তাহা সেবার বরত থাকেন এবং
 আশাশ্রিত্যে মায়াশক্তি জীব বলিয়া অভিমান
 করেন। বস্তুতঃ তাহারা মায়াশক্তি জীব
 নহেন; তখনও তাহারা মায়াই মায়াই
 অবলম্বন করেন। কারণ, জীবের আঁকবার
 চরিত্র মায়াই একটা মায়াশক্তি জগৎ, চৌদ্দ-
 ভূতাদি দেবদেব ও অষ্টমি 'চৈতন্য' বা
 ভগবৎ। মায়াশক্তি ও 'চৈতন্য' বা 'চৈতন্য'
 মায়াশক্তি জগৎ-বাবণ, কারণ তাহাকে
 মায়া বা মায়াধারণই বলে চরিত্র।
 মায়াশক্তি বা 'চৈতন্য' বা 'চৈতন্য' জীব

শ্রীধাম-মায়ামূর নন্দ্যাপ্রকাশ প্রতিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনগোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
শ্রীমদ্বিষ্ণোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সভাস্থ কল্যাণকরত্ব

শ্রী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

খচিত অমলা কলাগরত্ব

শ্রী পরমেশ্বর নামক ভাষা

সকল পুকারিণী চরিত্র

তহা অমলা কল্যাণকরত্ব

নবীন ১৯১১

পাশ্চাত্য -

শ্রীযোগেশ্বর নামক

পোঃ শ্রীমৎ পুত্র, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুদ্রাপত্র

দৈনিক

শ্রীমৎ পুত্র, নদীয়া

শ্রীমৎ পুত্র, নদীয়া

শ্রীমৎ পুত্র, নদীয়া

শ্রীমৎ পুত্র, নদীয়া

শ্রীমৎ পুত্র, নদীয়া

শ্রীমৎ পুত্র, নদীয়া

শ্রীমৎ পুত্র, নদীয়া

শ্রীমৎ পুত্র, নদীয়া

শ্রীমৎ পুত্র, নদীয়া

১৯১১

১৩ মাস্কান গৌরান্দ মচ, ৮ই নৈশ, বঙ্গাব্দ ১৩৭১ ১১শে এপ্রিল ইং ১৯৪৪ শুক্রবার

১৯১১ সংখ্যা

শ্রীশ্রীভগবৎগোবিন্দো ভবতঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ মাস্কান, নিধি গাভাদশায়ী গোরাঙ্গ ৪৫৮

শ্রীতুলসী ও শ্রীগঙ্গা

—:~(৩):~—

শ্রীতুলসী শ্রীহরির অত্যন্ত পিয়া।
 শ্রীতুলসী শ্রীকৃষ্ণ-স্বপ্ন, বৈষ্ণবী ও আশ্রয়
 আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীতুলসী গোলাক-বৈষ্ণব
 নিশাচরিত্র। শ্রীতুলসী বৃক্ষরূপে তহ
 জগত অবতারণা করিয়াছেন গলিয়া চান পাঠ
 বৃক্ষ নছেন। চান জগৎমাত্রেই উপাস্য।
 জগৎমাত্রেই উপাস্য। শ্রীতুলসী
 সেবা করিলে তাঁহার স্বরূপ-দপলক ও
 কৃপালাভ হয় আর তাঁহাকে প্রাকৃত নত-
 সামাজ্যে দর্শন করণ বক্ত ও নরকগামী
 হইতে হয়। শ্রীতুলসী প্রাকৃত বৃক্ষ নছেন,
 তৈন বাক্যজীবিত, আশ্রয়বিগ্রহ, শ্রীতুলসী-
 বনের স্বরূপক, নিত্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমী।
 তাঁহার কৃপা ছাড়া কৃষ্ণকৃপা হইবে না।
 তাঁহার খাতার নাম লেখাচতে না পাবিলে
 শ্রীতুলসীকে প্রবেশাধিকার হয় না। শ্রীতুলসীকে
 দেখিয়া যদি মুখ না হয়, তবে মজল হয়
 না। শ্রী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, —
 “তুলসী দেখি’ জুড়ায় প্রাণ, মাধবভাবনী
 জানি।” শ্রীতি বা তৈন না থাকিলে কি
 দর্শনে আনন্দ হয়? শ্রীতুলসীকে প্রণাম
 করিলে বা তাঁহার প্রতি টান থাকিলে হরি-
 ভক্তি হইবে। যেখানে অপ্রজ্ঞা বা অনাচার,
 সেখানে অপরাধ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণগরভ।

শ্রীতুলসীকে অনাদর করিতে হইবে না,
 বিশেষভাবে পরমানন্দের সহিত তাঁহার সেবা
 করিতে হইবে। তাঁহাকে অনাদর করিলে
 অপরাধ হইবে। যে শ্রীতুলসীকে মানেন না, সে
 শ্রীকৃষ্ণবধে, তাঁহার সম্বন্ধে হইবে
 না।

শ্রীকৃষ্ণ চারিভুজ প্রণামে স্বীয় বিগ্রহ
 প্রকাশ করেন। যদ্যপি এত চারিভুজ
 মহা দর্শন করিলে ভগবান বাল্য মন
 যায় না, তথাপি এত চারিভুজ ভগবান
 নত ভগবানের প্রকাশনরূপে প্রজ্ঞা
 নেন। শ্রীতুলসী, শ্রীতুলসী, শ্রীতুলসী
 শ্রীতুলসী—এই চারিভুজ ভগবান
 প্রকাশনরূপ। ইহার ভগবান—শ্রীতুলসী
 —উপাস্য। • শ্রীতুলসী ভগবানে উক্ত
 হইয়াছে, —

“ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা, তুলসী।
 চতুর্ভুজ বিগ্রহ রক্ষা করি সনে ॥
 জগৎসার করিলে শ্রীতুলসী পূজা হয়।
 ‘জগৎসার এ চারি ভগবান’, বেদে কথ ॥”

ভগবানে বহু শ্রীতুলসীমন্তরী সচিও
 অর্পণ না করিলে শ্রীতুলসী তাঁহা গ্রহণ
 করেন না। গঙ্গাভাবতার শ্রীতুলসীর মন্তরী
 সহযোগে অর্চনাতার শ্রীগোবিন্দের অর্চন
 বিধে। বাক্যজীবিত মন্তরীভারা ভগবান
 শ্রীতুলসী অর্চনবিধি বাবস্থা সকল সাধু
 বৈষ্ণবশ্রীতুলসীই বিহিত। এইজন্ত লোক-
 লিঙ্গক ভগবান শ্রীগোবিন্দের শ্রীতুলসী
 অর্চনবিগ্রহ শ্রীতুলসীর শ্রীতুলসী অর্চনরূপ
 অর্চনবিগ্রহ স্বীয় কৃপাভাব বা গুণদগ
 শ্রীতুলসী অর্থাৎ শ্রীতুলসীগ্রহের শুদ্ধপুত্র
 করছেন। সুতরাং প্রত্যেকেরই এত আদর
 অতুল্য করিয়া শ্রীতুলসীর অর্চন কবা
 উচিত। শ্রীতুলসীভাবসে লিখা আছে,
 — শ্রীতুলসী শ্রীতুলসীকে শ্রীতুলসী

করিলে তিনি সর্বভুজ পূরণ করিয়া
 থাকেন। যে ব্যক্তি কদাপি শ্রীতুলসী
 সন্ধ্যা করে না, অপিচ মহাপ্রাণে শ্রীতুলসী
 হইয়াছে, সেবোমুগ বৃদ্ধি সে তুলসী ভগবান
 করিলে তাঁহারও মঙ্গল হয়। শ্রীতুলসীমালা
 আর শ্রীতুলসী পূজা ভাব্যকৃপাভিত্ত
 ব্যক্তিগণের উদ্ধারসূত্র।

শ্রীতুলসী শ্রীতুলসী। শ্রীতুলসী সেবকে
 লক্ষ্যন করিয়া যাহারা কৃষ্ণসঙ্গ করিতে
 উদগীর হয়, তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হয়।
 শ্রীতুলসী ভগবান। তাঁহাকে বাক্য
 পুত্রক লিখা করিতে হয়। যাহারা বাক্য
 মন্ত্রে শ্রীতুলসী শ্রীতুলসীকে ভক্তির
 ভক্তির সঙ্গভান করেন তাঁহাদের শ্রীতুলসী
 ভক্তির সঙ্গ ভগবান শ্রীগোবিন্দের কেশবপুত্র
 শ্রীতুলসী সঙ্গ করিয়া লীলাভান করিয়া
 ছেন। শ্রীতুলসী ভগবানে উক্ত হইয়াছে, —

“তুলসীর ভক্তি এবে মন মন দিয়া।
 যেকোন কৈলন নীলা তুলসী লভিয়া ॥
 এক কৃষ্ণভক্তি দৈবভক্তি পুরিয়া।
 তুলসী দেখন সে ঘাট আরোপিয়া ॥
 শুদ্ধ বলে, “আমি তুলসীরে না দেখিলে।
 ভাল নাচি বীণে, যেন মন্ত্র বিনে জলে ॥
 যেন চলে সাংখ্যানাম করিয়া গ্রহণ।
 তুলসী লভিয়া অহে চলে বজ্র ॥
 পঞ্চায়েত ললন প্রভু তুলসীরে ॥
 পড়ায় আনন্দবারা শ্রীতুলসী ॥
 সখ্যানাম লভিতে যেকোন পদ পদ ॥
 তুলসীর দেখন, ভগবান সাংখ্যানাম ॥
 এ ভক্তি যোগের এক কে বাক্য আন।
 পুনঃ সেহ সাংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া ॥
 চলেন শ্রীতুলসীর সঙ্গ তুলসী লভিয়া ॥
 শ্রীতুলসী নারায়ণ যে কবায়েন শ্রীতুলসী ॥
 তাহা যে মানয়ে, সে জন পায় রক্ষা ॥”

শ্রীতুলসীর কৃপায় ভগবান ভগবান।
 তাঁহার কৃপায় ভগবান শ্রীতুলসী
 হয়। শ্রীতুলসীকে দর্শন করিলে মন্ত
 পাণ্ডক মন্ত হয়, ভগবান মন্ত
 মন্ত হয় পূর্ণ হয়। তাঁহাকে প্রাণ
 করিলে এত শ্রীতুলসীর শ্রীতুলসী
 করিলে পেমল-এ লিখা হইয়া থাকে।
 শ্রীতুলসীকে উপাস্য করিলে
 হয়, শ্রীতুলসী করিলে মন্ত
 হইয়া থাকে। শ্রীতুলসীর
 শ্রী বা শ্রীতুলসী যদি শ্রীতুলসী
 শ্রীতুলসী শ্রীতুলসী শ্রীতুলসী
 শ্রীতুলসী দর্শন, শ্রীতুলসী
 করিলে মানব পণ্ডিত হয়। শ্রীতুলসী
 আরমান করিলে মানব পণ্ডিত হয়।
 যাহারা শ্রীতুলসীকে পদভক্তি করিয়া
 নমস্কার করেন, তাঁহাদের মন্ত
 হইয়া থাকে। যাহার শ্রীতুলসী
 শ্রীতুলসী পূজিত হন, তাঁহা
 শ্রীতুলসী পূজিত হন, তাঁহা
 শ্রীতুলসী পূজিত হন, তাঁহা
 শ্রীতুলসী পূজিত হন, তাঁহা
 শ্রীতুলসী পূজিত হন, তাঁহা
 শ্রীতুলসী পূজিত হন, তাঁহা
 শ্রীতুলসী পূজিত হন, তাঁহা
 শ্রীতুলসী পূজিত হন, তাঁহা
 শ্রীতুলসী পূজিত হন, তাঁহা

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজি’ সর্ব নষ্ট তার ॥

পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। তুলসীদাস
কল্প করিলে দেহাবসানে 'পাপীগণ শুভাগতি
লাভ হয়। তুলসীদাস ভক্তগণের অকালে
দেহাবসিদ্ধি করিলে ভক্তগণের দেহত্যাগ
স্বাভাবিক হয়। যাহা কল্পস্থলী 'পাপি
গণ'ও নিম্নোক্তাকারে। তুলসী দেহের
কালে চলে না। তাহা হইলে তুলসী
হবে অপরাধ চরিত্র। অতএব যাহা চলে।
বিশ্রামিত হইলেন। তুলসীদাস, তুলসী
তুলসীদাস ও তুলসীদাস পুত্র চলে। তুলসী
পদান করা যাইবে। অতএব তুলসী
তুলসী পদান হইবে না, তাহাদের তুলসী
তুলসী পদান করা যাইতে পারে।

ସ୍ବ ଚିନ୍ତାମଣି ମଂ କାନ୍ଦାବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅର୍ଥାତ୍
 ମଂ କାନ୍ଦା, ଅସାଧ୍ୟା, ଦୁର୍ଗମା, ବାଦଣୀ ଓ
 ସ୍ବାଧବାରେ ଚୁକ୍ତିଯୋଗ୍ୟ ନିମ୍ନରୁ ଧାକେଶ୍ୟ ନିୟୁ-
 ଚକ୍ରାଗ୍ର ଓ ଚକ୍ରାଗ୍ର ବାଦଣୀରେ ଚୁକ୍ତିଯୋଗ୍ୟ
 କାଗ୍ର ଓ ଲୋକାଗ୍ର ନା ।

শ্রীগঙ্গা পাক্তপাননী, সরসাপাননাশিনী ।
 শ্রীগঙ্গা বসুপদ্ম । তাঁতাকে প্রারম্ভবৃক বা
 ভোগাবৃত্তি করিলে অপরাধ হয় । সেত
 নিরঞ্জন ১২২২কল স্রবণকৃত গঙ্গানাম
 শ্রীগঙ্গা বসুপদ্মাদিত্য । তিনি আমাদের
 কল্যাণ ও সেবাপদ্ম । শ্রীগঙ্গার চরণামৃত
 সঙ্গ করিলে মঙ্গল হয় । শ্রীগঙ্গাকে অগম্যাক-
 বৃত্তিতে ভোগ করিতে গেলে অপরাধ ততঃ ।
 বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মীপাদকে পূজাত্তানে মন্তকে
 দেয়া করিয়াছেন, তাঁহাকে ভোগ করিবার
 চেষ্টা মহাপাপপুণ্য । বসুমান অসম্মান
 শ্রীগঙ্গাবনের দর্শন পাওয়া যায় না । কিন্তু
 তাঁহার শ্রুতচরণামৃত জীবকে উদ্ধার করবার
 জন্য জগতে প্রকট রহিয়াছেন । তাঁতাকে
 আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই নিত্যমঙ্গল লাভ
 তৈবে । শ্রীম-পানাদির দ্বারা তাঁহার সেবা
 লাভ হইয়া থাকে । গৌরপাদ শ্রীম-গুণাধি
 ভাগবতচরণামৃত শ্রীলক্ষ্মীপাদমন্তকীভে
 লাভিয়াছেন,—

“এক নদী ভোগার অমৃত-ত্যাগিনী ।
আর নদী পানীর বহু গঙ্গা হই ॥
তিন-লোক পাপ হরে দৌবার শক্তি ।
হুই তীর্থে স্নান করে মস্ত মহামাতি ॥
ঐ-ব্যয়োগে স্নান কার এক কীর্ত্তন ।
অঙ্গসঙ্গে আর তাই স্নান পান করে ॥
এইরূপে হুই তীর্থে করে স্নানপান ।
মহাভাগবত হয় নিমল গয়ান ॥”

শ্রীগঙ্গার সাক্ষাৎসেবার ত' কথাই নাই,
 শ্রীগঙ্গার বাতাস গায়ে লাগিলেও ভাঙি হয়।
 যে গঙ্গাজলে জলবুদ্ধি করে, সে অশ্রদ্ধ
 নৈমোদ। শ্রীভগবানের শ্রীচরণায়ু ও
 শ্রীভগবান্ একই বস্তু। শ্রীগঙ্গাকে যদ শ্রীশয়-
 পাদোদক ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবানে
 কুচি হইবে। শ্রীগঙ্গা জল নহে, পরম জল-
 এক। শ্রীমদ্বাহাগ্রভূ শ্রীসাক্ষীভোম্রাতা
 শ্রীমদ্বাহাগ্রভূ বিদ্যাবাস্পাতকে এত জনপ্রিয়

ମେମ୍ବର କ'ଣମାନଙ୍କ ଆଦେଶ କରିପାରିବେ ?
 ମେମ୍ବରଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ଦାୟିତ୍ବ କ'ଣ ?
 ନିୟମାବଳୀ କ'ଣମାନଙ୍କ ?

“ମାତ୍ରାକୋଷ, ମହାବାସ୍ୟା” ଓ, — ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି ।
 ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିରୁ ମାତ୍ରାକୋଷ, କବିର ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣ ।
 ‘ମାତ୍ରା’, ‘ଗୁଣ’, ‘ମାତ୍ରା’ ଓ ‘ମାତ୍ରା’ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ।
 ‘ମାତ୍ରା’ ଓ ‘ମାତ୍ରା’ କବିର ଗୀତିର ମୂଳ ।
 ‘ମାତ୍ରା’ ଓ ‘ମାତ୍ରା’ ମାତ୍ରାକୋଷର ଅନ୍ତରାଳ ।
 ‘ମାତ୍ରା’ ଓ ‘ମାତ୍ରା’ ମାତ୍ରାକୋଷର ଅନ୍ତରାଳ ।
 ‘ମାତ୍ରା’ ଓ ‘ମାତ୍ରା’ ମାତ୍ରାକୋଷର ଅନ୍ତରାଳ ।
 ‘ମାତ୍ରା’ ଓ ‘ମାତ୍ରା’ ମାତ୍ରାକୋଷର ଅନ୍ତରାଳ ।

(2: 5:)

ঐগজাক্স মেশিনের সেবার ব্যবহার
 করতে হতবে, তাহা নিাকর সেবার লাগাতে
 হতবে না। শুধুমাত্র সেবার জন্য ঐগজাক্স
 পান ও ঐগজাক্স স্থান করিতে হতবে।
 গজার কলে গুলি লাগতে লাগতে নাহ।
 গজাটিকে শোচান করাও অসম্ভব। শুধুমাত্র
 বিলাসিতার অর্থও, শুধুমাত্র চিন্ময়গণ্য।
 চিন্ময়গণ্যপূর্ণ কারণবাবির এক কথক ঐগজাক্স।
 কতকগুলি কথক ঐগজাক্সে দমন করিয়া
 ছেন, তাহা শুধুমাত্র পুত্র নিজে আচরণ করিয়া
 দেখাইয়াছেন,—

“... নলে- “আমি আমি মঙ্গল গলায় ।
মজুন করি, এত নল চলি যায় ॥
মন্ত'সং প্রায় চলেন গোরাংসং ।
পাছে দাইলেন সব চরণের ভয় ॥

ଗଜ'-ନରସିଂହ-ବେଳେ ମନ୍ଦିର-ଗମନ ॥
 ନାଗାଞ୍ଜଳି ନା ପାଏ କେତେ ଯତ୍ନ ଚକ୍ର-ଗମନ ॥
 ମନେ ଏକ 'ନିତ୍ୟାନ୍ତର' ମାତ୍ର କରିବି ଗଲେ ।
 ସକାଳେ ଗଭୀରରେ ଆଲୋନ ଦେଖେ ॥
 ନିତ୍ୟାନ୍ତର ସତେ କରିବି ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ।
 'ଗନ୍ଧା' ଗଭୀର-ବେଳେ କେତେ ଦୃଶ୍ୟ-ସମନ ॥
 ମୁଁ କରିବି କାର୍ଯ୍ୟ-ନିମନ୍ତ ଗଭୀର ଗମନ ।
 ମନେ ମନେ ଶ୍ରୀକରିବି କାର୍ଯ୍ୟ-ନିମନ୍ତ ॥

[illegible]

(25: 41:)

ভক্ত, ভোগী ও ত্যাগী

— 22 (甲) 22 —

ଶୁଦ୍ଧ ଶୌରୀଓ ନହେ-; ଆଶୀଓ ନହେନ.
 ଜଳ କ୍ରମାନ୍ତରାଣି ଶୌରୀଓ ଏବଂ ଆଶୀଓ
 ଜଳ ନହେନ। ଟିଆରା ଅଞ୍ଜଳି। ଜୋଗ ଓ
 ଆଗା ଅଞ୍ଜଳି ନହେ, ଉପାଦେୟାଟି 'ଭଜା।
 'ନହେନ କଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନା ଜାଗା, ହୋଇଛି ନାହାଣି
 ସଜନ ହସ ନା। 'ଉଚ୍ଚଳ ଉଚ୍ଚଳ ସମେଶ୍ଚେନ
 ହାବା ଅନ୍ୟତମ ନିଶ୍ଚିତେନ ସେବା କହେ
 ଶାନ୍ତେନ। ନିହାରି ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ଯୋଗେନ
 ଶ୍ରୀମାଣି ନା କେନ ନାକାର ଅନ୍ତାଞ୍ଜଳି, ଟିଆରା
 କେତେକ୍ଷୁକ୍, ଟିଆରା ଅଞ୍ଜଳି। ଅଞ୍ଜଳି
 ନହେନ ଶ୍ରୀମାଣେନ ଅନ୍ତାଞ୍ଜଳି ଶୌରୀଓ
 ନା ଟିଆରା ଅନ୍ତାଞ୍ଜଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପାଞ୍ଜଳି ସାଧି ନା।
 ନିହାରି ମଧ୍ୟ ସାଧନା ନା ଶାନ୍ତେନ ଯୋଗେନ
 ନିହାରି ମାଧ୍ୟମାଣି କଥାଟି ନା ନିହାରି ଅଞ୍ଜଳି
 ନିହାରି ଓ କ୍ରମାନ୍ତରାଣି ନା କଥାଟି ନାହେନ ନା।
 ନିହାରି ଅର୍ଥ ଓ କାମାନ୍ତରାଣି ନିହାରି ଶ୍ରୀମାଣେନ
 ଅନ୍ତାଞ୍ଜଳିରେ ଆବଦ୍ଧ। ଯୋଗାନ୍ତରାଣି ଟିଆରା
 ଶ୍ରୀମାଣେନ ଟିଆରା ନା ଟିଆରା କ୍ରମାନ୍ତରାଣି
 କ୍ରମାନ୍ତରାଣି ଶ୍ରୀମାଣେନ ଶ୍ରୀମାଣେନ ଅନ୍ତାଞ୍ଜଳି
 ଅନ୍ତାଞ୍ଜଳି। ଯାହାଦି ଓ ଯାହାଦି ଶ୍ରୀମାଣେନ
 ନିହାରି ନିହାରି ବା ଅନ୍ତାଞ୍ଜଳି ନିହାରି
 ଯାହାଦି ଶ୍ରୀମାଣେନ ଯୋଗାନ୍ତରାଣି
 ଆନ୍ତାଞ୍ଜଳି ନିହାରି କ୍ରମାନ୍ତରାଣି ଶ୍ରୀମାଣେନ
 ଶ୍ରୀମାଣେନ - ଶ୍ରୀମାଣେନ ନା ଶ୍ରୀମାଣେନ। ଶ୍ରୀମାଣେନ
 କ୍ରମାନ୍ତରାଣି ନିହାରି କ୍ରମାନ୍ତରାଣି ଟିଆରା
 ଯୋଗାନ୍ତରାଣି ନାହିଁ।

ভোগী ও ভোগী উভয়েই বন্ধ, উভয়েই
 কৃষ্ণানুয। সম্ভাব্যকামকমীত ভোগী ;
 মোক্ষকামীত ভোগী । উভয়েই শাস্ত্রাণ্য
 উভয়েই স্ব-স্বকামসম্মানে বন্ধ । উভয়েই
 স্ব-স্ব । সেনোদ্যুত পর্যাগিত ভক্তের স্ব-স্ব
 ভোগী বা ভোগীর ভয় স্ব-স্বকামজ্ঞা নাই ।
 এক নিঃস্ব কৃষ্ণভোগী । একস্বকামজ্ঞ
 বিহার ভোগী । হরভক্তের প্রথিত ভক্তের
 স্ব-স্ব । স্ব-স্ব স্বকামজ্ঞা ভোগী নাই । এক
 অস্বকাম ভোগী 'নমস্' থাকেন । কেবল
 সাক্ষ্যকার স্ব-স্ব এই দ্বিবিদ স্ব-স্বকাম
 ভোগী ভোগী স্ব-স্ব ।

[illegible]

শুভকৃত্যভুক্তই বৈষ্ণব । তত্ৰ গৃহস্থই
 হউন বা গৃহভ্যাগী হউন, ব্রাহ্মণট হউন বা
 চণ্ডালট হউন, ধনীট হউন বা দরিদ্রই হউন,
 তাঁহার যে-পরিমাণে কৃষ্ণভক্তি আছে, তিনি
 সেট পরিমাণে প্রকৃতকৃ । স্বয়ং ভগবান্
 নিম্মশ্যাপ্রভূ প্রথম চাঁকিল এবং যেনীলা
 ক'রয়াছেন, তাঁহাট গৃহস্থ-বৈষ্ণবের আদর্শ
 এবং শ্রম চ'রক এবং যেনীলা সন্দর্শন
 ক'রয়াছেন, তাঁহাট গৃহভ্যাগী বৈষ্ণবের
 আদর্শ । গৃহে থাকিলে শক্ত তখনা, ক্রপ
 নহে । তত্ৰ গৃহে থাকিয়া অক্লান্ত কৃষ্ণা-
 মক্ষণে বাস থাকিতে পারেন । গৃহস্থ হইলেই
 অতক হইবেন, আর ভ্যাগী হইলেই তত্ৰ
 হইবেন, ক্রপ নহে । তত্ৰ যে-কোন স্থানে
 থাকিয়া লগৎলগৎ অভিনবিত থাকিতে
 পারেন । গৃহস্থান্ম অবস্থায়ও কৃষ্ণপ্রেমের
 পরাকাষ্ঠা লাভ হইতে পারে । চতুর্ভুজ
 লভা কথা । যেখানে কৃষ্ণসুখট একমাত্র
 লক্ষ্য, সেখানেই সেবা বা ভক্তির প্রকাশ ।
 শ্রীমদ্ভ্যাপ্রভুর অবকাশে রূপাশ্রিত গৃহস্থ ।
 সেট গৃহস্থগণের চরণধূলি গৃহভ্যাগী বৈষ্ণব-
 গণ প্রার্থনা করেন । বিহারী প্রকৃত গৃহস্থ,
 তাঁহার গৃহস্থ নহেন, তাঁহার প্রকৃত ।
 আর বিহারী প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাঁহার কৃষ্ণ ও
 কার্যসেবা ভ্যাগী নহেন—তাঁহার কৃষ্ণ-
 সংসারের স-সারী বা কৃষ্ণকার্য-গৃহস্থ ।
 বৈষ্ণব-গৃহস্থ ও বৈষ্ণবসন্ন্যাসীতে ব্রহ্মপতঃ
 কোন ভেদ নাই ।

গুহ্যত্ব হওয়া না ফলস্বরূপ হওয়া
 ব্যাপ্তি উদ্ভূত ও মঙ্গলনের উপদেশ নহে।
 জগৎপন্থা আমাদের সকলের লক্ষ্য হওয়া
 উচিত, নতুবা মাথার সংসারে পুনঃ পুনঃ দুঃখ
 লাভ হইবে। শঙ্করমণিরাজের মত না
 হইলে কঠোরও মঙ্গলের আশা নাহি। চিত্তে
 কক্ষাভ্রাণ উদ্ভূত না হইলে মঙ্গলের আশা
 কোথায়? শঙ্করমণিরাজের শিক্ষা ও আদেশের
 মধ্যে কেবল নিভ্রামজ্ঞানের কথাই পাওয়া
 যায়। গান অকণ্টে সর্বভোগ্যে নিমগ্ন
 অনাগ্রহ, স্বারা জগৎপন্থাশীলন
 করেন, সেহজন গুহ্যত্ব ও অনাগ্রহকে কোন
 ভেদ নাহি। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଉକ, ତାମ୍ବା ଚଉକ, ଶଙ୍ଖ

ହେଉ ନାହିଁ ।

'ভেদে ভেদ চলে কুস্তীপাক নরকে' যাই ॥
 'হৃদয়বৈষ্ণব সদা নামাশ্রয় মা'য়' দূরে ।
 'আশ্রয়' লয়, 'আশ্রয়' ত্যাগ করে ॥
 'নাম'ের গোত্র তাঁজ কক্ষগোত্র ভাঙে ।
 'সেই' নিত্যগোত্র তার, 'সেই' গৈরী ব্রহ্ম ॥

যথঃ ভগবান্ শ্ৰীমদ্বাগাপ্তর শিখা ও
 আদর্শ মঙ্গলাকাজী মাদেবই যথা-
 মঙ্গল শ্ৰীগোবিন্দে নু নিজজন ঈশ ঠাকুর
 ভক্তি বিনোদ গৃহস্থ ও গৃহভাগী মঙ্গলকেই
 শ্ৰীমদ্বাগাপ্তর আদর্শ অন্নমঙ্গল করিবার
 উপদেশ দিরাছেন। ঈশ ভক্তি বিনোদ
 ঠাকুর আনিইয়াছেন যে, গৃহস্থগণ

ভাহারে সে বলি ধর্ম কর্তব্য সদাচার । ইহায়ে সে শ্রীতি জন্মে সবার সম্মত

শ্রীমদ্ভগবত্বে আদর্শ অঙ্গসংগ কথিত। সাময়িক
গার্হস্থ্য জীবনযাপন করিলেও সন্তোষভালে
নিষ্কলম্ব হইবার জন্য শ্রীমদ্ভগবত্বে অঙ্গ-
লীলাসংগ অঙ্গসংগ করিলেন। সময়সাপেক্ষ
চিরকাল গৃহ থাকিবার উপদেশ দেন না।
বাসস্থানে সের আদর্শও সন্ধান করেন না।
শ্রীল ভগবান্‌মহাশয় শ্রীমদ্ভগবত্বে 'নিত্য' শব্দ
সংলগ্ন হইলেও তিনি শ্রীমদ্ভগবত্বে সর্বত্র
অঙ্গসংগ অঙ্গসংগের জন্য বিষয়ভোগীলার
আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। যোগীরা
সমাধি করেন না, তাহা'নগকে সীমিত
মহাপুরুষ বিবাহ করিবার জন্য সর্বোচ্চ
করেন না। এতদ্ব্যতীত তিনি সীল রঘুনাথ
কট্ট গোষ্ঠী পুরুষে দারপরিগ্রহ করিতে
নিষেধ করিয়াছেন। আর তিনি নিজ
নিত্যসিদ্ধপার্ষদ সীল রঘুনাথ দাস গোষ্ঠী
লোককে 'কল্লৌরগা না কর লোক
দেখায়ে। যথাযোগ্য গৃহভুক্ত আনন্দ
হইবে।' পাত্তি উপদেশ প্রদানের কল্পনায়
পরেই সীল রঘুনাথকে সন্তোষভালে গৃহ
ভোগীলার অঙ্গসংগী ও অপারিত
বৈরাগ্যের চরম আদর্শরূপে একটি কথিত
হইলেন।

বৈষ্ণব গৃহস্থ বা গৃহভাগী উভয়
পোষাকের আঁকিতে পারেন, একথা
জানিয়া সীল ঠাকুর ভক্তিভিনোদ আমা-
দিগকে গৃহস্থ বা গৃহভাগীভাবের শিক্ষা
দেন না। সাদক ও সিক্ত এক নহে। সিক্ত
যেখানেই থাকুন তাহার সঙ্গকে কোন কথায়
না। শ্রীকৃষ্ণ গীতার শ্রীকৃষ্ণ, তিনি
যেখানেই থাকেন, সেখানেই সাক্ষাৎ
স্বীকৃতি। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষামাত্র তাহার সঙ্গ
ও রূপাভিচারী। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা সাদক কখনও
সিক্তের অঙ্গসংগ করিবেন না। তিনি সঙ্গসংগ
সাপেক্ষে অঙ্গসংগসংগে ভগবৎসেবা
করবেন, তাহা'নগ তাহার মঙ্গল হইবে।
কোন শাস্ত্র বা কোন মহাজন ভোগ বা
ভোগকে প্রসঙ্গ দেন না। তাহারা ভক্তের
কথায় নিজজীবনে আচরণ করিয়া প্রচার
করিয়াছেন। কারণ, ভক্তের জীবনের নিত্য-
রংগ। ভক্তি চেতনের গম্য, আর ভোগ ও
ভোগ মনোহর। আত্মবশ্যে প্রতিষ্ঠিত
হইলেই শ্রীভগবানের স্তব হয় এবং
শ্রীভগবানের স্তব ভক্তের স্তব হইয়া
থাকে। সুতরাং আমরা ভোগ ও ভোগ
না করিয়া—মনোহরী না হইয়া আত্মবশ্যে
প্রতিষ্ঠিত ভক্তের পদধূলি হইবে এবং
ভগবৎগতো অঙ্গসংগ শ্রীকৃষ্ণভক্তনে নিরত
থাকিব। তাহাই আমাদের একমাত্র আশঙ্কা
হউক।

উপদেশ

— :::: —

উপদেশে বর্ণিত পালন করিবার পরও
আরও কিছু করিয়া অবশেষে থাকে তাহা
পরতত্ত্বের প্রকাশ্য সেবা। বালকের ন্যায়
চাপলাপিয়া না হইলে আমরা বুঝিতে পারি
যে আমাদের গার্হস্থ্য জীবন পরতত্ত্বের সাক্ষ্য
সম্পূর্ণ হইতে পারে। আত্মবশ্যে পরতত্ত্বের
সেবা সম্ভব। সেবালাভের উপায় পরতত্ত্বের
সেবা। আমরা নিজে উপর 'নিউর' করিয়া
নিজ হইব না, তাহা'নগ উপর 'নিউর' করিয়া
অন্য কাহা না করিব এবং তাহা'নগ করিয়া
করিতে পারিলাম না বলিয়া শোক
করিব না।

আত্মায় উন্নত আকাঙ্ক্ষা লাভবিধি
পালনমাত্র নহে কিংবা বৈদ্যজ্ঞানবোধের
ন্যায় নিউরজ্ঞানাত্মকপালনমাত্র নহে।
আত্মায় একমাত্র 'লক্ষ্য'—একমাত্র নিত্য
আকাঙ্ক্ষা পরতত্ত্বের নিত্যসেবা। পরতত্ত্বের
সেবালাভের হইলে জাগতিক পরোপকারে
নিযুক্ত হওয়া করিয়া বাল্যে বিনোদিত হইবে।
জাগতিক বাণীয়ে তুলনামূলক বিচারদ্বারা
এক সমুদয় লোক'তত্ত্বের কাহা সত্যমুদিত
অত্র লোকভীয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং
সমগ্রতঃ পরতত্ত্বের সেবা আচরণীয়।

যাহারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা
করেন, তাহারা নিম্নলিখিত ও আশ্রয়ব্রতের
মুগ্ধসেবা করিয়া থাকেন। কার্যকর এবং
সহিত আত্মসমীচন সন্তোষভালে সংযোগ
হইবে। যাহাদের হৃদয় নাট, তাহারা
শ্রীকৃষ্ণপাদসংস্পর্শে বৃন্দিত হইবেন না।
ইন্দ্রিয়সংস্পর্শের সেবা করিবার পূর্বে গুরুদেব
সংস্পর্শে গুরুদেবের সেবা না হইলে আত্ম
পাত্তি উদ্বিগ্ন হয় না। আত্মপাত্তি
অঙ্গসংগ—নিম্নলিখিত সপারম্য শ্রীকৃষ্ণপাদসংস্পর্শ-
পূজার অঙ্গসংগে ভোগভোগী যেকোন কথায়
নিষিদ্ধ বৃন্দ আচরণ, আমবাৎ সেরূপ
উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা নিজেরা
আত্মদগকে গৃহভুক্ত মনে করি—পাত্রিত
অত্র গুরুদেব অপারিত ভাব লোক
করিয়াছি কল্পনা করি। অপ্রাকৃত ভাব লোক
না করিলে কোন মঙ্গলমুখি হইবে না সত্য।
কিছু পারিলে অবস্থায় থাকি যাহা অপারিত-
ভাব লোক কাহা'নগ মনে করি, তাহা হইলে
সেজন্য মনে করা অবৈধবর্তী।

সপতন্ত্র-সংস্পর্শ পরতত্ত্বের নিকট হইতে
আমরা সকলেই কৃপা প্রার্থনা করি। পরতত্ত্ব
অন্যায়জ্ঞানবোধে। আমাদের নিত্য ব্যক্তি
সম্পন্ন পরতত্ত্বের উপাসনার প্রয়োজন
আছে। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ
স্বাভাবিক এবং সমাক্ষ পয়োজনসম।
পরতত্ত্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ পয়োজনীয়
হইলে আমাদের সমুদয় কাহা পরতত্ত্বের

উপদেশে বর্ণিত হইতে পারে। জীবের যত-
সকল করিয়া বা কৃপা আচ্ছ, তন্মধ্যে
শ্রীকৃষ্ণ সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়া এবং তাহা
অপেক্ষাও বৈষ্ণবের সেবা অধিকতর শ্রেষ্ঠ
করিয়া। পরতত্ত্বের সন্তান হইলেই পাওয়া
যায় না। যাহা পরতত্ত্বের কোমল উপাসনার
গৃহ পালন করে, তাহা'নগ নিকট পরতত্ত্বের
অঙ্গসংগ করা করিয়া।

উপদেশের পক্ষপাত অবস্থান। পক্ষপাত
অবস্থানের মধ্য যেখানে নিম্নলিখিত অবস্থানের
কৃপা আছে, তাহা'নগ কিছু প্রতিকূলভাবময়
নহে। তাহা'নগ অঙ্গসংগসংস্পর্শ। যখন
আমরা অঙ্গসংগ যাহার অঙ্গসংগ সঙ্গকে
করিব না, তাহা'নগ বা নিম্নলিখিত হইবে, তখন
আমাদের পরতত্ত্বের সেবা যোগ্যতা উদ্বিগ্ন
হয়। এখানে পরতত্ত্বের সাক্ষাৎলাভ হয় না।
বস্তুমানে নব্বই হইয়া 'দ্বারা' পরতত্ত্বের নিকট
গৌরব হয় না। আমরা অঙ্গসংগ
সেবালাভ হইলে পরতত্ত্বের সঙ্গ কৃপালাভ
অবশ্যই হইবে। আমাদের প্রিয়তম যাহার
বিশেষভাবে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে সেবা
করিবার মত যোগ্যতা উদ্ভবিত করিয়া
দেন। যদি আমরা পরতত্ত্বের সেবালাভ
প্রদর্শন করি, তাহা হইলে অঙ্গসংগ সেবা
হইতে যুক্তি থাকি করিতে পারি।

প্রপন্ন্যাত্মক মনোভাবের সহিত সঙ্গ
স্থাপন না করিলে পারি আমরা ব্যক্তি
পারি না। আমাদের একমাত্র চাইতা
যাহা'নগ হইবে। আত্মা পক্ষপাত
হইয়া নহে। সত্য আদর্শ জাগতিক স্তরের
সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নহে। পাপ-পুণ্য, দণ্ড-
অপরাধের সাক্ষ্যসংস্পর্শে ব্যক্তি। তাহা'নগ
জগতের 'সাক্ষ্য' পক্ষপাতের মূলের
কথা। পক্ষপাত পাপ-পুণ্য আচরণ অপারিত।
আমরা জগতের ব্যক্তি পাপ-পুণ্যের পরতত্ত্ব
হইবে। তাহা'নগ আমাদের নিত্যমঙ্গল হয় না।
ভক্তিপথের পথিক নিত্যমঙ্গল লাভ
করিতে পারে।

শ্রীহরিন ও প্রকৃতিজন

— ::():: —

ভগবৎসেবা ব্যক্তিগত বাহ্যিকের আর অঙ্গ
কোন কৃপা নাহি, সত্য বাহ্যিক সেবা
ভগবৎসেবা, সেবা বাহ্যিক বাহ্যিক
একমুখিত থাকিতে পারে না, সেবা
বাহ্যিকের জীবন, বাহ্যিক সকল জীবকে
ভগবৎসেবা 'নম্র' করিবার জন্য সর্বদা
চারিধা কটিনে রত, সে-সকল সজ্জনই
শ্রীহরিন নিম্নলিখিত বা শ্রীহরিন। শ্রীহরিন
ও বাহ্যিক—শ্রীহরিন ও বাহ্যিক এক
নহে। বাহ্যিক বাহ্যিক, নিম্নলিখিত
বা ভোগকে নিম্নলিখিত করিয়া বলিয়া মনে
করে, তাহা'নগ বাহ্যিক ও প্রকৃতিজন।

প্রকৃতিজন অজ্ঞান, আর শ্রীহরিন
সম্পন্ন ও চক্ষুমান। তাহার অজ্ঞান-
ভক্তির না ভোগাভাব নাহি। ভগবৎসেবা
বা 'কি' কৃপা, কি স্তব, কি মনী,
কি দান, কি পাত্তি, কি মুখ সকলেই
প্রকৃতিজন বা বিদ্যমান। শ্রীহরিনগণ
নিম্নলিখিত অঙ্গসংগ অঙ্গসংগ। স্ব-স্ব
বাহ্যিক লক্ষ্যমাত্র তাহাদের সঙ্গ নাহি।
শ্রীহরিন, প্রথম, আর প্রকৃতিজন কাম্য।
একজন শ্রীহরিন স্তবের জন্য অঙ্গসংগ
হইয়া পক্ষপাতময় আর অপারিত 'নিম্ন-
স্ব-স্ব স্তব বাহ্যিক হইয়া সত্য প্রকৃতি, প্রকৃতি-
অঙ্গসংগ ও অঙ্গসংগ 'নিম্নলিখিত শ্রীহরিন
সঙ্গ হইতে পারে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,

"আত্মোপলব্ধি-প্রতিভা-বাহ্যিক বাহ্যিক কাম্য।

কাম্যোপলব্ধি-প্রতিভা-বাহ্যিক বাহ্যিক কাম্য।

কাম্যোপলব্ধি-প্রতিভা-বাহ্যিক বাহ্যিক কাম্য।

ভুক্তি মুক্ত 'স' কাম্য সঙ্গ অঙ্গসংগ।"

(১০: ১০)

শ্রীমদ্ভগবত্বে বর্ণিত হইলে অঙ্গসংগ-
উপদেশে এক প্রকৃতিজন ও শ্রীহরিনের
বৈষ্ণব কীর্তি হইয়াছে। 'দ্বন্দ্ব'জন
শ্রীহরিনের অঙ্গসংগ ভগবৎসেবা কাম্য-
সম্পন্ন্যাত্মক 'প্রকৃতিজন' বাহ্যিক অঙ্গসংগ
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, 'কাম্য' বা
মত প্রকৃতি 'মত'নামে প্রচারিত
মত'নামে 'দ্বন্দ্ব'জনের 'দ্বন্দ্ব' বাহ্যিক
নাহি; কেন না, তাহাদের বৈষ্ণবিক
মত'নামে 'দ্বন্দ্ব' বাহ্যিক। শ্রীমদ্ভগবৎ
তা'নগ দৃষ্টান্তে আছে বলিয়াছেন,—
"আমরা শ্রীহরিনগকে প্রকৃতিজনের
দ্বন্দ্ব'নামে বাহ্যিকভাবের বিনোদন করিতে
অঙ্গসংগ হইবে না। বাহ্যিক শ্রীহরিনের
পাদসংগ নকলসংস্পর্শে 'কাম্য' ভগবৎসেবা-
বাহ্যিক কাম্যভাবের পান এবং অঙ্গসংগ
অবস্থান কটিনে করেন। তাহা'নগ 'দ্বন্দ্ব'জন।"
শ্রীহরিন অঙ্গসংগ করিয়াছেন,—

"অঙ্গসংগপ্রতিভা-বাহ্যিক বাহ্যিক যম

তা'নগ প্রকৃতিভা'নগে নিম্নলিখিত।

তা'নগ প্রকৃতিভা'নগে নিম্নলিখিত।

তা'নগ প্রকৃতিভা'নগে নিম্নলিখিত।

আমি দেবপুত্র। বাহ্যিক প্রকৃতিভা'নগে
প্রকৃতিভা'নগে বিনোদনরূপে নিযুক্ত হইয়াছি।
হরিকৃষ্ণসংস্পর্শে 'দ্বন্দ্ব' কাম্যভোগকে আমি
প্রকৃতিভা'নগে পান করিয়া থাকি। কিছু
প্রকৃতিভা'নগে শ্রীহরিনগকে আমি
নমস্কার করিয়া থাকি।

শ্রীমদ্ভগবত্বে শ্রীহরিনগকে 'দ্বন্দ্ব' বলিয়া-
ছেন, তাহারা 'দ্বন্দ্ব'জন পরম-স শ্রীহরিনের
সঙ্গ হইয়া 'দ্বন্দ্ব'জন নকলসংস্পর্শে পিপাস্ত
ও গ্রাম্যভাব রত 'দ্বন্দ্ব'জন
প্রকৃতিজন ও আনার নিকট আনয়ন করিয়া।
বাহ্যিক 'দ্বন্দ্ব'জন 'দ্বন্দ্ব'জন 'দ্বন্দ্ব'জন
এবং প্রকৃতিজন না করে, বাহ্যিক 'দ্বন্দ্ব'জন

চরণাবলি স্বরণ না করে, যাহাদের মস্তক
ঐহিক ও ঐহিকজনগণের চরণে গিলুটিত
না হয়, তাহারাষ্ট প্রকৃতজন, তাহাদিগকেই
আমার 'নকট' আনয়ন করবে।

গাভারা নিজ বায়ুপট্টকফলক দ্বারা
নয়, গাভারিতে 'আম' ও 'আমার' বৃদ্ধি
বিশেষ, যাহারা ভোম'গভার' শব্দ বা শব্দী
তাহারা পুন্যক আবেগ করে, যাহারা
প্রাকৃত সালস'বৃদ্ধি করিয়া তাহাতে তাৎপর্য
আবেগ করে, কিন্তু গাভারের ঐহিকজনে
অপ্রাকৃত পুঞ্জীকৃত নাহি, তাহারাষ্ট
প্রকৃতজন।

ঐহিকজনের অপর নাম তক বা বৈশ্যনা।
তক নিজেকে তক বা বৈশ্যনা বা বৈশ্যনা
ঐহিকজন'তক' বা বৈশ্যনাদাস বলিয়া
পরিচয় দেন। ঐহিকজনের দাত্য যেখানে
নাহি, সেখানে বৈশ্যনাও নাহি। ঐহিক-
জনগণকে থাকিত ঐহিকের সেবা করিতে
পারেন। এইজন্যই শাস্ত্রে ঐহিকপূজা
অনেকটা ঐহিকজনপূজার প্রেতভূত বর্ণিত
করা হইছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"কৃতসেবাঃ তদন্তে বৈশ্যনা সেবা বড়।
তদন্তে আ'ম'গণ শাস্ত্রে কৈলা দড় ॥
তদন্তে বৈশ্যনসেবা শরম উদায়।
কৃতসেবা হৈতে সে সবার কৃত পায় ॥"

(১: ৩: ১)

ঐহিকজনগণ বহুজীব নহেন। তক-
ভাসকেই ঐহিকজন বলা যায় না। স্বতঃ
একজনের পূজা ঐহিকজনপূজা নহে।
সকলমুখ নিয়মালিঙ্গ, সন্তত চরিত্রজনগণগণ
সদাচারী সজ্জনগণই ঐহিকজনপূজা।
যাহারা প্রকৃতজনকামা ব'হু, অর্থ, কাম ও
মে'জব'পনাসা বা কামুকতা সন্তত তাহা
বিসজ্জনপূজক নিরন্তর কচিমনোবাক্যে
ঐহিকপূজার নিযুক্ত আছেন, তাহারাষ্ট
ঐহিকজন। একাদিদেবতাগণ তাহাদের
চিহ্নপেয়ে আনয়ন করেন। সেট
একগণও সেট ঐহিকজনগণের পদপু'লতে
আনয়িত হইয়া বৈশ্যবতা লাভ করিতে
পারেন।

বহুজীবকে ঐহিকজন বলা এবং ঐহিক-
জনকে বহুজীব মনে করা অসঙ্গত। অনেক
বংশ, জাতিগোষ্ঠে যখন কৃষিদাস বা হান্দাস,
তখন তাহাদিগকে 'হিরজন' বলিতে দেখা
কি? তখনও এই যে, সকলেক বহুজীব
হিরজন সম্বন্ধ নাহি; কিন্তু যাহাদের হিরজন
বলিয়া স্বরূপভূত বা স্বরূপভূত প্রকাশিত
হয় নাহি, তাহারা স্বরূপে হিরজন হইলেও
তাহাদিগের তাত্কাগিক অস্বাভাবিক
তাহাদিগকে "হিরজন" বলা যাইবে না।
পক্ষমণ্ডীয়া বালিকায় জননীও অস্বাভাবিক
থাকিলেও তাহাকে তখন জননী বলা যায়
না। যখন সে সন্তান প্রসব করে, তখনও
সে জননী বলিয়া পরিচিত হয়। যখন

অন্যরূত অবস্থায় চাউল বলিয়া বানাকে চাউল
বলা যায় কি?

ঐহিকজন সন্তত ঐহিকের সুখের জন্য
বাস্তব থাকিবে। ততাত ঐহিকজনের সন্তা
বাস্তব। বিশেষতঃ চরিত্রজন হইবে,
আর নাচকুলে উদ্ভূত হইলে তাহাকে হিরজন
বলা হইবে না, একজন নয়। যিনি ঐহিকজন
করেন, তাহাকে ঐহিকজন। অর্থঃ তগবান্
ঐহিকজনা পুত্র বলিয়াছেন, -

"নীচ জাতি নহে কৃষকজনে আয়াগা।
সংকুল বিপন্ন নহে তরুণের যোগা ॥
যেহ হেঁকে সেহ বড়, অস্তর চীন হার।
ঐহিকজননে নাহি জাতিভেদা দণ্ডার ॥
দীনের অধিক দয়া করেন 'তগবান্'।
কুণীন পাণ্ডু বনীর বড় আভমান ॥"

সংকুল বিশেষতঃ চরিত্রজন না
ক'লে—ঐহিকজনের দাশ্রয় না ক'লে
তিনি যেমন চরিত্রদ্বারা নহেন, তজ্জন
নীচকুলে উদ্ভূত ব্যক্তিও যদি অধিক
হিরদেবারত ঐহিকজনের পদাশ্রয় না করিয়া
নিজেস্বত্বপূর্ণ বাস্তব থাকেন, তাহা হইলে
তাহারাও কোন 'দীন' ঐহিকজনের কণা
পাচল না, প্রকৃতজনও থাকিল। বিশেষ
তক বা শূদ্র তক ঐহিকজনভাবে
ঐহিকজনপদাশ্রয় আশ্রয় না ক'লে তাহারাও
ঐহিকজনপদাশ্রয় লাভের কোনপ্রকারেই
যোগ্যতা নাহি। চরিত্রমুখ প্রকৃতজন বা
মায়াব নরগণ মাংসদর্শন করে, ঐহিকজনের
মাংসদর্শন নাহি। তিনি দেহকৃ, সমদর্শী,
আত্মদর্শী। সেহজন্যই বলা হইছে, একজন
শুকসেবার অধিক ঐহিকজন ফলসেবার অধিক
ঐহিকজন। সমগ্র বিশ্ব তাহার সেবালাভ
করিতে পারিলে দর্শনমণ্ড হইবে। ঐহিক
জনগণের সঙ্গসঙ্গ স্বঃসিদ্ধি হবেই নিত্য
বিরাজিত আছে।

"বস্ত্রাঙ্কিত চিত্তভগবতাকিকনা
সটিলভূতগৈবতক সমাস্তে পুরাঃ।
হর্যবকৃত্য কৃতো মহাদেবা
মনোরথেনাসাতি ধারণো বঃ ॥

(৩: ১: ১১)

তগবান্ ঐহিকজনে বহিঃস্থ নিকাম-সদা-
প্রতি বস্তুমান, বস্তুজান-বৈশ্যগাম সমস্ত
গুণের সহিত দেবতাবর্গী তাহাতেই সমাপ্তক
অবস্থান করেন। চরিত্রজানবর্গী ব্যক্তি—
অন্যাত্মলাভকৃত্তজানযোগরত বা গুণাভিতে
অসঙ্গ; প্রকৃত্য নীচ'তে তাহার কেবলা
ভাক নাহি। মনোবহের দ্বারা সে অসং-
গতিযে ধারণিত, তাহাতে মহদুত্তপ্রায়ে
সজীবন কোথায়?

মহামাণ্ড গভর্ণর বাহা- ছুরের বাণী

(১)

একবার উত্তরে পাটুটি অকলেশ
চাউলার অল্পলক্ষে বাস্তব অকল
চাল অকলশ পুরিমাণে জয় কুরার আশকার
কণা কেউ কেউ এলতে পারেন এবং
পরিমাণে বাড়িত অকলে চালের অভাব
ঘটিতে পারে, এ আশঙ্কাও কারো কারো মনে
দুঃস্থে পারে; কিন্তু আমি আজ দৃঢ়তা
সঙ্গে বলতে পারি—এ আশঙ্কা অমূলক।
আজও আমাদের পুঞ্জীকৃত যথেষ্ট সন্তক
করেছে। এ আশঙ্কা যাহা দেখা না দেয়,
সে। যথেষ্ট আমরা নিশ্চয়ই পয়োজনীয় ব্যয়
অনয়ন করবো।

আমি আমার আমাদের সকলকে
নির্দেশিত করেছি সংগ্রহ ও বন্টনের
ব্যবস্থা। ভাটময় ও শারত গভর্ণমেন্টের
সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষ নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন
করিতে সমর্থ হইছি। ভারত গভর্ণমেন্টের
নিকট আমরা অনেক সাহায্য প্রাপ্য
ক'ব; আমরা প্রয়োজিত অনেক; দৈনন্দিন
কাম চান্দান-জল আভ্যন্তরীণ কামচারী,
বাহ্য্য পল্লেশব বাস্তবস্থার অতিরিক্ত
জাহাজ ও অস্ত্র জলযান এবং একাধ
প্রয়োজনীয় আবরণ অনেক কিছু।

আমাদের প্রচেষ্টা আমরা সার্থক করে
তুলন। সকলই আমাদের লাভ করিতে
হবে। যেমন করের তক, ১৯৭৪ সালের
ফ্রিকের সকল সম্মাননা ধর্ম করিতে
হবে।

একটি প'র'ণ'সে সঙ্গে আমাকে একটি
কণার উত্তর করতে হবে; এমন এক
প্রবীর লোক আছে এবং আমি জানি
তাদের সংখ্যা পূর্ণ। যাদের দায়িত্ব
জানের বালাই নেই। তারা চারিদিকে নিয়ম
করে গভর্ণমেন্টের নিকট চাল বিক্রয়
করে। এই স্বাধীন নীচ প্রচারণাকে নিন্দা
করবার উৎসুক ভাষা আমার জান নেই।
রাকটিক স্বাধীনতা যে এ প্রচারণার
মুখ্য উদ্দেশ্য তাও আমার অভ্যাস নয়।
নিরপেক্ষ ও সুসঙ্গতভাবে চাল সংগ্রহ ও
বন্টন-ব্যবস্থার ওপর আজ অসংগত দেশ
বানীর ভাষা নির্ভর করছে। যাদের কাছে
চাল বেশী আছে, তাদের কতক হবে উচ্চ
মূল্যে বিনামধ্যে বাজারে সেট চাল চাল
করা। একটা আজ সকলেরই মনে রাখা
একটি কতক হবে যে, আভ্যন্তরীণ চাল
মজুদ ক'র'র ঘরে আটকে রাখলে তদ্বারা
অগণিত দেশবাসীর সরবরাহের কারণ ঘটবে
হবে। এত প্রকার রাকটিক প্রচারণা
প্রচারণা আজ অগণিত দেশবাসীর জীবন
বিপদকূল ক'রে তুলেছে। মানবতার

নামে বাঙালীর নিকট আমি এই আশাই
করবো যে, অন্ততঃ আজকের দিনে এই জঘন্য
প্রচারণা এক ভোক।

এই নীচ ও হীন মনোবৃত্তিকে নিন্দা
করবার জন্য কেউ কেউ চেষ্টা করছেন
পারেন যে, আমি রাকটিক দলদলী-
সংগ্রহ ক'রে উচ্চ। রাকটিক দলদলী
সঙ্গে আমার কোন প্রকার সংগ্রহ নেই
এইটা নিঃসন্দেহ আমি ঘোষণা করছি।
তবে, তা। একটি বিশেষ পক্ষ আজ আমি
অনয়ন করছি; সে পক্ষ বাংলায় জন-
সাধারণের পক্ষ।

একটি গভর্ণমেন্টের প্রাক্ত-সমস্যা সম্বন্ধীয়
নীতি কত আমার দায়িত্ব কন নয় এবং
কতটা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করতে
চাই। এ বিষয়ে আমার পূর্ণ সন্তক গুটি
প্রদর্শন হবে গভর্ণমেন্টের নীতি প্রচারণা
পরিচালনা করবে। আমার দৃষ্টি সমালোচনা
গভর্ণমেন্ট সংক্রান্ত সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ
থাকতে বাধ্য; উহার বাহিরের জনসাধারণের
উদ্দেশ্য ক'রেই আজ আমি উপরের মন্তব্য
করতে বাধ্য হইছি।

বাংলার জনসম্পদ বিশাল। কিন্তু তাদের
অধিকাংশই বড় দরদ্র ময়ল ও অনাড়ম্বর
তাদের জীবনের দার। প্রকৃত অকলপ
দানের ওপর নির্ভর করা ছড়া তাদের
গাভার নেই। এই বিশাল জনসংখ্যার
সামান্য একটা অংশ জনস্বার্থমূলক কাজে
আত্মনিয়োগ করে থাকে। এদের ওপর
শীঘ্র অধিকাংশ অনেক সময়ে নির্ভর করতে
হয়। আমরা যারা এত জনসংখ্যার দায়িত্ব
গ্রহণ করেছি, তাদের দায়িত্ব আজ অকলপ
পেড়ে গেছে। অসত্য অসংখ্য বাঙালী
আজ আমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে।

আরো একটা কথা আজ আমাকে
বলতে হবে এবং তা আমি খোলাখালভাবেই
বলতে চাই। এ বৎসরের উপযোগী ও
প্রয়োজনীয় বাস্তব বাস্তব মজুদ আছে,
আগামী বাস্তবস্থার বিজ্ঞেয় অভাব নেই
এবং গভর্ণ ও সংঘত ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা করণে ও
আমাদের আটকানো না, একথা আমি
পূর্বেই বলেছি। গোটা ভারতবর্ষ একথা
জানতে পেরেছে। এ সম্বন্ধে যদি আমরা
নিজদের বাস্তব নিজেই না করতে পারি,
যদি আমাদের ক্ষেত্রের ওহ গভর্ণ বৎসরের ভাষ
হুগোয়ের আবার সম্মুখীন হতে হয়, কী
কৈফিয়ৎ আমাদের দ্বারা থাকবে? নজের
ভারতবর্ষ যখন বলবে এবং একথা গলা
অযৌক্তিক হবে না: "প্রাকৃত্য সন্তক
নিজদের বাস্তব দোষে তোমরা বিপদ
সৃষ্টি করবে, তোমাদের জন্য গোটা ভারত-
বর্ষ যথেষ্ট স্বার্থভাগ করেছে, নিজদের
বঞ্চিত করেছে।

সত্য কল্যাণকর
শ্রীল ঠাকুর চক্ৰবর্তী
বিস্তৃত অসংখ্য কল্যাণকর
যদি 'পরিমল' নামক কবি-
সহ লেখক-সহযোগী
হয়। মঙ্গলকামীমার সহ
নিবাসী।
পাণ্ডিত্য -
শ্রীমানপদী নীলকর
পোঃ নীলকাম, নদিয়া।

দৈনিক নদিয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদিয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুদ্রাপত্র

সত্যকোষ
শ্রীল ঠাকুর চক্ৰবর্তী
বিস্তৃত অসংখ্য কল্যাণকর
যদি 'পরিমল' নামক কবি-
সহ লেখক-সহযোগী
হয়। মঙ্গলকামীমার সহ
নিবাসী।
পাণ্ডিত্য -
শ্রীমানপদী নীলকর
পোঃ নীলকাম, নদিয়া।

১৯৩৭ বর্ষ

{ ১৩ মার্চ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ ৮-১-১৩ ইংলিশ, বঙ্গাব্দ ১৩৫১, ১৪শে এপ্রিল ইং ১৯৪৪ সোমবার }

{ ১১৩২২ সংখ্যা }

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দো নমঃ

দৈনিক নদিয়া-প্রকাশ

১৩ মার্চ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ ৮-১-১৩ ইংলিশ

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

ভূত হঠাৎ প্রভু সেবা করার নাম
কাজ। নিজেই প্রভুর নাম বলিয়া উপলব্ধি
হইলেই প্রভুর প্রভু উপলব্ধি হয়। দান
ও প্রভু প্রভু—শ্রীহরী প্রভুর প্রভু উপলব্ধি
করিতে পারে। শ্রীহরী প্রভুর অপ্রাকৃত
বাক্যে বিশ্বাস আছে। শ্রীহরী প্রভুর নাম
পার। প্রভু শ্রীহরী প্রভুর নাম দেন। ভগবান
ও ভগবৎসেবা অষ্টভূতী কল্যাণকর হইয়া
মানুষ পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য স্বর্গে
প্রাপ্ত অবস্থায় হন—এ বিশ্বাস শ্রীহরী
প্রভুর আছে। শ্রীহরী প্রভু কোন কালীন
বন্ধ নহেন। তিনি নরকধারী একজন
অপ্রাকৃত ব্যক্তি; তিনি নিরাকার বা
নির্বিমেষ নহেন। তাঁহার চিত্র আকার
ও বিশেষ আছে। তাঁহার পিতা মাতা,
বন্ধু-পার্ব, আত্মীয়-স্বজন—সবই আছে।
ভগবৎসেবা শ্রীহরী নাম। ভগবানের অনেক
ভক্ত আছে—প্রভুর অনেক ভক্ত আছে।
ভক্তকে প্রভুই প্রভু প্রভু ও যত কিছু
বিলস এবং প্রভুকে প্রভুই প্রভু প্রভু।
শ্রীহরী প্রভু যখন একজন অপ্রাকৃত ব্যক্তি-
বিশেষ, তাঁহার ভগবৎসেবা এক এক
জন অপ্রাকৃত ব্যক্তি। ভগবৎসেবাও
বিশেষ। ভক্ত ভগবৎসেবাও।
শ্রীহরী প্রভু অপ্রাকৃত; ভগবৎসেবা জীব

ভগবৎসেবা অপ্রাকৃত ও চিত্র। অপ্রাকৃত
অপ্রাকৃতের সেবা করিতে পারে।
অপ্রাকৃতের সহিত অপ্রাকৃতের নিত্য সম্বন্ধ।
তবে একজন পুত্র আর একজন দাস, হঠাৎ
বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য। অপ্রাকৃত ভক্তি ও
মানব ভক্তি ভগবানের সেবা সম্বন্ধ।
ভগবৎসেবা, ভগবান ও ভক্ত ভগবৎসেবা।
সেবাট সেবার সহিত সেবার বৈশিষ্ট্য।
উপরে উল্লিখিত শ্রীহরী প্রভুর বা অপ্রাকৃত
আবস্থা বা আকৃতি। দাস পুত্র না হইলে
—কী প্রশ্ন না হইলেই উল্লিখিত একজন
ভক্ত। উল্লিখিত পরম্পর আত্মীয়।
ভগবানের রূপ হইলে ভক্তের অপ্রাকৃত
ভক্তি—ভক্তের বাস্তব উপলব্ধি হয়।
ভগবৎসেবা ভক্তের আত্মিক ভক্তি
আসেন। যখন ভগবৎসেবা প্রভু
আসে বা আমরা ভগবৎসেবাকে বরণ করিতে
ইচ্ছা না করি, তখনই ভগবৎসেবাকে
ভক্তগণকে প্রভু প্রভু করিয়া কার এবং
তাঁহাদের প্রতি সেবার ভক্তি প্রভু
পার না। ভক্তের সেবা যে ভগবানের
সেবা, তাহা তখন আমরা বুঝিতে পার না।
ভগবৎসেবা যে ভক্তগণের ভগবৎসেবা
জন্য প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
ভগবৎসেবা বিলাসের জন্য আসিয়াছেন, ইহা
আমাদের বিশ্বাস হয় না।

ভক্তের হৃদয় ভগবানের হৃদয়,
ভক্তের সেবা ভগবানের সেবা—এ বিশ্বাস
বাহ্যের নাই, তাঁহারা এমাত্র উপায়ের
প্রতি বিশ্বাসের অভাববশতঃ নিরুপায় হন।
ভগবৎসেবায় যে স্বর্গের বাক্য হন
ভক্তের সেবার তাপ করিলে বন্ধ মিলে না।
ভক্তের সম্পূর্ণ আত্মগত সেবা করিতে
হইবে। তাহা হইলে অনায়াসে শ্রীহরী প্রভুর
সন্ধান মিলবে। ভক্তের সম্পূর্ণ আত্মগত
সেবা ভগবানের প্রভু সেবা হয়। তাঁহারা

ভগবৎসেবা ভগবানের সেবা করেন
না, তাঁহারা ভগবৎসেবা হইতে চিরবঞ্চিত
হন।

শ্রীহরী প্রভুর অপ্রাকৃত বাক্য
জানিয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য তাঁহার
দর্শনীয় হন, তাঁহারা ভগবৎসেবায়
একমাত্র উপায় ভক্তগণ ছাড়া পারিতে
পারেন না। তাঁহাদের জন্য ভক্তগণ
লাজলাল অসমর্থ পল। কারণ, তাঁহারা
জানেন, সম্পূর্ণ ভগবৎসেবার সহিত ভক্তের
সেবা বাস্তব ভগবৎসেবা বা ভগবৎসেবা
সেবার আর অন্য উপায় নাই। সেহেতু
তাঁহারা যখনই ভক্তগণ দাস বা ভক্তগণ
বাক্য সম্পূর্ণ ভগবৎসেবার ভক্তের
সহ ও সেবার ভক্তগণ ভক্তগণ
হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের পক্ষ সেবার
জীবন-যাপন সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়। এতদূর
অসমর্থ নাম ভগবৎসেবা স্বর্গের
ভগবানের পাদপায় অষ্টভূত ভক্তগণের
প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
হইতে কণ্ঠা বা অপ্রাকৃত ভক্তগণের
মাত্র নাই।

ভগবৎসেবা প্রভু প্রভু। তিনি সকলের
একমাত্র ভক্ত, সকলের নিত্যসেবা—হঠাৎ
তাঁহার স্বর্গ। ভগবান সেবা, আমরা
সেবা—এ সেবা-সেবা-সেবা একমাত্র
ভক্তের আত্মগত ভক্তগণ লাভ হয়। নিম্নপট
জীবের ভক্তের স্বর্গ-প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
অন্যান্য ভক্তগণ প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
হইয়া ভক্তের ভক্তগণ প্রভু প্রভু প্রভু
ভক্তগণ ভক্তগণ প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
বাসনা তদীয় প্রভু প্রভু উল্লিখিত হয়,
নিম্নপট ব্যক্তি অপ্রাকৃত প্রভু প্রভু
ভক্তের সেবার নিম্ন হইলে তিনি ভক্তগণ
ভক্তগণ অষ্টভূত প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
লাভ করেন এবং নিম্নপট ভক্তগণের

আত্মগত ভক্তগণ ভগবৎসেবা নিম্ন
হন।

অপ্রাকৃত বাক্যবিশিষ্ট সাধু আমাদের
একমাত্র উপায় সত্য ও সৎ। যেখানে
হইবে ভক্তগণ, সেখানে অমঙ্গল আনিয়া।
যেখানে সাধুগণ নাই, সেখানে সংসার।
সাধু আমাদের শাসক, ভক্তগণ ও পার্থক্য।
পরমাণুগত মানব আত্মা বাক্য অবস্থায়
বা আত্মা স্বর্গ ভক্তগণ দাস বা সাধু প্রভু
অধীনতা তাঁহার না করিলে ভগবৎসেবা লাভ
হইতে পারে না। ভক্তগণ ভক্তগণ
ভক্তগণ প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
শ্রীহরী প্রভুর আত্মগত ভক্তগণের
সেবার নিম্ন রাষ্ট্রগণ পরম ভক্তগণ
বিশ্বের চমৎকার ও অপ্রাকৃত ভক্তগণ
বুঝিতে পারেন।

ভক্ত সম্পূর্ণ ভক্তগণ ভগবানের সেবা
করেন। ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ
সেবার উপকরণ প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
সেবা ভক্তগণ, প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
উপকরণ প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ
উপকরণ প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ

ভক্ত ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ
তিনি সকলকে ভক্তগণের সেবা বা ভক্তগণ
দর্শন করেন। ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ
না হইয়া প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু
সম্ভাবনা বা পদার্থ প্রভু প্রভু প্রভু
ভগবৎসেবা নিম্ন হইলে আর বিশেষতা
বা ভক্তগণ না। ভক্তগণ ভক্তগণ
ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ
ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ
ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ ভক্তগণ

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেম কৃষ্ণ যে না ভক্তগণ ভক্তগণ

দৈনন্দিন জীবনে সবার সম্মত

তথায় গমন করি। আমার ভয়ীগদ্য স্ব-
 পতির সহিত 'নিস্চয়' সুসজ্জনে দর্শনাভিলাষ
 সেই যজ্ঞস্থানে গমন করিলেন। ঐ যজ্ঞে
 আমাদের অপিতামাতার প্রদত্ত অগ্নিহোত্র
 ত্রাণীভাৱে যজ্ঞে গ্রহণ করিবেন, আমিও
 আপনার সহিত সেহুগ্ন প্রাতিগ্রহ যৌবন
 করিতে গড়ত ছেঁকা কাতেছি। হে শত্রে-
 বহুদিন ধাবৎ আমার মন আত্মীয়স্বজনগণের
 দর্শনাথ উৎকর্ষিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব
 আমি যজ্ঞমহোৎসবে স্ব-স্ব পাত্রে ম'ত
 আমার ভয়ীদগকে, মাতৃসদ'দগকে,
 ব্রহ্মদ্রুচক্কা জননীকে এবং আমগণকৃত
 উৎকর্ষিত যজ্ঞীপদত্ব দর্শন করণে
 গাবি। হে অজ! আপনি অ'শ্ব'রাম;
 পাঠি এই ত্রিভুগ্নক ও আশ্চর্য্য
 যাবদ'শ্রীভগবানব মাধব'র নিমি-
 দ'রূপে আপনার নিকট অসুখ প'তিত
 তরী হইছে না। কিঞ্চিৎ ভব! আমি শ্রীলোক
 সূত্র' উৎসুকস্বভাব। বশেষঃ আমি
 অতঃপুত্র; তাই এত কাতরা হইয়া অসুখ
 দর্শন করাব অভিলাষ করিতেছি। হে
 শতকণ্ঠ! আপনি অশ্রব; সূত্র'র
 কৃষ্ণদ্রুচক্কা আপনি অসুখ করেন না।
 এ কবার চা'হিয়া দেখুন, যে রমণীগণের সহিত
 প্রাজাপতির কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা
 অথাত স্ব-স্বপতির সহিত অলঙ্কৃত হইয়া
 যুব যুব আমার পিতৃযুগে গমন করিতেছেন।
 ঐ দেখুন উভাদের কল-বৎসের প্রাণ শুভ্রবর্ণ
 বিমানশ্রেণীদ্বারা নভোমণ্ডল কি অপূর্ণ
 শোভায় শোভিত হইয়াছে। হে দৈবশ্রেষ্ঠ!
 পিতৃযুগে উ'স্রের কলা প্রণয় করিয়া ত'হ'তার
 দেহ কেনচলান উভা দর্শন করবার চ'হু
 পাচালত হইবে? - ক্ষুণ্ণ স্বামী, স্বস্তর ও
 চিত্রবনে বিনা আত্মানেও গমন কর-
 য় অতএব হে অমতা, আমার সাত
 অ'গসর হউন; আপনি দরাসু, কপাসুসিক
 আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন। আপনি
 যজ্ঞানী হইয়াও আমাকে স্বীয় অক্লান্ত
 দ'রূপে আহার করিয়াছেন; অতএব আমাকে
 ত'ত অগ্রহ'র প্রকাশ করুন। আমি আপনার
 ব'লা ক'লা করিতেছি।

সুন্দর হওয়া গাঢ় শ্রমের একরূপ পাকা
ফল। কারণ হাত ক'রলেই এবং পাজা প'তি
যদি দৃষ্টিশক্তিগণের সম্মুখে তাহার গতি
যে-সকল মনো-দী কুবাকানল প্রণোদ
ক'রয়াছিল সেসকল অরণ ক'রয়া কাইলেন,
— হে শোভনে, "অনাঙ্ক হৃদয়াও বন্ধুগৃহে
গমন করা যায়"—তোমার এই উক্ত বেশ-
সুন্দর, কিন্তু যদি তোমার বন্ধুবর্গ দেখা দিতে
অসমর্থ নিমিত্ত গমন ও প্রণোদনা দোষদর্শন
না করেন, তাহা হইলেই তোমার ঐ বাক্য
শোভা পাইতে পারে। বিজ্ঞা, ভগ্না, ধন,
সুখবন্দেহ, ধৌবন ও আভিলাষ। এত ছয়টি
সাধুবাঞ্ছনগেরই জন্ম; কিন্তু এত ছয়টিই
আবার অসাধুবাঞ্ছনগেরই নিমিত্ত। পদপতি ফল

[illegible]

যখন স্বজনস্বারা অবমাননা হয়, তখন তাহা
সম্ভ্রামৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ।

[illegible]

সতী পাত্রের নাকি লজ্জন কারখাট পিতৃ
 গৃহে উপাশিত হইলেন। তখন দক্ষের ভয়ে
 কেবলমাত্র কাঁহার জননী ও ভ্রাতৃগণ ব্যতীত
 অপর কেহই সতীর সম্মানার্থে গম্যস্থ
 করিলেন না। কথামতে প্রমোদিতানবন্ধন
 বক্ষের অহংকার তত্বাচ্ছিন্ন, তটীতান শিবের
 শ্রীত বিবেকযুক্ত তত্বাচ্ছিন্ন। সতী দক্ষকে
 রক্ষের কোন ভাণ নাহি দেখিয়া বৈষ্ণবস্বামী
 অবমাননা সহ্য করতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন
 সতীর সহিত আগত ভৃত্যগণ তাহাদের প্রকম
 পক্ষে দেহ দক্ষকে বিনাশ করিতে উত্তম
 মেল। ঐসতীদেবী তাহাদিগকে নিবারণ

[illegible]

একথা আমি বিশ্বাস করতে চাইব না
যে, বাঙালী তার কর্তব্য করতে পরাধীন
হবে। গত বছরের আয়-পত্রক্ষাণ্ডে শে মাকস্য
ও তাঁতঘের সঙ্গে উদ্বীর্ণ হয়েছে। তার এ
কৃত্য যে কোন দেশ ও সমাজের সঙ্গে
তুলনীয়।

সভাপতি কল্যাণকরভূষণ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

দৈনিক নদিয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদিয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

মহাকৌশল

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

শ্রীমদগৌরানন্দোত্তরঃ

সংকীৰ্ত্তনযজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণারাদনা

— :: (ক) :: —

যথঃ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সংকীৰ্ত্তন-
লিতা। তিনি বিধে যে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন
করিয়েছেন, সেটী শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন
মানবজাতির একমাত্র পরমকৃতা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-
গৌরসুন্দর কৃপায় দেবভেটগণের, শ্রীনারদাদি
মুনিবরগণের, এমন কি, ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউকৃষ্ণ-
দ্বিতীয় ভক্তাশ্রয় ভগ্নম বাপার বজ্রের
প্রেমধন পথ্য এই শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন হতে
জীবের লাভ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন
সমগ্র জগতের একমাত্র মঙ্গলের উপায়
ইহা কৃষ্ণোক্তপূর্ণময়। বাতায় বজ্রজ্বলের
অ-সুখবাজা আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন
নহে। “বহুভাষিণী বৎ কীৰ্ত্তনং তদেব
সংকীৰ্ত্তনম্” অর্থাৎ বহুভাষা কবীর মিলিয়া
যে কীৰ্ত্তন, তাহারই নাম সংকীৰ্ত্তন বলিয়া
সম্যক কীৰ্ত্তন অর্থে সংকীৰ্ত্তন অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণের সকল কথার কীৰ্ত্তন অথবা শ্রীনারদ-
কৃষ্ণ-গুণ-পরিচয়-লীলা-বৈশিষ্ট্যের কীৰ্ত্তনের
নাম সংকীৰ্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন হইলে বিষয়া
সকল বাক্যগণেরও প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হইতে
পারে। শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনের দ্বারা গাভের মুক্ত,
পাথরের বৃদ্ধি, পল্ল, পক্ষী, স্ত্রী-পুরুষাদি
সকল জীবের মুক্তি হইতে পারে। কেবল
শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন হইতেছে না বলিয়াই জীবের
প্রকৃত মুক্তি হইতেছে না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীৰ্ত্তন হইতেই আমাদের সকল সুখি
হইবে। সংকীৰ্ত্তনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে।
কিন্তু যে-কাল পথ্য জগতের লোকের প্রতি
আমাদের ছোট বলিয়া জান থাকবে, যে-
কাল পথ্য জগতের সকল লোক
ব্রহ্মপুত্রঃ হরিতজন করিতেছেন “সবে কৃষ্ণ-
ভজন করে, এইমাত্র জানে”—এই আশা

ব্রহ্মপুত্রঃ হরিতজন করিতেছেন, সে-কাল
পথ্য আমাদের চিত্তশুদ্ধি মার্জিত হইবে না।
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনের দ্বারাই সংসার-
নাশ হইবে। শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন পিতৃপুত্র
জীবন ব্রহ্মপুত্রঃ। শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন পিতৃপুত্রের
শেষমোক্ষ। সংকীৰ্ত্তনফলে কৃষ্ণসেবানন্দ
অন্তর্যম বৃদ্ধি এবং পদে পদে কৃষ্ণপ্রমোদ
লাভ হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনফলে
সকল দ্বন্দ্বের দান লাভ হয়। শ্রীগৌরসুন্দর
বলিয়াছেন,—
চৈব পত্নং ব্রহ্মণ—“সুত, ব্রহ্মণ-ব্রহ্মণঃ।
নামসংকীৰ্ত্তন—কীলো পরম উপায়॥
সংকীৰ্ত্তনফলে কীলো কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ভ’ প্রমোদ পাৰ কৃষ্ণের চরণ॥
নামসংকীৰ্ত্তনে চয় সপান-নাশ।
সপানভোগ্য, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীৰ্ত্তন চৈব পাপ সংসারনাশন।
চৈব পাপ, সপান-কীলো-উপায়॥
কৃষ্ণপ্রমোদ্যম, প্রেমামৃত আরাধন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥”
(চৈঃ চঃ)
শ্রীহরিত একমাত্র সমাগ্রপে নিরন্তর
কীৰ্ত্তনীয়, আর জগতে বহু অভিযোজ্য কথা
আছে, উহাদের মূল্য অকল্পনীয়।
শ্রীহরিনামকীৰ্ত্তনে স্থানান্তর, কালকাল,
পাড়াপাড়ার বিচার নাই। নিদ্রাকালে,
জাগ্রতাবস্থায়, শয়নকালেও শ্রীহরিনাম করা
যায়। শাস্ত্র বলেন,—
“যাহতে শুভে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সঙ্গীত হই॥
কি ভোজনে, কি পথনে, কিবা আগরণে।
অহনিশ চিত্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥”

শ্রীনারদভক্ত শ্রীমদগৌরসুন্দর শিষ্য।
শ্রীনারদভক্তগণেরই শ্রীকৃষ্ণভক্ত্য সমুদ্র।
শ্রীনারদভক্তই শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের। শ্রীকৃষ্ণভক্ত-
ভজনপদ্ধতি শ্রীনারদভক্তগণের অঙ্গীকারের
বিষয়। শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনই সাধনশিখর।
শ্রীনারদভক্তগণের মধ্যে নবভাষিত সমস্ত
আছে। শ্রবণ, কীৰ্ত্তন, শ্রবণ, ব্রহ্মণ প্রভৃতি
সমস্তই শ্রীনারদভক্তগণের অঙ্গীকার। শ্রীনারদ-
সংকীৰ্ত্তনফলের দ্বারা সপাননাশ সাধিত হয়।
সাত্ত্বিক-বৃত্তি সত্ত্ব পক্ষের ভক্ত্য বা
চৌষটি পক্ষের ভক্ত্য মধ্য শ্রীনারদ-
সংকীৰ্ত্তনেরই সঙ্গীত। শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন
একমাত্র অভিযোজ্য। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীৰ্ত্তন হইতেই সঙ্গীত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীৰ্ত্তন হইতেই সঙ্গীত হইবে।
চৈব পত্নং ব্রহ্মণ—“সুত, ব্রহ্মণ-ব্রহ্মণঃ।
নামসংকীৰ্ত্তন—কীলো পরম উপায়॥
সংকীৰ্ত্তনফলে কীলো কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ভ’ প্রমোদ পাৰ কৃষ্ণের চরণ॥
নামসংকীৰ্ত্তনে চয় সপান-নাশ।
সপানভোগ্য, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীৰ্ত্তন চৈব পাপ সংসারনাশন।
চৈব পাপ, সপান-কীলো-উপায়॥
কৃষ্ণপ্রমোদ্যম, প্রেমামৃত আরাধন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥”
(চৈঃ চঃ)
শ্রীহরিত একমাত্র সমাগ্রপে নিরন্তর
কীৰ্ত্তনীয়, আর জগতে বহু অভিযোজ্য কথা
আছে, উহাদের মূল্য অকল্পনীয়।
শ্রীহরিনামকীৰ্ত্তনে স্থানান্তর, কালকাল,
পাড়াপাড়ার বিচার নাই। নিদ্রাকালে,
জাগ্রতাবস্থায়, শয়নকালেও শ্রীহরিনাম করা
যায়। শাস্ত্র বলেন,—
“যাহতে শুভে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সঙ্গীত হই॥
কি ভোজনে, কি পথনে, কিবা আগরণে।
অহনিশ চিত্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥”

ব্রহ্মপুত্রঃ হরিতজন করিতেছেন, সে-কাল
পথ্য আমাদের চিত্তশুদ্ধি মার্জিত হইবে না।
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনের দ্বারাই সংসার-
নাশ হইবে। শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন পিতৃপুত্র
জীবন ব্রহ্মপুত্রঃ। শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন পিতৃপুত্রের
শেষমোক্ষ। সংকীৰ্ত্তনফলে কৃষ্ণসেবানন্দ
অন্তর্যম বৃদ্ধি এবং পদে পদে কৃষ্ণপ্রমোদ
লাভ হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তনফলে
সকল দ্বন্দ্বের দান লাভ হয়। শ্রীগৌরসুন্দর
বলিয়াছেন,—
চৈব পত্নং ব্রহ্মণ—“সুত, ব্রহ্মণ-ব্রহ্মণঃ।
নামসংকীৰ্ত্তন—কীলো পরম উপায়॥
সংকীৰ্ত্তনফলে কীলো কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ভ’ প্রমোদ পাৰ কৃষ্ণের চরণ॥
নামসংকীৰ্ত্তনে চয় সপান-নাশ।
সপানভোগ্য, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীৰ্ত্তন চৈব পাপ সংসারনাশন।
চৈব পাপ, সপান-কীলো-উপায়॥
কৃষ্ণপ্রমোদ্যম, প্রেমামৃত আরাধন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥”
(চৈঃ চঃ)
শ্রীহরিত একমাত্র সমাগ্রপে নিরন্তর
কীৰ্ত্তনীয়, আর জগতে বহু অভিযোজ্য কথা
আছে, উহাদের মূল্য অকল্পনীয়।
শ্রীহরিনামকীৰ্ত্তনে স্থানান্তর, কালকাল,
পাড়াপাড়ার বিচার নাই। নিদ্রাকালে,
জাগ্রতাবস্থায়, শয়নকালেও শ্রীহরিনাম করা
যায়। শাস্ত্র বলেন,—
“যাহতে শুভে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সঙ্গীত হই॥
কি ভোজনে, কি পথনে, কিবা আগরণে।
অহনিশ চিত্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥”

রাখারূপে প্রেয় যার, সেই বড় মনী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

[illegible]

୨ । ଭିନ୍ନମଣିଆ ଶିକାଳେନ ଯେ-କେନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼େ ଗାଈକ ଚନ୍ଦ୍ରା ଗୋଲେ ଏକ ବସରେ
କମ୍ପରାୟର ଉପ କାଠାକେନ ଗାଈକ କରା ହୁଏ ନା । ଭିନ୍ନମଣିଆ-ଏକାକୀ ନୟନାସକମେ
କାଠାକେନ ହୁଏ ନା । ନିୟାମକାଳେ ଭିନ୍ନମଣିଆ-ଶିକାଳେନ ଗାଈକ ଚନ୍ଦ୍ରା ଗାଈକ ହୁଏ ନା ।

৩। কেত কোন সংখ্যা না পাঠ্যে তাহা এক সম্বোধের বদো না জানাইলে
পরে আর পাঠ্যে যায না। পমোলের পাঠ্যে চেষ্টে *Imply can* বা *can*
পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িক কালে ঠিকানা পরিবর্তনের
কারণ লগ্না হয় না; তৎক্ষণাৎ গাভকগনের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্ধোবন্ধ করণীয়। ম্পষ্ট
ও পূর্ণ কাননা পাঠ্যে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৪। প্রকৃতি ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অন্ত্রমোহন লাল
কালেনীন্দ্রদীপ্যপ্রকাশনে প্রকাশিত হইতে পারে। অন্ত্রমোহনিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত
ভাটিকিটে না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেক্ষণ প্রাপ্তের কাছের প্রানধার
কর কাকের মালিক পুত্রায় পরিদ্রাব্যপ্রবন্ধাদি পাঠ্যে পাঠ্যে ন।

[illegible]

୫. ଜୌନସିସ-ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରାବଳି ଓ ଚିନ୍ତି-ମାଳା—ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଶିକ୍ଷା, ଶୈଳୀ ଚଳଣତି, ଫଳାଂଶୁ ଓ ଲୋକସାଧୁତା, ନୂଆ ଓ ପୁରା ଚିନ୍ତାମାଳା ଆଦି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ।

— କାଶ୍ୟାପ

ବିଦ୍ୟାବିଳାସୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି

ପ୍ରା. ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂ.	ପାଠ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂ.
ପାଠ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ୨	୨୫୦
" " ଶିକ୍ଷକ କର୍ମୀ ୧	୫
" " ଶିକ୍ଷକ କର୍ମୀ ୫	୫
" " ଶିକ୍ଷକ କର୍ମୀ ୧୦	୫

এক বৎসরের জন্য ৮' ৯" বহলো পর যন্ত্র

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংলাপ

নিভালীনাঃ প্রাইট ষ্ট্রিট-এর স্ট্রীমবদ্ধ-
নিভাঃ সমরভৌ গোখার্মা প্রকৃপাদ জজ্ঞাস
সঙ্কলনঃ অধঃ য়ে মকল প্রদোত্তর প্রদান
কার্যাজেন, তাতা মক্লগত হইয়া প্রকাশিত
হইয়াছে। মূল্য ৬০ আনা।

বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্ৰীযত্ন

শ্রীমদ্বক্ষাচাৰ্য্যোৰ বিষ্ণু ৩ ভাবন-চৰিত,
 জমিদাৰ ৭ শিখা-মৰ্দ্দে বংলা ভাষা,
 মৰ্দ্দে ১২ টা।

આશ્રયનાન—શ્રીયોગપોઠે-શ્રીમાન્નવ, ૯૫ :
શ્રીમાન્નવ, ૨૧૦૫ ।

সাংস্ৰদায়িকতা

ਸਮਝਾਓ

নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাকৃতভাবে আলোচনা-এবং
হতে 'ভা'ত-সং'ক ভা'ত-বা'গ'না'ন'সন'ম'লে
এ'ও'ও'না'হ'ই' বি'তা'র'ও'না'গ'ো'চ'ন'ই'
প্র'দ'া'শ'ত'এ'ব'ং'প'র'বা'ল'স'ব'জ'ে'য'ান'ব'জ'াত'র'
স'া'ধ'া'র'ণ'জ'ম'স'ম'হ'নি'র'া'ক'ত'হ'ই'য'া'ছে'।

କୂଳା ୫୭ ବାବା

વિવિધ સંવાદ

— — :: (: * ::) :: — —

লৌকাযোগে প্রত্যাহ বিপুল পরিমাণ

ହେମବ

বাউলা সরকারের একটি প্রশংসাপত্র
 প্রকাশ যে, বাউলার বাড়ি'ত জেলাসমুহ
 চর্চিত খাট'ত জেলাসমুহে দৈনিক চাউল
 সরবরাহের পরিমাণ ৩ হাজার টন এবং
 প্রত্যেক দিন এত পরিমাণ ঢাক স্থাপ্ত
 হইতেছে। বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে
 দেখায় নৌকাযোগে এত সমস্ত চাউল চালান
 দিবার ব্যবস্থা করা তথ্যে এবং এত সমস্ত
 নৌকার চলাচল একটি ভালকা কৃত্ত সময়ের
 মধ্যে নিবন্ধ রাখাছে।

যখন পানিতে গারে যে, একীশ হ'ল প্রথম
চাউলবাড়ী নৌকা ফেরাবার মাঝে মাঝে মাঝে
কালকাতা বন্দর ভাগ করে। বর্তমানে
কালকাতা ও ঢাকার উভয় মুখ হইতে
প্রতিদিন শ্রেণীবদ্ধভাবে নৌকা চলচল
করিতেছে। এষ্ট নৌকাগুলির যাত্রায়
ব'রতে গায় ২১ দিন লাগে এবং আন্দাজ
৫ লক্ষ নৌকা এত কার্যে নিয়োজিত করা
হইয়াছে। গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত
এটা প্রধান নৌকা চলচলের পথ খোলা
হইয়াছে। যখন পানিদিন ৪ টাকার টন
করয়া চাউল সরবরাহ করা হইবে, তখন
আরোও ২০টি বাস্তা গুলিয়া দেওয়া
হইবে।

ঢাকায় চাউল সরবরাহের নিমিত্ত
বহির্ভায়ে 'ব'ভিন্ন 'দক' দখল। ৭টা পথ খোলা
হয়েছে। পুরানো মার্গ ৩৭টি পথ ছিল।
এই সময়ে নৌকাযোগে ঢাকা জেলায়
প্রায় ২ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য চালান দেওয়া
হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ বান্ধা

বাউলা দেশে জলসেচ ব্যবহারের জন্য খাল-নালা প্রস্তুতকরে বাউলা সরকার ১ কোটি টাকা মধুর করিয়াছেন। পুষ্কারণী সংস্কারের জন্যও এত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। শ্রমের এত সমস্ত কায়ে ও প্রয়োজন করা হইবে। প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের জন্য নির্মিত পুষ্কারণী সমূহের সংস্কার-ব্যবহারের জন্য উন্নত অর্থ হইতে ১০ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া অবশিষ্ট ৬টি জেলায় আগামী বর্ষের মধ্যে সমাপ্ত হইতে পারে। এইরূপ কতকগুলি ছোট ছোট জলসেচের খাল ও পথ:গণালী প্রস্তুতের জন্য প্রায় জেলার কালেক্টরকে ১ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইবে। বহুৎ বহুৎ জলসেচ পরিকল্পনাগুলি সেচ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হইবে। সেগুলির জন্য

এবং পুষ্কারী সংস্কার ও জেলার কাগজের-
নিগের প্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ ৬৪ লক্ষ
টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় সেনা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে প্রথম
সেন্ট্রাল বালিকা দপ্তর খোলা হয় এই সময়
তحتে এ পর্যন্ত ১,৬০০ ০০০ লক্ষেরও অধিক
লোককে বিনামূলীয়া কখনো খাবার পান্না দ
পেদান করা হয়েছিল। প্রত্যাহীত চিকিৎসা
সাহায্যের জন্য ৬০,০০ টাকা এবং
৬৬,০০০ হাটার পাউণ্ড বালি প্রকৌ লক্ষ্য-
খানার মনোস্থায়ী বিস্তরণ করা হয়েছিল।

এ পর্যায় ৩৩ ফাণ্ডে মোট ২৬,৫৬,৭২০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। তার মধ্যে ৫৬,০৮২ টাকা স্বল্প-উল্টানো প্রকল্পে ন্যূন করা হয়েছে। অত্যানি দানের মতো পেশা চেয়ার এবং কমার্শের ৩,৬৬,২০৫ টাকা; টাওয়ার জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের ২,৬৬,৮৮১ টাকা; সিংহল গভর্ণমেন্টের ২,৫০,০০০ টাকা; যুক্তপ্রদেশ যুক্ত ফাণ্ডের ২,৩২,০২৫ টাকা; আসাম রেলিফ ফাণ্ডের ১,৫০,০০০ টাকা; রয়াল ক্যালকাটা টার্ক ক্লাবের ১০০,০০০ টাকা এবং অস্ট্রেলিয়া-টাওয়ার এসোসিয়েশনের ১৩২১৮ টাকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহামান্য গভর্ণর বাহা-
দুরের বাণী

(8)

আমার বলবার কথা শেষ হবে এমসে।
বাংলার সঙ্গে বাঙালীর সঙ্গে আমার
সামান্য কয়েক দিনের পারচয়; এরত মধ্যে
আরও অনেক বিষয় জানবার আমার
সৌভাগ্য হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত
বিষয়ের আলোচনা করবার আমার ইচ্ছা
রইল। বর্তমান বাংলার অবস্থা অনেকভাণেই
হয়তো উন্নত করা সম্ভবপর, কিন্তু একই
সময়ে সর্বাঙ্গ করা সম্ভবপর নয়।

বাংলার গৃহবিধ সমস্তা সম্বন্ধে আমাদের
কতকগুলি ধারণা রয়েছে। বাংলাকে আরও
বেশী করে আমাদের জানতে হবে এবং
এই সব সমস্তার নিকাকরণে আমি সাধ্যতম
সকলমাই সচেষ্ট থাকব। বাংলা ও বাঙালীর
অন্ত কিছু সত্যিকারের কাজ করতে মন
আমার আজ সবটাইতে উদ্বৃত্ত হ'য়ে উঠেছে।
বাঙালীর অস্ত্র আমাদের সকল প্রচেষ্টা সাধক
ও অধ্যক্ষ হ'য়ে উঠুক।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার । হেন কৃষ্ণ যে না ভজে নরক ব্যর্থ তার ॥

বাধন করিলেন। তখন ঐশোদা সেট মুখ
 মধ্যে দ্বাবর, স্বল্পম অক্লীকলোন, দিক,
 পর্দিত, দীপ, সমুদ্র, কৃতদ, প্রাণতাবু, অ'য়,
 চন্দ্র, তাতকা, প্রোতিগুত্র, জল, ওজ, পবন,
 আকাশ, অত্কাবজিত ভূ-সকল, টীকু:সমুদ্র,
 মন, তন্মায়, মন্ত, রজ: ওয়: প্রা: জীব,
 কাল, বতান, কন্ড, সন্সার ও আশ'রত
 । দ্বাচর শরীর-ভেদযুক্ত এত বিচিত্র বিষ এবং
 নিজের সাহিত্য-ব্রহ্মবাস দর্শন কুরিয়া পুত্রের
 অনিষ্টশঙ্কায় ভীত হইলেন। "কেন তিন
 মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—একি স্বপ্ন?
 গল্পে চরিত্রিক নিরীক্ষা করিয়া আনন্দ মনে
 মনে জাগিলেন—হঠাৎ বুঝা গেলান ভীতরব
 অগ্ৰষ্ট হইল। পরে ভাবিলেন—দেখায়া
 হ'লে হতা অশ্রু দেখিতে লাগনা কেন?
 ক'নসিরা গাবিলেন—হঠাৎ আমারই বুঝ
 বুঝ-বিপদায় ঘটিয়াছে। লোকে দর্পণে
 বৈজ্ঞান যুগের প্রাকটিক দর্শন করে, আমার
 তি সেহজ্ঞান কোথায়? তাহা হ'লে
 কিরূপে হঠতে পারে? অক্লান্ত য
 তন্ময়া দখতেছি। আর প্রাতিবন্ধে যরূপ
 অশ্রুদের বৈপল্যতা দেখ যায়, তাহা হ'লে
 দেখাওছি না কেন? এহজ্ঞানে মা'য়শোদ'
 নানা তর্ক-বক্ত ক'রয়া পারশেষে স্থির
 কাগলেন যে, বোধ হয়, হঠাৎ নালকেরই
 জাগতিক কোন আচর্য্য ঐশ্বর্য্য হইবে।
 যাহা তটিক, যিনি তর্কেব অগোচর, চিত্র,
 জন, বাক্য এবং কন্ডদ্বারা অন্যায়সে যাহার
 অকপাল নির্ভর হয় না, যিনি জগতের আশ্রয়,
 হৈন্দ্রবাদন অদ্বিত্যতা, যাহার চরণাবলম্ব
 নিখিল বিষ পকাশিত, আমি সেট উভয়
 পদমপুরুষের পদে পদাম করি। "আমি
 য'নাদা, আমার পাতি হিন্দ' এত ঐজের
 অনুপাত, আমি হাতার অক্লান্ত ম'প'র
 জাগ্রাতী মনোপত্তী, এত আমার পুত্র, এত
 গোপগোপী এবং গোধন মকলত আমার"—
 দেহের বুদ্ধি যাহার আরাধ্য হইতেছে, সেট
 জীবান আমাকে মকলত প্রদান করেন।

১৮. যশোদা একরূপে শ্রুতপুত্র যথার্থরূপে
 অবগত হইলে প্রভু পুত্র সন্তোষী স্বরূপশাক্ত
 যোগমায়াঘারা তাঁহাকে পুনরায় মোহিত
 করিয়া ফেলিলেন অর্থাৎ বাৎসল্য-প্রায়ে অন্ধ
 করিয়া ফেলিলেন। তখন তৎক্ষণাত্ বৈষ্ণবী
 মায়াবলে বিশ্বরূপদর্শনা'দ বাণীর বিষ্মিত
 হইরা পুরকে জোড়ে তুলিয়া পুণ্ড্রের ভাষা
 আশ্রয় স্নেহযুক্ত অগ্রে অস্থান করিতে
 লাগিলেন। বৈদ্য, উপনিষৎ, সাংখ্যযোগ
 এবং সাত্ত্বতন্ত্রে যাহার মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত
 হইয়াছে, শ্রীযশোদাদেবী সেট ইত্যরকে পুত্র
 বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

প্রভুপদেশ

— 202(4)242 —

[illegible]

କାନ୍ଧ, ଧନ ଏ ମୂଳକାର ହାତୀ ସାହା ଶ୍ରବଣ
 କଦା ସାଧ, ତାହା ଧୃକ ହଟେ ଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ
 ଧୃକ ହସ । ଶ୍ରୀମତୀ ଏ ଶ୍ରୀମତୀ ସମ ସମିତା-
 ତାହା ସାଧକାର କରନ୍ତା ବୃନ୍ଦାନ୍ ମାତା ମତ୍ୟେ
 ଅତୀତ ତାହା ଶ୍ରୀମତୀମୋହର ସାମାନ୍ୟ-
 ନିତା କରବେନ । ସାତ୍ର ମାତ୍ର ଅତୀତମୋହ-
 ମାତ୍ରାତା ନା ହଟେ ଅମଳାତୀନେଶ ସହମେ
 ନା । କା ହସ ମତ୍ୟେ, ନା ହସ ଅମଳାତୀନେଶ
 ଚିତ୍ତା କରବେନ କାବେନ । ଶ୍ରୀମତୀ ସାମାନ୍ୟ
 ଏବଂ ସାମାନ୍ୟକାର ମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ
 ମତ୍ୟେ ହସ, ମତ୍ୟେ ଆତ୍ମା କିହୁତ ହସ ।
 ଶ୍ରୀମତୀମୋହର ନାମ ମତ୍ୟେ କାବେନ ମତ୍ୟେ
 ମନ ମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ ହସ । ହସ । ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ, ମତ୍ୟେ ଶ୍ରୀମତୀ
 ମତ୍ୟେମତ୍ୟେ ହସ ମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ
 ଅତୀତ ମତ୍ୟେମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ
 ମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ ମତ୍ୟେ

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়
 কামাচ্ছন্দঃ । সূক্তম্ । কাহ্নিকেন বিংশতি কবা
 টপুত্রমন্তে । গীতের প্রাতি চৈত্যান্দরা
 ভগবদ্‌ভরণে অপরাম ভয় । অসম্যাক নিভয়ে
 পশুদ করে এবং হোতাধের মুক্তার পদ
 পশুসকল তাহাদিগকে ভজয় করে
 সূত্র ভূগো বিনাশের নাম সূত্র । কামিন্দ্রা-
 পেকার নাম ভূমি । * একমোক্ষনিং বাঁকত
 পাণ্ড৷ । দেহাদিগত অসংখ্যক গীতার আছে,
 তান মর্থ্য । অসম্বদ্য প্রকৃত ম'বদ্য ।
 আজতে প্রায় বাঁকত কৃষ্ণ । অ'বদ্য' ভনিবেশ
 ত্রিভাণ । স্বক'লম একটী ভাণ । কৃষ্ণ-
 বাসুপ্রভা দ্বিতীয় ভাণ । জড়পরে আশ্ব-
 অভ্যাসন তৃতীয় ভাণ । শ্রীকৃষ্ণ অধ্য-
 যস্ত, তহাচ বাসুপ্রবস্থজান । শ্রীকৃষ্ণের
 চিচ্চ'ক, গীতব'ক্ত ব মাধাশ'ক বাসুপ্র বা
 বসু-সম্বন্ধত্ব । তত্ত্বজানত সম্বন্ধজান
 তহাতে জ্ঞান নিঃসামেক, শ্রীকৃষ্ণ নিঃশ
 বেদ্য

জীবাস্থার পক্ষে কৃষকজ্ঞ অতি সহজ।
তজ্ঞ acquired knowledge নহে, উগা
আমরা স্বাভাবিক রূপে। কৃষকসেবা
বিষয়ভাতি কাম: পূর্ণস্বরূপ সেবা করাট
অপূর্ণ অংশের একমাত্র রূপ। চরিত্রগত
কৃষকসেবকট আমা দর কৃষকসেবাবোধী
কামের চরিত্রগত পান্ডিত্যকারী। অপারক
কামসেবা শ্রুতের সেবামুখতার অংশ
আমাদের পাক্ত কাম-প্রবৃত্তি। অপারক
কামসেবের চরিত্রগত পান্ডিত্যমুক নিবোধ
একমাত্র রূপ। কৃষকসেবা বা কৃষকসেবা
আমাদের পাক্ত কামবোধী বিনাশক
একমাত্র পাক্তসেবা। অকৃষক কৃষক
পদাধমাকেও ভেজা শ্রুতের ভোগা
বিলম্ব ভবিন।

[illegible]

સામયિક-પ્રસન્ન

১৪ ২৪শে এপ্রিল অপরাহ্নে উদ্ভব-
 যন্তে কণা পসংক আলোচিত হয় অসংক
 পদ্যমাগা বাণীত জীবের নিত্যমঙ্গল কোন
 প্রকারেই হইতে পারে না। বাহার অসংক
 আঁচে তিন মঙ্গল মঙ্গল মঙ্গল করিয়া
 মঙ্গলীক করণে পারেন না। মঙ্গল করিয়া
 আশা করি হইবে মঙ্গল হয় না কেন?
 অসংক এ অসংকে প্রীতি প্রীতি মঙ্গল
 করিয়া মঙ্গল প্রীতি প্রীতি আশা করিয়া
 আশা করি জীবের নিত্যমঙ্গল অসংক যদি
 কখনো অসংক হয়, তবে অসংক অসংক থাক
 না। প্রমাণসিদ্ধি প্রমাণ।

যাতির অশ্রুত্ব বা শ্রুতি ব্যাহত, এতটি
মতে আর যাত্রার শ্রুতি বা অশ্রুত্ব নাহ,
এতটি অশ্রুত্ব। সংকট নিহা গ্রন্থ অমল
অশ্রুত্ব। অমলসংকট ব্যাহত, এত সমস্যা
হয়। সেহেতু অশ্রুত্ব অমলসংকট ব্যাহত
এবং অশ্রুত্ব সংকট এত অমলসংকট ব্যাহত
কথাই বলিয়াছেন, --

“ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ
‘ମାୟାମୟ’, ‘ମାୟାବଦ୍ଧ’—ମୟାବଦ୍ଧ କଥା ।
ମୟାବଦ୍ଧ ମାୟାମୟ ମାୟାମୟ କଥା ।
ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର
ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର
ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର
(୧ : ୫)

শ্রীমদ্ভাগবত-সংগ্রহ—

‘...’ ...

শ্রী কামিন ।

১৩৩ অধ্যায় কৃষ্ণ শ্রী রামায়ণে কবিঃ ৥
 অসংসার্য দারিদ্র্য না ক'লে নৈশাদিচার
 হয় না। অসং ৬৮ প্রকারে-- ব্রীহস্পতি ও
 ব্রহ্মস্পতি। মঙ্গ দেবানব চন্দ্র। চেতন
 মঙ্গ ছাড়া থাকিতে পারে না। সে মঙ্গ
 ক'বেই। স্তব্রাং সংসার না করিলে
 অসংসার্য অর্থাৎ হয় না। সেখানে নিজেকে
 সত্যের সঙ্গী বা দাস অভিমান, সেইখানেই
 সংসার্য রাত বা জীওন থাকিলে মঙ্গ
 হয় না। শ্রী শ্রী শ্রী ভীষ্মাচার্য বসিযাছেন,
 —সংসার্য অর্থহরণে ঐশ্বর্য্য-বাহু এবং অসং-
 মঙ্গ অর্থাৎ বাহুরে বক্রণে ঐশ্বর্য্য-বাহু।

স্বী অর্থে যে যা অর্থাৎ জোগা। নাহা
 আমরা ভোগ করি, তাহাও যোগ
 বা স্বী। যাহা আমাদের প্রয়োজন
 করে, তাই যোগ। ভোগশূন্য
 যেকোন বস্তুর মতই প্রীতি। কেবল
 স্বীকৃতি আশীর্বাদ যে কল প্রীতি, প্রীতি
 নহে। ভোগশূন্য বস্তু মতই প্রীতি
 পুরুষাভ্যাস পা'কনে প্রীতি চরিত।
 সুতরাং প্রীতি ভোগ করা নহে পুরুষাভ্যাস
 ভোগ করা। ভোগশূন্যে প্রীতির নিকট
 নারী—যোগ, নারীর নিকট পুরুষ—

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোম্পান্টি গণি। রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার, সেই বড় ধনী।

১৬ট এপ্রিল - গোয়ালাহাটে তান।
গিয়াছে, নেপাল গণধর্মেন্ট নেপালের
সমস্ত অংশ হেঁকে দান ও চাউল রপ্তানির
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিগাছেন। আশা
করা যায় যে, এখন বিহারে নেপাল হেঁকে
প্রভুত পরিমাণে দান ও চাউল আসিবে।

সভাপতি কল্যাণকরভূক্ত
— — —
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিঙ্গা-
ভট্ট 'অমলা' কল্যাণকরভূক্ত-
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষা-
সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেয়
নিভাশাস্ত্রী।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগেশ্বর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমথাপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাপতি কল্যাণকরভূক্ত
— — —
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিঙ্গা-
ভট্ট 'অমলা' কল্যাণকরভূক্ত-
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষা-
সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেয়
নিভাশাস্ত্রী।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগেশ্বর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমথাপুর, নদীয়া।

১৯৮৭ বর্ষ { ২৩ মঙ্গলবার গৌরীকাল ৪৫৮ : ১৮ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪১ : ১লা মে ইং ১৯৪০ সোমবার { ২৭ ২৮শ সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ মঙ্গলবার, সর্ব সর্ব গৌরীকাল ৪৫৮

আত্মার নিত্য বৃত্তি কি ?

— ::(*):: —

'আত্মা'-নামের অর্থ 'আমি'। এট
আত্মা বা আমি সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া
বহুদূর জীব বিচার করে যে এট মূল-
দেহট 'আমি'। 'মূল-দেহট আমি'—এট
বুঝ হইলে আমরা মূলদেহকে নানা প্রকারে
সাজাই এবং ভাল খাওয়া-দাওয়া-খাকার জন্ত
বাস্তব হই। 'পশুসমাদান' পশু সম্বন্ধে—
উচিত তখন আমাদের বৃত্তি বা ধর্ম হইয়া
পড়ে।

আমরা যখন কেবলমাত্র মূলদেহকে
'আমি' মনে না করিয়া মূলদেহকে
'আমি' বলিয়া বিচার করি, তখন আমরা
মূলদেহের উদ্ভিদ-বিদ্যানে যত্নপর
হইয়া থাকি। তখন আমরা মনে
করি, কেবল নিজ মূলদেহেই "আমি"
আবদ্ধ না রাখিয়া এই 'আমি'কে কিছু
বিস্তার করা বাউক। তখন আমরা ভাবি,
জন্ম বিলাপ করা কর্তব্য, পরোপকারিত্ত,
অগাধীয়া মূলদেহের উপকার, মূলদেহের
দেবা-ভক্তিয়া ও "কল্যাণ" জন্য দাতব্য-
চিকিৎসালয়, সেবাশ্রম প্রভৃতি খোলা
আবশ্যক, সমাজ-সংস্কার করা কর্তব্য,
দেশের স্বাধীনতালাভ করা দরকার, সত্যকথা
বলা কর্তব্য, পাঁচটা লোককে খাওয়ান-

দাওরান একটা ভাল কাজ, সামাজিক বিধি-
বিধান করা কর্তব্য, অশান্তি নিরাকরণ করা
আবশ্যক, নীতিপরাধন হওয়া উচিত,
মূলদেহের উদ্ভিদ, পরিপূষ্টি এবং ভোগের
জন্য 'অত্যাশা' কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার বা
শাস্ত্রাদির আলোচনা আবশ্যক। এতদূর
নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপে তখন আমাদের
মূল দাতব্য হইয়া পড়ে। যখন আমরা
মূল ও মূলদেহকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে
করি তখন এই সকল ক্রিয়া-কলাপই আমাদের
নিত্যবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঐতিহ্য ও
ঐশ্বর্য্য স্বত্বাদিলাভে মূল ও মূলদেহকে
'আত্মা' বলিয়া উদ্ভিদ হইয়া নাহি,—

"বাস্যংসি জীর্ণানি যথা বিচার নবানি
গৃহাতি নরোহংগরাণি।
তথা শরীরানি গিহায় জীর্ণানানানি
সংযাত নবানি দেহী ॥
নৈনং হিংশন্তি শত্রাণি নৈনং
নততি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষণাত
মাক্রতঃ ॥"
(গীতা)

মূল ও মূলদেহের দুইটা উদ্ভিদ বা
'অনাত্ম'। আত্মা—আনানী, অপরি-
বর্তনীয়; দেহ ও মন—পরিবর্তনীয়।
মনের ধর্ম পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রণয়
বিরাগত। স্বাধীনতা অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির
ব্যবহৃত হইলে বিবাদ এবং ইচ্ছাশক্তির
ব্যবহৃত না হইলে প্রণয়। প্রাথমিক
আমরা দেহ ও মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করি।
প্রাথমিক দেহপরিবর্তনমূলক পরিবর্তিত
হইতেছে। নবপ্রসূত শিশুর দেহ, পক্ষ-
বধীর বালকের দেহ, বুবার দেহ, শ্রোত্রের
দেহ, বৃদ্ধের দেহ পরস্পর পৃথক। আমাদের
মনের অবস্থাও প্রাথমিক পরিবর্তিত

হইতেছে। প্রাথমিক মন, মধ্যম
মন, পশ্চিম মন, রাত্রিকালের মন এবং
নিশীথের মনের অবস্থা পরস্পর ভেদ।
এই মূল ও মূল উপাধির 'আমি'নামকে
আবরণ করিয়া আর কিছু প্রদর্শন
করিতেছে।

অচেতন ও চেতনের বৃত্তির একত্র সমাবেশ
হইয়া বর্তমানে মিশ্রচেতনভাবে আমরা
অনেক সময় 'আমি' বলিয়া মনে করি।
কিন্তু চেতন বৃত্তি:কৃত্ত-মূল-বিশিষ্ট। যদি
মনই 'আমি' হইত, তাহা হইলে, মন—'আমি'
যাও নত' তাহা আমাকে মনে করাইতেছে
কেন? মন ত' চেতনের আলোচনা করে
না, মন ত' সঙ্গীত। অচেতন-মূল-মনে
নিজেকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। মন—কেবল
চেতনমূল-বিশিষ্ট নহে বলিয়া অচেতন মনের
সহিত সমাক্ষ সংশ্লিষ্টে কেবল চেতনমূলক
বস্তুদর্শনে অসমর্থ। আত্মা কখনও অন্যায়
অশুশীলন করে না। আত্মবৃত্তি—নিত্যবৃত্তি,
অপরিণামী বস্তু। আত্মার কখনও অচেতন-
বৃত্তি নাই।

আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার
অশুশীলন। আত্মবৃত্তিতে অল্প কোন প্রকার
ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তি বা ধর্মের
অপব্যবহারেই পরমাত্মা বাতীত ও
বস্তুতে সমতা-নিবন্ধন আমাদের আত্মার
বৃত্তি মূল হইয়া রাহিয়াছে। "আত্মার বৃত্তি
মূল"—এ কথাও ঠিক নয়। কারণ চেতনের
বৃত্তি কখনও মূল থাকে না। চেতনের
বৃত্তি সর্বদা ক্রিয়ালীন, তবে আত্মার বৃত্তির
ধারা যখন পরমাত্মার অশুশীলন হয়, তখনই
আত্মবৃত্তির বর্ধিত বাবহার। যখন আত্ম-
বৃত্তির ধারা আত্মবৃত্তি হইতেছে না, তখন
আত্মার বৃত্তি বিপদে হইয়াছে আনিত
হইবে। তখনও আত্মবৃত্তি বর্তমান আছে,

কিন্তু অনিত্য বস্তুতে আবদ্ধ হইয়াছে এই-
মাত্র। যেমন, আমরা যদি কালীতে যাউব
মনে করিয়া হাওড়া ট্রেনে উদ্ভূত না
হইয়া শিয়ালদে উদ্ভূত হইয়া দাঙ্গা-
এবং গাড়ীতে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে
আমাদের মনে যাওয়া হইল, গাড়ীতে চড়া
হইল, সঙ্গীত শারীরিক চেষ্টা করা হইল;
কিন্তু আমাদের গম্যগণ্যে পৌছান হইল
না। আমাদের আত্মার বৃত্তি ক্রিয়ালীন
রাহিয়াছে। কিন্তু অন্যায়বৃত্তিতে নিযুক্ত করার
দরুন বিপদে হইয়া পড়িয়াছে। আত্মার
বৃত্তি আছে, কিন্তু তাহার অপব্যবহার
হইতেছে না। বর্তমানে চেতনের বৃত্তিধারা
দর্শন স্পর্শাদি ব্যাপার নবর বিষয়ে নিবর্ত
রাহিয়াছে, "আমি" বা "আত্মার" অশুশীলন
একমাত্র "পদম" + "আত্মা" অর্থাৎ "পদম-
আমি"; কিন্তু বর্তমানে পরমাত্মার অশুশীলন না
হইয়া অপব্যবহার অশুশীলন হইতেছে।
স্রাণ এখন দুর্গম গ্রন্থ করিতেছে, চক্ষু
অঙ্গ দর্শন করিতেছে, তগবানের অঙ্গ-
দর্শনে সমর্থ হইতেছে না। বৃত্তির প্রাধিক্যে
মূল হইয়া যাউতেছে।

বর্তমানে "আমি" মূল ও "আমি" এট
উভয়ের মধ্যে যে বিভ্রাট, তাহা কাল্পনিক
মাত্র। আমি যদি প্রকৃতপক্ষে পৃথক
অধিকারী হই, তবে আমাকে স্বাধীনকার
হইতে কে বঞ্চিত করে? মূলদেহ, প্রাথমিক-
দৃষ্টিশক্তিযুক্ত চক্ষু সব নষ্ট হইয়া যায়,
বাক্যের স্পর্শশক্তিও কম হইয়া পড়ে। এই
সকল ইন্দ্রিয়ের মূল হইতে আমাকে কে
বঞ্চিত করে? আপন অর্থাৎ মূল আমাকে
কণিকের জন্ত আনন্দ প্রদান করিয়া পর-
মহুস্তেই আনন্দের অত্যাশা আমায় দেয়
কেন?

ধারার দেহ ও মনের ধারা মূল ও
মূল-অঙ্গের সেবা করে, তাহাদের জন্ত

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। ছেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব বার্থ তার ॥

সমুচিত দত্ত অপেক্ষা করিতেছে। তাহার পুনঃ পুনঃ প্রবেশাগরে নিমজ্জিত হইলে। নিত্য। বৃত্তির অপগমহার করার দরুন এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের এইরূপ প্রদর্শনার মধ্যে যখন কেহ কৃপা কুরিয়া আমাদের প্রদর্শনার কথাগুলি জানাইয়া দেন, যখন আমরা কায়মনোবাক্যে সেট মজারুত্বের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার আশ্রুগতো ভগবৎসেবার উন্মূল করি, তখনই আমাদের মঙ্গলোদয়ের কাল উপস্থিত হয়,—

“তত্ত্বচক্ষুঃস্পর্শং স্তম্ভীকরণাং

কৃত্তান এনামকৃতং বিপাকম্।

কৃদ্ব্যপাতিবিদ্যমন্তে জীবন্তে

যো মুক্তিপদে স দ্বাভাক্।”

(ভাঃ ১০১৪৮)

অন্যত্রুতিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। মূল ও সূক্ষ্মভেদের ক্রিয়া যদি আত্মার বৃত্তি হইত, তাহা হইলে সকলই আমার সঙ্গে গমন করিত। কিন্তু আমার মূল ও সূক্ষ্মভেদনা এবং আমার প্রজ্ঞাশ্রয় ভগবৎ আধানেই পড়িয়া থাকে।

নির্বিবেচনাবাদিগণ বলেন, কেবল চেতন-ভাব বা চিন্তাইষ্ট আত্মার বৃত্তি। অন্যত্র যে চিন্তাতোপলাভে অর্জু নিরাসপূরক অপাকৃত্য স্থাপিত হইয়াছে, সেট চিন্তাতে দোষ নাই। কিন্তু যে চিন্তায়ে চিৎতর বিলাস নাই, তাহাকে নাস্তিকতা ব্রতীত আর কিছুই বলা যায় না। পরমাশ্রয় সহিত আত্মার বিলীন হইয়া যাওয়ার বিচারে আত্মার কোন ক্রিয় থাকে না। আত্মা চেতন-স্বরূপ। চেতনের ক্রিয়া অর্থাৎ চিহ্নলাস না থাকিলে আত্মার বিনাশমাত্র সাধিত হয়। এইরূপ কার্যনিক চিন্তাক্রয়ের সহিত প্রজ্ঞাভার কেন কোথায়? রূপদর্শন, স্রাবগ্রহণ, লব-প্রাপাদির জন্ত আনন্দের উদয় হয়। যেখানে চেতনের ক্রিয়া থাকে না, যেখানে আত্মা, আশ্রয় ও আশ্রয়ন-ক্রিয়ার নিত্য নাই, সেখানে আনন্দের উপলব্ধিও না কোথায়? “ব্রহ্মসংস্পর্শং আমি” দোষযুক্ত বটে, কিন্তু তৎপাতোত ‘আমি’ পরম পয়োজনীয় ও উপাদেয় বস্তু। উপাদেয়ের সাহিত্য ভূতপাদেয়ের সাম্যাবে যদি উপাদেয় বস্তু পাব্যাক্ত হইল, তাহা হইলে সে রূপ নিষ্কামবস্তু ত’ প্রজ্ঞাশ্রয় অচেতন-বস্তুতেও বাইরাছে। অর্জুণের নিরাকরণ করিতে ইগদা সন্তপ্তেরও নিরাকরণ করিতে হইবে—এইরূপ খুঁজ বা চেটা মুখতা বা আত্মবক্তা নাই। ভক্তগণ এত পরামর্শ গ্রহণ করেন না। ‘আমি’র বৃত্তি—চেতনের বৃত্তি নষ্ট করা বিহিত হইতে পারে না। ‘আমি’ নয় যে বস্তু, তাহার বিনাশ হউক। চেতনের বৃত্তি আত্মবিনাশকে সর্বপকারে নিষেধ ও বিস্তার করিয়া থাকে। আত্মবিনাশরূপ কার্যনিক

শক্তি বুদ্ধিমান বাক্তি চাহেন না। পরমাশ্রয় অশ্রয়নট আত্মার নিত্য বৃত্তি।

অন্যত্রুতির দোষ আত্মবস্তুমধ্যে গণনা করা, অচিহ্নলাসের হেয়তা চিহ্নলাসমধ্যেও করণ করা—আত্মিক বাক্যবক্তাস বা প্রজ্ঞানবাহ। দেহ ও মনের অশ্রয়ন “নিত্য বৃত্তি”—লব্বাচা নহে। ‘আমি’ জানযতি ‘আমার’ অশ্রয়ন করি। ‘আত্মা’ ‘পরমাশ্রয়’ অশ্রয়ন করিয়া থাকে।

আত্মার দ্বারা আত্মার অশ্রয়নীয় হয়। কারণ, প্রদর্শনারূপ—‘আত্মা বা অরে প্রদর্শনা, প্রোদর্শনা, মন্তনা, ‘নামদ্ব্যাসিতব্য’ মন্তে আত্মার অশ্রয়নীয়ের কণ্ঠে বালিয়াছেন। মুক্তকের ‘দ্বা স্পর্শা’, ‘স্বতন্ত্রত্বের ‘অপান-পানঃ’—মন্তে প্রদর্শনা ও পরমাশ্রয় নিত্য দেবাসেবক-সঙ্গ এবং ভগবানের আচর্য্য শক্তির প্রাপ্তপাদন কাব্যেছেন। পরমাশ্রয় প্রোদর্শক-কর্তা। তিনি জন্মে যা ‘করা জীবের তাত্কালাক বক্তব্যভম্মানের যোগাত্মকসারে তাহাকে প্রজ্ঞাশ্রয় ফলভোগ করান। তখন বক্তব্যের আধানে ভগবৎ ভোগ্য হইয়া পড়ে। “স্বৈবাত্মা”—প্রাতি তখন তাহার জন্মে ভাগ্যক থাকে না। তখন সে প্রজ্ঞাশ্রয়কে নিজস্বচারভাণের মন্ত বর্ণনা মনে করে। প্রজ্ঞাশ্রয় ভাগের সংসার হয়। ভগবৎ প্রজ্ঞাশ্রয়ের কথা নহাই বস্তু আছে। সকলেই নিজের ভোগের জন্ত ব্যস্ত, কেহই কৃষ্ণের সেবার কথা চিন্তা করে না বা বলে না। বাচস্পতি ভগবতীর আমাদিগকে এই নিপদ হইতে কে বাঁচাইল? যেমন শ্রীজীবীকেশের সেবা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে হইবে, সেদিনই আমাদের মঙ্গল হইবে। নতুবা ভগবৎ-নিবৃত্ত ও প্রজ্ঞাত মুখপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই।

দেহতাই হউক বা মাতৃবস্ত্র হউক, ভগবৎশ্রীশ্রীশ্রী সকলের একমাত্র কৃত্য। কৃষ্ণের জীবের কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর কি কৃত্য থাকিবে? অর্জুনের একমাত্র ঈশ্বর, আর সকলেই তাহার ভক্ত। কেহ স্বাকার করন আর নাই করন, সংসার স্বরূপঃ কৃষ্ণদাস। যে চৈতন্যবাক্য করে, তাহার সন্তানশ্রম অনায়াস। কৃষ্ণ বস্তুও মূল অপরাধ, অনায়াস বা পাপ। জীব যখন শুদ্ধ থাকে, তখন তাহার স্বভাবের অভ্যাস। তখন সে আপনাকে কৃষ্ণদাস অভ্যাস করে। কৃষ্ণ দাতা নিম্ন ভগবৎ: মাতাকান্ত হইবামাত্র জীবের প্রাকৃত অশ্রয় অন্তঃপ্রাণময় প্রবল হয়। জীবের কৃষ্ণদাতা পশ্যিত হইয়া মাত্রই সংসারগত আশ্রয় উপস্থিত হয়। শুদ্ধভাক্তর উদয়ে ‘আমি কৃষ্ণদাস’—এই বুদ্ধি সহজে উদিত হইয়া থাকে। শাস্ত্র বাণী-ছেন,—

“জীবের স্বরূপ হয়, কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণের ভট্টা শক্তি ভেদভেদ-পাকাল

একল ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূত।

যারে বৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

কেহ মানে, কেহ না মানে সব তাঁর দাস।

যে না মানে তাঁর হয় সেট পাপে নাপ ॥

ভগবৎ পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীণ জন্মে জন্মে ভাপ ॥

কৃষ্ণ ভূমি’ সেট জীব অনাশ্রয় বচসুখ।

অতএব মারা তাই দেয় সংসার-ভঃখ ॥

“মুক্কাহাপ লীলয়া ব্রহ্মহং কৃষ্ণা ভগবন্তু” ভক্তগণ—এই বাক্যে শ্রীল শ্রীমৎপ্রাণদাস মুক্তকুলের সেবারায়ণতার কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেখানে আত্মত্ব না আশ্রয় আছে, সেখানে কষ্টকষ্ট পরমপুরুষের সেবা ভগবৎ উচিত। আমরা যে যেখানে অবস্থিত আছি, সেখানে হইতে আমাদের তারসেবার একমাত্র কর্তব্য। ইচ্ছাকৃত ও পরজগতে মাতৃ, দেহ, পশু, পক্ষী যেখানে যত প্রকার আশ্রয় আছে, তাহাদের সকলেরই ভগবৎসেবা ব্রতীত অর্থ কোন কৃত্য নাই। অর্জুনের “বৃত্তি” লব্বাচা নহে। অর্জুনের বা অর্জুনের নিরন্তর পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

নিজোজ্ঞাতর্পণট প্রোদঃ, আর কৃষ্ণপ্রদ-তর্পণট প্রোদঃ। সেট নিঃশ্রয়-বস্তুটি—ভগবৎসেবা। আমাদের প্রোতোকেরই প্রোদঃপ্রাণী হওয়া উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত বালিয়াছেন,—

“লক্ষ্য স্তব্ধভম্মিঃ বহুসত্ত্বাস্তে

মাতৃশ্রমদাম্যামতামপীত যৌঃ।

তুর্গং যতঃ ন পতেদমমৃত্যু যাবৎ

নিঃশ্রয়সার বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ শ্রাৎ ॥”

(ভাঃ ১১২১২)

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং ইহা অত্যন্ত গুরুত্ব। এত জন্ম অনিত্য চটলেও পরমাশ্রয় পদ। অতএব যীর ব্যাক্ত যে পবিত্র মৃত্যু পুনরায় নিকটই না হয়, তৎকাল মধ্যে কর্তব্য বলি না করিয়া চরম কল্যাণগতির জন্ত চেটা করবেন।

“নৃদৈবমন্তঃ স্তব্ধঃ স্তব্ধঃ

প্রাঃ স্তব্ধঃ স্তব্ধঃ স্তব্ধঃ

মাতৃশ্রমদাম্যামতামপীত যৌঃ

পূমন্ ভবাক্স ন তরেৎ স আত্মহা ॥”

(ভাঃ ১১২১১)

এই নৃদৈবী সকল কলের মূল। অতএব আত্মহা ইহা স্তব্ধ ও স্তব্ধ। চটাই পট্টের নোকা। স্তব্ধ চটাই করণার। কৃষ্ণদাস-রূপ অশ্রুত বায়ুর দ্বারা প্রচলিত এইরূপ নৌকাখান প্রাপ্ত হইয়াও যান এত সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেটা না করেন, তিনি আত্মহতী।

“অনিবৃত্তিঃ কৃষ্ণদাসবিন্দোঃ

ক্লিষ্টোভ্যস্তানি চ শং ভনোতি

সবিত্ত ভক্তিঃ পরমাশ্রয়ভক্তিঃ

জানক বিজান-বিজান-বৃত্তম্ ॥”

(ভাঃ ১১২১৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাশপাশুগলের অশ্রুত বৃত্তি জীবের সাংগীত অভ্যাস অর্থাৎ অশ্রুত বিনষ্ট কাব্য অশ্রুত কল্যাণ বিনষ্ট করে। তাহার শ্রুতবস্তুভগ্ন অশ্রুতকরণও জন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানপুত্র পোষণলা ভক্তি লাভ হয়।

“প্রোদঃ সমাহার পরাশ্রয়-ভাঃ

• মধ্যাস্তাঃ পূর্ণভৈম্যবৃত্তিঃ ॥

• অর্জুণ ভট্টাশ্রয় ব্রহ্মসংসারঃ

তমো মুক্ত্যাত্মা নিবৈবৈব ॥”

(ভাঃ ১১২৩৫)

অবতীর্ণেশীভক্ত্যু ভ্রাজ্জণ ভাঃগেন,—

আমি লালান মক্খিদগের উপাসিত এই পরমাশ্রয়নষ্টরূপ ভক্ত্যুকাশ্রম আশ্রয়পূরক কৃষ্ণদাস-নিষেবণবার প্রজ্ঞাশ্রয় সংসাররূপ ভঃ উত্তীর্ণ হইবে।

“পতু কহে—সাপু এই ভিক্তক-বচন।

মুক্ত-সেবনও কৈল নিষ্কাষণ ॥

পরমাশ্রয়-ঠামাত্র বেব ধারণ।

মুক্তসেবায় ভঃ সংসার তারণ ॥

সেং দেব বৈল এবে বুদ্ধাবন গিয়া।

কৃষ্ণনিষেবণ কার নিভুতে বসিয়া ॥”

(চৈঃ চঃ)

বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলয়া-ছেন,—

“সমসংসার্য পরিভাজ্য মামেকং পরণঃ ব্রজ।

অহং জ্ঞান সর্বপাণেভ্যো

মোক্ষাশ্রয়ামি মা ভঃ ॥”

(গীঃ ১৮৬৬)

হে অর্জুন! তুমি লোকধর্ম, বেদধর্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম পরিত্যাগপূরক একমাত্র আমারই পরণ গ্রহণ কর। এইসকল ধর্ম তাগের জন্ত অপ্রযোজ্য করিব না। সকল পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করব।

“ভঃ দ্বিতীয়াভ্যাসেবতঃ শ্রাঃ

দীপাদপেতত বিপদায়েছমৃতঃ।

ভয়াশ্রয়গো বৃণ আভঃজৎ তং

ভৈকাক্ষেপঃ শুকদেবভায়া ॥”

(ভাঃ ১১২৩৭)

ভগবদ্রম্য জীবের মায়াবলঃ স্বরূপের বিস্তার, প্রজ্ঞা দেহে আত্মাভ্যাসন করিয়া থাকে। বিস্তার অর্থাৎ কৃষ্ণের অনাত্ম-বস্তুত অতীর্ণ হইলেই দেহাশ্রয় স্তব্ধ-গণের নিম্নত ভয় হয়; অতএব ভক্ত্যু ব্যাক্ত প্রজ্ঞা দেহের অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন প্রাপ্ত এবং পরমশ্রুত জানিয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসংকারে তদাশ্রয়ভো ভগবানের ভক্তনা করেন।

“এতাবানৈব গোকেহ’ম্ পুংসাং

ধর্মঃ পরঃ বৃত্তঃ।

ভক্ত্যোগো ভগবতি তথ্যগ্রহণাধিতঃ ॥”

(ভাঃ ৬৩২২)

তাহারে সে বলি ধর্ম কর্তব্য সদাচার।

ঈশ্বরে সে ঐতি জন্মে সমস্ত সবার।

শ্রীমদ্ভক্তিযোগ ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সত্য কল্যাণকরত্ব
— — —
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
প্রতিভা অমল্য কল্যাণকরত্ব
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষা-
সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেয়
নিভাশাঠা।
প্রাপ্তিহীন—
শ্রীযোগীশ্বর ভট্টাচার্য
পোঃ শ্রীমোহনপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দত্তকোষভূষণ
— — —
শ্রীল সজ্জনানন্দ ভক্তি-
বিনোদ ঠাকুর প্রণীত
মূল, চিত্রা, মূল্য অল্প
অল্পমূল্য, চিত্রা অল্পমূল্য
প্রতিভা ও নিষ্ঠা প্রদীপ্ত
নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।
প্রাপ্তিহীন—
শ্রীযোগীশ্বর ভট্টাচার্য
পোঃ শ্রীমোহনপুর, নদীয়া।

১৯৩৮ বর্ষ { ২৫ মধুসূদন গৌরাক্ষ ৪৫৮; ২০শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; তরা মে ইং ১৯৪৪ বুধবার } ২৯ ৩০শ সংখ্যা

শ্রীমদগোবিন্দো দত্তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ মধুসূদন গৌরাক্ষ ৪৫৮

উপদেশ

— ::(৩):: —

অগ্রকৃষ্ণ-রূপাভূষণই ভজন। 'ভজন' জিনিষটি শ্রীভগবানের সহিত জীবের প্রীতির বন্ধন 'ভ'ক অর্থে শ্রীভগবানের প্রতি রাগ, তান বা প্রীতি। ভজন মতত ওয়া দরকার। ভজনে নৈবজ্যের একটিই অঙ্গ। ভজনেই সেট ছিদ্ৰ পাঠ্য। মাধা আদ্যাদিকে আশ্রয় করিয়া ফেলো। সত্য যুক্ত হইয়া প্রীতিপূরক ভজন করিলে আর আরণ্য ও বিক্ষেপ আসিতে পারে না। যখন নিজেকে 'ভগবানের লেবক বালিয়া বুঝতে পার' তখন আর মায়াব সেবা করিতে হয় না। কিন্তু যখন ভগবৎসেবকা ভ্রমানে প্রাতিষ্ঠিত না হই, যতক্ষণ পর্যন্ত বৈষ্ণবী-প্রাতিষ্ঠা না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত জীব যোষাক্রম ভগবৎ দেখে, তখন আর 'ঈশাবাস্ত' ভগবৎ দর্শন হয় না। তখনই জীবের প্রভুত্বাভিমান প্রবল হয়। উদ্বুদ্ধতা না থাকিলে বিষুদ্ধতা আগে। ভোগোদ্বুদ্ধতা বা ভোগোদ্বুদ্ধতা—এই দুটাই বিষুদ্ধতা। জীব তটস্থ অবস্থায় থাকিতে পারে না। সে হয় মায়াব দিকে, না হয় সেবার দিকে ঘাটবেই বাটবে।

শ্রীধাম শ্রীভগবানের প্রসঙ্গ বা বৈভব—শ্রীভগবানের সাহিত্য অতিশয়। যদি নিজেকে শ্রীধামের অঙ্গগত অর্থাৎ ভোগা বা দৃষ্ট বা শ্রীধামের ধূলি জ্ঞান করিয়া শ্রীধামের ও

শ্রীধামবাসীর রূপাভিযাত্রী হইতে পারি, তাহা হইলে শ্রীধামের রূপা হইবেই। শ্রীমদানন্দ পত্নী শ্রীধামরূপে প্রকটিক। শ্রীমদানন্দ পত্নী রূপা শ্রীধামের রূপা। শ্রীধামকে ভগবৎ সঙ্গকীর্ণ বস্তু—শ্রীভগবানের ভাগ অংশ বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। শ্রীভগবানের ভাগ 'ভগবৎসঙ্গ' শ্রীধামই বিভূষণ। 'শ্রীধাম অপারূপ-বস্তু'—এই বস্তুই শ্রীধামে বাস করিলে মঙ্গল হইবে। শ্রীধাম বস্তুকৃত্ত্বয়বিশিষ্ট বস্তু। শ্রীধামকে আরাধ্যজ্ঞানে শ্রীধামে বাস করিলেই শ্রীধাম বাস হয়। দৈন্য ও আত্মসম্বন্ধে শ্রীধামে বাস করিতে হইবে, শ্রীধামের রূপা ও নিজের অযোগ্যতার জন্য প্রবল দৈন্য উপস্থিত হইবে। শ্রীধামের তৃণশ্রদ্ধা'দরও দাসই প্রার্থনা করিয়া নিজের অযোগ্যতার জন্য নিজেকে ধিকার দিতে হইবে। দৈন্য ও আত্মসম্বন্ধ—নিজেকে সমাপেক্ষা অন্নম, অযোগ্য ও সকলের রূপার ভিখারী বলিয়া উপলব্ধি না হইলে শ্রীধামবাস হইতে পারে না। আত্মকেন্দ্রিত শ্রীধামবাস হয়। কারণ, তাহার চৈতন্যস্বভাবের স্মৃতি নাই। শ্রীধামে থাকি যখনই শ্রীধামবাসীর রূপালেন ভিক্ষা করা। শ্রীধামের কটিনতরান সকলের শ্রীধামের দৈন্য। শ্রীধামের কটিনতর-তৃণ-শ্রদ্ধাদি মহাভাগ্যবান, তাহার বন্ধারও চরিত্র ভাগ্যের অধিকারী। শ্রীধামের কটিনতর, তৃণ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি মহামহাসৌভাগ্যবান। ব্রহ্মা স্বয়ং সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম হইয়াও শ্রীধামের কটিনতর, এমন কি, তৃণ হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। আমাদের কটিনতরই এইরূপ দর্শন করিয়া চাই। সকল বস্তুতে সেবার অধিষ্ঠান দর্শন হইলে তবে এতরূপ দর্শন হইবে। তিনি তখন শ্রীধামবাসী ছাড়া আর কিছুই দর্শন করেন না। শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর রূপায় শ্রীধাম-

বাস হয়। সেট রূপা গ্রহণের জন্য যাকুল হওয়া দরকার, যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যিক। শ্রীধামে প্রীতি হইলেই শ্রীধামবাসের অঙ্গ স্বকর্মে চেষ্টার উদ্যোগ হয়। স্বকর্মে অসম্মান ও শ্রীধামবাস একই কথা। যতই স্বকর্মে উদ্যোগ বা শ্রীধামের সঙ্গ হয়, ততই চিত্ত নিষ্ঠা ও পঙ্গু হয়। শ্রীধামনিষ্ঠানন্দের রূপায় নিমগ্নতায় সমাগ রূপে 'দুঃ' হইলে শ্রীধামবাস সম্ভব হয়। শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসী 'স্বকর্মে'র পাতি যোগ্য হইয়া শ্রীধামবাসী হইলেই শ্রীধামবাসী। শ্রীধামবাসীর নিজের দেহেই চিত্তা নাচ। শ্রীধামবাসী দেহটাকে জেতা শ্রীধামের কাছে সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীধামবাসীর সঙ্গ করাত শ্রীধামে বাস। শ্রীধামবাসে শ্রীধাম, শ্রীধামবাসী ও শ্রীধামবাসের সেবার প্রবল। শ্রীধামবাসীর সেবা ছাড়া অঙ্গ কোন রূপা নাই। শ্রীধামবাসী ভোগা বা ভোগী নহেন, তিনি ভক্ত—রূপাভিযাত্রী। শ্রীধাম অযোগ্য বস্তু। শ্রীধাম চেষ্টন, অযোগ্য। শ্রীধামের গাছপালা অঙ্গ দেহের ভাষা নয়। শ্রীধামের সঙ্গ চেষ্টা। আমি সকলের চেয়ে ছোট, আমি শ্রীধামবাসীর পদধূনি—এই অ.ভমান বা দীনতা থাকিলে শ্রীধাম শ্রীধাম রূপা করেন। শ্রীধাম প্রাপ্তি থাকিয়াও প্রাপ্তকাতীত বস্তু। শ্রীধামের কোন বস্তুকেই নিজের কাছে লাগাইতে হইবে না, তাহাতে অপরাধ হইবে। নিত্যসিদ্ধ গৌর-পাণি শ্রীল ঠাকুর 'ভক্তিবিনোদ ব'লছেন, "শ্রীধামোৎপন্নং শ্রীধামের জলপায়ী সকলই শ্রীধামের সেবারে fully saturated এই সকল বস্তুর সেবা করিলে তাহাদের রূপসেবা প্রভৃতির ভাগ পাওয়া যায়।" জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। জীব চেষ্টন জড় নহে। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করাত পাপ বা অপরাধ। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার

করিলে জীবকে ভীতির মল ভোগ করিতে হইবে। করণাময় শ্রীভগবান উপদেশ বা নিদেশ দেন করণময় শাস্ত্রমুখ, কখনও অসুখমুখের দিকে দৃষ্টি না। অসুখমুখের দিকে। সেট উপদেশ বা নিদেশ পালন করা না না করান ক্ষমতা জীবের আছে। যে ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করে, সে কষ্ট পায়। আর স্বতন্ত্রতার স্বাধীনতার কারণে পরমমঙ্গল হয়। থাকে। শ্রীভগবান পরোক্ষকর্তা, জীব তেজুকর্তা। যে করায় সে পরোক্ষকর্তা, আর যে করে, সে তেজুকর্তা বা প্রমোদকর্তা। নিমগ্নবাসী চেষ্টা মালিন রাখে। মালিন বস্তুর রূপাভূষণ হয় না। মাদুত্বকরপায় তপ্পার 'বস্তু'র অসুখমুখ হয়। তাপে অসুখমুখ বা অতিনিবেশ আছে। ভক্তের বিশেষ রূপ হইলে শ্রীভগবানের প্রতি রাগ উদ্ভিত হয়। রাগ উদ্ভিত না হইলে নিমগ্নবাসী হইতে পারে। বৈদী ভক্তির প্রতি চতুর্নিধ মুক্তিলাভ। শ্রীভগবানের সাগরলো এত রাগাত্মক ভক্তিবাকী ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টকটী রূপা হইলে তেঁও রাগাত্মক ভক্তিতে প্রাপ্তি হয়। শ্রীধামবাসী-ভক্তির বিশেষ রূপ-বাসীত শ্রীধামে সঙ্গ হয় না। শ্রীধামবাসী-ভক্তির রূপা হইলে পেমলাভ হয়। থাকে। শ্রীভগবানে-নীলা-পারিষদগণের ভাগে লোভ-বস্তু ও দ্রুতগরুট রাগাত্মক ভক্তি। যদি স্বাভাবিকভাবে রাগমার্গ অর্থাৎ রাগাত্মক বস্তুসিদ্ধির কাহারও ভাগে লোভ বা অসুখমুখ হয়, তবে তাহাকে রাগাত্মক ভক্তি বলে। শ্রীধামবাসী-রূপা রূপা হইলে রাগাত্মক ভক্তিতে লোভ হয়। তাহা ভাগ্যের রূপা; এত ভাগ্য অর্থাৎ ভোগ। সাধারণ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতির উদ্ভব হয়। আর রাগমার্গের কোন ভক্তের বিশেষ রূপা হইলে লোভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শ্রীধামবাসী-ভক্তির কারণই

শ্রীঅনন্তদেব

—::(৩)::—

পুণ্ড্রীশ্বরী ও শ্রীভগবানের শ্রীমদ্ভক্তি-
লিখন বা শ্রীশেষ—বাবা। ভূমারী
'শেষ' সঙ্কল্পের আশীর্বাদ্য বিনয়ী
শ্রীসঙ্কল্প-নামেও কথিত হন। আর যিনি
শ্রীনারায়ণের শ্রীমদ্ভক্তি, তিনি আপনাকে
শ্রীনারায়ণের সখা এবং দাস বলিয়া অভিমান
করেন। শ্রীঅনন্তদেব নানাভাবে শ্রীভক্ত-
সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে
উক্ত হইয়াছে—

“সখা, ভাট, বাজন, লয়ন, আশীর্জন।
গৃহ, ছায়া, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন ॥
আপনে সকলকি সেবেন আপনে।
যারে অগ্রগত করেন, পায় সেহজনে ॥
অনন্তের অংশ শ্রীগুরু মহাবলী।
লীলায় বহুয়ে রুক্ষে হুড়া বৃক্ষলী ॥
কি ব্রজা, কি শিব, কি সনকাদি কুমার।
বাস, তুচ্ছ, নারদাদি ভক্ত নাম যার ॥
সগর পুত্রিত শ্রীঅনন্ত মহাশয়।
সহস্রাবদন প্রভু ভক্তসময় ॥
আনন্দদেব, মহাযোগী শিবের বৈষ্ণব।
মহিমার অস্তর তা না জানয়ে সন ॥
যে অনন্তদেবের প্রণব-সঙ্কল্পনে।
যে তে মতে কেনে নাহি

বোলে যে তে জনে ॥

অশেষ ভক্তের বন্ধ ভিত্তে সেহ জনে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়েন কভু তাঁনে ॥
'শেষ' বচন সারের গাত নাতি আর।
অনন্তের নামে সঙ্কল্পের উচ্চারণ ॥
অনন্ত পুণ্ড্রী গির সমুদ্র সহিতে।
যে পত্ন ধরেন শিরে পালন করিতে ॥
সহস্র-ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
অনন্তব্রজ না জানেন—আছে হেন।
সহস্রাবদন রক্ষণ নিরন্তর।
গাহতে আছেন আদিশেখর মল্লধর ॥
অগ্ন্যাগ্নিও শেষদেব সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য অস্ত নাতি দেখে ॥”

শ্রীঅনন্তদেব সহস্রমুখে শ্রীভক্তের
গুণকীর্তন করেন। শ্রীঅনন্তদেব সহস্র শ্রীমুখে
ভক্তধর্মোন্ময় শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা। তিনি
চতুঃসনাদি একাধিপতির নিকট অল্পকণ
শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।
শ্রীঅনন্তদেব ধরণীধর, তিনি অংশী শ্রীলগ্নায়ের
অংশ, শ্রীানন্দনের সেবকরূপে কীর্তনকারী
স্বভাব। শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীশ্রী শ্রীমুখ শ্রীমুখ ও
আশীর্বাদ্য শেষ—শ্রীশ্রীকোটী এবং ভূমারী
শেষ শ্রীমদ্ভক্তি ভাবকোটীর অস্তিত্ব।
শ্রীভগবানের কলা শ্রীঅনন্তদেব সহস্রাবদন ও
বরাট। তিনি শ্রীশ্রীর প্রিয়কাব্য করবার
চচ্ছায় গরুড় সমুদ্রে থাকেন। শ্রীভক্তের
আদ্যকঃস্বয়ং মুগ্ধসঙ্কল্প শ্রীলগ্নায় অংশ-
রূপে মহাসঙ্কল্প এবং কলাধরূপে
কাণোজিনারী, গর্ভোদকহারী, কীরোদকহারী

দেব গোষ্ঠের একমাত্র দেবতা। রাগমার্গে
শ্রীমুখ ভক্ত অন্তঃকরণের শ্রীমুখ ভক্ত
দেব হইয়া যায়। যাহারা পেমভক্তি
ক'চিৎকিৎ হন, তাহাদিগকেও বাহিরে
দৈবী ভক্তি শ্রীমুখ ভক্ত অঙ্গীকরণ করিতে
দেখা যায়।

সর্বশেষ-বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব। আর
নিজের বিষ্ণুপাসক ব্রাহ্মণ। একজনের নাম
ব্রাহ্মণ এবং একজন ভগবতপাসকের নাম
বৈষ্ণব। এক শ্রীভগবানের অসমাপ্ত
আবির্ভাব। সর্বজনীনময় ব্রাহ্মণের 'ভজন'
করিয়া বৈষ্ণব হইতে পারেন। ব্রাহ্মণতা
বৈষ্ণবতার সঙ্গীত সোপান। বৈষ্ণবের
কাস্ট ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবতার অস্তিত্ব
ব্রাহ্মণতা। বৈষ্ণবমাত্র ব্রাহ্মণ। অগ্রাঙ্গণ
কখনও ভক্ত হইতে পারেন না। বৈষ্ণব-
মাত্রই যখন ব্রাহ্মণ, তখন বৈষ্ণবব্রাহ্মণ
শ্রীভক্তদেব যে ব্রাহ্মণকুলশ্রীমুখ, তাহা
বলাই বাহুল্য। যিনি ভক্তভাবাবেগে অর্থাৎ
অবস্থানের পূর্ণপ্রতিভাযুক্ত আশ্রয়,
তাঁহাতে আশ্রয়কভাবে একজন আছেন;
সুতরাং ভক্তভাবাবেগে শ্রীভক্তদেব পুণ্ড্রী
আবৃত্ত হইবার লীলা কারণেও তিনি
নিরন্তর ব্রাহ্মণ নহেন, পরন্তু ব্রাহ্মণগণের
'ভগ্নাত ও উপদেষ্টা।

কৃপা ছাড়া গাত নাহি। সেটুকু শ্রীভক্ত-
গোরাবের কৃপালাভের জন্য সর্বজন
সংকল্পনে ক্রন্দন করিতে হইবে। অতঃ
ব্রাহ্মণ, আম পণ্ডিত—একজন অভিমান
বাহার আছে, শ্রীভক্ত তাহাকে চান না।
শ্রীভক্ত কানালকেই চান। কানাল বড়
সুন্দর, তাহার এ ভগবতের কিছু নাহি।
শ্রীভক্তগোরাব তাহার সঙ্গী। শ্রীভক্ত
কানালের ঠাকুর। কানাল তাহাকে
সাহা।

সর্বজন ক্রন্দন করিতে করিতে স্পষ্ট
স্পষ্ট কারুণ্য হারনাম করিতে হইবে। শ্রীভক্ত-
নামের সন্মাসক হইবে। শ্রীনামের প্রীতি
সহায়ক হইবে। তিনি শ্রীভক্ত শ্রীভগবানের
সাক্ষ্যকার পান। শ্রীনামে ক্রটি হইয়া
দণ্ডকার; নতুবা মঙ্গল হইবে না। সর্বজন
ক্রন্দনের সঙ্গী থাকিতে হইবে—অল্পকণ
ক্রন্দনসেবা করিতে হইবে। সগর একটু
অল্পকণ হইলে মায়া আসিয়া ধরেন।
শ্রীভক্তকে সর্বজন মনে রাখিতে হইবে;
নতুবা কখনও যাহা, তাহা মনে আসিবে।
সেতোক ভিন্দি বা বাগার শ্রীভক্তের চচ্ছায়
আমার নিকট আসিয়াছে বা আগিতেছে,
ভানিতে হইবে। শ্রীভক্তের চচ্ছাতেই
কর্তৃত্ব; তিনি কটা এত বিশ্বাস যেন
সর্বজন থাকে; নতুবা অস্বাভাব হইবে।

শ্রীভক্তকথায় ক্রটি না হইলে মঙ্গলের
আশা নাই। শ্রীভক্তকথায় ক্রটি স্বপ্নের
বন্ধ বা ভক্তি। যেখানে ভগবতকথায় ক্রটি,
সেখানে শ্রীভগবানের সন্মতি আছে।

নিজে হরিকথার ক্রটিবিশিষ্ট থাকিয়া সাধু
ভক্ত শ্রীমুখ ভক্ত হরিকথার অস্তিত্ব
লোককে বহিতে হইবে। শ্রীভক্তগোরাবের
সুখের প্রকৃত কথনাম ভগবত হরিকথার বর্ণনা
সেবাস্থ্য করবার ভক্ত যত্নবিশিষ্ট হইতে
হইবে। তাহাতে ক্রটি হইলে ভক্তের প্রতি
অপরাধ হইবে। যাহারা অল্পকণ ভক্তকথা
বলে না, তাহারা ভগবতকথা করিয়া থাকে।
ভক্ত কথাকুল নিজ ভগবত আচরণ করিয়া
অপরাধ এলাত সাধুশাস্ত্র উপদেশ।

সাধু মদন ব্রহ্ম-মুখ ভক্তের ভক্তিগ্রন্থ
নবীন - অমূল্য নব সাধুর শিক্ষা, সাধুর
উপদেশ ও সাধুর অঙ্গণে ভক্তের সচিত
সাক্ষ্যকার হয়। সাধুতে প্রীতি থাকিলে
সাধুর দর্শন লাভ হইয়া থাকে। সাধুর
বক্তব্য, আদেশ ও উপদেশ অবনতমস্তকে
স্বীকার সাধুসঙ্গ।

ভক্তির প্রতি অপরাধ

[ভগবতপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

এত একটি বিষয় কথা। আমরা অনেক
প্রকার ভক্তি অঙ্গীকার করি। সম্প্রদায়ভুক্ত
ব্রাহ্মণগুরু নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি। প্রত্যেক
বাদন ভক্ত ধারণপূর্বক শ্রীভক্তের অর্চন
করি। একাদশীতিথিও পালন করি।
সান্নিধ্য নামসংগ্ৰহ করি। শ্রীভক্তবিনোদ
দ্বান দর্শন করি। কিন্তু ভক্তদেবীর প্রতি
যে ভক্তদেবীর প্রতি অপরাধ না হয় একজন
বক্তা করি না। শ্রীভক্তদেবীর প্রতি
অপরাধের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তগণকে
মুগ্ধকর লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।
যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

“কখনো মন্তে তুং লখ্য, কখনো জাতি মারে।
ত 'বড়জাতি' বেটা না দোষে মোরে ॥
প্রভু বলে, “ও বেটা যখন যথা যায়।
সেও মন্তে কখনো কখনো ভগ্নায় মিনায় ॥
বাণীষ্ট পড়য়ে যবে সন্তোষের সঙ্গ।
ভক্তযোগে নাচে গায় তুং করি' দস্ত ॥
অল্প সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাহায্য।
না'হ মান ভক্ত, তি' মায়ে মদায়
ভক্তদানে উত্তর হইল অপরাধ।
এতকো উত্তর হইল দর্শন পায় ॥”

শ্রীমুকন্দন একজন ভগবতপাশ্রয়। সুতরাং
প্রভুর ভগবতকথা যে-কথা, তাহা রচনামাত্র।
কিন্তু মহাপ্রভুর দ্বন্দ্ব অত্যন্ত গভীর। যে
কথা যখন বলিয়াছেন, তাহাতে একটি
উপদেশ আছে। উপদেশটি এই যে, কেবল
লীলায় গ্রহণপূর্বক ভক্তদের অঙ্গীকার
করিলে যে ভক্তগণ হ'ন, তাহা নয়।

অনন্তভক্তিতে বাহার অনন্ত ব্রজা, তিনি
প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন।
যাহার দ্বন্দ্ব সে-প্রকার ব্রজা জন্মিছে,
তিনি শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া
থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাহি,
সেখানে যান না বা বলেন না। যেখানে
শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তখন
তিনি ক্রটিপূর্বক অবজ্ঞা করেন। সরলতা,
দৃঢ়তা ও একান্তভক্তি শুদ্ধভক্তের স্বভাব।
লোকোপেক্ষার কখনও ভক্তিবিমুক্ত কথায়
সম্মতি দেন না। শুদ্ধভক্তিগণ সর্বদা
নিরপেক্ষ।

অজ্ঞান অনেকগুলি লোক হইয়াছেন,
যাহারা এত প্রকার অপরাধকে ভয় করেন
না। ভক্ত দোষগেহ অস্ত-পুলক হয়, কখনও
কখনও কথা আলোচনার দলীপ্রাপ্ত হন।
আগর আধ্যাত্মিক সত্যের আধ্যাত্মিক
মতের সহায়তা করেন। বিষয়বিশিষ্ট হইয়া
আগর বিষয়ভেদে নিত্য উন্মত্ত বাবহার
করেন। হে পাঠকগণ! এত প্রকার লোক-
মন্দের 'নষ্টা' কি? আমরা বিবেচনা করি
য, প্রাচীনাভক্তের অস্তিত্ব তাহারা ভক্ত-
দিগের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া
থাকেন। কোনকালে প্রাচীনাভক্তের লোভে
এবং কোন স্থলে অল্প পণ্ডিত প্রাপ্তলোকে
ঐশ্বর্য বহুলাধী বাবহার করেন। ভক্তের বিষয়
এত যে, তাহারা ভগবতকে একপ্রকার বাবহার
শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল
অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, ভগবতের
সম্মতি সাধন করিতেছেন।

হে পাঠকগণ! আমরা আমরা সাধন
হই। ভক্তদেবীর প্রতি আমাদের বাহাতে
অপরাধ না হয়, তাহা করা। প্রথমতঃ
আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তব্রাজন করণ,
একজন প্রতিজ্ঞা করি। কোন পক্ষের অপেক্ষা
করিয়া আমরা ভক্তিপ্রাপ্তি কোনকথা
কাহন না বা কোন কাহা করণ না। সকল
কাহা সঙ্গ থাকিব। দ্বন্দ্ব এক, আগর
গতকালে 'অন্ত', একজন হইব না। ভক্তি-
প্রাপ্তি পক্ষের লোকগণকে কোন ক্রটি
লক্ষণ দেখাইয়া প্রাচীনাভক্তের যত্ন করিব
না। শুদ্ধ ভক্তিগণ পক্ষপাত করিব। আর
কোনপ্রকার 'সঙ্কল্প' পক্ষ সমর্থন করিব না।
আমাদের দ্বন্দ্ব ও বাবহার একই প্রকার
হউক।

তাহারে সে বলি ধর্ম কর্তব্য সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সন্ত সবার।

ও শেষ এতে পক্ষপাত ধরিত্রী প্রকৃতির
সেবা করেন। তিনি মহাসমুদ্রের দারিদ্র্য
সৃষ্টি করিয়া দান করেন এবং 'শেষ'-
সংস্কৃত 'অনন্ত'রূপে রক্ষণাবেক্ষণ সেবা
করিয়া থাকেন। খ্রীষ্ট ১৩৫৫ খ্রীঃ অব্দে উল্লেখ
হইয়াছে,—

"সেই বস্তু 'শেষ'-রূপে মনোমত
কীভাবে আছে মরী, শিরে তন না ও কান।
সহস্র বিক্রীত বীর ফণার মণ্ডল।
সুখা জিনি মণিগণ করে বলমল।
পঞ্চাশকোটি-যোজন পৃথিবী বিস্তার
বীর এক্ষণে রূপে সর্বপ আকার।
সেই ত 'অনন্ত', 'শেষ' ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা দিনা নাও জানি আর।
সহস্র-দনে করে কৃষ্ণকলগান।
নিরবধি কলগানে অস্ত নাহি পান।
সনকাদি ভাগবত শুনে বীর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে কাসে পোহসুখে।
ছত্র, পাছুকা, শাখা, উ-পান, বসন।
আরাধ, আবাস, যজ্ঞস্থল, সিংহাসন।
এ-মুখি ভেদ কারি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাওয়া 'শেষ' নাম ধরে।
সেই ত 'অনন্ত' বীর কহি এক কথা।
হেন প্রকৃতিতানন্দ কে জানে

উপর খেলা।"

ভুলোক, ভূবলোক, স্বর্গলোক, মহালোক
অনলোক, তপালোক ও মতালোক—এই
উচ্চস্বলোক এবং অতল, বিতল, স্তম্ভ
ভূলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই
সপ্ত অধঃলোক লইয়া স্তম্ভল ভূবন। অতীত
যক্ষ, রক্ষ, প্রোত ও ভূতগণের বিহারস্থান।
যতদূর পর্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হয় এবং
মেঘমল্লককে বিচরণ করিতে দেখা যায়,
ত-দূর পর্যন্ত উল বিস্তৃত। হঠাৎ অধোদেশে
লংঘ্যোজনাভরে পৃথিবীর অবস্থান। যতদূর
সম্যাক হংস, ভাস, শ্রেন ও সুপর্ণাদি পক্ষি
লোভান পক্ষী উড়িয়ায়মান হয়, ততদূর পর্যন্ত
পৃথিবী বলা হয়। পৃথিবীর অধোদেশে প্রত্যেক
দিক দিক যোজন অন্তরে অতল, বিতল, স্তম্ভল,
ভূলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—
এই সপ্ত ভূ-বিবর অবস্থিত। ভূমণ্ডলের যে
পরিমাণ, উত্তারাও সেই পরিমাণে বিস্তৃত।
এই সাতটি স্তরের নাম বলমণি। পাতালে
স্বয়ালোকের প্রাণে না থাকিলেও তথায়
সর্প ও নাগাকুলের মস্তকস্থ মণির ছটাই
অন্ধকার দূর্ভিত হইয়া থাকে। অতলে
ময়দানবের পুত্র বলনামক অশুর বাস করে।
অতলের অধোদেশে বিতলে হরগৌরীর
বাসস্থান। বিতলের অধোদেশে স্তম্ভল।
তথায় শিবাল মহারাজ অস্ত্রাঙ্গ অবস্থান
করিতেছেন। স্বীয় ভক্তের প্রতি সদয়ধর্ম
ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং গম্যহস্তে বলি
ধারে অবস্থান করিতেছেন। স্তম্ভলের
অধোভাগে তপাতল। এতদূর অধঃপাতি
রাজ বস সেইস্থানে অবস্থান করিতেছে।

তপাতলের অধোভাগে মহা-ল। তথায়
বহুকাধারী সর্পসকল বাস করিতেছে।
মহাতলের অধোভাগে রসাতল। তথায় পান
নামে প্রাসিক দৈত্য ও দানবগণ বাস করে।
রসাতলের অধোভাগে পাতাল। এই পাতালে
বাস্তবিকমুখ মহাসমুদ্রের অবস্থান।

সামন্ত্যগণের বসতি আছে, পাতালের
অধঃপাতি 'এক' সহস্র যোজন ওস্তর
ভগবানের এক প্রমীলী কণা' আছেন। তাঁহার
নাম—'অনন্ত'। (এই মূর্তি বস্তুতঃ বিস্তৃত-
সমুদ্রের, ভোমোত্তরাবতার কৃষ্ণের অস্তরী
বা কথা সংহারকাষ্যাদি করেন বলিয়া এই
মূর্তিকে ভোমোত্তরী বলা হইয়াছে) 'কিহিমতলে
এই সন্তোষীর্ণ অনন্তমূর্তি ভগবান্ স্তম্ভলের
একমাত্র ফণায় বৃত্ত হইয়া স্বর্গের স্তম্ভ
শক্ত হইতেছে। ফলস্বরূপ সমুদ্র-স্থানে
ঈশ্বরদেব বসন এই 'এক' সংহার করিতে
ক্ষম করেন, তখন তাঁহার ক্রোধান্বিত
কলুটি-কলুটি ক্রমশঃ হইতে ত্রিশূল মূল
উল্লানপুঙ্কক ত্রিলোচন একাদশ দ্রুতপদী
সহস্রগণামক দ্রুত উত্থিত হন। সেই সহস্রের
পাদপদ্মযুগলে অতলপর্বত স্তম্ভ নবরূপ মণ-
মণ্ডল দর্শনরূপে প্রতিভাত হইয়াই নাগপাতি-
গণ শ্রেষ্ঠ ভূতগণের সারভূত ঐকান্তিকী ভক্ত-
সমুদায়ের প্রণাম করিতে করিতে আনন্দচিত্তে
স্ব-স্ব পদমণ্ডলের শোভা সন্দর্শন করেন।
অতীতস্বপ্ন কুণ্ডলসমূহের লভ্যমণিও গন্তব্যের
শোভায় তাঁহাদের ঐ বদনশোভা অতীব
মুগ্ধন হয়। নাগরাজশিবগণ স্ব-স্ব মঙ্গল-
কামনায় যখন ঐ শ্রীসহস্রদেবের মনোহর
পদ্যাবলীতে নিমগ্ন, শুভবর্ণ, সুন্দর, সুদীর্ঘ
কাচর রক্তচক্ষু সদৃশ ভূতচক্ষু অঙ্কুর
দন্দন ও কুমুদপত্রাঙ্গলেনন করিতে থাকেন,
তখন সেই শ্রীস্বস্তের সম্পর্কে তাঁহাদের
হৃদয় কামাঙ্গে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।
'ভক্তকৃত তাঁহারা গলমধুর কান্তমুখের
ভগবান্ অনন্তদেবের অঙ্গুরাগ ও মননজনিত
হয় এবং সদা মণিবর্ণিত ও স্নিগ্ধ অঙ্গুরাগ
করণালোকনমূলক নখনশোভিত মুখারাবলি
সলজ্জনধনে দর্শন করেন। সেই সহস্র-
অপারাজয় (অনন্ত) অনন্তকল্যাণভণ্ডমুখ
আমাদের ভগবান্ হইতে আঁতর তিনি
প্রাণদগের মজলের নিম্নে অসীমভূত এবং
ক্রোধবেগ উপসংহারপূরক অবস্থান করিতে
ছেন। সুব, অশুর, উরগ, গজ, গন্ধক,
বিষাণের ও মুনীগণ 'নরসিংহ' তাঁহার ঘন
করিতেছেন। মদগের তাঁহার নেত্র উন্মুল্ল,
বিকৃত এবং বহুধা। তাঁহান মূল লত পচনমুক্ত
দ্বারা স্বীয় পাশে বিবৃথ যুগপাতাদিকে সন্নিধা
আলোচ্য করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে
নীলবসন, কর্ণে এক কুণ্ডল, হস্তে দুই ভূগ
ও মূল্যব এবং পৃষ্ঠদেশে হল পিত্তমান; তাঁহার
লীলা অতি উদার। দেবরাজ কৃষ্ণের
ঐশ্বর্য যেমন গলদেশে কাকনম্বরী রত্নধারণ
করে, তিনিও সেইরূপ গলদেশে বৈজয়ন্তী

মালা ধারণ করিয়া আছেন। তাহাতে ব
নব-নব তুলসী গ্রাণত আছেন, তাহার
কাঁচ কখনও মন হয় না। 'তাঁহার মূখ
রসমেরেতে মত্ত হইয়া মধুপূর্ণ মূখ ভঞ্জন
করিতেছে, 'সাগরে সেহ মন' পাতি অ
শ্রী দারণ করিয়াছে। অনন্তা-মূল্য বীহার
নিকটের দখল করা যায় না, বীহার সন্ত
মস্তকের মণো-কলীমাত্র মস্তকে গিরি, নদী,
সাগর ও কল্লের সহিত এই ভূমণ্ডল
বৃত্ত থাকিয়া অগুরূ প্রাতিভাত হইতেছে,
সেই বিন্দু শ্রীঅনন্ত দেবের ললাটে সন্ত-
জিহ্বা লাভ করিয়া ব-কটে না সর্গনা করিতে
পারেন? ভগবান্ অনন্তদেব ঐরূপ প্রাতিভ
বিজ্ঞমান। 'বীহার' বীহারে অত নাহি এবং
বীহার স্তম্ভ ও মস্তক—অতীব নিপুল; তিনি
আপনিত আপনাত আঁদর (অবগা, তিনি—
সকলোভাবে বৃত্ত)। সেই ভগবান্ শ্রীঅনন্ত-
দেব রসাতলের মূলদেশে অবস্থান করিয়া
পৃথিবী রক্ষার জন্ত অসীমাক্রমে দারিদ্র্যকে
বাণ করিতেছেন। এই পুরমধ্যে সন্ত
মস্তকপার 'সরোজ' মণাসমুদ্র অসীম
মণিবর্ণের পাশে বিরাজমান। যস্যে নয়ন-
মূল নীলবর্ণ কঠিন 'মহাবীর্ণশিষ্ট', 'কটিক-
গিরিসকল, বিশালদেহ অতুত অনন্তদেব
অবস্থান করেন।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

আমি যাত্রা চাই, তাহাট পাইবা
ভোগবন্দ আকাজক করিয়া আমি যেন
সেব্যস্তর সাহেব সাক্ষ্যের প্রাণা পোষণ
না করি। অপ্রতীক কক্ষমাধুর্যের কথা—
কক্ষসেবানন্দে কথা না জানিয়া চরিত্র বস্ত্র
প্রাক্ট হয়। তাহ পুনঃ পুনঃ বিকৃত হইয়া
থাকে। প্রকৃৎ পশুত জীব আমরা লভকরা
লভজনই কক্ষকে চাই না—কক্ষের স্থখ চাই
না। আমরা সক্ষরগণে চাই আমাদের
চক্রিভূতপদ। কক্ষক স্রষ্ট্রভূতপদের লোভ
দেখাইয়া বসাসম্যাক মন যে আমাদেরকে
নিমিত্ত বিকৃত করিতেছে, তাহা আমরা প্রকৃতে
পারি না। মনের পাজার পাড়িয়া একমানে
সেবার পরিবর্তে বন্ধনই আমাদের কাম্য
হইয়াছে। তাই আজ আমাদের এই
ভ্রমস্থা।

জগতে কেহই হরিকথা জানিতে চায় না।
আমি অনেক সময় 'কক্ষকে চাই'—একথা
মুখে বল বেটে। কিন্তু অস্তরে অস্তরে অস্ত
সন্ধান কারণে দেখা যায়, আমি সত্যের
পরিবর্তে অসত্যকে চাই। আমি চাই কক্ষ
বাতীত অস্ত বস্ত, আমি চাই কপটতা বা
কৈতব বা ভোগের দন্দন। স্পষ্টকথা
বলিতে গেলে আমাদের ভগবান্কে চাইবার
ভিতরে যে ঘোঁষকতা ও দৌকিকতা
হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়।

ইঞ্জির স্থখকামী জগৎ ইঞ্জির গোলায়।
তাঁহারা বুঝে কেবল স্থপদে ও খুঁজি
স্থখ মন' কথা। এ-সংসারের একদিন
বস্ত্রের সন্ধান তাঁহারা রাখে না। এ জগতের
যত কষ্টাদি যত অশ্রুত দেখা যায়, তাঁহারাও
মুখে আছে 'স্থখ-পর্ণেচ্ছা'। যেদয় ৭১
করে আত্মপ্রসূতপনের কিছু নাহি, জগতের
লোক তাঁহারা আদব করে না। আমরা
অনেক সময় মুখে বলি আমরা কিছু নাহি,
কিন্তু অস্তরে আমাদের অসী ভগবান সর্বিগ্ণচ
হইয়াছে। এইজন্য কপটতা থাকিলে
অস্থখ্য। 'ভগবান্' আমাদের 'নিকট' আত্ম-
সত্য করবেন না। আমরা যাত্রা চাই,
তিনি আমাদেরকে তাহাট দিবেন।

আমরা ইঞ্জির স্থখ চাই না, চাই নিজের
স্থখ। চাই আমাদের রোগ। ইঞ্জির
প্রতি, প্রীতি ও পুরের কথা, ইঞ্জির সেবার
নীতমুগ্ধতা আমাদের মনোভাব বৃত্তি। আমরা
জগতের পাতি আঁদর বলিয়াই সত্যের স্থখ-
বিধানের চক্ষা আমাদের নাহি। কিন্তু জীব-
মঙ্গলাকাজী পরমেশ্বরই বৈকল্যগণ আমাদের
মঙ্গলের জন্য নিরন্তর 'নখু'র সত্যকথা কীটন
করিতে বাসছেন। তাঁহাদের মনস্কামী
কথা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইলে আমরা
নিশ্চয়ই সত্যের রূপালাভে সমর্থ হইব।
তাঁহাদের জীব-মঙ্গলকারী কথা প্রথমমুখে
আমাদের চক্ষিকর না হইলেও তাহাট অবিচ্ছা-
তল জীবের একমাত্র মহৌষধ। তাঁহাদের
কথা আমাদের ইঞ্জির-পদ না করিলেও
আমাদের সেবাবুদ্ধির উদয় করাটয়া থাকে।
সুতরাং তাঁহাদের মত এত বড় বাক্য আর
বিশ্ব কে আছে?

আমরা অজ্ঞানতার আকাজক করিয়া
কক্ষকে চাইতে চাই কেন? ইঞ্জির 'ত'
মহাযায়ী। তাঁহাকে যে চাই, তাঁহার নিকটই
তিনি বান। তাঁহাকে 'ত' আর কেহ ফাঁক
দিতে পারে না। সুতরাং বাস্তবে একতাব
আর ভিতরে অস্তাব রাখিয়া লোকবন্ধনা
করিয়া লাভ কি? তাহাতে 'ত' আমি
নিজেই ঠিকব। সেইজন্যই বলিতেছি, আমি
তুমি চাই বন্ধন, তাহ পাই তুমি বন্ধন।

বিশ্ব কক্ষাবস্থ জীব পরিপূর্ণ। কক্ষ-
বিস্তৃতিবস্ত্রই জীব এই মর্ত্যধামে আগমন
করে। কক্ষাবস্থ জীবের জন্যই এই সংসার-
কাগাগার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এখানকার
পাশ লভকরা লভজনই যে হরিকথামুখ,
তাঁহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই হরিকথামুখ
জগতে ভগবানের করুণারও অস্তাব নাই।
পূরম করুণাময় ভগবান্ জীবের হৃদয়ে দ্রুত
হইয়া যুগ যুগে অবতীর্ণ হন এবং নিত্যসিদ্ধ
ভক্তাবতারগণকে প্রেরণ করেন। সেবামুখ
ভক্ত বাতীত জগতের আর সমস্ত জীবই
হার'বস্থ। অতএব মাদৃশ হরিকথামুখ জীবের
বৈকল্যগণ বাতীত আর কে নিত্যবাক্য
আছে? একমাত্র ভগবত্ভক্তগণের সঙ্গলগেই

শ্রীধাম-মায়াপুর মহাদ্রাষ্ট্রকাল প্রতিষ্টি ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীমদাঙ্গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
শ্রীমদাঙ্গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সবার জীবন কৃষ্ণ জলকু সবার। ধেন কৃষ্ণ যে না তজে সর্ক বার্থ তার।

[illegible]

স্থানিতা হটলে যুগ্মী প্রতিমা সঙ্গিনী
প্রদান করেন।

আরও এলায় চিত্রকার প্রাণী-প্রসঙ্গে
উক্ত হটলে। —

চিহ্নে যতঃ থাকে শোভনরূপক বিকল্প
নিখিঁবে, ততঃসমুদয় বস্তুগোকে পূজিত
হইবে। লেখা ও চিত্রের মতঃর নবময়
সংলগ্ন লভ করেন; অতঃপ সঙ্গম্য
লেখা ও চিত্রগত চিত্রের অর্জন কারণে।
চিত্রগত প্রতিমাসমূহে যেহেতু কান্তি, ভূষণ
ও ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ
চিত্রগত প্রতিমার অর্জনে পতিতগণ পতন্ত
পূজা স্বগণ করেন। চিত্রক বিলাসময় সগভ্রম
পুত্রকাককে ধন করলে কোটি-জন্মের
সাক্ষ্য পাপরাশি ওঠে পরিত্রাণ লাভ হয়।
সুতরাং মনোভাষা বীরগণ মহাপুণ্যপ্রাপ্তির
আকাজক পটীকিত প্রকৃষ্টিয়াগণকে
পূজা করেন।

শ্রীমন্তপুরাণে চিত্রা প্রতিমা যন্তে,
প্রাচীরগাত্রে ও পাতে প্রকাশিত হয় বলিয়া
উল্লিখিত হইয়াছে; অতঃপ বস্তু যে চৈতন্য-
চিত্রা চিত্রালাসমুদয় মন্তের সমাধিত
শুদ্ধসময় হইয়াছে হটতে প্রকাশিত হয়
অথবা সেজন্য মন্তের আদেশ, উপদেশ ও
হাকী প্রকাশিত শক্তিসঞ্চারিত শিল্পাণী
প্রকাশিত হয়, তাহাকেই চিত্রা প্রতিমা বা
আলেখ্য বলা হইতে পারে। বহুজীব স্বতন্ত্র-
ভাবে মনোবস্তু যে চিত্র অঙ্কন করে
এং বাহ্য চিত্রালাসমুদয় মন্তের বাহ্য
গৃহীত না হয়, তাহাকে 'আলেখ্য' বলা
যাইবে না। কারণে মুদ্রিত ছবিতে কোথাও
'আলেখ্য' বলিয়া উল্লেখ করা হয় না।

এখানে এতটি প্রশ্ন হইতে পারে যে,
কাজ ও মুদ্রাভাস আধুনিক বৈজ্ঞানিক
জগতের স্রষ্টা নহে, যখন পুরাণ-পঞ্চ-প্রাচীন-
শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে, তখন কাজ বা
মুদ্রাভাস স্রষ্টি হয় নাই। বিশেষতঃ
শ্রীমন্তপুরাণে শ্রীভগবান্ শ্রীউক্তকে বর্ণিত-
ছেন,—

"অর্জুনিয় বলা বৎ প্রজা মাং তর চার্কয়েৎ।
সকলভূতেশ্বান চ সঙ্গায়াচমবাস্তবঃ।"

(ভাঃ ১:১২:৪০)

শ্রীল নিখনাচ চক্রবর্তি ঠাকুর রত্না দীপা,
— "আলেখ্যে যথাযথমেব দর্শয়তুমিচ্ছাসি
উক্তাঃ, কিন্তু প্রজাভ্যো সত্য মন সঙ্গ
বহুপ্রাচীনঃ হিগণাকশপুত্রভাগ্যাপ মৎ-
সংগতঃ সঙ্গনাভ্যোঃ সঙ্গকৃতঃ।"

"প্রতিমাদিহ মণো যে নমঃ, যে
আগতানে প্রজা হয়, তৎকালে সেও আলেখ্যের
আমার পূজা করবেন; যেহেতু আমি
সকলভূতেশ্বররূপে সকলভূত ও নৈজের মধ্যে
সকল আলেখ্য হইয়াছি।"

—এই বৃক্তি অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ
আগমাদিশাস্ত্রবিশিষ্ট যে-কোন কার্যত

অধিনে ভগবান্ শ্রীভগবান্ প্রচার করিতে উক্ত
হটতে পারে। চিত্রা নিরাকরণের ওই
শ্রীভগবান্ অষ্টবিধা প্রতিমার ভেদ শ্রীউক্তকে
লক্ষ্য করিয়া জৈবজগৎকে 'লক্ষ্য' দিয়াছেন।
শ্রীভগবান্ স্বয়ং যে-যে অধিনে, যে-ভাবে
নিজ অবতার গ্রহণ, তাহা স্বীকার না করিয়া
স্বতঃপোষ বস্তুনাথের বা কোন যুগ, দেশ বা
সমাজ-বিশেষের প্রচলিত প্রথা বা গাথা
গীতক বহু-প্রচারাভ্যাসী অর্জার কল্পনা
করিলে তাহা শ্রীভগবানের সন্তোষজনক
হইবে না। বাহ্য সাক্ষ্য শ্রীভগবানের বা
তীহার আদেশবানীকরণ শাস্ত্রের উপনিষ্ট
নহে, তাহা 'শ্রীঅর্জা' বলিয়া গৃহীত হইতে
পারে না। যাত্রিক যুগের 'আলোকচিত্র'
বা মুদ্রিত 'ছবি' শ্রীমন্তপুরাণে 'স্বয়ং
ভগবানের কাব্যত অষ্টবিধা প্রতিমা
কিংবা শ্রীভগবান্-পঞ্চরাত্রাৎ ও শ্রীমন্ত-
পুরাণাদি সাংসারিক কাব্যত অর্জার মধ্যে
কোনটাই অর্জিত নহে বলিয়া তাহা
'আলেখ্য' বা 'লেখা' অর্জা-পদব্যাচ্য নহে।
অতঃপ কখনও 'চৈতন্য' হইতে পারে না।
যন্ত্রের বাহ্য লৌকিক পুঞ্জগণের উল্লাসজনক
শ্রীমন্তের অবতার হয় না। শক্তিসঞ্চারিত
বা ধ্যানাবিষ্ট মন্তগণের জন্মের ধন-
'শ্রীঅর্জা' হইবে, তাহা মন্তগণের বাহ্য
শ্রীভগবৎ-কাব্যত বা শাস্ত্রোপনিষ্ট আলেখ্যে
অবতীর্ণ হইতে পারেন।

হটতে পারে, 'আলোকচিত্র' বা মুদ্রাভাসে
মুদ্রিত 'ছবি'কে অজ্ঞ জনসাধারণ অষ্টবিধভাবে
ও স্বতঃপ্রসঙ্গিত অর্জাবতারগণের স্থানান্তরিত
করিয়া পূজার আভিনয় করিয়া আসিতেছে।
গণগণ্ডলকার এতরূপ ব্যবহার শাস্ত্রীয়
বিধির পথান্তরিত করা হইতে পারে না।
গণগণ্ডলকার মধ্যে কোন ব্যবহারবিশেষ
প্রচলিত হইয়াছে বলিয়াই যে তাহা
পারমার্থিকগণ-কর্তৃক গৃহীত হইবে, তাহা
নহে।

কেহ কেহ কৃতর্ক উপাধি করিয়া
বলেন "কোন কোন মহাজন 'আলোক-
চিত্র' বা মুদ্রাভাসে মুদ্রিত 'ছবি'কে 'অর্জা'
রূপে পূজা করিতে বাধ্যপ্রদান করেন না।"
এতরূপ মনোবস্তু কৃতর্ক বা স্বকপোল-
কল্পনাকে পোষণ, সংরক্ষণ ও প্রচলিত
করিয়া রাখবার আভাসক বস্তুও আর
কিছু নহে। আত্মপ্রকাশের আভাসকরণ
এতরূপ অসার যুক্তি দেখাইয়া যে মনো-
বস্তুকে সংরক্ষণ করে। "সাপু শাস্ত্র ভগবাক্য,
জন্মে কার্য লক্ষ্য" — মহাজনের এত বিচার
তাহারা গ্রহণ করে না। মহাজনগণের
বিচার বা সঙ্গত শাস্ত্রবিরোধী হইতে পারে
না; যদি শাস্ত্রবিরোধী বলিয়া আধ্যাত্মিক
দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে তথায় স্বকৃত অসংযম
ও মন্তগণের বস্তুনাথ অস্তিত্ব স্বীকার
করিতে হইবে।

শাস্ত্র শ্রীভগবানের বৈশ্বকল অর্জার
অধিনে নিয়ম কীর্জন করিয়াছেন, তাহা
গ্রহণ করিতে হইবে; তথায় কোন স্বকীয়
আধ্যাত্মিক বিচারের অবতারণা করিতে হইবে
না। শ্রীভগবান্ শ্রীউক্তকে লক্ষ্য করিয়া
বলিয়াছেন,—

"শৈলী মাকম্বী নৌহী লেখা।

লেখা চৈতন্যী।

যনে ময়া ম'লম্বী প্রতিমাতীত্ব স্বগা।

চলাচলোৎসাহায়া প্রতিষ্ঠা জীবনময়ী।

উদাসীনগণে নতঃ স্বরাসামুদ্রার্থনয়।

(ভাঃ ১:১২:১৩)

'লক্ষ্যম্বী, মাকম্বী, নৌহী অর্থাৎ
স্বর্ণাদিম্বী, লেখা অর্থাৎ মুচ্ছনানাদিম্বী,
লেখা অর্থাৎ পটীক-লিখিত-চৈতন্যম্বী,
সৈকতী অর্থাৎ গালুকাবী, মনোমতী, ম'লম্বী
অর্থাৎ স্বরাসামুদ্রার্থনয় ম'লম্বী—এত অষ্টবিধা
প্রতিমা শাস্ত্রোপনিষ্ট উক্ত হইয়াছে। যে উক্ত,
'চল' ও 'অচল' ভেদে 'লেখা' প্রতিমা
সমস্ত জীবের পরমাত্মা—সাক্ষ্য 'আম'ই।
'অচল' প্রতিমা'র অর্জনে 'আবাহন' ও
'বিসর্জন' নাই।

শ্রীভগবান্ শ্রীউক্তকে আরও বলিয়া-
ছেন,—

"অস্থায়্যঃ বিকল্পঃ স্যাৎ স্বজলে

তু ভগবদ্বদম্।

অপনঃ অবলোপায়ামতঃ পরিমার্জনম্।"

(ভাঃ ১:১২:১৪)

'চল' প্রতিমা'র অর্জনে আবাহন-
বিসর্জনের বৈকল্পিক বিধান হইয়াছে।
স্বজলে আপোন ও বিসর্জনে উভয় হইয়া
পাকে। 'স্বজল' ও 'লেখা' বা জীত শ্রীমন্তে
'মান' বিহীন। 'লেখা', 'লেখা' ও
'মাকম্বী' শ্রীমন্তে 'পারমার্জন' কল্পনা।

শ্রীভগবানের এত উক্ত অজ্ঞান করলে
আধুনিক যুগে গণগণ্ডলকার ব্যবহারে বৈ-
শ্বকল 'ছবি'-পূজা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা
সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও শ্রীভগবানের বাহ্যত
বাহ্য প্রাণী বলিয়াই সমাধিত হয়। এত
বিদ্যা ভগবান্ বাহ্য তাহাকে অর্জা (৭) রূপে
পূজা করিতে গেলে তাহাতে চন্দন শীতলসী
পত্রিত দেওয়া যাব না; কাবল, অর্জার সাক্ষ্য
অর্জনোপকরণের স্পর্শ করা চাই। পট
লেখা-লেখা'র শ্রীমন্তে প্রলাদ উপকরণের
সংযোগের পরিণতি পারমার্জন্য কল্পনা;
সু-রং মটোকে কাচ বঁটা বা কাচের উপর
জলাদ-সংযোগ অশাস্ত্রীয়।

অষ্টবিধ অর্জার মধ্যে 'সৈকতী' মধ্যে
শ্রীল শ্রীভগবান্-পত্নী হইয়া 'লেখা'-
ছেন,—

"এত সাক্ষ্যমানসো নতঃ শ্রীভগবান্
তদ্রূপাংকল্পনাঃ শ্রীভগবান্।" (ক্রম-
সংখ্য ১:১২:১২)

অর্থাৎ সৈকতী প্রতিমা কল্প সাক্ষ্যগণের
কল্পিত তাহা শ্রীভগবান্-পত্নী হইয়া

কেননা, ঐকান্ত্য প্রেমিক ভক্ত, ঐকান্ত্য
কল্পিত প্রেমাম্বীকে 'লেখা'র মন না
করিয়া থাকিতে পারেন না। সমাজগণের
অর্জার পথের নিত্য প্রায়শ্চিত্তের প্রতি দৃষ্টি নাই
বস্তুকণ পথের না তাহাদের কামনা তারতম্য
হয়, ততঃসমুদয় তাহাদের অর্জার পথের
সাক্ষ্য সাক্ষ্য; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ শ্রীভগবান্
বিরোধী। একক সৈকতী প্রাথম্য শ্রীভগবান্
গ্রহণ করেন না।

তৎকালে মন্তগণের শ্রীভগবান্ লেখা'
প্রতিমাকে 'পটীক-লেখা' চৈতন্যম্বী
বলিয়াছেন। অতঃপ 'লেখা' বস্তুতে
পটীক-লেখিত চিত্র-লক্ষণ 'অর্জা' বস্তু।
তাহা মুদ্রাভাসের সাহায্যে উপলব্ধ 'লেখা'
বস্তুনাথ কল্প যন্ত্রের স্রষ্টা কোন বস্তু নহে।
প্রতিমা বা শ্রীঅর্জা বা শ্রীমন্ত সাক্ষ্য ভগবৎ-
স্বকপ-বস্তু।

"প্রতিমা নহে তুমি,—সাক্ষ্য ত্রৈলোক্যময়।"
(ভাঃ ১:১২)

—এত উক্ত হইতে প্রমাণিত হয়
যে অর্জার-কাব্য বা শাস্ত্র কাব্য প্রতিমা
—'সাক্ষ্য শ্রীভগবৎস্বকপ'। শ্রীল শ্রীভগবান্
গোষ্ঠাম-পত্নী শ্রীভগবৎস্বকপ' শ্রীভগবান্-
বিস্তারের পূর্ণ স্বকপ-ভূত ও অপ্রাকৃত্য
প্রদর্শনপূর্বক বলিয়াছেন,—

"স চৈতন্যো নিত্যঃ স্বকপ-ভূতঃ
তৎকালানিবাধিত। অতঃপ বিলক্ষণময়।
জীবজগতি চৈতন্যযোগেন জীবন্ত স্বকপ-
ময়। ততঃ শ্রীভগবৎস্বকপ চৈতন্যম্বী
সদা জীবন্তবিত্ত বৈলক্ষণ্য যুক্ত নিত্যানন্দ-
চিত্রাভাসম্বীভূত চৈতন্যম্বী তাবঃ।"
(শ্রীভগবৎস্বকপ ৫০ অঃ)

পরমেশ্বরের জ্ঞানাদি যেমন নিত্য,
তৎকালানিবাধিত। শ্রীমন্ত বা আবাহন নিত্য।
অতঃপ অর্জার সমস্ত শাস্ত্রের দেহ হইতে
পরমেশ্বরের বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হইয়াছে।
শ্রীমন্তগণের (১০:৩০:৪৫ প্রোক্ত)
শ্রীভগবান্ প্রাচীন শ্রীভগবান্ বাক্যে
"শ্রীভগবান্" পদে জীবিত হইয়াও মৃত—
এ কথার ভাবার্থ্য্য এক যে, জীব-দেহে
চৈতন্যের সংযোগ হইলে, চৈতন্যের উদয়
হইয়া থাকে, নতুবা, ঐ দেহ স্বতঃ
'অচেতন' বা 'মৃত'-সদৃশ। শ্রীভগবানের
আবাহন 'চৈতন্য' স্বকপে চৈতন্যম্বী নহে অর্থাৎ
চৈতন্যের সাহায্যে জড়বস্তু চৈতন্য-ভাবাপন্ন
হইতেছে না; যেহেতু, তিনি 'চৈতন্যম্বী'
অর্থাৎ 'চৈতন্য' ভূত বাহ্যতে অপর কিছু
নাই। সাক্ষ্যমানসরূপের শ্রীভগবান্ সাক্ষ্য-
নন্দময় সাক্ষ্যম্বী নিত্যসাক্ষ্যম্বী জীবন্ত।
এই নিত্য চৈতন্যে 'বৈলক্ষণ্য' সাক্ষ্য
হইতেছে ও নিত্য আনন্দ 'চৈতন্য' শ্রীভগবান্-
মুদ্রিত 'ভজনম্বী' ও যুক্তসঙ্গ হইয়াছে।

"নিত্যম্বী বৈলক্ষণ্য সাক্ষ্যম্বী
স্বকপ-ভূত চৈতন্যম্বী পত্নীগণম্বী

সম্পাদিত মন্তে জীবের শ্রীভগবান্ গণি। রাধাকৃষ্ণ প্রেম যুগ, সেই বড় ধনী।

গত খাদ্যসকটের সমগ্র গুংপুরে ১৮৫টি
লক্ষ্যবানা স্থাপিত হয়। এই সকল লক্ষ্য-
বানার দৈনিক প্রায় ৮৮২০০ লোককে
খাওয়ান হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট খরচাতি দানে
৪২২৭০০ টাকা এবং গরু কিনিবার জন্য
অণু হিসাবে ২৫০০০ টাকা ব্যয় করিয়া-
ছেন। একমাত্র নীলফামারী মহকুমায় ৩৩,২০০
টাকা ব্যয় অণু দেওয়া হইয়াছে।

2014-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

୭୭-୭୮ଶ ସଂଖ୍ୟା

୨୦ : ପ୍ରାୟଜ୍ଞ, ମନ୍ତ୍ରି, ଦକ୍ଷିଣ ୩୮୮ ଓ ୪୯୮

— — 卍 (卐) 卍 — —

[illegible][illegible][illegible]

ଶ୍ରୀବ୍ରହ୍ମସାହିତ୍ୟ ଲେଖକ ଆର୍ତ୍ତେ, -
 ବରାଣସୀରୁ ୧୫/୧୨/୧୯୫୫
 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ବିଦ୍ୟାନ ବିହାରୀଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ
 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

ଗର୍ବଣ ନିଜଗତେର ସ୍ବପ୍ନ ସିନାଶ କରିଅଛି
 ଓ କଳ ୧୨ ନାଆଁକାଳିଆ ଧାଁକଳା ଯେ ଜଣ
 ସିହାନ ଧନପଥ, ହୋଇ ଧନୁ କବ କୁଲୁଗାମର
 ନାବ ନିଶ ୦ ନାବେ କାରା । ମଝି ଶାନ୍ତମୁଖ
 ଗୋ ନକ୍ଷା କ'ର ଅ ଧନା ନା କ'ର ।

[illegible][illegible]

নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, স্রীমদ্ভগবৎ
 গীতারূপক অক্ষি স্পর্শন করিয়া থাকেন ।
 স্রীমৎ রামকৃষ্ণ 'হৃদয়' নামে ক'রত ।
 স্রীমৎ ভগবৎ পুস্তক স্রী রামকৃষ্ণ 'হৃদয়'
 নামে স্থল অথবা 'সুখ' অক্ষর
 যদ্বারা স্রীমদ্ভগবৎ-গীতারূপক । 'হৃদয়'
 নন ।

— ۰۰۰۰ —

[illegible]

সকলপাশ্চাত্ত মনকে নিঃশব্দ করায় কথা বলিয়া-
ছেন। যখনই ভগবৎসেবা জালিয়া
যাই, তখনই আমরা স্বরূপাশ্রয় ত্যাগ করিয়া
কলগে পতিত হই। যখন সাধুসকলপাশ্চ
আমরা আশ্রয় বা স্বরূপ তত অধীনে
আমাদের স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই
আমরা কৃষ্ণসেবার পাত্র হইতে পারি। তখন
আমাদের পদচারণার পটীত কখনও 'লিপ্সু
হয় এবং আমরা বিষয়ভোগকে কৃষ্ণসম্মুখে
নিষ্কৃত করিবার দৌত্য্য পাঠ। তখন
আমরা নিজেকে কৃষ্ণনাম বলিয়া বুঝিতে পারি
এবং জগৎকে সকল সময়ে ভগবানের
সেবোপকরণ বলিয়া জানিতে পারি। সাধু
সকল-যাতে আমরা জড়ীভূতমান পারিত্যাগ
পূর্বক শ্রীভগবানের শ্রীপাদপাশ্চ উপনীত
হইতে পারি। দেহমন জড়োশ্রয় সাহায্যে
জড়ভোতা। আশ্রয় জড়োশ্রয় নাহি, উহা
চিদাশ্রয়ের দ্বারা ক্রকোশ্রয়তর্পণ দ্বারা কৃষ্ণদাস।
উত্তমস্বপ্নঃ জীব চিত্র য আঁচছাওঁও
মহাবিশ্বেদানে অপরিত। চিত্তান্তির আশ্রয়ে
চিত্তবদ্যে কৃষ্ণসেবাস্থলাভে যোগ্যতা
জীবের আছে; আবার আঁচছাওঁ বা মায়া
শক্তির ভাঙ-অভিমানে বলাবহাদ্র ব্রহ্মাওঁ
কন্দের নাগরদোলায় কখনও স্বর্ণে, কখনও
নরকে প্রবণ করিবার অংকরওঁ ভাঙার
আছে। মুক্ত অবস্থা আর বিচ্ছিন্ন নহে,
স্বরূপ অবশ্রুত হইয়া সঙ্কোশ্রয়ে আত্মকৃপা
কৃত প্রলীলন। বলাবহাদ্র আশ্রয় মায়াব দাস
তত্বা বলাবহাদ্রঃ কপলসাদি পাচটি বিষয়-
ভোগে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু জগৎ
নিবৃত্তির স্থল নাহি। জগতে যে স্থলের
অভিমান প্রমাণ। তাহা হইবে 'নামাশ্রয়-
মায়া। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারবশতঃ
আমাদের এই দুর্দিশা খটিয়াছে। সাধুসকল-
পাশ্চ যখন জীব জাগ্রত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের
সেবার যে ভাবের স্বরূপের নিত্যস্বর্ণ, তাহা
দ্রাব্যে পরিণত। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমদ্রাশ্রু
কর্তব্য প্রদান করিয়া তাহাদের মননের
এক শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনের বাগম্বা করিয়া-
ছেন। প্রদানপ্ৰদানীত তত্বা বলাবহাদ্র
সকলস্বপ্নস্বরূপ হইয়া, নিজে অমানী ও সকলকে
যদ্যপ্যবশ্য প্রদান দিয়া সকল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
কর্তব্য জীবের ককমার প্রেরণ। যাঁহারা
প্রদানপ্রদ লাত করিতে চান, তাঁহারা
উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামস-কীর্তন করিবেন। এই
শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, ইহা জাগতিক
সম্পদ নহে। জড়জন জীবকে জড়জ্ঞান ও
জড়জন দিতে পারে, কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণনাম
দিতে পারে না। কিন্তু লজ্জাক্ষ শ্রীকৃষ্ণনাম
আরাধনাকে কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে
পারেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের সুববেশ
সুখ হয়। শ্রীকৃষ্ণের নাম, স্বরূপ ও বৈগ্রহ
শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। যেকাল পর্যন্ত
দেহাভিনিবেশ থাকে, সেকাল পর্যন্ত শুদ্ধ-
কৃষ্ণকীর্তন হয় না। সাধুসকলপাশ্চ সত্যকৃ-

[illegible][illegible]

অালৈখ্য ও আমুদ্রা

(2)

[illegible]

তাহারে সে বনি ধর্ম কর্তা সদাচার। তাহারে সে শ্রীতি জন্মে সন্নত সবার

১৯৪৩ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে
১২ মাসের জন্য এই অর্থ-সাহায্য মনু্য করা
হইয়াছে।

ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সমস্ত সবার।

১৯৭৭ খ্রিঃ { ৩ ত্রিবিধম পৌরান ৪০৮ : ২৮শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫১ ১১ই মে ইং ১৯৪৪ বৃহস্পতিবার } ৩৭-৩৮শ সংখ্যা।

દૈનિક બપોર-પ્રકાશ

৩. ত্রিবিজ্ঞান আ'ল্‌ কারমোদশাহী মোঃ হাক ৪৫৮

আগে প্রণিপাত কর

— — (●) — —

আমি নিভািত অযোগ্য হইলেও আমার
নিভািবন অঙ্গনকান করা বিশেষ আবশ্যক।
সেই ভিনবিটি ভগবদঙ্গনকান ও ভগবৎ-
সাক্ষ্যকার। আমি পতিত, পামর ও
সপ্নাবধে অযোগ্য হইলেও আমার অঙ্গনক
ককককককককককক নিভা কৃত। সাধু
মুখে শুনরাছ, যাহার যে-পরিমাণ অযোগ্যতা,
ভািহাও ঐতি ভিতগবানেই সেই-পারমাণে
ককণা বহিত হয়। উহাও আমার ভায় দীন
দুঃখী, দুঃগত, অপরাধী ও পাপীও একমাত্র
ভরসা। ঐশ্বরকগোবিন্দের কৃপার কৃপনা
নাই, এই কথা বখন স্মৃতিপথে আসে, তখন
পাপাণসঙ্গ এই ক্রিতাপতলু জনরও শীতল
হয়। আমার ভায় পাপাত্মার দ্বারা সাগর
ঐশ্বরকগোবিন্দের অমাবায় কৃপা বাতীত অত-
কোন উপায় নাই। যেহেতু বা প্রীতি-
সেবার কৃপালোভের উপায়, কিন্তু আমার
দ্বারে যেহেপ্রীতির পেশ বা গন্ধমাত্র নাহি,
তথাপি অমোঘদনী মহাকৃপালু-শরোমণি
ঐশ্বরকগোবিন্দ এ পতিতাবস্থকে নিজন্তে
কৃপা করন উহাও ভািহাদের ঐশ্বরককমলে
অপরাধের সাক্ষ্য প্রার্থনা।

ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ । ପାଠେ ହେଲେ କୁଶାଢ଼ି
 ସୁଖ । କୁଶା ଛାଡ଼ି ମାଃ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

সেই কৃপার মুক্তি। শুভরাত্রী শ্রীকৃষ্ণাদপণ
আশ্রয় করা বাতীত দুঃখী নীরব সুখী হস্তার
—সেটা পাটবার অল্প কোন উপায় নাই।
পরমারাধাত্ম শ্রীশ্রী প্রভুপাদও বলিয়াছেন,
—“বাস্তবতঃ ভগবৎ কৰ্মস্বয়ং হুয়, যখনই
আমরা শ্রীকৃষ্ণাদপণ আশ্রয় করি।
শ্রীকৃষ্ণাদপণ তগবন্তের অগ্রীণী।
শ্রীকৃষ্ণদেব শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি।
শ্রীকৃষ্ণাদপণের আশ্রয়গ্রহণ করিলে আমি
নিশ্চয়, নির্ভয় ও অপেক্ষা ছেঁতে পারি।
যদি আমরা নিকটটে প্রাণত্যাগী আত্মার
প্রার্থী হই, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণাদপণ
অমরায় সর্বাধিক মঙ্গল দান করেন। সু-রাত্র
আশ্রিতের কত আশা-ভরসা! শ্রীকৃষ্ণাদপণ
দয়ার সাগর। তাঁহার দয়ামিহুর একাধ
আমাদিগকে আনন্দসাগরে মগ্ন করিতে পারে।
কৃষ্ণ হস্ত দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরাভয়প্রদ
বাণ্যপ্রটোকে দান করেন। বাত্যানর কপালের
জোর আছে, তাঁহারি এত সুখ্যাতি পান।
যদি যুদ্ধযাত্রার পরাগণ্ড জন, তাঁহার নিকট
তদুপযোগী শ্রীকৃষ্ণাদপণ উপস্থিত জন।
শ্রীকৃষ্ণাদপণদর্শন না হ'লে শ্রীকৃষ্ণসেবা
হয় না। যদি কেহ বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণাদ-
পণকে আশ্রয় করেন, আর যদি নরকক্ষেপে
করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নরকপাশ
হইবে—কৃষ্ণবিষয়ে দিব্যজ্ঞান দীক্ষা লাভ
হইবে। কিন্তু আমি আশ্রয় না করলে আর
কি হইবে? আমাকে আশ্রয় পরে
হইবে—প্রাণপাত করিতে হ'বে—নমস্কার
করিতে হইবে। এত নমস্কারের পথটুকি স্বাক্ষর
অর্থাৎ কণ্ঠটা পাড়া। সুদুঃস্বপ্ন শ্রীকৃষ্ণ-
বিগলিত বাস্তব যিনি কাল পাতাখা প্রদ
করেন, তাঁহারই মঙ্গল হয়। ভগবানের
চক্ষুক্রমে সুদুঃস্বপ্ন লাভ হয়। ভগবানের
দয়া লাভের সব হয়। তাঁহার দয়া না

চট্টলে আমার শতচোরাবাগিও কিছু হটেবে
না। তাঁতার দখল মূল জিনিস। যদি
স্বদেশের মধ্যে 'নন্দপট' আঁকি থাকে, যদি
তাঁতারের সঙ্গে লড়া চাট, তাহা হলে
নিশ্চয়ই তাহার দখল লাভ হয়। যতক্ষণ অল্প
বুঝি থাকে, ততক্ষণই হঠাৎস্বাধীনতা
'অ'মানে সর্বনাশ হয়। যদি নিতান্তই সাধু-
সুন্দর চরণে থাকে, তাহা হলে আমরা
দেখানেক পারি না কেন, আমাদের সেবাযুক্ত
বুঝি লাভ করিলে। মূল মালিকের উপর
নির্ভর করিলেই সকল মঙ্গল। আমরা যে
যতটা, যতক্ষণ অশরণাগত, সে ততটা, ততক্ষণ
অমঙ্গলকে আগ্রহন করিয়া রাখিয়াছে। যে-
মুহুর্তে আমরা শরণাগত, সেট মুহুর্তেই মঙ্গল
আমাদের হস্তমলক। ঐক্যের আদর্শগত
অগতঃ ক্রোশ দিতে আনন্দ নাই, আমরা
নিজের কতৃৎই অমঙ্গল ও ক্রোশ বরণ
করাছি। তাহাদের মঙ্গলময়ী বর্ণিত
প্রকা হইলে আমাদের কতৃৎস্বাভিমান 'সুখ'ও
হটেবে। প্রোতগৃহ্যের পূর্ণাঙ্গগতই মঙ্গল
লাভের একমাত্র উপায়।"

নিত্যসকলপাতে ঐতগবান্ ও কপাট
 মূখ্য। অগবৎসেবাশুখ না হইলে সেবা
 পাওয়া যায় না - কপাটখারী না হইলে
 কপাটিলে না। দাত্তপ্রাপ্তিই কপাট।
 সেবাদানই কপাতান। সেবাপ্রাপ্তিই কপা
 প্রাপ্ত। সেবোদ্ভূতই কপোদ্ভূত। সেবা-
 তখারীই কপাটখারী। কপাটখারী
 অকঙ্কন তপাদাপ শ্রমীচ। ব্রহ্মসেবাধারা
 কপা সতজলতা হয়। বিমুক্ত উদ্ভূত
 কবিতার যত্ন করিলে অজিহ্মেণ পূর্ণ পদ
 জন। বাহার্য্য দীপকনাথে জীবকে
 আকৃষ্ট করেন, তাঁহাদের ভায় বাক্য
 ও উপকারী এ জগতে আর কেহ নাই।
 ঐহিকজীবনের দ্বারা জীবের মৃত্যু হয়।

কবিবার প্রযুক্তি উদ্ভিত না হইলে কলকল্পা
হয় না। যে বাণিজ্য বা অজ্ঞ, তাহার
ঐত্তরবৈধবতগগানের পাত্ত পরবর্জ। সেহ
অজ্ঞ সে প্রবর্তবৈধবের সঙ্গে আত্মী
করার আশ্রয়কতা বিন করে না। য
কল্পকে ও কার্যকে আশ্রয়কতা করে না।
ভার্যকে আশ্রয়কতা করাইবার যে ভেদ।
তাঁহা কীদন্তম করলেও কল্প কলা
করিবেন। অগবৃত্তের কলাধারাট ভগবানকে
লাভ করা যায়। অতএব কলা ও ভগবান
মুখা। ভগবদন্ত আত্মার লক্ষ্য চহলেও
অগবৃত্তের কলা ব্যতীত ভগবানের সেবা
প্রাপ্ত সম্ভবপর নহে। সেগোমুখতা চহলেও
সেহ কলা অবতীর্ণ হন। কলাও কল্প
গয়গায়ুগ বাস্তব কলাও সফল। সম
সম্পর্ক লাগে। সেগোমুখতা উদ্ভিত করলেও
নিভাবিত ভগবৎকলা উপলব্ধ করা যায়।
সেগোমুখ বাস্তব ভগবৎকলায় 'সাক্ষাৎ
করিয়া থাকেন। সেহকল্প সাধু-পথ
প্রাপ্ত করিতে বলিয়াছেন, সেগোমুখ
কর্তে উপদেশ 'সদ্বাচন—নমস্কাং বা পদ
কর্তে বলিয়াছেন, প্রোতপন, কর্ণের পন,
পলগাত্তর পথ বা প্রদাস্তর পলক
একত্র অমৃত পথ জানিয়াছেন। অহং
ভগবান গুরুগোত্র পলগাত্তর,—

ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୋପଦେଶ ପାଠିଆୟେ ମେଳଣ ।
 ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୋପଦେଶ ପାଠିଆୟେ ମେଳଣ ।
 (୫ ୬୭)

তুমি শুভসমী সন্ম গী
 লসিক-দণ্ড-৯-নমস্কার ক
 ভাবে সোণাকর সন্ম কাবে
 ৭ গী সন্মাস কবে : তাঁহারা প্রামাণিক আন
 উ যেন কারেনে ।

৩১ জুন ১৯৬০ খ্রিঃ সপ্তাহঃ ২৫
 ৩১ জুন ১৯৬০ খ্রিঃ সপ্তাহঃ ২৫

[illegible][illegible]

পুনঃ পুনঃ পরিচালিত হইল। কেবল কোভুতল
 নিবৃত্তকরণ মানসিক বাহ্যিক বা স্বাভাবিক
 উদ্বেগ-ভয়মুক্ত। অতএব প্রথমে প্রাণপাত
 বা অস্থান-গমন কর। শিশু কহয়। অতঃপর
 প্রাণ ও কৌটল কারণে থাক, বাহ্যিক
 মনোরম দর্শন মিলবে। এতদ্ব্যতীত অত-
 প্রসন্ন ও অন্যান্যদ্বারা অত কোন বস্তা
 নাই।

କ୍ରିଚ୍ଚନସାହା

১৯৩২ চৈশাখ, ১৩৫৭ হিজলি অক্ষয়
 তৃতীয়া দিৱস হতে শ্রীপুৰুষোত্তমকোষে
 শ্রীজগদ্বাখ্যদেৱৰ বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনদেৱ
 শ্রীচন্দনমাধৱা অৱন্ত ৩৫৭৬ ছাতি
 বসন্তে ৭৭৭৭ মাগেৰ শুক্লাক্ষয় অক্ষয়
 তৃতীয়া হতে মাসাধিককাল অথবা জ্যৈষ্ঠ
 মাসেৰ শুক্লাক্ষয় পৰ্যন্ত ৬৬ শ্রীচন্দনমাধৱা
 অক্ষতি ৩৬৭। শ্রীমদনমোহনদেৱ বিমানমোহন
 শ্রীমদেৱশ্রীগোৱৰেৰ শুক্লাধিক কলেন
 পাৰ্শ্বমন্ত্ৰ কৰেকল্পনে তাহাৰ ভোগ হয়।
 শ্রীমদেৱশ্রীগোৱৰেৰ অৰ্ঘ্যত ৩ শ্রীমদন
 চন্দনমাধৱাযোগে তাহাৰ দান ৩ মোহন
 ৭৭৭৭ হতে থাকে। তাৰেত অক্ষয়দান
 যাহাদেৱ শ্রীমদেৱশ্রীগোৱৰ হতে শ্রীমদন
 ৭৭৭৭৭৭ ৭৭৭৭

[illegible]

“ईशानं चैव सदाचारं च भगवत्प्राप्तिरुपमा ।
 श्रीगुरुः सारं तत्त्वज्ञानं सारं तत्त्वज्ञानं
 ईशानं चैव सदाचारं च भगवत्प्राप्तिरुपमा ॥”

শ্রীমদাচার্য্য নানন্দকৃষ্ণকৃত্যৈকবংশয়া-
 ছিলেন, - "এ নৃপতি! তুমি আমার শাক
 যেক। অকারণ অত্যাচার করে আম
 জত দায়ে। শ্রম, ও পলা পড়া যান কৈ
 শোণোপকরণ গ্রাণি কারয়া'ছেন, আম
 তোমার সেই অনুগ্রহে আকৃষ্ট হইয়া তোমার
 নাকট যানিত্ত হইয়া'ছ এবং তোমাকে

আমার প্রতি পরমশ্রাবনী তত্ত্বি বসবস্তু
 প্রদান করিতেছে। আমি এসজা করিয়া
 বলিতেছি, 'এই প্রাসাদ ভূমিগত হইলে
 আমি কদাচ এখানে পরিভ্রমণ করিব না।
 অতএব তুমি আমার নিম্নোক্ত আমায়
 পূজার সুযোগস্থা কর। ইহাতে তোমার
 তত্ত্বি অগতিগত। এবং তোমার বৈজ্ঞানী-
 শাস্ত্র অশ্রাবণ হইবে। অনন্তরাল জগতে
 বিরাটপ্রত্যয়কবে। আমি প্রৈষ্ঠ পুণিমা
 অবতীর্ণ হইয়াছি, সুতরাং এই দিবস আমার
 পবিত্র জন্মদিন। সেইদিন আমার মহামান
 ও পুণ্যাদ কারণ। পঞ্চদশ দিবস পবিত্র
 আমার প্রান্সর বন্ধু প্রাপ্তি। পুনরায়
 আমতা শুক্র একাদশী তিথিতে আমার শ্রবণ,
 শ্রবণ পুণিমাতে বারো সব, তাত্র শুক্র
 একাদশীতে আমার পার্শ্বপরিবর্তন, কাঠিকী
 শুক্র একাদশীতে আমার উত্থান, অগ্রহায়ণী
 শুক্র মধ্যাহ্নে শ্রবণ, পৌষ পুণিমাতে
 পুণ্যাদ শেষক, উত্তরাংশমকর-সংক্রান্তিতে
 মাঘে মঙ্গল, ফাল্গুন পুণিমা তিথিতে চৈত্র-
 উৎসব, চৈত্র শুক্র চতুর্দশীতে মকর-
 এবং মৈশ্বরী তৃতীয়া চন্দ্রাংশে মহা-
 মহোৎসব ব্যবসায়িত্ব অন্তর্ধান করিল।

নৈশাধ্যাক্ষিণিঃ পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা ।
 তত্র মাঃ শোণপ্রেদক্ষয়ঃ নৈরতি শোভনম্ ।
 (স্বল্পপূরণ উৎকলখণ্ড ১২মঃ)

অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়
তৃতীয়া নাম্না : তা'বে শুদ্ধ অষ্টমী দ্বারা আমার
অবসান করবে।

শ্রী ভগবান্ একমাত্র ভোক্তা, আর
আমরা সকলেই ভগবদ্ভোগী। জগতের সমস্ত
'প্রদত্ত' ভগবানের ভোগ। তাঁরই জীবের
নাচ বা ভোগবুদ্ধি করা উচিত নহে। জগত
আমার ভোগ। আমি ভোগী হবার
অঙ্গদর্শন। এই অঙ্গদর্শনে আমাদের এখন
হয়। আমরা নিজেরা মাংসাদি লভন, এত
বিচারটি বিশ্বদর্শনের বিচার। তত্বের সংসার
নাচ হয়। জীবের বক্রাস্থিতে একত্র
শেষে আশ্রয় বা ভোগবুদ্ধি হয়। দ্বি-
জ্ঞানের উদয় ও প্রসারিত হয়। আমি
সকলই ভগবদ্ভোগী। এই বিচার বিশ্বত
ইহা ভোগ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কারণে গেল
জীবের মনোনাচ হয়। আনন্দ উদয় ও
দুঃখ। শ্রী ভগবান্ একমাত্র দ্রষ্টা। প্রত্যেক
নাচের লভন বা বিচার বস্তুসমূহকে ভেদ
সামান্য বিচার বরণ করত মঙ্গলজনক
লভনের উদয়। কৃষ্ণ প্রদর্শন, তাঁর
সকল কারণ বস্তু লভন করিলে ভগবান্।
যদিও আমরা ভক্তের বিচার অঙ্গদর্শন
কর। পাশ্চাত্য, মাণ্ডুকার-কারণ যেন
আনন্দ বোধ করেন। একমাত্র এতট
টোপ বা বড়ী, সেটা দূর হলে আর নিজে
এই টোপ গিলবার বা অপেক্ষে এই টোপ
গিলার চেষ্টা থাকে না, পরমেশ্বরের
সেবার কথা হয়। তখন বিশ্বের সমস্ত

ভাষারে যে বনি ধর্ম কর্ম সদাচার।

বৈধরে সে প্রতি জনো সম্মত সবার

सम्पन्नं नये जीवेत् । नृसम्पत्तिं गति । नाना कृतेषु च यत्नं वारं नैव नृपना ॥

শ্রীধাম-মাতাপুত্র নন্দাভ্যে কালক্রিটিং ওজার্কস্ হইতে শ্রী.ননাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-শাস্ত্রী সম্পাদিত
শ্রী.নন্দা-বিশেষ ভক্তি-শাস্ত্রী বঙ্গ-ভাষায় ও প্রকাশিত।

महायु कन्याभक्तवत्सल

ਸ਼ਿਨ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਨਿਰਾਜਾ।

ବିଚିତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରା କଳାପାଠକମଣ୍ଡଳ

ଶ୍ରୀ 'ନବିଧନ'-ଆୟତ୍ତ କାଷ୍ଠ-

ମହା ପାଦାବି • ଚଟସାଢ଼େନ ।

ଡ଼ି. ସମ୍ବଳା କା. ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ

ବିଭାଗୀୟ ।

साक्षिदान-

निर्वाणपौनः प्रोक्तं नृप

ମୋ: ଶ୍ରୀମାଧାପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ।

ଦୈନିକ

नदिया-प्रकाश
THE DAILY NADIA PRAKASH

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচলিত নদিয়া জেলার একমাত্র দৈনিক 'সুখপত্র'

मसुदेकीसुतम्

NOT

श्रीम गणेशाय नमः कवि.

निर्देशक अक्षय कुमार

ସ୍ଥଳ, ଜଳ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି

ଅନ୍ତର୍ଗତ. ଚିହ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଗତ

ଆଜିର ଏ ଦିବସ ଯଶୀମତ

ନୂନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାନ୍ତ ।

ଆମ୍ଭଙ୍କ—

જો.ગાંધીજી - ગ્રામનિજ

ମୋ: ସ୍ୱାଧୀନତା ପତାକା

2014

৫ ত্রিবিজ্ঞান গৌরানন্দ ৫৭৮

দেশ বৈশাখ

1993

•

5-12

શ્રીમદભગવાદગીતાના અવલોકન:

ଦୈନିକ ବନ୍ଦୀୟା-ପ୍ରକାଶ

৫ জিনিফর অ-১৮ কীলোমিটার দূরত্বে ৪৫৮

শ্রীধামবাস ও প্রজন্ম

— — :: (: • :) :: — —

শ্রীধাম সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। শ্রীভগবানের
বহুৰূপস্বরূপের সাক্ষীভূতির পরিণতিতে শ্রীধাম।
সাক্ষীশক্তিমানদ্বৈত শ্রীনিভ্যানক প্রভু
শ্রীধামরূপে কাব্যবস্তুর করিষা অল্পকণ
সৌন্দর্য্যোৎকর্ষের সেবা করেন। শ্রীধাম
ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু — শ্রীভগবানের জ্ঞান অগত
ও বহুত্ব। শ্রীধাম যন্তু না বাপা নহেন।
শ্রীভগবান্ যেরূপ বাপক, ভগবদাত্মর শ্রীধামও
তদ্রূপ বাপক বা পিতৃবস্তু। শ্রীধাম
শ্রীভগবানের এক বা বৈভব। শ্রীধামকে
ভগবানের বৈভব বলিয়া জ্ঞান করিয়া নিত্যকে
শ্রীধামের ভোক্তা বা দ্রষ্টা মনে না করিয়া
শ্রীধামের অঙ্গুষ্ঠ অর্থাৎ ভোগ্য বা দৃশ্য
অর্থাৎ শ্রীধামের মূল জ্ঞান করিয়া শ্রীধামের ও
শ্রীধামসৌরূপী কৃপাভিখ্যাতি কহিতে পারিলে
শ্রীধামাস হইবে। এতরূপ প্রকার সত্য
শ্রীধামে বাস করিতে কহবে। শ্রীধামের কৃমি,
কল, বায়ুবাটা যদি ভেড়েন্দ্রের পোষণ
করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে শ্রীধামকে
ভগবৎস্বরূপ জ্ঞান করা হইল না। শ্রীধাম
ভোগ্যভীত বা অগাঙ্কিত বস্তু। এর অগাঙ্কিত-
বুদ্ধিতে শ্রীধামে বাস করিলে মঙ্গল কহবে,
প্রজা অপবা কঠির সত্য শ্রীধাম বা
শ্রীধামকে অগাঙ্কিতানে ভবার অগাঙ্কিত
কহিলে শ্রীধামাস বা শ্রীধামের বাস কহবে।

দৈন্ত ও আর্দ্রসজ্জাকারে ঈধামে বাস করিতে
হইবে। পরোক্ষসংসার, পরোক্ষ, পর-
নিষ্ঠা, বিষয়কথা, সংসারের কথা, দেহের কথা
বা কলহ পঙ্কতি লহয়া থাকিলে ঈধাম
বাস হইবে না। ধামাপরাধ হইবে। ঈধাম-
বাস ও ধামাপরাধ এক নহে। ধামাপরাধের
ফল—অ'নন্ডা সংসার, আর ঈধামবাসের ফল
—ঐক্যের সংসার বা ঐক্যগোষ্ঠীকে
প্রীতি। ঈধাম সেবাগত। সেবাক্রিয়াবলে
তথায় বাস সম্ভব। ভোগী বা ভোগী ঈধামে
বাস করিতে পারে না। স্ব-মুখবাহা লইয়া
কেহ ঈধামে বাস করিতে পারে না। দীন
বা অকিঞ্চন না হইলে ঈধামে বাস হয় না।
আমার ভোগ্য কিছু আছে, এই বুদ্ধি
থাকিলে ঈধামে বাস হয় না। অকিঞ্চনেরই
ঈধামবাস হয়। কারণ, ভোগ্য ভোগ্য-
তর্পণসূহ্য নাই। তিনি সপেক্ষহীনকে ঈধামের
সেবার নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি ভোগ
বৃদ্ধ থাকে, তবে ঈধামবাসের অভিনয়ে
গ্রামবাস হয়। ঈধাম সেবাগত, কাহারও
ভোগ্যগত নহেন। ঈধামের তৃণ, জল,
লতা, কীট, পতঙ্গ পঙ্কতি সকলই আমার
নমস্কৃত। এহ ঈধামের তৃণ জলানিহ ও দাস-
পাখী ও কৃপাতিষ্ঠা করিয়া নিজের
অযোগ্যতার জন্য নিজেতে দিকার দিতে
হইবে। দৈন্ত, আর্দ্র বাতীত—নিজেকে
সমীপে রাখা অর্থ, অযোগ্য ও পতন বর্জন
উপলব্ধ না হইলে ঈধামবাস হইতে পারে
না। ঈধামের তপস আভাসেও মঙ্গল হয়।
ভোগ্যবাতীত বস্তু ঈধামকে জল, মাটি,
কাণা মনে করিয়া যেন ভোগ্যেতে কড়বু'দ না
হয়। এ বিষয়ে আমাদের জাতোকেই সতর্ক
যাচা করকার। কুটিল বা কণ্টিকে ঈধাম
হান হেন না। অজ্ঞ, সহ-ব্যাক্ত
ঈধামের খাবাখ্য গুনিতে গুনিতে প্রকানু
হইয়া ঈধামে বাস করিতে পারেন

শ্রীগৌরধাম সাক্ষাৎ শ্রীগৌর। শ্রীগৌর-
ধাম অস্তিত্ব শ্রীগৌলোক-বন্দনেন। শ্রীগৌর-
ধাম মাটির সঞ্চিত স্পন্দযুক্ত পাকিয়াও
মাটি নহেন। শ্রীধাম অমোঘ। শ্রীধাম
বিশেষণ জীবের মত। না ভোগা নহেন।
জড়জগতের সাহায্যে। শ্রীধামবাস হয় না।
সেবোদ্ভূত হৈল্লের শ্রীধামদর্শন ও শ্রীধামবাস
হয়। শ্রীধামকে মাথা যায় না, শ্রীধাম
তুবীয়নন্ত। শ্রীগৌরধাম মজাননানা, তাঁতার
দ্বারা তুলনা নাই। অকিঞ্চন দীন-দীন-
কালান হইলেই শ্রীধাম আমাদিগকে নিজের
দেখাইবেন। শ্রীধামের প্রত্যেক অঙ্গ—
আমাদিগকে দয়া করিবার জন্য প্রস্তুত
এখানকার তুল, গুণ, ধ্বনি, কীট, পতঙ্গ
প্রভৃতি সমস্তই বিশালভরগম্য শ্রীগৌর
স্বাক্ষরের বিশালভূমিনীর সৃষ্টিকারক।
অপ্রাকৃত শ্রীধামের অপ্রাকৃত হইলেই সাহায্য
অপ্রাকৃত বরূপ দেখান। পুরুষাভিমানীর
নিকট শ্রীধাম ভড় বা প্রাকৃত বস্তু মনে
হইলেও শ্রীধাম প্রাকৃত বস্তু নহেন, শ্রীধাম
অখোক্ষ বস্তু। শ্রীধামকে মনোহোত্রে
আশ্রয় কারণেই শ্রীধামের রূপা হয়।
শ্রীধামের সবই ভগবৎসেবোপকরণ। এত
সকলে ভোগদর্শনের পরিবর্তে সেবাদর্শনের
আশ্রয়। শ্রীধামের বস্তুগুলি আমার
দর্শনোন্মুখ ও মনের তৃপ্তিদান করবে—
এই বিচার হইলে অস্বীকার। তাঁহার
প্রাণাশয়ের শ্রীগৌরস্বাক্ষরের চাক্ষুঃতৃপ্তিদান
কারণে, তাঁহার সেবোপকরণ এবং বিচার
হইলে সেবার সেবোপকরণসমূহও আমাদের
লেনা এত আকার বিচার হইবে। শ্রীধার-
কথার শ্রবণ, চীন্তন ও অরণে নৈরন্তর্য্য না
থাকিলে ভোগবিচার আমাদিগকে গ্রহণ
করিবে। আমরা প্রকল্পে মসৃণ হইয়া
শ্রীধামবাসের বিচার চারিত্র্য; গ্রাম্যাস
করিয়া বসি, নানা অস্বীকার পড়ি।

[illegible]

পরমাধিপত্যম্ শ্রীশ্রীশ্রী হৃদয়পাদ ব'লয়া'।
 ছিন্—“সেবা শুদ্ধ একমাত্র ভা'বান্ হ'লীয়া
 লক্ষণ। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা ক'লেফ
 আত্মদের গুণপ্রত্যয় কন' হ'লে। কিছু
 শ্রীমদ্ভাগবত'এক কৃষ্ণায়ার ম'জ্ঞানগণের
 'ব'রাহসারে 'শ্রী' (৭) হ'ল।
 প'ড়িয়া ম'ল্লসেবকগণকে সেবক শুদ্ধগণ।
 প'ল্লগ ও করেন, তবে মোট 'সেবা'ভুক্তগণ
 শ্রীমদ্ভাগবত' পারদে 'বৈকুণ্ঠের সেবা'ও
 হ'ল। প'ড়িলেন। একসেবার জ'ই 'সেবা'।
 প'ল্ল, শুভ্রাং হ'ল ও ভগবান্ 'সেবা'
 ব'লীয়া 'সেবা'দের নিকট 'সেবা' শুভ্রাং
 'সেবা'এক 'সেবা'দের কা'যে 'সেবা'।

সবার জীবন কৃষ্ণ জমক সবার। ছেন কৃষ্ণ যে না ছাড়ে সর্ব বার্থ তার ॥

[illegible]

এখানে এদিকেই দর্শননাথের কীর্তন
 ০-০-০০। পুস্তকটি পাঠের মাধ্যমে
 কোথাও? তত্ত্বের এই যে অক্ষতনে
 মহাভাগ। ঐ অক্ষত দর্শনকেই কীর্তন
 না। দর্শনকেই দর্শন করিয়া
 বোঝানো। এ বোঝানোর মূল্য কীর্তন
 বোধেরই হয় না। কিন্তু এ বোধের
 দর্শন দর্শনে যেভাবে দর্শনোদয় বা দর্শন
 পুষ্টি হয়। মহাভাগেরই যিৎ
 দর্শন নিরাকার দর্শন করান, তবেই তাহার
 দর্শনে জীবের যুগে কীর্তনের উদয় হয়,
 মহাভাগকে প্রণয়ন পুষ্টির দ্বারা যে
 দর্শন হয়, তৎকালে জীবের জীবিত প্রকৃত
 কীর্তন। কীর্তনকেই কীর্তন, নতুন কীর্তন
 অক্ষত। আমরা প্রকৃত কীর্তনকেই কীর্তন
 কীর্তনকেই দর্শন করিতে যাই, তাহা

যৎকিঞ্চিৎ

ସାନ ହରିନାମ କରେନ, ଗିନ ଅଙ୍ଗାଗତ ।
 ଅଙ୍ଗାଗତେର ଅନ୍ତେର ହାସ କବୁ-ଆତ୍ମାନ
 ନାତ । ଅଙ୍ଗାଗତେର ଦେବ ଗଢ଼ା ନ ଏବଂ

ଆମା ସମ୍ମତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାନ୍ୟତା-
ପ୍ରାପ୍ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କର୍ମାନ୍ତରାମ୍ଭ : ଦ୍ଵାରା :

ବିଧାନେ ମେ ଶ୍ରୀତି ଅସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଦାଧର ।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের ঐক্য সম্পত্তি গতি। ইচ্ছাকৃত প্রেম, যার, সেই বড় ধনী।

প্রা...সাহেব মৃত্তলবী আবুল কাসেমের
মৃত্যুতে বকীদ ব্যবস্থাপক সভার বে সনত্তপণ
মৃত্ত হওয়াছিল, তাহা পুরপুর জ্ঞাত গত ২১শে
এপ্রিল শুক্রবার পরিষদগৃহে বকীর ব্যবস্থা-
পায়নের সনত্তপণের ভোট গৃহীত হয়।
মোসলেম-লীগ প্রেনোদিত কারী ৭; মহাম্মদ
হাবিবুল্লাহ চৌধুরী ১০৩ ভোট পাঠাইয়া
ব্যবস্থাপক সভার সমস্ত সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেন।
উহার প্রতিবাদী নজরাং ডাক কে. জি. এম.
ফারুকী ১০৩ ভোট পাঠাইয়াছেন।

ଶ୍ରୀରାମ-ବାହାଧୁର ଗୌରୀପ୍ରକାଶ ତ୍ରିବିଂ ଶ୍ରୀରାମ ହରିଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟୋନିମାଳ ଯନ୍ତ୍ରାପାଞ୍ଚାୟ ଉଦ୍ଧୃତ ଗୁଣାଦିତ
 ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରପଦ୍ମ ଉଦ୍ଧୃତାଦି କବି କୁଞ୍ଜିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

সভাপতি কল্যাণকর

শ্রী ১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র নতুন প্রচলিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সম্পাদক

শ্রী ১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

১০০০/১০০০

শ্রী ১০০০/১০০০

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০০০/১০০০

বৃহৎমুদ্র ও জীবন্তচিত্র

১০০০/১০০০

সংকীর্ণনিতা শ্রীমতী প্রভু... কীর্তনগঠনের কাজ মুদ্রণের সহায়তা করেন।

কেবল সেটাই নয় বা তৎপারিপার্শ্বিক কল্পনা... প্রকাশের মুদ্রণের সহায়তা করেন।

চন্দ্র' নামেরা ছন্দ। আধুনিক 'চন্দ্র' নামেরা... প্রকাশের মুদ্রণের সহায়তা করেন।

শ্রীমতী প্রভু... প্রকাশের মুদ্রণের সহায়তা করেন।

— (四) —

১। পূ'পদী, ২। বয়ু, ৩। আকাশ.
 ৪। জল, ৫। অগ্নি, ৬। পৃথ্বী, ৭। সূক্ষ্ম.
 ৮। কপোত, ৯। অজগর, ১০। ময়ূর.
 ১১। গাভ্র, ১২। ময়ূকর, ১৩। হংস,
 ১৪। শূক, ১৫। কীট, ১৬। মৎস্য,
 ১৭। পক্ষগ, ১৮। স্তব, ১৯। পক্ষগ,
 ২০। কুমারী, ২১। শরকা, ২২। শরকা,
 ২৩। উৎসাহ, ২৪। শোভা.

[illegible]

আগবায়ু যে শকার কণ-রসাদ বস্তুঃ
 এই বিধকে অশকা না করিয়াও বস্তান
 কালে, শুকনানও একই চিত্তপ্রতিষ বিধ
 আরওগণক আগবায়ুও সদ্ধর থাকিবেন
 এবং বাহাতে জানিমাণ ও চিত্তকেনক না
 কর, একগ শাস্তিক প্রবা আহাৰ করবেন।
 আও কল্প বা আনিবোধও বহু আহাৰ যেক
 চিত্তবিকেশের কারণ, আগত ও তজ্জানক
 প্রমাণি আহাৰও তজ্জান চিত্তকালে
 হইবে। ইত্যং শুকনেনও উভয়প্রকার
 আহাৰই সমভৌতাবে সমপ্রযুক্তে বজ্জন
 করিবেন।

“ଏହାମାନମୋକ୍ତ ମହାତତ୍ତ୍ୱାବଳି ତତ୍ତ୍ୱତ୍ରୟଃ ।
ନ ମୂଢ୍ୟତେ ମହାତତ୍ତ୍ୱେ ଯଦା ବୁଝନ୍ତନାମସା ॥”
(ଭା: ୧.୧୧.୭୮)

তল যে পত্রিক বহু। অর্থাৎ : 'স্বাধীন'
 'স্বাধীন', 'স্বাধীন' 'স্বাধীন' 'স্বাধীন'
 'স্বাধীন' 'স্বাধীন' 'স্বাধীন' 'স্বাধীন'
 'স্বাধীন' 'স্বাধীন' 'স্বাধীন' 'স্বাধীন'
 'স্বাধীন' 'স্বাধীন' 'স্বাধীন' 'স্বাধীন'
 'স্বাধীন' 'স্বাধীন' 'স্বাধীন' 'স্বাধীন'

(১) প্রকৃতিস্বরূপ অগ্নি জ্বলিতেছে, তবোঁদ্যে, প্রকৃতির অগ্নিও জ্বলিতেছে। তখনই অগ্নি বা সূর্য্যমণ্ডলে প্রভু হইবেন না। তিনি অগ্নির জ্বল কখন হইবে, কখনও নাহি হইবে, কখনও নাহি হইবে, অগ্নি বা সূর্য্যমণ্ডলে প্রভু হইবেন না। (২) অগ্নি বা সূর্য্যমণ্ডলে প্রভু হইবেন না, অগ্নি বা সূর্য্যমণ্ডলে প্রভু হইবেন না, অগ্নি বা সূর্য্যমণ্ডলে প্রভু হইবেন না।

চন্দ্রের পক্ষাংশ - কলা। যেকোন কাগজ-
হাস্যাক ওয়। | কল উত্ত। বকসং : যোড়শ
অম। কলাকি। চন্দ্রের নচে, - জ্ঞান ভঙ্গবর্ণনা'।
কল। ষড়্‌পাকার লকাট্ট দেওর জ্ঞানবে—
অঃস্থ র নচে ।

୧୩. ସେକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ସମୁଦ୍ରକଳ
 ବାଲ୍ୟକାଳେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଯେପରି ପାତ୍ରପତ୍ର
 କରେ, ମୁନିଆର ବ୍ୟାକାଳେ ଯେପରି-ସିକାଳେ
 ମୃଦୁର ତୁ ବିଦାନ କରେ, ଶୁକ୍ରାମାସ ଓ ତରୁଣ
 ଦିବସର ପାଦମୁଖାମଳ ଅର୍ଥ ମୋହୋମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରିତ-
 ବାରା ଶ୍ରୀହମ୍ବରୁକ୍ତ ଓକରକେ ସମର୍ପଣ କରବେ.

1

কেন্দ্রে সে খ্রীতি জন্মে সম্রাট সবার ।

যে পল্লবকণ্ঠে দানি না ভোগ নাহ, তাহা
 পরকৃত্যতঃ চতনে—এ নিম্নে মধুভাষ্যে অর্থাৎ
 মধুসূক্তকার মধুসূক্ত চরণে মধুসূক্তীনাং
 শ্লোক কথিতোহি। মধুসূক্ত বৈষ্ণব মতকার
 বহুগমনে তরুণকোটরা'দ মধো মধু আছে
 জা'নবা স্বদেশ কবে, তদ্রূপ (অর্থাৎ স্বান-
 মার্কণ্ড, উপদেশন, মন্তকীকণা'দ চিকিৎসাক।

প্রাকৃত শব্দমাধুৰ্য্যাস'ক' সজ্ঞানাপের
 হেতু—এই প্রতিপন্ন্যের নিকট শিকা কারবে।
 কল্পসেবক সাধুমাধুৰ্য্যাস'ক' ভগবৎ-কীৰ্ত্তন
 বাত্তিত কথনও প্রাধিকায়িত প্রণয় কারবেন
 না। যদি করেন, তবে ব্যাঘেত বংশীধ্বনিত
 স্তব্ধ তাহলের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন। সুগীত
 ওষাণ্ডস্থানত বাহ্যাবনী স্বাক্ষরনাগলের গীত-
 ভগ্নে মোহিত হইয়া তাহাদের ক্রোড়াসুগ
 হৃৎস্পর্শলন।

ମାତ୍ର ୬ ମସିହାରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା
 ମନୋନାଶକ ହେଉ — ୬ ମସିହା ବୟସର ଲିଙ୍ଗ
 ଶକ୍ତି କ୍ରମେ ।

অনুষ্ঠান ব্যাপ্তি আভিষেক কোলাহলঃ
 প্রজ্ঞাপনঃ। বেলা ১১টা ৩৫মিনিট। বড়লী-
 পুত্র অংশুকের নাম স্মৃতি। গায়ে পরিচয়।

গাবিষ্কৃত'প্রযো ন স্যাব'জতা'নাশ্রয়ঃ
সুমান ।

ନି ଶ୍ରେୟସନଃ ସାମାନ୍ୟଃ ମନିଃ କ୍ଷେତ୍ରଂ ସଂସାରଃ ॥
(ଗୀତା : ୧୧:୪୨)

ଅର୍ଥାତ୍ ମୃକ୍ତ ଯେ କାଳ ମହାତ୍ମା ଏମନା ।

ক'র না করিয়া অন্য সকল তাঁহাকে জয়
 । বন, সে কোন পথান্ত ভিনি জিতে। অক্ষয় হৃদে
 নঃ বন না । যি'ন বসনাতে জয় কারিয়াছেন,
 তি'নই সকল তাঁহুর একমুখী মোছা। মিলক'।
 কেন না, স্বর্গ আভার পরিভ্রাম করা যায়,
 তৈ'র অন্য তাহার জয় করা যায় বটে ; কিন্তু
 ইন্দ্রের প্রজ্ঞা পাঠতে থাকে । আগার
 যদি আহ্বান করা যায়, তবে বসন্ত-ক্লেশ
 সপিত্ত্ব ফুক করে : সুতরাং বসনাকে জয়
 করলেই সকল তাঁহাকে জয় করা যায় ।

৫.১ গুণনাভেদে একমাত্র অবাধ উপায়—

(୧) ଉପନାୟାଗ କ୍ଷେତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପବନ୍ଧ ।
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ (୨) ଉପବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମ
 ମେଧାବୃଦ୍ଧିରେ ଆବାହନ । ଏହାଏବ ଉପବନ୍ଧ
 ସଂକଳ୍ପରେ ଆହୁଗତେ ସଂକଳ୍ପ ଉପବନ୍ଧେ
 ଏହି ଆମାତ୍ୟ ଉପବନ୍ଧ ଉପାୟ ମେଧନ କରିବେ ।
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବାରିଆ-
 ଦେବ । —

"বসবজিৎ, এসো। হাঙ্গামা লবঃ"

ਸ੍ਰ. ੧. ਨਿਵਰਤਨ ਭੇਤਿ ੫੦
(੨੪੭)

: পিঙ্গল। বেজার নিকট আগ-ভোগ-
 বাহিরাবৃত্ত, নৈরাগ্য শিখা কবিরাছি।
 পূর্বকালে বিদেহনগরে পিঙ্গলানামে

এক পোতা বাস করিত। হে রাজন,
 আমি তাহার নিকট বাহা কিছু 'শকা'
 করিবাছি, তাহা প্রবণ করুন। সেদ্বৈরগী
 পাখর কাস্তকে বীর রত্নগুণে লক্ষ্য হাটবার
 নিঃশব্দ উত্তম বেষ্ট্রবা ধারণ করিয়া
 সাংকাল্য বৈষ্ণবের দত্তমান থাকি।
 সেত অর্থলুপ্ত কামুকী পথিমধ্যে পুণ্যলগ্নকে
 আগমন করিতে দেখিয়া 'এক এক ক' বা
 সকাগর প্রতিষ্ঠিত 'ইন দনবান্, ইনহ অমাকে
 দন দিবেন', প্রতিশ্রুতি এইরূপ চিত্রা করত।
 কোন একদিন সেট সন্তোষাঙ্গী:বনী দেখা
 এইরূপ সপ্নকে গমনাগমন করিতে ও
 বীরগুণে না আসিতে দেখিয়া মনে করিল—
 অক কোন দনবান্ পাতি আসিয়া নিশ্চয়ই
 আমাকে 'সুমন দানপুঙ্ক' তখন: কান্তবোধ।
 এইরূপ চিত্রাশ্রিত: 'নিজ পুত্র চটয়া হাতে
 প্রবেশ ও নির্গমন করিতে করিতে পিতৃলগ্ন
 অর্থপ্রদ অ'তপাতিত তরল। দনাশ্রয়
 স্তম্ভদনা 'দনৌ'সত্তা সেট পিতৃলগ্নে অ'তপ-
 পিতৃলগ্ন অ'তপাগত:নও আনন্দ:হেতু নিশ্চয়
 আসিয়া স্তম্ভ অ'তপ'ও চটল।

তৎকালে সেও নির্বিবর্তন পিতৃগণ
 তাহা কীটন করিয়াছিল তাহা বানোক্তি, প্রদ
 করুন। তে গাভন বৈরাগ্যাহ পুরুষদগের
 আশাশাসন ছেদনের অসম্ভব; অতঃ-
 বৈরাগ্য লোভা বাক্যের আশাশাসন ছেদন
 কবিবার অত উপায় নাই। পিতৃগণ ক'রন, —
 'হায়! আমি কি বৈরাগ্যপুত্র, আমি মোহ-
 লস; অজ্ঞতায় মূর্খের দ্বার অতিভুক্ত ও
 অসং কতিপুরুষদগের নিকট চেষ্টে কামা
 বিষয় কামনা করিতেছি। হায়! আমি
 অজ্ঞে রতিনাম ও বিজ্ঞপদ এত নিত্য
 বসন্দাগের উপাসনা পরিভ্যাগ করিয়া
 অজ্ঞের দ্বায় অকামল-এবং ভব, ভয়, শোক
 বীড়ীহাদ অ'ত তুচ্ছ পুরুষগণকে ভকনা
 করিতেছিলাম। হায়! এককাল আমি
 যত কদম্বা সাহেবদার'দ্বির দ্বারা আত্মাকে বৃথা
 পরিভ্যাগ করিয়াছি। আমি ক্রৌণ্ডের
 দ্বায় লসিত অর্থলুপ্ত ও অজ্ঞানতা পুরুষগণ
 চেষ্টে রাত ও বিজ্ঞপাদির আশা করিতে-
 ছিলাম। হায়! হায়! বংশকটপদপ
 মাহানাগ্রত, ইক, রোম, নবান-দ্বারা
 যারত এবং নিরগ্রব ক্রৌণ্ডকরিত, বীড়ী-মু-
 রিত নবদ্বারসংযুক্ত অ'ত যুগত এই কান্ত
 দ্বারকে আমি ব'তাত আর কে
 যার করিয়া থাকে? হায়! হায়!
 আমি আত্মপ্রদ অজ্ঞাত তিম্র অপর
 পুরুষের নিকট কামভোগ ইচ্ছা
 করিয়াছি। অহো! থিক্ আধাতে! এই
 দেহজনগরে কেবল একা আমিই মৃত্যু ও
 মর্ত্য।

শহীদীনিগের আত্মবিস্ময় ও স্নেহভর
 লব্ধিভরমিত এই দেহ-গেহ নিবেদন-
 লব্ধিভরমিত এই দেহ-গেহ নিবেদন-
 লব্ধিভরমিত এই দেহ-গেহ নিবেদন-

সকল, কামিনীমিত্র বরসকল এবং কামিনী
দেবভাবস্বন্দ্য - সকলেই অনিত্য। তাই
কামিনীমিত্রের কোন নিষসাদন করতে সমর্থ
নহে। কেবল একমাত্র বিজ্ঞানই তাকে
পরলোকে সকল সুখাশয়ন করতে পারেন।
নিশ্চয়ই যোগ হচ্ছে। আমার কোন
স্বকৃতিকলে ভগবান কিছু আমার প্রতি প্রসন্ন
হইয়াছেন। কারণ, এক্ষণে আমার এ
সুখাশয়ন বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে।” সে
ব্রাহ্মণ কহিলেন - হে রাজন। তখনই
যদি অকস্মেৎ শ্রীমদ্রোহে যানকে বন্দী
আগমন করিতে দেখিয়া গিরীশা বলিয়াছিল,
“হে নিরাকারাত্মা প্রভো, তুমি পূর্ণ
অন্ত আমার অঙ্গন দ্বিবিধ করেন, এখানেই
অবস্থানপূর্বক কিছু ভোজন করিয়া বিশ্রাম
করবে, এই বলিয়া দেহান্ত মার্জিত-লোচনাদি
সজ্জার করিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান
করিয়াছিল এবং তাঁহার উপবেশন প্রদান
নিরাকার ও ভগবতের নাম করিয়াছিল।
গিরীশা বলিল, - যদি আমি মনোবৃত্তি
হইতামি, তাহা হইলে, য় বৈরাগ্যবশতঃ পুণ্য-
সকল পুণ্য কল্যাণ পদব্যাগ করিয়া পরম-
শান্তি লাভ করি। সেও পুণ্য পদ বৈরাগ্য
আমার কখনই আসিয়া উপস্থিত হইত না।
শ্রীমদ্রোহে-প্রদত্ত এই নিরাকার আলীকান
আমি মৃত্যু প্রাপ্ত করিয়া গ্রামা গ্রামা
অথবা বিষমত পারভাগ্য করিয়া সেই
শ্রীকৃষ্ণের পরমোদয় করিয়া; আমি যথালোভে
জীবিকা নিরাকারপূর্বক পরম প্রকাশক
প্রদত্ত মনে সেট আনন্দবরুণ পরমেশ্বরের
স্বতন্ত্র বিহার করিব। আমি ব্রাহ্মণ
দেবভাবস্বন্দ্য পারভাগ্য করিয়া কোন যে
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমোদয় করিয়া ছি, তাহার
কারণ, সংসারকূলে পতিত, বিষয়মোহে অন্ধ
এবং কলমসর্পকর্তৃক আক্রান্ত এই আত্মাকে
উদ্ধার করিতে তিনি ত্রিবিধ আর কে সমর্থ?
স্রীয যখন এই জগৎকে কলমসর্পপ্রভৃতি
জন করে, তখনই অপ্রমত্ত হইয়া নিখল
বিষয় ভোগ হইতে বিরক্ত হয় এবং শুদ্ধ-
কৃষ্ণের আত্মগোষ্ঠা ভজনপাঠাবে আত্মার
উদ্ধারসাধন করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ
কহিলেন, - শ্রীমদ্রোহে বৈরাগ্য আশ্রয়-
পূর্বক কান্ত-তৃপ্তাজানিত সুখাশয়ন পারভাগ্য
করিয়া শ্রীকৃষ্ণকান্তকান্টারূপ পরমশান্তি
লাভ করিয়াছিল। হে রাজন, -

"ବାବା! ହି ମରମଃ ଦୁଃଖଃ ନୈରାଶ୍ରଃ
 ମରମଃ ଶୁଦ୍ଧମ୍ ।
 ଯଦା ମଂହିତ କାତାବାଃ ଦୁଃଖଃ
 ଶୁଦ୍ଧାତ ମିଜଜା ॥"
 (ଭା : ୧୧।୮.୫୫)

অতএব একমাত্র শ্রী গগবানের পাদপদ্ম
 পায়ের বাতীত অস্ত্র কোথায়ও থাকি নাই,
 তা নিচ্ছশূন্যক শুকনাম বুদ্ধবৈরাগ্য-
 তকারে তগবৎজল করিয়েন।

৷গাং হাং বলবান্ ৷ অতঃকালী যখন সাংঘ
 কুলীল কৃৎবে গল্লীকে বধ করিয়া তাঁহার সৈন্য
 আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্ভূত হইয়া, তখন সে
 যেমন সেই আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া স্থানী
 হইত, তদ্রূপ যত্নায়া যোগের বেগে যন্ত্রে অভিযত
 হ্রিয়, সেই সহঃ পশুর পাতক আশ্রয়
 ত্যাগেরও প্রাথমে কাবল আশ্রয় আতঙ্কন
 (ত্যাগপরিত্যগ) জগদাস অনন্তস্থ ব্রাহ্ম
 হইল।

বালকের বৈকল্য যখন অত্যন্ত বেড়ে গেল তখন
অন্য পুরুষেরা ও পুরোষেরা তাদের ক্ষমতা
কোন চিন্তা ব্যতীত, শুধুমাত্র তখন
আত্মীয় ও আত্মীয়েরা হস্তে টেনে
বালকের দ্বারা বিচরণ করতেন। অতঃপর
কল্যাণক এবং জামাতী ও পরমেশ্বর উভয়ই—
নিষ্ঠা ও পরমানন্দ প্রভৃতি।

[illegible][illegible]

ଏହାସେବକ ମଙ୍ଗଳେ ଗ୍ରାସ ପ୍ରାୟାଣକୁ,
 କାହାଣୀ, ଆଚାର ବାସୀ ଅଳଙ୍କାରମୟ
 ମାସକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ) ଅମହାତ୍ମ୍ୟ ମିତ୍ରତାସି
 ମା ମହାତ୍ମ୍ୟେ ବାସ କରନ୍ତୁ ନୁହୀ ହବେନ ।

উপন্যাস যেমন কল্প বহুতে উপা বিস্তৃত
 রণ ভাষাতে ক্রীড়া করে, উপা পরে
 মঙ্গল গ্রন্থ করে তক্ষণ মনঃপ্রতিভা
 ব্রহ্ম গাভ্রাঘী আদি পুরুষানুত্তর
 রণাল শারী মহানিষ্ঠা নীচ মানব বাবা

স্বাধীন-স্বাভাবিক ন্যায়বিচার প্রদান ও স্বাধীন হইতে প্রিন্সিপ্যাল বন্দোবস্তের উদ্ভাষিত
প্রিন্সিপ্যালের উদ্ভাষিত বহুত্ব মুক্তি ও প্রকাশিত।

दैनिक
 नदिया-प्रकाश
 THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র নতুন প্রজাতি শিশু জন্মাব একমাত্র দৈনিক যথাপত্র

[illegible]

১৯শ বর্ষ

১২ ত্রিবিদ্য গৌরান্দ ১৮৮০. ৬ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৩১ ২০শে মে ই ১৯৪৪, শনিবার ৪৫-৪৬শ সংখ্যা

સાચી શિક્ષણગતિના અવધ:

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ জিবিজম অথবা জীৱোপশাসী গোৱাক্ষ৪৫৮

শ্রীনাথ ও শ্রীবিগ্রহ

— — :: (: * :) :: — —

শ্রী অর্চা-বিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান ।
 শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ বস্তু । জীবের ক্ষুণ্ণত্ব
 লাভ করিবার পর য'দ পরমরূপাময়
 চর্চ্চাস্তার মন্ত্রময়ী বা শব্দময়ী উপাসনাধারা
 অর্চিত হন, তাব সেট শব্দরূপী-ভগবানগ্রাহ্য
 আনাগের অনর্থক যুক্য উপরন্ত ক'বদ্য
 েমনময় সুরূপব উপাধান করেন এবং
 আনাগের মাংস-লন না ভোগ্যলন অসার
 করিয়া কৃষ্ণসেবোচ্চাশ্রমের চকু পদান করেন
 তখন সেট চক্ষুর্বাণী আমরা দেখিতে পাচ,
 আমা'র যে-শক্তি নিঃসর রূপ অর্চ্চাবস্তু না-
 বাসেন, সেট নিভাসিত স্বরূপগত সুরূপ
 প্রকাশিত হইলেই অর্চ্চা মূর্তির স্বরূপ
 আমা'র নিকট প্রকটিত হন । শ্রী অর্চ্চামূর্তি
 আমা'র তুচ্ছত্বের প্রধান ক'রষা থাকেন ।
 অর্চ্চামূর্তি আমা'র সুপুঙ্ক নিগ্রাস করিয়া
 আমাকে শব্দময়ী উপাসনাধারী কর্ত্ত্ব করেন,
 অর্চ্চামূর্তি আমাকে মন্ত্রময়ী মননময় হইতে
 এগ করেন, প্রধানকার প্রত্যেক বস্তুই যে
 অবদীর অর্চ্চোর ভোগ্য—অর্চ্চামূর্তি চৈ
 আমাকে জানাচর্য্য নেন । অতএব অর্চ্চাপ্রভা
 এই জড়ভগবৎ বস্তুজীবের পক্ষে মনোনেত্র
 পরম কাঞ্চনক অবতায় । শ্রীশঙ্করদেব ভগবৎ
 অর্চ্চাবতার প্রকাশ করেন, অপরে হই

[illegible]

জমরা সাধুভক্ত রথ রেখা ও লগ্নের
 কথা শুনেতে পারে। রেখা হ'তে সা'হ'তা।
 রেখা হ'তে গ'ল'ত, রেখা হ'তে বিজ্ঞান
 ও রেখা হ'তে দর্শনের উদ্ভূত হয়।
 জগৎ যত সা'হ'তা সৃষ্টি হ'ত, রেখা
 তাহার অন্তর্নি। রেখা যখন লগ্নে
 প্রকাশিত হয়, তখন তাহার বিক্রম প্রকাশ
 করে থাকে। নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র অপেক্ষা
 এটি রেখার বিক্রম অধিক দেখা যায়।
 এজন্য জগতে যাহারা সর্বাধিক
 বিজ্ঞান, সেত তত্ত্বগণ অসাধারণ লগ্নে

[illegible][illegible]

সবার জীবন রক্ষা জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্বদা ব্যর্থ তার ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ

—ঃ(০)ঃ—

নিগম শাস্ত্র—অত্যন্ত বিপুল। তাহার কোন অংশে 'কর্ম', কোন অংশে 'জ্ঞান', কোন অংশে 'সাংখ্য-জ্ঞান' এবং কোন অংশে 'ভগবদ্ভক্তি' নিতীর্ণরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত বাসন্যের পরস্পর সম্বন্ধ কি এবং কখনও বা কোন বাসন্য হইতে বাসন্যান্তর স্বীকার করা কর্তব্য, এতরূপ ক্রমাবিকারভর এই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে বৃষ্টি হয়। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রবিশিষ্ট ও সংকীর্ণ-মেধাবৃত্ত কলিজাত জীবগণের পক্ষে উক্ত বিপুল-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও বিচারপূরক আধিকারক্রমে কর্তব্য নির্ণয় করা অসীম কঠিন। অতএব এই সমস্ত বাসন্যের একটি সংক্ষিপ্ত ও সরল বৈজ্ঞানিক সীমাসীমা নির্ভাঙ্ক আশ্রয়। যাপরাজকাল পর্যন্ত বীশাকসম্পন্ন ব্যক্তিগণও বেদশাস্ত্রের স্বার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে 'কর্ম' হইয়া কেহ কেহকে, কেহ সাংখ্য-জ্ঞানকে, কেহ তত্ত্বকে, কেহ বা অতেন্দ্রিয়তাকে 'একমাত্র

দেহ-দেহী', নাম নামীয় কক্ষে নাহি ভেদ।

জীবের ধর্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিবেচন।

অতএব কক্ষের নাম দেহ, বিলাস।

প্রাকৃতোৎপাদ্য নহে, হয় স্ব-প্রকাশ।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭ ১৩০-১৩৪)

অপ্রাকৃত রেখা বা পেখানিভার এত জগতে বহুতলের পক্ষে সম্ভাব্য। কল্পনাময় অবস্থায়। যে-কালে এই অংশে বহুলাংশে প্রকাশিত না থাকেন, অপ্রাকৃত রেখা বা অস্তাব্যক্ত সে-কালে কল্পনালার উদ্ভীপক প্রকারক হইয়া থাকেন। শত শত জন্ম এই অপ্রাকৃত রেখাব্যক্তির পরিচয় করিলে জীবের অপ্রাকৃত পরমত্ব জগৎ 'সুখি' গাঢ় হয়। মথুরাবাস, সাধুসঙ্গ, শ্রীমদ্ভগবত-প্রবণ, প্রভাব স্মৃতিসেবন ও আনন্দমগ্নীভূত—এই পঞ্চ প্রধান 'ভক্তাবস্থা' যথোক্ত অপ্রাকৃত রেখা ও পরমত্বের আরাধনায় বিশেষ প্রভু হইয়া যায়। মথুরাবাস, সাধুসঙ্গ ও শ্রীমদ্ভগবতপ্রবণের ফলে সেদোমুখ্যত্বের অপ্রাকৃত রেখা ও পরমত্ব স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তাহার নিম্নিক্রম হইয়া একমাত্র সীমাসংকীর্ণ বা অধোক্ষ-সেবার অপ্রকাশিত হইয়া থাকে,—তখনই 'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ'—শ্রীমদ্ভগবতের এই বাক্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

আহু মত' বলিয়া নির্দিষ্ট করিতেছিলেন। তদ্বারা ভাবতত্ত্ববিদে যতজ্ঞানভান্ডার অসম্পূর্ণ মত-সমূহ পাকস্থলীতে অচলিত থাকিয়া যেরূপ নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল। উক্ত উৎপাত কর্তৃক আগমনের প্রাকালে অপ্রাকৃত প্রবল হইলে সত্যপ্রতিভা পরম কার্যকর ভগবান্ কৃষ্ণচক্রে নিজস্বা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎস্তরের একমাত্র উপায়স্বরূপ সর্ববেদসারস্ব-সীমাসংকল্প শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্র প্রকাশ করেন; সুতরাং গীতাশাস্ত্র সমস্ত উপানয়নগণের শিরোভূষণরূপে দেবীপামান। তদ্রূপ ভাবনায় সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের চরম লক্ষ্যরূপ নির্ণয় হারভাঙত সমাজের নিত্যকষ্টগুরুপে গীতাশাস্ত্রে উপাদেয়। কোন কোন ভক্ত-মুখ্য পাঠ্য গীতাশাস্ত্রকে 'অনন্দ-প্রকাশ-মত-পাঠ্য' শাস্ত্র' বলিয়া সমাজ করিয়া থাকেন। তাহারই ম-প্রবর্তক ভগবদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্র যে ভাষা প্রস্তুত করেন, তাহাকে 'জ্ঞান' (আদর্শ) গীতাশাস্ত্র' করিয়া তাহার উক্ত দুই-কোর প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

যেসকল গ্রন্থে 'কর্ম' বা 'জ্ঞান'কে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, ঐসকল গ্রন্থ তত্ত্বাবস্থার আবিকারীদগের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ। সেই সেই বাসন্যের নিষ্ঠা উপাদান করবার জন্য সেই সেই বাসন্যকে 'চরম বাসন্য' বলিয়া নির্দিষ্ট না করিলে তাহা ভাগ্য করিয়া বাসন্যের স্বাকারভল সে বাসন্যের আবিকারীদগের নিষ্ঠা অনঙ্গল হইবার সম্ভাবনা,—এরূপ বিবেচনা করিয়া কখনো কখনো 'জ্ঞান-শাস্ত্রে জ্ঞানকে সর্বোত্তম বলা হইয়াছে। এই প্রকার কোনও অবগতন করা কর্তব্য। কনি, তাহা এখানে বিচার করা যাইতেছে না, কেবল উক্ত কৌশল যে গুরুতর শাস্ত্রে অবলম্বিত হইতে হইয়া 'বজ্র' হইত। যে গ্রন্থে সামান্য কল্পজ্ঞানপ্রাধানীভূত তত্ত্ব এবং কখনো নিরূপাধিক প্রীতি উপাদেয় হইয়াছে, সেইগ্রন্থের সর্বভৌবের নিষ্ঠাও প্রেরণ। উপানয়নমুখ, ব্রহ্মহু ও 'ভগবদ্গীতা'—সর্বোত্তম তত্ত্ব-শাস্ত্র। স্থানান্তরে আবশ্যক-গ-মতে ঐসকল শাস্ত্রে 'কর্ম', 'জ্ঞান', 'মুক্তি', 'প্রকাশ', 'জ্ঞান' বা বহুবিধ বিশেষ আলোচনা পরিলাভ হয়, কিন্তু চরম সীমাসংকল্পে শুদ্ধতত্ত্ব বাস্তব আর কিছুই উপাধি হয় না।

গীতাশাস্ত্রের পাঠকদিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা বাটতে পারে,—এক ভাগের নাম 'মূলদল' এবং অপর ভাগের নাম 'হৃদয়দল'। মূলদল পাঠকগণ কেবল বাস্তব

লইয়াই 'সিদ্ধান্ত' করে; হৃদয়দল পাঠকগণ 'মূলদল' তত্ত্বকে অর্থ অসম্ভব করেন। মূলদল পাঠকগণ আত্মপ্রাপ্ত গীতা পাঠ করিয়া ইচ্ছা সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রমবিভক্ত কর্ম—নিষ্ঠা, অতএব সমস্ত গীতা অর্থগুরুত অর্জুন যুদ্ধরূপ ক্রিয়ামুখ্য স্বীকার করিলেন। অতএব বর্ণাশ্রমবিভক্ত কর্মপ্রবর্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য; হৃদয়দল পাঠকগণ এরূপ ভ্রম-সিদ্ধান্তে লব্ধ হইয়া, তাহার ক্রিয়ামুখ্য নতুবা 'পরা ভক্তি'কেই গীতা-তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির করেন। তাহার কারণ যেন যে, অর্জুনের যুদ্ধাভিলাষ কেবল আধিকার-নিষ্ঠারই উপাধিগুরুতর—গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়; মানসগণ স্বভাবানুসারে কর্মস্বীকার প্রাপ্ত হয় এবং কর্মস্বীকার আশ্রয়পূর্ণ জীবন-যাত্রা নিব্বাহ করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে

কর্মপ্রবর্ত না করিলে জীবনযাত্রা সম্যক নিপাতিত হয় না; জীবনযাত্রা সম্যক নিপাতিত না হইলেই আত্মার তত্ত্বনির্দারণ হইয়া না। অতএব তত্ত্বনির্দারণ কক্ষের 'বর্ণাশ্রম' একটি শুদ্ধতত্ত্ব সঞ্চয় আছে। জীবের যে-পাশ্চাত্য বন্ধনমুক্ত না হয়, সে-পাশ্চাত্য ঐ সঞ্চয় অপরিসীম। অর্জুনের যে-স্বভাব লাভ হয়, তাহাতে যুদ্ধরূপ ক্রিয়ামুখ্য কর্তব্য-সম্মত। অতএব অর্জুনের গীতা প্রবণপূর্ণিক যুদ্ধ স্বীকার করায়, তর্কাত্তির হয় যে, প্রবর্তন ব্যক্তি গীতা অর্থগুরুত উক্তের ক্রিয় প্রবর্তন স্বীকার করিলেন। অতএব গীতার গুঢ় তাৎপর্য্য এই যে-যে-ব্যক্তি যে-স্বভাবসম্পন্ন, তদনুযায়ী তাহার স্বীকার। সেই স্বীকার-নির্দিষ্ট জীবন-যাত্রা-উপযোগী কর্ম স্বীকারকরত পরমত্ব অসম্ভব করিয়া, তাহাতেই প্রেরণ নিহিত। স্বীকার ত্যাগপূর্ণিক বহুভৌবের পক্ষে তত্ত্ব-লাভের সম্ভাবনা নাই।

এইসকল প্রবর্ত হইতে পারে যে, পরমত্বের অর্জুন কি প্রবর্তন-সম্পন্ন ন'ন? হকার উত্তর এই যে, অর্জুন যুদ্ধাভিলাষ বটেন, কিন্তু ভগবানের প্রপঞ্চপ্রবর্তন-কালে তাহার লীলাপটীর জগৎকাণ্ডনায় স্বীকার করিয়া অবগীর্ণ হন। তাহার তাৎপর্য্যক-স্বভাব—অপ্রবর্ত; সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ আধিকার-তত্ত্বের জ্ঞান প্রদানকে লক্ষ্য দিয়াছেন এইমাত্র বুঝিতে হইবে।

সর্বপ্রকারেই আলোচনা করিলে জীবের ভ্রমরূপকে শোচনীয় অস্ত্রা বলিয়া প্রতীত হয় এবং সেই শোচনীয় অস্ত্রা হইতে কোন মনসময় বিতর্ক অবস্থা পাণ্ডুর ভ্রম কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। সেই বিতর্ক অবস্থাকে 'উপের' বা 'অবোজন' বলি। তাহার বাক্য প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহাকে 'উপার' বলে। শাস্ত্রকারগণ 'কর্ম' বজ্রকে, 'কর্ম' যোগকে

কেহ তর্ককে, 'কর্ম' পুণ্যকে, 'কর্ম' শৈল্যগকে, 'কর্ম' ভগবতকে, 'কর্ম' ধর্মবৃত্তকে, 'কর্ম' ভগবত-উপাসনাকে, 'কর্ম' ধর্মকে, 'কর্ম' 'ভগবদাস্ত', 'কর্ম' প্রায়শ্চ্যুতকে ও 'কর্ম' 'দান'কে (অবোজনপ্রাপ্ত) উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই স্বয়ং নানাভায়ে 'অষ্ট-জ্ঞান'রূপে অভিহিত হইয়া উপায়ভুক্ত অসংখ্য হইয়া উঠিল। কালে নিজ্ঞান এই কাথো হস্তকপ করল, কাজে কাজেই সংখ্যাত লাঘব হইয়া পড়ল। দেখা গেল যে, ঐ-সকল উপায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটি তত্ত্বের অধীন; ঐ তিনটি তত্ত্বের নাম—'কর্ম', 'জ্ঞান' ও 'তত্ত্ব'।

ততঃ সদ্ধ আত্মপ্রাপ্ত ও নিতর বিচার-দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীবের সিদ্ধসত্তা চৈতন্য। মাতৃগর্ভে উৎপত্তি কেবল ঐ সিদ্ধসত্তার জড় জন্মমাত্র, আচ্ছাদ্য ও অপ্রবর্তন-ভুক্ত ভগবানের টঙ্কা বাস্তব চিত্তত্বের জড়স্বর্ভবের অন্তর্ভুক্ত বা সম্ভাবনা নাই; তাহা পরমত্বের নরবৃত্তির সমাধিকৃত নহে। অতএব উক্ত দশা-ভেদে জীব প্রবর্তন-সম্মত কোন কোন জীব কখনও বহুতর নাহি অর্থাৎ নিগমত্ব। এবং কোন কোন জীব বহুতর হইতে মুক্ত লাভ করিয়াছেন (অর্থাৎ বহুতর)। উত্তরাবধ যুদ্ধাভিলাষ শাস্ত্রাভিলাষ। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে-পাশ্চাত্য বন্ধনমুক্ত না হয়, তাহা মুক্ত-কাপে নাই। কর্ম ও জ্ঞান প্রেমভক্তির উপাধি-নির্দেশ। সেই উপাধি যে জীবের প্রেমরূপ নিষ্ঠাশ্রমকে স্পর্শ করে, তাহারই বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থা ভগবৎ-নিষ্ঠাশ্রম উপাধিসম্বন্ধে প্রেমভুক্ত 'বক্তৃত' হইয়া ধর্ম (কর্ম)-রূপ একটি স্বীকার প্রাপ্ত হয় ও স্থানান্তরে 'জ্ঞান'রূপে আর একপ্রকার স্বীকার প্রাপ্ত থাকে; সামান্যতঃ ঐ প্রাপ্তির তৃতীয় স্বীকার। তদ্বারা 'সামান্যতঃ'রূপ স্বীকারটি বদ্ধ-জীবের স্বাভাবিকত্ব, অপর দুইটি স্বীকার জড়স্বর্ভবরূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীরসত্ত্ব কর্ম অপরিহার্য্য। শরীর-যাত্রা-নিষ্ঠার জগৎ যে সমস্ত কাণ্ড করা যায়, তদ্বারা যে-সকল কর্ম জগতের অমঙ্গল-জনক, সে-সকলকে 'বিকর্ম' বা 'নুকর্ম' বলে। মঙ্গলজনক কর্ম না করার নামই 'অকর্ম', যে সকল কর্ম জগৎমঙ্গলজনক, সেই সকলকে কর্ম বলে। কর্ম-চারিত্যকার, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও সামান্যতঃ। কর্মমাত্রেরই এক একটি অবস্থার ফল আছে; যথা, স্বাভাবিক ফল—শরীর পোষণ ও বিবাহের ফল সন্তানোৎপত্তি। অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির সর্বত্র লাভ হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে বৃষ্টি করিলে পাণ্ডাই ঐ সকল ফলের চরম ফল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছুই চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে, জড়স্বর্ভব হইতে

তাহারে সে বজ্র ধর্ম কর্ম সন্ধান;

ইহরে সে প্রীতি জগৎ সমস্ত সবার।

ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবৎপদের সেবালাভই পরমশান্তি। আচার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীরপালককর্ম এবং বজ্র, ত্রুত, অষ্টাঙ্গযোগ, প্রকৃতি অনেক প্রকার সামাজিক, পারিবারিক ও মানসিক কর্ম উপলব্ধি হইয়াছে; তদুপায়ে অষ্টাঙ্গযোগে বস, 'মধ্যম, আসন ও প্রাণায়াম—এই চারিটি 'শারীর'-যোগ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা—এইরা 'মানস'-যোগ এবং সমাধি—'আধ্যাত্মিক' যোগ। এই সমুদয়ই পারিবারিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম। বেদে ও মহাভারত বিংশতি ধর্ম-শাস্ত্রে বজ্র, ধ্যান, ত্রুত ও বর্ণাশ্রমবিধিত সমস্ত প্রকার সামাজিক কর্মের ব্যাখ্যা আছে। যে-যে শাস্ত্রে এই সকল কর্মের ব্যাখ্যা দেখা যায়, সেসেই শাস্ত্র ঐসকল কর্মের আপাততঃ অবস্থার বর্ণনামূলক কথিত আছে যটে, কিন্তু সেসেই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্তে কোনপ্রকার শাস্ত্রগুরুত্ব ফলস্বরূপ উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাঙ্গ যোগশাস্ত্র পিতৃপিতামহ নানাপ্রকার ঐশ্বর্যরূপ 'অবতার' ফল কথিত হইয়া কৈবল্যপাথে কেবল 'শান্তি'কেন্দ্র 'ফল' বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। সকল কর্মই প্রথমে সুখভোগরূপ ফলদানের প্রাপ্তি করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অন্তরাত্ম দেখাওয়া শৈবশাস্ত্র-শাস্ত্র-সুখকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া তৎপতিই লক্ষ্যকর করায়। কৈবল্যাদি শাস্ত্র—'ভূক্তি' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'লেও দুঃখাতাপমার্গ যৎ 'সুখ' বিপের' নহে, তখন কোনপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চিন্তাসুখের অব্যয় হয়। অতএব-একসুখ পথান্ত্র সমস্ত অবস্থার ফল আভ্যন্তরীণ কারণে বস্তু ভগবৎসেবা-সুখ পারলক্ষিত হয়, তখনই 'কর্ম' 'ভাক্ত'রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভাক্তই জ্ঞানের কর্মকণ্ঠের চরম উদ্দেশ্য। যে কর্মে এই চরম উদ্দেশ্য লাভিত হয় না, সে-কর্ম—ভগবৎসেবা-পরাধীন হইলে তাদৃশ কর্মের নাম 'সাধনভাক্ত' হয়, তখন 'কর্ম'-নাম থাকে না।

জড়বদ্ধ হইলেও জীব বস্তু স্বরূপতঃ 'চরমভুক্ত', অতএব তাহার গর্ভে জ্ঞানালোচনা স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা চারিপ্রকার অর্থাৎ জড় জ্ঞানালোচনা, ঐশ্বর্যজ্ঞানালোচনা, বুদ্ধ ও লিঙ্গের বাতিরেক-জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধজ্ঞানালোচনা। দর্শন-প্রাণায়ামের জড়ীয় 'বিষয়জ্ঞান'ই 'জড়জ্ঞান'। ধ্যানধারণা-কর্মসমূহ-বস্তুবানাময় মানস-জগতের জ্ঞানকেই 'পৈলিকজ্ঞান' বলে। জড়ীয় ও পৈলিক জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত সমাধি অথবা সাংখ্যযোগের অভ্যাসমূলক প্রাক্রমিকারী যোগত কারণে জড় ও লিঙ্গের বাতিরেক জ্ঞানরূপ 'বুট-সমাধি' হয়। এই স্থলে শরীর অতেন্দ্রিয়রূপ অথবা পাতঞ্জলীয় ভৈরবসমুদায়রূপ কৈবল্যবাহী উদিত হয়। নিরুপাধিক চিত্তের তত্ত্বাবস্থায় অর্থাৎ যুগ

ও লিঙ্গের 'সাকাকর্ষণ' বা 'বুট'-সমাধি'র বাতিরেক-বস্তু। যুগ হইলে তত্ত্বচিত্তের সহজপ্রকাশ হয়; তাহার নাম 'সহজসমাধি' বা 'অজ্ঞান'। এই জ্ঞানই তত্ত্বপোষক। জ্ঞানালোচনার বুদ্ধজীব প্রথমে জড়জগতের 'লিঙ্গ' বস্তুসকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে ঐ সকল বস্তুসকল এবং বস্তুসকলের মিশ্রনাশ্বরূপ সেট সমস্ত ধর্ম উদ্ভূত হ'লে ঐ সকল বস্তু অবগত হইয়া থাকে; কখনও বা ঐ সকল বস্তু ও ধর্ম আলোচনা করিয়া সকলের কণ্ঠা ও পারিত্যক্তরূপ ভৈরবকে নির্দেশ করত তাহার প্রতি এক প্রকার চৈতন্যী ভাক্ত প্রদর্শন করে; কখনও বা এই জগৎকে 'নশ্বর' জানিয়া নিজে বৈরাগ্য-সাধন করে এবং প্রাণকাতীত কোন অনবরতনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অতেন্দ্রিয়রূপে কর্মসংকল্প করে; কখনও বা বস্তু অবস্থার পতি যুগা করিয়া নাশ্বরূপ ও 'নশ্বর'কেই 'সুখ' বলিয়া তাহার পাপু চরমরূপ জড় উদ্দেশ্য করে। যেকোনই আলোচনা করুক না কেন, অতেন্দ্রিয় চিত্ত ও 'নশ্বর'চরমকে 'আকর্ষণ' জানিয়া জীব অবশেষে কোন পরমতত্ত্বের আশ্রয়তা বীকার করে। সেট আশ্রয়তা ত হইলেই 'ভাক্ত' হইয়া উঠে। অতএব ভাক্তই জীবের জ্ঞানফলের চরম উদ্দেশ্য। কর্মের অবস্থার ফল—ভূক্তি ও জ্ঞানের অবস্থার ফল—'সুখ' এবং তদুপায়ে চরমফলরূপে 'ভাক্ত'কে বুঝতে হইবে। যে স্থলে জ্ঞান ভাক্তকেই চরমফল বলিয়া উদ্দেশ্য না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবৎসেবা-সুখ এবং যে-স্থলে ভাক্তকেই উদ্দেশ্য করিয়া জ্ঞানের বাসনা হয়, সে-স্থলে জ্ঞানকে সাধনভাক্ত বলা যায়।

অনেকে মনে করেন যে, ভক্তির নিত্যগিক স্বরূপ নাহি, কেবল ধর্মের বস্তুভাবনা ও জ্ঞানের কৈবল্যবাহীকেই 'ভাক্ত' বলা যায়। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রমাদ্যক। হুস্মানী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মার আত্মদানবৃত্তির পারচালনাকে 'কেবলা', 'আকর্ষণ' বা 'অনন্ত' ভাক্ত বলা যায়; তাহার অন্তর নাম—প্রেম; আর আত্মার বিচার-বৃত্তির পরিচালনাকে 'জ্ঞান' বলে। আত্মদানবৃত্তি-পরিচালন চরমে প্রাপ্ত অতেন্দ্রিয়রূপ বা নন্দ্যাদ্যাদরূপ অনর্থকে আনন্দন করে। জীব স্বভাবতঃই 'আত্মদান'-প্রদান। কেবল বিচারময় হইতে গেলে স্ব-স্বভাব হইতে চূড়িত হইতে হয়। জ্ঞান যখন প্রেমের পতি লক্ষ্য করে, তখন 'জ্ঞানমিশ্র'-ভাক্ত হয়। জ্ঞান যখন প্রেমপ্রাচুর্যক্রমে বিচার-বৃত্তিকে হৃদয়ত করে, তখন কেবলা ভাক্তরূপে প্রকাশিত হয়।

জীবের সত্তা 'নিতা'; অতএব তাহার আলোচনারূপিতও 'নিতা'। আলোচনারূপিত নিতা হইলে তাহার কাছাকাছি 'সুখ' নিতা।

সুখবাহী ও বস্তুবাহীভেদে জীবের কাছাকাছি প্রকার। অর্থাৎ 'নিরুপাধিক' ও 'সোপাধিক'। জড়সমুদয়ে জড়/ভমানই জীবের উপাধি। সেট উপাধিক্রমে জড়ীয়-শরীরে ও ঐ শরীরের অন্তর্গত সমস্ত ব্যাপারে যে-অবস্থার ও 'মমতা' আছে, তাহাই জীবের জড়ভমান বা 'দেহাত্মভমান'। জড়বদ্ধজীবের কাছাকাছি সোপাধিক; আর ঐশ্বর্য জড় বদ্ধ হ'ল' নাই বা ঐশ্বর্য ভগবৎসেবায় জড়মুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের কাছাকাছি নিরুপাধিক। বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক কাছাকাছি নামই ভগবৎ-সেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক কাছাকাছি নামই 'কর্ম'; জড়মুক্ত হইলে জীবের কাছাকাছি নিরুপাধিক হয়। সোপাধিক অবস্থায় জীবের কণ্ঠ্যভমান অপরিসীম। জীবের স্বরূপতঃ 'সেমসেবাই' 'সহজ ধর্ম'; সেট ধর্ম বস্তুবাহীভেদে জীবের সর্ব সর্ব সুখভার আছে। সহস্র 'কর্ম' প্রবলতাপ্রযুক্ত তাহা লুপ্ত-প্রায় থাকে। সংস্কৃতক্রমে যে সকল জীব উচ্চ ব'চসুপতা বস্তু হয়, ঐ সকল জীব সেগোষ্ঠীর প্রবলতা হয়, তখন তাহাকে 'কণ্ঠ্যমিশ্র-সাধনভাক্ত' বলে। সেগোষ্ঠীর প্রচুররূপে বলবতী হইলে কর্ম ক্রমশঃ ভগবৎসেবা-সুখের স্ব-স্বরূপকে পারিত্যাক্ত করে, তখন উহা কেবলা ভাক্তভেদেই পর্যাবসিত হইয়া যায়।

জড়যন্ত্রের কাছাকাছি প্রায় মানবজীবের কর্ম জ্ঞানশূন্য নয়, যে কর্ম মানবকর্তৃক কৃত হয়, তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনা কখনও কখনও সত্তা লাভ করে না। আলোচনা জ্ঞানের জীবন। ঐ আলোচনাও একটা কর্মবিশেষ। একজন্ত হুগবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট কর্ম ও জ্ঞানের ঐক্য প্রতীত হয়। ভাক্তকাচারে 'কর্ম' স্বরূপ ও 'জ্ঞানের-স্বরূপ' পৃথক; তজ্জন কাছাকাছি কালে কর্ম ও জ্ঞান হইতে ভাক্তকে পৃথক বলিয়া নির্দেশ করতে না পারিলেও, ভাক্তিক-বিচারে কর্ম ও জ্ঞান হইতে ভাক্তের পার্থক্য সিক্ত হয়।

নিরুপাধিক চিত্তবাহী প্রেমসেবাই ভক্তির 'সিদ্ধস্বরূপ'। যাদও জড়বদ্ধবাহী তাহার স্পষ্ট নির্দেশ করা সহজ নয়, তথাপি তাহা প্রত্যক্ষ ব্যক্তির নিকট সহজে প্রতীত। ঐশ্বর্য ক্রমক্রমে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহাযে কেবল তর্ককে আদর করেন না, তাহাযাই ভাক্ততত্ত্ব অবগত হন।

ভাক্ত—বিবর্তা অর্থাৎ 'কেবলা' ও 'প্রধানীভূতা'। কেবলা ভাক্ত—অত্যা ও কণ্ঠ্যজ্ঞান-গুরুত্ব; তাহাকেই 'নিরুপাধিক প্রেম' 'নিরুপাধিক সেবা', 'অনন্ত ভাক্ত' 'আকর্ষণ ভাক্ত' ইত্যাদি নামাদি শাস্ত্রে উক্ত করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা-ভাক্ত তিন প্রকার অর্থাৎ কর্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞান-

প্রধানীভূতা ও কণ্ঠ্যজ্ঞানপ্রধানীভূতা। যে কর্ম বা যে জ্ঞান 'ভাক্ত' প্রধানীভূত ও কর্ম বা জ্ঞানের 'ভাক্ত'সমুদয় লক্ষিত হয়, সেট কর্ম বা জ্ঞানের সত্তা যে ভাক্তবৃত্ত আছে, তাহাকেই 'প্রধানীভূতা' ভাক্ত বলা যায়। যে কর্ম বা জ্ঞান ভক্তিবৃত্তের সাধন নাই অর্থাৎ কর্ম বা জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয় এবং 'ভাক্ত'কেন্দ্র কর্ম বা জ্ঞানের দাসীর কার্য পরিচাল্য করে, সেট কর্মের নামই 'কর্ম' এবং সেট জ্ঞানের নামই 'জ্ঞান'। ঐ কর্ম বা জ্ঞানকে 'ভাক্ত' নাম দিও; যায় না। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিবৃত্তাদিঃ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, অতএব তত্ত্ব বিচারের কণ্ঠ্যকাত, জ্ঞানকাত ও ভাক্তকে পৃথক করা হইয়াছে।

গীতা শাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'ভাক্ত' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক পৃথকরূপে বিচারিত হইয়া চরমে 'ভাক্ত' 'প্রেরণা' সিদ্ধি চন্দ্রাচ্ছ। ভক্তির অগত্যা গুণ তত্ত্ব; অগত্যা জ্ঞান ও কর্মের জীবনস্বরূপ ও অবলম্বক বলিষ্ঠ ভক্তিব্যবহিক বিচারকে প্রধানীভূত ছয় অধ্যায়ে পরিচাল্য করা হইয়াছে।

একবিধ বিশুদ্ধভাক্ত গীতাশাস্ত্রে 'জীবের চরম উদ্দেশ্য' বলিয়া উপলব্ধি হইয়াছে। গীতার চরমে 'সকলধর্মের পরিভাষা'—প্রত্যেক ভগবৎসেবাপ্রাপ্তিই যে 'সহজধর্ম' উপদেশ, ইহা পরিভাষিত হইবে। পাঠকরূপ ভক্তিবৃত্ত অস্ত্রকরণে শ্রীলক্ষ্মণস্বামী মহাশয়ের টীকা সহিত গীতাশাস্ত্র মুদ্রিত; পাঠ করিয়া জীবন সফল করুন।

চূড়াক্রমে-এ পঞ্চম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই অতেন্দ্রিয়রূপ-নির্দেশ রচিত। বিশুদ্ধ ভগবৎসেবা-সুখ টীকা বা অনুবাদ প্রাপ্তি লক্ষ্যকরিত হয় নাহি। লাক্ষ্যভাষ্য ও আনন্দাগরির টীকা সম্পূর্ণ অতেন্দ্রিয়-ব্রহ্মবাদপূর্ণ। শ্রীধর স্বামী টীকা ব্রহ্মবাদপূর্ণ নাই হইলেও তাহাও সাম্প্রদায়িক শুদ্ধাচারবাদের গন্ধ আছে। শ্রীমদ্ভগবৎ সর্বভূতীয় টীকাটি স্বরূপ ভক্তিপোষক বাক্যে পূর্ণ, চরম উপদেশ-স্থলে সেরূপ কল্যাণপ্রদ নয়। শ্রীমাদ্রাজস্বামীর ভাক্তটীকা সম্পূর্ণ ভক্তিসম্মত যটে, কিন্তু অস্বাভাবিক শ্রীশ্রীগোবিন্দ-মহাপ্রভুর আচর্য্যভেদাত্মক-শিক্ষাপূর্ণ গীতাভাষ্যরূপে কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে বিশুদ্ধ প্রেমভাক্তের আত্মদানবৃত্তির আনন্দ বৃদ্ধি হয় না। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্মত মহামহোপাধ্যায় তত্ত্বাণ্ডোমণি শ্রীলক্ষ্মণ চক্রবর্তী মহাশয় ও শ্রীল বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানচন্দ্র ও গীতাভাষ্য আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় টীকাটি বিচারপত্র, কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকাটি—বিচার ও ঐশ্বর্যসং—প্রত্যক্ষতর বিষয়ে পরিপূর্ণ।

শ্রীপাণ্ডুরপুর

[illegible][illegible]

কণ্ঠের আবেগ ছাড়ি' তু'তে দৈবী হৈলা ।
 ঈশ্বরপুত্রের সহক' গোসা'নে জানটলা ॥
 অদ্ভুৎ হে মের নগা তু'তার উল্লসিল ।
 তু'তে মানা করি' তু'তে আনন্দি' গমিল ॥
 ছুটজনে হৃৎকণ্ঠা কহে প্রাতিগনে ।
 বহমান্ত গো'ড়'এল পাঁচ সা'ও'মানে ॥
 কো'রুকে পুরী তাঁ'রে পু'চল কন্মথান ।
 গোসা'নে কো'রুকে কতেন নবদীপ'-নাম ॥
 ঈশ্বরপুত্রের শিষ্য ঈশ্বরপুত্রী
 পু'লে খাম্বা'ছল কিছ' নানীয়া'-নাবী ॥
 অগম্য 'মি'ল'গরে 'ল'কা'য়ে ক'বিল ।
 কপু'ল যো'বান খট'কা'য়ে পা'টল ॥
 অগম্যের বা'ক্যী, কি'ছ' -ম'চাল'হ'ন'তা ।
 ন'র'স'না চ'য়েন । উ'চ' দেন অ'গম্য'তা ॥
 র'ফ'নে 'ন'প'লা' কী-সম'না'হ' হি'ত'ব'ন' ।
 পু'র'সম' প্রে'ত' ক'র'নে স'র'স'মী'-তো'ক'নে
 'কী'র'র'ক' বা'কা'প'র' ক'বা'ছে স'র'স'ম
 'অ'ভ'ব'ন'গা' নাম 'কী'র', ক'র' ব'ধ
 এ'ক' তী'র্থে ল'ক'স'র'গ'ব'র' দী'ক'লা'স'ি' হৈল ।
 প্র'ভ'ব'নে ঈ'শ্বর'পু'ত্রী-এ'ত'ক' ক'হিল ॥

(ཇེ་ ཅེ་ ཡལ་ རལ་ ལ་)

[illegible]

গৃহস্থ ও স্বাধীন

স্বধর্ম্মে জীবন-বাঁধা সহজে ঘটেই ।
 পরমাশ্রম করে আছে, স্বাভাবিক নয় ॥
 স্বধর্ম্মে তাঁকেই অল্পকূল বাঁধা হয় ।
 তাই ভ্রান্তিমান্ জন গ্রহণ করয় ॥
 যাকে মথন ভীতি-প্রতিকূল করিয়া যায় ।
 তাহা 'ভোগ' করিলেও 'শুদ্ধভোগ' পায় ॥
 অসুখ স্বধর্ম্ম-মন্ডা 'চক' হৈতে তাঁজ ।
 ভীতি-নির্ভা কীরণেও, সাধুধর্ম্ম তাঁজ ॥
 স্বধর্ম্মভোগের নাম 'নির্ভা' পথিকায় ।
 নিরহাণ্ডেই সুখ হৈলে হয় বৈজয়-ভার ॥

निमग्नता २ मूख देखेन हय वैभव-जाति ॥

विविध संवाद

চিকিৎসାନিত্য শঙ্কାର উৎস।

গণকল্যাণ ১৯৪৪ ৪৫ সালে মুসলমান
উপাধী সন্তানদের ও শিক্ষার ক্ষেত্রে
অগ্রগতি সন্তানদের ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে
বিশ্ববাসের জন্য শিক্ষার ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে
কর্মসূচী : -
মুসলমান ছাত্রদের জন্য - কলিকাতা
মেডিক্যাল কলেজ পাতোক ক্লাসের জন্য
মাসিক ১০ টাকার ৩টি ২৫ টাকার ৩টি
১৫ টাকার ৩ টি ২০ টাকার ৩টি
বৃত্তি। কলিকাতা কলেজ মেডিক্যাল স্কুল
পাতোক ক্লাসের জন্য মাসিক ২০
টাকার ১০ টি বৃত্তি। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল
পাতোক ক্লাসের জন্য মাসিক ১৫
টাকার ৮টি এবং ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম, জগ-
পাটিল্লা ও বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল স্কুলগুলির
প্রত্যেক ক্লাসের জন্য মাসিক ১৫ টাকার
৪টি বৃত্তি।

১৭ জন দুই মঙ্গলবারে ছাত্রদের কক্ষ
— কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রত্যেক
ছাত্রের কক্ষ মাসিক ৩০ টাকার ১টি
২০ টাকার ২টি বৃত্তি। কলিকাতা ক্যাডেল
মেডিক্যাল স্কুলের প্রত্যেক ক্লাসের কক্ষ
মাসিক ৩ টাকার ৩টি বৃত্তি। ঢাকা
মেডিক্যাল স্কুলের প্রত্যেক ক্লাসের কক্ষ
মাসিক ১৫ টাকার ৩টি বৃত্তি এবং
অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম, জনপাঠশালি ও
বঙ্গীয় মেডিক্যাল স্কুলগুলির প্রত্যেক ক্লাসের
কক্ষ মাসিক ১৫ টাকার ২টি বৃত্তি।

‘শাক্য’ = ‘চাওপল’ ‘অনানি’ ‘সম্ভ্রাম’ —
 ‘হুই’ ‘সମ୍ଭ୍ରାମାସେବ’ ‘ভাগবৎ’ ‘যে’ ‘শাক্য’
 ‘।’ ‘ହୁଆନ’ ‘।’ ‘ଶାକ୍ୟାନମ୍‌ହେ’ ‘ଆଦିନ’ ‘କର’
 ‘ଚତେ.’ ‘ପ୍ରବାକାର’ ‘ଅତୋକ’ ‘ହୁମେର’ ‘ଜନା’ ‘ସା’ ‘ସକ’
 ‘:’ ‘ଟାକାର’ ‘ଠି’ ‘ହି’ ।

কালনা ও সমস্তুর প্রতিবেদন বাবদী

কলকাতা এ বঙ্গবন্ধু রোগের প্রতীক
 বৈদ্যেয় বাউবা গার্লস হাই স্কুল নিম্নলিখিত অঙ্কটি
 কলকাতার কলকাতা ১২৩৪ সালের ১লা
 মার্চ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মাস বাউবায়
 প্রকাশিত :-

কিন্তু হোফ : ১৪ জন লাটসেন্সগাপ
ডাকার : ১৩৮ জন ফ্রানটোরি এসিষ্ট্যান্ট ;
৮ জন বম্বা ফ্রানটোরি হেল্পস্টেব ও ৫০০
জন গ্ৰন্থববনকারী কুনো । ইহাদের অন্য
ব্যয়ের পরিমাণ ৩ ৫১.৬৪৫ টাকা ।
জকিস হোফ : ৫ জন সহকারী ; ২ জন
টাইপিস্ট ও ২ জন পিয়ন । ইহাদের অন্য
ব্যয়ের পরিমাণ ২.১৩০ টাকা ।

ବନ୍ଧୁକ ଡାକାମନ ହନୁଡ଼ିଟି ଡେଟେର କନା
ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଜନ ମାଣେଷାମାର-

সহকারী; ২ জন মোড়াকারক, ১ জন
কেনাশী ও ১ জন বাড়ুদার। ইহাদের জন্য
বার্ষিক পরিমাণ ২৫ টাকা।

এতদ্দল্লার্ক প্রথম, 'ডাক্'সন' যন্ত্রপাতি
এবং বোম-পাতিযন্ত্র প্রযোজ্য ক্রয়ের
নিয়মক বাবদীও মঞ্জুর করা হইয়াছে :—

কসে। ডাক্তার-নগর সি.সি.
নগর টাকার লীফট-নগর সি.সি.
ব্রি.পাউন্ড ৫০ টন; বিপুল/ডাক্তার
পাউন্ড-১০০০ পাউন্ড; দ্রুতপাতি ৬০
সেট; 'সি.সি.'-২০০।

এ সকল ছাড়া এষ্ট নবিকল্পনা অনুযায়ী
অন্যান্য নব্য ন্যায়ম আবিষ্কৃত ২০,০০০ টাকার
মূল্য রাখা হইয়াছে।

ବାଉଳାୟ ଟାଉନର ପରିସ୍ଥିତି

এই প্রদেশের অধিকাংশ বংশে চাউলের
নাম পাণ্ডা অপরিহার্য আছে এবং মাঝে
মাঝে পাঁকারি বিকরকারীদের জন্য সর্বোচ্চ
দর নিদ্ধারণ করিয়া দেওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গে
দাম কমিয়াও আসিয়াছে। কোন কোন
স্থানে অপর স্থানের মত মূল্য হ্রাস পাণ্ডা
নাউ নালিয়া যে পনের পাণ্ডায় বাটতেছে,
তাহা সববাজারে স্বল্পতম পাণ্ডায় সম্পূর্ণ
স্থানীয় কারণ নশ-ওট হইতেছে।

কৃষক ও পাটকারী বিবেচনায় কল্যাণ
পুণ্য মঙ্গলি মুগা জিব কারিগর দেওয়ার
উদ্দেশ্যে হটতেছে 'দ'ম'। বর্তমান অবস্থা
অগ্রযাত্রী কৃষকদের জন্য নাশকত মুগা
আদায় করা ও বিবীষতঃ অহিলাভকারী ও
ফটকাগজাবিদেও উচ্চের করিয়া কল্যাণের
অংশিক মুগার হাত হটতে অশান্ত
দেওয়ার হটতেছে সেট হটটি উদ্দেশ্য।

দান ঠাঁর সময় চাউলের মূল্য হ্রাস ও
অন্য সময়ে মূল্য বৃদ্ধির বে রীতি স্থাপিত
আছে, তাহাও মূল্য-নিষ্কাশন ব্যবস্থা দ্বারা
নিদূরিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।
হয় ত' দান হইবে পর অন্যান্য বৎসরের
ফলশ্রুতি ক্রমে উক্ত মূল্য চাউল বৃদ্ধির আরম্ভ
হইতে পারে, কিন্তু ধানের ঐউৎস স্থাপিত
গেলেও সারা বৎসর চাউলের মূল্য সার
একট রকম থাকিবে বলিয়া আশা করা
যায়।

যত'দন পথান্ত না ঘাটতি এল্যাকার
প্রত্যেকটি গ্রাম, ইউনিয়ন ও জেলার সময়ে
সরকারী শস্তাগার ও পার্কারী বৈকুণ্ঠানের
মাপকং যথেষ্ট ঋণ্য মণ্ডল রাগিতে পারি
যাহবে এবং গভর্ণর বাহাদুরর আধার সর্বস
সমভাবে - অ বটন সম্ভবপর হইবে, ততদিন
পথান্ত মধ্যে মাধ্য চাউলের সামান্য মূল্যবৃদ্ধি
অসম্ভব নহে। কিন্তু কোথাও অস্বাভাবিক
মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ পাইলেই তৎপ্রতি বে-
সামারক সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট
হয়।

সত্য কল্যাণকর
 = ০ =
 শ্রী শ্রী গৌরী কল্যাণকর
 প্রতিষ্ঠা কল্যাণকর
 গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্য-
 সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
 টকা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেয়
 নিত্যানাথ।
 প্রাপ্তিমান -
 শ্রীমদগৌরী ভীম'কর
 পোঃ শ্রীমদগৌরী, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

মহাকৌণ্ডিন
 = ০ =
 শ্রী শ্রী সত্যকাম কল্যাণ
 নিমোদ শ্রী শ্রী শ্রী
 মূল, টকা মল্লিক
 অধ্যাপক শ্রী শ্রী
 জ্যোতিষ শ্রী শ্রী
 নব প্রকাশিত হইয়াছে।
 প্রাপ্তিমান -
 শ্রীমদগৌরী ভীম'কর
 পোঃ শ্রীমদগৌরী, নদীয়া।

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচলিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৯শ বর্ষ { ১৫ ত্রিবিক্রম গৌরীক ৪৫৮ ২ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৮৬ মে ২৩শ মে ১৯৪৪, মঙ্গলবার { ৪৭-৪৮শ সংখ্যা

শ্রীমদগৌরীকৌণ্ডীয়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ ত্রিবিক্রম, শিব প্রভাস গৌরীক ৪৫৮

আত্মশোধন

—:::(০:):—

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেয়ই নিজের মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিচার করা কর্তব্য। তাহা না করিয়া বাহ্যিক অস্ত্রের নিন্দা প্রত্যুত কার্য বাস্তব থাকিয়া নিজেদের অসমর্থতার প্রমাণ দেয়, তাহাদের কোন কালেই সাধনা হয় না। বাহ্যিক পদক্ষেপ বাস্তব, তাহারা কোন দিনই নিজের মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। পরান্নিকারিত জনগণ আত্ম হিতের জন্য অবসর লাভ না করার তাহারা মঙ্গলের দিকে ঘাবড়ে পড়িতে পারে না।

শ্রীমদগৌরীকৌণ্ডীয় উক্ত হইয়াছেন,—
 “যে-সত্যকে বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
 সল্যবৎ থাকিলেও তবু কথ কথ ॥
 সন্ন্যাসিন্যের বদন হয় নিন্দা-কণ্ঠ।
 মন্ত্রের সত্য হৈতে সে সন্ন্যাসিন্য ॥
 মন্ত্রের নিন্দাত আত্মে কোনকালে।
 পরশ্রীকৈর গতি নহে কতু কালে ॥
 (১৫: ১:)

শ্রীমদগৌরীকৌণ্ডীয় নিজের অঙ্গদ্বারা শ্রী শ্রী প্রকাশিত হইয়াছেন,—“পরান্নিকারিত গাত নরক-প্রাপিকা। পর স্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মশোধন করিবেন,—টকাই আমায় উপদেশ। দিকাবিগল ও শিখাগণের যে সমালোচনার জন্য আমি বাধা হই, সেজন্য

হাস্যময় কার্যে আপনি কেন হোঁড়মা যান, প্রকাশ্য না। আপনি কতিপয় ব্যক্তির প্রাকৃত দোষ ও প্রাকৃত দুর্গুণতা দেখিয়া গাড়াগকা প্রবাহ-ভাষ্যবলম্বন না করা যাউতে চাহেন; আমি কিন্তু সত্য-তত্ত্ব বিষয়গুলিকে সহ্যমান করিতে প্রস্তুত। আমি শ্রীমদগৌরীকৌণ্ডীয়ের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের তিস্তুগীত-পাঠকালে আশ্রিত হইয়াছি যে, তত্ত্বের ভাব সহজুতাগুণসম্পন্ন হইয়া সকল ব্যক্তি-প্রতিপাত সহ্য করিব, তাহাতে চকল আপনি বলেন, হাঁহাদিগকে আপনি আদর্শ আনিয়াছেন, তাহাদের ছিদ্র ও দোষ আপনাকে বিপণ্যমী করিয়াছেন। আমি বলি—আমাদের মনোনিগ্রহ করিলেই সকল প্রতিকূল বিষয়ের নীরবে আমরা সহ্য করিতে পারিব, সকল আমায় মনের দোষ, জগতে কেহই আমার অমঙ্গল করিতে পারে না। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ নিজেকে শ্রীমদগৌরীকৌণ্ডীয়ের ভক্তা জানিয়া সকল ভীকার উপাত্তের দাপেরই দোষ বলিয়া নিরুপণ করিয়াছেন।”

শ্রীমদগৌরীকৌণ্ডীয় বলিয়াছেন,—
 “পরশ্রীকৈর পদ পদসেব গর্হিতঃ।
 বিষ্ণুমকাত্মক পশু পক্ষ্য পুরুষেণ চ ॥
 পরশ্রীকৈর পদ পদ: পদ: পদ: ॥
 সত্য প্রবর্তে বাহ্যদস্যাত্মানবেশতঃ ॥
 (১৫: ১: ১০-১২)

শ্রীমদগৌরীকৌণ্ডীয় বলিলেন, প্রাকৃতিক ও পুরুষ-সত্ত্বিত এটি নিখিল বিষয়ে এক অন্তর্গত-পুরুষকর্তৃকই নির্বাহিত জানিয়া অপর-বিশ্বাস ও কল্পনা-মূলের প্রশংসা বা নিন্দা করবে না।
 যিনি অপরকে স্বভাব ও স্বরূপ-প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তিনি বৈত

তনবিশ্বানন্দজন সত্য স্বাধীনতায় তরুণে নিচু হইয়া থাকেন।

—জনগণ আদর্শবদনী ও গুণগ্রাহী।
 তাহার আদর্শবদনী হইয়াও অসুখের নিজ দায় দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি সর্বোত্তম হইয়াও নিজ জগৎ আত্মপতি-পায়ের জানিয়া মনোনিগ্রহ না করিয়া আদর্শবদনী দর্শন করেন। যিনি নিজের দোষ দেখেন না, তিনি কখনও আদর্শবদনী বা গুণগ্রাহী হইতে পারেন না। যে-সকল নিজের দোষ দেখেন না, সে পরের দোষ দাঁখবে। যিনি অসুখের রূপের ভিত্তি, তিনি সত্যকণ আত্মশোধন যত্নপর। তিনি সত্যকণ নিজেকে আত্মশোধন প্রদান করেন। অমায়ী ব্যক্তি নিজের দোষ দেখেন। যিনি অসুখের রূপ-ভক্তি করেন —কৃষ্ণকর্তন করেন, তাহার পরের দোষ দোষের সময় কোথায়? তিনি অসুখের অন্তর্গতগুণের শ্রীমদগৌরীকৌণ্ডীয়ের কাণ্ডের ভিত্তি, তিনি মানদর্শবদনী। মানদ-প্রাক্তি অপরকে প্রাকৃত-দোষকেও গুণবশে অর্থাৎ নিজের শ্রদ্ধা-রূপে দর্শন করেন।
 তত্ত্বের বিচার,—
 “জগৎ মায়াত হৈতে মুক্তি সে পাপিষ্ঠ।
 পুরোষের কীট হৈতে মুক্তি সে লব্ধ ॥
 মোর নাম শুনি যেহ, তার পূণ্য কথ ॥
 মোর নাম গর যেহ, তার পাপ কথ ॥
 এমন নিচু ব্যা মোরে কেবা কৃপা করে।
 এক নিত্যানন্দ পদ জগৎ ভিতরে ॥
 সেমে মত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার ॥
 উত্তম, অমম, কিছু না করে বিচার ॥
 সে আগে পড় ব, তাহে করয়ে নিস্তার ॥
 অতএব নিস্তারের মো-কেন দূরায় ব ॥
 (১৫: ১:)

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোখামী হুতু খাচরদের মধ্যেও দেখিতে পাউ,—

“গ্রামাবর্তী না তনে, না ককে ভিহা।
 ককথা-পূজা-মতে অষ্টপদ্য যায় ॥
 ঠৈ কবের নিন্দাকণ্ঠ না হ পাড়ে কানে।
 সবে ককজন করে—এমার জানে ॥
 (১৫: ১:)

শ্রীল কবিরাজ গোখামী হুতু মল্ল হরিনাস গ'ওত ও শ্রীল অনন্তাচাধ্যায়ে মল্লক বলিয়াছেন,
 “সেবার অক্ষ—শ্রীশ্রী হরিনাস।
 তাঁর যশ:—গুণ সঙ্গজগৎ পতান ॥
 সুশীল, স'চকু, লাভ, বলাভ, গভীর ॥
 মধুর বদন, মধুরচেতা, মহাখর ॥
 সবার স্মৃতি-কণ্ঠ, কণে সবার গুণ ॥
 কোটিল্য মাৎসরা-ভিৎসালু-স্টার 'চ'ও ॥
 নৈখরগর গুণগ্রাহী, না দণ্ড্য দাঁষ।
 কাঞ্চনোপাকো করে ঠৈ ফণে সজ্জায় ॥
 (১৫: ১:)

শ্রী তত্ত্বগণবাত ও উক্ত হইয়াছেন,—
 “ন্যাত্মার সন মায়া এত জন্ম মায়া ॥
 ও মায়া জগৎ কণে নিন্দকে সজ্জায় ॥
 আত্মকৃত্ত্বা দ সন কৃষ্ণের চৈতন্য ॥
 ‘নিদামা হ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ শাস্ত্র সব ॥
 নিন্দার নাটক কাঁচা, সবে পাপ লাভ ॥
 এতকে না করে নিন্দা মহা মতান্তর ॥
 অ'নন্দক কৃষ্ণ যে সত্ত্ব 'কৃষ্ণ' বলে ॥
 সত্য সত্য কৃষ্ণ তা'রে উকারিত বলে ॥
 কাঁচারে না করে নিন্দা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ॥
 অজয় দৈতন্ত সেট ক'নবেক বলে ॥
 'নিদা' নাটক লতা' সজ্জায় কথ ॥
 সবার স্মৃতি-কণ্ঠ, কণে সবার গুণ ॥

আত্ম-ক-কৃষ্ণ না'ক সত্যকণ 'নাকব দ স দ' তা স'শোধনে ৫৪পদ হন
 শ্রীমদগৌরীকৌণ্ডীয়ের 'নাকবদ্য ল'ক'নর
 প্রাকৃতিক ভীকার না পদ যত আছে। অর্থ-

সবার জীবন কৃষ্ণ জন্মক সবার। হেন কৃষ্ণ যে মা ভক্তে সর্ব ব্যর্থ তার ॥

॥१॥

ভেদেঃ সততস্থানঃ ভেদঃ

শ্রী ভূপূজকঃ

কথামি বুদ্ধিঃপাং তং যেন বাসু যজ্ঞি তেঃ

(গী: ১০.২১০)

ভগবতুষ্ণগণ চিত্তে ও পাণ্ডব ভগবানে
সমর্পণ করিয়া পরম্পর ভাবনিমিত্ত ও ভাব-
কথার কলোপকথন করিয়া থাকেন। যিনি
এইরূপ হরিকথা কীর্তন করিতে পারেন
সতত ভগবানের সতিত হুত থাকিয়া
শ্রীভূপূজক ভগবানের ভজনা করেন,
ভগবান্ তাঁহাকে নিশ্চয় বুদ্ধিযোগ প্রদান
করেন। সেট বিমল সখজ্ঞানের সাচাযো
ভিনি শ্রীভগবানের নিভাসেবা লাভ করেন।

শ্রীহরিকথা-কীর্তনের দ্বারা আর সঙ্গশ্রেষ্ঠ
জান নাট। 'যিনি হরিকথা কীর্তনকারী জীবের
নিভাসস্থল বিধান করেন, তিনিই মহাবল্লাভ।
কালযুগানবদাতারী শ্রীগৌরমুখ্যর শ্রীভক্তা-
নকলত ও গৌরবপাৎকরণ—সকলেই
মহাপ্রভাৎ।

‘তব কথায়ঃ তপ্তকীবনঃ’

‘কথাগীতী’ভুক্ত কল্পদাম্পয়ঃ।

প্রথমমঙ্গলঃ শ্রীমদভ্যাসঃ কুং

গুণভিঃ তে কীর্তন্য জনাঃ ॥’

শ্রীহরিকথা বিবরণঃ—যিনি শ্রীমদভ্যাস
অনুগত হুতকৃতের উপাস্তাং। শ্রীহরিকথা
বাবড়ী কল্পদাম্পয়ভোক্তারী, কর্ণসায়ন,
কল্পদাম্পয় সমন্বিত। ঐহায়া সন্দেহে এট
হরিকথা বিবরণ করেন, তাঁহাদের মত
মহাপ্রভাৎ আর দ্বিতীয় নাট। অল্পদান,
বহুদান, ভৈরবদান, বিজ্ঞান—যত দানই হউক
না কেন, তাহা তাৎকালিক নৈমিত্তিক হুত
সামগ্র্য। কিন্তু হরিকথা-দানই সঙ্গশ্রেষ্ঠ
দান, তাহার দ্বারাও জীবের
নিভাসস্থল হইয়া থাকে। সাধুগণ—সাধিক
সঙ্গ হরিকথা-দান বাতীত অপর কৃত্ত দান গ
নৈমিত্তিক দান করেন না। এইরূপই
শ্রীগৌরমুখ্যের আদেশ ‘কীর্তনীয় দান
হঃ ॥’

‘যা’রে দেখ, তা’রে কহ, কৃষ্ণ-উপদেশ।

আমার আশ্রয় ওক একা তা’র এই বেশ ॥
তাহাতে না দাখবে তোমার বিষয়-ভরণ ॥
পুনরাপি এই তাঁর পাবে যোগ মঙ্গ ॥’

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হরবিমুখ ভোগপরাধণ
সহেঃ দেবা, দারজ্ঞ ভগ্ন প্রভৃতি কাথোর
ৱা পরোপকারের দৃষ্টান্ত দেখান নাট।
তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার পাবন্যুস-দ্বারা
সমস্ত হরিকথা-কীর্তন-প্রচাৰ-দ্বারা পরোপ-
কারের দৃষ্টান্ত দেখাওয়াইলেন। তহাকট
‘সে মহাবল্লাভঃ’

‘একলা মণিকার আমি কাঁহা কাঁহা বাব।

একলা বা কত কল পাড়িয়া বিলাস ॥

একলা উঠাঞা নিতে হয় পরিশ্রম।

কৈহ পাই, কেহ না পায়, কহে মনে প্রম ॥

অতএব আমি আশ্রয় দিল’ সবাচারে।

যাও তাঁহা গেম ফল দেখে যা’রে তা’রে ॥

অতএব সবে ফল দেখে যা’রে তা’রে।

খাটয়া হউক লোক অজর-মমরে ॥

ভারত ভূমিতে হৈল মরুত জন্ম যার।

কম পাখক করি’ কর পর-উপকার ॥’

(গী: ১০)

যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ করেন, তাহারাও
সঙ্গশ্রেষ্ঠ দাতা, তাহারাও জীবের মূল বাণী
নিবাহক রূপে চোরাহুত, তাহারাও জীবের
নিভাসস্থল-দাতা। হারজনগণ, বিবোকাগণ
আগতিক অভূতপূর্ব, বর্ষ, অর্থ, কাম বা নৈমিত্তিক
কথার আদর করেন না, একমাত্র হরি-
কথাতই তাঁহাদের প্রয়োজন। শ্রীশৌনকাধি
কায় ভাগবতবক্তা শ্রীহুতকে বাল্য-
হিলেন,—

‘তং কথাতঃ মতাতাগ যদি

বহুকথাভ্রমঃ।

অথবালা পানাতোভয়করকালঃ সতাম্ ॥

কিমভেদমদানাপৈরাযুযো বদমদামঃ।

(ভা: ১১.৩৬)

হে মহাতাগ হুত! যদি আপনার
বক্তাবিষয় শ্রীবিষ্ণু-কথায় হয় অথবা
টকানে যদি শ্রীকৃষ্ণর শ্রীপাদপদ্মের মধুরতা
আবলম্বনকারী হরজনদের কথার সংগ্রহ
থাকে, তাহা হইলে যদি কখনও নচেৎ
অত অসদালাপে পরোজন নাট; তাহাতে
বুঝা আবুক্ষ হয় মাত্র। একমাত্র হরিকথা-
শ্রবণ-কীর্তন-দ্বারাও জীবের সঙ্গাধীনতা
হয়। অজিত ভগবান্ও জিত হ’রা সন্ত
কল্পে অবরুদ্ধ হন।

জ্ঞান-কথ্য যোগাদি চোরে দ্বারা সেরূপ
মূল হয় না এবং তাহা জীবকে নানাপকার
বিপদে পাত্ত করিয়া থাকে। জ্ঞানে
আত্মনির্ভরত্ব অনর্থ, যোগে আত্মসিদ্ধির
লোভনরূপ বিপদ বা কৈবল্যরূপ আত্ম-
নির্ভরত্ব করে নান। যোনি-ভ্রমাদি চরা
থাকে। কিন্তু হরিকথার শ্রীভগবান্ সন্ত
কল্পে উদিত হইয়া থাকেন।

‘জ্ঞানে পরাসমুদ্রপাত নমস্ত এত

কীর্তন সমুদ্রভিত্তিঃ কদীর বাস্তাং।

জ্ঞানে ভ্রমঃ কীর্তনঃ তত্ত্বাযোনাতি-

বে লম্বোহাতিগোজিতোহগাস

তৈল্লিলে:কাম্ ॥’

অর্থাৎ হে ভগবান্, নির্ভেদ-ব্রহ্ম-
সঙ্গানরূপ জ্ঞানচোকে সম্পূর্ণরূপে দূরে
পরিভ্রম্য করিয়া ঐহারা সাধুসুখবিগলিত
ভবনীর কথা প্রবণ করেন এবং সাধুগণে হিত
হইয়া কারুণ্যবাক্যের দ্বারা ঐসকল
উপদেশে সান্নিপাতবিশিষ্ট হইয়া জীবনযাত্রা
নিবাহ করেন, তৈলোক্য-মধ্যে আননি
সকলের নিকট অজিত হইলেও তাঁহাদের
বল হন।

‘সত্যং প্রসঙ্গানুসারীসংবিদো

ভাষ্ণি কৃৎকর্ণসামান্যঃ কথঃ।

তজ্জেষমাধাধর্গগামি

অথাৎ ওঁতীতব্রহ্ম-মহ্যতি ॥’

শ্রীহরিকথার প্রভুত্ব সর্বত্রই আমা

বিষয়ক কৃৎকর্ণসামান্য কথা সকল আলোচিত
হয়। সেট সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে
অপরগীত-পদ্যরূপ আভ্যাসে অনভ্যাসগণে
প্রথমে প্রভা, পরে রতি ও অনশেষ প্রেমভক্তি
উদিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের কীর্তনবিষয়ক কথা নিত্য প্রকার
সতিত শ্রবণ করিতে করিতে বিনা পদ্যভূট
অত অপরগণের মনোহর শ্রীভগবান্ জন্মে
কোবট হন অর্থাৎ শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্তনকারী
ব্যক্তির অপরগণের আনন্দক নাট। অপর
শ্রবণ ও কীর্তনেরই অধীন।

‘প্রাথমে: কর্ণরঞ্জনং বানঃ ভগবদ্রাক্ষম্।

পুনঃ সত্যমং কথঃ সলিলস্ত বদা: শব্দঃ ॥’

শ্রীহরিকথারূপে কর্ণরঞ্জন-দ্বারা জন্মে
প্রাথমে হইয়া ‘কৃৎকর্ণসামান্য’রূপে কাম
ক্রোধাদি মল বৌত করিয়া থাকেন, বেনন
পরবর্ত্তরূপে প্রবেশে নদী-ভুক্তাধার ম
মলিনতা দূর হইয়া যায়। হরিকথার বিশেষত্ব
এই যে, যেমন কৃষ্ণত্ব মলিনতায় কোনও
বস্তু বিশেষ-দ্বারা পাক্ত হইলেও সেও মলিনতা
মুক্তির নীচে পাক্তিবা থাকে আবার জল
জীয়ে ক্ষুণ্ণ হইলেও মলিনতা
সতিত মিশ্র হইয়া পড়ে, তজ্জ্ঞ জ্ঞান-
যোগ-তপাদি-দ্বারা জন্মে কাম-ক্রোধাদি
অনর্থ কথাক্ত ও কিয়ৎকাল প্রাভাভ্যাসে
বা কলিত আবার কোরে কোনও কারণ
উপস্থিত হইলেই ঐ সকল অনর্থ বোধিতে
পাওয়া যায়।

কথ্য জ্ঞান যোগ তপাদি দ্বারা সঙ্গতো-
ভাবে জীবের অনর্থ নিদূরত হইতে পারে
না, কেনন। কিছুকাল তত্ত্ব-মগ্নত্ব থাকে মাত্র;
কিন্তু একমাত্র হরিকথা-দ্বারাও জন্মে সমস্ত
মল নিঃশেষিতরূপে বদূরত হয়। কৃৎকথা
কৃৎ হইতে আভর। সুতরাং যেখানে
কৃৎ প্রবেশ করেন, সেখানে মায়ার কোনও
অধিকার থাকিতে পারে না; যেমন
পর্যকাল জগতে প্রাথমে হইলেই নদীর
মলিনতা আপনাই নিদূরত হয়; পুনঃ
পুনঃ বিন্দু হইলেও জলে মলিনতা আর
আসতে পারে না।

‘খোতাভা-পূর্যঃ কৃৎকথাঃপূর্যঃ ন মুক্তি।
মুক্তমঙ্গলারঞ্জনঃ পাহঃ স্ববরণঃ বদা ॥’

(ভা: ২.৮৬)

শ্রীহরিকথা জীবের মনো ও সাধ্য।

ঐনাদব শুকদেবদ্বারা দ্বারা মুক্তহুত নিরত
হারকথা-প্রমাণ-দ্বারাও পান করিয়া থাকেন।

‘এতাদৃশভবানানিভ্যাসমুত্তোভয়ঃ।

যোগিনাং বৃশ নদীঃ হেনোমারকীর্তনম্ ॥’

(ভা: ২.১১১)

শ্রীহরিকথা-কীর্তন একান্ত তত্ত্বগণের
আশ্রয়ীভূত। ‘কথা’কাজিপুস্তকদ্বারা
তত্ত্ব-ভরণে ‘কথা’ মুক্তহুতগের যোগদান,
আত্মপ্রাণমগ্নে ‘কথা’ পাত। ‘কথা’ অপেক্ষা
অত পরমজল দ্বারা নাট।

শ্রীভগবান্ জীবের স্বরূপ-কর্ণ গা পরম-
বদ্য। জীব যত দূর পথ্য না পাক্ত নিমিত্তক
হারজনর সাংসারিকার পান, ততদূরত তাঁহার
সাংসারিক কথা, দৈন্যের কথা, নৈমিত্তিক কথা,
বাহ্যসুখ লাভ-দৃষ্টান্তের পরম্পর বৈরাগ্যের
কথা, নির্ভেদ-ব্রহ্মত্ব-কল্প-দৃষ্টান্তের ব্রহ্মত্বা,
বা মুক্তি-কথার কীর্তন থাকে। পাক্ত হইলে
তত্ত্ববিষয়ক কথা ছাড়া অর্থ কোনও কথা
অদার করেন না।

‘কৃত্তমণীপানমদঃ দূরে কদৈ:পাশ্চাত্যঃ।

বর সত্য ব্রহ্মচরিত্ত্বাঙ্গ-পুলকাদয়ঃ ॥’

ঐশাং-যত্ন এক হারকথাসুতের প্রসঙ্গ
হইতে দুই অন্তর্ভুক্ত। যেখানে হরিকথা
অপস্থান করেন, সেখানে ‘কথার’ শ্রবণ, কল্প,
অর্থ-পুলকাদি সাংসারিক বাক্য সকল পদ্যই
হয়। ‘কথার’-প্রচাৰে জীবের দৃষ্টি, একাধারে
পদ্য-মগ্নতা ও স্বাধীনতার অপূর্ণ সাম্যমানর
দৃষ্টান্ত, অথবা হইতে নিভা আত্মগম্।

শ্রীমদভ্যাসঃ পদ্যম্

‘ভতোঃ সত্যমংসুতঃ’

সত্য সত্যেই বুদ্ধিমান।

‘কথা’-কথা-মনোবাসুভুক্তিঃ ॥’

‘কথা’-কথা-মনোবাসুভুক্তিঃ ॥’
‘কথা’-কথা-মনোবাসুভুক্তিঃ ॥’
‘কথা’-কথা-মনোবাসুভুক্তিঃ ॥’
‘কথা’-কথা-মনোবাসুভুক্তিঃ ॥’
‘কথা’-কথা-মনোবাসুভুক্তিঃ ॥’
‘কথা’-কথা-মনোবাসুভুক্তিঃ ॥’
‘কথা’-কথা-মনোবাসুভুক্তিঃ ॥’
‘কথা’-কথা-মনোবাসুভুক্তিঃ ॥’
‘কথা’-কথা-মনোবাসুভুক্তিঃ ॥’
‘কথা’-কথা-মনোবাসুভুক্তিঃ ॥’

হরিকথাই সাংসার হার, আর হরিকথা-
কীর্তন কাথ্য অন্তোজ্ঞাত্যপকর কর্ণদ্বা;
সেক্ষণ কথের বারম্বে যে কোন অসত্য লাভ
বা পত-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ আধক প্রবলরূপে
দৃষ্ট হয়। হরিকথা ছাড়িয়া বাক্য ‘কাথ্য’কে
বহমানন করে, তাহারা প্রচ্ছন্ন ভোক্তা—
ভগবানের সেবার প্রাত জোহাচরণকারী।
যিনি যত কথারই শ্রবণ করন না কেন,
সেভাল নম্বর ও পরিধানে অমৃত-প্রদকারী
হইবে। কোন কথ্য সম্পূর্ণ ও নিরোপ
নহে, আধক কি ভগবানের উদ্দেশ্যে যে
অর্থনৈতিক ক্রিয়া বহিত হয়, তাহাও সম্পূর্ণ
নিষ্ফল হইতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত

ନୋ: ଅନାଦିଅନନ୍ତ ଗଣିତ...

হেন কৃষ্ণ যে না হজে সর্ব-

କିନ୍ତୁ ସେ ବି.ପି.ଏ.ରେ ସମ୍ମତ ନହାନ୍ତି ।

মঙ্গলদায়ক যথেষ্ট জানিয়ে, নূন পড়ি গিয়া। রাগা হৃদে-শ্রোম বার। সেই বড় থনা ॥

୧) ଡାକା । ଭାର ଡମର କାଷ୍ଠାଳୟ ଯାଏ ୩

শুলোম কীচা মাল পাঠান হইয়াছে।

ପ୍ର. ୧୩-ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟାଦ୍ୱା ବସ୍ତୁର ସ୍ୱାଦି ତ ୬ ଅଂ. ୩୬

সভাপতি কল্যাণকর

শ্রী ঠাকুর তর্কসিদ্ধান্ত

চিত্রিত অমল্য কল্যাণকর

গ্রন্থ 'পরিচয়' গ্রন্থক ভাষ্য

সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

ইহা মনোহর কল্যাণকর

নিবাসী।

প্রাপ্তিমান—

শ্রীমদগীতা-ভাষ্য

পোঃ শ্রীমদগীতা-ভাষ্য

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাপতি কল্যাণকর

শ্রী মঙ্গলদায়ক চিত্র

বিশেষ ঠাকুর বিচিত্র

মূল, চিত্র, মূল্য অমল্য

অমল্য, চিত্র অমল্য

প্রাপ্তি ৬ মাসের মূল্য

নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিমান—

শ্রীমদগীতা-ভাষ্য

পোঃ শ্রীমদগীতা-ভাষ্য

১৯৩৮ বর্ষ

১৯ জিবিজি মৌর্যাব্দ ৪৮: ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩০১ ২৭শ মে ইং ১৯৪৪, শনিবার

৪১-৪২ নং নং

শ্রীমদগীতা-ভাষ্য

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ জিবিজি, অমল্য কল্যাণকর গৌরব ৪৪৮

শ্রীচতুঃসন ও শ্রীজয়-বিজয়

— (১) —

যাহু শ্রীচতুঃসন নিকট স্থিতি আদেশ
পাঠ্য। তাহাকে জ্ঞানস্বয় বান করিতে
লাগিলেন। সেই ধ্যানপূত চিত্ত হইতে
বানাক্ষরশব্দ কুমার-চরিত্র চিত্র উৎপন্ন
হইলেন। তাহাদের নাম হইল—শ্রীচতুঃসন,
শ্রীচতুঃসন ও শ্রীচতুঃসন। ইহারা
শ্রীচতুঃসন-অবতার। ইহারা শুদ্ধজ্ঞান ও
ভক্তির প্রচারের জন্ত জগতে অবতীর্ণ।
শ্রীচতুঃসনচরিত্রের বর্ণিত আছে—

"সনকান", "নারদ", "শুশ্রূ", "পরাশরাম"।
জীবন্ত 'ব্রহ্মার' অবতার-নাম ॥
বৈকুণ্ঠ 'নন্দ', বরাহর 'অনন্ত'।
এই চতুষ্টয়বিশিষ্ট, বিস্তারে নাই অতঃ
সনকান্তে 'জানপাক'।

নারদে নক্তি 'ভক্তি'।

ব্রহ্মার 'সৃষ্টি'-শক্তি।

অনন্তে 'কারণ'-শক্তি ॥

পরে 'ব' সেরন'-শক্তি, পুণ্ড্র 'পালন'।
পরমার্থে 'চরিত্র', 'বীয়াসকারণ' ॥

(১৫: ৫: ২০: ১০: ১০)

শ্রীচতুঃসন আশ্রয়সহ, সর্বত্র ও
সর্বত্র প্রচারিত। তাহাদের মূর্তি তপস্বী-
শ্রী, জ্যোতির্গণ পঞ্চম বীর বানকর মত।

তাঁহারা চিরদিনই একত্র। শ্রীচতুঃসন
ইহাদের প্রধান। শ্রীচতুঃসন প্রকৃতি মহা-
পুরুষগণ মহাজানী বা জানিসিদ্ধ। শ্রীচতুঃসন
গোবামী প্রকৃতি গণের জানী ছিলেন। পরে
তিনি মধুরস পথের আশ্রয় করেন।
শ্রীচতুঃসন পরমবৈষ্ণব। ইহারা ব্রহ্মাঙ্গসকল
পরিভ্রমণ করিয়া ইহাদের সেবার আশ্রয় হন।
তাঁহারা মহাজানী। এই চতুঃসন প্রাণ পরম
নিরাকার পুরুষগণের ব্রহ্মাঙ্গ-সৃষ্টির আদেশ
করিলে তাঁহারা পিতৃব্য পালন করিলেন
না। ব্রহ্মাঙ্গের সমগ্র মনঃপ্রাণ ও পরীক্ষা
শ্রীচতুঃসনগণের সাক্ষাৎ-সেবার আশ্রয় হন।
তাঁহারা বিষ্ণুর মনোযোগ দ্বারা কিরণে
তাঁহারা পিতার নিকট হইতে নিদার লটরা,
চিরদিন উজ্জ্বল, নিরাকার ও কৃষ্ণবর্ণের
হইয়া অখিল জগতে যথেষ্ট বিচরণ করিতে
ছেন, তাঁহাদের গতি ও শক্তি সর্বত্র
অপ্রতিহত।

শ্রীচতুঃসন শ্রীমদগীতা-ভাষ্য শ্রীমদগীতা-ভাষ্য
অনুপ্রাণিত দ্বারা বানকর—

"নারদ মাং ব্রহ্মণঃ পুংসঃ মানসং
পুণ্ড্রং বিভোঃ।
তপোবীয়া-সমুৎপন্নঃ নারায়ণ-ভগ্নাঙ্গকম্ ॥
সনকুমার তীতঃ স্তোত্রো বেদেব বৈ পুরা।
সোহায় * * * * * ॥"
"গোবিন্দপদার্থপ্রকাশে কুমার চরিত্র বাক্য মাং
তস্মাৎ সনকুমারোক্ত নারায়ণায়ৈ
শ্রীচতুঃসন ॥"

যেহে যে সনকুমারের নাম
অনিরুদ্ধ, আমি সেহে, আমি ব্রহ্মাঙ্গ
তপোবীয়া-সমুৎপন্ন, নারায়ণ-ভগ্নাঙ্গক, পুরুষ
মানসপুত্র। আমি চতুঃসনে যেমন ছিলাম,
চিরদিনই সেহে প্রাণ। তাই আমাকে
কুমার বলে, আমি সনকুমার, বলিয়া
যাও।

শ্রীচতুঃসন সত্য অপর তিনি মহা
ভ্রাতার সঙ্গেই মিলিত হইয়া অনন্তকাল
অবধি কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে ভ্রমণ
করেন। সনকুমারের মহাবিচিত্রত্বের
আত্মপ্রকাশে বৈকুণ্ঠের বারপাল জয়-বিজয়ের
অবতারণ হইয়াছিল। শ্রীচতুঃসন একদিন
শ্রীগোবিন্দপাদ-দর্শন-শিখার একান্ত
বাঞ্ছা হইয়া সঙ্কলোকপূজ্য বৈকুণ্ঠধামে গমন
করেন। তথায় অপ্রাকৃত অতি মনোহর
নৃসিংগ দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা
ছায়া দ্বারা আতঙ্কিত হইয়া সন্তোষের প্রবেশ
করিতে প্রবৃত্ত হইলে কীরীট-কুণ্ডলাদি-
দ্বারা চতুঃসন-মূর্তি প্রভঞ্জন দ্বারা
তাঁহাদেরকে রোধ করিলেন। তাঁহারা সেহে
পঞ্চমবীর বানকর দ্বারা ব্রহ্মাঙ্গকে
দেখিয়া পরিতাপসূচক বেদ উত্তোলন করিয়া
তাঁহাদের বৈষ্ণবগণের বাধা দিলেন। সেই
সমাপ্রাপ্ত শুকসহ মুনিগণ কাম-ক্রোধাদির
মল্লমূর্ণ অতীত হইলেও তাঁহাদের সমা-
জ্যাক্রমিত কৃষ্ণসেবার সহসা একজন অত্যাচারী
উৎপাত উপস্থিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া
উঠিলেন। মুনিগণ বলিলেন—"শ্রীভগবানের
মহত্তা পরিচয়প্রাপ্তি বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া
বৈষ্ণবগণ ভগবৎসুখপ্রাপ্তি ও সমগ্ৰী পুরুষ
এটানে বাস করিতেছেন, তোমরাও
তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ কর, কিহ তোমাদের
একজন বিষম বচন কেন? ভগবান্ শ্রীচতুঃ
সনক পুরুষ, তাঁহার কোনও দ্রুত নাই।
তোমরা নিজেরাও কপটী, এতকাল আশ্র-
নৃষ্টে অপর সাধুগণকেও কপটী মনে
করিতেছ। এই বৈকুণ্ঠধামে ভগবৎসুখ
ব্যতীত অন্যর আশ্রিতে পারে না, সুতরাং
একজন দ্রুত করিবার অবসর কোথায়? তবু
পরমেশ্বর বৈকুণ্ঠধামের মনোহর ভগবৎসুখ
তোমাদের সমাজ মল্লমূর্ণ অতীত এই অপবাদের

উপস্থিত প্রাপ্তি, আমরা চিত্তা করিতেছি।
ভগবৎসুখ অপর-বিষয় ভোগ্য এই
বৈকুণ্ঠধামে হইতে চিত্তা হইয়া এমন যোনি-
সমূহে ভ্রমণ করিতে থাক, যেখানে ভগবৎসুখ
ভগবৎসুখ অপর-বিষয় ভোগ্য উৎকৃষ্ট কাম,
ক্রোধ, মোহ—এই বিপুল বিষয়মান।"
সেহে মুনিগণের একজন বাক্যে
শ্রীচতুঃসন উত্তর করিয়া তখনক এবং "ভগ-
বৎসুখ দ্বারাও অপ্রাকৃত ব্রহ্মাঙ্গ বাল্য
অন্যবর্ণপুরুষ অতি কাতরভাবে সেই মুনি-
গণের পদপ্রসঙ্গপূজক তৎকালে ক্রুদ্ধ
নিপতিত হইয়া বলিলেন—"হে অধিগণ!
আপনারা মহাপাপীর জাত যেহে পদবিধান
করা উচিত, আমাদের দ্বারা পাপীষ্যের জাত
তাঁহারা করিতেছেন, ইহা আপনাদের উচিত
হইয়াছে; এতকাল ভগবৎসুখ ভোগ্য
অপ্রাকৃত অপর অপর-বিষয় ভোগ্য
কিহ একটা পাপীনা এই যে, আমরা ক্রমশঃ
নীচ পাপযোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকিলে
আপনাদের অপ্রাকৃত অপ্রাকৃত ভগবৎসুখ
আমাদের ভগবৎসুখ ভোগ্য ভোগ্য উপস্থিত
না কর।"
অন্যবর্ণী শ্রীচতুঃসন মুনিগণের ক্রোধের
এই বাপারে অবগত হইয়া যৎ-শ্রীচতুঃসন
মুনিগণকে দর্শনপ্রদানের জন্ত পদপ্রসঙ্গ
স্থানে আগমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীচতুঃসন
ভ্রাতৃগমন করিলে সেই মুনিগণ স্ব-
সমাপ্রাপ্ত ভগবৎসুখ অপ্রাকৃত ভগবৎসুখ
(সেবোদ্বাহ ও অপ্রাকৃত) চিত্তের গো-
হইতে দেখিয়া অসম্মতের দর্শন করে
লাগিলেন। ভগবৎসুখ ভোগ্য তাঁহারা সত্য
সত্য গমনোচিত ছাপাওকাম আনন্দ
করিতেছিলেন। তাঁহারা চতুঃসন ভগবৎসুখ
যেহে চারভরণ এবং মতক বৈষ্ণব
শ্রীচতুঃসন ভগবৎসুখ চতুঃসন মুনিগণ
দ্বারা চতুঃসন ভগবৎসুখ ভোগ্য

সবার জীবন কৃষ্ণ জমক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভয়ে দর্শন ব্যর্থ তার।

করিলেন। বৈকুণ্ঠের হারপাল জয়-বিজয় পরমভাগবত দ্বিগুণের সনকাদি যুগিগণকে ভগবৎপূর্ণনে বাধ্যপ্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্রোধ উপশমন করেন এবং তাঁহাদের অভিযোগে বৈকুণ্ঠ হইতে ত্রিই হইয়া অমৃতবোনি প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিন জনে ইহারাই হিরণ্যাক্ষ-ভগবৎপুত্র, সুভকর্ণ-রাবণ এবং মন্তবক্র-পতঙ্গপাক্ষকে ভগবৎপূর্ণ করিয়াছিলেন। এখানে সংশয় এই যে, ভগবৎপার্বণ জয়বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আত্মারাম সনকাদি যুগিগণেরই বা কি প্রকারে ক্রোধ উপশম হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাজনগণ যে সুশিক্ষিত হাপন করিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল -

আচার্য্য শ্রীধরদামিনীশ্বর শ্রীমহাগবত (৩।১৬.২২) শ্লোকের ভাবার্থলিপিকার বলিয়াছেন, “ইদমত্র ভক্ত্যম্ — যত্নাৎ সনকাদীনাম্ ক্রোধো ন সন্তপ্যতি, ন চ ভগবৎ-পার্বণম্ভোঃ তয়োঃ ভ্রাতৃপুত্রাভিকুলং, ন চ ভগবতঃ স্বভক্তোপেক্ষা, ন চ বৈকুণ্ঠ গত্যমাং পুনর্জন্ম তথাপি ভগবতঃ সিন্ধুসাহসং কথ্যাতঃ যুগুৎসা সমুজ্জ্বলিঃ তদান্যেযমজ্ঞানত্বাৎ স্বপার্বণানাক তুয়াগণেষুহপি সাত্ত্বিকান্ধ-পপত্তেঃ এতৌ এষ ভ্রাতৃপুত্রবারণে প্রোক্তৌ তেষু চ ক্রোধমুক্তিগ্যা ত্ৰৈলোক্যাভ্যাজেন প্রতি-পাক্ষৌ বিধায় বুদ্ধকৌতুহলং সম্পাদনৌচাম্।”

অর্থাৎ এখানে জয়-বিজয়-সম্বন্ধে তত্ত্ব বিচারিত হইতেছে। যদ্বৎ আচার্য্যাম সনকাদি স্বর্গগণের ক্রোধ সন্তপ্যতঃ হয় না, ভগবৎপার্বণ জয়বিজয়ের ভ্রাতৃপুত্রগণের প্রতি ভ্রাতৃপুত্রাভিকুল এবং ভগবানের স্বভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের সৃষ্টি কণেক্ষার ন্যায় কখনও বুদ্ধ করিবার দৃষ্টা উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু তুয়াগণশালী ভগবৎপার্বণ বাতীত অন্য মন্ত্য কৌবের বল অল্প, আবার পার্বণগণের বল তুল্য হইলেও তাঁহাদের ভগবানের প্রতি মোহভক্তগুণতাব হইতে পারে না। এই কারণবশতঃ তিনি আচার্য্যাম যুগিগণের ক্রোধ উপশমনপূর্বক তাঁহাদের শাপজ্বলে স্বপার্বণ জয়বিজয়কে প্রতিপূর্ণভাবাবিত করিয়া বুদ্ধকৌতুক সম্পন্ন করিতে হইবে—এইরূপ বিবেচনা কারয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীমহাগবত বুদ্ধকৌতুক অল্পত্ব কারবার অল্পই জয়বিজয়কে পূর্ণভাবে গণ্যে কারয়াছিলেন। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে বুদ্ধ হয় না। পার্বণ বাতীত ভগবানের তুল্যও কেহ হইতে পারে না। তজ্জন্ত ভগবান্ জয়-বিজয়কে অবতীর্ণ করাইলেন। অমৃতভাবাপন্ন না হইলেন শ্রীভগবানের সচিব প্রতিদ্বন্দ্বীরা অসম্ভব বলিয়া শাপজ্বলে তাঁহাদিগকে অমৃতমুখে প্রতি করাইয়া আবির্ভূত করাইলেন।

শ্রীল শ্রীজীব গোবিন্দাশ্রম শ্রীভক্তসম্বর্ড ১৪৫ অঙ্কজেনে বলিয়াছেন,—কার্য-দেখাধিপতি শিবপাল ও নৃসিংহ পুত্র বৈকুণ্ঠনাথের হারপাল জয়বিজয় ছিলেন। (৩। ১। ১৩৪ শ্লোকে) প্রাকৃত দেহ ট্রিগু-গাণ-তিন বৈকুণ্ঠপুত্রগণের প্রাকৃত দেহ-সম্বন্ধ পরূপে হইতে পারে, যুগিগণের এই প্রাপ্তিসমাবে জানা যায় যে, তাঁহারা স্বপাকৃত দেহবিশিষ্ট। সাধুগণের স্বপাকৃত দেহের দ্বারা তাঁহাদের দেহেরও বিনাশ না, তাহা ভগবানের নিজ উক্ত (৩। ৩। ১২২) হইতেই জানা যায়। ভগবান্ নিজস্বের হারপাল-ধরকে বলিলেন,—“তোমরা মন্ত্যলোক গমন কর। তোমরা ভীত হ’ও না। তোমাদের মঙ্গল লাভ হইবে। উত্তরার গর্ভে পত্নীকিতের অবতানকালে আমি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে মন্ত্য কারবার জন্ত অমৃতময় ত্রৈলোক্য বেক্ষণ বিকল করিয়াছিলাম, সেজন্য জয়-বিজয়েরও ত্রৈলোক্যরূপ ত্রৈলোক্য-যতন সমর্থ হইয়াও আমি তাহা বঞ্চিত করলাম না।” ভগবানের এই উক্ত-অনুসারে বুদ্ধি যায় যে, জয়-বিজয় সনকাদি শাপজ্বলে কেন্দ্র শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্ত পূর্ণবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শাপে ভগবতের গত্যনুসারে জানা যায় যে, ইহার নিমিত্ত ১৮৫ ব্রহ্মবিশ্বের জন্ত এবং বুদ্ধাদি ক্রীড়ানামিত তাঁহার দ্রুতি-ঘটনা-কারীরা হইয়া জয়-বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অংশদ্বিগুণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমজ্যোতিষ্মত দেহ পার্বণগণময় দেহে ভগবানের প্রবর্তিত করিয়া ছিলেন। শ্রীমহাগবতের (১। ১। ৪৫) শ্লোকে কথিত হইয়াছে,

“ভাবজ কাক্ষৌ জাতৌ

মাতৃশ্রাব্যজৌ তব।

অধুনা শাপনিম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রভাতংহৌ ॥”

শ্রীনারদ যুগিগণকে বলিলেন,—সেই জয়-বিজয় গোনার মাতৃশ্রাব্য (যুগিগণ-মাতা কৃষ্ণীর ভ্রাতৃপ্রবর) গর্ভে কাক্ষৌরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণচক্রে তাহাদের শাপ হইতে বঞ্চিত, তাহারা এখন শাপ-নিম্মুক্ত। এই শ্লোকের দ্বিতীয় অংশের অর্থমাত্র লিখিয়াছেন,—“কৃষ্ণচক্রে হত-মতো যথোঃ তৌ, তয়োঃ শাপমেণ হত-মতৌ ভাবজাভঃ ॥” অর্থাৎ কৃষ্ণচক্রে হত-মতৌরূপে শাপ যাহাদের, সেই জয়-বিজয় পার্বণগণের। এই বাক্যে তাঁহাদের শাপ হত হইয়াছিল। তাঁহারা হত হন নাই—তাহার ভাবজাভ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর (শ্রীমদ্-ভাগবত ৩.১৬.২৬ শ্লোকের) দ্বিতীয় অংশে লিখিয়া করিয়াছেন,—

(ভগবান্ ক’লেন,—) হে বিশ্রাম! আপনারা যে আমার পরমভক্ত জয়-বিজয়ের প্রাকৃত অভিলাষ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমারই ভক্ত! আমি এই পরমভক্তগণের

আমৃতভাব সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই আপনাদের বৈকুণ্ঠে আনিয়া ভক্তসম্বর্ডের হারপালধরকে পরম ভক্ত আপনাদের প্রতি প্রতিপূর্ণাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া এবং আত্মারামভূক্ত্যনি আপনাদের ক্রোধোত্তেক করিয়া আপনাদের দ্বারা শাপ প্রদান করাইয়াছি। এখানে আমার পার্বণগণের অথবা আপনাদের কোন অপরাধ নাই। (সনকাদি স্বর্গগণ কহিলেন,—হে ভগবান্!) আপন ভক্তসম্বর্ড; সুতরাং এই ভক্তগণের প্রতি এতাদৃশ চেষ্টাদানে প্রবৃত্তি আপনাদের ভিক্রমে হইল? (ভক্তগণের ভগবান্ কহিলেন,—) হে বিশ্রাম, আপনারা সকল অসুখ সবল জানেন, আমার বলা বাক্যলম্বিত। জয়-বিজয়ের পেম-নিকৃষ্টত কোনপ্রকার টঙ্কারিলেই টঙ্কার কারণ। (তাঁহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—) হে প্রভুগুণ, আপনি দেহভাগপূর্ণও আধেয় বৈকুণ্ঠনাথ, মন্ত্যলোকের সামর্থ্য আত্ম অল্প, আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই, তাহা হইলে আপনার পুত্র-পুত্র হইবে না, অতএব আমরা আপনাকে কোন প্রকারে প্রতিপূর্ণ-ভাবাবিত করিয়া বুদ্ধমুখ অতঃপর করুন। আপনার বক্তঃ পরপূর্ণভাবে আমরা আপনার অগুণ্যত্ব নূনত্বও সহ্য করিতে পারি না। অতএব আপনি যদি ভক্তবাসনাপূর্ণ বাক্য করিয়াও অমৃত্যু বিজয়গণের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ভগবৎভক্তগণের চিত্তবিনোদনার্থ ভগবানেরও ভক্তগণের প্রকার বাসনা উদয় হইয়াছিল। মহত্তর চরণে অপরাধ করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে পরমসিদ্ধগণেরও অংশপতন হয়, অতএব মন্ত্যলোক হইতে যে বৈকুণ্ঠপারাদ হেতু সাধকাতাস-জীবের পতন হ’বে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধকভক্তাদিগকে মঙ্গল-পরাধ হইতে সাবধান করিবার নিমিত্তই ভগবানের এইপ্রকার লীলা।

যৎকিঞ্চিৎ

—:::(*)::—

দিনের পর দিন, রজনীর পর রজনী, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কালস্রোতে তাঁসিয়া চলিতেছে। যে কাল চলিয়া যায়, তাহা আর আসে না, কেবল ভোগের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার স্মৃতিই বাখিয়া যায়। সে স্মৃতি বৃথা, যাহা অত্যাভিসায়ময়ী—সে নিঃশাস গ্রহা, যাহা কৃষ্ণসেবা-সন্ধান-বিহীন। দিনের পর দিন চলিয়া যাচ্ছে, কিন্তু আমরা চলিতেছি কোথায়? প্রতি-মুহূর্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের নিদ্রিষ্ট পরমাত্মকামতেছে। আমরা যে অগন্তভাগ করিবার জন্ত ছুটিতেছি, যে অগতে প্রবল আসক্ত থাকার তথায় আরও বেশী দিন বাস করিবার উচ্চ আশিতেছে, প্রতিমুহূর্তে

আমাদের সেটকগৎ হইতে বিনাশ লইবার দিন ঘনিষ্টই আসিতেছে।

এমন এক গোলোকের দৃশ্য—এমন এক নিত্যপ্রিয়—এমন এক রূপানন্দার ভগবৎপূর্ণ চৈতন্যময়ী পরম করিবার মোহাগা পাঠলায়, যিনি আমাদের এই মুহূর্তের, মুহূর্তের নলি কেন, সত্য সত্য দেহভক্ত মতানন্দ দান করিতে প্রস্তুত, যিনি আমাদের দীর্ঘকালীন পরম-দ্বন্দ্বনিষ্ঠা আধিক্যের কারণে বাস্তব, যোগ্যতা বিচার না করিয়া যিনি আমাদের অমায়িক উপা করিয়া এতদৃক সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত, যাহার জন্ম নাক্ষত্রঃ সংসার-ভাগ করণময়, কার্যমোহ-নাকো বাস্তব সেবা কাহারও জন্ত মতে আসিয়ায়, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ত’ আমার প্রতিমিত হইল না। তাঁহার চৈতন্যময়ী—মোহনিষ্টা-বিনাশিনী দ্বিতী কর্ণে দ্বাষণ করিতেছি, কাখায়? সেই বাণীপ্রদে আমাদের চৈতন্য ত’ সাতা দেহ না? ত’রা? আমরা যে নিমিত্ত অগত তড়াসক হইয়া পাড়িতেছি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ জড়তা আর করে দূরীভূত হইবে? অতঃপর দীর্ঘকালের জন্ত শ্রীভক্তপাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা জানাইবার জন্ত কট একটু জ্বালা ত’ আগে না? দান ত’ কথা বলিতে বলিতে—আকাশকুসুম চিত্রা করিতে করিতে দূরাতম আসল। বহুভাগ্যে, বহু প্রকৃতি ফলে শ্রীভক্তপাদপদ্মের সন্ধান পাঠিমা হরিতভজনের প্রয়োগ লাভ হয়। কিন্তু সেট প্রয়োগের অপব্যবহার হইলে সে প্রয়োগ ত’ আর বেশী দান থাকে না। ভক্তসেবার বাণীদেব দিবস-রাত্নী বিগত হইতেছে; শ্রীভক্তপাদপদ্মে যাহাদের প্রতি-মুহূর্তে প্রতিমতি না অভিনবেশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ হইতেছে, তাঁহারাও নিত্যজীবনের আধিক্য হইতেছেন। তাঁহাদের যত্না বাগদ কোন কথা নাই ও তাঁহাদের দিনেরও ক্ষয় নাই। তাঁহারা সমরকে পরমার্থ বলিয়া জানেন। জানিয়া এ হতভাগ্যের কবে তাঁহাদের পরাক্রমসম্পন্ন মোহাগা হইবে।

ভগবতের চিত্তবিনোদন-অর্থের কথা। তাহা

আপাত-মনোহর ও আপাত-সুখকর হইলেও পরিশেষে তরানক দুঃখবহ ও চেতনহীন করকারক। কিন্তু শ্রীহরিতত্ত্ববৈজ্ঞানিকের সুখ-বিধান-সম্বন্ধ, অস্বাভাব ও অস্বাভাব। প্রতি মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান পরকায়; আমি কাহার ইহাই সর্বত্রো বিচায়া। যিনি আমাদের সঙ্গে ভবসাগর পার করিতে আসিয়াছেন, যিনি আমাদের একমাত্র নিত্য-বাক্য, সেই নিত্য প্রভুর সঙ্গে যাহতে হইলে দীন, আত্মকন ও কাগাল হইতে হইবে। কই সে দীনত্ব ত’ লাভ হইল না? তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের একমাত্র গতি বলিয়া না জানিলে বা অন্যাত্মলায় শূন্য হইয়া দীন না হইলে তিনি কহুওহ আমাদের সঙ্গে লইবেন না।

অনন্তকালের তুলায় আমাদের জীবনের
সময় আর কতটুকু! আমাদের যে কোন সময়
সুখী থাকবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।
কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের শ্রমের সময়ে
একাত্তরী রূপে বা শ্রীতি রূপে দরকার।
নতুন জগতের কোন সমস্ত প্রতি কীতি
ব্যক্তিগত থাকবে। তার রূপে হঠাৎ সংসার-
বালনা মুহূর্তে যথেষ্ট ধর্মসম্পাদন হয়। তার
রূপে না পাওয়া পর্যন্ত জগতের প্রতিটি
বস্তুই আমাদের তারার রূপে না দেখাটাই
বাক্যে করবে।

চরিত্রবান্ধবী ভক্তগণ কালের বিক্রমকে
অ-কম করিয়া নিখিল কালকে চরিত্রবান্ধব
নিবৃত্ত করেন। যে কালের, বিক্রম আর-
ম্ভের সর্বত্র বিরাজমান, সেইকালেই বিক্রম
শ্রীমদ্রবীর রূপে ও ভক্তগণের নিকট
নাই। সেজন্য তারার কল্পসংগ
আমাদের প্রতিমূর্ত্তে প্রতিফলিত করিয়া এবং
হঠাৎ বিরাজ লইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া
দরকার।

আমাদের চিত্র এত ভোগজনক, তেঁ
এত আসক্ত যে প্রতিদেবার কালকে
ভোগের কাল বলিয়া মনে করি। আমাদের
ভুক্ত মানবজীবন 'ভ' গগনের রূপ নয় য
আত্মমুক্ত গেল, কাল আবার প্রথা দিয়ে।
যে কোন বা সময় চলিয়া গেল পাঠ্য আর
কোটি কোটি মুহূর্ত্তের বিনয়ময় পান্থ্য
হাটবে না, যে অমূল্য নিম্ন কার্যক্রম, তাকে
আমি পত্নী জন কীর্ত্তন 'ভ' পাঠ্য না।
সমস্তকালের দক্ষ আত্মনিয়ন্ত্রিত চরিত্রজন
না তারার কারণ নয় 'ক' আত্মমুক্তি
কল্প হঠাৎ আমরা দেখে 'ভ' মনের দ্বিত
ভূমিকা হাটবার। বাহ্য আমাদের নয়, তাৎকালিক
আমাদের মনে করার আমাদের যত
কল্পসম। এত কারণে এত বড় একটি
পাঠ্য পুঁজি হঠাৎ। আনন্দ বসন্ত সংযোগে
ত 'ব'যোগে আমরা প্রথা চঃখের ভাগী হই।
হঠাৎ আমাদের বিরূপের অবস্থা। কিন্তু
আমরা যদি নিজেকে কল্পদাস বলিয়া জানিতে
পারি, তাহা হলে আর কোন চঃখই থাকে
না। সেজন্য শ্রীল ভক্তগণের চারু
পাঠ্যরূপে—

জীব কল্পদাস এ বিষয়
করলে 'ভ' আর চঃখ নেই।

মন চকল। চকলতার চেতনকে ধর্ম।
চিন্তাসময় আর যা যে অল্পকণ পরমাণুর
সেবালাভের জন্ত চিরব্যাকুল। তাহা সত্য
প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু আমরা এখন নিঃশব্দ
থাকার ইচ্ছা করি। কল্পবিষয়তার দিকে
ধাবমান। শ্রীকর্ত্তন দ্ব্যর্থক—ইচ্ছাশ্রীপতি
তারার সেবা করাই ইচ্ছার কাজ।

শ্রীকর্ত্তনদ্ব্যর্থক দীর্ঘতর হরিকথা-
অবগম্যই আমাদের আত্মার সুপরিচি
কাজে হয়। নিখিল ব্যক্তিকে প্রস্তুত

করিতে হলে শব্দ বাণীত উপায় নাই।
শ্রীকর্ত্তনদ্ব্যর্থক শব্দে যখন কর্ণধারে প্রবেশ
করে চৈতন্য স্পর্শ করে, তখনই চেতনবস্ত
যে আত্মা তার কাগজ হয়। সেটাকে চরিত্র
সেবালাভের একমাত্র উপায় সমস্তকাল শ্রীকর্ত্তন-
দ্ব্যর্থকদ্ব্যর্থক বৈকল্যগী-প্রবেশ। প্রসঙ্গ
সিদ্ধান্ত হয়। কারের দ্বারা যখন সমস্তকাল
সেবা করা দরকার, সেজন্য কর্ণের দ্বারা
সমস্তকাল চরিত্রকথা-প্রবেশ সেবা ও সাধুসম
করা দরকার। নতুবা বাক্য হঠাৎ হঠাৎ

ভগবদ্গীতা বা ভক্তিশাস্ত্রের মহিমা

“নিজস্বক্ষে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বস্তর।
চরণে ধাম শ্রীম আত্মমোহর।
ভাবতরে মানা নাচি বহরে গলার।
ছিত্র। গড়ের গা-ওকতের পার।
ক'ত গেল, গুরুত্ব আরোহণ-স্থ।
ক'ত গেল, লক্ষ-চক্ষ-সম-পূর্ণকণ।
কোথায় রহিল শ্রব অনন্ত-ধর্ম।
দান্তভাবে শ্রুণু লি' করবে ধোঁম।
তোখায় রহিল বৈকল্যের সুখভার।
দান্তমুখে সব শ্রুণু লাগিল তার।
ক'লি গেল রমার শ্রুণু লি'।
বৈকল্য হঠাৎ কালকে ভূমি পাত মুখ।
শ্রুণু-নাম আর দাঁড় দাম পাণ্ডা।
শ্রীকর্ত্তন। শ্রুণু-ও প্রেম দাম ভ্রুণ।
সেই শ্রুণু আপনাতঃ মতে ভূমি করি।
দান্তযোগে দামে শ্রুণু পতিত।
ভেদ দান্তযোগে ছাড়া আর যেরা চার।
অমৃত ছাড়া বেন বিব লাগি ধার।
ভেদে ভাগ্যতে কত,— দান্ত বড় ধর্ম।
দান্ত গাণি' রমা-অজ-ভবের খণ্ড।”
(১৫: ১৫)

কল্পে শ্রীশ্রীমানক-বিরহ-উৎসব

কল্পে শ্রীশ্রীমানকগৌড়ীমতে গত ৩০শে
বৈশাখ শ্রীল রামদামনক গোবিন্দী প্রভু
বিরহ-উৎসব পরমাণুযুক্ত শ্রীল আচাধ্য-
সেনের অষ্টকৌ কপার হরিকথা-প্রবেশ-
কীটনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্তবিষয় উৎসবে শ্রীশ্রীকর্ত্তনগোবিন্দ-
গাণিক-গাণিকগৌড়ীমের মল্লারাজিকান্তে
শ্রীশ্রীকর্ত্তনদ্ব্যর্থক, প্রকল্পসম্পাদ, পত্নীত্ব,
তজ রে তজ রে আমার মনে আঁত মল্লী 'ভ' হুঁত
গা'ত কর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীকর্ত্তনগোবিন্দ হুঁতে
শ্রীশ্রীকর্ত্তনগোবিন্দ-সংবাদ পাঠ হয়। পরে
‘ভাষ্য অল্প পূর্ব ভাগে’, ‘যে আনন্দ পের
মন করল। ত্রুণ’ এই গীতি কীটন-যোগে
শ্রীমদ্রবীর গুরুত্ব হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোগান্তিকালে অধ্যাপক ব্যক্তি-
গণকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্নে
ইষ্টগৌড়ীমুখে ইংরাজী “রামদামনক” গ্রন্থ
আলোচিত হয়।

সকাল আনন্দিকের পর শ্রীশ্রীকর্ত্তন-
পরিভ্রমণ হয়। শ্রীশ্রীকর্ত্তনদ্ব্যর্থক, পত্নীত্ব
ও বিরহপূর্বক রামদামনগোবিন্দী কীটন
হলে পর বিংশ বর্ষ গৌড়ীমের ৩৩শ পত্নী
সংখ্যা হঠাৎ শ্রীশ্রীকর্ত্তনদ্ব্যর্থক চারিত্র ও
উপদেশাবলী পাঠ হয়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীমদ্রবীর মধ্যে সংবাদাদি আনন্দ-
প্রদান

শ্রীমদ্রবীর মধ্যে পক্ষ হঠাৎ একটি
সংবাদ আনন্দ-প্রদান প্রাপ্তি। গত
২৩শে মাসে ১৮টি মিল্লারের মধ্যে
চারতরফ এবং চীনও দাক্ষিণ্য করিয়াছেন।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, নেদার
ল্যান্ড, নরওয়ে, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড
এবং স্ট্রেট ডুটেনও এই প্রস্তাবে দাক্ষিণ্য
করিয়াছেন। বড়লাটের শাসন পরিষদের
পক্ষে ইতিহাস হাউসের ২৫৩ জন সদস্য
চীনের পক্ষে হুঁতে তাৎকালিক প্রস্তাবে
দাক্ষিণ্য করেন।

করাসী জাতীয় মুক্তি কমিটি

করাসী পরামর্শ পরিষদ সমস্তমুদ্রায়
শ্রীমদ্রবীর মধ্যে পক্ষ হঠাৎ একটি
কমিটি অতঃপর করাসী ‘গণতন্ত্রের অস্থায়ী
গণমন্ডল’ নাম গ্রহণ করিবে।

সমগ্র এক সমস্তমুদ্রায় প্রস্তাবে দাক্ষিণ্য-
কল্পমুক্ত অকালের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে
শ্রীমদ্রবীর মধ্যে পক্ষ হঠাৎ একটি
গণমন্ডলের প্রতি আস্থা প্রকাশ করা
হইয়াছে এবং এলা হঠাৎ প্রস্তাবে দাক্ষিণ্য
সাক্ষর এবং প্রস্তাবে পক্ষে অল্পকণ সাক্ষর
পক্ষে সাক্ষর লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন

আমাদে আত্ম ধর্ম সেবা সজ্জের মন্ত্রী
পতিত নীলকু বেনেশ্রী সম্প্রতি শ্রীমদ্রবীর
আত্ম ধর্ম মন্ত্রের নিয়ন্ত্রিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান
গুলি স্থাপন করিয়াছেন— (১) আত্ম ধর্ম
অবৈতনিক বৈদ্যালয়; (২) আত্ম ধর্ম দাতব্য
উপদ্যালয়; (৩) দাতব্য পাঠাগার। চেরা-
পুজী অকালে দাতব্য-গেও নামক স্থানেও
শ্রীমদ্রবীর একটি অবৈতনিক আত্ম ধর্ম
নিদানীয় স্থাপন করিয়াছেন। দিল্লীর অখিল
ভারতীয় আত্ম (হিন্দু) ধর্ম সেবা সজ্জের
আর্থিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠানগুলি চালিতেছে।

অধিক খাজনা উৎপাদন আন্দোলন
বাঙাল্য সরকারের দ্বারা বিতর্কিত মন্ত্রী
দক্ষের আর একটি অধিকতর খাজনা

উৎপাদন পক্ষ উৎপাদন করিয়াছেন। এই
পক্ষকে পতিত জমির আবাদ, কচুরিগানা
ধর্ম এবং ভলসেনে ব্যবহার জন্ত ছোট
ছোট পরামর্শবলী খননের কাঁচার উপর
বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ভলস-
আকর্ষণের সর্বত্র পরামর্শ করিয়া এই
“পক্ষ” প্রতিপালনের সকল ব্যবস্থা করা
হইয়াছিল। বিগত “অধিকতর খাজনা”
উৎপাদন পক্ষ” কালে সকল গৌড়ীমের জন্ত
যেমন নির্দেশ জারি করা হইয়াছিল, এক্ষেত্রেও
তাহা থাকিবে।

শ্রম ব্যক্তিতে পারে যে, এত বসন্ত
এলা কচুরিগানা হঠাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত
সমগ্র “অধিকতর খাজনা” উৎপাদন পক্ষ”
সব সমস্ত, গৌড়ীমের মধ্যে গোমত ও গোমত
সংরক্ষণ, পতিত জমির আবাদ এবং পূর্বসংলগ্ন
উদ্যান রেনার প্রতি বিশেষ বিনোদন দেখিয়া
হইয়াছিল। সেই পক্ষের কলাকল সম্বন্ধে
যেমন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা খুবই
আশাশ্রয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হল। হাটতে পারে
যে, মৌলভীপুর, চোখাখা, চোখা, আলিপুর,
চোখাপুর ও মিনাকপুরে ৩৪৩,৭৭০টি নুতন
গৃহ-সংলগ্ন ভরতকোথার বাগান হঠাৎ
হইয়াছে, ১২১,০৮৮টি “কম্পোজি” নারিগানা
প্রস্তুত হইয়াছে, ৩২৬,৪৩৮টি গোমত
সংরক্ষণের গর্ত খনন করা হইয়াছে এবং
৫৫,৩০০ একর পতিত জমির আবাদ করা
হইয়াছে।

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে জুতন অর্ডিন্যান্স

জনস্বাস্থ্যের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ
ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে এক অর্ডিন্যান্স
প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গণমন্ডল
হাটতে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জন-
স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্য সম্পর্কে গণমন্ডলের হস্তান্ত-
রূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য করিতে পারেন
তারমত এই অর্ডিন্যান্সে কর্তব্য দেওয়া
হইয়াছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিদ্বিধিত সময়ে
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন না করিলে
গণমন্ডল অন্য কারাকেও উক্ত ব্যবস্থাদি
অবলম্বন কারবার নিষিদ্ধ বা ব্যবস্থাদি
সম্পূর্ণ কারবার নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা পাবিবেন।
উক্ত গণমন্ডল প্রয়োজন মনে করিলে
চিকিৎসা বিষয়ক অতিরিক্ত ব্যবস্থা ক্রিতে
পারিবেন, যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে
জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির তার গ্রহণ
করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন অথবা
প্রয়োজন হইলে যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে
বাক্ত করিয়া দিতে পারিবেন।

সত্যক কল্যাণকরত্ব
— — —
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিনিবাস-
প্রতিভা অমল্য কল্যাণকরত্ব-
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
তাঁহা মনলাকাঙ্ক্ষীমাজেরই
নিষ্ঠাপাঠ্য।
পালিহান—
শ্রীযোগীন্দ্র-ভীষ্মাচার
পোঃ শ্রীমাদপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

• দ্রষ্টব্যকৌতুক
— — —
শ্রীল সচ্চন্দ্রানন্দ ভক্তি-
নিবাস ঠাকুর নিবাসিত
হন, ঢাকা, মল্লিক আশ্রম
অত্রাণ, ঢাকার আশ্রম
প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণ
নব প্রকাশিত গ্রন্থ।
পালিহান—
শ্রীযোগীন্দ্র-ভীষ্মাচার
পোঃ শ্রীমাদপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচলিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুদ্রাপত্র

১৯শ বর্ষ { ২১ জিবিক্স গৌরানন্দ ৪৮: ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮ } ২২শে মে ইং ১৯৪৪, সোমবার { ৫৩-৫৪শ সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণগৌরানন্দো ভবতঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ জিবিক্স, সর্ব সর্বগণ গৌরানন্দ ৪৮

পাপ ও পুণ্য

— :: (১) :: —

পাপ ভয়াবহ ও দুঃখকর এবং পুণ্য সুখজনক। অধর্ম পাপ, ধর্ম পুণ্য। পাপের ফলে নরকভোগ এবং পুণ্যের ফলে স্বর্গলোক লাভ হয়। ভগবদ্ভক্ত পাপ-পুণ্য বা ধর্ম-নরক গঠনা গবেষণা করা প্রয়োজন মনে করেন না। কারণ, ভক্তভক্ত নরকান্নের ভয়ে ভীত হইয়া ভগবদ্ভক্তনে ক্রটিবিশিষ্ট হন না। কেনা স্বর্গের লোভে লুপ্ত হইয়াও ধর্মবাক্যন করতে পারেন হন না। নরকভয়ে ভীত ও স্বর্গপ্রবেশ লুপ্ত হইয়া মানবের জন্মে যে ধর্ম-বাক্যের স্মৃতি উদ্ভূত হয়, তাহাকে শুদ্ধধর্ম বলা যাউতে পারে না; তাহা লৌকিক ধর্মমাত্র। ভগবদ্ভক্ত পাপ বা পুণ্য—কোন বস্তুকেই চাহেন না বা তাহাতে আগ্রহ হন না।

পালি লোক পাপের ভয়ে পুণ্য করিতে উজ্জ্বলিত হয়। কেহ কেহ নরক-ভয়ে ভীত হইয়া তৈতু ক্রটিবাক্যনেও পবিত্র হন। তাহারাই যদি শুদ্ধভক্তের সহ পাপ অর্থাৎ ভীতির শ্রুতি হইয়া জন্মের পৌত্যাগ্য পাইয়া ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠে উত্তরোত্তর বৃত্তিপাঠ হন, তবেই ভীতভয়ের দ্বন্দ্ব ভক্তের নরকভয় ভক্ত ভগবদ্ভক্তভক্তনের চেতনগা স্মৃতি বহুবিধ হইতে পারে এবং জন্মেও আত্মিক

আকর্ষণের সহিত ভগবদ্ভক্তভক্তভক্ত য় নির্মল আত্মার ধর্ম। তাহা ভীতভয়া বৃত্তিতে পারেন। একপক্ষের ঐক্যল ব্যাপ্তি যে সাধনিক নরকভয় ও তাহা হইতে পাপভীতন পরিভাগ্য করিয়া সামান্য ভক্তভীতনে প্রবেশের অভিলাষ ও চেষ্টা, তাহাকে ভক্ত-জনক বলা যাউতে পারে। কিন্তু নরকভয় যদি কেবল পাপপন্থার পরিভাগ্য করাটাই লৌকিক পুণ্যপথে প্ররোচিত করে, তাহা হইলে ঐক্যল পুণ্যকামনা মনের ভাগমাত্র, তাহা কোন আত্মিক বা নিত্যমঙ্গলজনক নহে।

নরক ও স্বর্গ—উভয় কৃষ্ণবিষয় ভীতের কণ্ঠের নাগরদোলায় নিয় ও উচ্চ অস্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উক্ত হইয়াছে,—
“কৃষ্ণ ভূমি” সর্ব জীব অনাবিহায্য।
অভাব মায়া তা’র দেয় সংসার-দুঃখ।
কতু স্বর্গে উঠায়, কতু নরকে ডুগায়।
নরকজনে রাজা যেন নদীতে চুপায়।
সাধুলাভপায় য’ন কল্যাণমুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়ায়।”

পাপ অপেক্ষা পুণ্য ভাল। কিন্তু এত ভালও আপেক্ষিক ভাল, চরম ভাল নহে। জগৎ লোক স্ত্রীভীত বা পুণ্যকাষাকে পরমমঙ্গল মনে করিলেও ভগবদ্ভক্তগণ তাকে আপেক্ষিক ধর্ম বলিয়াই জানেন। এই স্ত্রীভীত বা পুণ্যকর্ম পাপের চেয়ে ভাল হইলেও ভগবদ্ভক্তির সমান নহে, সমান ভ’ শ্রুতির কথা, পুণ্য ভগবদ্ভক্তের সোপানও নহে; সোপান শ্রুতির কথা, তাহা ভগবদ্ভক্তির প্রতি-বক্তা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ,—
“অজ্ঞান ভয়ের নাম কাঙ্ক্ষা কৈতব।
ধর্ম-অর্গ-কামবালা আদি এই সব।
তা’র মধ্যে মোক্ষবালা কৈতব সমান।
যাহা হৈতে কল্যাণ হয় অর্থাৎ নরক।

একভক্তির বাধক বস্তু ভীতভয় কর্ম।
সেই এক ভীতের অজ্ঞান-ভ্রমোদয়।”
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দুইভাষ্যে বর্ণনা। তাহার উদ্ভূত ভীতভয় ভীতের জন্মেও স্বকীয় বিনাশ করেন। জীব চিত্তব্রজ-ভক্ত। ভীতের বধর্ম কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম। ভূ-কর্ম (পুণ্য) ও অসুখ কর্ম (পাপ) এবং মোক্ষাভিলাষ—সকলই ভীতের বধর্ম-রূপে প্রবেশ করত তাহাকে ভ্রমোদয় করিয়াছে। “কর্ম ও জ্ঞান-প্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব অর্থাৎ ভুল, অজ্ঞান ভ্রমোদয়ের অঙ্গগত। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ-কণ উভয়ের পুণ্যে সেই ভ্রমোদয় ভীতের জন্মকে দূরিত করিতেছেন। দুইভাষ্যে উদ্ভূত ভীতভয় ভীতের চিত্তলতা হইতে সেই ভ্রমোদয়ক দূর করত বস্তুভয় প্রকাশ করিয়াছেন।
ভগবৎপার্বণ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—
“পাপে না করি মন, অধম সে পানীভন,
তা’র মন দূর পবিত্রার।
পুণ্য যে স্তব্ধের ধাম, তা’র না গঠন নাম,
পুণ্য মুক্তি দুই ভাগ করি।
প্রেমভক্তি-সুখানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত কার-বিহীন।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল মঙ্গল বাবে,
পরতত্ত্ব করিল উপায়।
কম্বী, জানী, বিহীতক,
না ভ’বে তা’র অগ্ররত,
ভক্তভক্তনেত কর মন।
ভ্রমভনের বৈষম্য, তাহে ভ’বে অজ্ঞাত
এই সে পরমতত্ত্ব ধন।”
(প্রেমত কল্যাণক)

পাপ, পুণ্য, কর্ম, জ্ঞান ও যোগ—সকলই আপেক্ষিক ধর্ম। এই সকল আপেক্ষিক ধর্ম পরিভাগ্য করিয়া যদি সকলোভাবে

শ্রীকৃষ্ণগৌরানন্দো ভবতঃ পাপপথে পরাগত হন, তাহার কখনও নিষিদ্ধ-পাপাচারে আসক্তি হয় না। বৈক্যল পাপী নহেন, আত্মপাপী কখনও বৈক্যল নহে। তবু বদ্যমোক্ষল পরাগত বৈক্যলের কখনও দৈবাৎ পাপ উদ্ভূত হয়, কৃষ্ণই তাহাকে শুদ্ধ করেন। তাহার কোন প্রাধান্যেও কল্যাণ হয় না। স্ত্রীভীত বা পুণ্যকর্ম করিতে করিতে তা’র লাভ হয় না; বৈরাগ্য, অবিদ্যা, যম ও নিঃসঙ্গি অগাস করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। এই সকল পাপিত ভগবদ্ভক্ত-ভক্তের ব্রহ্মলক্ষণ নহে। তকের ব্রহ্মলক্ষণ একবার অনন্ত পরাগত।

পাপ ও পুণ্য—কোনও আত্মিক ব্রহ্মলক্ষণ গত মঙ্গল নহে, উগা সাধনক দৈবভয় ও মানসধর্ম। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিনিবাস শ্রীকৃষ্ণ গৌরানন্দ বলিয়াছেন, “পাপপুণ্য—উভয়ই পাপকর; আত্মিক ব্রহ্মলক্ষণ নহে। য’কর বা নাসনা সাধনক্রমে আত্মিক ব্রহ্মলক্ষণ পাপপুণ্য সাধনায় ক’রিলেও ক’রিলে পাবে, তাহাই পুণ্য এবং যদ্বারা সে সাধনায় সঞ্চারিত নাহ, তাহাই পাপ।”
“পুণ্য ও পাপ—ব্রহ্মলক্ষণ ও ব্রহ্মলক্ষণ।
জানি, মন, সত্য, পবিত্রতা, আত্মব ও স্ত্রী—
হইয়া ব্রহ্মলক্ষণ পুণ্য। তা’রদিকে ব্রহ্মলক্ষণ পুণ্য এবং ভক্ত পাপ, যেক্টু ঐ সকল পুণ্য ভীতের ব্রহ্মলক্ষণে অগ্রর ক’রয়া সঞ্চারিত তাহার অলঙ্কার ব্রহ্মলক্ষণে থাকে।
ব্রহ্মলক্ষণ কিংবা ব্রহ্মলক্ষণে ভুল হইয়া পাপ নাম লাভ হয়,—এইমত। আর যমজ পুণ্যই ব্রহ্মলক্ষণ, যেক্টু তাহার জীবন জড়স্বভাবভক্ত উৎসর্গ হইয়াছে; সিদ্ধান্ত তাহার প্রয়োজন নাহ।”
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২)
কৃষ্ণভক্তের জন্মে পাপ ও পুণ্যবাসনা থাকে না। কেননা সে পাপবাসনা

সবার জীবন সত্যক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভুলে সর্ব সর্ব ভবতঃ

তাহারে সে বসি ধর্ম কর্তব্য-সদাচার । ইহা করে গে শ্রীতি নম্বে সমস্ত সবার ॥

সম্পাদক বদ্যে প্রবেশ কৰা সম্পাদিত পৰি। **ব্ৰাহ্মকৰ্মে** **প্ৰেম** **বান**, **সেই** **বড়** **খনা** ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

नियमावली

১। ঐক্যবিশেষের নীতি বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট প্রকাশ-নিবেদিত ব্যক্তিগণ পারমাণবিক শক্তি প্রকাশের আওতায় অগ্নিকারী অগ্নিবিদ্যের ন্যায়িক নব মূল ঐক্যবিশেষের ত্রিকাক্ষেপে নির্দিষ্ট থাকিলেও অগ্নিবিশেষের কার্যমনোবাক্যের সঙ্গ-কালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ত্রিকাক্ষেপ ।

২। জিনদীয়া-জাকাতের যে-কোন সংখ্যা চুক্তিতে গ্রাহক চুক্তি গোলে এক বছরে কম সময়ের জন্য কাটাকোট গ্রাহক করা হয় না। জিনদীয়া-জাকাত নমুনাস্বত্বপে লাভান হয় না। নিয়মিতভাবে জিনদীয়া-জাকাতের পুঁজি গ্রাহক চুক্তি যাব না।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাঠালে তাগ এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাঠতে চাইলে Reply card বা ১০ পরসার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করার লগ্না হয় না; উল্লিখিত প্রাককগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ জাননা পাঠিলে তৎসম্বন্ধে কোন বাবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৪। প্রকাল ব্যক্তিগণের পরমার্থ-স্বকীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুরোধে লিখিত
কালে শ্রীমদাশ্রমকাণ্ডে প্রকাশিত হইতে পারে। অনুরোধিত প্রবন্ধাদি বঙ্গোপযুক্ত
চাকটিকট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রাকপ্রেরকগণ প্রেরণ কাছের সুবিধায়
এক কালকের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিকারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাবেন।

৫। ঈদনীয়াপকালের প্রতি কাহারও কোনলকার অপ্রভাজনক আচরণ বুঝা গেল
ক মঙ্গলকের হজ্জতুমারী ঘে-কোন সময় হইবে যে কোন ব্যক্তির নেকট ঈদনীয়া-
প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিলে। শুভাক্রমে ঈদনীয়াপ্রকাশ বন্ধপ্রেরণ তাৎ
তৎপরিচয়েও লক্ষ্যমুক্তা বস্ত্র, সুতরাং তাঁতীকে কোন বাবহারিক কাষো নিয়োগ অভ্যস্ত
অপত্তাযেব পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। জিনিয়া-সকালের ভিত্তি ও চিহ্ন-পত্র—ইদান নকশোপাল ব্রহ্মচারী কর্তৃক
 লিখিত, ৩৫০ পৃষ্ঠা, পো: ২৫০; পুস্তক, নীচা—এক টিকানা ৭৮০০০ হইবে।

— ୧୫୫ —

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও বিশেষ অঙ্ক.		পরবর্তী বিশেষ অঙ্ক
লিখিত পত্র লিখিত টিকি	২.	২০০
" " লিখিত কলম	৬.	৬.
" " লিখিত কলম	৮.	৮.
" " লিখিত কলম	১২.	১০.

এক বৎসরের অঙ্ক চুক্তি লিখিত পত্র

এক বৎসরের কল্য ঙ্গিক লভনে দ্রব বৃত্ত

শ্রী সন্ন্যাসী-সংল।প

নিভাণীণাআইট ঐক্যশৰ শ্ৰীমদভা-
সিদ্ধান্তসুৰবতী গোষাধী প্ৰকৃপ্যন ৱজ্ঞ-
সম্বন্ধনুশ্ৰেণেৰে বৈ-লকণ প্ৰমোত্তৰ এৰান
কৰিহাছেন, তথা লকণিত ৱইয়া আকাৰিত
হইহাছে। বয়্য ৭০ আন।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ব

ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀପାଠାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ-ହରିତ,
 ମୁନିବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଶିଳ୍ପୀ-ମଣ୍ଡଳେ ସାଙ୍ଗେ କାଳୀ
 ସମ୍ମାନିତ ଶ୍ରୀମତୀ । ପୃଷ୍ଠା ୨୮ ଡାକା ।

याचकान—अध्यापकः अध्यापकः, २१३
अध्यापकः, अध्यापकः ।

সাম্প্রদায়িকতা

समक्ष

নিরপেক্ষ অধ্যাক্ষপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ
হাতে ত'ক-সম্বন্ধে আত-ব্যাপ্তা'নন্দসম্মুখে
জ্যোতি ও শাস্ত্রের বিচার ও আলোচনাই
প্রদর্শিত এবং পরমাখ্যসম্বন্ধে যানবাত্ত্যের
সাধারণ গ্রন্থসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে।

मुला ५९ पानां।

সমবায় বিভাগের উদ্যম

বিগত 'মার্ক ও এড্রিল মাসে কানেকশন
 জেলার উল্লেখ্য। ও হাজার'এবার উঠে
 "বাবলবী সমবায়, গল্পী সম্প্রদায়" কাক
 সত্যোৎপাদকভাবেই চালনা ছিল। শতাব্দীর
 ও বটেন-পারকরনকে কাষাকরী করার লক্ষ্য
 "বাবলবী গল্পী সম্প্রদায়" এক নূতন ধরনের
 প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের একটি সাধারণ
 আশ্রয় -- টাকার সমস্ত অংশকে তাহাৎ
 উৎপন্ন করা হয়। সপ্তমস্ত্রীক্রেমে
 কাক + বৈশন-নীতি অনুযায়ী উক্ত কাণ্ডের
 মঙ্গল করা নিবন্ধিত মূল্য সম্প্রদায়ের সদস্য-
 দিগের মধ্যে ক্রয়সম্পন্নভাবে বটেন কারিয়া
 দেওয়া হয়। মহামাক গভীর বাহ্যিক
 এবং মাননীয় প্রধান মহী মতোবদ সম্প্রতি
 উল্লেখ্য "বাবলবী সমবায় সম্প্রদায়" পরি-
 দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

সমবায় অগ্ৰদান-সমিতিগুলির পক্ষত্বে যে
অর্থ অনাদায়ী রহিয়াছে, তাহা আদায়ের
কাৰ্য্য পূৰ্ণোদ্যমে চালান হইয়াছিল এবং
সেই প্রচেষ্টা বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।
বহন সমিতিগুলির অল্প কটন টেক্সটাইল
।উপকরণের নিকট হইতে যুদ্ধ সংগ্রহ বিষয়
কাপড়ের অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল, আলোচনা
সময়ের মধ্যে আর এক লক্ষা শ্রেষ্ঠ লব সামগ্রীর
সংগ্রহ হইয়াছে।

বিগত এপ্রিল মাসে সমবায় কর্ণসান ও
 পল্লী-কল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী
 মহোদয়, সমবায় সমিতিসমূহের রেকর্ডের
 এবং 'কর্ণারোগ'সমূহের ডিরেক্টর বিনোদচন্দ্র
 মংগা-বাবসাহ সমিতি পরিদর্শন করিতে যান
 এবং মাছেচ চাষের উন্নতির জ্ঞক কি কি
 ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তাহা আলোচনা
 করা হয়। মার্চ মাসের শেষদিকে টাল্পারিয়াল
 ডেবারী এক্সপার্ট কলিকাতার হুগ্ধ সমিতি
 টেনিশন পরিদর্শন করেন এবং শহরের
 হুগ্ধ শ্রমবাহী সম্প্রদায় (বাংলা সমস্যা)
 আলোচনা করেন।

তিন.লক্ষ টন জাহাজ দুবি

মা কন হল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিমান-
বাহিনীর অধ্যক্ষ তেনায়েল আর্নল্ড ঘোষণা
করিয়াছেন, বর্তমান বৎসরের প্রথম চার মাসে
প্রায় ১০ মাসাগর ও প্রায় ১০ জনকে মার্কিন
হুল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিমান বাহিনী
৩২-৩৪৮২ টন আগ্নেয়াস্ত্র ডুবাইয়া
নিধায়ে।

তিনি বলেন, জাৰ্মানীৰ পৰাজয়েৰ পৰে
ইউৰোপ বহুতে ক্ৰান্তি মহাপাণ্ডে বিমান
পাত্ৰ হানাত্তৰ কাৰণে এক গৃহযুদ্ধ সম্ভৱ দেখা

தேவநாபோ காம காதலம் நிமித்தம்

এডমন্টাল নিম্নলিখের ইচ্ছাধারে জানানো
কর্তৃদ্বাছে, ১৬৮ সেক্রে আক্রমণ চালিওকে
গিমা মাকিণ বিমান একখানা আপ ডেলবাহী
আতাক (১০ হাকার টন) ও একখানা
মাকিণী গোছের মাল আতাকে যোয়াবধণ
করিয়াছে। সম্ভবতঃ উহার দু'খানা
গিমাছে

দার্শনিকঃ অকালে ধাত্মর চাষ

ବୃଦ୍ଧିର ଚେଷ୍ଟା

দার্জিলিংএর এক সংবাদে প্রকাশ,—
 যাত্রের আবহ ও উৎসাহন বৃদ্ধির জন্য
 শিলিগুড়ি বন্ধুসার "উৎসবক্ষেত্র অফিসার"
 কর্তৃপক্ষ সেচ পরিচালনা কাৰ্য্যকরী করার
 ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী বর্ষে যাত্রার
 পক্ষে এই সব পরিচালনার কাজ শেষ
 হইবে। জেলায় পানিত্য অঞ্চলে বাসক
 স্থানে গোল আলু চাষ প্রবর্তনেরও ব্যবস্থা
 করা হইয়াছে। এই সব পরিচালনার ফলে
 দার্জিলিং জেলায় বাহির হইতে চাউল
 আমদানীর প্রয়োজনীয়তা বহুদূর পর্যন্ত
 পাঠবে বলিয়া আশা করা যায়।

ਸਾਭਵਾ ਚਿੰਕੌਮਾਲਧੁ ਭਾਗਨ

গাইবান্ধা মহকুমার অন্তর্গত মধুপুর
গ্রামে ডাঃ নিশচন্দ্র সেকের
মহাশয় ওদীর পিতৃদেবের নামে
“গিরিশচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়” স্থাপন
করিয়া উক্ত গ্রাম ও অভ্যন্তর গ্রামের গোর্গার
চিকিৎসায় সুব্যবস্থা করিয়াছেন। উৎসাহন
দ্বিন্দে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বিঃ এম সরকার
বহঃ উপাধ্যক্ষ থাকিয়া ধারোদঘাটন করেন।
গাইবান্ধার বাশট ডাকঘরোদগম বিশেষ
উৎসাহের সহিত উক্ত অফিসে যোগদান
করেন। একত্রপক্ষে দ্বিতীয় জনসাধারণের
নুতন কাপড় বিতরণ করা হয় এবং সভা
শেষে সকলকেই জগবোগে আশীর্বাদ করা
হয়।

পাঠ্য বারি বন। তাঁহার নিন্দা যখন-
 নাত্তে সারিপুরি বিশ্বাস ন থাকিলেও আবার
 আশা আশায়ে সংগৃহীত বিষয়কে নিঃসংশয়
 নিঃসন্দেহে ভাঙিয়া দিতে পারিব না।

সেবক সত্ত্ব সেবাট করেন। সেবকের
 দর্শনে সেবা স্বেচ্ছিত অত্ৰ তেজ 'কিছু থাকে
 না।' তিনি অল্পক্ষণ সেবোর কর্তব্য, কক্ষকব্য,
 চালকব্য, পালকব্য ও রূপা লক্ষ্য করেন,
 তিনিই সেবক। কোন ব্যক্তি বা কোন
 এব্য তাঁহার নিকট ভগবদ্বিচ্ছার উপস্থিতি
 ঘটিলে তিনি তাঁহাকে সেবোর সেবোপকরণ
 বলিষ্ঠাৎ করেন এবং তাঁহাকে সেবোর সেবার
 নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহা নিজে ভোগও
 করেন না আবার ভোগও করেন না।
 সেবোর সেবোপকরণকে নিজে গ্রহণ করবার
 বিচার তাঁহার নাহ। তিনি প্রত্যেক বস্তু ও
 বিষয়ে 'ক' করিয়া আশ্রয়-সমাপ্তি বিষয়
 বিগ্রহের সেবা নিযুক্ত করা যাতে পারে,
 আবার প্রত্যেকের 'ক' প্রকৃত 'ক' এখন কথা
 যাতে পারে, তাঁহারই প্রকোপন ও অপকোপ
 অন্তরাল করিয়া থাকেন। স্ত্রী, পুত্র, মাতা,
 পিতা কিংবা আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে যখন সেবা
 করিতে আসেন, তখন তাঁহার প্রাপ্ত তাঁহাদের
 ইচ্ছা সেবা প্রকৃতি প্রকৃতি তিনি বহুত পোষ
 করেন যে, 'এই সেবার'ই মূল আশ্রয় ও বিষয়-
 বস্তুতে নিযুক্ত করবার উপদেশ প্রদানার্থে
 তাঁহারা আহার প্রতি গ্রহণ সেবার অন্তিম
 দর্শনটিতেছেন। বস্তুতঃ 'আমি যখন সেবা
 করি—নিজাসেকতত্ত্বমাত্র, তখন ইচ্ছাধীন
 সবারকে নিতাসেবা বিগ্রহগণের সেবা নিযুক্ত
 করিবার কৌশলট শিখা করা আমার পক্ষে
 প্রায়ঃ ও স্বাভাবিক। তাই সত্ত্ব সেবকের
 দর্শনট যখন অত্ৰ কেহ সেবা করিতে উপস্থিত
 ন, তখন তিনি বিষয়দর্শন করেন, প্রাপ্তিবিষয়
 দর্শন। তাঁহা হইতেই তিনি একমাত্র
 স্বেচ্ছিত সেবা, তাঁহার সেবার কথা
 প্রাপ্ত প্রত্যেক বিষয় ও ব্যাপার তাঁহার
 (সেবকের) দ্বারা ভোগ্য সেবা।

ভোগ: ৩ ভাগ কোনটিই জোনের স্বকপের
 নহে অনেকে মনে করেন, মাহিকন্য
 তপ অপেক্ষা তাগই ভাল। মানুষের
 তার বশত:ক তাহাদের এইরূপ বিচার চতরা
 কে। কিন্তু ভাঙলো যেমন ভোগ-
 মকার উদ্ভব হল না, তেমন ভাগ-
 নকারও তাহার অসুযোগসাধ হয় না।

ন সাংকেয় চিত্তবৃত্তিতে প্রথমস্থে যে
 পনের বিচার আগিয়া উপস্থিত হয়, তাহা
 হয় তত্ত্বিগ্ৰাহ্যে প্রবেশের পূর্বাবস্থা
 ২. বস্তুবাহ্যের ভিত্ত অতিজ্ঞাত-প্রকৃত
 পনি অর্থাৎ অতত্ত্ব থাকাকালে ভাগ ও
 ৩—এই উভয় বিষয়ে আমাদের কচি
 ক। কিন্তু আত্মবৃত্তি বিকশিত হইলে
 ৪ বিষয়কে হরিসেবাভূত্ব করিয়ায় চিত্ত-
 ৫ উপর হয়। তখন সর্বত্রই সেবাসম্বন্ধি-
 ৬ হইতে থাকে।

একতম তম আত্মীয়বর্জন হউন কিংবা
 দেহসম্পর্কবিরহ অনায়াসে হউন, —উভয়ে
 নিকটই হারিয়া কীর্তন করিয়া আগ্রহ
 সম্ভাষিত বিষয়াদিগ্ৰহণে সেবা করেন। তিনি
 আমার মাতৃকআত্মীয় অতএব উভয় সঙ্গ
 বর্জনীয়, এত বিচারে বেভাঙ্গ বা গ্রহণ,
 উভয় মূল প্রকল্প আসক্তির পাতিত
 আছে। প্রকৃত সেবকের সেরণ আত্মীয় বা
 অনায়াসে বর্জন নাই। তিনি একমাত্র
 ঐহিকগুণৈক্যসম্বন্ধ মূল্য বস্তু বর্জন
 করিয়া সকল বস্তুকে ঐহিকের সোপান নিম্নক
 কারবার জন্য একমাত্র ঐহিককীর্তনের
 সাধন্য গ্রহণ করেন। অতএব ঐহিককীর্তন
 না থাকিলে মূল বস্তুই মূল অগ্রস্তত্বী।
 জাগতিক তথাকথিত আত্মীয় হউন, আর
 অনায়াসে হউন, যদি অনায়াসে ক্রোধময়
 তর্জনপরিচয়করিতা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার
 মূল ও মূল্য প্রবোধ মধ্য দিয়া পুণ্যিক
 আত্মীয় ও অনায়াসের সঙ্গ করিতে পারি,
 তাহা হইলে আমার ক্রোধ হইয়া থাকে
 হইবে। ঐহিককথা বর্জন করিয়া
 বস্তু গ্রহণ বা ত্যাগের দ্বারা কখনও আত্ম
 মূল্য সম্বন্ধ নহে। এতজন্য উগ্ৰবৃত্তিগণ
 হরকণার মতঃ 'দয়া' সকল বস্তুর সাহিত্য
 সম্পর্ক রাখার ভোগ ও ত্যাগের কোন
 প্রকার ক্রোধ ঐহিকের কেন্দ্রমণ্ডল ক্রোধে
 পরিণত না।

এ অগাধের সকলটে সেবা বা গন্ধু হুটেতে
 গায়, টহাই ঐক্যবত্তা। নিজেকে সেবক
 নিয়ম জানাই ঐক্যবত্তা। সেবা ও সেবকের
 চিত্ত যে যোগস্থিত, তাহাই সেবা বা তাক।
 যখনে চুচকনট সেবা বা গন্ধু সেবানে
 তাক না কতে পারে না। সুতরাং চুসক
 পরিভাগ্য ক'রখা সাধুর সজ করিতে হইবে।
 সাধুর সজ না করিলে সজতোভাবে চুসক
 পরিভাগ্য হইতে পারে না। যাচার সাধুসজ
 ক'রখা চুসক পরিভাগ্য ক'রখাছি ও
 পরিভেদ মনে করেন, সাধুর সজ না করায়
 তাহাদের মনে মনে চুসক হইতে থাকে।

ବନ୍ଧୁକାର

— (•) —

সাধারণ সামাজিক নীতির প্রতি
নমস্কারবিধানের দ্বারা নৈতিক সম্প্রদায়
প্রদর্শনার উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য বা প্রত্যয়-
বিগ্রহকে প্রদর্শমান করা। দুই হাতে
একভাবে নমস্কারের অভিনয় প্রদর্শনকর।
'ন'-কারে নিবেদন ও 'ম'-কারে অর্পণ
হাতিত হয়েছিল। সমস্ত অর্পণকে নিবেদন
করাই নমস্কারের উদ্দেশ্য। সমস্তাংশ
চতুর্বিধ অর্পণের কথ: বলিষ্ঠাছেন,—
(১) প্রথম অর্পণ, (২) দ্বিতীয় অর্পণ,
(৩) পালিতার অর্পণ ও (৪) প্রথম

অবতার । কল্পের অবতার লক্ষ্যে “আ”
 ব্রাহ্মণদি উক্তকূলে ১ম অংশে কারবাহি ;
 জ্ঞঃঃ পুত্রাদি নীচকূলে আবির্ভূত বৈকবকে
 দত্তবংশপ্রভৃতি কল্পে বৈকবের অকলাপ (৭)
 বা আমাভিনামাজক সম্মানের লক্ষ্য হইবে ।
 —একজন বিচার আইনব্যবস্থার ব্যক্তিগণে দৃষ্ট
 হয় । কেহ কেহ বা কুসুম-মৃগাদিকল্পে দেখে
 ব্রাহ্মণদি হৃত করিয়া ঐল রঘুনাথদাস
 গোস্বামী প্রভৃ প্রভৃতি ভগবতুপাধিবর্ণনের
 প্রতি নমস্কারবিধানকে কুসুম-মৃগে করেন ।
 এমন কি, তাহাদের মূখে একজনও পাবিত্রতা-
 পূর্ণ উক্ত ভক্তিতে পাক্য হয়, — কুসুম-
 মৃগাবতুপাধিবর্ণনের একজনপদময় ঐল রঘুনাথ
 দাস গোস্বামীদমুখ গৌরানজ্ঞানগণ ঐ
 সকল বাক্যবিশেষ আশীর্বাদের পাত্র । এইজন্য
 কল্পকূলে বিন্যাসের তত্ন্যস্ত ব্রাহ্মণকূলচূড়ামণি
 আশীর্ভৌষ তত্ত্বাচাৰ্য্য সঙ্গবর্ণীভূতবিকৃত
 বসনকূলে আবির্ভূত ঐল হরিদাস ঠাকুরের
 ঐকলপকূল গ্রহণ করিয়া লাটোকে নমস্কার-
 বিধান করিয়াছেন । ইহার সাক্ষ্য আমরা
 “মুঠেতনাচরিত-মহাকাণ্ডে” দেখিতে পাই,—
 “ভেণ্ডে জগপুণ্ডে গ্রামে সাক্ষীভৌষ-মহামতিঃ ।
 সমাগমেন তটৈব পরমোৎসব আগতঃ ॥
 হরিদাসং সমালোচ্য ভক্তিমানভগ্নহান্ ।
 দত্তবংশং কটোহসৌ গাভ্রা পুলকাতিতঃ ॥
 চকার কুৎসঃ প্রমাদ্ শরণমাত্রককরঃ ।
 কুলকাতানপেক্ষায় ভারসাম্য ভেদমঃ ॥”

উপনিষদের মহামািত ঐসাক্ষীকৌম পরমাংসুক
হইয়া তত্ত্বগণের সাহিত সাম্প্রদায়িকের জন্ম
কল্পপুস্ত্রায়ে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং
স্বাক্ষর ঐহ'বাসকে দর্শন করিয়া স্তম্ভ ও
মুগ্ধকোর্ণ দেখে নজের জায় ফণাভিত হইয়া
হান্ তাক্হান্ হইলেন। ঐসাক্ষীকৌম
যাহারকুল ও গাতির ঙ্গেকা নাহি, সেই
ঐহ'বাসকে নমস্কার"—এই বলিয়া নতকঙ্কর
হইয়া প্রীতিবাসকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম
করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর জীহারদাসের বিধাৎকালে
 যীশুদেবোক্তমে শ্রীমদ্বাংগভূত তত্ত্বগণ
 হোঁর পাদবোঁত জন গ্রহণ কারণ-
 হেনন, তাহা আট্টেতরবার ষাটের পাঠক-
 একে জানেন, — .

“**হাওদা-স-শাহোদক শিবে শুক্লং ন!**”

(Cb: F:)

কেনল গোড়ীয় সম্প্রদায়ের নচে, সমস্ত
সম্প্রদায়ের ১৭ আ০০০৭ চাচালও আছে।
যাযানচাখ। প্রচাখচতের পুখচক এবং
অনুগুণে অবতীর্ণ বৈকনশ্রেষ্ঠ; কি
তিজাখো কি ধনগোণবে—তিনি সম্প্রদো-
খে যেট চিলেন। তিনি পুখুগুণে
বিকৃত আশষ্টকোপদান প্রভুকে নমস্কার
যেতছেন, -

বাতাপিত্ত-বৃণভক্ষণঃ বিজ্ঞতিঃ ।
 কং যদেব নিয়মেণ বলবদানাম् ॥

॥१॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॥२॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ଆବାହେର ବୁଦ୍ଧମତୁ ପ୍ରଥମାଚାରୀ ଶ୍ରୀବତ୍ସା-
 ତ୍ତରାୟେର (ଅନୁଷ୍ଠାନୋପାୟେର) ଶ୍ରୀମତ୍ ପଦ-
 ବୁଦ୍ଧମତେ ଆସି ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଯାତା ଶ୍ରୀମତେ
 କରନ୍ତିକେହି । ଆସାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନେ
 ମନୁଷ୍ୟେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀବତ୍ସମତୁଗଳ । ଶ୍ରୀବତ୍ସେର ଶ୍ରୀ
 ମିତ୍ରା, ଶ୍ରୀ, ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀବତ୍ସା - ମନୁଷ୍ୟେ ଶ୍ରୀ
 ଅନୁଷ୍ଠାନୋପାୟେର ଶ୍ରୀବତ୍ସମତୁ ।

অধিক কি, বৈক্যব প্রাকৃতিক বিচারের
প্রশ্নের সেন না বলিয়া দৈক্য-পুত্রকে মাতা
পিতা প্রভৃতি আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা নমস্কার
করিতে যেন বোধ করিবেন না—ইহাট
প্রার্থনা-বিধি।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ନୟନରେ କହେକଟି
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ କୁମାରୀମାନଙ୍କ କହେକଟି—

‘ଜୟ ଶକ୍ତି ସତ୍ୟ ଚାହିଦ ମୁଖ୍ୟାନ୍

ਦੇਵ ਧਰਮਸਾਹਿਬਰ ।

ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ: ବା: କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ୧୨ ୫

ଏହା ହାବୁଡ଼େହତ ଯୋ ନରଃ ଏହେବ ହାୟ ।

যিহী স কামতে মূখ:

महजगनि तानिनि ॥”

[illegible]

ଶ୍ରୀହରିକିଶୋର ଆଦି ଗୀତାବିଜୟ-
ନ.—

মগ্রে পৃষ্ঠে তথা বামে সমীপে গভয়ান্বিত ।
গহোমনমহাভাষ কুখ্যাত কেশবানন্দে ॥”

অগাধমূৰ্ছে, ঈশ্বৰকৃত পুৰোভাণে,
 দেশে, বাসনাৰ্থ, নিকটে, গৰ্ভমান্বরে
 তব, তপ, হোম সাক্ষাত করিতে নাই।
 ঈশ্বৰ পুৰোভাগে মন্তক জ্ঞান কাৰ্য্য
 শব্দ সোজাভাবে নহয় এবং গৰ্ভমান্বরে
 মূলমান্বরে অভ্যন্তরে যে স্থানে
 ন শিঃগানের উপর বহাজ কাৰ্য্যত্বেল,
 স্থানে কাগজকে নহয়-হালম করিতে
 । জগমোহনে বা াটামান্বরে আসনা
 গববিশ্বককে বামে বাঁধা। নক্তবৎ-জ্ঞান
 তে চতবে। গৰ্ভমান্বরে কে মানি করিলে
 মর ধুমহাতা ঈশ্বৰকৃত সুখের ব্যাঘাত
 ; ঈশ্বকৃতের অভ্যন্তরে অবস্থিত

হুটো কেশবদাস শ্রীমদগানের অর্চনা দিবে।
করাই উচিত। 'গণ' বা 'গা' অর্থাৎ করাই
বিষয়। আরও 'দ' বসে আছে—

“সকলো নিপতিতো ন পতঃ পণমস্তুঃ।
উখারোখার কঠবাং নতঃ পণিণাংম্”

সমর্থ হুটলে একবারমাত্র কৃতলে 'নপা'রও
হুটো পুনঃ পুনঃ পণতি করিলে না। পনত
প্রতিগার গাভোখানপূর্কক নতঃপণিণ
করিবে।

শান্তিপুত্র

— :: (৩) ::

শান্তিপুত্র মহাপুরুষ অবতার শ্রীঅবৈতা-
চাধা প্রভুর দীপাঙ্গনী। এত শ্রীঅবৈতাচাধা-
গুণে স্বয়ং তপস্বী শ্রীমদ্রূপা প্রভু, শ্রীনিভানন্দ
প্রভু প্রভৃতি অনেক পুণ্ডরীক কঠিন-
ছেন। শ্রীঅবৈতাচাধা প্রভু শ্রীচৈতন্য
নিকটবর্তী নগরামবাসী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমদ্রূপ
গুণে তদীয় পত্নী শ্রীনাভাধোয় গর্ভ-সিদ্ধ
হুটে মায় মাসের শুক্লা সপ্তমীভাগতে শুভ-
লগ্নে আশুভ হন। তাঁহার আবির্ভাবের
পর শ্রীকৃষ্ণের মিশ্র শান্তিপুত্রের আসিরা বাস
করেন। পিতামাতার গঙ্গা সাগর পুর
শ্রীঅবৈতাচাধা প্রভু শ্রীকৃষ্ণাবনে গমন করিয়া
কৃষ্ণাধারনাথ নিমগ্ন হন। পরে শ্রীনবদীপে
শ্রীমদ্রূপা প্রভু প্রভৃতি সমস্ত অবগত হইয়া
হুটলে শান্তিপুত্রের প্রত্যগমন করেন।
শান্তিপুত্রগণিগণ পরমানন্দে তাঁহার আবশ্রুতী
গুণাদ নিমগ্ন করিয়া দেন এবং তাঁহার
গম্যভক্রে বিশিষ্টলোকেরা বিশেষ শ্রীমদ্রূপ
চাধার 'শ্রী' ও 'সীতা'-নারী দুটি সর্ব-
দগ্ধতা কল্পার সাহিত তাঁহার বিবাহ দেন।
ঐযোগমাধ্য ও তদীয় প্রকাশমুখি 'সীতা' ও
'শ্রী'রূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সহস্রাব্দী
হন। শ্রীচাকরপ্রভুরে বর্ণিত আছে,—

“বলদেবে শ্রীহুট নিকট নবগ্রাম।
'কৃষ্ণের পতিত' তথা নৃসংহসজান ॥
কৃষ্ণের পতিত ভাক্তপথে মহাধম।
রূপপাদপদ্ম বিনা না জানিয়ে অস্ত ॥
হৈছে তাঁ'র পত্নী নাভাধোয় পতিততা।
ওগতের পূজ্যা, যেহা অষ্টভৈরব মাতা ॥
দৌহে শান্তিপুত্রের আসি' গঙ্গাসিধানে।
নিরন্তর ময় কৃষ্ণকথা-আলাপনে ॥
একদিন শ্রীকৃষ্ণের নাতার গর্ভেতে।
বৈকুণ্ঠের নিন্দা তান' চাহয়ে মরিতে ॥
কোন ভাগ্যবান দৌহে দেখি মৃতনার।
করিল দৌহারে স্বয়ং কৃষ্ণের হুজার ॥
তখানিহু হুখী হুয়া কারলা শরন।
কিছু নিয়া হৈতে দেখে অশ্রু পলন ॥
মহাতেজোময় এক পুরুষ প্রসন্ন।
তপ্তমণ্ডলক জিনিয়া কলৌর ॥
এ পুরুষ আর এক পুরুষপ্রসন্ন।
স্বমধুর বাণ্য করে বর্ণি হুচ করে ॥
'কলহিত জীবের এ হুঃখ নিবারিতে।
নীল অবতীর্ণ তুমি হুও পূর্ণিনীতে ॥

তুমি আকর্ষিত আমি হুজিতে নারিব।
অগ্রকের সহ সীল প্রকট হইব ॥
তনিয়া এতক বাণ্য মহাবর্ষ চিতে।
ততকণে প্রবেশিলা নাতার গর্ভেতে ॥
ঐহু দেখি' বিগের আনন্দ অতিশয়।
নিদ্রা হুই হৈতে হৈল নাকুল জন ॥
নিদ্রা হুই হুই হুই হুই হুই হুই হুই ॥
ততকণে জীবের প্রকট কলিতে ॥

ঐহু বহু মন হৈতে হুটো বিহ্বল।
পত্নীসহ নারে নিবাসিতে নেতকল ॥
সেটানন হৈতে নাতা হৈল গভবতী।
পুনঃ নবগ্রামে গিয়া কলিলেন হুইত ॥
তখাট প্রকট হৈল অষ্টভৈরব।
অগতের হৈল মতা উল্লাস অস্তর ॥
অকস্মাৎ এই ধন হৈল টকা হৈতে।
'প্রকটিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণবীতে ॥
নিভানন্দ-রামে হৈল তুহিতে আনন্দ।
পারকরুণ্য সহ সুরে বহুধর ॥
খাতন জীবের হুঃখ চিত্তা নাই আর।
যত্নে যত্নে হুইবে প্রেম ভক্তি প্রচার ॥
সজীভন-আনন্দ-সমুদ্র উখালব।
যত্ন এত কলি! কেহ নাকি নাকি ॥
ঐহু নানানন্দে 'তান' সবে হুই বহু।
কৃষ্ণের-তনন হৈল মঙ্গল-আলয় ॥
দিনে দিনে বাড়ি প্রভু অষ্টভৈরব।
দোণি ভাগ্যবন্ত লোক উল্লাস অস্তর ॥
অষ্টভৈরব আপনা সঙ্গা সুকঠিন।
কতু শৈল হুই হুই হুই হুই হুই ॥
অষ্টভৈরব পাঠিয়া নগরামবাসী লোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসাওয়া হুঃখ-লোক ॥
'মঙ্গল', 'অষ্টভৈরব' প্রভুর দুই নাম।
অষ্টভৈরব বাল্যে সবে ডাকে আবরণ ॥
অষ্টভৈরব বালাগালা আতি চন্দকার।
দেখে ভাগ্যবন্ত, তা' বর্ণিতে শক্তি-কার ॥

শ্রীঅষ্টভৈরব সবার নেত্রে তারি প্রায়।
পরনে-বপনে অষ্টভৈরব জগৎ গায় ॥
যত্ন এ সকল লোক বলি বারবার।
যত্ন বলদেবে যাতে প্রভু অবতার ॥
প্রেমভাক্তময় শ্রীকৃষ্ণের মহাবীর।
কলিলেন সব-রে, বাইব গঙ্গাভীর ॥
গ্রামবাসী শ্রীমদ্রূপারগের সাহিত।
আইলেন শান্তিপুত্রের নগরাম হৈতে ॥
শান্তিপুত্রের কৈল বাণ প্রসন্ন জন।
কতু নবদীপে বহু গৌরব মলয় ॥
অষ্টভৈরব করায় যত্নে শ্রীমদ্রূপার।
হৈল পবিত্র প্রভু পতিতপাবন ॥
যত্ন পদ মা ভাগ্যবন্ত পুণ্ডরীক জানে।
বাৎসল্যে সে-সব কিছু হুইত নহে মনে ॥
শান্তিপুত্রবাসী যত পরম পাণ্ডিত।
অষ্টভৈরব চৌধা দেখি' সকলে বিশিষ্ট ॥
কেহ কেহ—'অষ্টভৈরব মহা কতু নয়।
মহা কতু ঐহু সঙ্গাচর আকর্ষণ ॥
যত্ন এ কৃষ্ণের বিশ্র, ঐহু পুত্র বাঁকা।
ইহা হৈতে হবে কৃষ্ণ মঙ্গল সবার ॥

এইমত নানাকথা কয় সর্বজন।
হুটো অষ্টভৈরব সবার জীবন ॥
অষ্টভৈরব প্রভু হুই। কে পারে বুঝতে।
জননী-জনকে হুই দেন নানামত ॥
কথোদিনে পিতামাতা হৈল অনর্পন।
গয়া করিয়াছে প্রভু কতর গমন ॥
গয়াহলে সঙ্গাভীর্ণ ভ্রমণ করিল।
মাধে-প্রসূরী স্থানে দীক্ষা-মন্ত্র নিল ॥
কৃষ্ণাবনে কথোদিন কৃষ্ণে আরাধন।
জানিলেন নবদীপে' প্রকট সমর ॥
কৃষ্ণাবন হৈতে প্রভু করিয়া গমন।
গৌড়ে আসি' কৈল গৌড় বজতে ভ্রমণ ॥
নবদীপ হুইয়া আটলা শান্তিপুত্র।
দেখি শান্তিপুত্রবাসী উল্লাস অস্তর ॥
পুষ্ক হৈতে অশ্রু আলয় করি' নিল।
অষ্টভৈরব-সেবার গতে নিবুত হুটল ॥
সর্বদায়ে মধ্যাপক অষ্টভৈরব আচাধ্য।
কে বুঝতে পারে তাঁ'র আলৌলিক কাব্য ॥
শ্রীঅষ্টভৈরব-আচাধ্যা বিনাহ করিতে।
বিশিষ্ট লোকের চেষ্টা হৈল ভ্রমণতে ॥
সকলক কৈল বিবাহের আয়োজন।
তাঁহা জানিলেন প্রভু কৃষ্ণের নন্দন ॥
করিতে বিনাহ অষ্টভৈরব চেষ্টা হুটল।
মল মল হাসি সবে অমৃত দিল ॥
সচেতন মাতা হৈল গিয়া নিজ ঘরে।
জানিচল নৃসংহ চাড়াড়ি ব্রহ্মবরে ॥
ভাগ্যবন্ত নৃসংহ ব্রহ্মবর হুই কত।
বিবাহের যোগ্য রূপে জগৎমহা ধন্য ॥
নৃসংহ চাড়াড়ি আঁট উল্লাস অস্তর ॥
হুই কত সন্তানকৈল কৈল অষ্টভৈরব ॥
অষ্টভৈরব বিনাহে সুরের নাই অস্তর।
বহু ময় বাধ কৈল যত ভাগ্যবন্ত ॥
আচাধ্যের তাখা হুই জগৎপুজিত।
সকল গিদিগত নাম—'শ্রী' আর 'সীতা' ॥

'শান্তিপুত্র'-নামের উৎপত্তিসম্বন্ধে বিস্তার
মত প্রত হুইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন
যে, শ্রীঅবৈতাচাধা প্রভুর সমসাময়িক 'শান্তি-
মূর্তি'-নামক জটনক বেদাচাধ্যের নাম হুইতে
শান্তিপুত্র-নামের উৎপত্তি হুইয়াছে। কিন্তু
এইরূপ অজ্ঞামানে অনেক আপত্তি করেন;
তাঁহারা বলেন যে, শান্তিপুত্রের আবির্ভাবের
বহু পূর্বে হুইতে শান্তিপুত্র-নাম প্রচলিত ছিল।
তনা বাধ, শ্রীঅবৈত প্রভুর গণিতামহ
শ্রীমদ্রূপা মিশ্র শান্তিপুত্রের আসিরা বাস
করেন। তিনি গৌড় বাহনালের একজন
কাব্যকারক ছিলেন। টোগলক বংশীয়
গিরাঙ্গাদনের পৌত্র তৎকালে গৌড়ের
বাগদার ছিলেন। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে এই
বাগদার নিহত হন। হুইয়াং সাক পকাশিত
বংশের বহুপুত্রের শান্তিপুত্রের আত্ম
বীকার করিতে হয়। ১১২৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ
বিক্রমার নবদীপ অধিকার করেন। এবাদ
আছে, তিনি শান্তিপুত্র ও বহুভায় মধ্যবর্তী
স্থানে গঙ্গা পার হইয়া 'নবদীপ' অতিমুখে
গমন করেন। শান্তিপুত্রের এই ঘটনা

"বজ্রায়ে" বাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।
এই ঘটনা বীকার করিলে কিকিঞ্চিৎ
সাতল ও বংশের পুষ্ক ও শান্তিপুত্রের অতিম
বীকার করিতে হয়।

শান্তিপুত্র নাম সম্বন্ধে কেহ কেহ অজ্ঞান
করেন যে, পুষ্কালে এই স্থানে অনেক
ভাষাবৈদ্য মৃদু আত্মীয়জনগণকে সমাজে
ভীরু করিতেন। তাগাজ্যে বীকার
যোগ্য হুইতেন, তাঁহারা সঃপারের অমঙ্গল
আলভায় আর গুণে কঠিনা বারেন না।
এ রূপ শান্তিপুত্রবাসী বাঁকগণের হারা
অজ্ঞানিত হুইয়া শান্তিপুত্র 'শান্তিপুত্র' নামে
অজ্ঞানিত হুইয়া থাকে। অথবা 'শান্তিপুত্র'
স্বয়ংবীর পুণ্যময় ভাট অসাহিত এবং
নানা'বর্ষ হুইলেবা ভ্রমসম্মারে শান্তিপুত্র
একটি শান্তিময় জনপদ বাল্যটি বোধ কর
'শান্তিপুত্র' নাম দারা আখ্যাত হুইয়া
থাকবে।

শান্তিপুত্র বহু গৌড় বিজয়। এখানে
নহু সঙ্গ বাক্তর বাস। শান্তিপুত্র নদীয়া
জেলার অন্তর্গত রাণাবাট হুইতে শান্তিপুত্র
১২ মার্চ, কলকাতার হুইতে ১৪ মার্চ।

তৎকাল-স্থাপনকারী মহাপুরুষ অবতার
শ্রীঅষ্টভৈরব প্রভু শান্তিপুত্রলোককে বারেন
ভ্রমণরূপে অবতীর্ণ হন। শান্তিপুত্রের
গোবামিনামধারগণ অষ্টভৈরব প্রভুর
বলিয়া পরিচয় দেন।

শ্রীঅষ্টভৈরব প্রভুর শীতাগর্ভ-সিদ্ধ-সমুদ্র
অচ্যুত, কামদেব এবং গোপালনামে পুত্র এবং
আচাধ্যকুলের চণ্ডবরুণ ছিলেন। তাঁহারা
শ্রীঅচাধ্য ও শ্রীঅচ্যুতানন্দের আভ্যুত
শ্রীগৌরাক্ষের দাতা নিবুত থাকিয়া তৎকালিক
গ্রন্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু 'বলদেব', 'বরুণ',
ও 'জগদান'—অপর তিনটি পুত্রাধিকারী
বাক্ত আচাধ্য-আভ্যুত বাক্তর না করিয়া
যমত করনা করায় গৌরবমুখ 'শ্রী' বা
'মাধাবাদী'। হুইয়াং অষ্টভৈরব বাল্যটি
তৎকালিক-সমাজে বিনোদ হুইয়াছেন।

বলদেবের তিন স্ত্রীর গর্ভে নদী পুত্র হুই ৩
প্রথম পক্ষীর কান্ট সন্তান মধুপ্রসন্ন গোবাসী
তট্টাচাধ্য নামে খ্যাত হুইয়া শ্রীঅষ্টভৈরব
করেন। তৎপুত্র রাধারমণ 'গোবাসী' উপাধি
গ্রহণ করিয়া তাক্যগুহের বোগাসংজ্ঞা
'গোবাসী' পক্ষের অবমাননা করেন এবং
শান্তিপুত্রবাসীর আভ্যুত কুপপুজিকা
দণ্ড কার্য। 'প্রভু' বা 'রাক্ষস' প্রাচ্যকাব্য
প্রভাত বীকারপুষ্ক শ্রীহরিতাক্তিলালাদি
বিমুক্তকপরা শ্রুতির বরুণাচরণ ও
পাণ্ডিত্যের নামে 'অজ্ঞতা' ও 'মহাপ্রাধ'
প্রদর্শন করেন। তিনি তৎকালক না হুইয়াই
কঠিন গ্রন্থ ও আকর গ্রন্থের দীক্ষা রচনা
করেন। ঐত'ন তৎকালের আদ্যেয় নহে।

শান্তিপুত্রের উত্তরদিকে অবস্থিত 'বাবলা'
নামকগ্রামকে কেহ কেহ শ্রীঅষ্টভৈরব প্রভুর
ভজনস্থল বাল্য নিদর্শন করেন। শান্তিপুত্রের

७ अथर्ववेदस्य अथर्वसंहितायाः अथर्वश्रौतसंहितायाः अथर्वसंहितायाः अथर्वश्रौतसंहितायाः अथर्वसंहितायाः

ਬਾਕਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿਨੀਰ ਮਾਯਨਾ

১৯৩৭-৩৮ সালের পূর্বে নিঃ কাসঃ বক্তব্য
 প্রকাশ সমিতির উদ্দেশ্যে স্থানীয় বাঙ্গালী-
 টোল কুল ল-বাঙ্গালীদের বাঙ্গলা লিখাই-
 বার ব্যবস্থা চাইয়াছিল। এক্ষণে গঠি-
 তাহাতে সেট কাস তালতাবে চলে নাই।
 সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র
 ঘোষ লিখিতা হইতে এখানে আশ্রয়। এ
 কালটি আবহাওয়া চলাইবার জন্য স্থানীয়
 উক্ত সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবর্দী, হেড
 মাস্টার শ্রীযুক্ত চাট্টাখি, অধ্যাপক আবি-
 হুদ কট্টাচায়া ও শ্রীযুক্ত চট্টাখি মুখো-
 পাক্ষ্যাবের সহিত আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা
 করিতেছেন। জ্যোতিষবাবু দিল্লী বেতার

করিমপুর অনাথ আশ্রম
 নিম্নোক্ত মর্মে এক প্রেসনোট সম্প্রতি
 প্রকাশিত হইয়াছে :- করিমপুরে সর্বকারী
 অনাথ-আশ্রমে ঊনশতাব্দী পাল্লি ব্যুৎপাত-
 সম্পন্ন মুসলমানি নিরোপ করা সম্পর্কে কোন
 কোন সংবাদপত্রে সমালোচনা করা হইয়াছে।
 তুল্য বাস্তবায় বর্ণিত এইরূপ - সমালোচনা
 উদ্ভূত হইয়াছে। করিমপুরের অনাথ-
 আশ্রমটি মুসলমান বালকদের জন্য স্থাপিত।
 বালকগণকে বর্ণোপভুক্তভাবে - শিক্ষণ করিয়া
 তোলার ব্রাহ্মণীয়। কিন্তু বালকদের জন্য
 পৃথকভাবে - অল্পকাল বাইরা হইতেছে।
 করিমপুরে এখন বৈ অল্পসংখ্যক হিন্দু অনাথ
 বালক আছে, তাহাদেরকে 'শিক্ষণ' হিন্দু
 অনাথ আশ্রমে ব্রাহ্মণীয় করা হইবে

ত্রিগম-মাস্তানুর নদোন্নয়নকাল প্রতিটি ওয়ার্কস্‌ হইতে ত্রিগমোন্নয়ন বন্দোবস্তের অধিনায়কী সম্পাদিত
 ত্রিগম-মাস্তানুর অধিনায়কী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্য কল্যাণকর
 = = =
 শ্রী শ্রী গুরু গুরুগোবিন্দো
 রচিত 'অমল কল্যাণকর'
 গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষা-
 সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
 এটা মূল্য ১০/-
 নিম্নে
 প্রাপ্ত
 কল্যাণকর
 পোঃ শ্রীমদ্রামপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সত্যকৌতুক
 = = =
 শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো
 রচিত 'অমল কল্যাণকর'
 গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষা-
 সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
 এটা মূল্য ১০/-
 নিম্নে
 প্রাপ্ত
 কল্যাণকর
 পোঃ শ্রীমদ্রামপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্বমুখ্য পত্রিকা

সংবাদ একমাত্র দৈনিক মুদ্রাপত্র

১৯৭ বর্ষ { ২০ ত্রিবিংশ গৌরব ৭৫৮ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ ২রা জুম্মা ই- ১৯৪৪, শুক্রবার

৭৭ ৫৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ন্তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ ত্রিবিংশ, নিধি গভীর্ণশায়ী গৌরব ৪৫৮

কৃপাময়ের প্রতিনির্ভর

— ::(*):: —

'শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই দক্ষা করিবেন'—
 এটি বিশ্বাস বা নির্ভররূপ পরণামি
 ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি নিজে
 বসাকৃত্য সাজতে চাই, তবুও আমরা
 কৃপানিমিত্ত হইয়া পড়ি। তখন মারামেরী
 আমাদের প্রতি কঠিন লাগিব। কারণ
 থাকেন। তাই কবিতা উল্লেখ্য বর্ণনা-
 কেন,—

"যা থাকে পরণামে সে রাখে

তাকে লাগে।

উল্টো করে মজ্জা মলে বাঁচ যায় গজগত ॥"

নদীর প্রবাহে গগনাকাসিয়া যায়,
 কিছু জলাশয় মন্ত অনাধানে স্রোতের
 বিপরীত দিকে গমন করিতে পারে।
 মাঝপথে জলে মাঝপথে পশুপক্ষ
 সজ্জা নেড়ার; কিন্তু এমনিভাবে
 কীটাদিও সেট জাল পড়িয়া মৃত্যুমুখে
 পতিত হয়। সেটরূপ ভগবৎকৃপা পরণাম
 ব্যতিরেকে কোন চিন্তা নাহি। পরণাম
 ব্যতিরেকে তব করেন না, বিশ্বও
 পরণাম ব্যতিরেকে কিছু কতি করেন না।
 বিচার একক আছে, যিনি আশ্রিত হইয়া
 অকৃপা একমাত্র

রক্ষক শ্রীনাথের সেবার শ্রী কৃপা-
 যুক্ত বা অকৃপা রূপে তাঁহাকে
 করেন। শ্রীনাথের কৃপাতেই তাঁহার
 অকৃপা দূর হয়। শ্রীনাথ গান্ধী
 তাঁর জীবনের অমল নাম করেন এবং
 দিয়া মন করণ করিয়া থাকেন।
 তাঁহার নিবন্ধ ভগবানের সেবার
 ভগবৎকৃপা তাঁহারে
 তাঁহারে সুখ। ভগবৎকৃপা তাঁহারে
 যদ্যেও শ্রীতির উদয় হইয়া থাকে।
 শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণিত আছে,—

"সাধুসকল কৃপা করি, ভক্তি করি স্বভাবে।

এই ভিনে সব ছাড়ায়, করে কৃপে ভাবে ॥"

শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ গুণ। তাঁহার যেমন
 দক্ষা, তেমন মাধুর্য, তেমন ভক্তবৎসল্য,
 তেমন কৃপা, তেমন অকৃপা সামর্থ্য ও
 তেমন বদান্ততা প্রভৃতি অসংখ্য অপরূপ
 চমৎকারবাহী গুণ আছে। আমরা কৃপা
 জীব। আমাদের আশ্রয় ছাড়ি গতি নাহি।
 সুতরাং এমন কৃপাময় বাণীত আর
 কাহাকে জীব আশ্রয় করিবে? শ্রীকৃষ্ণের
 এক দক্ষা যে, তিনি 'কখনোই অকৃপা-
 গণকে সমস্ত কাম এবং আশ্রয় পথ
 দিয়া থাকেন। যে কোন উপায়ে এটি
 মনোনিবেশ করিলেও জীবের মঙ্গল।
 বর্ণিত আছে,—

"কৃপাৎসল, কৃপাৎসল, সমর্থ, বদান্ত।

কেন কৃপা ছাড়ি প'ত্ত নাহি তব অজ্ঞ ॥

পরণাম করে কৃপে আশ্রয়মর্পণ।

কৃপা তাঁর করে তৎকাল আশ্রয় ॥

বিধর্মী ছাড়ি তব কৃপে চরণ।

নিষেধ পাঁচাচাবে তাঁর কত নরক মন ॥

অজ্ঞানে বা বদ হর 'পাপ' উপস্থিত।

কৃপা তাঁর শুক করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥

ঐবদ্য-মাধুর্য-কারণে বরুণপূর্তা।

ভক্তবৎসল্যে আশ্রয় পথ বর্ণিত ॥

অন্যকর রূপ, রস, সৌরভাদি গুণ।
 কয়েক মন কোন ভাবে করে আকর্ষণ ॥
 সনাতন মন হরিল সৌরভাদি গুণে।
 শুকনো মন হরিল লীলাভরণ ॥
 পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা, চেনাচেনা।
 প্রেম মত্ত করি আকর্ষণ কৃষ্ণগুণ ॥
 যৈতে হৈছে যাকি কোটি করে মরণ।
 চারিদিক তাপ তাঁর করে সংকরণ ॥
 তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম-অবিত্তা-নাশ।
 অবশেষে ফল 'প্রেম' করে প্রকাশ ॥
 নিজগুণে তবে হয়ে দেহে প্রিয়-মন।
 ঐছে কপাল কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥
 বৃক্ষমান্থ অথবা যদি বিচারজ হয়।
 নিজকাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
 সাধু-কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপা ॥
 কামাদি 'ভ্রম' ছাড়ি শুকতি পায় ॥
 সকামভক্তে 'অজ্ঞ' জানি মথাল ভগবান।
 বরণ দিয়া করে তচ্চার পিধান ॥
 বিচার করিয়া যবে ভজ কৃপায়।
 সেট বৃক্ষ কেন তাঁর, বাহে কৃপা পায় ॥
 ভক্তি প্রভা—সেই কাম ছাড়িয়া ॥
 কৃপা দৈ তাক করায় গুণ আকর্ষণ ॥"

(চৈঃ)

সর্বভোগেই শ্রীকৃষ্ণে আশ্রয়ভরত
 বৃদ্ধি করিলে আমাদের মঙ্গল। কৃপাধীন না
 থাকিয়া নিজে ভোক্তা, কষ্ট বা প্রাণ সাজিতে
 গেলে দৈন্যমায়ার কঠোর দত্তবদনের চপ
 হ'তে পরিত্রাণের অত কোন উপায় নাহি।
 কৃষ্ণে জন্মে জিতান ভোগ করিতে হয়।
 আবার জিতান দুরীকরণ ভক্তির সাক্ষাৎ
 ফল নহে। ভগবৎকৃষ্ণ আশ্রয়কৃষ্ণে
 জীবের ঐ প্রকার ভবভয় দূর হয়। কৃষ্ণ-
 শ্রীতিই ভক্তির সাক্ষাৎফল। যিনি প্রাণ
 হইয়া একবারও নিকটে "কৃষ্ণ, আমি
 তোমার" বলিয়া প্রণতি যাকি করেন, শ্রীকৃষ্ণ

তাঁহাকে সর্বদা অতর পদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ
 বলেন,—'ভক্তকৃষ্ণে আমার একমাত্র ভক্ত।'
 ভক্তবৎসল ভগবান 'নরকে' তাঁহার পাক
 সমস্ত করে 'নরক' ১০০ করিয়া থাকেন—
 'যোগেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড' এটা তাঁরই দায়িত্ব।
 নরক। শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ কৃপা
 ভক্ত কৃষ্ণকৃপা মঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণ
 করেন। জগৎকৃষ্ণ 'ভক্ত' ১০০
 ভক্ত কৃষ্ণকৃপা ভক্ত করেন না—
 "ভক্তের যত্ন, ভক্ত, ভক্ত, ভক্ত"—ইহা
 ভক্তের বাক্য। অতঃপর ভগবানকে
 দক্ষা, আর ভক্তের সমস্ত তাঁহাকে 'নরক'
 করা বা ব্রহ্মাণ্ডে 'নরক' বর্ণনা করা অসম্ভব
 নাস্তিক্যের পরিণাম। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা
 অশেষ অ-অমৃতময়। 'সংসার'-এখানে
 মঙ্গলভার তাঁহাতে নিবৃত্তি বা পাপ
 মঙ্গল মঙ্গলের মূল।

ভগবৎকৃষ্ণ ভাগ্যবান ভক্তের হাত-
 প্রাণেতে বিভলিত হইয়া হইলেও কৃপা
 করেন না, পরন্তু অথবা ভক্তের
 শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লক্ষ্য করিয়া উন্নত
 তাঁর তাঁর ভক্তের নরক ভক্তের
 বা ভগবৎকৃষ্ণের সমস্ত ভক্তের
 'নরক' করি 'নরক' ভক্তের
 পুণ্যকর্মকর্ম' 'ব্রহ্মাণ্ড' মঙ্গল
 তাই ভক্ত গাহেন,—

"এখন বৃক্ষ পড়ি তোমার চরণ।

কলোক-অভয়মুখপূর্ণ মঙ্গল ॥

সকল ছাড়ি তুমি চরণকল।

পড়িয়াছি আমি নাথ, তব পদতলে ॥

তব পাদপদ্ম, নাথ, রক্ষিবে আমারে।

আর একাকী নাহি এ ভবসাগরে ॥

অমিত্য নিভাসন আনন্দ প্রদায়।

আমার পালন করে তুমি ভায়র ॥

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজ, সর্ব ন্যাশ ॥

বাঁশের গায়ে করে ।”

বাল্যনাথ কোন কোন গোণী প্রকৃষ্ট

ঈশ্বরে সে প্রতিজ্ঞা করে সন্নত সবার ॥

জীবন জীবন কৃষ্ণ জমক জীবন । হেম কৃষ্ণ যে না তুলে' জন্ম লাগে, হান ।

নিজের চাকরির উপর নির্ভর করিলে
কাজে অসুস্থ হইবে না, ইত্যদিনি,
ভোগের দর্শন হইবে। বিশেষভাবে গুরুত্ব
আপনাই করিলে, সাধু পথে গমন না
করিলে আত্মার বাস্তবিক কোন মঙ্গল হইবে
না। নিম্নের নিয়মসমূহে ঈশ্বরানুগ্রহের সেবা
করিলে তৎক্ষণাৎ ও ভগবানের স্বরূপ
জানা যায়। আমরা কামকামী হইলে
ভগবানকে পাঠতে পারি না। যত নিজে
অপ্রকৃত কামোৎসাহ বহিরা উপলব্ধি হইবে,
ততই পুরুষাভিমান হৃদয় আত্মবিকল হইবে
দুঃখ হইবে। অর্থপুত্র হইতে অর্থপুত্র
হইবে, অর্থনির্ভর হইতে অর্থপুত্র নহে।
ঈশ্বর কামদেব, তিনিই একমাত্র সোকা।
যিনি ঈশ্বরের কামচারিত্য করেন, তাঁহার
নিজের কোন কামনা থাকে না। চরিত্রগত
পুরুষের কামিনী ভাগ এবং কামিনীর পুত্র
ভোগের প্রাপ্ত প্রাপ্ত দেখা যায়।
বৈষ্ণব পুরুষের বেগুন অন্নাবস্থা, কামিনীরও
সেইকথা। কৃষ্ণভক্তগণের পুত্র ও স্ত্রী
উভয়ই থাকে। পুরুষের জন্মদর্শন স্ত্রী
ভোগের প্রাপ্ত প্রাপ্ত পুরুষভোগ-
বিচার - এত উত্তম পুরুষাভিমানের মত ভুল
দর্শন। জড় পুরুষ ও জড় স্ত্রীদর্শন - উভয়ই
কাজে অযোগ্যদর্শন। স্ত্রীভোগ বন্ধনাময়
বা মারা। তিনিই গুরুত্ব, যিনি জড়ভোগ
স্ত্রী বা পুরুষ-ভোগ করেন। ভগবৎ
ভক্তগণের বিচার করেতে গেলে ভক্তগণ বিপদ
আনয়ন। বিপদে ভগবৎসেবক হইলে
আর কোন দুঃখ থাকবে না। ভগবৎ
সমস্ত জ্ঞান ভগবানের, তাঁহাতে লোভ
করিলে অস্ত্রাঘাত পাড়তে হইবে। আমি
সমস্তভাবে ভগবৎভোগ - এত বিচার
নিষেধ হইলে ভোগের আসন গ্রহণ করিতে
এত ভোগের সন্ধান। ভোগের আপনাকে
ভগবৎভোগের ভোগের পক্ষে প্রেরণ। ঈশ্বর
সমস্ত ভগবৎ ভোগজ্ঞান বা ভোগ-
আনন্দে অস্ত্রাঘাতের জাহাঙ্গির অক্ষয়
হয়। ভগবৎ ভোগ সেবাশ্রমে
অনুগ্রহ বহুত। ভোগের পূর্বে গিয়া সেবা
বা মঙ্গলভোগ হইলে অর্থ কাম-সংসার ও
সে পুণ্যদর্শন ভোগের নিত্যভোগ ও ভোগ প্র-
দর্শন। একমাত্র পরমভোগ ও পরম
প্রেরণ ভোগ ও ভোগ হইলে মঙ্গল

পাপ অপেক্ষা অপরাধ কোটিগুণ অধিক
ভীষণ। পাপ প্রায়শ্চিত্তে বিনষ্ট হয়, কিন্তু
অপরাধ তাহাতে যায় না। পতিতপাবন
ঈশ্বরগৌরবান্বিতের ভুবনময় নামেই
কেবল অপরাধ দূর পলায়ন করে। সাধাভিক
নিত্যভোগ পাপ এবং ঈশ্বরবৈষ্ণবগণের
অন্য প্রাণিত হইলে অপরাধ হইয়া
থাকে। ঈশ্বর ও ঈশ্বর একই বস্তু।
ঈশ্বর এক বস্তু, আর ঈশ্বর বস্তু। বাচ্য
হইতে বাচ্য অধিক কৃপাময়। বাচ্যের
অন্য - কাম-ভোগ দর্শন। "ভগবৎ

অপরাধ ভোগে হইয়াছে। বাচ্য ও বাচ্য
একই বস্তু হইলেও বাচ্যের চরণে অপরাধ
বাচ্যের আশ্রয়ে পুত্রীভূত হয়, বাচ্য কাম
করেন। কিন্তু বাচ্যের চরণে অপরাধ
অর্থ্যে নামাপরাধটি ভীষণ বস্তু। বাচ্যের
চরণে অপরাধের দ্বারা সাধুর চরণে অপরাধ
হয়। সাধুনা প্রাধান্যে বাচ্যপরাধ।
বাচ্যের অর্থ্যে ভগবানের বিদ্য বিদ্যার
অর্থ্যে ভগবান প্রকাশ করিয়া হইয়াছে
স্বয়ং প্রকাশ করেন, তাঁহার চরণে অপরাধ
তিনি কাম না করিলে তাহা হইতে উদ্ধার
পাওঁর আর উপায় নাই। সে পথ দিয়া
লীল্যে কাটা পাইতে হয়, সেই পথ দিয়াই
উদ্ধারে বাহির করিতে পারেন; তাহা না
করিলে লীল্যে পুণ্য জাহাঙ্গির, এমন কি, সমস্ত
লীল্য দ্বারা হইয়া বাইতে; তাহাতে
লীল্যে পুণ্য বসিতে পারে। আবার
কামচার: বৈষ্ণব যত কামচারের দশাশীল
পাঠেন, তাহা হইলে আরও ভীষণ অর্থ্য।
মঙ্গল ভগবৎ - অর্থ্য - কামচার ও জ্ঞান
জ্ঞান। অর্থ্য ভগবৎ অপরাধ সাধুর নিকট
হইয়াছে-অর্থ্যের কলে বিদ্যুৎ হয়, কিন্তু
জ্ঞানজ্ঞান অপরাধ ভগবৎ। মঙ্গল
ভগবৎসেবার নিমিত্ত থাকিলে কোন
অর্থ্য বস্তু হইতে পারে না। মঙ্গলগত
সেবাশ্রমে ভগবৎ জ্ঞানভূত অপরাধ ভগবৎ
প্রেরণ করেন না।

ঈশ্বরগণ আমাদিগকে আকর্ষণ না
করিলে মায়াধারা আকর্ষণ হইতেই হইবে।
চূড়ক ভোগ লোভকে আবরণ করে, কাঠকে
আকর্ষণ করে না, সেরূপ সেবা ভগবৎ
সেবাশ্রমে ও সেবককে আকর্ষণ করেন।
সেবাশ্রমে ও সেবকগণ সেবা কৃপার ও
মায়াধারা আকর্ষণ। ঈশ্বরের কাম্য যত
অস্ত্রীলন হইতে থাকে, ততই তিনি
ভোগভূত পুত্র করিয়া আমাদিগকে আকর্ষণ
করেন। অর্থ্যের সেবা করা বিশেষ
আশ্রম। ভগবৎ সেবা করিলে পতিত
ভীষণ উদ্ধার হয়। বৈষ্ণব বিষ্ণুসেবা বাতীত
আর কিছুই করেন না। তাঁহার সেবা
করার অর্থ্য - ভগবৎ ভোগসেবার সাহায্য
করা। বিষ্ণুসেবার কবল হইতে উদ্ধার
পাঠিতে হইলে সাধুসকল সেবা করিতে
হইবে।

ঈশ্বরানুগ্রহ ও কৃষ্ণ

— :: (০) :: —

এই ভক্তগণের দর্শন। তাঁহাতে সমস্ত
লোক - ভক্ত চৌকী লোক আছে; উত্তম
নিবাস। সেও বস্তু মঙ্গলসময় নামে
একটি অর্থ্যকর। সেও অর্থ্য ভোগ
করিয়া মঙ্গলসময় মঙ্গলসময় লোক।
তাহার ঈশ্বরানুগ্রহ অর্থ্য চরিত্রগত বৈষ্ণব-
লোক

শিব বা শঙ্কর ভক্তিগণ আছে। বৈষ্ণব-
দর্শনে তিনি ভগবৎ, সেখানে তিনি
মায়াভীত - মায়াভীত - ভগবৎ ভক্তগণ
মঙ্গলসময় বা মঙ্গলসময়। ভগবৎ ভক্তগণ
মায়া বা মঙ্গলসময়। বিষ্ণুর সংসার বা
সংসারভূত ভোগসময় ভোগলোক বা
মঙ্গলসময়। ভগবৎ হইতে মঙ্গলসময়
পথবোম্বে হইলে বা পাঠলে মঙ্গলসময়
পাঠ করে। ভগবৎ, উপরে হইলে
হইয়া হইয়া পথবোম্বে নহে, কৈলাসই
মঙ্গলসময়

কৈলাস আত্মসময়গণের নাই
ভোগলোক বা মঙ্গলসময় প্রাথমিক ও পরোক্ষ
বিচার নিমিত্ত হইয়া অপরাধ বা ভোগ
(ভগবৎ) নিমিত্ত-ভগবৎ বিচার।
নিমিত্ত ভগবৎ বা ভগবৎ-ভগবৎ উদ্দেশ্য
নাই, ভগবৎ ভগবৎ, সেখানে মায়া বা
অর্থ্যের কথা থাকে মঙ্গলসময় নাই।

ঈশ্বরানুগ্রহ কৃষ্ণ নহে। বাহ্য উপাসনার
নিমিত্ত আকর্ষণ করেন, তাঁহারা ভগবৎ
পক্ষপাত নহে; তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহের
পক্ষপাত। কৃষ্ণ - বাহ্যের। ঈশ্বরানুগ্রহ
স্বয়ংসময় উপাসক। ঈশ্বরানুগ্রহ আমাদেও
আত্মা - ভগবৎ ভগবৎ নহে। মঙ্গলসময়
ঈশ্বরানুগ্রহের প্রকৃতিসময় কোন কথা
আত্মিক সেবাশ্রমে প্রদর্শন করেন।
মঙ্গলসময় বিষ্ণু অর্থ্য কৃষ্ণ পক্ষপাত বা
মায়াভীত ভগবৎ প্রকৃতি-সংসার ভূত প্রাধান্য-
গত বা ভগবৎ উপাসন অনুপায়-পুত্র
ভগবৎ অর্থ্য ভগবৎ বা বা বা বা
ভগবৎ সেবাশ্রমে ভগবৎ আকর্ষণ ও
বিষ্ণু করেন। সেও ভগবৎ ভগবৎ
প্রাধান্য নাই, মঙ্গলসময় ভগবৎ সাহায্য
আত্মিক কার্য। ঈশ্বরানুগ্রহ মঙ্গলসময়
মঙ্গলসময়। ঈশ্বরানুগ্রহ ভগবৎ
ভগবৎ -

অনুগ্রহভগবৎ কৃষ্ণ - মঙ্গলসময় অর্থ্য।

ভগবৎ ভগবৎ মঙ্গলসময় অর্থ্য।

ঈশ্বরানুগ্রহ ভগবৎ ঈশ্বরানুগ্রহ
ঈশ্বরানুগ্রহ ভগবৎ মঙ্গলসময় ভগবৎ
ঈশ্বরানুগ্রহ বা ঈশ্বরানুগ্রহ ভগবৎ
ঈশ্বরানুগ্রহ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ঈশ্বরানুগ্রহ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ঈশ্বরানুগ্রহ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ঈশ্বরানুগ্রহ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ

ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ

ঈশ্বরানুগ্রহ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ
ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ ভগবৎ

"জাংল কলার কক ভাষাওগ অকীকোরে।
সংক বাধে যারাস্তে ককরূপ ধরে।"
যাহাশুভকোরে কক তির 'মহাশয়।
'জীভিত্তক হর, নহে ককের 'মহাশয়'
কক যেন অস্ত্র-বাণে দিকরূপ ধরে।
ককরূপ নহে, কক হৈতে নাহে।
'মহাশয়' যাহাশুভকোরে, ভাষাওগ কক
যাহাশুভক, ভাষাওগ, 'মহাশয়' 'মহাশয়'।
(১৫৮ঃ)

শ্রীশঙ্কর বিবর্তনাবলী নামক—প্রথম—
খাংল জীবকোটি, যিভাংল - যিভাংল
জীবকোটি। প্রথমকালে তিনি বৈকুণ্ঠ
বিভাগে ক্রিয়গণের নিত্যসেবকরূপে
নৃত্যমান; তিনি সখাশয় নামে খ্যাত। আর
বিভীষণের তিন ব্রহ্মাণ্ডে আশ্রয়লাল
কৈলাসে ও কাম্বোজে বিবর্তন করেন। তিনি
ভাষাওগের প্রধান দেবতা বালাশিব বলিষ্ঠ
পরিজাত। তাঁহার এই রূপ মহাপ্রলয়ে
ভাষাওগ হইল। অস্ত্রবাহনকারী যাহা
বালাশিব অসম্ভাব্য-প্রচুরকারী জীবের যোগাভি
যাহা আশ্রয়ভিক্ষাসকারী এই ক্রিয়গণের
নিকট বাঁচিয়া আশ্রয়লালগতিলাভের লক্ষ
উপাশ্রয় হইল, তাঁহার ভাববোধকারী কায়
আচরণাত লাভ কারিয়া থাকেন। যাহাশুভ
ক্রমে উপাসক। ক্রয় যোগের দেহতা;
ক্রমের কাজ ধ্বংস করা। সৃষ্টির কাষ
একর। যাহাশুভগণ ধ্বংসকর শেবকথা
সংলগ্ন জানে, তাহ ক্রয় ভাষাওগের উপাশ্র-
দেহতা। প্রকৃতি—কালী, ক্রয়—কাল।
কাল ধ্বংস করে। মহাকাল ও মহাকালী
সৃষ্টি ও ধ্বংসের সকল বালাশিব সম্পাদন
করেন। ক্রয়গুরুত্ব অর্থাৎ ভাষাওগের
যাহা মহাকাল সংস্কারকাষা করিয়া থাকেন।

আমরা যতদূর ক্রয় উপাসক নাহি।
আমরা শ্রীমদ্রামায়ণের গোপালনীলিক
ব্রুবাবনাবিনপাও গোপেশ্বর শ্রীসখাশিবের
রূপাশ্রয়ী। শ্রীমদ্রামায়ণ শ্রীভগবানের সাক্ষাত
অস্তিত্ব। যে ক্রয় ভগবৎ যাহা অগৎ ধ্বংস
করেন, তিনি যাহাশুভ, তিনি সেই শিব
নরেন। অগৎপ্রভা এক ও অগৎসংস্কারকর্তা
শিব আমাদেব গুরু নরেন। আমাদেব গুরু
সাক্ষাত অগৎসৃষ্টি বা অগৎধ্বংসের বা যাহা-
শক্তিই কোন সম্বন্ধ নাহি। কখনক ভক্ত
শ্রীসখাশিবের নিকট পার্থনা করিয়াছেন,—

"ব্রুবাবনাবিনপতে এক সোম-সোম-
মৌল সনন্দন-সনাতন-নারদেডা।
গোপেশ্বর ব্রুবাবলাসুগাভ্য-নাথ
শ্রীভং প্রবন্ধ নিভাংল নিরূপাধিকার যে ॥
হে ব্রুবাবনাবিনপতে! হে উমান্তি
সোমমৌল! হে সনন্দন-সনাতন-নারদপুত্র!
হে গোপেশ্বর! ব্রুবাবলাসী শ্রীশ্রীভাষাওগের
শ্রীশাশ্বত নিরূপাধিকার আমাকে প্রদান
করুন।

শিবধামে শ্রীমদ্রামায়ণ কর্তৃক কায়
গৌরবর্ণ, গ্রন্থন, দিগবহ, পিতৃভোজ

দীপ্তমান অর্জুন অতিশয় পুরুষরূপে
ব্রুবাবন। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল, মস্তকে
জটাবলী, গজাশ্রমে অশ্বান, গায়ে ক্রমের
অলঙ্কার, আর তিনি বৈকুণ্ঠ-চূড়ামণির
বাঁহসমূহে মালা নির্মাণ করিয়া তাহা কণ্ঠে
ধারণ করিয়াছেন। সৌর্য্যজী প্রমোদী
তাঁহার অস্ত্র-প্রভা হস্তে। তাঁহার সখা
কায়রেন। তিনি শিব-সম্বন্ধ প্রাণী ও
মুক্তরূপ হইতেও জ্যেষ্ঠতম হস্তে ও ক্রয়-
চামরাবি বিবর্তনভাগ করিতেছেন। ক্রয়-
পরিপালক পরমেশ্বর হইয়াও সখাশিব লক্ষ্যন
করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ-
গম্য নাহি। কারণ তিনি মুক্তিপদেরও
উপায় বিদ্যমান, মুক্তসকলেরও সম্পূর্ণ
ও বৈকুণ্ঠগণেরও গুরুত্ব। তিনি সখাশিব
শ্রীভ, ভগবানসংকীর্ণন, যেহেতু প্রকৃতি
কৌতুক বিস্তার করিয়া কীর তত্ত্বগণকে
ভগবানরূপে শ্রীভকতাক শিখা দিতেছেন।
তিনি অগতের জীব হইলেও দ্বৈতের কায়
নিভা প্রেমভরে সংস্রব শেবমুখি ভগবান
শ্রীশঙ্কর পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্রামায়ণ
বৈকুণ্ঠী উপাসকীভেনীও সাক্ষাত বৈকুণ্ঠলোক
গম্য করিয়াও ক্রয় করেন। বৈকুণ্ঠলোক অতীব
ভক্ত। মুক্তগণও তাহা নিত্যকাল পার্থনা
করিয়া থাকেন। এমন কি, প্রকার পুর
ক্রয় পত্নী মচিগণ, ব্রহ্মা গৎ যৎ
শিবও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তের ক্রয় পার্থনা
করেন।

যাহেই চিত্ত অষ্টভ-ভাষনয় ভাষিত
ভক্তব্রত, মহাসংসারভোগীও শিবায়
যাহাশেব সনন্দ গুরু হইয়াছে, একজন যত-
গণও সাধুগণ লাভ করেন। শ্রীভক্ত তাঁহার
উপাসনাগুরু পেমভক্তি সংগোপন কারবার
কর নিভাশ্রয় শ্রীমদ্রামায়ণকে আশ্রয় করিলে
তিনি যাহাশাশ্রয় প্রভুর নৌকমতাসমুদ্র
অসম্ভাব্য প্রচুর করিয়া এই ভক্তগণকে মুক্ত
করেন। শ্রীভক্তের যাহা নিভা অস্ত্ররূপ
মহাকাল পুরুষের জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ
করে। শ্রীভক্তের টেক ভক্তব্রত,—

"ব্রুবাবনাময় দিগৎ ময়ৎ যদ্বৈদ্যনিসি।
অগৎ স ভগবৎপ্রভে মস্তকময় সনাতনম্ ॥
প্রকৃতি: সা মম পরা বাক্যবাক্য সনাতনী।
তাং পবিত্র ভক্তীও মুখা যোগাভিভূতম্য ॥
সা সাংখ্যানাং সাক্ষাত: পার্থ

গোপনাক ওপাশ্রয়াম্
ভৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সনৎ বিতজতে অগৎ ॥
মমৈব ভবনং ভোগো জাতুমর্হাসি তারত ॥
হে অর্জুন! তুমি দিগা মহাতেজস্বরূপ
যে ব্রহ্মের দর্শন করিলে, তাহা আমায়
সনাতন ভোগ: ও তাহাই আমি; তাহা
আমারই বাক্য। (অর্থাৎ চিত্তের নেত্রপ্রভা)
ও অবাধ্য। (অর্থাৎ অর্জুনের অগ্রাধ্য)
সনাতনী পরা প্রকৃতি উভয় যোগিগণ
ভাষাতে গবেশ করিয়া মুক্ত হইল। তাহাও
সাংখ্যযোগিগণের ও তপাশ্রয়গণের সাক্ষাত। সেই

ব্রহ্মের কারণ বা তাহা হইতে জ্যেষ্ঠ যে,
পত্নী, তিনি সমস্ত জাতের তত্ত্ব। তাহা
আমায় বনভোগ: বালাশিব।

কারবারের জলাভ্রান্ত মহাকালপুরু।
এই মহাকালপুরুষের কণা শ্রীমদ্রামায়ণে পূর্ণ
হইল।

তমঃ স্রবোঃ গরমঃ ক্রয়ঃ স দ-
নিদ্রাব্রহ্মভোগেণ বোচিহ্ম।
মনোকরং নির্দিশেণ স্রবণমঃ
কর্ণচূড়ো রাশিরে বখা চম্বঃ ॥
ভাষেণ চক্রাভ্রপাশেণ ততমঃ-
পরং পরং কোতিভবনশ্রবণম্।
সমুদ্রানং প্রসমীক্য কাক্তনঃ
প্রভাভূতাক্ষাৎপদমঃ কনী উভে ॥
ততঃ প্রব্রিষ্টে সলিলঃ পতন্ত
বলীভসৈকমুদ্রকৃষ্ণিকরণম্।
তত্রাহুঃ বৈ সনৎ দ্রামতমঃ
ভ্রাতৃশ্রবণমস্তমঃ শোভিতম্ ॥
তাহন মহাকালোঃ সনৎসমুদ্রঃ
সনৎ স্রবণমঃ কণাশ্রবণমঃ ॥
নিভা কমানঃ ব্রহ্মণোঃ শোভনঃ
সিদ্ধাশ্রবণমঃ শ্রীভক্ত ভক্তমঃ ॥

(১৫৮ঃ ১০-১৩)
অনন্ত শ্রীমদ্রামায়ণে "চূড়াকাল যেকল
রায়ণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল,
সেইজন আশ্রয়-গামী প্রদর্শনও প্রকৃত
হইলে প্রকৃতির পদগাম্যসূত্র উক্ত নির্দিষ্ট
যোর অককারকে নির্বীর্ণ করিয়া তদ্ব্যব-
প্রাণে কারণ।

শ্রীমদ্রামায়ণে কাক পদ দ্বারা ব্রহ্মণে উক্ত
অককারের পূর্বে অর্থাৎ স্রবণমঃ অনন্ত
অপার উভয় বাগন-প্রভাভি: দর্শনপূর্ণ
লভিতত দৃষ্টি হইয়াই ব্রহ্মের নির্মীলিত
কারণেন।

শ্রীভক্ত তদা হস্তে প্রাপ্ত শ্রীমদ্রামায়ণে
সকালিত মহাকালশালী অলম্বো পবেশ
করিয়া তদাশ্রয় দীপ্তবহ ম'গরিত সনৎসমুদ্র-
শোভিত উভয় ভ্রাতৃগণের বিচৈ মহাকাল-
পুরুষ দর্শন করিলেন

অনন্তর এই পুরমধ্যে সনৎসমুদ্রকোণে
ব্রহ্মজিত কদাম্বুতে অর্থাৎ ম'গরায়ের
প্রভার বিবর্তমান ব্রহ্মরূপ নরনরুদ, নীলবর্ণ-
কণ্ঠ ও জিহ্বাশালী কটিকাগরসম্মান,
বাল্যদেহ অল্প অনন্তদেবকে দোষে
পারিলেন।

শ্রীভক্তসম্মতে শ্রী শ্রীশিব গোপাশ্রয়
বাল্যদেহন—

"ভক্তানাং মুক্তিপ্রাপ্তিঃ, মহাকাল-
কোটিভবঃ মুক্তা: প্রবিশতাঃ ব্রহ্মভোগ-
ময়ঃ দিগা: মহাব্রহ্মরূপানীও প্রভা
বংশোভেদ ॥"

(শ্রীভক্তসম্মতে ২২ অঙ্কে)

শ্রীভক্ত ভ্রাতৃগণতিদারক। তাঁহার হস্তে
নিহত অস্ত্রগণ মুক্ত প্রভা করিয়া থাকে।
অন্ত ভগবৎরূপের যাহা নিহত অনগণ
মুক্তি প্রাপ্ত হইল, উক্তগত বর্ণাশ্রয় লোক

প্রাপ্ত হইল, একজন শ্রীমদ্রামায়ণ: মহাকাল
বোচিহ্ম ম'গা মুক্তসকল প্রবেশ করে।
ব্রহ্মরূপের উক্ত হইতে হইল গাম্যগত ভব

নিমিত্ত ও উপাশ্রয় লভিয়া পুরুষজ্যেষ্ঠ
মুক্তি করেন। নিমিত্ত—যাহা অর্থাৎ বোচিহ্ম
এবং উপাশ্রয় পুরুষ অর্থাৎ লভ। মহাকাল
—পুরুষ অর্থাৎ ভক্তাময় কণ্ঠ। ব্রহ্মায়
প্রদানকল ভক্ত—উপাশ্রয় এবং অগতময়
প্রকৃতি ভক্ত—যাহা। ভক্তগণের সংযোগ
কারী ভক্তাময় ভক্ত প্রাপ্তসকলকটিকারী
শ্রীভক্তগণের পুরুষ এই ভক্ত সৃষ্টি-
কর। কারবারশালী মহাকাল চিত্ত ক-
বলে একাধিক সৃষ্টিকাল চিত্তগৎ ও মায়িক
অগতের মহাসীমাকণা ব্রহ্মের নিভাশ্রয়
কারী ব্রহ্মভা ভাবাপা যাহাশক্তি লাভ
করেন। তৎকালে সেই চিত্তাশ্র-
য়গণাশ্রয় ভক্তগণী ব্রহ্মাশ্রয় প্রদান-
পতি পুরুষ 'মহাকাল' যাহার সাক্ষাত লভ
করেন। কিন্তু ভক্তের সাক্ষাত চিত্তলক্ষণ
মহাকালপত্নী বা ভাষাওগ হইতে পারেন
না। ভক্তগণ শিবপ'ত্নকণা যাহা ও প্রদান-
গত উপাশ্রয়—ভক্তগণের ভ্রাতৃগণের
ভক্তাময় অর্থাৎ ভক্তাময় স্রবণের অংশকল
মহাকাল আশ্রয়ভোগে অকৃতল ভক্তগণ
মহাকাল উপায় কর। মহাকাল অকৃতলে
শিবপ'ত্ন ক্রমঃ অকৃতল এবং ম'গরায়ের
পকৃতল যাহা ও ভাষার মায়িক 'স্রবণকল
সৃষ্টি করেন। মহাকাল'করণকরণ অংশ-
সমুদ্র জীবকল উপায়।

শ্রীভক্ত হইতে অকৃতল যাহা বিব উপায়
হইয়াছে। সকল অবস্থায় শ্রীভক্ত—
অকৃতল। পরমায়ের চিত্তকরণ হইতে
তান ও ভক্তা 'ভক্তল অনন্ত জীবসমুদ্র অংশ-
'দগকে 'ভক্ত-দগ' আশ্রয়ান করিলে মায়িক
অগতের সাক্ষাত ভাষাওগের আর সম্বন্ধ থাকে
না। তাঁহার বৈকুণ্ঠগত হইল। সেই অতিমান
ভক্তা ভাষাওগ যখন মায়ার ভোক্তা হইলে
চায়, তখনই সেই পত্ন, অকৃতলভক্ত
ভাষাওগের সাক্ষাত পবেশপূর্ণ ভাষাওগকে
পূর্ণগ ভোক্তা করিয়া দেয়। স্রবণ
শ্রীভক্ত অকৃতল যাহা বিব এবং ভাষার মায়িক
দেহাশ্রয়ভোগের সূত্রভূত।

ব্রহ্মাশ্রয় অপ্রাকৃত নরীনময়
উপাসকগণ বৈকুণ্ঠপ্রভে পত্ন অংশী সখাশিব
বা গোপেশ্বর ব্রহ্মাশ্রয় দেব। করেন।
তিনি অপ্রাকৃত কামের মহামহোৎসব-অংশ
শ্রীভক্ত গোপালনীলিক্রমে অপ্রাকৃত
কামধেবের সেবায় রতি প্রদান করেন।
শ্রীমদ্রামায়ণের সেই 'গোপেশ্বর-
মহালিঙ্গ মায়িক কামের সাক্ষাত নরেন।
একমাত্র যে কামীও ও কামগারীতে
অপ্রাকৃত নরীনময় ময়ময়ময় নরনর-
চক্রায় 'আরাধনা হয়, সেই কামীও
কামগারীও মুক্ত অংশকল সেই মহালিঙ্গ
গোপালনীলিক্রম।

— 224 —

ভাগানুভে

১। রাঘববাহাদুর রাঘবসার বোঝাল
এ বি-এল ব্যাডিনাল ডিউটি
২। সিঃ বিজয়কৃষ্ণ মহাবীর
এ বি-এল ব্যাডিনাল ডিউটি সেসল
৩। রাঘববাহাদুর ক্ষেত্রসোহন কুশার
এল, ডিটার্ডে ডিউটি সেসল জজ, ৪।

बिर्षाण

বিবিধ সংবাদ

[illegible]

বাহুড়ায় লক্ষণবানাকাল এক হটবার
সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবার দুঃস্থ-আশ্রয় ও কখনো
হাণ্ড হইয়াছে। সন্ততি জেলা যাজকস্টেট
বিঃ আর. সি. এন্ড সনোবরপুরে একটি কন-
বাগার উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।
ক্রিয়া-সচিব মাননীয় বাঁশবাঁহাতির সৈয়দ
মোহাম্মদ কাম উদ্দিন হোসেন আর কংগ্রেস য়ন
পুর্বে উক্ত আড়াটানটি পরিদর্শন কার্যক্রম।
তিনি কনবাগার বাসিন্দাগণের কা-
বোনা, হতা কাটা, কামারের কাঁধ, মাথ
এছাড়া প্রকৃতি কাঁধ পরিদর্শন করেন।

८७१: कुशाग्रपुत्र, -विप्र।

૯૨-૯૨મી અગ્રણી

১১ দ্বিবিক্রম, শিব পদ্মাস গৌরাক ৪৫৮

— :: (::) :: —

অস্বাস্থ্যাবস্থায় ইজগদীশের দান
 বেশী নানাবিধ দ্রব্য, মুক্তা, চামড়া, পাখি
 ও হোতাদিয়ার বিক্রয়, স্কেন্দ্রপ্রভ

শ্রীমন্মহাশয়ের অশ্রুস্রবে উত্তরপার্শ্বে যে
নীতলাদেবীর স্থান বিদ্যমান, উহারই সম্মুখে

শ্রীমানযাত্রাধিন শ্রীজগদীশের দল
 বাবিনাশ অকাল পূৰ্বা হয়, উৎকল-ভাষায়
 যাকাকে কুন্তুয়া বৃক্ষ' বলে, সেও গুপ্তের
 শাখাও শ্রীজগদীশের দণ্ডকাঠরূপে বাসজ্ঞ
 হয়, শ্রীজগদীশ 'বিতরণের চক্রা'ত'শা'ত'
 সুগজ্ঞান মানদৌকাধ সুখে উদ্যোগে
 সেনকগণ চামর বাজনা'ল করেন। অকাল
 পূজার (বসুধাবনা'দীর) পর যোড়শোপাচ
 পূজার দ্বারা মানজন সংকৃত হয়। সপ্তমী-
 ময় কুপের পুত্র গাউলারপূর্ণ 'দেব'ন
 অ.প্রাচীনত প্রাচীন ট চন্দ্রনাথ পবন প্রাক
 দেওয়া হয়। ঘটরা'শর উ'রে প্রাচীন
 না'রকেল শোভা পায়। সেনকগণ মজ্ঞ-
 উচ্চারণপূরক শ্রীজগদীশ, শ্রীলক্ষ্মী ও
 শ্রীসুন্দরী -প্রত্যেক শ্রী'দয়'র উপর
 অষ্টোত্তরশত ভূমুণ্ডপূর্ণ চন্দ্রসত্ত্ব সুশীল
 না'র অ'প্রাচীনভাবে বর্ণন করিয়াছেন
 করেন। শ্রীজগদীশের মানকালে 'দেব'ন
 কঠতে পুনঃ পুনঃ জন্ম'ন'তক মানন
 কোলাচল হয়। শ্রীজগদীশের মানজন সংকৃত
 কারণ: অনেকট 'সেট'জন মন্ত্র: প্রাচীন ও
 পান করেন। এট 'মানজন' প'দ'প্রমাণ।
 এই মানজন অপ্রাকৃতবুদ্ধির স'ক'ত প্রাচীন
 করিলে ভীষ্মের আর কখনও 'বসুধা'দষ্টাণ'সে
 মান করিতে হয় না। অপ্রাকৃত'দ'প্রাচীন

[illegible]

ভাষারে সে যদি ধর্ম কর্ম সদাচার । ইন্ধরে সে শ্রীতি জনে সন্নত সবার

সম্পত্তির মধ্যে জীবিত কোন্ সম্পত্তি গণ্য। রাধাকৃষ্ণে শ্রেন যার, সেই নতুন।

এ পথান্ত কালিহংএ ২২৮ খানি চান
 ৫ গাঁটট ট্যাণ্ডাড কাপড় এং ৩ গাঁ
 কবল বনামুলো বতরিত হইয়াছে।

সত্যের কল্যাণকরিত্ব
 = ০ =
 শ্রী শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ববিশোধ-
 ণিতক অমল্য কল্যাণকরিত্ব-
 গ্রন্থ 'নিত্যমল'-নামক ভাষ্য-
 সমস্ত প্রকাশিত ও প্রচলিত।
 ইহা মঙ্গল্যাকামীমাজেরই
 নিত্যপাঠ্য।
 প্রাপ্তিহীন-
 শ্রীযোগেশ্বর-শ্রীমাকর
 পোঃ নীমাধাপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

বহুকৌশল্যম্
 = ০ =
 শ্রী শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দো জয়তঃ
 শ্রী শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ববিশোধ-
 ণিতক অমল্য কল্যাণকরিত্ব-
 গ্রন্থ 'নিত্যমল'-নামক ভাষ্য-
 সমস্ত প্রকাশিত ও প্রচলিত।
 ইহা মঙ্গল্যাকামীমাজেরই
 নিত্যপাঠ্য।
 প্রাপ্তিহীন-
 শ্রীযোগেশ্বর-শ্রীমাকর
 পোঃ নীমাধাপুর, নদীয়া।

১৯৮৮ বর্ষ { ৩ বামন পৌরাস্ব ৪৫৮ : ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৫১ : ২ই জ্যৈষ্ঠ ইং ১৯৪৪, শুক্রবার { ৬৩-৬৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ বামন, নিমি গর্ভোদযায়ী পৌরাস্ব ৪৫৮

ভগবদ্ভজন ও দেবপূজন

— :: (০) :: —

অধিলভ্যমানমুখ্যতম বিষ্ণুপুত্রকৃত শ্রীকৃষ্ণ
 একমাত্র বাস্তব ও সেব্যপুত্রকৃত বস্তু। ইহাদি
 দেবগণ ভগবৎপুত্র্যে গণ্য নহেন, তাঁহারা
 আনন্দকামি দেবতামাত্র। জীবের কাগত
 ভোগবাসনাসমূহ পরিপূরণ করিবার সামর্থ্য-
 মাত্র তাঁহাদের আছে; কিন্তু তাঁহারা
 নিঃশ্রেয়স বা পরমকল্যাণপদ্যানে সম্পূর্ণ
 অসমর্থ। সুতরাং তাঁহাদের ভজন বা
 দেবপূজন ভগবদ্ভক্তির বাসক। অন্যত-
 ত্বগণ কোন দেবতার পূজা না করিয়া
 একমাত্র ভগবানকে নিত্য উপাস্ত কামিয়া
 তাঁহাদের ভজন করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া
 ভক্তগণ দেবভাগ্যকে অসম্মান করেন না।
 তাঁহারা দেবভাগ্যকে ভগবানের সেবক
 বলিয়াই সম্মান করিয়া থাকেন। ভক্তগণ
 জানেন,—

“একলা জৈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভূতা।
 যাঁর বৈছে নাচার, সে ভৈছে করে নৃত্য ॥
 এক কৃষ্ণ সর্বসেবা জগৎ জৈশ্বর।
 আর বস সব তাঁর সেবকাহুতর ॥”

সাম্বিক প্রকৃতির লোকেরা সর্বশ্রেয়ঃ
 প্রাপ্ত্যে বিষ্ণুসম্বৃত্তি বিষ্ণুর ভজন করিয়া
 থাকেন। আর ভক্তগণ-পুত্রিত্ব বা কণ

নানা কামনার বশবর্তী হইয়া অপরাপর
 দেবভাগ্যের ভজন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাজা মাজীবন বখাশাক্ত
 দেবভাগ্যের সেবা করিলেও পরমসত্য-
 জানে তাঁহাদের অসমর্থতা উপলব্ধি করিয়া
 অসমর্থ শ্রীকৃষ্ণের সতিত শিবানি
 দেবতার সমতা বিচার পরিভাগপূর্ণক
 জীবনের শ্রেয়স্বর্থে শ্রীকৃষ্ণের পরগণত
 হইয়াছিলেন। মঙ্গল্যাকামী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ
 রাজার আদর্শে দেবভাগ্যের উপাসনা
 পরিভাগ করিয়া একান্তভাবে
 শ্রীকৃষ্ণের পরগণত হইবেন, তাহাও তাঁহাদের
 মঙ্গল হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—

“অকামঃ সর্গকামো বা

ধর্মাকামো উদারথীঃ।

ভীষণে তত্ত্বিযোগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্ ॥”

(ভাঃ ১৩১০)

বিচারপরায়ণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজস্ব
 চেষ্টায়, সর্গকামী চেষ্টায় বা ধর্মকামী চেষ্টায়,
 একান্তকৃত্যের সহিত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের
 ভজন করিবেন।

ব্রাহ্মণগণ নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের পরমপুত্র
 উপাসনা করেন। স্বভাবতঃই অল্পদেবতার
 উপাসনার ব্রাহ্মণতা থাকে না। শোভে
 সুস্থান হইলে যথেষ্ট কামনা প্রবেশ করে এবং
 জীব সেষ্ট কামনা-পূরণের কামত দেবতা
 পূজায় বাধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগ-
 বলিয়াছেন,—

“কামৈশ্চৈতৈশ্চৈতজ্ঞানঃ

জগত্বেতদেবতাঃ।

তং তং নিয়মাস্থায় প্রকৃত্য নিবর্তাঃ স্বয়া ॥

যো যো বাং বাং তস্মৈ ভক্তঃ

অকৃত্যচিহ্নমিচ্ছতি।

তত তত্যাচলং প্রভাং তামেব বদমাযাম্ ॥

স তয়া অকৃত্য পুত্রতয়ার্থমসীহতে।

পততে চ ততঃ কামান্ মইব

বিভিতান্ হি তান্ ॥

অকৃত্য ফলং তেষাং তত্পত্ন্যামমেদাম্

দেবান্ দেবযজ্ঞো বাহু

মত্কা যান্তি মাশি ॥”

(গীতা ৭২০-২৩)

বহিঃসংগণ সেই সেই কামনা-বাহা
 অপলভ্যমান হইয়া এবং সেই সেই কৃত্ত
 নিয়ম বীকাসপূর্ণক স্বকীয় প্রকৃতির বীকৃত
 হইয়া ভগবৎপুত্র অপার কৃত্ত কৃত্ত দেবতার
 উপাসনা করে। যে যে ভক্ত যে যে
 দেবতার মলীর মুখিকে প্রকার সহিত অর্চনা
 করিতে চেষ্টা করে, অকৃত্যমী আমি সে
 সে ভক্তের সেই মুখিবাহিনী প্রকারে দৃঢ়
 করিয়া থাকি। সেই ব্যক্তি দৃঢ় প্রকৃতি
 হইয়া সে দেবভাগ্যের আরাধনা করিলে
 অকৃত্যমী বৎকৃত্তক বাহিত সে কামান্য-
 সকল তাঁহা হইতে লাভ করেন। কিন্তু
 অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের সেই ফল বিনাশী।
 দেবতার উপাসকগণ দেবভাগ্যকে লাভ
 করিয়া অল্প লাভ করেন। আর আমার
 ভক্তগণ নিত্যকালগণ আমাকে প্রাপ্ত
 হন।

মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ নাম, রূপ গুণ ও
 লীলাভে যে ব্যক্তি বুদ্ধি বা পরম্পর
 ভেদ দর্শন করেন—অর্থাৎ সারিত পুত্র
 জায় শ্রীকৃষ্ণ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা
 বিষ্ণু নাম, শ্রীকৃষ্ণ বা স্বরূপ হইতে বিভক্ত
 একরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে অল্পাংশ
 দেবতাকে প্রতিব্রজ্যানে শ্রীকৃষ্ণ হইতে
 স্বভাব বা অতিদর্শন করে, তাহাও বিষ্ণু নাম
 প্রভেদের ফলনা নামাপরায়ণ মায়—ইহা
 নিশ্চিত অতিক্রম। বাহ্যিক নাম, রূপ,
 গুণ ও লীলাকে কারমিক ও অনিত্য বিচার

করিয়া নিশ্চিন্ত প্রভেদ করনা করেন,
 তাঁহারা পরমপুত্র বা কামত পুত্র দেবতার
 আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরমপুত্র কামত চান।
 ইহা প্রকৃত্তি নীমাধাপুর বা নীমাধাপুর। ইহা
 বিষ্ণু ৬ বৈকুণ্ঠবোধ চেষ্টা বা নীমাধাপুর
 নহে। ইহা কামত পুত্রপুত্র নহে। প্রকৃত্তি
 শ্রীকৃষ্ণের দেবতার ব্রাহ্মণতা অর্থাৎ
 থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণ
 নিত্য নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এবং তাঁহাদের
 নিত্য উপাসনা বীকৃত করেন,—ইহাও
 অল্পবুদ্ধির ভাবনা। অল্পবুদ্ধি দেবতার
 নামগুলি করত। ঐ সকল নামের সতিত
 নামের ভেদ আছে। কিন্তু কামত ও নাম
 কামত, কামত ও নাম, কামত ও নাম
 কামত, কামত ও নাম, কামত ও নাম
 ভেদ নাই।

সারিকপুত্রগণ স্বভাব দেবতার পুত্র
 নিমিত্ত হইয়াছে অর্থাৎ পরমপুত্র শ্রীকৃষ্ণ
 পরম-পুত্র এবং দেবভাগ্যের ভগবানগুণ
 সিদ্ধান্ত হইয়াছে। দেবভাগ্য সকলের
 পরমপুত্র শ্রীকৃষ্ণ কামত, শ্রীকৃষ্ণ
 কামত, শ্রীকৃষ্ণ কামত, শ্রীকৃষ্ণ
 অগৌরব ব্রহ্মে তাঁহাদের পুত্র হইয়া পুত্র
 শ্রীকৃষ্ণ গীতা ব্রহ্মাছেন,—

“দেবভাগ্যদেবভাগ্যকামতঃ একমাত্রঃ ॥

তেষাং নামেব কৌন্তেয় ব্রহ্মা-

নিমিত্তকম্ ॥

অতঃ হি সমস্তজানান্ শোভ্যং

পুত্রং ৬

ন কৃত্যমাজানত তত্পত্ন্যামমেদাম্ তে ॥

যান্তি দেবভাগ্যদেবান্ পতন্ত্যান্তি

পিতৃত্বাঃ ॥

কৃত্যনি যান্তি কৃত্যান্তি যান্তি মদ্যাক-

নোহি মাশি ॥”

(গীতা ৯২৩-২৪)

সবার জীবন কৃষ্ণ ভজনক সবার। হেম কৃষ্ণ যে না ভেদে সর্ব ব্যর্থ তার ॥

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গতি। বাহ্যিকের প্রেম যার, সেই বড় ধনী।

কাহনার স্থান নাই। পক্ষান্তরে কবিতা
হইয়াছে যে, সত্বের সহিত রম্যোত্তমের
মিশ্রণে সুধোপাসনা, সত্বের সহিত তমো-
ত্তমের মিশ্রণে শাক্তের উপাসনা, কেবল
তমোত্তমে 'শিবোপাসন'। এতৎ কেবল রম্যো-
ত্তমে মগ্ন সন্তোষ উপাসনার মানবের কাঁচ
হইয়া থাকে। আর বিস্তৃত সত্বোত্তমের অধিকার
বাহক বিস্তরসম্বন্ধ ইন্দ্রিয় উপাসনা কাহনা
থাকেন।

ঠাকুরগাঁও (নিম্নোক্ত)

ম'তলা সমীক, সাপায়া-বিভাগ কেন্দ্র,
 দাওয়া চাকিংসালদ এবং অত্যন্ত সেরকারী
 শ'তটানের মারফৎ এক টিন গুণ্ড 'ননামুসো'
 বিতরণ করা হইয়াছে। আরও বহু টিন
 গুণ্ড 'স্ম'ত শাওয়া গিরাছে এবং ফুড-
 ক'মিটি'মুখের মধ্যস্থতায় 'ক'তাল বিতরণ
 হইবে।

ত্রিশুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমায়
 হাজিগঞ্জ থানার অন্তর্গত মেসাইন নল্লীসংস্কার
 সমাধির সমীপে লামিটেডের চম বাসিন্দা
 শাহাবু ও পুণ্ডার-বিক্রমী মজর অবস্থান
 উক্ত মহকুমার খাজাউর টি ম: আব, জি, পস
 ডেভসন আব সি.এস. মহোদয়ের সভাপতিত্বে
 সম্মেলন হওয়া গিয়াছে।

সৌদিষ্ট পদাংগের মূলভূত - চক্ৰাট বেদ
 বেদান্তাদি সকল শাস্ত্রের তাৎপৰ্য্য। ব্রহ্ম,
 শিব, চন্দ্র, চন্দ্র, ১. যু ও বক্র প্রভৃতি অঙ্গ
 সকল দেবতার আত্মবেদ নিত্য আত্মাকারী
 ... বিজ্ঞানভেদে নৃত্যশালী তত্ত্ব। য য
 আধিকার পাগল কার্যেছেন। যেমন রাজা
 এবং তাঁহার অধীন বাবদ আধিকারপ্রাপ্ত
 রাজপুরুষগণ; প্রত্যেক রাজপুরুষকে নিজ নিজ
 অধিকারে রাজ্য বা প্রজবক্ষণ বলিতে কোন
 বাধা নাই বটে; কিন্তু যখন তাঁহার রাজ্য
 পুরুষাদি, — রাজ্য নতেন। মূল রাজ্যকে
 উপেক্ষা করিয়া ইত্যাদিকে রাজ্য বলিলে
 রাজ্যবাদের মূলভূত তত্ত্ব হয়।

মানব যৌর কাঁচের অঙ্কন প্রণালীঃ
 ক্রীড়া বা নৃত্য অঙ্কন পদ্ধতির পূর্বাভাস।
 উপাসকগণের জন্যে যেকোন কামনার উদ্দেশ্যে,
 তত্ত্ব কাম-পারদর্শনের অঙ্ক উপাস্ত বস্তুর
 বিচারকণ কামও হয়, দেবগণ তাঁহাদের
 নিজ নিজ উপাসকগণের কামনাসকল পরি-
 তৃপ্ত করেন। কিন্তু কিছু-উপাসনার কিছু-
 শ্রীত বা নৃত্য উপাসকগণের অঙ্ক কোন

নাম নহে। বৈষ্ণবগণের কথা ছাড়িয়া দিলে
 যখন অল্প মন্তব্যের পরাভূতগণ কোন পুজার
 অর্চনায় করেন, তখন 'লাল গতিয়া' বাগদা
 একটি বাগদার দে'লেতে পাগদা বসায়।
 পাগদা-ম আস'লত সেট পাগ-পা'লত হয়।
 তাঁহার যে কাঠামো বা প্র'ত্ন নিশ্চয়
 করেন, পাগদা-ম বসুত তাঁহার লাল। অতীত
 দে'তার কাঠামো বা গতিমাকে ভীষের মত
 বিসর্জন করা হয়; কিন্তু শ্রীনারায়ণের
 দে'দে'দীতে তেজ না'র বাগদা তাঁহার
 বিসর্জন না'ই। শ্রীনারায়ণের বিসর্জন
 না'ই, তেননা, তিনি নিতা'ত্বের কর্তা,
 পাগদার কটা তিনি, বস'তছু বিলাস-
 আনন্দ শৈশব ও স্বাধির, তাঁহার মালক
 তিনি, বাঁচাবার মালক শ্রীকৃষ্ণ। তিনি
 সকলকে বাঁচাবার রাখেন বাগদা তিনি
 সকলের প্রাণ। তাঁ'ন সকল ভীষের প্রাণ,
 সকল আদিকারক দে'তার প্রাণ সকল বসুত
 প্রাণ, তাঁ'রা হইতে বসুত প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে
 অকারণ না'ই, অকারণে রোহ না'ই, তরুণ
 শ্রীকৃষ্ণে মায়া না'ই, তিনি মায়াবী।
 শ্রীকৃষ্ণ কাঠামো না'ই, অল্প দে'তার
 কাঠামো আছে, বিসর্জন আছে। ভীষের
 দে'দে'দী তেজ আছে। শ্রীকৃষ্ণ নাম, রূপ ও
 বৈশিষ্ট—একটি জিনিস, শ্রীকৃষ্ণ লেখক ও
 আখ্য—একই জিনিস, অতী ও অতী একই
 জিনিস। অল্প দে'তার কাঠামোতে প্রাক্ত
 বসুত আত্মান, প্রাণসফার ও বিসর্জন হয়;
 কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একজন নহে। সব সময়
 পাগদা-য়ের পূজা ও অবস্থান। বসুতের
 কোন নির্দিষ্ট 'দনে পাগদা-য়ের আত্মান বা
 পূজার ব্যবস্থাকার হয় না।

ବ୍ୟା ଡରୋହୁ ନିଷେଦନେନ ଦୃଷାନ୍ତି
 ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞତୋପବାଧାଃ ।
 ଆମୋଗହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣୋପବାଧାଃ ତଥା ।
 ମର୍ତ୍ତ୍ୟାହମାତ୍ମାତ୍ତେଜସା ॥

ଆମ-ଭାଗ୍ୟର କଥାକୁ ଅକାଶ ଆଦି ଓ ଭାବୁ ହୃଦେ ଶ୍ରୀମନୀଗୋପାଳ ବନ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ତତ୍ତିବାସୀ ସମ୍ପାଦିତ
 ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିଶ୍ଵନାଥ ତତ୍ତିବାସୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

১৯শ বর্ষ

৬ বামন গৌরাঙ্গ ৪০৮; ২২শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ১২ই জুন ইং ১৯৪৪, সোমবার

୬୫-୬୬ମ ଅଂଶ

ଅନୁଷ୍ଠାନଗୋଷ୍ଠୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ বায়ন, সর্ব সঙ্ঘ গৌরাঙ্গ ৪৫৮

কীভাবে অধিকারী কে ?

— (•) —

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই জীবমাত্রেয় একমাত্র
 নিত্যধর্ম। যিনি আপাত সুখহুৎথে ৭৫ লত
 বন নঃ, যিনি কৃষ্ণকীর্তন করেন, তাঁহার মঙ্গল
 অশ্রুভাবী। কৃষ্ণকীর্তন করিলে কৃষ্ণের
 ঠাঙ্গদর্শন হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিহকোত্তর।
 স্রীত বা আবেশের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
 শ্রীকৃষ্ণদর্শন। অমুখ্যার্থ মুখমুখঃ, যাচার
 বিবর্ত নাহি, অথচ নবনবায়মান; চাহাই
 অমূল্যগনের স্বরূপলক্ষণ। এমি অমূল্যগন
 একমাত্র কৃষ্ণকর্তৃক ও কৃষ্ণকৃপাব্যাপ্তি লভ্য।
 ইহা স্বরূপলক্ষণ বৃত্ত। মুখমুখঃ, পুনঃ পুনঃ
 বা নিরন্তর যে অমূল্যগন, তাহাই তাকর
 স্বরূপ-লক্ষণ বা বস্তুপ্রণ।

সর্বোচ্চস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সর্বভোক্তাভবে অগ্র-
 নীপনরূপ সংকীର୍ତ্তন যজ্ঞদ্বারাষ্ট শ্রীকৃষ্ণের
 সর্বভোক্তাভবে জ্ঞানদাবিধান হইতে পারে।
 ঐহিকাদি সংকীর্তনযজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণাধ্যয়না করেন,
 তাঁহারাষ্ট সুখে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন দ্বারাষ্ট
 জীবের সর্বানর্থ হয় হইয়া পরমমঙ্গল হয়।
 ৭ সুখ বাণীদ্বায়েন.—

“ନେହି ତ’ ସୁସେଧା, ଆମ କଳିହତ ଜନ ।

সংকীৰ্ণবক্ষে তাহে কহে আশাধন ॥

ମୋଟ ତ' ହୁଏତା, ଆମି କୁବୁ କି ମଂଗାରି ।

ਸਰਬਤਕ ਟੈਕਸ ਕੁਥਨਾਯਕ ਸਾਹ ॥

ਸਾਂਕੀਰਨ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਰਣਭਾਸ਼ਣ ।

সংকীର୍ତ্তনযন্ত্রে ভাষে • জে সেই ধন ॥”
(চৈ: ৫:)

শ্রীহরিনাম-সংকীৰ্ত্তন শাস্ত্রবজ্জনলাভের
ও অপ্রাকৃত ভগবৎসেবালাভের সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ
উপায় ও উপায় । শ্রীহরিনামকীৰ্ত্তন
শ্রীভগবানের সাক্ষাৎসর্বা । সুতরাং সকল
সময় সকলদেশে সকলের নিকট শ্রীহর-
কীৰ্ত্তনই করিতে হইবে । ইহাই জীবের
একমাত্র নিত্যকৃত্য । এই কীৰ্ত্তন শুনিবেন
কে ? শুনিবেন জন্মধন্বিত বা সঙ্কল্যাপক
টহঁদেব ও ভদ্রীয় সেবকসম্প্রদায় ।
অন্যপটে হরিকীৰ্ত্তন করিলে প্রবণকারী
কৃপাময় হটহঁদেব শ্রীভক্তগোরাব ও ভদ্রীয়
সেবকসম্প্রদায়ের কৃপালীক্ষান পাওয়া
যায় । হটহঁদেব "নিজ গুণাধুকীৰ্ত্তন প্রবণ
করিতা আপনজ্ঞানে কৃপা করেন এবং
ভগবৎসেবক শ্রোতৃবর্গও নিজ "ষ্টাববের কথা
শুনিয়া উল্লাসিত হৈতে আমাদের মঙ্গলাকাজ্য
করিতা আমাদিগকে আলীক্ষন করেন ।
কীৰ্ত্তনকারীর কৃপাভিখারী বা দীন আভিমান
থাকে । যেখানে তাহা নাহ, সেখানে কীৰ্ত্তন
হয় না ।

শ্রীকৃষ্ণদেব ভগবৎপ্রার্থ । তিনি অকৃত্রিম
 স্নেহের আকর এবং আমাদের সন্ধ্যপ্রার্থ বন্ধু
 ও নিভীতপ্রভু । তিনি দয়ার সাগর । তিনি
 দয়া করিয়া আমাদের নিষ্ঠুর কষ্ট-পীড়া কীটন
 করেন এবং আমাদের গণকে কৃষ্ণনাম দেন ।
 আমরা তাঁহার শ্রীমুখে হারিকথা-শ্রবণ
 করিয়াও তদান্যদে তনুভাংগে কৃষ্ণকীটনের
 গোভাগ্য পাই । কীটন করিতে হইলে
 প্রথমেই শ্রবণ করিতে হইবে—নমস্কার বা
 গানপাঠ করিতে হইবে । নবব্রহ্মের সেবার
 দ্বারাও সকল প্রাণের মীমাংসা হইবে ।
 সঙ্গুগুণবিশিষ্ট সেগোশ্রুত কর্ণধারী 'Tran-
 scendental Sound'এর reception

ব্যাভীত জীবের অসংখ্য পশ্চের নিবৃত্তি
 অসম্ଭব । গণিস্ত, পৰিসম্পন্ন ও সেবাগ্ৰস্ত
 থাকিলে জীব 'নিচয়ই অভীষ্টসাধ ও দৃঢ়তা,
 নিশ্চয়তা, নিঃসন্দেহতা, উৎসাহ ও ধৈৰ্য্যশাল
 কৰিতে পাৰিবে ।

সেবোম্বুখিভেট্টেই শ্রীনামকীৰ্ত্তন হইবে।
 শুদ্ধিভেট্টেই শ্রীনামের পঞ্চাশ হয়। শ্রীল
 প্রভুপাদ বলিষাচেন, — Transcendental
 Soundness the only basis is a
 pure heart. শান্ত ও বলিষাচেন, —

“ଅତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନାମା ନ ନ ଭଜେତ

ॐ। ह्र वा निष्ठाः ।

সেনোন্মুখে হি জিহ্বাদো বখমেন

“युग आनः ॥”

କ୍ରିଟିକ୍ ଡକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀ ଉଡ଼ା ହେବାରେ, -

“ନିତାସିକ କୁଷ୍ଠମୟ ମାୟା କହୁ ନୟ ।

ଅବସାନ ଉକାଶେ ବରଷେ ଉଦୟ ॥”

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বিশুদ্ধতাই অমঙ্গলের মূଳ
 কারণ। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেই বিশুদ্ধ ভাবে
 পুনরুৎপাদনের একমাত্র উপায়। শ্রীকৃষ্ণের
 নাম রূপ-গুণ-পরিচয় বৈশিষ্ট্য লীলার আবশ্যিক
 হইতে আমাদের positive মঙ্গল হয়,
 শ্রীকৃষ্ণদেব যে 'দ্বিত্যজ্ঞান' প্রদান করেন, তাহা
 বিশুদ্ধ হইলেই অনর্থ আসিয়া জ্ঞানের সমন্বয়
 করে। সুতরাং পুনরায় 'শ্রীকৃষ্ণদ্বিত্যজ্ঞান'
 শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের নিকট সেই দ্বিত্যজ্ঞান ধন
 পাশুর আকাক্ষা অবগতে জানা যাইবে, এবং
 তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণদেব কৃপা করেন। শুধু
 কৃপা ব্যতীত গতি নাই। দেহজত তৎকাল
 শুদ্ধদেবতাত্মা হইয়া শুদ্ধকৃপালাভের জন্য
 অধ্যক্ষ অংশট্রে শুদ্ধদেবতা করেন। স্নান
 বলিহাভেন,—

"ସତ୍ୟରୂପା ବିନା କେନ କର୍ମେ ଓ'ହା ନଃ ।

ବୁଦ୍ଧତ୍ବ ମୁଁ ଯେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେ ନାହିଁ ।”

(७५: ६:)

১. শ্রীত্বিকীৰ্ত্তন কৰিছে হট্টলে তুণাৰান
 ২. হট্টে হট্টে। সেহ তুণাৰান-সুদীচান।
 ৩. 'সুতৰায়েন' নাম'। ১৫। ১০। ১১।
 ৪. তুণাৰান-সুদীচান। 'তুণাৰান' সুদীচ
 ৫. হে। শুকসনক এ। ১৫। ১০। ১১।
 ৬. হে। হে। হে। হে। হে। হে। হে। হে।
 ৭. 'সুতৰায়েন' নাম'। ১৫। ১০। ১১।
 ৮. 'সুতৰায়েন' নাম'। ১৫। ১০। ১১।
 ৯. 'সুতৰায়েন' নাম'। ১৫। ১০। ১১।
 ১০. 'সুতৰায়েন' নাম'। ১৫। ১০। ১১।

[illegible]

করিয়েন। তপসবৎকপার যেগল আধি-
কারক দেবতা ব্রহ্মাণ্যাদিগল লাভ করিয়া-
ছেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন।
এক কথাকি লক্ষণ না দেখিলে অপরাধ
এখনও দূর হয় নাহি, একপ মনে করিতে
হইবে।

ঐগোবিন্দের নিজজন শ্রীল ঠাকুর কতি-
বিনোদন পাঠ্য-ভেদন -

"দেব, ময়া, অজ্ঞে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জন।

চার লগে কর্তব্য কর কর্তব্য কর।"

ভোক্তা-অর্থনান ছাড়িয়া সেবকভিমান
প্রতিষ্ঠা হইতে হইবে। কারণ, ভোক্তার
সঙ্গে স্বেচ্ছাচার উপলব্ধি নাহি। ভোক্তার
সঙ্গে সচলশীলতা নাহি। ভোক্তা কখনও
অড়-অভিমান ও অড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে
সমর্থ নহেন। ভোক্তা সমসংসার, ভোগী ও
লাভপ্রিয়। সুতরাং সে অপেক্ষে প্রতিষ্ঠা
কি করিবে? ভোক্তা কৃষ্ণবস্তু, সে
কৃষ্ণসেবা না কৃষ্ণকীর্জন করিতে পারে না।
এককথন শাস্ত্র বাক্যবিশ্বাস ছাড়িয়া কৃষ্ণোদ্ভূত
কর্তব্য বস্তুগতেন - নিজেকে কৃষ্ণদাস বলিয়া
উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন। যাহার
সেবকভিমান আছে, তিনি উত্তম কর্তব্যও
আপনাকে ভগবৎ জ্ঞান করেন। তাহার
নিজ দয়া ও কৃপা আছে। কৃষ্ণদাসভিমান-
রূপ নৈকশীল-লভিতার প্রতিষ্ঠা তিনি কপা,
সেবা বা দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই চাহেন না।
অড়-প্রতিষ্ঠা বা অড়বাহিত্য চেষ্টা করেন।
তাহাকে পুরুষ কার্যে পারে না, তাহার
অপাকৃত-অভিমান থাকায় অড়ভিমান
তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি
অমায়ী, তাহার প্রতিষ্ঠাকাজনা নাহি।
নিজমাতাছাড়া শ্রীতি তাহার যুগা বা লজা
আসে। জীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া তিনি
স্বাক্ষরকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়া
পারেন। তিনি আপনাকে অগতের লক্ষ্য ও
সমাপনা বিনে জানেন, গুরুত্ব গুরুত্বনে
নিজেকে তাহার পদসু-জ্ঞান করেন।
সত্যের পরমাণু ও প্রত্যেক অণুতে জীবে
কৃষ্ণের আধিষ্ঠান জানিয়া তিনি কোন বস্তুকে
নিজাপেক্ষা কুণ্ডলান করেন না। কীর্জনমুখে
অসুখ কৃপাভাব্যতা তিনি অগতের কাহারও
নিকট কপা বা ভীতি বস্তু কিছুই প্রার্থনা করেন
না। তিনি কৃষ্ণোদ্ভূত, কৃষ্ণোদ্ভূত বা
সেবোদ্ভূত। তাহাতে ভোগোদ্ভূততা বা
দাসত্বভার লেশমাত্রও নাহি। তিনি কপার
কাজল-বহু বীন। ইহজনগতে এতরূপ
ব্যক্তিই সর্বদা ইহরীকীর্জন ও ইহরীকায়
করিতে সমর্থ।

এজনগতে ভূপ ও ভূকর একটা position
কর্তব্য। কিন্তু শ্রীনাথপ্রভুর ভূপের সে
positionও ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভূপ ও
ভূক-পুত্রজনগতের এবং অমায়ী ও মানদ
লক্ষণ-অগতের উদাহরণ। যেটি চৈতন্যচরিত্রের
initiative দিইন না, সেটি এক ভূপ ও ভূকর

দৃষ্টান্ত; আর যেখানে initiative দিইতেছে,
সেখানে অমায়ী ও মানদেব দৃষ্টান্ত।

নবদাতার মধ্যে কীর্জনাত্মা ভক্ত
সকলপ্রভ। অপর আটপ্রকার ভক্ত
কীর্জনাত্মা ভক্তের যোগেত লাভিত হয়।
কীর্জনকীর্জন মনন'তত্ত্ব জীবের জন্মদশনকে
মার্কন করেন, কনসমুদ্রকণ মাদান'মহা
নিলাপন করেন, জীবের পরমমল্লকণ কলাপ-
করণ নিশ্চয় করেন। তিনি অপ্রাকৃত
অসুখ'তত্ত্ব প্রাপকরণ, জীবের কৃষ্ণসেবানক
বন্ধন করেন, পদে পদে পূর্ণব্রহ্ম আবাদন
করান এবং সপায়ায় 'ব্রহ্ম' সাধন করেন।
এক কৃষ্ণকীর্জন কীর্জনভাবে হয় না। কীর্জন-
কারী আপনার শুদ্ধ অপ্রাকৃতবৃত্তিতে চিত্ত
কৃষ্ণদাস কোলুমা সেবে-সুখ কর্তব্য গান
করিতে সমর্থ। যেখানে শাস্ত্রের বৃত্ত
অন্যাত্মলাভমণী অথবা কণ্ডজ্ঞানাজ্ঞ, ভোগ্য
কৃষ্ণকীর্জন ফলাভমল্লকণ করিয়া 'মল্লক' হইতে
বিদায় গ্রহণ করেন; 'কন' শ্রীমদ্ভাগবত
জীবকে যে একমাত্র উপদেশ করিয়াছেন,
তাঁহা এটি,—

"তুলাদাপ সুনীচেন কার্যারিত সত্যমুনা।

অমায়ী মনন' কীর্জনীয়: সদা চরিতঃ।"

সকল প্রকার অসত্যবাহিত্য তত্ত্ব
প্রাকৃত সুনীচরিত্রে স্থাপিত ভূপ হইতে
'আপনাকে সুনীচজ্ঞানে, তরুর ন্যায় সত্যব-
ল্লক হইয়া, আপনাকে সকল প্রকার প্রাকৃত-
অভিমান হইতে 'সুখ' করিয়া, অপর
প্রাকৃত অভিমানসমূহের সম্মান পানকরত
জীব নিরন্তর কৃষ্ণদাস গান করিয়েন। প্রাকৃত-
অভিমানের বশবর্তী হইলে আপনাকে
প্রাকৃত জ্ঞান করিলে, প্রাকৃতবৃত্ত-কর্তৃক
প্রাকৃত হইবার যোগা মনে করিলে, প্রাকৃত
সম্মানলাভে লুপ্ত হইবে অথবা অপর প্রাকৃত-
বৃত্তের অধ্যয়ন করিলে অপ্রাকৃত ইহরীকায়
সম্মদা কীর্জিত হইবে।

যিনি প্রাকৃত-জন্মমাহাত্ম্যে মর্যাদা
হইয়া অসুখ'যা করেন, তিনি অসুখ ইহরীকায়
লাভ করিয়া আপনাকে বনী জ্ঞান করেন। যিনি
বেদমাহাত্ম্যে বসুধা পরিচয় করিয়া আপনাকে
পাত্ত মনে করেন এবং যিনি কল্যাণসুখ
সৌন্দর্যলাভ করিয়া নিজরূপস্বরূপ আফাশন
করেন তিনি পদে পদে প্রাকৃত মাহাত্ম্যে
মল্লক'মুখ হইয়া যান। তিনি কখনই
অকল্যাণের ন্যায় নিকট চিত্তে কৃষ্ণদাস গান
করিতে পারেন না।

যিনি শ্রুত, লব, ভাগ, মন প্রাকৃতিক
সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন হইয়া নামরূপাধানে লিপ্ত
হন, তাহারও কৃষ্ণগানে আধারলাভ ঘটে
না। যিনি পরমার্থের সাহিত্য, কৃষ্ণদাস
উদাহরণবিধি হন না, তিনিও গান্যাদিকারী
হইয়া প্রতিষ্ঠা-নামকীর্জনে লজ্জাকণ
করেন ও তিনি নাম পানে আধিকারী হন না।
কোনমাত্র যিনি 'জড়' উদাহরণ, অপ্রাকৃত

সেবাপ্রদায়ক এবং নিকট চিত্তে একমাত্র
নামগানে রত, তিনিও প্রাকৃত শ্রীনাথকীর্জনের
আধিকারী।

যৎকিঞ্চিৎ

— ::(০):: —

ঐক্যের সেবাপ্রদায়ক নাম সাধু।
সাধুদর্শন হইলে আর বহির্দর্শন থাকে না।
যাহার প্রজ্ঞা হইতেছে না, তাহার ভাগ্য
ব্যর্থ। সাধুদর্শন করিতে করিতে বন্ধন
খুলিয়া যায়। সাধু accept করিলে কৃষ্ণ
আমায়িককে গ্রহণ করেন। শ্রীতি না হইলে
সকল হয় না। কৃষ্ণ নৈকায়-ভগবানের স'তত
আমায়ের সমাক্রমে বন্ধন হওয়া দরকার।
পুরুষাভিমানের মার্ক বন্ধন, আর কৃষ্ণ-
ভোগ্য'মায়ের সমাক্রমে বন্ধন বা সখ্য।

শ্রীনাথ গুরুদর্শন 'সুখ' - ব্রহ্ম-
লক্ষি। ইহারা ঠিক মুক্তকীর্তন নহেন।
ইহারা চিত্তাকর বিলাস। জীব বিভ্রান্ত।
বিভ্রান্ত জীব কার্যার্থবাহী হইতে
লকটিত। ইহারা ভট্ট। সখ্য হইতে
ভাকটিত জীবানভাসিক। শ্রীনাথ - সখ্য-
লকটিত নিত্যসুখ পার্শ্বগণ কার্যার্থবাহী-
প্রকটিত জীবের সাহিত্য ঠিক সমান নহেন,
তাঁহাদের অনেকা ভ্রষ্ট। গুরু জীব'ন'ন,
কল্যাণিত্ত্ব। ঐক্যের Enjoyer
Absolute ন'ন, তিনি Enjoyed
Absolute.

যাহার পুরুষাভিমান আছে সে নিম্নী।
যেখানে পুরুষাভিমান, সেখানে আকার বা
নিম্ন-দর্শন। যতকণ আকার-দর্শন আছে,
ততকণই ভয়। যেখানে মাংসদর্শন নাহি,
সেখানে ভয়ও নাহি। 'ভোগ্যদর্শন' মাংস-
দর্শন বা ক্ষুধাদর্শন। সেবাদর্শন চৈতন্য-
দর্শন। সখ্য-ভগবদর্শন হওয়া
দরকার। ইহাই সেবার ভূমিকা। সেবার
সাহিত্য সমাচর না হইলে সেবা হয়
না। সমাচর ও সম্পূর্ণ পরমগত হইবার
অন্ত দৃষ্টান্ত হইয়া দরকার। উন্নত বা
প্রাণতির দিকে সঙ্গম তাত্ত্ব দৃষ্টি রাখা
আপ্রক। সাধু কপায় আকার-দর্শন
গেলে নিম্নদর্শন বা যো'দর্শন হইতে ছুটি
পাওয়া যায়। সাধুদর্শন সেবক হইবার
অকাঙ্ক্ষা পদে বস্তু গাণিবে, ততই তাঁহাদের
কপায় আকার-দর্শন দূর হইবে।

ঐক্যের নামক বাজে কথা লগা
অপ্রাকৃত গায়ন। যেখানে জীবের পদ
ব্যক্তিভেদ, তাহার গায়ন কথাই ভাক
লাগে। আর ইহরীকায় ও ইহরীকায়
টান আছে তিনি ইহরীকায় শুনে তাপ
বাসেন। আমায়ের ঐক্যপাদপদ্য ব'লয়া-
ছেন,—"শ্রীমায়ের এমন শক্তি আছে, যাহার
কীর্জন অকল্যাণ হইলে ইহরীকায়
হাপাওয়া যায়। মন অনেক সময় ব'লয়াছেন।

করে, প্রাণান্ত দেখায়, একনা করে, বতর্শ
হয় পড়ে, কি করিব কিছুই কল্যাণ
পায় না। সেই সময় জীব-সময় 'ঐক্য-
দর্শন' নাম প্রাণের কীর্জিত সত্য চোখের
কল্যাণে কল্যাণে ব'লয়া দরকার।
তাঁহা হইলে তাঁহারা পদ দেখাতেব-
সময় সমস্ত সম্মান বা মীমাংসা
ক'রয়া দিবে। তখন আমায়ের আলো'কিত
হইল দেখা যাইবে। তাঁহারা দয়া করেন।
তাঁহাদের এমন কোন শক্তি নাহি যে, তাঁহারা
দয়া ক'রবেন না। আফাশন বা কাকাল
হইলে তাঁহারা দয়া করিয়েন; কিছু রাখিয়া
দিল চ'লবে না। 'কল্যাণ' আমায়ের, আমায়ের
তাঁহাদের'—এক সাক্ষী দৃষ্ট হইলেই কলাপ
হইবে।

ভগবানের সেবা বা ভীত জীবাত্মার আর
অকল্যাণ নাহি। জীব ভগবানের সেবার
উদাহরণ হইলে তাঁহাদের ব'লিয়া
অপ্রাকৃত। ভগবানের উপর নিম্নভাট
সকল মল্লক মূল। যেখানে কপার সাত
নিম্নভাট, সেখানেই সেবোদাহ, সেখানেই
মল্লক।

জীব যখন ভীতিতে পারে না মার্ক
সংসার আমায়ের কার্যগত; সুতরাং কল্যাণ-
জ্ঞান যোগ আশ্রয় কৃষ্ণদাসপদ্যে ল'য়া
যাইতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিফল
যাহা কিছু তাঁহা দৃষ্টগণে বর্জন করিয়া
কৃষ্ণ আমায়ের একমাত্র কল্যাণ ও প্রতি-
পালক—ইহা বিশ্ব স'করত কল্যাণের অগত
ও অকল্যাণবাহী কল্যাণের পরমগত হন।
বিত্ত প্রকার হইতে লক্ষণ।

কৃষ্ণভক্তিতে কল্যাণ বা কল্যাণ-বৃত্তি
নাহি। তাঁহাদের আশ্রয় স্বাভাবিক অপ্রাকৃত
আছে, আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার কর,
আমাকে শাস্ত দাও,—তত কখনও এতরূপ
বলেন না। তাঁহাদের কল্যাণ আমায়ের কল্যাণ
হয় হউক, অন্য কল্যাণ হউক, কোটি কোটি
নরকমল্লক ভোগ হয় হউক, তাঁহাদের আমায়ের
কল্যাণ নাহি, তত তোমাকে বেন আমায়ের
উদাহরণের রীতি, শ্রীতি বা টান হয়—ইহাই
কৃষ্ণভক্তির কথা।

লালসা অভিনিবেশের জননী। সাধুর
কপা বা সখ্যে তাঁহা লাভ হয়।
ব্রহ্মদানে আমায়ের বিভীষণ-বস্তুর প্রাণ
অভিনিবেশ করিয়াছে; এখন আধীক্য-বস্তুর
প্রাণ অভিনিবেশ না হওয়া পর্যন্ত বিভীষণ-
ভিনিবেশ বা অনর্থক হাত হইতে নিষ্কাশিত
উপায় নাহি। কৃষ্ণভিনিবেশ না হইলে কি
মায়াভিনিবেশ যায়? বিবর্তিত অভিনিবেশ;
বিবর্তিত অভিনিবেশ অধিকতর সখ্য ও
সুখীভ। কল্যাণের বিবর্তিত মল্লক ভাগে,
তত আধীক্য বস্তুর সাত অভিনিবেশ হইয়া
পাকে। অকল্যাণের সাহিত্য সাক্ষ্য করিবার
অন্ত ভীত আকাঙ্ক্ষা অকল্যাণের বিবর্তিত
কল্যাণ বস্তু উপস্থিত হয়, ত

আমায়ের সেবা দর্শন কর সত্যকার। ইহরীকায় সেবা দর্শন সত্যকার।

অধিত্যেবের প্রতি অভিনিবেশ লাভ করিতে পারেন এবং যৎসময়ে সবে তাঁহার দ্বিতীয় বস্ত্রের প্রতি অভিনিবেশ ক্রম সমুদিত ও নষ্ট হইয়া থাকে। আমরা যদি অকপটে আস্তিত্ব সহিত 'নরনার ভগবৎকণ' সজ করি, তাহা হইলে ক্রমশঃ আমাদের জন্মের মত ও ভগবানের প্রতি অভিনিবেশ উৎসাহিত হইবে। "সকল সজ্ঞাতে কামঃ", যাহার যেরূপ সজ হয়, তাহার সেতরূপ অভিনিবেশ হইয়া থাকে।

নৈক্যের অঙ্গমত্ব নাই। কর্তব্যকথা জীবেরই জন্ম ও মৃত্যু হয়। হরিতক কখনও মাতৃকাক্তে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, যাহার বৈষ্ণবের অলৌকিক অতুল্য পাদপদ্মধর্মের সুযোগ হইয়াছে, তাহারও পুনর্জন্ম নাই। বৈষ্ণব অস্ত্র জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যপ্রাপ্ত — কৃষ্ণসেবার সর্বস্বাধীন। এতোক কামঃ জীবনে-মরণে, শরনে-বশনে ভগবৎ-সেবা বাতীত তাঁহার অস্ত্র কোন কথায় নাহি। নিজের চন্দ্রময় নৈক্যকে দোহেতে গেলে ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; একমাত্র তাঁহার কৃপালোকেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত নাজে কপা ছাড়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত কেবল হরিতকন করাই দরকার। অগতে সকলেই আমায় সঙ্গমান করিবার অঙ্গ প্রস্তুত। এত বাক্যবাহী কেশে আত্মীয় নামধারী সকলেই ভগবৎজনের প্রতিকূল। আত্মীয়রূপে একমাত্র নৈক্যের আগ্রহ গ্রহণ ছাড়া আর মঙ্গলের উপায় নাই। কোন লোকেরই অস্ত্র কোন কাজ করা দরকার নাই, সকলে মিলিয়া কেবলমাত্র ভগবানের সেবকগণের সেবা করুন, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে। দেবী হইলে অসুখিয়ার পাড়তে হইবে।

অন্যের চেউ উত্তীর্ণা আমাদিগকে সঙ্গকণ বিস্তৃত করিতেছে। যদি কেহ এই অনর্থের ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করতে চান, তবে তিনি দৃঢ়চিত্ত ও সচক্ষু হইবেন। যাহার সঙ্গরূপ নাই, সে হরিতকন করিতে পারিবে না। যদি কেহ অনর্থ-সাগরের দ্বাত্তপ্রতিদ্বাত্ত হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা করেন, তবে তিনি নৈক্যের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং ত্রুষ্কর হইয়া সঙ্গকণ সমুদ্রের ভগবৎকথা অংশকীর্ণ করুন। সাহসুপার মধ্যে অস্থিরতা নাই, যেখানে সহজ, সরল, স্বাভাবিক, অকপট দেবোদ্ভূততা, সেইখানেই প্রকৃত সাহসুতা। যেখানে দৃঢ়তা, সেখানেই সাহসুতা। যাহারা ঈশ ঠাকুর হারনালের সাহসুতার অঙ্গ প্রাপ্ত, তাহারাই যাহার বিচিত্রমুষ্টি দেখিয়া ভজনপর হইতে বিচ্যুত হন না। যাহা দ্বৈত-গেহ, বিষয়বৈতন্য, পুত্র-কলজ, স্বাস্থ্য-সম্পদরূপে আমাদের নিকট উপাধি হইলেও আমরা যেন তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া না পড়ি।

সাদু কের যাহাই এই বল লাভ হইতে পারে। সাদক যদি নিমিত্ত করিতে চান, তবে তাঁহাকে ঈশ হরিতক ঠাকুরের সাহসুতা ও অংশকে জীবনের প্রবর্ত্তা করিতে হইবে। দৈত যেমন কপা পাটবার উপায়, সচক্ষুতা ও সঙ্গরূপ কপা রক্ষা করিবার ও কপার নিকটগত নল সাধন। অন্যান্যভাবে থাকিলে, সঙ্গরূপ হইলে চকন হইতে বাধ্য হইতে হয়। যাহারা নিত্য স্থির, বাস্তবসত্যের অকপট সেবক, তাহারিগের অবস্থা চকন হইবার আবশ্যকতা থাকে না।

দৈনা ছাড়া হরিতকন হয় না। দৈনা গায়েব বাপার নহে, ইহা অস্ত্রের জীবন। যাহারা দৈনা বা স্ত্রীচাকৈ গায়েবের কসরৎ মনে করেন, তাহারই ধারণা ভুল। দৈনা সঙ্গকণ থাকা চাই। সাধন প্রতিকূল, প্রান্ত নিমিত্ত-প্রান্তে দৈনামাথা না হইলে কখনই শুদ্ধকপা—ভগবৎকপা পাওয়া যাইবে না। দীন নিজের ক্ষুদ্র, শুদ্ধ শুদ্ধ ও বৈষ্ণবের মধ্যে বুঝিতে পারে। দীনের ভোক্তা অস্ত্রমান হয় না। দীনকে ভোগী বা ভোগী সাক্ষিত হয় না। দীনের হৃদয় শুদ্ধ ও সরল, সেবাময় ও শুভময়। সাধকের পক্ষে নিকট দৈনা অপেক্ষা আর বড় সাধন কিছুই নাই। দৈনাই সমস্ত বাধা সরাইয়া দেয়, দৈনা মনোবর্ষ নহে, তাহা চেতনের বর্ষ। চেতনময় দৈনা জীবকে ভগবানের সহিত শ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। দীন নিঃশঙ্কক বা ভ্রমল নহে। দৈনার তিত্তর এত বড় অমায়িকী শক্তি আছে, যাহার কোটি অংশের এক অংশও পান্থিক পৌরুষে নাই।

দৈনাট বর্ণাধার। দৈনাতীন দান্তিক কখনও মাথা জর করিতে পারে না। দৈনা অস্ত্রের ভগবানকেই জর করিতে পারে। দৈনা জিম্বিতী দিগদাহের মহাদান। এত দৈনাকে অঙ্গলবন না করিলে আত্মরক্ষার আর উপায় নাই।

অপাকৃত রাজ্যে বিচিত্ররূপে এক একজন সেবক আছেন, অন্যান্য সেবকগণ সঙ্গপ্রধান বা প্রকৃতীয় সেবকের কের স্বাংশ, কেহ বা ভেদাংশ। প্রত্যেক রূপে মূল আশ্রয়ের অভ্যন্তরে কাম্যবাহী ও অসংখ্য সেবক আছেন। স্বতন্ত্রতা ছাড়া অঙ্গগত না করিলে ভগবান তাহাকে দর্শন দেন না। ভক্ত-উপায়ের পুণ্যে সঙ্গকজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। অপাকৃত পুণ্যে ত্রুষ্ক প্রকার ভক্তের মূল। সাধনভক্তিতে কেবল প্রকার কথা। প্রকৃতীয় ভক্তিত সাধনভক্তি। প্রকৃতীয় লাভ করিতে হইলে সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। আঙ্গগতময় সাধনের দ্বারা অনর্থ নরুবি করিতে হইবে, ইহাট ক্রমপথ। ভগবানের আঙ্গগত-বিচার না থাকিলে জীব পতন লাভ করে। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রতা যে পতনের সঙ্গ, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভক্তির প্রথমটি প্রকার। ভক্তবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসই প্রকার। প্রকারানু প্রোতগমী। তিনি মনোবর্ষী কাহাকেও বিশ্বাস করেন না। ভগবৎকণ সঙ্গকণ পারিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীভক্তবৈষ্ণবের কথায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তিনি সাধনময়ী; সাধনকণ সঙ্গ করিলে পাপ-পুণ্য উভয়েই দূর হইয়া যায়। তৎকর্ত্ত লাভ হয়। শ্রীরাধামাধবালা লাভ করাই প্রকার লাভ করা। যখন শ্রীভক্তবৈষ্ণবের নিকট হইতে এই প্রকার বা ভক্তবাক্য লাভ হয়, তখনই সংসার দূর হয়, তখন আর ভয় থাকে না। এই আশা না পাওয়া পুণ্য লাভকর্ত্তারূপে সংসার আশার জীবকে আক্রমণ করে, তৎকর্ত্তের পাতক হইয়াও যদি এই আশা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জীব ভগবৎ সাক্ষ্যকণ লাভের জন্য যত্ন নিন, হইতে পারে না। চৈতন্যের আশ্রয় দৃঢ়ভাবে না হইলে ভয় যায় না। যতক্ষণ এই আশা জন্মে যারন করিতে না পারা যায়, তৎক্ষণ নাভিকর্ত্তার প্রভাব জীবের উপর অঙ্গ প্রান্তর থাকিবেই। বস্ত্রপ্রাপ্তির পুণ্যে বস্ত্রপ্রাপ্তির আশা লাভ হয় যেখানে বীজ, সেখানে বীজের আশা। অস্ত্রকণ কিছু না পাইলে আশা, হইতেই পারে না। এত আশা মনের কল্পনা নহে, পরন্তু চেতনের বর্ষ। যেখানে আশা সেখানে চাকলা নাই। আশা'বত ব্যক্তি দীর্ঘ ও সেবোৎসাহী। এত আশা সাধনকণ নিকট হইতে পাওয়া যায়। যত বাধা আসে, তত তত আশাকে দৃঢ়ভাবে ঝাঁকড়াইয়া ধরে। ভক্তের যে সঙ্গ ত্রুষ্ক বিশ্বাস, তাহার মূলে ভগবানের সাড়া আছে। ভগবান সাড়া দেন। সাড়া না পাইলে ভক্ত বাধা সহ্য করিয়া দৃঢ় আশাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন না। ভক্তের এই আশাবদ্ধ বা দৃঢ়তা দর্শনের দোস্তাগ্য পাইলে আমরাও সংসারনিমুক্ত হইয়া দৃঢ়চিত্ত হইতে পারি। ভক্ত নিজের বা অন্যের বল ভরস' ছাড়া যখন একমাত্র শ্রীরাধামাধবাকেই সঙ্গ করেন, তখনই তিনি শরণাগত। যেখানে কেবল জাগতিক বা লৌকিক আশা ভরসা কিন্তু শ্রীরাধামাধবালা না, সেখানে শ্রীভক্ত কৃষ্ণকপার প্রান্ত নির্ভরতা নাই আশিত হইবে। ঈশ ঠাকুর ভক্তবাক্যের গায়েব-হেন,—

নিজ-কর্ম-দোষ-ফলে, পড়ি' তদার্পণলে,

হাবুড়ু খাই কতকাল।

সাঁতারি সাঁতারি ঘাট, সন্তুষ্ট নাহি পাই,

ভবিস্য অনন্ত বিশাল ॥

নিময় হইব ববে, ডাকি কতকাল হবে,

কেহ মোরে কতকাল উকাবে।

সেতালে আটলে তুমি, 'তোমা'জানি' কৃষ্ণকর্ম,
আশাবীজ হইল আমার ॥

আশা'বত কাম্য বা সেবার কাম্যকণ সাধন-ভক্তের সঙ্গ হয়। প্রকার বা শ্রীতি না থাকিলে সঙ্গ হয় না। সাক্ষ্যকর্ত্তে দাসের সঙ্গ এবং দাস-বৃত্তিতে প্রভুর সঙ্গ হয়। ভোক্তা অস্ত্রমান না থাকিলে যেমন ভোগা-সঙ্গ বা অসংসঙ্গ হয় না, সেবকাস্ত্রমান না থাকিলেও সেটরূপ সেবাসঙ্গ বা সংসঙ্গ হইতে পারে না। সন্তের সঙ্গ না হইলে সংকাম বা সেবাকামও জাগিতে পারে না।

সাধনকণ জন্মের আশা বা সংসার দূর হয়, সাধনকণ না করিলে কেহ বিরক্তিকর সংসারের হাত হইতে নিস্তার পায় না। যে সাধু আমার পরমমঙ্গল কামনা করেন, সেটরূপ সাধুর সঙ্গিত সঙ্গ করি উচিত। সাধনকণ যে মহা উপকার হয়, তাহা লাভ করিবার জন্য জাগতিক অস্ত্রমান, জাগতিক সম্পর্ক বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যদি জাগতিক আমবা সাধুর প্রকৃত সঙ্গ পাই, তাহা হইলে আমরা রক্ষা পাইতে পারি, আমাদের গন্ত্যাত্মানে পৌছাইতে পারি। সাধু সঙ্গকণ আমার নিকট আত্মরক্ষার কথা, সেবার কথা, ভগবৎজ্ঞানের কথা বলিয়া দ্রুত আমাকে সঙ্গ করেন—বিস্ময় আমাকে উদ্ভূত করেন।

সাধনকণ ভগবানের নিকট বারবার উপায় ও একমাত্র নিত্যবদ্ধ। সাধনকণ প্রকার অসংসঙ্গ ছাড়া ভগবৎজ্ঞান করিতে যেন, ভগবৎসেবার কথা বাতীত তিনি আর অস্ত্র কথা বলেন না। অনর্থক কনিষ্ঠাধিকারী আমাদিগকে চাক্ষণ ঘণ্টা হরিসেবার অস্ত্র কঠোর প্রমদাধ্য সেবাকথা করিতে হইবে; নতুবা মঙ্গলের আশা নাহি। কাম্যার্থ বা আশা থাকিলে হরিতকন হইবে না। কাম্যকে সঙ্গিতভাবে ভগবৎসেবার নিমুক্ত না করিলে সে ইতরকাম্যে পতন হইবে।

জনসঙ্গ না করিয়া সংসঙ্গ করিতে হইবে। কৃষ্ণ-কাফের সহিতই সঙ্গ থাকিলে। অস্ত্রের সঙ্গিত যে সঙ্গ, তাহাতে বন্ধন হইবে। হরিকীর্তন বা অপাকৃত পুণ্যের মধ্যস্থি মানবের সঙ্গ বা সঙ্গ বাতীত অন্য কোনরূপ জনসঙ্গ বা সঙ্গ হইলে সংসার ও নানাপকার অমঙ্গলের উদয় হইবে।

সম্পত্তির মধ্যে জীবিত কোম্পানি গতি।

রাখাককে প্রেম যার, সেই বড় ধনী ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর মন্দিরাগ্রকাশ ত্রিটিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বশাস্ত্রী সম্পাদিত
শ্রীমদ্বিকশোর তত্ত্বশাস্ত্রী বহুত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তুমিই একবার জিতাপন্থ জনগণের সংস্কার-
তাপবিনাশকারক। তুমিই কারণ, তুমিই
প্রকৃতির অতীত পুণ্য, তুমিই সাক্ষ্য জৈব,
অতএব নির্দিষ্ট বা অবিকারী। তুমি স্বপ-
নাক্রিয়ায় বহিঃস্থ যাবৎকালে পূরে
রাখিয়া কেবল স্ব-কল্পে অবস্থান কর।

পাতক, পরোক ও অপরাধসমূহের দ্বারা
অপাকৃত জৈবের আরাধনা হয় না। ঐ সকল
বাদের দ্বারা প্রাকৃত জৈবগণের পূজা হইয়া
থাকে। প্রাকৃত জৈব - বহু, অপাকৃত জৈব
এক, অবতীর্ণ। প্রাকৃত জৈব-পূজা বা
বহুজৈবগণের সংকল্প করিয়াও এক
পক্ষোপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং পক্ষো-
পাসনাকে অপরাধবাদের উদ্বলনে পৌঁছ
করিয়া যে নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ সৃষ্টি হইয়াছে,
তাঁহা প্রাকৃত জৈবতা-নিষেধক ভাব-মাত্র,
বস্তুতঃ তাহাতে প্রাকৃত জৈবের অস্বীকার
নাই। অপাকৃত জৈবের অস্বীকার ও
অস্বীকার করিতে হইলে ঐক্যইচ্ছাভাবের
বাপী অরণ্য করিতে হয়। তিনি বলেন,—

“প্রাকৃত করিয়া মানে গিছু কলেশ্বর।

নিজনিজ আত্মা নাতি টোকা উপর ॥

লীলাকাণ্ডে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।

নেটকালে ভক্ত তাঁর করে আত্মসমঃ ॥

সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।

অপাকৃত দেহে ভক্তের চরণ ভজয় ॥”

সেই অপাকৃত দেহে অপাকৃত পরতত্ত্ব
স্বয়ংস্বপ্ন পরমেশ্বরের অস্বীকার হইয়া থাকে।
ঐক্যবাদে সেট অপাকৃত পরমেশ্বরের নন্দ-
নন্দন ঐক্যের নিভাষায়। সেট অপাকৃত-
বনে ঐক্য সমস্ত ঐক্যকে জোড়াকৃত
করিয়াও মাধুয্যের ঐক্যকে আচ্ছাদন
করিয়াছেন। মহাইক্যের ঐক্য ঐক্যবাদ-
ঐক্যের এককণ মাত্র।

“ব্রহ্মবান সাহাজিক বে সন্দেহ-সিদ্ধ।

দানকা-ইক্য-সম্পদ - তাঁর এক বিশুদ্ধ

পদমুখ্যোক্তম স্বয়ং ভগবান্।

ভক্ত ধ্যান বনী, তাঁর ব্রহ্মবান বন ॥”

(চৈঃ চঃ)

ঐক্যবান যোগদ্বারা চিত। সেট সত্য
মাধুয্যে বায়। তথায় ঐক্যের পূজা
নাই। ব্যক্তির সহক আকর্ষণ আছে।
বৈক্যে ঐক্য-নারায়ণের পূজা ঐক্য,
সম্মত বা গৌরবের পূজাই প্রথম। সেখানে
স্বয়ংপোষনা অপেক্ষা ঐক্যের উপাসনারই
প্রাধান্য। সেখানে ঐক্য আছে বলিয়াই
পূজকের আকর্ষণ আছে। তথাকার আকর্ষণ
স্বরূপ অপেক্ষা ঐক্যে অধিকতর কেন্দ্রীকৃত।
কিন্তু গোপীজনগণের ঐক্যের উপাসনা
তাঁহা নহে, সেখানে ঐক্যের সাক্ষ্য
পূজকে আকর্ষণ করে বাই। ঐক্যের
স্বাভাবিক স্বরূপ, তাঁহার রূপ-মাধুয্য,
বেদমাধুয্য ও লীলামাধুয্য প্রকৃতি তত্ত্বগণকে
ঐক্যপন্থ্যে আকৃষ্ট করিয়াছে।

গোলোকে শাক্ত, দান্ত, সখা, বাৎসল্য ও
মধুর—এই পঞ্চরস এবং বৈক্যে শাক্ত,
দান্ত ও গৌরবসখা—এই আড়াই প্রকার
রস আছে। বৈক্যে বিশুদ্ধসখা নাই।
বৈক্যের শাক্ত, দান্ত হইতে ব্রহ্মের শাক্ত
দান্তের বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রহ্মের শাক্ত-দান্ত
অধিকতর চমৎকারতমর ও ঐক্যগন্ধকীর্ণ।
ঐক্যব্রহ্মের বহু ঐক্য আছে সেখানে
বৈক্যের দানগণ ঐক্যব্রহ্মের দান্তে আকৃষ্ট।
কিন্তু গোপীজনগণ ঐক্যের পৌরুষের
সেবা এবং অত্যন্ত ঐক্যব্রহ্মের সেবাকার্য্যে
রক্তক পঙ্ক চিত্তকান্দ রক্তক দানগণের
রক্তদান্তে স্বাভাবিক অঙ্গাঙ্গ। ঐক্যের
ঐক্যব্রহ্মের ব্যক্তিব্যক্ত আকর্ষণ—অতঃ কহ
নহে। ঐক্যই স্বয়ং ভগবান্। তিনি
লীলাপুরুষোত্তম। তিনি ঐক্যগণের ঐক্য।
তিনি ঐক্যভক্তের বা ঐক্যভক্তের মূল আকর
বা অঙ্গী। তাঁহা হইতেই অপারের ঐক্যতা
বা ঐক্যতা। তিনি সৌন্দর্য্যের হৃদয় ও
মাধুয্যবিশ্বহ। তাঁহার ঐক্য-রূপ, গুণ ও
লীলাদি সবই মধুর।

ধীর সন্ন্যাসী ও নরোত্তম সন্ন্যাসী

আত্মী চারিপ্রকার—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ-
বানপ্রস্থ ও বাত। প্রত্যেক আত্মী চারিটি
করিয়া ভেদ আছে। ঐক্যগণের বর্ণনা-
ছেন,—

“সাবিত্র্যে লাক্ষ্যপত্যক ব্রাহ্মণ্য ব্রহ্মচারী।

বাস্তাসকরণালীনিন্দোক্ত হাত বৈ গৃহে ॥

বৈখানসা বালাখলোড়ী ব্রহ্মাঃ ফলপা বনে।

তাসে কৃষ্ণিকঃ পুংঃ বহোদো

হংসনৈক্যঃ ॥”

(ভাঃ ৩।১২।২-৪৩)

ব্রহ্মচারী চারিপ্রকার—(১) সাবিত্র্য
(উপনয়নাবধি গায়ত্রী-অধ্যয়ন পর্যন্ত চিত্রা-
বালি ব্রহ্মচারী), (২) প্রোক্ষাপত্য
(উপনয়নাবধি বর্ণাশ্রমপ্রাপ্ত্যনন্তর ব্রহ্মচারী),
(৩) ব্রাহ্ম (উপনয়নাবধি বৈদ্যগুরুগ্রহণ-
কালপর্যন্ত ব্রহ্মচারী), (৪) বৃহৎ (উপনয়নাবধি
আমর ব্রহ্মচারী); আরও চারিটি ‘উ-কৃষ্ণান’
এবং শেষটি ‘ঐ-ক্য’ নামে পরিচিত।

গৃহস্থ চারিপ্রকার—(১) দান্তী (অনিয়ত-
কৃত্যাক্রম-বৃত্তি), (২) গৃহস্থ (যাজনা দ্রুতি),
(৩) দান্তী (অবা চতুর্ভুজ), (৪) দান্তী
(পাতক-কণকামন-বৃত্তি)।

বানপ্রস্থ চারিপ্রকার—(১) বৈখানস
(অকট্ট্যচরিত), (২) বালাখল (নবায়-
প্রাপ্ত পুণ্ড্রভাগবৃত্তি), (৩) উদ্বাহ
(যথা হইতে উদ্বাহ-বেদ-দেখিবেন,
তদ্বিনীত ব্রহ্মগ্রহণ-কর্ম), (৪) কেশপ
(যতঃপাতক কণ জীবনবাহিন)।

সন্ন্যাসী চারিপ্রকার (১) কৃষ্ণিক
(ব্রাহ্মব্রহ্মপ্রদান), (২) বৃহৎ (অকট্ট্য

অনিভ্যাসপ্রদান), (৩) হংস (জ্ঞানাত্ম্যসিদ্ধি),
(৪) নিষ্কর (পরমহংস বা প্রাপ্ততত্ত্ব)।

সন্ন্যাস বিবিধ বীর-সন্ন্যাস ও নরোত্তম-
সন্ন্যাস। অতঃ ঐক্যের অধোজ-
সেবাভিনাযী পুরুষই পরমহংস। এই রূপ
পরমহংসগণের অঙ্গগুণগণই হংস। বর্ণাশ্রমের
অঙ্গগুণ সন্ন্যাসপ্রমের মধ্যে ‘কৃষ্ণিক’,
‘বৃহৎ’ অবস্থার পর ‘হংস’ অবস্থা পাত
হয়। হংস—যিনি অসার ভ্যাগ করিয়া
সারবত্ত গ্রহণ করিতে পারেন। বীর ও বীর
একই প্রকৃতি থাকলে হংস বীর পরিভ্যাগ
করিয়া বীর গ্রহণ করিতে পারে। সেজন্য
যিনি অসার ও সারবত্ত একত্র থাকিলে
তাঁহা হইতে সারবত্ত গ্রহণ করিতে পারেন,
তিনিই সারগ্রাহী হংস—“সারগ্রাহী ব্রহ্ম-
চতুরঃ”।

হংসগণ অপরাধজননপন্থ্য উপনীত
হইয়াছেন। কিন্তু অপরাধ-জননকে
তাঁহারা চরম বিচার করেন নাই। পরমহংস-
গণের সেবা প্রত্যয়ে তাঁহারা ক্রমশঃ অধোজ
ও অগতিভ্রমণ লাভ করিবেন। যেখানে
হংসগণই কেবল অধোজসেবাবিন্যাস-রূপ
সার গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন, সেখানেই
তাঁহারা হংস হইতে চ্যুত হইয়া অবৈ-
বর্ণ্যপ্রবেশে পড়েন। পারমার্থিক
গৃহ ও ‘পরমহংসগণের’ প্রতি যেখানে
অধোজ, সেখানে বর্ণাশ্রম ‘অতঃ’ বা ‘অদৈ-
সংসার সংজ্ঞা’ পরমহংসের অপর নাম
ভাগ্যভেদে তাঁহারা “বৈক্য বা নরোত্তম
সন্ন্যাসী”। ঐক্যগণের বীর-সন্ন্যাস ও
নরোত্তম-সন্ন্যাসের প্রথম বিচার দৃষ্ট হয়,—

“গতখাণ্ডময় দেহং নির্য্যে ব্রহ্মবন্ধনঃ।

অতঃপ্রাপ্ত্যর্জ্জ্বলং স বৈ বীর

উদ্যমতঃ ॥”

(ভাঃ ১।১২।২৬)

যিনি বিষয়াদিতে আসক্তবৃত্তি ও
অভিমানপূর্ণ হইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে
প্রোক্ত ও পারমার্থিকসম্পদ-স্বত্ব-বিগত
দেহকে পরিভ্যাগ করেন, তানকে ‘বীর’ বলা
কথ্য।

“যঃ স্বকাং পরতো বেহ জাতানন্দে

আত্মান্।

হংস হংস বীরং গেহাৎ প্রত্যেকং স

নরোত্তমঃ ॥”

(ভাঃ ১।১৩।২৭)

যে আত্মজ ব্যক্ত স্বকীয় বৈক্য বা
স্বকীয় ভগবদঙ্গনতঃ বৈরাগ্যান্ হইয়া
ঐক্যের জগদে ধারণপূর্বক গৃহ হইতে
বহির্গত হন, তানকে ‘নরোত্তম’।

ও ব্রহ্মণ্য ঐক্য ভক্তাসক্ত সন্ন্যাসী
গোপালা প্রকৃতি ঐক্যগণের উপনি-উক্ত
প্রোক্তদের সিদ্ধিভেদ-বিভূতিতে লিখিয়া
ছেন,—“সন্ন্যাসের প্রকারভেদ দুইটি—বীর ও
নরোত্তম। যিনি স্বকীয় আসক্তপূর্ণ হইয়া

নিজের ভোগময়-বিষয়বিষয় উপনি-উক্ত
করিয়াছেন, যিনি বীর গৃহ-পূর্বক নির্ভেদ-
করিতে অসমর্থ হইয়া সাধুসকলকে ভোগান্ত-
দেহের অতিমান পরভ্যাগপূর্বক ভোগান্ত
পরিহার করেন, তিনিই ‘বীর’-সন্ন্যাসী। ‘বীর’-
সন্ন্যাসের নামান্তরই ‘বৈক্য’ সন্ন্যাস।
সংসারভোগনিপাতা দেহে নিজের সামর্থ্য-
ভাবে পারতাত্ত্ব হয়, তাহাই ‘আত্ম’
সন্ন্যাস। ‘আত্ম’ সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠানাম্ন।
প্রতিষ্ঠানাম্ন করিতে যোগাতা বা ব্যাকার
তাঁহাকে কোনও বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে
না—অপ-হংস-পক্ষ-স্বাধীনবিশেষ অতঃপ্রা-
বিশিষ্ট কল্যাণে পারে না। তিনি পদ্য-
পদে স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে অবগত না হইয়া
চলিতে থাকেন। ক্রমশঃই অবলম্বনে
বিবিধা সন্ন্যাস হইয়া থাকে; সেখানে এই
দেহে মল পাকা পাক হইতজন সম্ভব নহে;
সুতরাং বহিঃপ্রাণ-মূল হইলেই ব্যক্তিবিশেষ
চেষ্টা-নির্মুক্ত পরাপাত এত করিতে পারে।
সেজন্য তিনি কৃতকৃত্যদের নিকট হইতে
করিতজন লাভ করিয়া ক্রমশঃ মল্লের পথে
অগ্রসর হন। বীর সন্ন্যাসী ঐক্যগণের পাত
লাভ করেন, তাঁহা তাঁহাদের জ্ঞাতার্থ জ্ঞানিতে
পারে না। তাঁহারা উত্তম ন্যায় বিবেকবীন
বিচার অবলম্বন করিয়া বাস করেন। ব্রহ্মচারী
বীর সন্ন্যাসেরই যোগাঙ্গ। তাঁহার স্বজন-
ব্যক্তি বিগত ওগুণ তিনি আপন হইতেই
নির্য্যে ও মুক্তকন। তিনি স্বয়ং অতঃ
অতঃ এক হইয়া বিষয়-গ্রহণে অক্ষম; হৃদয়
তাঁহার পক্ষে স্থান পরভ্যাগ করিয়া ক্রমশঃ
নির্ভরজন করাই প্রেরণ।

বীর প্রকার সন্ন্যাসীকে বিক্যসন্ন্যাসী
বা ‘নরোত্তম’ বলে। যিনি নিকট হইতে
বা পদের পরামর্শ করিতে ক্রমশঃ বিক্য
বৈরাগ্যবিশিষ্ট, যিনি তাঁহার স্বজনাবলম্বন
চেষ্টা-হইতে ঐক্যকে জগদে ধারণ করিয়া
সংসারপূর্ণ হইতে পূরে চলিয়া যান, তিনিই
নরোত্তম। নরোত্তম সন্ন্যাসে ক্রমশঃই
পদ্য। বীর ও নরোত্তম—উত্তমেরই গৃহ
হইতে চলিয়া যাইবার বিচার। বীর কি অন্য
চলিয়া যাইবেন, তাহা নির্ভর করেন নাই।
কিন্তু নরোত্তম হৃদয়জনক অন্য চলিয়া
যাইতেছেন, তাঁর করিয়াছেন। বীর-পক্ষে
স্বভাব হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই।
যটিনাচর্য্য পরকটুক তাঁরই সেট ফল লাভ
যদিয়াছে। বীর অনায়াসে, নরোত্তম
আত্মান্; বীর আত্ম-সন্ন্যাসী, নরোত্তম
জাতাবলম্বী।

বীর বৈরাগ্যপূর্ণ হইলেও ঐক্যকে
জগদে নিভাষিত করিতে পারেন নাই।
বীর মুক্ত ও মুক্তজন হইলেও ক্রমশঃ;
কিন্তু নরোত্তম সহজ বা স্বাভাবিক আত্মব-
ঐক্য বিক্যের চক্রান্তী তাঁহাদের ভাব্যও
বীর-আত্ম-সন্ন্যাসী; আর নরোত্তম—
ভক্তিবিনোদী। পরমহংস অধোজ-সেবা-

তাঁহারা যে বহিঃপ্রাণ কর্তব্য সন্নিচার। ঐক্যে সে প্রতি করে সমস্ত সবার

বিলাসী) অতঃপর ধাপিবার বুদ্ধি লটখা
উদ্যোগে নবীনের বিনিময় অর্জিত মনে
কল্পিলে তাহাকে জুগ বুঝা হইবে। পরমহংস
নিজের কখনও বাপিবার বুদ্ধি লটখা বিখ-
বর্ণন ও তৎসং বিধকে ভোগ ও ভাগ
করিবার সূত্র চালাইতেন না। অতঃপর
বৈবৰ্ণ্যপ্রভের মূল উদ্দেশ্য অধোক্ষের সেরা
বা ইচ্ছাপ্রকাশ অর্থাৎ অধোক্ষের সেরা
পূর্ণত্ব সেরা। সকলে বিলম্ব একই উদ্দেশ্যে
অকপটে ভাগবত পরমহংসের আত্মগতো
বৈবৰ্ণ্য বা নবীনী অধোক্ষের সেরা
করিলে বৈবৰ্ণ্যপ্রভ-বস্ত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।
অতঃপর, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—তাঁহাদের
স্ব-স্ব দৈব-আজ্ঞা সিক্তগত করিতে
পারিবেন, নতুবা আজ্ঞা হইতে পাত্ত
অবশ্যকারী

সাক্ষ্যদায়ক অধোক্ষ বৈবৰ্ণ্য নাম
উদ্যোগ চিহ্নিত-ভোগকারী মহাত্মগণের
জিহ্বাদি দেহভাগের ইচ্ছাপ্রকাশে পরমপে
সম্পূর্ণ বিলাস করিবার জন্ত অবতীর্ণ।
অধোক্ষ বস্ত্র পক্ষাধিগত পরমহংস বা
মহাত্মগণের মতে বিলাস করেন।

শিক্ষা

— ::(৩):: —

হিতকীর্তনের জন্ত বিষয়, অর্থ, লোকজন,
নান্যপ্রকার হিতকীর্তি বাহ্যিক আশ্রয়
শাস্ত্রসমূহ বা শাস্ত্রসমূহের বিস্তারিত মনে
করেন, হইতে পারে, তাহাদের কক্ষপীতি
হইতে আশ্রয়িতার মাত্রা অধিক এবং
তাঁহারা অতঃপর যুগ্ম বা প্রচুর বৃত্তি;
কিন্তু হরিসেবার জন্ত সকলপকার
বিষয় গ্রহণ করিয়া যিনি ভোগিগণের
নিকট তাহাদের অতঃপর বলিয়া গতিমান
হন, তাঁহারা আশ্রয়িতার সুরিল। তাঁহারা
“আত্মন কল অন্ন” এই পার্গালীনীতে
অত্যন্ত মতিরা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের
যুক্তিতে হরিসেবার বৈবৰ্ণ্য ও ভোগের বৈবৰ্ণ্য,
ঐকান্তিক হরিসেবার আহার বিহার ও
বহুজীব বা পশুর আহার-বিহার সমান বলিয়া
বিচারিত হয়।

পূর্বে কুলদ্বা-নবীনে ঐবিষ্ণুপ্রিয়া-
বলভদ্রাস বাবাজী নামে এক গৃহভাগী বৈবৰ্ণ্য-
ছিলেন। সন্তিক ঐচৈতন্যদাস বাবাজী-
মহাপ্রভ ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র দাসকে বিশেষ
প্রভা করিতেন, কিন্তু নবীনের লোক
ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্রাসের প্রতি সন্মতি কটাক্ষ
করিতেন। কারণ ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্রাসের
যেন অতঃপর কোন কাজ ছিল না, লতাই
তাঁহারা কুলদ্বা হইতে কখনও কাছারীতে
দলিলকভাবে লটখা আসিতে দেখা বাতিল।
তখন ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র ঐবিষ্ণুপ্রিয়া
ছিলেন। একদিন মালা-ভিলকধারী এক ব্যক্তি

ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র
অধোক্ষ করিলেন, — “নবীনের এক বাবাজী
প্রভা কখনও কাছারীতে, না হইবে দেওয়ানী
আদালতে নবীনের লোকের বিলম্ব কোন
না কোন অভিযোগ উপস্থিত করেন, বৈবৰ্ণ্য
হইয়া মালা-মোকদ্দমা করা—ইহা কিরূপ
বাগদার! বৈবৰ্ণ্য আপন মনে তখন
করবেন, ভাগদার-মুদী, অমানী ও মানদ
হইবেন, আর সেই বাবাজী ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র
শিক্ষার বিলম্ব কখনও মানদানির মোকদ্দমা,
কখনও বা বৈবৰ্ণ্যের আচার-বাহার লম্বা
বাঁটাঘাটি, কখনও বা দেওয়ান-সম্পত্তি
প্রভৃতি বিষয় লটখা মালা-মোকদ্দমা করিয়া
থাকেন। আপনি পরম বৈবৰ্ণ্য ও বিচারক,
ইহার বিচার করুন।”

ও বিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র
ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র বাবাজীর ঐএপ
আচারের কথা শুনিয়া বসন্তোপাতি
আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন, — “ঐবিষ্ণুপ্রিয়া-
বলভদ্র বাবাজী এজন্য ভাল লোক। তিনি ঠিক
কাজ করিয়াছেন। যদি তিনি এজন্য মহাত্মা
হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহার
চরণপ্রদ করা উচিত। তিনি ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র
বস্ত্রের কলঙ্কারণ দূর করিবার চেষ্টা
করিতেছেন। তিনি ও চক্রে বৈবৰ্ণ্যপ্রভের
কাজ করিতেছেন। লোক বিষয়-সম্পত্তি,
নিজভোগ-বিলাস রক্ষার জন্ত হাতধারে
উপাস্ত হয়, আর ইন হরিসেবকের সম্মান ও
হরিসেবার বিষয়সংক্রান্ত জন্ত হাতধারের
আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মালা-
মোকদ্দমার দ্বারা বিবাহিত ব্যাপারগুলিকেও
কক্ষসেবা—বৈবৰ্ণ্যসেবার অন্তর্ভুক্ত করিতে
পারিয়াছেন। সব বিষয়কেই কক্ষসেবার—
কক্ষসেবার সেবার নিযুক্ত করিতে পারে
কে? একমাত্র তখন পরমহংস হইত
বৈবৰ্ণ্য ভাড়া আর কাহারো সে শক্তি নাই।
যে কিছু বিষয় উঠে না কেন, বৈবৰ্ণ্যসেবার
নিযুক্ত হইলে তাঁহার আর কোন কুবিষয়
থাকে না। আজ্ঞা বরবাকী সব পুড়িয়া
দেয়, ‘বব’ মাথার বহুলা জীবন পর্যন্ত নষ্ট
করয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞ বৈবৰ্ণ্যসেবার সেই
আজ্ঞা দিয়াই আবার কত ভাল কাজ
করাইছেন বিজ্ঞ-চিকিৎসক যি দিখাই
আগার বিষয় নষ্ট করিয়াছেন—মাথার প্রাণ
দিতেছেন। সকল জানই কক্ষসেবা—
বৈবৰ্ণ্যসেবার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লটতে হইবে।
ইহার নামই তখনচতুরতা—বৃত্তবৈবৰ্ণ্য-
সেবারিনেক। তাঁহাদের তখন নাই, বৃত্ত-
বৈবৰ্ণ্যের কথা তাঁহাদের মাথার প্রবেশ করে
না—তাঁহারা বৃত্তবৈবৰ্ণ্যকে বড় মনে করে—
কুবিষয় হইতে তাঁহাদের ছুটি হয় না—
তাঁহাদের কপটতা বাহ্যিক। ঐবিষ্ণুপ্রিয়া-
বলভদ্র বাবাজী আচার্য্যগণিত কাজ
করিতেছেন।”

কোন গৃহস্থ ও বিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র
গৌরবিশেষদাস বাবাজী মহাপ্রভকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—অনেক বৈবৰ্ণ্যের গ্রীষ্ম
সহিত বাস করিয়া হরিতজন করিতে দেখা
যায়, তাহাদের কি মতল হইবে না?—
ততঃপর ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র বলিলেন, —
“ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র নিতাদাস; কিন্তু বহুজীব বাহা
গ্রীষ্মপূর্ণে দর্শন করে, তাহাতে কেবল
মাত্রাট দর্শন হয়, ততঃপর চক্রে না হইলে
কেহ কক্ষের নিতাদাসের বৃত্ত দর্শন করিতে
পারে না। গ্রীষ্মের প্রতি বহুজীবের
সম্মতি ভোগবৃত্ত থাকে। আত্মকাল
বহুজীব হরিতজনের মত ও চারকথা প্রবণ
না করিয়া—হরিতজনের শক্তি লাভ না করিয়া
কেহবা গ্রীষ্মের প্রতি আসক্ত—হরিত
পাড়াতেছে, আবার কেহ বা গ্রীষ্ম ও
বিষয়ভাগের বাহ্যিক অভিনয় করিয়া মক্টি
বৈবৰ্ণ্য হইয়া পড়িতেছে। বাহ্যিক মক্টি
বৈবৰ্ণ্য, তাহাদের ভাগ নষ্টকের আত্মন-
মাত্র। তাঁহারা চক্রে বৈবৰ্ণ্য, তাঁহাদের
পতীর প্রাণ ভাগবৃত্ত থাকে না, তাঁহাকে
কক্ষদাস ও শুভদর্শন করিয়া থাকেন।
আর তাঁহারা চক্রে হরিতজন করিতে
চাছেন, অথচ চক্রেতা আছে, গ্রীষ্মাদির
প্রতিও সম্পূর্ণভাবে ভোগবৃত্ত বাহ্যিক নাই,
তাঁহারাও মহাত্মগণের বৈবৰ্ণ্যের নিয়মের
মত, হরিতজনা-প্রবণ-কীর্তন করিতে করিতে
গ্রীষ্মাদির প্রতি ভোগবৃত্ত লটতে ভাগ
করিতে পারেন। তাঁহারা কখনও বুঝিতে
থাকেন যে, সমস্তভাবে কক্ষের পরমপূর্ণ
হইলে আত্মমগ্ন লাভ হইতে পারে। দেওয়া
বোধ থাকতে আত্মসমর্পণ হয় না—ঐবিষ্ণুপ্রিয়া
কপালত হয় না। দেওয়াবোধের বিস্তার—
গ্রীষ্মাদির প্রতি আসক্তি। বাহ্যিক কেবল
গ্রীষ্মের ভাসমা হইতে ছুটি পাইয়া আত্ম-
দেহস্থ বা মনের স্থখ লাভের জন্ত যে বৈবৰ্ণ্য
ভাগ, তাহা প্রকৃত ভাগ নহে। কক্ষ
ভক্তের ভাগের একটি বিশেষ আত্ম,
তাঁহারা কক্ষপীতির জন্ত প্রাকৃতিক বিষয়ভাগ
করেন এবং অল্পকাল বিষয় গ্রহণ করেন।”

যমদূতের প্রতি উপদেশ

— ::(৩):: —

ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্র তাঁহারা অতঃপরদিককে বলিয়া-
ছিলেন, তোমরা যে আত্মকে সন্মতি
মনে কর, তাহা নহে। আমি হইতে, তথা
ইচ্ছাপ্রকাশ লোকপাল হইতেও প্রেত,
ব্রহ্মাণ্ডবিদ ও ঐশ্বর একজন পরমেশ্বর
পরাংপর পুরুষ আছেন। তিনিই ঐবিষ্ণু।
সেই ঐবিষ্ণুর কৃপাণ দেবভাগেরও পূজ্য।
সনাতনধর্ম সাক্ষ্য সেই ভগবান্ ঐবিষ্ণুই
প্রীতি। তত্ত্ব প্রকৃতি সত্ত্বগুণদ্বয় ক'বগণ,
দেবভাগ, প্রাধান্য প্রধান সিদ্ধগণ, অসুগণ

ও মহাপ্রভ—কেহই সেই সনাতনধর্মের কথা
কানেন না। বিচার ও চারপাশের কথা
আর কি বলন? তবে সেই সনাতনধর্ম
জানিবার একমাত্র উপায়—প্রীতিপূর্ণ অর্থাৎ
মহাপ্রভের গাণীর অঙ্গসংগ। তোমরা
বলিলে পার, — “তাঁহাকে মহাপ্রভ বলিয়া
গ্রহণ করিবা? দানবজন মহাপ্রভের কথা
প্রীতিপূর্ণভাবে বাক্ত হইয়াছে, দানব -
যমদূত, নারদ, পশু, কুমার, দেবদূতজন
কপিল, বারহুগ মত, প্রজ্ঞান, জনক ভীষ্ম,
বলি, শুকদেব ও আমি। আমরা এই বার জন
মহাপ্রভেরও তত্ত্ব অঙ্গত আছি। তা
অভিনয় নির্মল, তত্ত্ব ও প্রজ্ঞা। সেই
সনাতনধর্মটি কি? ঐনামসংকীর্তন-বাণী
ভগবান্ ঐকক্ষ যে ভক্তভোগ, ইচ্ছা সাক্ষ্য-
জন্য পরমহংসের বা সনাতনধর্মের অর্থ।
বাহ্যিক দৈবী মাত্রা বিবাহিত হইলে কেবল
মধুপুষ্টি বা কাঞ্চাল কৃষ্ণকে আত্ম
করিতেছে, তাঁহারা ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্রের
এক এই সন্মতিপূর্ণ আত্মকে ‘সনাতনধর্ম’
বলিয়া বিচার করিতে পারে না; বিচারপীল
কক্ষকক্ষে ‘সনাতনধর্ম’ মনে করিয়া জ্ঞাত
হয়। তাই তোমাদিগকে বলিতেছি—তোমরা
ঐবিষ্ণুর ঐনামসংকীর্তন সনাতনধর্ম-
বাজনকারী ব্যক্তিগণের নিকট গমন করিত
না। কেন না, ঐবিষ্ণুর কোমলকীর্ণ
তাঁহাদেরকে সন্মতিভাবে একা করিতেছেন।
ব্রহ্মাদির সহিত আমি তাঁহাদের সত্যবানে
সমর্থ নাই; এমন কি, কালও নহেন।
তোমরা কক্ষভক্ত ব্যক্তিগণকে আমার নিকট
লটখা আসিবে, কিন্তু কখনও পরমহংস-
কক্ষপাদপ্রদকারী, ভগবান্ ঐবিষ্ণু-
দেবের ঐনামসংকীর্তনে রত ব্যক্তিগণের নিকট
যাবে না। কক্ষভক্ত ব্যক্তিগণকে আনিবার
অধিকার তোমাদের কেন আছে, বলিতেছি।
যে সকল নিষ্কলন পরমহংসকুল নিরন্তর
অসংসদবর্জিত হইয়া ঐবিষ্ণুপ্রিয়াবলভদ্রের
মকরন্দস পান করেন, তাঁহারা সেসকল
সামুদ্র উপদেশের প্রতি সন্মতি বিমুখ।
তাঁহারা নরকের দারিদ্র্য গৃহেই একান্ত
আসক্ত; তাঁহাদিগকেই আমার নিকট লইয়া
আসিবে, তাঁহারা ই আমার দত্ত। আর যে সকল
ব্যক্তির জিহ্বা একবারও ঐকক্ষনামগুণাদি
কীর্তন করে না, তাঁহাদের চিত্ত একবারও
ভগবান্ ও ভগবতের পাদপদ্ম দর্শন করে
না, তাঁহাদের মতক একবারও তাঁহাদের
চরণে প্রণত হয় না, তাঁহারা কখনও বৈবৰ্ণ্য-
প্রভাদির অঙ্গভান করে না, তাঁহাদিগকেই
তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গতি। রাখা কক্ষ প্রেম বার, সেই বড় ধনী।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

निष्कर्ष

[illegible]

৩। জিনদীয়া পাকলেগ মে-কোনি সংখ্যা ৩৮০ গাঁওক চুয়া গেলেও এক দণ্ডের
কম সময়ের জন্য কাটাকেও গাঁওক করা হয় না। জিনদীয়া-৭কাল নখুনাসকলে
পাঠান হয় না। নিখামতভাবে জিন্দা-জা-৭কাল গাঁওক চুয়া যায় না।

৩। কেত কোন সংখ্যা না পাঠালে গ্রাণ এক প্রতিলিপ নমো না কানাইলে
 পরে আর পাওয়া যায় না। পছোত্তর পাঠকে তখন *Requies* নামে বা
 পরসার ডাক-টিকেট পাঠাতে হয়। সাময়িকভাবে প্রিকানা পরিবর্তন
 আর লওয়া হয় না; তৎক্ষণাৎ যাককগণের স্থানীয় ডাকঘরের সচিত্র নন্দোদপ্ত করণীয়। স্পষ্ট
 ও পূর্ণ কাননা সাইলে ওৎসবকে কোন বাতড়া করা সম্ভব হয় না।

৩। জাকাল নাকিগণের পঠ্যার্থ-সম্বন্ধীয় সহযোগিতা সম্পাদকের অনুরোধের জালি
 কারণে সীমাবদ্ধ থাকে। জাকালি চুক্তি পাবে। অনুরোধিত সহযোগিতা যোগ্য
 জাকালি চুক্তি না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রকল্পের প্রকল্প প্রকল্পের কারণে
 জাকালি চুক্তির মত এক পৃষ্ঠায় প্রকল্পের কারণে প্রকল্পের কারণে প্রকল্পের কারণে

୧ । ଜିନିଷାଳମ୍ବକାଳେର ଆଦି କାରଣରୁ କେବଳମାନଙ୍କର ଅପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି
 ଏ ସମ୍ପାଦକେର ତତ୍ତ୍ୱାବସ୍ଥା ଦେଖିବା ସମୟ ଚଳେ । ସେ କେବଳ ସାଧାରଣରୁ କିଛି ଜିନିଷା-
 ଲମ୍ବକାଳ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ କଣ ସାବିତେ ଆସିବ । ଏହାପରେ ଜିନିଷାଳମ୍ବକ ସମ୍ପାଦକେର ଦ୍ୱାରା
 କଳ୍ପନାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦକାଳ ସମ୍ପାଦକ ଆଦିରୁ କେବଳ ସାଧାରଣରୁ କିଛି ଜିନିଷାଳମ୍ବକ
 ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟତ୍ର ନାହିଁ ।

৩. ঐনশাহী পত্রাশের শিক্ষাসি ৬ (১৮৮১-৮২) — ঐশাহ নবগোপাল বসাকারী বাক্ত
বাহী, কুইং ১৩৪৪, গো: ঐশাহ পুত্র, নবীয়া—২৫ ঠিকানা গালা ১৫৫, ১৮৮১।

— ७१११५७ —

বিজ্ঞাপনের হার

୨୩ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ର,
 ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ର
 " " ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ର
 " " ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ର
 ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ର

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংলাপ

নিভালীনাথান্ট ডানমু'দান শ্রীমদ্বৈষ্ণ-
বৈষ্ণবসমাজে গোখালা প্রত্যাগত প্রজ্ঞান
সম্মানবোধের যে সকল প্রজ্ঞাতর প্রদান
করিয়াছেন, তাহা সকলকেই হইয়া প্রকাশিত
করাইছে। মূল্য ৮০ আনা।

देवस्य राज्ञायाः स्त्रीयश्च

ঐযশস্বিনীচাৰ্য্যেৰ বহুত জীবন-চৰিত,
কুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-মথ্যে বাংলা ভাষায়
সংগ্ৰহিতম্ এষ। মূল্য ২০ টাকা।

ଆପତ୍ତାନ—ଉପୋଗମୀ-ଉପସ୍ଥିତ, : 1:
 ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହ, ଗୋପା ।

সাপ্রদায়িকতা

ସମସ୍ତ

নিরপেক্ষ অস্বাভাবিক আলোচনা-গ্রন্থ
 কীঃ: 'ভক্তি' শব্দকে 'ভাষ্য-ধারণা' 'নিবসনমূল'
 প্রোক্ত ও 'শাস্ত্র' বিচার ও 'সমালোচন'র
 প্রারম্ভিক ধর্ম পরমাণুসংকে 'মানবকাতর'
 সাধারণ 'সমসত্ত্ব' নিরাকৃত 'কট্টমুক্তি'
 মূল্য দা. আদা

ଶ୍ରୀ ୫. ୩।

विविध संवाद

ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆବିଷ୍କାର

১৪৬। সদরেব এল'কানীন দ'কগ
 গানতলী ছুটসার্কলের এ'সিষ্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর
 মো: আবুল হোসেন 'ভালু'দ'র মাহেব ও
 উক সার্কলের পোপাগাও এ'সিষ্ট্যান্ট'মো:
 হোসেন আলী পোলকার ও অফিসের
 অন্যান্য কর্মিগণের প্রচেষ্টায় ও গ্রামবাসী
 সদ'দ'রগের সহায়তায় "অদিক বাস্তবশ্রু
 উৎপাদন ফে" (চ ২২শে, ম) নিম্ন
 নিম্ন কাসিফিকল বিশেষভাবে সু'প্রদ
 হইয়াছে :

তন্দ্রের কম্পাট্ট সার গাঙ্গ। পশু ০ ৫ ;
 গো-ব-গাঙ্গ। ৭৫ ; কঙ্গণ পরিষ্কার পশু ০ ৩
 কামর উদ্ধার ০ ৭২ ৩২৫ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০
 চাষ ৩২ একর ; কচুরী বিনষ্ট ৬ ৩২৫ ১০
 ঘোষা পাশু যোগ ৬ একর ; কচেন-গাঙ্গেন
 ও সজ্জী চাষ ৭ একর ; কচুরীপানার
 প্রাণনা ০৫৫ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০
 ০৫ ; কচি-পাঙ্গ। খাল সংস্কার (১ ১০ ১০
 দাঘ) ।

ଦୈତ୍ୟ (ସେ'ନୋପୁତ୍ର)

বিশত ১৭৪ মে তারিখে বেঁটোয়া গ্রামে
 "অ'মক'র স্বাভাষ্য উৎপাদন গ'ফ" পালন-
 উপলক্ষে বানু দুর্গিন্দ্র পাণ্ডা মহাশয়ের
 সমাপাত্তে এক বিবটি সভা হয়
 গিয়াছে। সভাপতি ক'চোরী মেঃ এ. ক
 পোংশেদ উদ্দন আকমদ (মোপাগাঙা
 গ্রামসম্মান) সাহেব অতি প্রাজ্ঞ ও ভাষ্য
 বক্তৃতা প্রদানে সভার উদ্দেশ্য নিবৃত্ত করেন।
 ফল অনুসারগণের মধ্যে একটা নব
 জাগরণের গন্ধ পরিণামিত হয়।

ଶ୍ରୀମତୀ ଜ (ନନ୍ଦୀୟା)

গত ১৯৫ মে তারিখে নদীয়া জেলার
কৃষ্ণনগর মহকুমায় তাঁসপালী জুট সাকেলের
কম্পার্টমেন্টের প্রধান গোবিন্দপুর হাউসিংয়ের
গোবিন্দপুর গ্রামে “আদিত্য বাগ্‌চাওয়া উৎপাদন
পক্ষ” উপলক্ষে একটি আদর্শনী করেন।
এই আদর্শনীতে হাউস এক হাজার লোকের
সমাগম হইয়াছিল। কৃষ্ণনগর চার্জের চৌধুরী
ইন্সপেক্টর বাবু অনন্তকুমার দাশ গুরুত্ব
এ, বি, এল, মন্ত্রিপরিষদের আসন গ্রহণ
করেন। লক্ষণপাড়া হাউসিংয়ের হোমগার্ড
পাট্রি ক্যাপ্টেন বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায়
তাঁহার পাট্রি সহ উপস্থিত হইয়া নানারূপ
প্যাডেৎ দেখাইয়া সভাপনকে সন্তুষ্ট করেন।
পরে চৌধুরী ইন্সপেক্টর মহোদয় অধিক বাগ্‌চা
উৎপাদন, কনজিউমার্স টোবাক্স ও জল-
নিকাশের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বুঝাইয়া
দেন। তৎপরে একটি কনজিউমার্স টোবাক্স
খোলা হয়। সভার সমস্ত কালীপাড়া নৈশ-
বিভাগলয়ে স্থানীয় পি. এ. মোনবী আবতুল
গানি আলোকচিত্রের সাহায্যে বয়স্কদের

শিক্ষা, শাক-সজীর বাগান এবং চাষাবাদে
উপকারিতা সহজে বুঝাইয়া দেন।

গোদাশিখাশাল (মাদনীপুর)

মাদনীপুর জেলার সাগবনী খান্দির
অভির্ভাষক গোদাশিখাশাল জুট সার্কেলের গনক
গ্রামে "অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন পক্ষ"
পালনোল্লাসক ডাঃ মণিকন্ডে সামন্ত
মহাপণ্ডের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হইয়া
গিয়াছে। সভার কার্য আরম্ভ হইবার
পূর্বে স্থানীয় কুলের ছাত্রাদয়কে নিম্ন একতী
প্রদর্শন করিয়া করা হয়। জুট রেজালেশন
ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্মচারী যৌঃ এ.
কে. প্রোসেন উদ্দিন আহমদ (প্রাণাগাড়া
এ্যাস্টেট) সাহেব এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা
করিলেন। অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের
অগাধ প্রয়োজন ও প্রাণী অতি নিস্তারিত-
ভাবে বাখ্য্য করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে
বিস্মিত করিলেন।

অমরেন্দ্রপুর (ঢাকা)

গত যে তেঁতেতে ২১শে মে পর্যন্ত
“অধিকতর খাদ্যসম্পদ জন্মান পক্ষ” সম্পর্কে
জয়দামপুর পাটনয়ন ও পল্লীউন্নয়ন
বিভাগের উদ্ভাগের রাজ্যটি প্রদত্ত নাট-
মন্দিরে ১১৩ ১০ টি মে, একটি সভা অনুষ্ঠিত
করবে 'গম্বাহ' সভার বচন স্থানীয় 'তত্ত্বলোক' ও
চতুর্থ পক্ষ ইউনয়ন 'গোড' ও ইউনয়ন ফুড
কমিটির সভাপতি যোগদান করিয়াছিলেন।
ভাষণে এহেঁটের মানবতার ধারণাটুকু
পা, কে, ঘ ঘ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত
করেন। পাটনয়ন ও পল্লীউন্নয়ন
বিভাগের এপেক্ট মরোদর সভার টেক্স
দৃষ্টিতে বিচার পর সমাগত 'তত্ত্বলোক'দের
মধ্যে কয়েকজন বক্তৃতা করেন। জয়দামপুর
সাক্ষরতা প্রামাণ্যে এপেক্টের মরোদর
সংক্ষেপে অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি
সম্বন্ধে আলোচনা করেন এং সরকারী প্রদত্ত
কৃষি অর্থ বাক দান এবং বলদ ক্রয়ের ক্ষমতা
সদস্য বানের টাকা বাহাতে যথানুসারে
উদ্দেশ্য বা যত হয়, সেজন্য কৃষক দগকে
আবেদন জানান।

মওজুদ পাটের হিসাব দাখিল করার
ব্যবস্থা।

বাঙলা সরকার বঙ্গীয় পাট-নিয়ন্ত্রণ
আইনানুসারে পাট মজত্বকারীদের প্রাত
এই মধ্যে একটি আদেশ জারী করিয়াছেন যে,
ভাঁড়াদের নিকটে ১৯৪৪ সনের ৩-শে জুন
পর্যন্ত যে পরিমাণ কাঁচা পাট অথবা পাট-
নির্মিত দ্রব্যাদ মজত্ব থাকিবে, ২১শে
জুলাই এর পূর্বে তাহার একটা হিসাব দাখিল
করিতে হইবে।

এই আদেশ লক্ষ্য করিয়া ৬৫ নং পথ
কামে গিয়া আসিয়া আড়াই মত টাকার
আদায় হইতে পারিবে।

সত্য কল্যাণকরত্ব
— — —
শ্রী ঠাকুর তত্ত্ববিনোদ
ব্রহ্মচারী কল্যাণকরত্ব
গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেয়
নিভাণী।
প্রাপ্তিমান—
শ্রীযোগেশ্বর ভীষ্মকর
পোঃ ভীষ্মাপুর, নবীরা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

মহাকৌতুক
— — —
শ্রীল সঞ্জয়ানন্দ কবি
নির্মিত ঐতিহাসিক
মূল, চিত্রা, মাল্য অঙ্কন
অভিযান, চিত্রাঙ্কন
প্রাকৃতিক ও শিল্পকর্ম
নব প্রকাশিত গ্রন্থ।
প্রাপ্তিমান—
শ্রীযোগেশ্বর ভীষ্মকর
পোঃ ভীষ্মাপুর, নবীরা।

১৯শ বর্ষ { ১০ বামন গৌরাক্ষ ৪৫৮: ২রা আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩০১. ১৬ই জুন ইং ১৯৪৪, শুক্রবার { ৬৯ নং সংখ্যা

শ্রীশ্রীগঙ্গাগোত্রী জয়ন্ত:

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বামন, নিমি গর্ভোদগারী গৌরাক্ষ ৪৫৮

ঐকান্তিক

—:—(—):—

একটিমাত্র অস্ত্র বাহ্যিক, তিনিই ঐকান্তিক
বা তত্ত্বজ্ঞাত। ঐকান্তিক—একান্তিমুখী,
আর ব্যক্তিগত—বহুমুখী। লক্ষ্যবস্ত্র এক
না হইয়া দুই বা বহু হলে দুই নৌকার পা
দিয়া অগ্রবাহ হয়। ঐকান্তিকতার অর্থাৎ
আবহু বিধের আসক্ত হইয়া ব্যক্তিগত
জন। ব্যক্তিগত আচারের অপব্যবহার।
লক্ষ্যভেদীভেদ তাত্ত্বিক আদর্শীয়। "একলা
ঐক্যে কৃষ্ণ, আর সব সূতা।" বায়ে যৈছে
নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।"—ঐকান্তিক
এই বিচারে নিভা প্রাচীণতম একজন
সেবক বৈষ্ণব বহু প্রভুর সেবা করিতে
অসমর্থ, সতী বৈষ্ণব বহু পুরুষের সেবার
পরামুখ, ঐকান্তিকও "একজন বহুবীষের
প্রমুখ দিতে বিয়ত। কারণ, উপাস্যগণ
কখনও বহু হইতে পারে না। যেখানে উপাস্য-
বস্ত্র এক—আবহীষ, সেইখানেই নিভা বা
ঐকান্তিকতার প্রকাশ। অধীরাতিভবনই
ঐকান্তিকতা। যেখানে ঐকান্তিকতা,
সেইখানেই অস্ত্র। দ্বিতীয়াভিনবেশে তরঙ্গ
স্বাভাবিক বা চিত্তাকুল। বিধের বহু-
জ্ঞানই ভয়ের কারণ। বাহ্যিক লক্ষ্যভেদ
হইয়া ব্যক্তিগতবস্ত্র: কামনার দাস হইয়া
নিজ নিজকামপুটের জন্য যুগ্ম, গণেশ, নক্তি,
কৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতার উপাসনা করেন।

ঐহায়া বহুবীষবানী বা ব্যক্তিগত।
ঐকান্তিকতার অর্থ বা ঐকান্তিকতার প্রতি
নিম্নত্বক্রমে বাহ্যিক ও বাহ্যিকবস্ত্র
দেখাশ্রুতির কল্পনা হয়। সাধুসকলপায়
বহু কামনার ভিত্তিতে নিভিত্তি পাঠে কীব
কৃষ্ণকাম বা অধ্বজান লাভ করেন। দেখানে
ভগবৎপূর্ণতা বাতীত অন্য কোন উপাসনা-
রূপ ব্যক্তিগত আর থাকে না। এইজন্য
ভগবান ঐকান্তিক গীতার বলিরাছেন,—
"বাবসারাস্থিত্য বুদ্ধিরেকহ কৃষ্ণমনঃ।
বহুলাখ্য হনুস্তাৎ বুদ্ধিহেতবাসারিনাম্।"
(গী: ২।৪১)
"পরমেশ্বরে তত্ত্ববাহ্য নিষ্ঠাই আমি
উদ্ধার লাভ করিব"—এইরূপ বুদ্ধিই
বাবসারাস্থিত্য বা নিষ্ঠাস্থিত্য বুদ্ধি। ইহারই
নাম ঐকান্তিকতা বা ঐকান্তিকতা। আবাসারি-
গণের ঐকান্তিকবাসাবিশিষ্ট যুগের—কামি
গণের বুদ্ধি কামের বহুসংগত: অনন্ত ও
বহুপ্রকার ভয় বলিয়া তাত্ত্বিক ঐকান্তিকতার
পরিবর্তে ব্যক্তিগত গুই হইয়া থাকে।
তত্ত্ববাহ্য প্রকার—(১) প্রবর্তীকৃত্যাদি-
রূপ মুখ্য তত্ত্ববাহ্য এবং (২) ঐকান্তিক
অনিষ্ট নিষ্কামকর্তৃক গোপতত্ত্ববাহ্য।
মুখ্য তত্ত্ববাহ্যের ভগবান একমাত্র লক্ষ্য;
অতএব ভগবৎকামী বুদ্ধি—বাবসারাস্থিত্য
অর্থাৎ নিষ্ঠাস্থিত্য। মনোনিষ্ঠতাভিত্তিক
আবাসারী লোকেরই কাম্যবাহ্যবুদ্ধি বুদ্ধি
ভয়; তাহা অনেক বিধনিষ্ঠ বাল্য বহুলাখ্য-
বাহ্যী ও অনন্তকামনাশ্রিত্য, তাত্ত্বিক
কর্তৃক ও প্রভাবের আশ্রয় আছে।
বাহ্যে ভোগ ও ঐকান্তিকভাবে একান্ত আসক্ত,
সেই অবস্থায় যুগলগণের বুদ্ধি ঐকান্তিকভাবে
একনিষ্ঠতা লাভ করে না।
বাহ্যের সত্যত্ব হইয়া ঐকান্তিকভাবে
ভজন করেন ঐকান্তিকবানী ঐকান্তিক

বুদ্ধিবোগ প্রদান করিয়া থাকেন। শাস্ত্র
বলিরাছেন,—
"ভেবাং সত্যত্বজ্ঞানং ভজতঃ
শ্রীতিপূর্বকম্।
নামি বুদ্ধিবোগং তং যেন মায়ুপাতি তে।"
(গীতা ১০।১০)
আমাদের নিভাযুক্ত ও শ্রীতিপূর্বক
ভজনকারিগণের তত্ত্ব বুদ্ধিবোগ আমি
প্রদান করি; বাহ্যবাহ্য ঐহায়া আমাকে
প্রাপ্ত হন।
নিভাস্থিত ভগবৎপার্বণ শ্রীল বিশ্বনাথ
চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীগীতার "বাবসারাস্থিত্য-
বুদ্ধিঃ"—লোকের চিত্তের বলিরাছেন,—
"সম্যাকোহপি বুদ্ধিভ্যা তত্ত্ববাহ্যবিশেষণে
বুদ্ধিরেকতঃ। তত্বে—বাবসারাস্থিত্য।
তত্ত্ববাহ্যে বাবসারাস্থিত্য বুদ্ধিরেকতঃ। মম
ঐকান্তিকগীতঃ ভগবৎকীর্তনং ভগবৎ-
পরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম
সাধ্যমেতদেব মম জীবাতু: সাধন-সাধ্য-লক্ষ্য-
তত্ত্বমর্থকমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে
কাম্যমেতদেব: ন মে কাম্যং নাপাতি-
লক্ষ্যং ব্রহ্মসংগীতঃ মুখমন্ত, চ:ং বাস্ত,
সংসারো নশ্রুত্ব বা ন নশ্রুত্ব, তত্ত্ব মম কাপি ন
কতিরিভোং নিষ্ঠাস্থিত্য বুদ্ধিরেকতঃ-
তত্ত্ববাহ্যে সত্যত্ব: বহুত্ব:—ভতো ভজত
মাং তত্বে। প্রভাসুর্দৃষ্টমুখ্যঃ। তাত্ত্বিক
তত্ত্ববাহ্যে নৈব বুদ্ধিরেকতঃ—বাস্তবত্ব।
বহুত্ব: শাস্ত্রা বাসত্ব: তাত্ত্বিক কাম্যবাহ্য
কাম্যবাহ্যবাস্তব বুদ্ধিরেকতঃ; ভগবৎকাম্যবাহ্য
কাম্যবাহ্যবাস্তব তত্ত্ববাহ্য অপানতঃ।"
বত দন পদ্যে ভবয়ে অসম্ভবা, ভবয়
দৌর্য্য প্রভৃতি অনর্থ থাকে; ততদিন
ঐকান্তিক ভক্ত্য বাহ্য বা। সাধুসকল ভজন
করিতে করিতে অনর্থ নষ্টপায় তটলে নিষ্ঠার
উদয় হয়। নিষ্ঠা হইতে প্রকৃত বা তত্ত্বভজন

আরম্ভ হয়। নিষ্ঠা ঐকান্তিকতাই তত্ত্ব-
ভজনের পথ। অনন্ত নারীভেদে কখনই
ভজন হয় না। ঐকান্তিকতা বা নিষ্ঠা
শ্রীভক্ত কীবনংকরণ। দৃঢ়তা, নিষ্ঠা বা
ঐকান্তিকতা থাকলে চিত্তাকুল। কাম্যবাহ্য
কাম্য উপাধি হইলেও চিত্ত বিচলিত হয়
না। তত্ত্বভক্ত্যবাহ্য কীবনংকরণ তত্ত্বের প্রত্যক্ষ
প্রমাণ। ঐহায়াচায়া শ্রী ঠাকুর হারদাসের
প্রতি অমাত্যবক মত্যাচার হইলেও ঐকান্তিক-
নিষ্ঠ শ্রী ঠাকুর হারদাস নিষ্ঠিকভাবে
বলিরাছিলেন,—
"বগু নশ্রুত্ব বহু দেব বাহ্য বহি লাগ।
তত্ত্ব আমি বহন না ছাড়ি তরনাম।"
শ্রীহরদাস মত্যাচারের আশ্রয় ও আশ্রয়
এরূপ ঐকান্তিকতার দেখিতে পাঠ।
শ্রীহরদাসের অন্তরঃ শ্রীমুখ্যভক্ত্যবাহ্য
শ্রীহরদাস ঐকান্তিকতার অস্ত্র আদর্শ।
শ্রীহরদাসের তত্ত্বভক্ত্যবাহ্য বর্ণিত আছে,—
"মুখ্যভক্ত্যবাহ্য প্রভু কাঁর আশ্রয়।
"ভীরু ও প্রাণী কখনো ভয় ভক্ত্যবাহ্য।
পূরে আমি ইহাও গোপাল বার বার।
পরমেশ্বর, গুপ্ত, ভজত্বভক্ত্যবাহ্য।
বহু ভগবান তত্ত্ব—সম্যাকী সম্যকপ্রব।
নিষ্ঠা নিষ্ঠা প্রেম, লক্ষ্যসমর্থ।
সকল-সদ্ব্যপ্তক বহু প্রভাকর।
বিদ্য, চতুর, দীর্ঘ, রাসক-লেশ্বর।
মুখ্যভক্ত্যবাহ্য কাম্যবাহ্যবাস্তব।
চীৎকার বৈদ্য করে ধীর লীলাভাস।
সেই রূপ ভক্ত্যবাহ্য, ইতিভক্ত্যবাহ্য।
কৃষ্ণ বিনা অস্ত্র-উপাসনা মনোনিষ্ঠ নয়।
"এইমত্ব বাহ্য বাহ্য ভক্ত্যবাহ্য।
আজ্ঞার গৌরবে কিছু 'ক'র' গেল মন।
"আজ্ঞাভক্ত্যবাহ্য—আমি তোমার ভক্ত্যবাহ্য।
"ভক্ত্যবাহ্যভক্ত্যবাহ্য আমি, দত্তি ভক্ত্যবাহ্য।

সবার জীবন কৃষ্ণ কাম্যক সবার। হেম কৃষ্ণ যে না ভক্তে সর্ব স্বার্থভার।

এত বলি' ঘরে গেল, চিত্তি' রাঁধিকালে।
কপুনাথ-ভাগি চিত্তি' চটল' বকলে ॥
কেমনে ছাড়ি' রঘুনাথের সরণ।
আজ এরে - দু' মের করত মরণ ॥
এই মত সঙ্গী'এ করেন জনন।
মনে মোহান্ত নাহি, রাঁধি করেন জাগরণ ॥
প্রাণকালে আস' মের ধরিল সরণ।
কানিতে কানিতে বিচর করে নিবেদন ॥
কপুনাথের পায় সু'জ বোচরাছে' মাথা।
কাঁচি'ও না পারি মাথা, মনে পাঠি বাথা ॥
শরঘুনাথের পায় ছাড়ান না বাধ।
ভব আশা' তব হয়, কি কার উপায় ॥
ভাবেন মোরে এত কপা কর, লুপ্তময়।
তোমার আগে সূতা তউক, যাকি সংলুপ ॥
এত শুনি' আম' বড় মনে স্থল পালে'।
চোরে ডাকা'না মনে আলসন কৈল ॥
সাদু সামু স্পৃহ, তোমার স্রুটু ভজন।
আমার গননে তোমার না টলিল মন।
এ মত সৎকের শ্রীতি চাহি শুভ পায়।
সু'জ ছাড়ি'লেব পদ ছাড়ান না বাধ ॥
এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার করে।
তোমারে আশ্রয় আমি কৈল' বারে বারে ॥
সাক্ষাৎ ভগবান তুমি শ্রীমাক্ষর।
তুমি কেনে ছাড়ি'বে তাঁর চরণ-কমল ॥

(চৈঃ চঃ)

শাস্ত্রস্বকীর্তনাদি শ্রীমদ্ভাগবত
বর্ণিতাছেন -

"নই পারি'ক'ল' নিত্য অগস্ত-সংসার।
অগস্ত্য-সংসারকে তাক'উ'ন' নৈষ্টিকী ॥"
(ভাঃ ১১২ ১৮)

সকল তত্ত্ব-শরচ্ছায়া ও ভাগবত-
জগৎকীর্তন করিতে অমূল্য অর্পণ
করা'সমুদ্র ধ্বংস পায় হলে পুণ্যোত্তম
শ্রীকৃষ্ণ মানবের অচলা ও বিকল্পহিত
ঐশ্বর্যকীর্তন উদয় হয়।

দৃঢ়তা বা ঐকান্তিকতা সাধনের মূল।
অতীতকারীর জন্মে ঐকান্তিকতা থাকিতে
পারে না। সামু-শুষ্ক-রূপাদ্বারা এই
ঐকান্তিকতা, নৈষ্টিকতা বা দৃঢ়তা লাভ হয়
ঐশ্বর্যকালে ঐকান্তিকতা, দৃঢ়তা ও সরলতার
বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীমতানন্দ পুত্র রূপায়
সামান্য একটু দৃঢ়তা রক্ষা করতে পারলে
শ্রীকৃষ্ণ সেট সাধককে কোটিজন সাহায্য
করেন। তাহার শ্রীপাদপদে অচলা নষ্ট প্রদান
করেন। দৃঢ়তা বা ঐকান্তিক বাস্তব সামু-
শুষ্ক-রূপায় অন্যথাসে অনর্থ ও বিঘ্নের হাত
কর্তে নিবৃত্তি পান। যেখানে শ্রীতির
অভাব, সেখানে ঐকান্তিকতা বা দৃঢ়তা
থাকিতে পারে না। ক্রীতান্তে ঐকান্তিকতা
বা নৈষ্ঠা থাকবেই। বাহার জন্মে ক্রীতির
আগসত উদিত না হইয়াছে, সেই ব্যক্তির
জন্মে দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা স্বাভাবিক ও
স্থায়ী হয় না। যেখানে ঐকান্তিকতা
আছে, সেখানে সরলতা ও দৃঢ়তা
সুগম থাকবে। কৃষ্ণশ্রীতিই ঐকান্তিকতা

ও দৃঢ়তার জননী। সরল-বক্তার
ঐকান্তিকতা বা দৃঢ়তা নাই। যেখানে
ঐকান্তিকতা আছে, সেখানে আচরণও
আছে। যে ব্যক্তির দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা
নাই, সে কখনও আচার করি' আচার
করিতে পারে না। অতীতকারী ব্যক্তি
দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতাকে সব চেয়ে বেশী
ভয় করে। কারণ, অন্যতীতকারী বা কৃষ্ণ-
সেবিতীতকারী ঐকান্তিকতার আত্মসমাজ
থাকিলে অতীতকারী পরিভাগ করিতেই
হইবে। শ্রীমদগতি থাকিলে একনিষ্ঠ বা
ঐকান্তিক হওয়া ঘটিবে। একনিষ্ঠ হওয়া,
ঐকান্তিক হওয়া বা সত্যসাক্ষী হওয়া একই
প্রাণজন। সত্য সত্য এক মুহূর্তের জন্তও
যদি অন্য পুরুষের সন্তোষনা করেন,
তাহা হইলেও তাঁহার সত্য অক্ষুণ্ণ থাকে
না। সেজন্য এত জগতের কোন এক মুহূর্ত
এক মুহূর্তের জন্তও ভোগ্যরূপে আসিয়া
আমাদিগকে ভোগ্যের আত্মমানে ভোগে
প্রলুব্ধ করায় - সেবার সেবা করতে চিন্তা
করাই, তাহা হইলে আমাদের নিষ্ঠা আর
কিটো রহিল না। ভোগ্যের আত্মমানে
ভোগ্যবস্তুর মত আমরা যখনই ক্রটিতে,
'চলন' সেট এক প্রভু হইয়া আমাদিগকে
তাঁহার দাসত্ব করাইয়া লইতেছে, আমরা
অসত্য হইয়া পড়িতেছি, অন্যত্র, নিষ্ঠাবান বা
ঐকান্তিক থাকিতে পারিতেছি না। এই
চক্ষুর হস্ত হাতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র
উপায় - শ্রীমদগতি। নিষ্কণ্টক শ্রীমদগতির
সত্য বা ঐকান্তিক রক্ষা করেন।
শ্রীমদগতির নিজজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও
কিভাবে ঐকান্তিক বা দৃঢ়তা হইতে
বর্ণিতাছেন -

"নিষ্ঠাশ্রম-কমল, কোটিশ্রম শ্রীশ্রী,
যে হইয়া অগস্ত্য ছায়া।

হেন নিষ্ঠাট বিনে ভাগ্যনাশক পাঠে নাই,
দৃঢ় কার' ধর নিষ্ঠার পায় ॥"

কৃষ্ণতত্ত্ব ঐকান্তিক ও শাস্ত্র। আর
ভুক্তি-তত্ত্ব সাক্ষীসমী সকলে পাঠ্যগী
বর্ণিতাছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব এই মত ও
সেবা করেন না। তাহারা একনিষ্ঠ।
তাঁহাদের জন্মে ঐকান্তিকতা, সত্য বা
কৃষ্ণনিষ্ঠা অল্প দৃঢ় হয় না। তাহারা
একের 'হস্ত' মত নিময়। তাহাদের
বিতী। দর্শন, বিতী। ক্রিয়াক্রিয়ণ বা বিতী-
চিত্ত আর কিছুই নাই। তাহারা সকলকে
একের মত দর্শন ও সম্মান করেন।
তাঁহাদের অগস্ত্যে গাহিরে কেবল এক বস্তু বা
ইহদেবই স্তুতি পান। তাহারা যখন,
যখন ও জাগরণে অক্ষুণ্ণ একের জন্ত মৃত
বাঁধ-ব্যাকুল। এজন্য তত্ত্বের মত-রূপ
কিভাবে ঐকান্তিক করে। ঐকান্তিক
শ্রীমদগতি, দৈব ও দৈবের সত্য সত্য
রূপ প্রাপ্তি নির্ভর করে। বাঁধের উপায়
ও উপায়, সাধন ও সাধা পৃথক, তাহারা

ব্যাবহিক ঐকান্তিক হইতে পারেন না। কোন
বাঁধ ঐকান্তিককে তাঁহার গন্তব্য হইতে
একটু দূর দূর করে না; পরন্তু
তাঁহার ঐকান্তিকতা, অক্ষুণ্ণ বা বাঁধ-
ব্যাকুলতা অধিকতরভাবে বাড়িয়া দেয়।
ঐকান্তিকতার মধ্যে পুণ্যের কথ্য নাই।
ব্যবহিক আমরা তত্ত্বগণের ঐকান্তিকতাকে
আক্রমণ করিতে গিয়া পাঁচ জনে ভেটি' দিয়া
ব্যবহিক আনন্দের চেষ্টা করি। কিন্তু
কৃষ্ণশ্রী শ্রীশ্রী প্রভুগণ বর্ণিতাছেন -
"ঐকান্তিকতা পাঁচের অধিকার ব্যাকুল, কিন্তু
ঐকান্তিকতা ও অক্ষুণ্ণের স্বরূপ বাঁধারা
ব্যবহিক, তাহারা নানাব, বহু ও
সাধারণী ভাবে আদর না করিয়া তত্ত্বগণ
আমাদের ব্যাবহিক বস্তু, হইতে ব্যবহিকের,
সাধারণের বা অতের স্বরূপতঃ কোন অংশ
নাই, জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের
কোন অংশ থাকিতে পারে না। ঐকান্তিক
তত্ত্ব একল সেবাগার। তবে তিনি
তাঁহার স্বজাতিগণের উদ্দেশ্যে অক্ষুণ্ণ
সহচরগণ হইতে নিজেকে অপৃথক্য
করেন।"

আমরা শাস্ত্র ঐকান্তিকতার এইরূপ লক্ষণ
শ্রীমদগতি পাই -

"একজনে মত বিকো যম্মাক্ষেব পরায়ণঃ।
তম্মাক্ষিতিনঃ পোক্তান্তান্তান্ত-চৈতন্যঃ ॥"

একান্তিকতায় নিরন্তর পরমেশ্বর, শ্রীশ্রী
শ্রীমদগতি বর্ণিতাছেন সেট তত্ত্বগণ 'একান্তী'
নামে কথিত। তাহারাষ্ট তত্ত্বগণের চিত্ত।
সেট একান্তিকগণের সঙ্গীত।

"ত্র জনানঃ সহস্রে ভাঃ সজ্জাতী

বিশিষ্ট।

সজ্জাতীসহস্রে ভাঃ সজ্জাতীসহস্রে ভাঃ ॥

সজ্জাতীসহস্রে ভাঃ সজ্জাতীসহস্রে ভাঃ ॥

বিশিষ্ট।

বৈক্যানাং সহস্রে ভাঃ একান্তিকো

বিশিষ্ট।

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাক্ষ
শ্রেষ্ঠ, ব্যাক্ষক সহস্রে অপেক্ষা একজন
সম্মানিত ব্যাক্ষক বা 'ক' শ্রেষ্ঠ সম্মানিত
শাস্ত্র কোটিগা'ক অপেক্ষা একজন 'ক'
ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সংস্র বৈক্যান অপেক্ষা একজন
'একান্তী'-ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদগতি বর্ণিতাছেন -

"তং ভাবানামাশ্রিতা সত্যমাল ভ্রূপদা।

একান্তিকতা কো ব্যাক্ষক পাদমুগ

বিনা বাক্যঃ ॥"

(ভাঃ ৪২৪ ৪৫)

আপনি ভ্রূপদাঃ যে ঐকান্তিকতা তত্ত্ব
সাধুগণের হস্তে, আপনাকে সেট ভক্ত-
গণের হস্তে করিয়া আপনার পাদপদ্মে
ব্যক্তি কৈল' ব্যক্তি বা অত কিছু ব্যক্তি
কামনা করিবেন ?

"এং প্রলোভনানোহপি বৈষ্ণবো'ক-
লো'নৈঃ।
একান্তিকতাগণিত শ্রীমদগতিগণিত ॥
(ভাঃ ৭১২ ৪৫)

শ্রীমদগতি মতান্তর লোক-সকলের
মতান্তর ভ্রূপদা বর্ণিতাছেন প্রলোভন
করাও শ্রীমদগতি ঐকান্তিকতা প্রযুক্ত সেজন
অতলাব কারণে না।

"একান্তিনো বস্ত্র ন ককনাথঃ

বাহ্যঃ যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নঃ।

অগস্ত্যঃ তচ্চরিতঃ স্তম্ভকঃ

গাথক আনন্দসমুদ্রময়ঃ ॥

তমস্করঃ ব্রহ্ম পং পরেশ

মহাক্ষমাত্মা যুক্তবোধগম্যঃ।

অন্যত্রঃ স্তম্ভকঃ স্তম্ভকঃ

মহাক্ষমাত্মা পারপূর্ণমীড়ঃ ॥"

(ভাঃ ৮৩২ ২১)

ঐকান্তিক শ্রীমদগতি তত্ত্বগণ অক্ষুণ্ণ
মতান্তর ভ্রূপদা কীর্তনপুস্তক আনন্দসাগর
ময় হইয়া তাঁহার সমীপে কোন বিষয় গাথ
করেন না, সেট পরেশ, নিষ্ঠা অগস্ত্য,
আধ্যাত্মিক বোধগম্যতা, শ্রীমদগতির আনন্দ,
স্তম্ভক অন্তঃস্থ, বাস্তবিক ব্যক্তি, অন্যত্র,
অত, পারপূর্ণব্রহ্ম পরব্রহ্মকে আশ্রিত
করি।

নিষ্কণ্টক ভগবৎপার্ষদ শ্রীল সনাতন
গোখামী প্রভু চারপকার একান্তিকতার কথা
বর্ণিতাছেন -

"সদেকান্তিকতাপা একান্তিকতা চতুর্ভা
চতুর্ভাঃ প্রকটীঃ। একো বর্ণ্যানানন্দঃ অশ্রুত
কক্ষ্মানান্তবৈশ্বকোপকতা অপনো বিদ্যা-
কৃত্তবৈশ্বক র'তপসতাপসক প্রেমিক-
পরোক্ত।"

একান্তিকতা চতুর্ভা - (১) ধর্ম অনাদর,
(২) ক্রম, জ্ঞান, যোগ, এবং তপসাদর
প্রাপ্ত অপনো 'নরপেক্ষতা, (৩) বহু বস্তুগণ
আচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার প্রাপ্ত একান্তিকতা,
(৪) প্রেমিকপরা।

একান্তিকতার প্রথম লক্ষণ - ধর্ম অনাদর
কিছু, তাহার উদাহরণ-ব্রহ্ম শ্রীল সনাতন
গোখামী প্রভু শ্রীমদগতি হইতে শ্রীউদ-
বৈশ্বক পদা বহু কক্ষ্মানান্তবৈশ্বক হইতে
শ্রীমদগতিগণের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন -

"আজ্ঞাধৈর্য ওপান্দোষান্ মহাদেবানাং

সকান্।

ধ্যান সন্তোষা যঃ সন্তোষা যঃ ভজয়ে

স চ সন্তোষঃ ॥"

(ভাঃ ১১১৩ ৩২)

"সম্মানান্ পাতকানাং মামেকং শরণঃ ব্রহ্ম।
অহং যঃ সন্তোষপেক্ষা মোক্ষপ্রদা

মা স্তোঃ ॥"

শ্রীউদবৈশ্বক শ্রীমদগতি বর্ণিতাছেন -

"ধর্মশাস্ত্রে আশ্রিত বাহ্য ধর্ম বর্ণিতাছেন

তাঁহারা সে বর্ণিতাছেন সত্যচার। ইহা সে শ্রীতি করে সন্তোষ সবার

সত্যের কল্যাণকর

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দৈনিক

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

১৯৮৮

১১ বামন মৌর্য ১৯৮৮: ৩রা আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪১: ১৭ই জুন ইং ১৯৪৪, শনিবার

১১ ৭২৭ ১৯৮৮

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ বামন, অব্যয় কীর্ত্তনশ্রী মৌর্য ১৯৮৮

উপদেশ

—::(৩)::—

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী... উপদেশ... শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী...

আমরা যাঁহু হইতে পারি। কনক-কামিনী-পতিভাষ্য নৈরাগ।...

যেখানে শ্রীভগবানের প্রতি নির্ভরতা নাই, সেখানে কৰ্ত্তব্য-অভিমান বা পুরুষাভিমান আছে।...

কৰ্ত্তব্যকে পরিভাগ করাই পরোপকারিতা। বস্তুর আশ্রিত থাকি কৰ্ত্তব্যের বরকার করে না।...

বিচারবিভাগই প্রকৃত তৃণাণি স্ননীচতা। শ্রীভগবানের পান্যবিচারেই বাতাবিক তৃণাণি-স্ননীচতা প্রকাশিত।...

যাহুই নিজের চোঁর আশঙ্ক ভগবানকে জানিতে পারে না। যখন বাস্তবসত্তা অন্তর্গত হন, তখন তিনি নিজেকে জানান।...

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী... উপদেশ... শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী...

বহু ভগবান শ্রীভগবান অধরজানিত। শ্রীভগবানের দ্বারা শ্রীভগবান-স্বয়ং অধরজানিত।...

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী... উপদেশ... শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী...

সবার জীবন কৃষ্ণ জন্মক সবার। হেন কৃষ্ণ যে মা ভক্তে সর্ব ব্যর্থ তার।

একাদশমণ্ডলা ৩ নোবদেষ্যঃ ॥”

মহাভাগবত বা মুকপুত্রেব বাণীত
চেষ্টা চক্ষুসেনাপন। তিনি ভোগ বা
ভাগবতের চালাক হওয়া কোন কথ
করেন না। ঐশ্বর্যচরিতামৃতের মূল মাহাত্ম্য-
পুত্রীপাদেব মলমুখাদিবি নিগূঢ়মন কপা
প্রবণ কাহিনী কেও যদ "মহাভাগবতের গুণ
রূপ চেষ্টা কোন থাকিলে?" ইত্যদ কখন
ভাষার উত্তরে ঐতগগান্ ঐউকগগায়
জানাইযেহে,—

"করোতি কথ্য ক্রিয়তে চ ভক্তঃ
কোনাশৌ চোদিত আনিপাতাৎ।
ন তত্র বিধান প্রকৃতৌ ত্রিতোহপি
নিবৃত্ততকঃ বস্তুভুক্তত্যা ॥
হিষ্টকামাননুত ভক্তঃ
শ্রদানমুদ্রমদ্রমদ্রম।
বকাবদনাৎ কিমপীতমান-
মাস্ত্রানমাশ্রমতিন" এন ॥"

(কাঃ ১১১৮৩০-৩১)

পাণিসকল কোন সংস্কারগণ প্রেরিত
হইয়া মুখ্য পদার্থ কর্তৃক এবং বিকৃত হয়,
কিন্তু নিধান ব্যক্তি অর্থাৎ 'যান' এক-
মোক্ষাবৎ মুকপুত্রেব তিনি শরীরে বর্তমান
ব্যক্তিকার ভগবৎসেবাকল্প সুখানুভবদ্বারা
তথা হইতে নিবৃত্ত হন এবং কখনও কখনো
সংসারগত প্রাপ্ত হন না। যাহার চিত্ত
সমীচীন ভগবৎসেবার অধিষ্ঠিত, তিনি হিষ্ট
করুন আর উপদেশন করুন, গমনন করুন,
স্বাৰ শয়নন করুন প্রস্রাবন করুন, আর
অরোগজনন করুন কিংবা অন্য কোন
স্বাভাবিক কার্য করুন, কোন সময়ে
দেহেতে আসক্ত হন না।

যৎকিঞ্চিৎ

— ::(৩):: —

প্রণব ব্যতীত কীটন হইতে পারে
না। ক্রমশঃ প্রণব না হইলে কীটন
শূন্য হয় না। ঐনাম রূপ-ভগ-নীনা
পদ পর প্রণবকীটন ক্রমশঃ
বা ক্রমশঃ প্রণবকীটন। যাহা কীটন করা
হইবে, তাহা পুণি পুণি মহাজনগণ কীটন
করয়াছেন কি না, তাহা সন্ধান করিতে
হইবে। একা বিজ্ঞান থাকিলে তাঁহার
'নকট' হইতে সাধুগণ প্রণব করেন। শ্রোতা
বিশ্রামান থাকিলে তৎসমীপে কীটন করেন
এবং একা ও শ্রোতা না থাকিলে সাধুগণ
'নিকৈ' নিকৈ কীটন করিয়া থাকেন।

ভগবান-কীটন হারাই সমস্ত পাপ
হইতে অন্যায় মুক্ত পাওয়া যায়। যিনি
ভগবান কীটন করেন, ভগবান্ ঐহার 'এই
কীটনকারী ব্যক্তি আমার সমস্তভাবে
বক্ষণ'—এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন।

ভগবান্ সাক্ষ্য ভগবান্ এবং ভগবান্
সমস্ত তীহাতে আবিষ্ট থাকেন বলিয়া
ভগবান্ কীটন প্রণব করিলেও সাধুগণ
তাহাতে অনিশ্চিত হইয়া থাকেন। ঐশ্বর্য
বলিতেছেন,— "হে দেব, রামনামের
রাগাদি নামসমূহের প্রণবকালে সমস্ত
আমার চিত্তে শ্রীতার উদয় হইয়া থাকে।"

ঐনামকীটনই, প্রথম-মাধ্যম ও পরম-
মাধ্যম। ঐনাম একটী অচেতন পদার্থ ন'ন।
ঐনাম সাক্ষ্য মহাপ্রভু। ঐহার নাম কপা
বলিতে পারেন। এটি ঐহারনামের সন্ধান
সেবা যিনি করেন, তিনিও চেতনময় নহে।
যিনি ভগবানপরাধন, তিনি হারিনাম পত্ৰ
ভূতা। ঐহারনাম প্রভু, আর ঐনামসংক
ভদ্রাশ্রিত। অকিঞ্চনগণই ভগবানকে
আশ্রয় করেন। "হে হারিনাম, আমি তোমার
দাস। আজ হইতে আমি সকল ছাড়িয়া
সম্পূর্ণরূপে তোমার হস্তায়, তোমার
পাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম।"—এই বলিয়া অনন্ত-
ভক্তগণ ঐনামে চরণাশ্রয় করেন।

ইহজগতে যাহার আর অস্ত কোন ক্রিয়া
নাই, তাহারাও ঐহারনাম করেন। ঐহারনাম
অচেতন কিংবা কল্পিত পদার্থ ন'ন। ঐহার-
নাম স্বতন্ত্র, অক্ষয় ও অমর। তিনিই
একমাত্র ভোক্তা, আর সকলেই তাঁহার
ভোগী। জগতে যৎকিঞ্চিৎ সামগ্রী দেহিতে
পাওয়া যায়, সকলের ভোক্তা ও কষ্টা হইতে-
ছেন—আমাদের 'নতা উপাখ্য ঐগোবিন্দ বা
ঐহারনাম। সেবোদ্য বসনায় ও হস্তিমে
এই ঐহারনাম প্রদীপ। নিত্য প্রদীপ নিত্য
ঐহারনাম উদিত হন। ঐনাম পূর্ণ ও অখণ্ড
বস্তু। এ জগৎ বা পরজগতের কোন পদার্থ
সাক্ষ্য ঐনামের তুলনা হয় না। ঐহারনাম
অখণ্ড পূর্ণানন্দ ও পূর্ণজ্ঞানময়। তিনি
সাক্ষ্যদানকারী ও রক্ষক। হারিনামপ্রণ
অশেষ অমর। ভগবান্‌সাক্ষ্যে পারক ও
অপারক সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সপা-
পানোদ্য অশ্রু অর্থাৎ স্বরূপময় বদ্বৈত
হয়। নিজের বদ্বৈতের অকম্পিতা উপাখ্য
করয়া প্রকৃতপক্ষেই ভগবৎসেবায় যোগ
যান ঐহরুদেবের নিমিত্ত হইতে অহরহঃ
কীটনকপাসূত পান করেন। ঐনাম পত্ৰ
বক্ষণে সেতু ভগবান্‌ ব্যক্তির বক্ষণে
প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রাণের সপাধন অর্থ
দূর করত ওষা স্বাভাবিক হইতে।

আমরা শাস্ত্রশ্রোতা আশ্রিত পারি, যদি
কিছুকাল ভগবানের প্রাণ চিত্ত আকর্ষণ না
হয়, তবে কীটন ভক্ত, ভিত্তিভক্ত, মিথ্যারী
ও নিষিদ্ধ হইয়া দিগ্বারী ভগবান্‌সমুদ
কীটন করে। কোন মতাপাণী ক্ষত্রধর্ম
কীটন প্রাক্করণে নিকট নিজের চিত্তচাক্ষু-
সাবনাভূতানবধে নিকট সম্পূর্ণ অযোগ্যতা
জানাইয়া নিতামসল রাখনা কারণে ভ্রান্ত
ভাষার মন্দের জন্য বলেন যে, তুমি উখান।

নিজা, প্রাধান ও ভাবগমন প্রভৃতি যান্ত্রিক
কাহা এবং কুপাত্তাধি যে-কোন-অন্য
সমীচীন 'গোবিন্দ' এটি নাম উচ্চারণ করিলে,
তাঁহা হইলে তুমি 'নন্দ'ই নিতামসল লাভ
করিতে পারবে।

প্রণব অর্থাৎ পরিভাগপূর্ণক হারিনাম
করিতে হইবে। নতুন হারিনামপ্রণব
না। নিরন্তর আশ্রিতভাবে ভগবান
করিলে ক্রমশঃ প্রণব সমস্ত অপর
বিদূরিত হইবে। মহাপ্রাণ মতের রূপা অর্থ
জন্মজন্মান্তর সংসারভোগদ্বারা দূর হইয়া
থাকে। নিরন্তর হারিনাম করিলে সমস্ত
অন্যায় অন্যায়সে বিদূরিত হয়।

আগে ঐনামের প্রণব-কীটন, তৎপরে
রূপকপাদির প্রণব-কীটন। শুদ্ধাচার
ব্যতীত ঐনামাদির প্রণব হয় না। ঐনামাদির
প্রণবসেই নিবৃত্তি হয়। যাহার পরিচয়
আমাদের উপর প্রভু-সংস্কার কালে
আমাদের মুখে ঐনাম পকায়িত হইবে না।
ঐনামপ্রণব কোন মানস বা শারীরিক
ক্রিয়ানিষেধ নহে। ভুক্তকামনা ও মুক্ত-
কামনারূপ চক্ষুরূপমুখতা থাকিলে ঐনাম
মুখে উচ্চারিত হইবে না। নামপ্রণবের
জন্ম অন্য কোন ক্রিয় উপাখ্যের অপ্রাপ্ত
নাই। ঐনাম পূর্ণাঙ্গমান, যাহা যাহা
অপ্রাপ্ত, ঐনাম-কীটন তাহার বান্ধা
করবেন অর্থাৎ ঐনাম-কীটনই সকল
অপ্রাপ্ত অপ্রাপ্তির আশ্রয় করিয়া তৎ-
সঙ্গে সঙ্গে বহু অসম্পূর্ণ পাপের তত্ত্ব হইতে
আমাদিগকে মুক্ত করবেন।

ঐনামসংকীটনই একমাত্র উপায়।
কৃতপ্রাণী বোধোদয়কো পদার্থের অন্য
কোন উপায় নাই। নবাবদা ভাবমো-
কীটনই একা, আর প্রণবদ সাক্ষ্য তাঁহার
অর্থ। কীটনপ্রাণে প্রণব হয়, কীটনের
বহু অন্যান্য অর্থপ্রাণ অর্থপ্রাণ আছে।
কীটনের দ্বারা প্রকৃতপক্ষেই হয়। উচ্চ-
কীটনই বিধি। ঐহরুদেবের কীটনই
সমস্ত। যদি কেহ ঐনামাদির প্রণব-
কীটন অসমর্থ হইয়া অস্তরে অস্তরে তাহা
অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলেও তাঁহার
নিঃসংশয় হইয়া থাকে।

ভগবান্‌ 'স্বামী', তৎকাল নাথ সত্য
অমনি ও মানদ হইয়া ভগবান্‌ কীটন করিতে
হয়। নিজাকাল ব্যতীত দেহগোপাণাদি
নিষিদ্ধকালে ও অন্য সময় সমস্ত ঐনাম-
কীটন করার নাম 'নন্দ'ই ঐনামভূত।
ঐভূতসী হারিনামপ্রণব, প্রভৃতি ওৎসব-
ঐনামের অবধি বল অশ্রুত হয়। নাম
করবার সময় প্রাণের স্বরূপ ও নামে অচেতন-
বুদ্ধিপূর্ণক নাম করা উচিত। নাম-সংখ্যা
অধিক হইবে প্রকৃত চেষ্টা অপেক্ষা আশ্রয়

সাক্ষ্য নিরন্তর সাক্ষ্য করিয়া নৈমিত্তিক
করাত সাধুগণাদি। ঐনামাদির কপা
জান ঐনাম-সংকীটন ঐনামকীটন
কপা হয়। প্রকৃত হইতে সাক্ষ্য প্রাণ
ভাগবতের 'নন্দ' ঐনামকীটন সাক্ষ্য
করিয়াছেন। সাক্ষ্য পুণে স্বান-বক্ষা
দ্বারা যে কপা প্রাণ প্রণব, কপা প্রণব
সংকীটন হইতে সেতু মনস 'সকল হইয়া
থাকে। হারিনামের মাধ্যম সাক্ষ্য পুণেই
সমান। কিন্তু অন্যান্যগণ ঐনামকীটন
প্রাণ সাক্ষ্য অশ্রয়প্রাণে সেতু সেতু পুণের
লোকেশু তাহা হইতে বাক্য হইয়াছে।
ঐহারকীটনই একমাত্র সাধন ও মাধ্যম—
এ কথা অমরভাগবান্‌ ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে
পারেন না। কপা জীব সাক্ষ্যে আধোগা,
অধ্যায়, চক্ষুচিহ্ন ও সাধনতালিকা কপা
ভগবান্‌ তাহার প্রাণ রূপাশ্রয় হইয়া
কপিতে কীটন পকায়িত হইয়াছেন। কপা
জীবগণের কীটন-প্রাণে এইরূপ প্রথম
ভগবান্‌ কপা প্রণব কপা সাধুগণাদি
প্রাণগণের কপিতেই 'নন্দ' প্রাণা করিয়া
থাকেন। ঐহারনামে দেশ-কাল-নিষিদ্ধ
গিচি নাই। ঐনামকীটন-প্রাণে অবৈত
প্রথম ভগবৎপরাধন 'সকল হইয়া থাকে।
ঐনাম পুণ, আত্ম, আশ্রিত, পতিত বা
অপ্রাণভাবেও ভগবান্‌ কীটন করিলে
সংসারমুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করিয়া
থাকেন। নিত দৈন্য, নিজাকাল বিজ্ঞান
এবং সূচনা কীটনের অন্তর্গত।

ঐহরুদেব স্বপ্নাম-সাক্ষ্য পর ঐহরুদেব
ঐনামগণের কীটনকালের জন্য অপ্রাণ,
প্রভৃতি তাহাতে যে-সব ভগবান্‌ আছে,
তাহার আমাদেব নিজা কীটন। একমাত্র
'ম'মা যে কীটন, প্রাণ সংকীটন। কীটন
অপেক্ষাও সংকীটন প্রাণ। ঐনামপ্রাণ
বলিয়াছেন,—

হবে প্রভু কইন, - তন স্বরূপ রামরায়।
নাম-সংকীটন কপা প্রথম উপায় ॥
সংকীটন-যে কপা প্রথম-আগমন।
সেতু 'স' মন, পাপ প্রাণের চরণ ॥"
শাস্ত্র শাস্ত্র বলাইছেন,—
"হইন ম হইনাম হইন মৈব কবলম্,
কপা নাশ্রোণ নাশ্রোণ নাশ্রোণ

গতিরনাম ॥"

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গতি।

রাধা কৃষ্ণ প্রেম যার, সেই নতু পদা ॥

ତଟେନ ମହାପ୍ରଭୁଟି ସାକ୍ଷିନାମ -- ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ସେବା-

ইংরেজে সে খীড়ি করেন সম্রাট সম্রাট :

পল্লী ও শহর অঞ্চলে এইরূপ আরও বহু-
বটন কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য জেলা কল-
লেককে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে

শ্রীমান-মাস্তাপুর নদীয়া প্রকান প্রকিঃ ওয়ার্কস্‌ হাউজে শ্রীমদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বাবধায়ী সম্পাদিত
শ্রীমদবিশেষ তত্ত্বাবধায়ী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গৃহস্থ, বৈরাগী হ'লে বলে গোরামার।
 দেখে তার, নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়।
 বহু কাল-সাক্ষর তাই নাহি পছন্দ।
 কখনোমাত্র তবু কবিতা জীবন।
 বহুজীবন বরা কবি কল হইল নাম।
 কলি জীবন বরা কবি কল হইল নাম।

গোরামার।
 একান্ত লক্ষণভাবে তবু গোরামার।
 তবে ত' পাইবে তাই প্রীতিকর।

(প্রিয়মহাবর্ত)

অসংস্কৃত প্রিয়মহাবর্ত হয় না, একথা
 ভাবিয়া কোন কোন অত্যন্ত হরিবিশ্ব জীব
 চরিত্র হইয়া উঠিলেও সাধুশাস্ত্র ভাষ্যের
 বলেন যে, অসংস্কৃত কখনও হরিবিশ্ব
 হইতে পারে না। অসংস্কৃত হরিবিশ্ব।
 হরিবিশ্বের সঙ্গে হরিবিশ্ব জীব কি কখনও
 সেবামুখ হইতে পারে? সুতরাং তাহার
 চরিত্র হইতে শুদ্ধনামও কীর্তি হইতে পারে
 না। সেবামুখ না হইলে বা সেবামুখ
 না হইলে সেবা আসিবে কেন? উদ্ভবের
 সঙ্গে উদ্ভবতা হয়, তখন সেবামুখ
 হইতেই প্রিয়মহাবর্ত আসে।

প্রিয়মহাবর্ত সর্বশ্রেষ্ঠ তখন।
 শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ বলি কেন, প্রিয়মহাবর্ত
 একমাত্র তখন প্রিয়মহাবর্ত-কলেক্ট কলেক্ট
 চরিত্র হয়। যথা -

"প্রিয়মহাবর্ত হইতে বহু কলেক্ট।"
 (চৈঃ চঃ)

গোরামার প্রিয়মহাবর্ত গোলামী প্রভু
 নিত্যই অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

বহু কল করে যদি প্রিয়মহাবর্ত।
 তবু ত' না পায় কলেক্ট প্রেমমহাবর্ত।

একমাত্র কলেক্ট প্রিয়মহাবর্ত
 হইতে কলেক্ট উদ্ভব হয়। এত কল
 পায়। আবার বহু কল প্রিয়মহাবর্ত হইলেও
 পম্পাও হয় না—একরূপ হইবার চরিত্র
 কলেক্ট তাৎপর্য কি? তাহার দ্বারা কি স্পষ্ট
 হইয়াছে না যে, বহু কল "কলেক্ট" নাম
 প্রিয়মহাবর্ত হয় না; পরন্তু প্রেমমহাবর্ত
 শুদ্ধনামের মত কিন্তু "নামপ্রিয়মহাবর্ত" কীর্তি
 প্রদায়ক। যদি নাম কীর্তি হইত, তাহা
 হইলে তৎকালীন প্রেমমহাবর্ত প্রকাশ
 পাইত। যথা,—

"এক কলেক্ট করে সর্বপাশ-নাশ।
 প্রেমের কারণে কলেক্ট করেন প্রকাশ।
 অন্যভাবে ভাবিলে, কলেক্ট সেবন।
 এক কলেক্টের ফলে পাই এত ধন।
 এক কলেক্ট যদি পায় বহু ধন।
 তবু যদি প্রেম নহে, নহে প্রকাশ।
 তবে জানি তাহাতে অপরায় প্রভু।
 কলেক্ট-বীজ তাহে না হয় অশুভ।"

(চৈঃ চঃ)

প্রিয়মহাবর্ত অদ্বিতীয় তেজা। আর
 বিচার নিত্যমোক্ষ। তেজার সহিত
 গায়ের লক্ষণে চিত্তবিকার না আসিয়া

পারে না। শুদ্ধনাম হইলে চিত্তবিকার
 নিশ্চয়ই হইবে—কীভাবে পাগল করিবে।
 তখন জীব আর বৈধা রাখিতে পারে না। যে-
 তাগাবান্ পুরুষের সেবামুখ জিহ্বা শুদ্ধ
 চরিত্র নাম উদ্ভব হইবার জীবনবিক্রিয়া
 উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কলেক্ট অর্থাৎ
 কলেক্ট কোন কলেক্টের কারণ উপস্থিত
 হইলেও অসংস্কৃততা, অসংস্কৃততা অর্থাৎ
 প্রতিমুহূর্ত—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা
 তগবৎসেবামুখতা, বিবর্তিত অর্থাৎ কলেক্ট-
 বিবর্তিত আত্মবিকার অসংস্কৃততা, মানসিকতা
 অর্থাৎ উদ্ভব হইয়াও আপনাকে ভূগবৎ জ্ঞান,
 আশাবদ্ধ অর্থাৎ তগবৎসেবাশ্রী সর্বক
 দৃঢ় সম্ভাবনা, সম্ভবতা অর্থাৎ নিত্যমহাবর্ত
 কলেক্টপ্রত্যয়ভেদে জ্ঞান অত্যন্ত সূক্ষ্মতা, নাম-
 গানে সঙ্গীত, তগবৎসেবা গুণগীর্তনে
 আসক্ত এবং তগবৎসেবায় অর্থাৎ প্রিয়মহাবর্ত
 প্রীতি—এই নবমিহ লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা
 যাইবে। মনঃসত্ত্বাক, প্রাকৃত ব্যক্তিগণের
 চিত্তে অপরায় থাকার বহুবার (নামপ্রিয়মহাবর্ত)
 প্রাপ্তিও প্রিয়মহাবর্তপ্রাপ্তির অত্যন্ত
 তাগাবৎ চিত্ত প্রদায়ক হয় না। এতরূপ ব্যক্তি-
 গণের অসংস্কৃততা বাহ্য লক্ষণ থাকিলেও
 তাগাবৎসেবা অপরায় হইতে পারেন। তাগাবৎসেবা
 কলেক্ট, সুতরাং নিত্যমহাবর্ত, কিন্তু সাধুসেবায়
 অনর্থক হইবার পর তাগাবৎসেবা চিত্তে
 নিষ্ঠা, দৃঢ় প্রত্যয় আসিলে চিত্ত প্রদায়ক হইতে
 পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিকরূপ অপরায়
 বিদূষিত হয়। কিন্তু তাগাবৎসেবা চিত্তপ্রদ
 হইলেও (অপরায় নিত্যমহাবর্ত) চিত্তের কাঠিক
 থাকিয়া যায়, তাহা হইলেও তাগাবৎসেবা আনিতে
 হইবে।

অসংস্কৃত কখনও প্রিয়মহাবর্ত উদ্ভব
 হয় না। অসংস্কৃত বহু কলেক্ট "নামপ্রিয়মহাবর্ত"
 দেখিতে নামের মত হইলেও নাম নহে—
 নামপ্রিয়মহাবর্ত। প্রিয়মহাবর্ত ও নাম দেখিতে
 একরূপ হইলেও উদ্ভবে যে একমাত্র নহে,
 তাহা উদ্ভব বহু কলেক্ট হইতেই বুঝা
 যায়। জেনাকী পোকা দেখিতে আশ্রয়ের
 মত হইলেও উহা দৃঢ় করিতে পারে না,
 কিন্তু দ্বিগুণপাই বা সামান্য একটু আশ্রয়
 ফলক গুণ দৃঢ় করিয়া দেয়। ফলপাল
 হইতেই বুঝা যায়—কোনটি সত্যমহাবর্ত ও
 কোনটি নকলমহাবর্ত।

নামপ্রিয়মহাবর্ত ও নাম এক নহে।
 নামপ্রিয়মহাবর্তের মধ্যে ছাড়া নামপ্রিয়মহাবর্ত ও প্রত্যয়
 নামপ্রিয়মহাবর্ত এক নহে। অত্যন্ত ব্যক্তি তখন
 হইতে অধিক দূরে অসংস্কৃত বলিয়া তখন
 রাজার এত দৃঢ় পদার্থগুলি বুঝিতে পারে
 না। একমাত্র সাধু কলেক্ট হইলে ইহা
 পরিষ্কার বকয়ে বুঝা যায়।

প্রিয়মহাবর্ত প্রাকৃত চিত্তপ্রদায়ক নহে।
 সাধুসেবায় অর্থাৎ সৎসঙ্গের আশ্রয়তো যখন
 আমাদের জিহ্বা সেবামুখ হয়, তখনই যতঃ
 প্রকাশ প্রিয়মহাবর্তপ্রদায়ক শুদ্ধনাম

আমাদের সেবামুখ জিহ্বার বহু প্রকাশিত
 হয়। অপরায় শুদ্ধনামপ্রিয়মহাবর্ত বহু
 তগবৎসেবামোক্ষ, তাহাও নামপ্রিয়মহাবর্ত। তাহা
 জীব বিবর্তিত হইতে মুক্ত হইয়া
 তটস্থতা লাভ করেন। প্রিয়মহাবর্তের
 কোন নামপ্রিয়মহাবর্ত ছিল না। নামপ্রিয়মহাবর্ত
 তাহাও মুক্তি হইয়াছিল। গোরামার
 প্রিয়মহাবর্ত চরিত্রী ঠাকুর লিখিয়া-
 ছেন,—“কেহ যদি বলেন যে, যেসকল
 ব্যক্তি গো-গর্দভাদির দ্বারা বিবর্তিত সঙ্গীত
 চরিত্র হইয়া থাকে, কে তাগাবান্, তাকেই
 বা কি, কেই বা শুদ্ধ—এই সকল কথা
 শ্রবণে জানে না, সেসকল ব্যক্তিও যদি
 নামপ্রিয়মহাবর্ত প্রিয়মহাবর্তের দ্বারা নাম-
 প্রিয়মহাবর্ত হইতে অসংস্কৃত প্রিয়মহাবর্তপ্রদায়ক
 করে, তাহা হইলে তাগাবৎসেবা শুদ্ধ অর্থাৎ
 সাধুসেবা ব্যতীতই উদ্ভব হইতে পারে।
 তখনই বহু—প্রিয়মহাবর্ত, তাগাবৎসেবা উপস্থিত
 তখন এবং সেই তখনই উপস্থিত শুদ্ধ
 (সাধুসেবা)। শুদ্ধনামের তৎকালীন পুরো
 পুরো চরিত্রিক লাভ করিয়াছেন—এতরূপ
 বিবর্তিত হইয়াও কলেক্টপ্রিয়মহাবর্ত মনঃসত্ত্বাক
 (সেবামুখ) রসনা-স্পর্শমহাবর্ত দৃঢ় দান করে,
 লীলা, সংক্রিয়া বা পুরুষাদি বিধকে
 কলিকাতাও অপেক্ষা করে না—এইমাত্র
 প্রমাণ দেখিয়া এবং প্রিয়মহাবর্তের শুদ্ধ-
 করণ ব্যতীতও নামপ্রিয়মহাবর্ত মুক্ত হইবার দৃষ্টান্ত
 দেখিয়া প্রিয়মহাবর্ত মনে করেন যে, “আমাদের
 শুদ্ধনামপ্রিয়মহাবর্ত প্রেমের আবশ্যকতা কি, নাম-
 কীর্তনাদির দ্বারা তাহা তাগাবৎসেবা তগবৎসেবা
 হইতে পারে?”—এতরূপ মনঃসত্ত্বাক ব্যক্তিগণ
 শুদ্ধনামপ্রিয়মহাবর্ত মহাপ্রদায়কঃ তগবৎসেবা-
 প্রাপ্তি হইতে পারেন। কিন্তু সেটুকুই বা
 প্রমাণের তাগাবৎসেবা অপরায় শুদ্ধ হইবার পর
 প্রিয়মহাবর্ত চরিত্রিক করিলে (অর্থাৎ মহাপ্রদায়ক
 বা সাধুসেবামুখতা হইলে) তাগাবৎসেবা
 তগবৎসেবা সন্তোষ।

প্রিয়মহাবর্তী ঠাকুরের উপদেশসমূহেরও
 বুঝা যায় যে, সাধুসেবায় প্রত্যি অনাচার ক'রয়া
 কখনও শুদ্ধনাম হইতে পারে না।
 প্রিয়মহাবর্তের দৃষ্টান্তেও আমরা দেখিতে পাই
 যে, তিনি সৎসঙ্গ-বহিত, অপরায় শুদ্ধ ও
 সাক্ষ্যরূপ নামপ্রিয়মহাবর্ত বিবর্তিত হইতে
 মুক্ত হইয়া তটস্থতা লাভ করার পর কিছু-
 কিছু অর্থাৎ সাধু বা বৈকল্যমহাবর্তে
 তাগাবৎসেবা অটক এবং তাগবৎসেবা প্রদায়ক
 এবং নমস্কার দ্বারা তাগাবৎসেবা সেবা
 করার তাহার নমস্কারের মত অসংস্কৃত ও
 নামকীর্তনরূপ শুদ্ধনামপ্রিয়মহাবর্ত অসংস্কৃত
 প্রত্যি প্রিয়মহাবর্তী হইতে উদ্ভব হইয়াছিল।

"কলেক্টে আমরা কিছু আচ্ছ"—এতরূপ
 অসংস্কৃত ব্যক্তির মুখে প্রিয়মহাবর্ত কখনও
 কীর্তি হয় না। অত্যন্ত ব্যক্তির সেবামুখ
 জিহ্বাতেই প্রিয়মহাবর্ত উদ্ভব হয়। সাধুসেবা-
 প্রত্যি প্রিয়মহাবর্ত তটস্থতার দ্বারা

অসংস্কৃত সর্বমুখিক সেবামহাবর্ত প্রদায়ক
 প্রেমমহাবর্ত প্রদায়ক হইতে মুক্ত হইয়া কিছু
 সৎসঙ্গীতের শুদ্ধনামকীর্তনাদিও পায় হয়
 এবং শুদ্ধনামের পর বহুসংস্কৃত লাভ
 করেন।

প্রিয়মহাবর্তপ্রদায়ক প্রিয়মহাবর্ত। আর
 অসংস্কৃতপ্রদায়ক প্রিয়মহাবর্তের আচার।
 শুদ্ধনাম অসংস্কৃত প্রেমমহাবর্ত নামকীর্তনকারী
 নহে, তাগাবৎসেবা কলেক্ট নামপ্রিয়মহাবর্ত
 দ্বারা, তাহা বলিতে পারেন।

প্রিয়মহাবর্তপ্রদায়ক। তজ্জি, তগবৎসেবা-
 প্রদায়ক ও কলেক্টের বিবর্তিত—এত তিনটি
 প্রিয়মহাবর্ত উদ্ভব হয়। তাগাবৎসেবা শুদ্ধ
 দ্বারা যে, প্রিয়মহাবর্তপ্রদায়ক অসংস্কৃত প্রিয়মহাবর্ত
 ব্যক্তিহইতে পায় না। বহু-তগবৎসেবা প্রিয়মহাবর্ত-
 প্রদায়ক বলিয়াছেন,—

"সৎসঙ্গের বিনা কোন কলেক্ট তজ্জি নয়।
 কলেক্টের দূরে বহু সংস্কৃত নহে কলেক্ট।
 সাধুসেবা, সাধুসেবা সৎসঙ্গের কলেক্ট।
 লক্ষ্যমাত্র সাধুসেবা সৎসঙ্গের কলেক্ট।"

(চৈঃ চঃ)

একমাত্র প্রিয়মহাবর্ত প্রদায়ক প্রদায়ক
 হইবে। অর্থাৎ ছাড়া প্রিয়মহাবর্তপ্রদায়ক
 হইবে। যে শুদ্ধ বহু করেন, নাম-প্রিয়মহাবর্ত
 ব্যতীত অর্থাৎ প্রিয়মহাবর্ত না। নিত্যমহাবর্তে
 প্রিয়মহাবর্ত প্রদায়ক প্রদায়ক করিতে করিতে
 কলেক্ট প্রদায়ক আচারে প্রিয়মহাবর্ত অর্থাৎ বহু
 হইবে, সমস্ত তাগাবৎসেবা তাগাবৎসেবা তাগাবৎসেবা
 কলেক্ট, সাধুসেবা, অপরায় কলেক্ট প্রিয়মহাবর্ত
 প্রদায়ক প্রদায়ক প্রদায়ক করিতে হইবে।
 প্রিয়মহাবর্ত প্রদায়ক প্রদায়ক হইলে শুদ্ধ প্রদায়ক
 ছাড়বে না। সাধুসেবা প্রদায়ক সাধুসেবা কলেক্ট-
 নাম করিলে অর্থাৎ অপরায় হইয়া প্রিয়মহাবর্ত
 প্রদায়ক প্রদায়ক। বহু-তগবৎসেবা-প্রদায়ক
 সেবামহাবর্ত জীবন-দায়ক করেন, তিনিই নিত্য-
 মহাবর্ত লাভ করেন।

সকল সৎসঙ্গ বিবেচ্য সাধুসেবা না হইলে
 বিদ্যে পড়িতে হইবে। সৎসঙ্গ মহাপ্রদায়ক
 পথে চলিতে হইবে। নিজ কলেক্ট মনো-
 যন্ত্রের পথে চলিলে অসংস্কৃত হইবে।
 শ্রোতব্যই তজ্জি। কলেক্টের তজ্জি।
 যে বহু দর্শনে আমার প্রিয়মহাবর্ত কলেক্ট মনে
 হয় তাহা বহুদর্শনে শুদ্ধ হইলেও আমার
 মন হইবে। আর প্রিয়মহাবর্ত প্রদায়ক সৎসঙ্গ
 যদি প্রিয়মহাবর্ত প্রদায়ক না হয়—তগবৎসেবা
 দর্শন না হয়, তাহা হইলে তাহা আমাদের
 সৎসঙ্গ করিবে। কলেক্টের বিবি
 আর কলেক্টের অর্থাৎ। তাহাতে
 কলেক্ট নাহি। তাহা তজ্জি নহে।
 কলেক্ট বা কলেক্টপ্রদায়ক জীব জীবনের
 সৎসঙ্গ। কলেক্ট বিনা এ সংসারে
 সবই বিধা।

এই নির্দ্ধারিত মূল্য কমাটরা গভর্ণমেন্ট
গত ১৪ই জুন হইতে কাঁচিকরী কারিগর ভক্ত
নিয়ন্ত্রণ আদেশকারী করিয়াছেন। উপরোক্ত বক্ত
জেনারেল—চাউনকলসমূহ বাতীত, ব্যবসায়িক
কর্তৃক নিরীকৃত চাউনের সর্বোচ্চ দর হইবে
প্রতিমণ ১৩০ আনা এবং কৃষকগণ কর্তৃক
নিরীকৃত চাউনের সর্বোচ্চ দর হইবে প্রতিমণ
১২৫০ আনা। কারিগরীদের ভক্ত ধানের দর
হইবে প্রতিমণ ৭৫০ আনা এবং কৃষকগণের
ভক্ত ধানের সর্বোচ্চ দর হইবে ৭৫০ আনা।
অবাশিষ্ট জেনারেল চাউন ও ধানের সর্বোচ্চ
দর এইরূপ থাকিবে।

উপরে যে দর দেওয়া হইল: তাহার
অপেক্ষা অধিক মূল্য চাওয়ার অংশদ্বায়ে তিন
বৎসর পর্য্যন্ত জেল হইবে। কিন্তু উক্ত মূল্য
অপেক্ষা কম মূল্যে খান ও চাউল দিবার কথা
বাইতে পারা এবং অনেক জেলাতে বিক্রয়
করা হইতেছেও। পরবর্তী এক তারিখে
স্বাধীনতা বিজ্ঞাপিত করিয়া মূল্য আরও না
কমানো পর্য্যন্ত এই নতুন মূল্য চালু থাকিবে।

আই.এ. আই.এস.সি পরীক্ষার ফল
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ও
আই-এস.সি পরীক্ষার ফল প্রকাশ
হইয়াছে।

ଆର୍ଟ ଏ ପତ୍ରିକାର ଗତକର୍ତ୍ତା ୩୯ ଜନ
 ପତ୍ରିକାଦୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି । ମାଧ୍ୟମ ଏତ
 କମ ହାର ଅନେକ ବସ୍ତ୍ରର ଦେଖା ଦାମ ନାହିଁ ।
 ଆର୍ଟ-ଏମ୍‌ସି ପତ୍ରିକାର ଗତକର୍ତ୍ତା ୫୧'୧ ଜନ
 ପତ୍ରିକାଦୀ ମାମ୍ମ କରିଅଛନ୍ତି । ଆର୍ଟ-ଏ
 ପତ୍ରିକାର ୬,୨୦୦ ଜନ ଏବଂ ଆର୍ଟ-ଏମ୍‌ସି
 ପତ୍ରିକାର ୧,୦୧୨ ଜନ ଛାଡ଼ି ପତ୍ରିକା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
 ମୋଟ ୩୧୦ ଜନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହି ବସ୍ତ୍ରର
 କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ ପତ୍ରିକା ଦିବାର ଅବସାଦ
 ମାତ୍ର । ଆଗାମୀ ମୁକାବଳାର ମୁକ୍ତି
 ଏହିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚ ପତ୍ରିକାର ଗ୍ୟାସ୍‌ କରା
 ହେଉଅଛି ।

ত্রিপুরায় স্বাক্ষর-উৎপাদন এজেন্সী

অধিকতর খাত্ত-শত উৎপাদন অভিযান
কাথিকরী করার জন্য কৃষি অফিসার
কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হাটগঞ্জে বীজ-
বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। এখানে
১৫ প্রকার খাত্তের বীজ বটনের জন্য প্রাথা
হইয়াছে। উক্ত কেন্দ্রগুলিতে সারও প্রদ-
ানিতে পাওয়া যাইবে।

ক্লাব অফিসার পাত্ত জমি চাষের জন্য
এবং গৃহসংলগ্ন শাকসব্জীর বাগানে আর্থ
পরিমাণে শাকসব্জী কৃষ্যেবোর জন্য আবেদন
করিয়াছেন। খাজ, শাকসব্জী ও ফলের
মণ্ডলখরীদী বীজও বর্জন করা হইতেছে।

ধান ও চাউলের দর আরো হ্রাস

বে-সামগ্রিক সরবরাহ-বিভাগ হতে
গত ৫৫ জুন. তারিখে নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন
প্রচার করা হইয়াছে। ধান ও চাউলের দর
কমাবধা আনা সম্পর্কে গভর্নমেন্টের ঘোষিত
নীতি অনুসারে গত ১৫ই জুন হতে ধান ও
চাউলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রিত পারকারী দর
আরও হ্রাস করা হইতেছে। বাঁধা সর্বোচ্চ
যে দরে এগুন চাউল ও ডাউল ও খাজ বিক্রীত
হইতেছে তাহা এইরূপ বর্জমান, বীরভূম,
বীড়ুয়া, মেদিনীপুর, বনোহর, খুলনা, ময়মন-
সিংহ, বাঁধরগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর,
কলপাটগুড়ী, বরুড়া ও মালদহ—এই সকল
জেলাতে চাউল-কলসমূহ ব্যতীত পারকারী
বাবসামগ্রীগণ কত্বে প্রতিমণ চাউলের
মূল্য ১৩৮০ আনা এবং কৃষকগণ কত্বে
বিক্রীত প্রতিমণ চাউলের মূল্য ১৩ টাকা।
উক্ত জেলাসমূহে পারকারী বাবসামগ্রীগণ
কত্বে বিক্রীত ধানের মূল্য প্রতিমণ ৭০
আনা এবং কৃষকগণ কত্বে বিক্রীত ধানের
মূল্য প্রতিমণ ৭০ আনা।

অর্থায়ন প্রোগ্রামের চাউন-কলসন
 বাতীত লাইকারীগন কর্তৃক বিক্রীত চাউনের
 দর প্রায় ১৪০ আনা এবং কৃষকগণ
 কর্তৃক বিক্রীত চাউনের দর প্রায় ১৪
 টাকা। লাইকারীগন কর্তৃক বিক্রীত প্রায়
 ১৪০ আনা এবং কৃষকগণ কর্তৃক
 বিক্রীত প্রায় ১৪ টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার

ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ,	ମାଗଣା ଦିନର ଭାଗ
କାଳୀକାଳୀ ମାତାଙ୍କ କାଳ ୨୦	୨୦
" " ମାତାଙ୍କ କାଳ ୧୫	୧୫
" " କାଳୀଙ୍କ କାଳ ୧୫	୧୫
" " କାଳୀଙ୍କ କାଳ ୧୫	୧୫

এক বৎসরের কয় চাঁদ লটলে নয় বছর

শ্রীমদ্রসস্বতী-সংলাপ

পনতালীনাথান্ট ঐবকুশার ঐম্মমতাক-
 ১-কাকসরবতী গোবানী ঐকুশার কাকস-
 সাকসবতীর বে মকল সাকসবতীর সাকস-
 কাকসবতীর, কাক সাকসবতীর কাকস-
 কাকসবতীর। সাকসবতীর।

देवप्रदाया श्रीधर

ঈশ্বরদেবতার বিবরণ কীর্তন-চরিত,
 কলিকাতা ও শ্রীকৃষ্ণ-সংগে বাংলা ভাষায়
 লিখিত গ্রন্থ। মূল্য ২০ টাকা।

मातृदान—(विभागणी)-अवधि, १ :
 विभागावधि, २ : १ ।

সাপ্রদায়িকতা

সম্ভব

নিরপেক্ষ তত্ত্বজ্ঞান-পূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ
হাওড়ার 'কল-সম্বন্ধে' ভাড়া-দাবা'র-সমন্বয়ে
আজিও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনায়
গ্রন্থটির এবং পঞ্চদশসম্বন্ধে মানবজাতক
সাধারণ অসমর্থ নিরাকৃত হয়েছিল।
মহা দেব দাস

শ্রীমদ-মহাপুত্র নন্দনাথপ্রকাশ প্রিণ্ট ওয়ার্কস্ হাইডে শ্রীমদীশোণাল বন্যোপাধ্যায় ভক্তিনাথী সম্পাদিত
 . শ্রীমদবিশ্বেশ্বর ভক্তিনাথী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যক কল্যাণকরক
—
শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
—
চিত্রিত অমূল্য কল্যাণকরক
—
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
—
ইহা মূল্যবান।
—
নিজাপাঠ।
—
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
—
পোঃ শ্রীমাদ্রাধু, নবীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দৈনিক
—
শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
—
চিত্রিত অমূল্য কল্যাণকরক
—
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
—
ইহা মূল্যবান।
—
নিজাপাঠ।
—
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
—
পোঃ শ্রীমাদ্রাধু, নবীয়া।

১৯৮৮ বর্ষ

১৮ বামন পৌরষ ৪৫৮. ১০ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ

২৪শে জুন ইং

১৯৪৪, শনিবার

৭৭-৭৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ বামন, অমূল্য কল্যাণকরক পৌরষ ৪৫৮

মঠবাসী

—:::(*):::—

মঠবিদগ্ধি ছাত্রা বসিন্ ইতি মঠঃ।
যাহাতে পরমার্থলিখিতগণ আচাধ্যের
অনুগত হইয়া বাস করেন, তাহাই মঠ।
সাধারণ গৃহ—ভোগাগার, আর মঠ—
ঈশ্বরসেবারাগার। যেখানে ভোগের প্রাবল্য,
সেখানে সফলতাই ন-ব প্রাণত্যাগের জন্ম
বাত্ত বা বড় হইবার জন্ম থাকে; আর
যেখানে অকপট সেবার কথা, সেখানে পূর্ণ
আনন্দভাষ্য বর্তমান এবং সফলতাই তাল
হইবার জন্ম বর্তমান। শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
প্রভুপাদ সাক্ষীভবপ্রবর্তক শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
অনুগত গোষ্ঠীমণ্ডলের আশ্রয়বিগ্রহের
আনন্দভাষ্য বিষয়বিগ্রহের সেবার জন্মই মঠ বা
মিনন স্থাপন করিয়াছেন। পরমার্থভাষ্য
শ্রীশ্রী আচাধ্যের বাসগৃহে, —'মঠ'—
বৃগবৎ আশ্রয়-আশ্রয়রূপে ভগবৎপ্রদ ও
ভগবৎপ্রদগামী আশ্রয়বিগ্রহকে বুঝায়।
যেখানে বহু সেবক শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
আনন্দভাষ্য আচাধ্যের বিষয়বিগ্রহের সেবার
নিবৃত্তি থাকেন; সেই ভগবৎপ্রদগামী-পরিবৃত্ত
ঈশ্বরভাষ্য ও শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
'মঠ'—নামের অর্থ শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
সম্প্রদায় বা মিনন, মুখ বা গোষ্ঠী। গোষ্ঠী।
নামিনন সেখানে আশ্রয়বিগ্রহের পদপ্রদ

গুরুভুক্ত পরম্পরকে বিষয়বিগ্রহের সঙ্গে
মিলন করাইবার জন্ম—সেবার জন্মই মঠ
জন্ম বর্তমান।

শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
'মঠ'—নামের অর্থ শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
'মঠ'—নামের অর্থ শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
আনন্দভাষ্য আচাধ্যের বিষয়বিগ্রহের সেবার
নিবৃত্তি থাকেন; সেই ভগবৎপ্রদগামী-পরিবৃত্ত
ঈশ্বরভাষ্য ও শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
'মঠ'—নামের অর্থ শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
সম্প্রদায় বা মিনন, মুখ বা গোষ্ঠী। গোষ্ঠী।
নামিনন সেখানে আশ্রয়বিগ্রহের পদপ্রদ

মঠবাসী পত বিপদ, পত গজনা ও পত
পাশ্চাত্য ও গুরুসেবা ছাড়েন না। ভগবৎপ্রদ
আনন্দভাষ্য লোক অকপট হইবার কথা
গ্রন্থ করিতেছেন না দেখিয়া তিনি নিরুৎসাহিত
হন না, নিজভজন ও নিজস্ব স্বকল্যাণ-
প্রবণ-কীর্জন ছাড়েন না। তিনি ভগবৎপ্রদ-
হনীচ ও ভগবৎপ্রদ সফল হইয়া এক অমূল্য-
জ্ঞানের অপ্রাকৃত ঠাণ্ডাভূষণ উদ্দেশ্যে
আশ্রয়বিগ্রহের আনন্দভাষ্য সফল হইবার কীর্জন
করেন। তিনি জন্মে জন্মে শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ নিজের স্বরূপ ও সর্বত্র
বসিয়া থাকেন। এজগতের কাহারও প্রতি
তিনি অশ্রদ্ধাশ্রদ্ধ বা বিরাগবিশিষ্ট হন না।
বত বিন্দুই আনন্দ, ভগবৎপ্রদ সর্বত্র লোক স্বরূপ

০৪৮৮ পদ্য, তথাপি আমি আমার সেবার
পরিচয় করিব না'—একজন ঐকান্তিকতা
ও দৃঢ়তা প্রকৃত মঠবাসীর জন্মে অমূল্য
কাগজক থাকে।

মঠবাসী নিজেকে শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
অভিমান করেন। 'শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ'—এই
নিচয়ভিমানরূপ ভূগাদপি হনীচতা তাঁহার
আছে। তিনি নিজের অযোগ্যতা জানিয়া
কৃপাভিখারী হইয়া সত্য কৃপার প্রতি নির্ভর
করিয়া কৃপাভিখারী জন্ম অমূল্য বর্তমান এবং
তরু অগেফাও সফল। তিনি জন্মবীণ।
এ জগতে তাঁহার শ্রদ্ধাশ্রদ্ধ কেহ নাহি।
তিনি সমদনী। তিনি গুরু বা বিপদকও
ভগবৎপ্রদ জানিয়া অবিচলিত-চিত থাকেন।
তিনি সত্য দার প্রার্থী ও কাল। তিনি
প্রাণীভাষ্য বা অমানী। সকল জীবে
শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ তিনি সকলকে
যথাযোগ্য সম্মান দিয়া থাকেন। তিনি
শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ কৃপাভিখারী শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
ভগবৎপ্রদ, ভগবৎপ্রদ সফল ও
অমান-মানব হইয়া অমূল্য বর্তমান করেন।

মঠবাসী প্রভব করেন না। তিনি
বৃদ্ধবৈরাগ্যবান। তাঁহার জীবন আনন্দভাষ্য
ও দৈবভূষিত। তিনি কাহা ও উপর
প্রভব করেন না, সকলকেই গুরুভুক্ত
সম্মান করেন। তিনি শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
নিজপট ভূত বৈকল্যগণের মধ্যে কাহার
গুরুসেবা-প্রবৃত্ত বর্তমান আছে। সেই
বৃত্তিটুকু "শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ" জানিয়া
তৎপ্রতি অকপট ন্যস্তার বিধান করেন এবং
নিজে অকপট সেবাদৈবভূষিত হইয়া
সকল শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ সেবার
আনন্দভাষ্যসম্প্রদায় সত্য বর্তমান থাকেন।
তিনি পরিনন্দা বা পদপ্রদ করেন না।
তাঁহার জন্মে সত্যভাষ্যসম্প্রদায় প্রবল থাকার

ছাত্রাশ্রয়সম্প্রদায় মনিকাভুক্তি তাঁহাকে
সম্প্রদায় করিতে পারে না। তিনি নিরুৎসাহ
আনন্দভাষ্যের সত্য ভগবৎপ্রদ বর্তমান। তিনি
অসম্প্রদায়গণের পদপ্রদ প্রাণীভাষ্য সত্য
সম্প্রদায় করেন এবং 'ভগবৎপ্রদ' থাকেন।
তিনি সফল কৃপার প্রাণীভাষ্য করেন। সফল-
ভগবৎপ্রদ ছাত্রা গাত নাহি, তাহা 'তিনি অমূল্য
অমূল্য অমূল্য করিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস
করেন। তিনি কৃপার কাল হইয়া কার-
মনোবাক্য সেবার জীবনভাষ্য করেন।
তিনি করোভুক্ত সফল প্রাণীভাষ্য প্রাণীভাষ্য
করিয়া থাকেন। 'আমার সমান হীন নাহি
এ সম্প্রদায়'—এই বিশ্বাস তাঁহার জন্মে
বর্তমান থাকে। তিনি একমূল্যভুক্ত প্রাণীভাষ্য-
পদ্য বিশ্বাস হন না। তিনি গুরুভুক্ত
সম্প্রদায় বিশ্বাসে সফলভাষ্য সেবার নিময়
থাকেন। তিনি অমূল্যভুক্ত প্রাণীভাষ্য পদ্য
না। তিনি সকলকে গুরুভুক্ত করেন।
তিনি নিজের জন্ম কিছু করেন না। তিনি
সম্প্রদায়সম্প্রদায় শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
করেন। শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ শ্রীশ্রীকগোরাধো জয়তঃ
আনন্দভাষ্য আছে। তিনি বিশ্বাস ও চরু।
'কৃপা কৃপা করবেন, দৃঢ় করি' কানে'—এই
বিশ্বাস তাঁহার আছে। তিনি হইবে
সত্য সত্য বৃত্ত থাকেন।

"রাহিনন করে তেঁহো নামসংকীর্জন।
কলমায় নাহি ছাড়ে পড়র চরণ॥"
(চৈঃ ৫ঃ)

মঠবাসীর সহিত নির্জন নির্জন
বা বৃদ্ধভাষ্যের পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য এই
যে, মঠবাসী বিধি ও অশ্রদ্ধাশ্রদ্ধের সত্যভাষ্য
হইয়া এবং অমূল্য থাকিয়া আচাধ্যের
করিতে করিতে নিত্যমূল্য লাভ করেন, আর
নির্জনবাসী সেইরূপ কোন অশ্রদ্ধাশ্রদ্ধের
বশবর্তী হন না।

সবার জীবন কৃষ্ণ জন্মক সবার। হেম কৃষ্ণ যে না ছাড়ে সর্বত্র ব্যর্থ তার ॥

মঠকে পারমাণবিক হাসপাতালও বল।
 বাঃ নিত্যমঙ্গলসিঁতারে অস্ত্র এই পক্ষের
 তপস্বী সেনানে বাস করে। সব রোগীকে
 চিকিৎসা মনে নয়া ঠিক নত। তবুতো
 কাতারও রোগ কঠিন, কাতারও রোগের
 স্ফোপ ক্রম, কেব না স্তম্ভ-পায়; স্তম্ভঃ
 সকলকে একাকার করিল চপিলে না। এট
 হাসপাতালে সাধুঃস্তম্ভ আছেন এবং
 তীহাদের সহকারীও থাকেন। এট বৈজ্ঞ ও
 সহকারীকে রোগী মনে করিতে হইবে না।
 রোগীর পথ্য ও বাসস্থান এবং স্তম্ভের পথ্য
 ও বাসস্থান এক হইতে পারে না। স্তম্ভঃ
 হাসপাতালের বকমারি বাবস্থা দেখিয়া
 বিস্মিত ও স্তম্ভ হইতে হইবে না। নিজে
 স্তম্ভ হইবার জন্য স্তম্ভের নিদেশমত জীবন-
 যাপন করিতে হইবে। কোন রোগীর
 স্বাস্থ্যতা, পতন বা রোগের স্ফোপ দেখিয়া
 'ভীত হইতে হইবে না; পরন্তু কৃপার প্রতি
 নির্ভর করিয়া সকল আশ্বাসনাগে স্তম্ভের
 কাঁকতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গ কাতকে
 কখন কৃপা করিবেন, তাহাও ঠিক নাহ। যে
 কোন রোগী আমার পুণ্যে কৃপালাভ
 করিয়া স্তম্ভ বা সেবাধিকার লাভ করিতে
 পারে। স্তম্ভঃ কাতারও সমালোচনা বা
 দোষাভাসনা করা উচিত নহে—এই বচন
 মঠবাসীর থাকবে। কোন মঠবাসী অস্ত্র-
 মতঃ সেবার কোন ক্রটি করিলে অথবা
 কাতার সমালোচনা না করিয়া স্তম্ভের
 মনস্কী হইয়া মনস্কীর মতঃ মনস্কীকে
 তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং
 প্রয়োজন হলে নিজের আচরণে তাহা
 প্রতিফলিত করিয়া তাহাকে শিক্ষা
 দিতে হইবে। অস্ত্রমতঃ কেব কোন
 অপরাধ করিলে তাহার প্রতি সকল সময়
 অসহনীয় লজ্জাযুক্ত, বাক্যবাণ প্রয়োগ
 করিয়া ভৎসনা প্রদর্শন করিতে হইবে না।
 আনন্দের প্রতি বিচার বিস্ময়ও অকৃত্রিম
 অস্ত্রমতঃ আছে, তিন কোন মঠবাসীকেই
 উপাসনা, আদর, অঙ্গীভূত, হিংসা, ঘেণ ও
 মনস্কীর চক্ষে দেখিতে পারেন না। তিনি
 কানটকে লাপাঠ মনে না করিয়া তাহাকে
 মনঃ ও উপদেশাদি দ্বারা আদর প্রদর্শনপূর্বক
 শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গের সেবার আকর্ষণ করিয়া
 কৃত্ত বৃত্ত করেন। সেখানে তিনি বাহিরে
 শিক্ষকের কাছা করিলেও শিক্ষার্থী-অভ্যাসন,
 গুরুদাসাভিমান বা সেবাসাভিমান হইতে ভ্রষ্ট
 হন না। প্রত্যেক মঠবাসী অপর মঠবাসীর
 প্রতি সন্তোষভাবে যথাযোগ্য সহায়তা-
 সম্পন্ন হইবেন। কোন মঠসেবক আমার
 অদীনহ, আমার সেবাসহায়ক বা আমার
 সাক্ষ্য প্রয়োজন-সাধক নহেন বলিয়া আমি
 তাহার দিকে তাকাই না—এইরূপ বিচার
 প্রকৃত মঠবাসীর থাকবে না। মঠবাসীগণ
 পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিয়া থাকেন
 এবং পরস্পর হৃদয়গোষ্ঠীমুখে হৃদয়েব কথ্য

আলোচনা করিয়া সেবার উত্তরোত্তর
 উৎসাহদিশিত হন। তাহার সকল সেবার
 জন্ত সেবা করেন ও শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গের
 পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকেন।
 তাহাতে নিত লাভ পূর্ণা-প্রতিষ্ঠার সেবার
 থাকে না।
 আশ্রম-সংগঠিত মঠবাসীর মেয়দও
 স্বল্প। মঠবাসীর দৈনন্দিন প্রত্যেক
 আচরণটি আশ্রমসম্মত হইবে। মঠবাসী দীন
 ও কৃপাভিক্ষারী হইবেন। শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গের
 ভোগের পর মঠবাসী তাহাদের উচ্ছ্রিত
 মতঃসান গ্রহণ করবেন। মঠবাসী নিজের
 কৃত্ত কোন চিন্তা করিবেন না। তিনি
 সকল শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গের স্তম্ভের জন্ত ব্যস্ত
 থাকিবেন। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন,
 অর্চন, নন্দন, দাস্ত, সখা ও আশ্রম-সেবন—
 এই নবাবস' ভাকিকে শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গের
 কাণ্ড জানিয়া তাহাদের স্তম্ভের জন্ত এট
 'অজ্ঞান্যায়ন' করবেন। তিন নিজস্ব-
 সহকারে হরিনাম করিবেন, অকলটে কাধ-
 মনোবাক্যে মঠের সেবা করিবেন এবং প্রত্যহ
 সাধুসঙ্গ করিবেন। লক্ষ্যসীমানে বা হরি-
 কথায় তাহার কৃত্ত থাকবে। তাহার জীবন
 সদাচারময় হইবে। তিনি আচার না
 করিয়া সচার করিবেন না। তিনি নিজে
 আরও কথ্য শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গের কথা বলিবেন,
 তাহা হইলে জগতের প্রত্যেক সন্ত বাক্তি
 তাহার কথায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে
 পারবেন না।
 মঠবাসীর সাধুসঙ্গ প্রতি আপনজ্ঞান ও
 লীতি থাকবে। তিনি সাধুর গুরুদৈব-
 সেবা করিবেন। তিনি একান্ত বা ঐকান্তিক
 হইবেন। তাহার চিত্ত নিঃসংশয় ও দৃঢ়
 হইবে। তিনি সপত্র সপত্র মধ্যাদা-সংরক্ষণ
 করিবেন। মঠবাসীগণ পরস্পরের যথাযোগ্য
 মধ্যাদা রক্ষা করিয়া অশ্রুক্ষণ হরিমোহায়
 নিযুক্ত থাকিবেন। মধ্যাদা কেবল যে
 উচ্ছ্রাসময়ী তাহা নহে, তাহা নিম্ন ও উচ্ছ্র
 উভয় দগ গামিনী। গম্যাসী, বানস্ব যখন
 ব্রহ্মচারী বা কনটকে শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গের সেবা
 সম্বন্ধে শ্রীঃ, মনঃ, আদর ও অকৃত্রিম
 শুভাশ্রম-সেবার দ্বারা তাহাদের মঙ্গল কামনা-
 ময়ী মধ্যাদা, বন্দন করিবেন, কানটগণও
 সেচক সন্তোষী, বানস্ব প্রকৃত মঠবাসী
 গণকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গের
 প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গের পাদপদ্মের
 প্রাতঃ স্ব-স্ব অঙ্গুরাঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ
 করিবেন। 'ভক্ত সেবক হইয়া আপন'—
 এট বিচারে শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গের গুরু
 গণকেও তিনি যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও
 তাহাদের প্রতি মধ্যাদা প্রদর্শন করিবেন।
 মঠবাসী তাহাদের দোষাভাসনা করিবেন না।
 তিনি গুরুপ্রীতি ও অদোষবন্দী হইবেন।
 মঠবাসী পৃথিবীর সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান
 প্রদর্শন করিবেন। তিনি বড় হইবার

পরিবর্তে তাপ হইবার কৃত্ত বৃত্ত করিবেন।
 দৃঢ় দৃঢ়ত্ব হইয়া বাহ্যতে মৈত্র বাড়ে,
 তজ্জ্ব তিনি শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গের নিকট কৃপা-
 তিক্ষা করিবেন। দৈব ও সেবাই মঠবাসীর
 শোভা জানিবেন। মঠবাসীগণ অধিকার
 নির্ণয় করিয়া হরিকথা বলিবেন এবং নিজের
 আচারের দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিবেন। তিন
 মানামানে বা স্তম্ভঃ অকল থাকিবেন।
 সময় সময় মন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেও
 তিনি কৃপার প্রতি নির্ভর করিয়া সেবার
 জীবনযাপন করিবেন। তিনি যে সেবা
 করিবেন, তাহা তিনি নিষ্ঠা বা প্রাণের
 সহিত করিবেন। প্রথমমুখে সাধুসঙ্গ
 প্রতি আপনজ্ঞান না হইলেও বাহ্যতে
 তাহাদের প্রতি আপনজ্ঞান হয়, তজ্জ্ব
 শ্রেষ্ঠ সাধুর লক্ষ্য করিবেন। তজ্জ্ব হইয়া
 বিস্ময়ও নাই, তথা তিনি দৃঢ়ভাবে
 জানিবেন। হইয়া মনের দ্বন্দ্ব। আশ্রম-
 স্তম্ভ আশ্রমসংসার আছে। তাই তিনি
 জানেন—
 "আমার স্তম্ভের পত্ন শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গ।
 এ বড় ভরসা চিত্তে দার' নিরন্তর।"
 মঠবাসী আদর্শচরিত্র হইবেন। তিনি
 লবণাগত থাকিবেন। কৃপার প্রতি তাহার
 নির্ভরতা থাকবে। কেব অপকার করিলে
 উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দিবেন।
 তাহার চিত্তে অশ্রুক্ষণ কৃপাশ্রম থাকবে।
 তিনি মনোযোগ-সহকারে হরিকথা শ্রবণ
 করিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ করিবেন। তিনি
 হৃদয়েব স্তম্ভের জন্ত প্রকাল লোকের নিকট
 হৃদয়েব কথ্য বলিবেন। তিনি সন্ত
 অপরাধ হইতে সাবধান থাকিবেন। তিনি
 ভোগ ও ভোগের প্রতি উদাসীন থাকিয়া
 সেবার অভিনিবেশ হইবেন। তিনি নিজেকে
 খুণ হীন বলিয়া জানিবেন এবং সকলের
 নিকট কৃপাভিক্ষা করিবেন। তাহার চিত্ত ও
 এইরূপ হইবে,—
 "জগত-মধ্য হইতে মুক্ত সেবা পাঠ।
 পুণ্যের কাট হইতে মুক্ত সেবা যত।
 মোর নাম শুনে যেহ, তা'র পুণ্যক্ষয়।
 মোর নাম লয় যেহ, তা'র পাপ হয়।
 এমন নিযুগি মোরে কেবা কৃপা করে।
 এক-নিত্যানন্দ বিহু জগৎ তিতরে।"
 (চৈঃ চঃ)

শ্রীগোরাঙ্গ

—::(৩)::—

গয়া এই প্রাচীনকাল হইতে পরমপবিত্র
 ও প্রধান তীর্থ বলিয়া বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের নিকট
 পরিচিত। পুণ্যে এইস্থান 'জগদাক্ষয়'
 রাজ্যের অদীন 'মগধ'নামে খ্যাত হইল।
 শ্রীকৃষ্ণের নামে গিয়াছে,—
 "কৃতে বীমতা তাত প্রাচীনতা বনবিনা।
 গগেন বজ্রমানে গগেধেব পিতৃন প্রতি।
 পুণ্যমো নরকান্ বন্য।
 পিতৃন জায়তে স্তম্ভঃ।
 তস্য পুত্র ইতি প্রোক্তঃ।
 পিতৃন যঃ পাতি সন্তঃ।"
 (অব্যোধ্যাকাণ্ড ১০৭ ১১-২২)
 পুণ্যে গয়ানামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানা-
 প্রকার আখ্যানিকা শুনা যায়। গয়া-তীর্থের
 নামোৎপত্তিসম্বন্ধে প্রধানতঃ দুটি বিবরণ
 প্রাপ্য। অমৃত রাজার পুত্র রাজর্ষি 'গয়'
 একটা বজ্র ক'রয়া দেবতাগণকে পুত্র ধন-
 সম্পদ দান করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবগণ
 প্রীত হইয়া ঐ বজ্রকে 'গয়' নৃপাতার নাম
 হইতে 'গয়া' নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এইরূপ
 বর দান করেন। এটস্থানে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র
 গয়াসুর নিহত হয়। কৃষ্ণের ক্রোধে
 নিকট গয়াসুর বেন-বেদান ও ধর্মশাস্ত্রাদি
 অগ্নয়নপূর্বক কঠোর তপস্তা আশ্রয় করেন,
 ইহার তপস্তা-প্রভাবে দেবতাগণ ভীত ও
 ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেবতাগণ
 তাহাদের সমস্ত শক্তি ও বল প্রয়োগ এবং
 গয়াসুরের মৃত্যুকে ধর্মশাস্ত্র নামক একটি
 শিলা স্থাপন করিয়া উক্ত অস্ত্রকে চাপিয়া
 রাখিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু
 দেবতাগণ কোনক্রমেই অস্ত্রকে নির্ধাতিত
 করিতে পারেন নাই। গয়াসুর কঠোর
 তপস্তা-প্রভাবে আমত বল লাভ করিয়াছেন।
 অবশেষে দেবতাগণ গদাধর-ব্রহ্মের শরণাগত
 হইলে বিষ্ণু গদা আঘাতে গয়াসুরের শরীরকে
 নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। গয়াসুরের মৃত্যুকালে
 গদাধর উক্ত অস্ত্রকে বর দিতে চাহিলে
 গয়াসুর বলিয়াছিল,—"হে ভগবান, যেখানে
 আমি আহত হইয়াছি, সেটস্থানেই যেন আমি
 শিলা কৃত্ত থাকি।" বাহ্যিকরূপে ভগবান
 গয়াসুরের সেট অভিলষ পূর্ণ করিলেন এবং
 কৃপাপূর্বক সেট শিলার উপর তাহার পাদপদ্ম
 স্থাপন করিলেন। গয়াসুরের অন্তঃস্থ
 আশ্রমসম্মত হইয়া যেকোন পুণ্যদান ও
 তপস্কারবেন, তাহার পিতৃপুত্র বা স্বজন
 সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন
 করিতে পারিবেন—এরূপও একটি বর
 গদাধর পিতৃপুত্র করিয়াছিলেন। এই সময়
 হইতে এই স্থান গয়াক্ষেত্র ও কয়লাগিরি
 ব্যক্তিগণের পিতৃতপস্কার প্রধান স্থান বলিয়া
 বিখ্যাত হইয়াছে। অস্ত্রগণ প্রভৃতি

প্রধান-মন্ত্রীর নদীয়াপ্রকাশ' প্রতির ওয়ার্কস্ হইতে ঐনসীগোশাল বক্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
ঐনসীকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

“ଅମଳେ ମା ମିଳନ୍ତେ ମା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ-ମାମିନେ ।
ମାମିନେ ମା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରୀମନେ ମାମିନେ ।”

ହିରିତାନ୍ତପରାୟଣ ଗୀତିଗଣ ଭୋଜନ ଓ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାପରାୟଣ ଗୀତିଗଣ ଭୋଜନ ଓ
କବିତାପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ କେବଳ ଭାବନା ଲକ୍ଷଣାଦି
ପ୍ରମାଣଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଗୀତିଗଣ ନା
କବିତା ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଗୀତିଗଣ ନା
କବିତା ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଗୀତିଗଣ ନା

মজা'ভাগে অশা'স্ত। আর অশা'ভাগ
 নিখ'জ হওয়া কৃপা'ভাগ্যনাট নাহি। কৃপা-
 'ভাগে নাহি, কৃপা'ভাগে নাহি। কৃপা'ভাগ
 না হইলে শাস্তি'ভাগ হয় না। অশাস্তি'ভাগ
 স্ব-স্বশাস্তি'ভাগ। ভা'ভাগ শাস্তি'ভাগ ইত্যাদি
 স্বার্থে কৃপা'ভাগ্যনাট নাহি হইলে নাহি
 পাওয়া যায়। শাস্তি'ভাগে বাধ'ভাগ্যনাট
 পাওয়া যায় না। বাধা'ভাগ্যনাট স্বার্থে
 শাস্তি'ভাগ। ভা'ভাগে নাহি বা স্বার্থে
 'ভাগ্যনাট স্বার্থে হইলে ভাগ'ভাগ্যনাট হয়।
 ভাগ'ভাগ্যনাট স্বার্থে ভাগ'ভাগ্যনাট
 লাভ হইয়া থাকে। যে-সকল সেন্য'ভাগ্যনাট
 কাম'ভাগ্যনাট স্বার্থে ভাগ'ভাগ্যনাট
 'ভাগ্যনাট লাভ করিতে পারেন, অশরে
 'ভাগ্যনাট ভা'ভাগ্যনাট নাহি। শাস্তি'ভাগ্যনাট, -

“ନିତ୍ୟା ନିଜାମାଃ ଚେତନଃ ନାନା-

যেহেঁ পছন্দঃ ঘো বিন্দ্যতি কামান্ ।

‘କ୍ଷା’ସ୍ତତଃ ସେହିପଦାନ୍ତ ନିସା।

“ସେହମ୍ବରୀ ନାମ୍ନିନୀ ନେତ୍ରସ୍ୟାମ୍ ॥”

(५४)

'যিনি নিত্য বা বাস্তবদৃশ্যসমূহের মধ্যে
 প্রথম বিভা ও প্রথম বাস্তবদৃশ্য, 'যিনি চেতন
 জীবনমুখ্যে ঘূর্ণ্যচেতন, যিনি এক হৃদয়ালয় নহে
 আশ্রিত হৃদয় : করিয়া পরিপূরণ করেন, যে
 সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের অকপত
 ওঠরা সেটী জগৎ কামধেনুকে লেগা করেন,
 'দীর্ঘাংগ নিত্যবাণী লোকে কতিপা থাকেন,
 'অপরে 'ভাগ্য লাভ করিতে পারে না ।
 উপনিষৎ : বাগদাত্তে,—

“ମହାନେ ସୁଦେ ମୁଦରୋ ନିମରୋ-

ଅନେକାଂ ଲୋଚନାଂ ସୁଖସାଧନଃ ।

ଉତ୍ତର: ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଓ କର୍ମଚାରୀ

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ॥

କଳେଗର ଡୋକ୍ତା ଜୀବ ଏକଟ ଆୟତ୍ତକେ
 ଅନ୍ଧାନ ଚାନ୍ଦିଆ ସାଧାର ଝାଞ୍ଜା ବିସୋତିତ ହଂସା
 ହୁଏ ଓ ହୁଏମେସେ ଆୟତ୍ତକେ ଗୁଡ଼ ଶୋକ
 ବରେନ । ସତ୍ତ୍ବ ଆମନା ହେତେ ଶୁଭ ମେମ
 ଶେଷେସବେକେ ଦେଶେକେ ମାନ, ଗୁମନ ଅନ୍ଧ
 ଶୋକନିହୁଁକ ହେତେ ଶିତଗବାନେସ ନାମ, ଗୁମ,
 ଗୁମ, ଶିଳା ଓ ସାହସାର ଅଧୁନୀନ କରମ
 ହାକେନ ।

১৪-ভগবান্ শিবস্বয়ং জগৎস্রষ্টা
 দেবত্বভূমি শান্তির গভী কানাইনাথেন,
 তাহাতে চক্রেগণ অতুল লালসাই প্রকট
 পাশে ব'লয়া প্রকাশিত হওয়াছে। তক্ষির
 অংশের কনকশ্রেণী অথবা আভ্যাসময় বা
 শান্তি সন্ধানেকা হের। তক্ষি বা প্রীতিতে
 তক্ষি নাই। উঃ উদ্ভাসের পঙ্খনা।

পরমসুখময়ী কগবৎসেবার মত সুখশাস্তি আর
 কিছু নাই। তাই উত্তরদেশ, উন্নয়োগোত্র,
 উশোনকাদি মুনি আত্মারামভরণ শাস্ত্রপাঠ
 করিয়াও সেদ শাস্ত্রকে দূরে নিক্ষেপণমূলক
 কগবৎসেবাণোলো। আরষ্ট হঠচাছেন।
 বিশলভ্রুত শাস্ত্রের সাঙ্গা-স্থা। আত্মারাম-
 গণের তৈরুত শাস্ত্র ও কগবৎসগণের কগ-
 সেবালালসাময়ী কৈরুতুকা শাস্ত্র এক নহে।
 আত্মোজ্জ্ব-প্রীতিবাফা-ভানবী শাস্ত্র নামে
 অশাস্ত্র। কগোজ্জ্ব-প্রীতিবাফার পরাকঠাই
 পরমা শাস্ত্রের চেয়ে কাঠ। অনিত্যানন্দ-
 পাদ-পুস্তকত্রৈবিশশাস্ত্রের আকর। কোটিজ্জ-
 ভাণ্ডার। অনিত্যানন্দপাদ-পুস্তকের ছায়াটি
 একমাত্র শাস্ত্রের আশ্রয়। তাই অনিরোক্তম
 ঠাকুর গাতিয়াছেন,—

"।न शठपदकथन॥ के।टिउत्र-सूनीउम.

ପେ-ହୁଁ(ସାମି) ଜଗତେ ହୁଁ(ହା)

হেন নিগ্রাত বিনে তাঁই,

ସାମାନ୍ୟ ପାଠିତେ ନାହିଁ,

ନୃତ୍ୟ କବି' ଧର ବିତାଣର ପାସ ॥”

ইন্দ্র ও বিরোচন

— (•) —

ছানোনা উপানবধে দেখা যায়, লোক-
পিতামহ হিতকা একজন প্রচার কার্য-
করেন—

"ଏ ଆସାମତତ୍ୟାପ୍ତା ବିଜୟୋ ବିଷଦ୍ଭୀ-
ବିନିବ-କାହିଁଶିଖି-ସେ ଚାମ୍ପାନ; ମଜ; କାଞ୍ଚ;
ମହାମନ୍ତ୍ରଣ; ସୋହୋରାଗ; ନ ବାଉଡ଼ା ମହାରା;
ନ ମଙ୍ଗଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣାସ୍ତୋତ୍ର ମଙ୍ଗଳେ କାହାନ୍ତି
ପଦ୍ମାସ୍ତ୍ରୀ-ବହୁନିଧି ବିଜୟାତୀତ।"

ଧ୍ୟାନ ମାମୁଳୁମୋର ଅନୀତ, ଶରୀର ଓ ମାନସ
 ସ୍ୱାଚାଳେ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତେ ମାତ୍ରେ ନା, ଧ୍ୟାନ
 ସୁଦୃଢ଼, ସାହସର ଜାଗତିକ କୃମି ବା ମିମାମା
 ନାହିଁ, ଗୃହର କାୟନା ଓ ସମ୍ଭର ଅପାର୍ଥ, ମେଢ଼
 ଆତ୍ମାକେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ କାରିତେ ହେବେ ।
 ଶୁଣେଇ ଦୟାର ବିଶେଷତା ଗଢ଼ାମା କରନ୍ତେ
 ବଢ଼ିବ । ଧ୍ୟାନ ଗ୍ରହ ଆତ୍ମାକେ ଧ୍ୟାତାଧ୍ୟାତା
 ଉପଦେଶର ମାତ୍ରା ଅବେଶ୍ୟ କରେନ, ଭିନ୍ନ
 ବାହାରେ ଜ୍ଞାନର ମାତ୍ରେଣ । ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ
 ଗୋକ ଓ ଗୋକ କାୟର ମାତ୍ରେଣ ଭାବିତା
 ଧ୍ୟାନେନ

সকাল প'ত্তর এটী ব'গনী লোক-পল্লবদায়
 দে'তা ও অমর উভয়ের কৰ্ণগোচর
 হ'ত'হ'ল । তাঁহারা শব্দপ্ৰবাহে মগ্ন
 আনন্দে। করিতে লাগিলেন—বাঁহাকে
 অমূল্যকান করিলে সমস্ত জ্যৈষ্ঠ ও সমস্ত
 কাশ্যে থাকিয়া লাভ করা যায়, আশ্বরা দেউ
 আশ্বাকে অমূল্যকান করিয়া জানিলে অশ্বিন
 তি ৭ জনের দেউতাবিলেব মঙ্গল হ'ত'হে
 উন্ন ও অশ্বিনের প্রাণিনিকানে বিবেচন
 ব্রহ্মার উদ্ভব বাহ্য কাম্বলন এবং সখি

উপস্থিত হইলেন। উভয়েই নির্দিষ্টকাল
ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া শুক্লপুংহ বাস
কালে আচাৰ্য্য প্ৰত্যাপত্তি দেষ্ট আশ্বাস
দান করিলেন।

“য এযোহ'ক'নি পুৰুষো দৃঢ়ত এষ
 আশ্বেতি হোবাটৈচতদমৃতমব্রমে'দ্বজ্জৈতি
 অণ সোহং তগবোহস্পৃ পৰিখায়াস্তে
 যশ্চাৱমানশে কতম এষ উতোয উ ঐবৈবৃ
 সৰ্ব্বেষেভেতু পৰিখাৱত ইতি হোবাট।”

প্রজাপতি ব্রহ্ম। টেক্স ও বিবোচনকে
 বলিলেন,—এই নহন-মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়,
 সেই পুরুষই আমার কাথিত পাণ্ডুপাতীত
 সত্যকাম, সত্যসকল আত্মা। এই পুরুষ অমর ও
 নিখল ভয়ের অতীত, তিনিই ব্রহ্ম।

ইঙ্গ ও বিয়োটন উভয়েই লজাপতির
এট উপদেশের পদ্ধতি বর্ণ্য লব্ধকম করিতে
না পারিয়া নবন-মধ্যস্ত পুণ্য অর্থে চাথে
যে মাহুরের প্রাতিবদ্য পতিত হয়, তাহাকেই
ঐ পুণ্য দায়ণ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কলে ও দর্পণানিতে যে ছায়াবের প্রতিবিম্ব
 দেখি, ঠিকার মধ্যে কোনটী সেট আছা?”
 প্রজ্ঞাপতি নিজ আভ্যন্তর অঙ্গুষ্ঠেরেই
 বসিলেন—“কেবল চক্ষু, জ্ঞান ও দর্পণানি
 বলিখা কোন কথা নাই, সমস্ত বস্তুর অন্তরে
 সেট আছাট দৃষ্ট হইয়া থাকে।”

ঐশ্বর্য ও বিহীনতা প্রদর্শন করা বুঝিতে
কুল কারভেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহার
প্রম পুত্র কারবার জন্ত বলিলেন,—“তোমরা
সেই অশপূর্ণ পাত্র অবলোকন কর।” তাঁহার
ঐক্য করিলে পাত্রটি জিজ্ঞাসা করিলেন,
—“কি দেখিতেছ?” তাঁহার বলিলেন
—“আমরা আত্মকে এবং তাঁহার গৌরব
চক্ষু নব পথ সমস্ত প্রতিবন্ধীকে
দোষে পাঠেছি।”

প্রজাপতি কেবলেন, টোহারের ভ্রম
এখনও দূর হয় নাট, তাই তিনি পুনরায়
বলিলেন,—“তোমরা ভয় বেশ হইয়া আসিল
এবং জলের মধ্যে আর একবার দেখ”
টোহার ঐরূপ করিলে প্রজাপতি পুনরায়
প্রজ্ঞাপা করিলেন, - “তোমরা কি
দেখিতেছ?” এখন চল ও বিবোধন উভয়ে
বলিলেন,—“আমরা বেক্স ভ্রমণে ও উভয়
বলনক্রমে অলঙ্কৃত, জলের মধ্যে ত্রিক
তোমরা এক ছায়া-মুহুরকে দেখিতেছ।”

ব্রহ্মা দেখিলেন যে, এগনভ ভ্রাতাদের
 তথ্যসূত্র তখন নাই। যাক উক্ত কিনি 'গণপদ'
 কারতেন—“আমার গণপদা আদি বংশধা
 বাট, তৎকালের দোষাত্মক-অঙ্গলারে তৎকালে
 গ্রহণ ক'রিয়ে” তাঁর তিন গণপদেন,—“চাই
 শেট অমৃত ও অমৃত আত্মা, তিনই ব্রহ্ম।”
 তখন তৎকাল ও বিবেচিন নাটকসময় স্ব-ব
 গুণাত্মক প্রকৃতি ক'রিলেন।

উପাধিকାৰে গমন কৰিতে দেখিব।
 শ্ৰীমদ্ভক্তি বৰিণেশ—ইহাৰো আত্মৰা একত
 বৰণ উপাধি কৰিতে বা পাত্ৰা কিৰি।

বাটভেহে'। বাহারি টোকারে নিকট গুহাতে
আত্মবিস্ময়-সম্বন্ধে টোকারে প্রাথমিক
প্রাণ ক'রবে, তাহার। "শ্রুতি প্রকৃত মনন
পথ গুহাতে চিরদিনের জন্য এই গুহাবে।"

এদিকে অগ্রদ্বিগের রাজা বিরোচন
নিশ্চিন্ত ভাবে দেশে ফিরিয়া আসিলেন
এবং ঈশ্বর ভ্রাতৃ মন্তনাদ দেশবাসীর নিকট
জ্ঞাত করিয়া বলিলেন যে, এষ্ট দেহত আত্মা,
উঠাট পৃথিবীর ও সেবনীর; উঠাট ব্রহ্ম,
উঠার সেবাবট উল্লোক ও পরলোক লাভ
হউয়া থাকে ।

এখানে ছা'কাগা উপনিষৎ নলেন,—
 “দ্বিগোচন স্টে সময়ে স্বাক্ষাতির ম'ধা যে
 দেহব্রহ্মবাদ প্রচার কবিদাছিলেন. তত্কাপ
 এট জগতে সেটরূপ মতবাদ প্রচারিত
 হইতেছে।” বাহারা ঐরূপ মতবাদ-গ্রহণে
 উৎসাহ, ভাটারা অস্বপ্নাকৃতির বাক্তি এবং
 ঐ মতবাদ ভা'দগেরই উপনিষৎ-ব্রহ্মবাদ
 হইয়াছে। উভারা প্রভেদে শরীরকে গন্ধ-
 মালা-নমন-কুশপানি-বারা ক্রিয়ত করিয়া
 মনে করে যে, উহাঈশ্বরঃ ভা'হারা পরলোকে
 সুখী হইবে।

৩। যানপাণোহানবানমশ্রদ্ধানমবকমানমাহ-
 যানুরো। বতে ভানুরাণাং হেযোপ'নবং পোত্ত
 নবীরং জিগব। বসনেবানপকারেপেতি সং-
 কুরিষ্ঠোতেন যুং পোকাং জেযাষ্ঠো মনুমে।

(চান্দাগোপ'নমঃ ৮৮৫)

এককে হুগল বর্ণে 'ফরিবার' পথে ব্রহ্মার
কথা পুনঃ পুনঃ ভাবিতে ভাবিতে
ঘটিলে নাগিলেন। তিনি মনে, মনে বিচার
করিলেন - "এক! য' গুড় তবুনি ঐহাং
বুঝাইব চক্ষু ঐকপ প্রাতিবিশের দুটোজের
অবতারণ। ক'ব্যাছেন, ক'ব্যা একটী বস্ত্র
আছে: তিনি ঐহার রোম ও নখগুলকে
কাটিয়া ভুজবেশ ও উকম বসনভূষণ ধারণ
করিলে তাহার প্রাতিবিশ বেকপ, তদগ্রনপট
হুটখাছিল, দেহগ্রন ন্যাগির লগন অক্রনবে
য'ঈ ঐহার সফু ও নাসিকা হুততে অ-স্রাব
হুততে থাকে, তাহা হুতলে তাহার প্রাতি-
বিদীও ভেঘন হ'বে। তৎপরে আবার এট
শরীরে নাশের সঙ্গে এট প্রাতিবিশটীও নষ্ট
হুয়া যাইবে। অতএব আত্মাংন এত অ-নতা
অড়গেহের বস্ত্র নখর প্রাতিবিশকে অ-স্রাব
যাণরা 'সক'জ করিলে কোবট লাভ
দে'খতেছি না।"

ଟିଆ ଏକ୍ସମ୍ପଲ ବିଚାରମୂର୍ଖକ ମୁନବାର ଗଜ-
 ମୁକେ ଉଲ୍ଲେଖୀ ହେଉ ବାମ କରମର ଗଜ
 ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀରାଜାର ନିକଟ ଆସିଲେ ଏବଂ
 ଡାହାଣ ପଦର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନରେ ଖାନାଟିଲେ ।
 ତଥ୍ୟ ଉକ୍ତ ବାବଦେ, - "ତୁମ ସାଥୀ ବାସିଲେ,
 ତାମ ଟିକ, ଡାହାଣ କଥନ ଓ ନିଜ ଆକାଶ
 ହେତେ ସାଗରେ ନାହିଁ । ତୁମ ଆଗରୁ ୦୨ ବର୍ଷର
 ଉକ୍ତ ଉକ୍ତ ଅବସ୍ଥାନମୁଖକ ଏହି ନକଲ ବା
 ଉକ୍ତ ବାସିଲେ ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—(১৯৩১)—

নিয়মাবলী

১। প্রিন্টিং প্রেসের নীতি বা শর্তের প্রতি অকপট লক্ষ্য-নির্বাহিত থাকিবে।
২। প্রকাশক প্রিন্টার প্রকাশের প্রত্যেক কপিয়ার অধিকারী অগ্রিমদেয় বাবিত নন যুগ
প্রিন্টার প্রকাশের তিনটিতে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবার কার্যমোদনকারী সঙ্গ-
কালিক নিয়োগের টোকার প্রকৃত তিন।

২। প্রিন্টার প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে প্রাকৃত চক্রে গেলেক এক বৎসরে
কম সময়ের জন্য কার্যকর হইবে। প্রিন্টার প্রকাশ নথীনাথকপে
পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে প্রিন্টার প্রকাশের প্রত্যেক প্রাকৃত চক্রে বাব না।

৩। কেবল কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে
পরে আর পাওয়া যায় না। প্রিন্টার প্রকাশের প্রত্যেক প্রাকৃত চক্রে বাব না।
৪। প্রকাশক প্রিন্টার প্রকাশের প্রত্যেক প্রাকৃত চক্রে বাব না।
৫। প্রকাশক প্রিন্টার প্রকাশের প্রত্যেক প্রাকৃত চক্রে বাব না।

৬। প্রকাশক প্রিন্টার প্রকাশের প্রত্যেক প্রাকৃত চক্রে বাব না।
৭। প্রকাশক প্রিন্টার প্রকাশের প্রত্যেক প্রাকৃত চক্রে বাব না।

৮। প্রকাশক প্রিন্টার প্রকাশের প্রত্যেক প্রাকৃত চক্রে বাব না।
৯। প্রকাশক প্রিন্টার প্রকাশের প্রত্যেক প্রাকৃত চক্রে বাব না।

১০। প্রিন্টার প্রকাশের প্রত্যেক প্রাকৃত চক্রে বাব না।

—কাব্যাদ্যক

বিজ্ঞাপনের তার

১ম ৩ দিনের জন্য	৪র্থ ৫ম দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি চাক ২০	
" " সাত কলম ৫০	
" " ত্রিশ কলম ৮০	
" " এক কলম ১২০	
এক বৎসরের জন্য প্রতি চাক ১২০০	

জ্ঞানীসরস্বতী-সংলাপ

নিজস্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-
সংলাপের প্রথম প্রকাশ
সংলাপের প্রথম প্রকাশ
সংলাপের প্রথম প্রকাশ

বৈষ্ণবোপাধ্যায় জীবন

বৈষ্ণবোপাধ্যায় জীবন
বৈষ্ণবোপাধ্যায় জীবন
বৈষ্ণবোপাধ্যায় জীবন

সাম্প্রদায়িকতা

ও সমস্যা

নিরপেক্ষ মুক্তিপূর্ণ আলোচনা-এই
হাও 'চ'ক-সংকে প্রাক-প্রকাশেরসময়ে
প্রাক-প্রকাশেরসময়ে
প্রাক-প্রকাশেরসময়ে

বিবিধ সংবাদ

নৌকাযোগে খাজ চলাচল বানস্থা

কলিকাতা, ২০শে জুন বঙ্গাল
গবর্ণমেণ্টের প্রেস নোটে বলা হইয়াছে—
বঙ্গালার খাজ চলাচল বানস্থার সমস্যাটি
সকলি উপায়ে সমাধান করার চেষ্টা হইবে
বঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন
তদনুসারে বঙ্গালার নৌকা নিয়োগ
বানস্থা হইয়াছে। যথাক্রমে ১ শত মণ,
২ শত মণ, ৫ শত মণ, ১ হাজার মণ এবং
৩ হাজার মণ মাল বহনের উপযোগী পাঁচ
প্রকার নৌকা বঙ্গালার নদী-চল জেলা
সমূহের বিশেষ কার্যে বাটী ও অফিসের
খাজ চলাচলের সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চলাচল
বানস্থার ডিভিউয়ের দপ্তরের পরিচালনার
এবং সমস্ত বন্দীর ক্ষমতায় নৌকাগুলি মাল
বাহিনী যত্নসহকারে করিবে। নৌকা
নিয়োগের প্রাথমিক পরিকল্পনাটি শেষ হইতে
৩ মাস লাগিবে; তবে প্রথম কয়েকটি
বাটী এক মাসের মধ্যেই কাঁচা আরম্ভ
করিবে বলিয়া মনে হয়।

প্রেস নোটে আরও বলা হইয়াছে—
বঙ্গালার খাজ পরিবেশন বানস্থার এইরূপ
নৌকা বাটীর নিয়োগে যে পূর্বে স্থিতি
হইবে তাহা ব্যতীত নৌকা নিয়োগ
পারিকল্পনাটি প্রদেশে একটি নতুন শিল্প
প্রতিষ্ঠা করিবে। অতীতে নদীর পার্শ্ববর্তী
গ্রামসমূহে পারিবারিক শিল্প হিসাবে মাত্র
নৌকা নিয়োগ হইয়াছে; কিন্তু, বঙ্গালার
নদী-চল চলাচল বানস্থা স্বাভাবিক সময়ের
উপর অবস্থান পুনঃ-পাতিষ্ঠিত করিতে হইলে
যে পূর্বে সংখ্যক নৌকার প্রয়োজন, তদনুসারে
নৌকা নিয়োগের প্রকট বিস্তার প্রতিষ্ঠান
স্থাপন করা প্রয়োজন। যুক্তিতে এই
শিল্পের অবস্থার অনিশ্চয় হইবে না; কেননা
এখন নীতির ফল যে কতি হইয়াছে এবং
স্বাভাবিকভাবে বৎসরে যে পরিমাণ নৌকা
নষ্ট হয়, যুক্তিসংগত পর হইতে তাহা পূরণের
জন্য কোন নৌকা নিয়োগ পরিকল্পনার
বানস্থা হয় নাই।

এক কোটির অধিক রেশন কার্ড
একটি সরকারী ইন্ডাস্ট্রি প্রকাশ,
এপ্রিল মাসের শেষভাগ পর্যন্ত বঙ্গালার

জেলা-মুহুর এক কোটির অধিক পারিবারিক
রেশন কার্ড বিতরণ করা হইয়াছে এবং
রিজিষ্ট্রার ফুড কমিটি গঠন বা পুনর্গঠনের
কাজও ত্বরান্বিত হইতেছে।

বঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি প্রতিনিয়-
মূলকভাবে ফুড কমিটিগুলি গঠনের যে নীতি
ঘোষণা করিয়াছেন, তদনুসারে মোট ৮২০২১
গ্রামে ৫৪৬০২টি গ্রামা ফুড কমিটি এবং
মোট ৮০০০০ ইউনিয়নের মধ্যে ৫৭১৬টি
ইউনিয়ন ফুড কমিটি স্থাপিত অথবা পুনর্গঠিত
হইয়াছে। ১০০০ জুট সার্কেল ৮৩০টি জুট
সার্কেল ফুড কমিটি গঠিত হইয়াছে। আশা
করা যায় যে, চম্ভ মাসের মধ্যেই প্রদেশের
সকল রিজিষ্ট্রার ফুড কমিটি গঠনের কাজ
শেষ হইবে। বর্তমানে, বিশেষতঃ সর্ব
এলাকার নির্দিষ্ট ধরে খাজস্বা সরবরাহের
প্রাথমিক কাজ শেষ হইয়াছে এবং কোন
কোন জেলা ও মহকুমা সহরে ভিত্তিমুখী
নির্দিষ্ট ধরে খাজস্বা বিতরণ শুরু হইয়াছে।
কেরোসিন নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে ব্যবসায়ী
ফেরীওয়ালাদের লাইসেন্স করা হইতেছে।

খাজস্বার ১৮টি সরকারী গুদাম

বঙ্গালার গবর্ণমেণ্টের এক প্রস্তাবে
প্রকাশ, খাজস্বা মজুত রাখার জন্য যে
১৮টি গুদাম গত ছয় মাসকালের মধ্যে
স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, সেগুলির
অধিকাংশই এখন উদ্বৃত্ত আমন শস্য দ্বারা
ভর্তি করা হইতেছে। বৃহত্তম গুদাম দুটি
ঘাটতি অঞ্চলের পূর্বাংশে অবস্থিত। গুদাম-
গুলি একত্র স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে,
যেখান হইতে উদ্বৃত্ত অঞ্চলের দুই বেল্লা
নহে এবং খাজস্বা প্রেরণ করাও সহজসাধ্য।
বৃহত্তম গুদামে ৮০ হাজার টন এবং ক্ষুদ্রতম
গুদামে ৫ শত টন খাজস্বা মজুত রাখার
ব্যবস্থা হইয়াছে।

গুদামগুলির দেখাওনার তার লওয়ার
জন্য খাজস্বা চলাচল বিভাগ গত ডিসেম্বর
হইতে প্রতি মাসে একশত লোককে ট্রো-
বিশ পাঠাইতেছেন। বাহাদুরগঞ্জ শিকাদান
করা হইতেছে, তাহাদের আধিকাংশই
গ্রামাফুড এবং তাহাদিগকে নিজ জেলাতেই
নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রিন্টার-মাদ্রাসা নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রিন্টারগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বাবধায় সম্পাদিত
প্রিন্টারগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বাবধায় সম্পাদিত

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার । হেন কৃষ্ণ যে না ভুলে সর্ব ব্যর্থ তার ॥

শ্রীরামপুর অঞ্চলে বিজ্ঞা ভাড়া
নির্ধারিত

নিয়মাবলী

৩। ঐনগোয়া-লতাপের বিধান ৬ বিটি-০৬-ঐনাম নকসোপাল ব্রহ্মাবী নক-
লাগো, জৈনভজ্ঞাঠ, পোঃ ঐনামপুর, নগোয়া-৩৮ টিকানায পাঠা৬৬৬ ৬৬৬৬ ;

কলিকাতা, ২৩শে জুন—অসামার
সরবরাহ বিভাগের এক ইত্তাহারে প্রকাশ,
যে মাসে কলিকাতা হতে বাঙ্গালার বিভিন্ন
জৈগার মোট ৪,৪২,০০০ মণ এবং জুন মাসের
২৪ই তারিখ পর্যন্ত ২,৪৮০০০ মণ লবণ
শ্রেণ্য করা হইয়াছে।

ଶ୍ରୀଧର-ସାମାନ୍ତର ମନୋରାଜକାଳ ପ୍ରାଣିଃ ଓସାର୍ଜନ୍ ହରେତେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଗୋପାଳ ବନ୍ଦ୍ୟାପାହ୍ୟାର ତତ୍ତ୍ୱିନାମ୍ନୀ ଗନ୍ଧାଦିତ୍
ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀକିନୋର ତତ୍ତ୍ୱିନାମ୍ନୀ କର୍ତ୍ତୃକ ସୁଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

সত্য কল্যাণকরক
 = ৩ =
 শ্রীলক্ষ্মী তত্ত্ববিশোধ-
 রচিত অমূল্য কল্যাণকরক
 গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্য-
 সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
 ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেয়
 নিতাপাঠ্য।
 প্রাপ্তিস্থান—
 শ্রীযোগেশ্বরী-শ্রীমন্দির
 পোঃ শ্রীমদ্বাদপুর, নবীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

দৈনিকোত্তম
 = ৩ =
 শ্রীলক্ষ্মী তত্ত্ববিশোধ-
 রচিত অমূল্য কল্যাণকরক
 গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্য-
 সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
 ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেয়
 নিতাপাঠ্য।
 প্রাপ্তিস্থান—
 শ্রীযোগেশ্বরী-শ্রীমন্দির
 পোঃ শ্রীমদ্বাদপুর, নবীয়া।

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক গুথপত্র

১৯৮৮ বর্ষ { ২৫ বামন গৌরীমা ৪৫৮, ১৭ই আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩০১ ১লা জুলাই ইং ১৯৪৪, শনিবার { ৮৫৮৪ সংখ্যা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দোত্তর:

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ বামন, অব্যয় কীরোদশায়ী গৌরীমা ৪৫৮

মঙ্গলোপদেশ

— ::(*):: —

প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ অষ্টকালটী বিনি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন করেন, তিনি ভবসমুদ্র হৃতে উত্তীর্ণ হন। ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তি'র পরম প্রীতির সহিত প্রভুর কীর্তন ও শ্রবণাদি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কীর্তনাদি বাতীত আর অক কোন অশুভান নাহি। অতুচ্ছ ভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্তন ও শ্রবণে সাধনভাক্তর বরপলক্ষণ। একান্তভাবে শ্রীনাথের শ্রবণ-কীর্তন-শ্রবণে নিতামকলের একমাত্র উপায়। ঐ নিম্নপাদ শ্রীল তত্ত্ববিশোধ ঠাকুর ভজনরংগে আনাইয়াছেন,—

“এবেকান্তনাং প্রাণঃ কীর্তনং

শ্রবণং প্রত্যহঃ।

কৃষ্ণং পরমপ্ৰীত্যা কৃত্যমমার যোচ্যে ॥

ভাবেন কেনাচ্যে প্রেষ্ঠ-

শ্রীমুক্তোত্তম সঙ্গনে।

তাদিষ্টে জ্বাং স্বমত্রেণ শ্রবণেনৈব তৎপ্রদঃ।

বিহরেৎসেব নিত্যম্ প্রবর্ততে

বহুং হি তে ॥

সকলভাগেপাঠেরাঃ সর্জনৈবভূত তে।

কৃষ্ণাঃ প্রাতিষ্ঠাবিষ্ঠাঃ বহুসম্পন্নৈব বহু ॥

প্রাতঃ চার্কিজে চ মধ্যাহ্নে দিবসকয়ে।

কীর্তনং হারং যে বৈ ন তেবামনঃসাম-ম্ ॥”

“একান্ত ভক্তের মাত্র কীর্তন শ্রবণ।

অন্য পক্ষে কৃতি নাহি হয় শ্রবণে ॥

ভাবের সহিত হয় শ্রীকৃষ্ণসেবন।

স্বাস্থ্যকী-ভাব ক্রমে হয় উদীপন ॥

একান্তভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা গাগোদিত।

তথাপি সে সব নহে বিধি-বিশ্রীত ॥

সকলভাগ করিলেও ছাড়া শ্রুতি-ন।

প্রাতিষ্ঠানা-ভাগে বহু পাইবে প্রাণ ॥

প্রাতঃ, মধ্যাহ্নে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়।

অনর্থ ছাড়িয়া লও নামের আশ্রয় ॥

একগুণে কীর্তন শ্রবণে কর ॥

কৃষ্ণরূপা হয় শ্রী, অনায়াসে করে ॥

অকা কীর' সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লয়।

অনর্থমকল যায়, নিষ্ঠা উপভয় ॥”

শ্রীনাথের সঙ্গভক্তি নিহিত আছে।

কিন্তু তথাপি অনায়াসে শ্রবণে সে

সকলভক্তিমান শ্রীনাথের সঙ্গ বাতীত অশ্রু

বাখসাধনে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। বহুঃ

সাধুসঙ্গে শ্রীনাথভক্তনৈত আমাদেব শক্তি সকার

হয়। প্রাকৃতগীতলাভের চেষ্টা নিকেকে দুঃখ

কারণের চেষ্টা ॥

“সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এতমাত্র চাই।

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাহি ॥

অনর্থ ছাড়িয়া কর শ্রবণকীর্তন।

একান্তভাবে লও নামের শ্রবণ ॥”

বহুং ভগবান্ শ্রীমদ্বাদপুরে বসিয়া-

ছেন—

“বৈষ্ণবীকৃত্য—সঙ্গ নামসংকীর্তন।

লাক-পাক-ফল মূলে উদর-ভরণ ॥

প্রামাণ্যতা না ভাবিবে, প্রামাণ্যতা

না করিবে।

ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥

অমানি-মানস, কৃষ্ণনাম সদা লবে।

ত্রজে রাখা কৃষ্ণপেমা মানসে করিবে ॥”

(চৈঃ চৈঃ)

প্রকাশকরে শ্রবণকীর্তন করিতে

হইবে। শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্তনকারী জনগণ

সমীচীনভাবে হুঃসঙ্গ পারতাগ করিবেন।

শ্রীহরিসংকীর্তনকে প্রাপকিক বলিয়া ভাগ,

—ফল'বরাগ। ভোগ-বৃষ্টি আসক্ত।

কোন বস্তুতে ভোগ-লোভ দৃষ্টি নিক্ষেপ না

করিয়া তাহা ভগবৎসেবা নিযুক্ত করিবার

রহস্য অবগত হইলে ভজনরাজ্য প্রবেশ-

দিকার লাভ হয়। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম'ক বিনা

অন্তকামনাই হুঃসঙ্গ। তাহা সমীচীনভাবে

পরিহার করিতে হইবে। সাধু সঙ্গ গঠিত

আর কাহারও সঙ্গ করিতে হইবে না।

পরমাশ্রয়তম শ্রীশ্রীল শ্রীনাথ ব'লন্তেন —

“অপরের সঙ্গ করা অর্থে ভাণ্ড হইতে কিছু

প্রচণ করা। আম = শুদ্ধপাদপদ্য হইতে

যাহা পাইয়াছি, তদ্বাতীত কাহারও নিকট

হইতে কিছুই গ্রহণ করি না, অপরাধকাহণ

কলামত কিছুই করি না।” আমাদেব এত

শুদ্ধপদেশ পলন কর' উচিত।

নিরন্তর শ্রীহরিনাম করিতে হইবে।

সাধুসঙ্গের আশ্রয়তা, সেবা ও রূপা বাতীত

কাহারও মঙ্গল হইবে না। ভক্তগণ

সেবোন্মুখচিত্তে অশ্রবণ হরিনাম করেন।

দা'ভকের শ্রীনামকীর্তনে অধিকার হয় না।

ভূপাদি শ্রীনাথ বা সাধুসঙ্গের দাসত ভর

অপেক্ষা সাক্ষী ও অমানি-মানস হইয়া

অনুসঙ্গ শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে পারেন।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

“নিরন্তর কর, কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন।

হেলার 'মুক্ত' পাবে, পাবে প্রেমধন ॥

মায়াবাদী 'প্রেম' মাগে, টেকে কি বিষয়।

'সাধু'-রূপা, 'নাম' বিনা 'প্রেম' না জন্মায় ॥

খাটতে গুইতে যথা-তথা নাম লয়।

দেব-কাল-নিয়ম নাহি, সঙ্গসিদ্ধ হয় ॥”

শিখ্য করিতে হইবে না। বৈষ্ণব সঙ্গ

বস্তুতেই শুদ্ধশ্রবণ করেন। শিখ্য করা মানে

তাঁহার চিত্তবিত্ত ভোগ করিব—এই বৃত্তি।

একপ বৃদ্ধ থাকিলে কৃষ্ণকীর্তন হইবে না।

শ্রীনাথান পনি মুক্ত হইয়া আমার নিবট

আশ্রয় পাইয়াছেন। গুণ, আশ্রয়, আশ্রয়

কোন বস্তুতে ভোগ-লোভ দৃষ্টি নিক্ষেপ না

করিয়া তাহা ভগবৎসেবা নিযুক্ত করিবার

রহস্য অবগত হইলে ভজনরাজ্য প্রবেশ-

দিকার লাভ হয়। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম'ক বিনা

অন্তকামনাই হুঃসঙ্গ। তাহা সমীচীনভাবে

পরিহার করিতে হইবে। সাধু সঙ্গ গঠিত

আর কাহারও সঙ্গ করিতে হইবে না।

পরমাশ্রয়তম শ্রীশ্রীল শ্রীনাথ ব'লন্তেন —

“অপরের সঙ্গ করা অর্থে ভাণ্ড হইতে কিছু

প্রচণ করা। আম = শুদ্ধপাদপদ্য হইতে

যাহা পাইয়াছি, তদ্বাতীত কাহারও নিকট

হইতে কিছুই গ্রহণ করি না, অপরাধকাহণ

কলামত কিছুই করি না।” আমাদেব এত

শুদ্ধপদেশ পলন কর' উচিত।

নিরন্তর শ্রীহরিনাম করিতে হইবে।

সাধুসঙ্গের আশ্রয়তা, সেবা ও রূপা বাতীত

কাহারও মঙ্গল হইবে না। ভক্তগণ

সেবোন্মুখচিত্তে অশ্রবণ হরিনাম করেন।

দা'ভকের শ্রীনামকীর্তনে অধিকার হয় না।

ভূপাদি শ্রীনাথ বা সাধুসঙ্গের দাসত ভর

অপেক্ষা সাক্ষী ও অমানি-মানস হইয়া

অনুসঙ্গ শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে পারেন।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

“নিরন্তর কর, কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন।

হেলার 'মুক্ত' পাবে, পাবে প্রেমধন ॥

মায়াবাদী 'প্রেম' মাগে, টেকে কি বিষয়।

'সাধু'-রূপা, 'নাম' বিনা 'প্রেম' না জন্মায় ॥

খাটতে গুইতে যথা-তথা নাম লয়।

দেব-কাল-নিয়ম নাহি, সঙ্গসিদ্ধ হয় ॥”

শিখ্য করিতে হইবে না। বৈষ্ণব সঙ্গ

বস্তুতেই শুদ্ধশ্রবণ করেন। শিখ্য করা মানে

সবার জীবন কৃষ্ণ ভজনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে মা তজ্জৈ সর্ব ব্যর্থ তার ॥

“नाम देना कठिनाण नारु आरु मारी
 म. वि. म. म. म. म. - ५८ न. म. म. म. ”

[illegible]

মনোমধ্যে বিচার নিবাস করবার জন্য
 হৃদয়মধ্যে বৈশাখিকারের সাক্ষ্য করিয়া
 নিশ্চয়তা পাইব। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়মধ্যে
 সাক্ষ্য করি। কনিষ্ঠা সকারী এ লক্ষ্য
 উপাসকের ভেদ এটি যে, লক্ষ্যমাসক বিষয়
 ন্যায়, বিষয় জন, বিষয় কণ, বিষয়
 লেখা ও বিষয় লক্ষ্যকর। ভগবানে আত্মা
 করেন; 'বিষয় হইবে ভগবানেই' অর্থাৎ
 বিবেচনা; কিন্তু কনিষ্ঠা সকারী 'কণ'
 লক্ষ্যমাসকের সাক্ষ্যমাসক উপলব্ধি করিতে
 ন পারিলেও 'বিষয়মাসকে' বিষয় লক্ষ্য
 পাইব। 'বিচার' করেন না। কাঠ-পাথরের
 লক্ষ্য, 'কণ' গঠিত হইবে 'লক্ষ্য' পাইব।
 মনে করেন না। 'বিবেচনা' 'বিষয়মাসকে' অর্থাৎ
 ভগবানে বস্তুমাসক পাইব। 'বিষয়মাসকে' পাইব।
 করেন। তবে কনিষ্ঠা সকারী 'লক্ষ্যমাসক'
 'বিষয়মাসকে' উপলব্ধি করি না। 'লক্ষ্যমাসক'

[illegible][illegible]

ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବୀ ଅନୁଗ୍ରାହୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ-
ସ୍ପର୍ଶକ୍ରମେ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କ ଶରଣେ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କ ଶରଣେ
‘ମମ’ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଗ୍ରାହୀ ଦିନେ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କ ମେଳା-
ମୁକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ।

[illegible]

“ସାକାମା”ର ଗୁଣ ଯେଉଁ ଏହି ଏହି ଛାତ୍ର ।

এক-দুই-তিন চার-পাঁচ-ষোল-সাত

(२५०)

—ସିନାହେର ବାସ ଅପ୍ରାକୃତେ ଶ୍ରୀରାଜ.

প্ৰগোক - অগ্ৰগোক নিৰ্দ্ধাৰণৰে বিয়াজিত
এং অধোকগতত্ব তদন্তৰ্ণত।

বান্দলায় ভক্তিশ্রোত

— (c) —

ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত হইত।
 বিহারের পশ্চিম প্রান্তে বিষ্ণুগিরির মধ্যস্থিত
 প্রদেশ ভারতের উত্তরাংশ, টাট্টা আধাবাস-
 নামে পরিচিত। বিষ্ণুগিরির দক্ষিণে
 কুমারিকা পর্বত বিষ্ণু ভূখণ্ড দক্ষিণে
 নামে অভিহিত। আধাবাসের অপর নাম-
 'গৌড়' এবং দক্ষিণাংশ 'প্রান্ত' নামে
 পরিচিত অভিহিত। আধাবাসের পূর্বসীমা
 বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশের পশ্চিম অঙ্গদেশ, বঙ্গ-
 দেশের পশ্চিম দক্ষিণে কলিকতা। কলিক-
 তাগিরির অধীনস্থ প্রদেশ রাষ্ট্র-নামে প্রসিদ্ধ।
 'রাষ্ট্র'-নাম হইতে 'রাট' শব্দ। গজার পশ্চিম
 পারে গৌড়ভূমিতে গজদেশ বলে; তাহার
 অপর নাম 'গোত্র' দেশ। 'গোত্র' নামের
 অপভ্রংশ 'পেড়ো', তথাপি রাষ্ট্রদেশের রাজধানী
 ছিল।

ବାହୁଲ୍ୟ ଉକ୍ତର ଓ ନିଜିନ-ସେନେ ବିଷୟ ।
 ବାକ୍ୟହସ୍ତୀର ମାନ୍ୟତା କାଳିନୀନାଥ ; ଡାକ୍ତର
 ନିଜିନ କାଳିନୀ । ଯେନିନୀପୁର, ଉତ୍କଳ ଓ
 ନିଜିନୀ ଡାକ୍ତର । ନିଜିନୀ ଯଥାକାଳିନୀ ନିଜିନୀ ।
 ନିଜିନୀ ବାହୁଲ୍ୟନେଟ ଉକ୍ତର କାଳିନୀ ବା
 ଉକ୍ତରନେଟ । ଯଥା କାଳିନୀର ଅନେକାଂଶ
 ଆକାଶ ଉକ୍ତର ବା ଡାକ୍ତର ନେଟ ବାଲ୍ୟା
 ପରିଚିତ । ମୋଡ଼, ବାହୁଲ୍ୟ, ବାହୁଲ୍ୟ ଓ ନିଜିନୀ
 ବା ବାହୁଲ୍ୟ କାଳିନୀ ନିଜିନୀ ବାହୁଲ୍ୟ
 ବାହୁଲ୍ୟ ବାଲ୍ୟା ନିଜିନୀ ।

[illegible]

ଶ୍ରୀଜୀବ ଆକର୍ଷଣେ ବନ୍ଦୁକାରୀ ନର-
 ଶ୍ରୀଜୀବ ଉପାସ ଦେଖିବେ ମନେ ପଡ଼େ ।

আধাগণ ভগ্ন বস, বগ্ধ ও চেহারা-বাসী-
 বিগকে পক্ষীয় ন্যায় জানি করিছেন, —
 "ইমঃ প্রজাতন্ত্রে উভায় মাঃ স্থানীয়ানি
 বহাসি প্রবাহ্যন্তেঃপাদ্যন্তা অর্কমন্তিঃ
 নিবিশি তেতি।" (ঐতরেয় আরণ্যক, ২।১।১)
 নৈদিক সাহিত্যে অজ, বজ, মগল ও মিশ্রণ
 প্রভৃতি উল্লেখ থাকিলেও তাত্কা আধাতন্ত্র
 অধিকারভূক্ত ছিল না বলিয়া অনেক অজ্ঞমান
 করেন। আবার প্রাচীনত্বক বাক্য এবং
 গোধারণ ধর্ম্মের দেখা যায় যে, অজ, বজ,
 কলস, মৌর্যু ও মগধদেশে ভীষণত্যা
 ব্যতীত অজ্ঞকারণে গমন করিলে পাত্তা-
 দোষ জন্মিত এবং পুনঃসংহার আবশ্যক
 হইত,—

* अत्र गङ्गा-कलिकेयुः सोमः द्वे-भगवेषु च ।

तीर्थायाः निना गच्छन् पुनः सङ्गमार्हते ॥”

বোম্বাইয়ন দায়িত্বে (১৯১২) লিখিত
 আছে যে, বক, ক'লক, মৌবীর প্রভৃতি
 দেশে গমন করিলে শুক্লিলাভের লক্ষ যজ্ঞ-
 বিশেষের অনুষ্ঠান করিতে হইত।

যাহা চটক, "যে সকলদে পতিতমাননী-
গতা" প্রদর্শিতা আছেন, সেট পতনদে
গমন প্রাথমিক্তাই প্রভৃতি বাক্যকে অনেক
অভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করেন, এমন কি,
মতামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কবপ্রসাদ শাস্ত্রী
মতামহ এক পনক্কে বলিয়াছেন যে, আধাগণ
যখন আপনাদের এসত বিস্তার করিয়া
এলাচাবাদ পথান্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন,
তখন নাজগর সভাতায় ঐর্ষান্বয় প্রত্যা-
ভাওয়া নাজগরকে ধর্মজ্ঞানমুখ, ভাবমুখ
পক্ষী বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। উক্ত
শাস্ত্রী আরও বলেন,—পাটীন গ্রহে দেখিতে
পাওয়া যায় যে, বড় বড় খাঁড়ী আধারাকগণ,
এমন এক, যাহারা ভারতবর্ষীয় বলিয়া
আপনাদের মৌরব করিতেন, তাহারা বিবাহ-
সুখে বসে থাকা সত্ত্বেও মিলিত হইবার জন্য
আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

[illegible]

শ্রীমদ্ব বনবঙ্গ, নতর বোম্বাইবঙ্গ বঙ্গবঙ্গে
বাংলা কবিতা আশিষ্টন। তৎকালে
বঙ্গবঙ্গে হু-শ্রীমদ্ব, দৌড় ও নতরবঙ্গ বঙ্গবঙ্গে

ତାହାରେ ମୋ ବଳି ଦର୍ଶ କର୍ମ ମହତାର । ଈଶରେ ମୋ ଶ୍ରୀତି ଜନ୍ମେ ମମତ ମହାର ।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোম্পানি গতি। রাধাকৃষ্ণ শ্রেন যার, সেই বড় খবর।

প্রাচীন ইতিহাস-প্রাণসমনে প্রিয়তম-
বৈষ্ণবস্বামী, পঞ্চম ও মহাপ্রসাদস্বামী
কীর্তনের পর ইহার কথা আলোচিত হয়।
অপরূপ পুনরায় ৩৪ গুণাকার বিষ্ণু
মহাপ্রসাদস্বামী কীর্তন হইলে পর মহাপ্র-
সাদপতিত উপাদ নবীনকৃষ্ণ বিষ্ণু সঙ্গার
এক 'গৌড়ী' হইতে উদয়রূপসমোদর
গোখামী প্রভুর পরমপুত্র উচারণামৃত
পাঠ করেন। সন্ধ্যাকালের পর ত্রিদিব্যামী
উপাদ তক্তিকেশব চন্দ্রোদয় মহাপ্রসাদ
বরপদমোদর প্রভুর অপরূপ সঙ্গ
ভারতবর্ষ কীর্তন করেন। পাঠান্তে
আনন্দ প্রেমসঙ্গ ও "দীপ্যমানতীনন্দন"
স্বীকৃতি কর্তব্য হয়। অতঃপর সমাগত
সকলকে প্রিয়প্রসাদ প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় জিগোড়ীমন্ডে উৎসব

পঞ্চমাব্যাহার উপলক্ষ আচার্য্যমহোদ-
য় প্রসাদ গুপ্ত রূপে জুন মঙ্গলবার, দ্বিতীয়
জিগোড়ীমন্ডে মিত্রাদীপালমন্ডে কী 'বহুপাদ
উপাদ সন্ধানন্দ তক্তিকেশবদেব ঠাকুরের ও
উপাদ বদাম্বর পুত্র গোখামী প্রভুর
অপরূপ-উৎসব ইহার প্রকীর্তনমূলে পুত্র-
কল্যাণ সম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবদিবসে পাঠকালে উপদেষ্টা
বন্দনা ও উৎসবকীর্তনে উপাদ প্রভুর প্র-
সাদপুত্র পাঠ হয়। তৎপরে কীর্তন-মুখ
উপাদেশের মঙ্গলারামিক সম্পন্ন হয়
উপাদেশের মঙ্গল ভোগস্বাদকালে সমাগত
সকল ও সঙ্গনগুণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ
করা হয়।

অপরূপ ৩ ঘণ্টা হইতে সন্ধ্যা ৭০০
ঘণ্টা পর্যন্ত উপদেষ্টা-বন্দনা, কীর্তন ও
গোড়ীমন্ডে উপাদ ঠাকুরের প্রসাদ বৈষ্ণব
সম্মেলন আলোচনা হয়। সন্ধ্যাকালে
শ্রী উপাদ ঠাকুর প্রকীর্তন ও উপাদ বদাম্বর
পুত্র গোখামী প্রভুর পুত্রকীর্তনকীর্ত
ইতিহাসীয় আলোচিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

বাঙলায় কম্পাউট সার প্রস্তুতের
ব্যবস্থা

বাঙলা সরকারের একটি প্রেসনোটে
বলা হইয়াছে—বাঙলার বিভিন্ন গ্রামে বহু
সংখ্যক ডেমস্ট্রেটোরের সাহায্যে কম্পাউ-
টার প্রস্তুতের জন্য বাঙলার কমিউনিটির এক
পরিচরনা গণন করিয়াছেন। এজন্য
২.৭৫ ০০০ টাকা ব্যয় হইবে। এটি
পরিচরনা অনুসারে দুই লক্ষ কামদার বা
ডেমস্ট্রেটোর নিযুক্ত করা হইবে এবং
ডাটা'বংকে ট্রেন, দ্বিতীয় গ্রামে পাঠান

হইবে। একজন কামদার মোটামুটি একটি
ডেমস্ট্রেটোর কাজ করিবে। প্রত্যেক ডেমস্ট্রেটোর
একটি বা দুইটি গ্রাম লইয়া কাজ আরম্ভ
করা হইবে। গ্রামবাসীগণকে কম্পাউ-টার
প্রস্তুত প্রণালী দেখানোর জন্য ডেমস্ট্রেটোরের
মধ্যে সারের একট বা দুইটি স্থান প্রস্তুত
করা হইবে। প্রত্যেক কামদার উক্ত ডে-
মস্ট্রেটোর ছয় মাস কাল কাজ করিবে। একজন
কামদারের অন্তর্গত একটি ডেমস্ট্রেটোর বা
গ্রাম সমষ্টি ছয় মাসের মণ বা ততোধিক
কম্পাউটার প্রস্তুত করিলে উক্ত ডেমস্ট্রেটোর
বা গ্রাম সমষ্টি পাঁচ শত টাকা পুরস্কার
পাওরলা অধিকারী হইবে। পুত্রদ্বয়ের
টাকা এক মণে দেওয়া হইবে না। প্রথম
লক্ষ্য পুত্রদ্বয়ের এক তৃতীয়াংশ টাকা
দেওয়া হইবে। ছয় মাস পর উক্ত কামদার
আর একটি নতুন ডেমস্ট্রেটোর নিষ্পাদন করিয়া
তদ্বার কম্পাউটার প্রস্তুত প্রণালী প্রদর্শন
করিবে। কোন ডেমস্ট্রেটোর প্রথম ছয় মাসে
ছয় মাসের মণ কম্পাউটার প্রস্তুত করার
পর পরবর্তী ছয় মাসের শেষে পুনরায় আরও
ছয় মাসের মণ প্রস্তুত করিলে উক্ত
ডেমস্ট্রেটোর দ্বিতীয় লক্ষ্য পুরস্কারের আরও
এক-তৃতীয়াংশ টাকা দেওয়া হইবে। এইরূপে
তৃতীয় লক্ষ্য পুত্রদ্বয়ের অন্তর্গত এক-
তৃতীয়াংশ টাকা পাঠিতে হইলে উক্ত
ডেমস্ট্রেটোর তৃতীয় ছয় মাসে আরও ছয়
মাসের মণ কম্পাউটার প্রস্তুত করিতে
হইবে। প্রত্যেক ছয় মাসে ছয় মাসের মণ
কামদার কম্পাউটার প্রস্তুত করিতে গ্রাম-
বাসীগণকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুরস্কার
প্রদানের এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জনসংস্থা রক্ষায় সরকারী সাহায্য

বাঙলা সরকার প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে
সাবুদগুণ্যসিন্ধু মডেলসম্পাদিতের জন্য
কিছু সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার
পরিমাণ হইবে উক্ত মডেলসম্পাদিতের
প্রস্তুত জনসংস্থা কয়েক মণ্ডল হেলথ আফ-
সারের বেতনের অর্ধেক। তাঁহার বেতন
মাসিক ১৩০ ২০০ ১২০০ - ১৫
১২ ২৪০০ টাকা।

টাকা জমাগোড়ের জন্য অল্পকাল
সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। এখানকার
প্রস্তুত জনসংস্থা কয়েক মণ্ডল হেলথ
অফসারের বেতনের হার স্থল বিশেষে ২০০
—২০০ ৫০০০ টাকা অথবা ২৬০ ৩৫০
২ ৪০০ ২০২ ৪০০ টাকা (সং-
শোধিত হারে) সাহায্যের পরিমাণ তাঁহার
বেতনের অর্ধেক হইবে।

১৯৫৩ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে ১২
মাসের জন্য উক্ত সাহায্য দেওয়া হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

— ১৫:০০:১৫ —

নিয়মাবলী

১। ইতিহাস-প্রাণসমনে প্রিয়তম-বৈষ্ণবস্বামী
পারমার্থিকপুত্র উপদেষ্টা-পকাশের প্রাচীন ইতিহাস
নদীয়া-পকাশের বিজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত থাকিলেও
কালিক নিয়োগে টাকার প্রকৃত ভিত্তি।

২। নদীয়া পকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে প্রাচীন ইতিহাস
কম সময়ের জন্য কাটকটে প্রাকৃত করা হয় না।
নদীয়া-পকাশ নবন্যায়রূপে
পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে নদীয়া-পকাশের
প্রাচীন ইতিহাস হয় না।

৩। যে-কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাহা এক
সম্প্রদায়ের মধ্যে না কানাইলে
পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাঠিতে
হইলে Reply card বা ১০
নম্বর ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে
ঠিকানা পরিবর্তন
তার লওয়া হয় না; তৎপরে প্রাকৃতগণের স্থানীয়
ডাকঘরের সহিত যোগাযোগ করিয়া। স্পষ্ট
ও পূর্ণ কাননা পাইলে তৎমধ্যে কোন ব্যবস্থা
করা সম্ভব হয় না।

৪। প্রকাশ্য ব্যক্তিগণের পরমার্থ-স্বাক্ষর
সম্পাদকের অনুমোদন লাভ
করিলে নদীয়া-পকাশে প্রকাশিত হইতে পারে।
অনুমোদিত স্বাক্ষর যথোপযুক্ত
ডাকটিকেট না পাঠিলে ফেরৎ পাঠান হয় না।
প্রাকৃতগণের প্রেসে কয়েকটি স্থানীয়
জনসংস্থা মাত্র এক পুষ্ঠা পরিচরিতাবে
প্রাকৃতগণ নিম্নলিখিত পাঠাইবেন।

৫। নদীয়া-পকাশের প্রতি কাগজের কোন-প্রকার
অপ্রাকৃতক আচরণ বুঝা গেলে
এ সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন
সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির
নিকট নদীয়া-
পকাশ প্রেরণ বন্ধ করা হইতে পারিবে।
স্বভাবাক্রমে নদীয়া-পকাশ
বন্দিত্বের দ্বারা
গণসংস্থার মধ্যে পরম্পরায়
স্বভাবাক্রমে তীক্ষ্ণকোণে কোন
ব্যবহারিক কাগজে নিয়োগ
অপ্রাকৃতগণের পরিচরিত, সন্দেহ নাই।

৬। নদীয়া-পকাশের বিজ্ঞাপন ও চিঠি-পত্র—
উপাদ নবগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-
পাত্রী, ঐচৈঃমঠ, গোঃ ঐমাদ্যপুর, নদীয়া—এই
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

— কামদার —

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও দ্বিতীয় বার,	৩য় ও ৪র্থ বার
১০ দিনের জন্য	২০
" " " " " " " "	১০
" " " " " " " "	১০
" " " " " " " "	১০
" " " " " " " "	১০
এক বৎসরের জন্য চুক্তি লইলে	১০০

শ্রী সুরেশচন্দ্র-সংলাপ

মিত্রাদীপালমন্ডে উপদেষ্টা-
উপাদেশের গোখামী প্রভুপাদ
সম্প্রদায়ের যে সকল প্রস্তুত প্রদান
করিয়াছেন, তাহা সন্ধানিত হইয়া
একাধিত হইয়াছে। মূল্য ১০ আনা।

বৈষ্ণবচরিত্রী-সংলাপ

উপদেষ্টা-প্রাণসমনে প্রিয়তম-
বৈষ্ণবস্বামীর বিষ্ণুত জীবন-চরিত্র,
হিন্দুত্ব ও শিখা-লক্ষ্যে বাংলা ভাষায়
অনুবাদিত। মূল্য ২০ টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—উপদেষ্টা-প্রাণসমনে,
উপদেষ্টা-প্রাণসমনে, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা

ও
সময়

নিরপেক্ষ হৃদয়পূর্ণ আলোচনা-এ
হাতে তাক-সম্মেলন প্রাকৃত-
প্রাকৃত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও আলোচনা
প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্মেলন
সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে
মূল্য ১০ আনা

ঐশ্বর্য-মাদ্যপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্ট ওয়ার্কস হইতে ঐশ্বর্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশ্রী সম্পাদিত
ঐশ্বর্যকিশোর ভক্তিশ্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সত্যকথা কল্যাণকর
 = ০ =
 শ্রীল ঠাকুর ভক্তিনিবোধ
 রচিত অমূল্য কল্যাণকর
 গ্রন্থ 'পরিমল' নামক কাব্য-
 সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
 ইহা নবলোকজীয়াস্বেরূপ
 নিতাপাঠ্য।
 প্রাপ্তিস্থান -
 ইন্ডোগঞ্জী প্রিম'সের
 পোঃ শ্রীমাদ্রাধ, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

দৈনিকোত্তম
 = ০ =
 শ্রীল গুরুগোবিন্দ ভক্তি
 নিবোধ ঠাকুর রচিত
 মূল্য, টাকা, মাত্র কল্যাণ
 অমূল্য, শ্রীলোক কল্যাণ
 প্রকাশিত হইয়াছে।
 নব প্রকাশিত হইয়াছে।
 প্রাপ্তিস্থান -
 ইন্ডোগঞ্জী প্রিম'সের
 পোঃ শ্রীমাদ্রাধ, নদীয়া।

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুদ্রাপত্র

১৯৮ বর্ষ { ২৭ বামন গৌরাক্ষ ৪৫৮; ১৯শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ওরা জুলাই ইং ১৯৪৪, সে মবার { ৮৫৮-৬৮ সংখ্যা।

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ বামন, সর্ব সর্বগ গৌরাক্ষ ৪৫৮

ভক্তির অনুশীলন অবিরাম হইবে

— :: (১) :: —

অনুশীলন কল্যাণকর বা আত্মকল্যাণ কল্যাণকর ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ গোচরানা প্রাপ্তিই আত্মকল্যাণ। কল্যাণকর আত্মকল্যাণ মর হইলে তাহাকে ভক্তি বলা যায়। প্রাপ্তিকৃত ভক্তি নাই।

কল্যাণকর বা কল্যাণকর অনুশীলনকেই কল্যাণকর বলা যায়। অথবা যুক্তিঃ যোগ্য নিবোধ নাই, অলস মনোবান; ইহা কল্যাণকর অনুশীলন। এত কল্যাণকর বলা একমাত্র কল্যাণকর ও কল্যাণকর বলা যায়। ইহা কল্যাণকর অনুশীলন। অথবা যুক্তিঃ যোগ্য নিবোধ নাই, অলস মনোবান; ইহা কল্যাণকর অনুশীলন। এত কল্যাণকর বলা একমাত্র কল্যাণকর ও কল্যাণকর বলা যায়। ইহা কল্যাণকর অনুশীলন।

"অভ্যাসিতাভ্যাসঃ জ্ঞানকর্মান্বিতম্।
 আত্মকল্যাণ কল্যাণকর ভক্তি।
 (১: ৪: ১৫)
 "অতঃ পরা, অতঃ পরা।
 ছাড়া 'জ্ঞান', 'কর্ম'।
 আত্মকল্যাণ কল্যাণকর অনুশীলন।

এই 'ভক্তি', ইহা হইতে 'পেমা' হয়।
 পক্ষান্তে, ভাগবতে এই লক্ষণ হয়।
 (১: ৮: ৫)

কল্যাণকর বা কল্যাণকর ভক্তি। এই ভক্তি বা প্রীতি নৈরন্তর্যময়ী। শুদ্ধিমান শ্রীল ঠাকুর ভক্তিনিবোধ অমৃতপ্রসাদভাষ্যে বলিয়াছেন,—"অনুশীলনভাষ্যে সহিত প্রবণ, কীর্তন ও শ্রবণেই সের ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। অত্যাশ্রয়ভাষ্য এবং জ্ঞানকর্মের সহিত যুক্ত-ভেদ-দ্বারা সের স্বরূপলক্ষণ প্রেমধন উপস্থাপন করে। কল্যাণকর নিত্যসিদ্ধান্ত। তাহা কখনও (শুদ্ধ ভক্তি বাতীত) কল্যাণকর অভিধেয়) সাধা নয়; কেবলমাত্র শ্রবণাদি-দ্বারা বিশোধিত ভক্তিতে তাহার উদয় সম্ভব।" কোন কোন মহাজন মুহূর্ত্তে কল্যাণকর ভক্তির স্বরূপলক্ষণ বলিয়াছেন। নিষ্ঠা বা নৈরন্তর্য্য হইতে পেমের উদয় উঠে। যত্নগ্রহ বাতীত প্রীতি হয় না। সত্যযুক হইয়া অনুশীলন অনুশীলন যত্নগ্রহ। নিষ্ঠার অপর নাম নৈরন্তর্য্য। অনুশীলনের নৈরন্তর্য্য-ফলই কল্যাণকর বা সাধ। ভক্তির ফল প্রীতি এবং প্রীতিতে কল্যাণকর। ইহা কল্যাণকর ভক্তিতে উক্ত হইয়াছে, —

"প্রবণাদি ক্রিয়া তা'র 'অনুশীলন'।
 'ভক্তি'লক্ষণ উপস্থাপন প্রেমধন।
 নিত্যসিদ্ধ কল্যাণকর 'সাধা' কল্যাণকর।
 প্রবণাদি ভক্তিতে করে উদয়।
 এক অতঃ পরা, কেহ সাধে বহু অতঃ পরা।
 নিষ্ঠা হইতে উপস্থাপন পেমের উদয়।
 যত্নগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় পেমের।
 ভক্তিই অভিধেয়, ভক্তিই পরা বিজ্ঞ।
 ভক্তিই ভক্তির ফল। ভক্তির দ্বারা ভক্তিলাভ হয়। সর্বোত্তরে আত্মকল্যাণ কল্যাণকর ভক্তি। এই স্বরূপলক্ষণময়ী ভক্তির চুইটি তটলক্ষণ। এই শুদ্ধ ভক্তি সকল উপাধি

হইতে মুক্ত থাকিলে এবং কল্যাণকর হইয়া যত্ন নিষ্ঠা হইবে। ভক্তি অষ্টভূতী ও অপ্রতিভতা। ভক্তি বা প্রীতির মুখ্য ফল ভগবৎসাক্ষাৎকার ও তদীয় মাদুয়া-ভক্তিব। ভক্তি কেবল কল্যাণকর অনুশীলনময়ী। সেখানে যত্নগ্রহকাম্যমোক্ষার্থী বা অতঃ পরা-বাক্য নাই। সমস্তের দিকে শ্রীকৃষ্ণের অবিরাম গতির দ্বারা শুদ্ধ ভক্তির দিকের দিকে অবিচ্ছিন্ন গতিই ভক্তি। পীড়িত মন ভক্তি আচ্ছন্ন। ভক্তি বাতীত প্রাপ্তি হইতে হয় না, পরন্তু অধিক বর্জিত হয়। ইহা ভক্তি, বিবর্তিত ভক্তি নহে। ভক্তি বা প্রীতি হইতে হয়। প্রায়ঃ ভক্তি, প্রায়ঃ ভক্তি বা প্রায়ঃ ভক্তি। ভক্তি প্রাপ্তি নীতি বা প্রেম। সাগরের প্রতিগল্যকলের পবিত্রের দ্বারা ভগবানের প্রতি অবিচ্ছিন্ন গতিই ভক্তি। ভক্তির লক্ষণ। এই ভক্তিতে ভগবৎকল্যাণকর 'নকট' লভ্যা যান, ভক্তিই ভগবৎকল্যাণকর করান। সেট পরমপুণ্য ভগবান একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্বোত্তম। অষ্টভূতী বা প্রাপ্তিকৃত শুদ্ধ ভক্তি হইতেই কল্যাণকর হয়। সাধু-সুখ ও সাধুর কল্যাণ এই ভক্তি লাভ হয়। সাধু বলায়, —

"সাধু-সুখ, কল্যাণকর, ভক্তিই ভক্তি।
 এ ভগবৎ সন ছাড়া, করে কল্যাণকর।"
 (১: ৮: ৫)
 পরবিজ্ঞাপিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরাবিশ্বাসভূতান শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন কল্যাণকর বলিয়াছেন। ব্রহ্মহর বা ব্রহ্মহরভক্তির উত্তর অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রথম স্তরে আমরা "আত্মকল্যাণকরভক্তিব" উপদেশটি পাইয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বা শিক্ষাটিক "আত্মকল্যাণকরভক্তিব" এই ব্রহ্মহরের পদে, মস্তক ও পুণ্ড্র ফলদান। ব্রহ্মহরের কল্যাণকর ভক্তি।

পাদে চরম বা সর্বোত্তম ভক্তি "অন্যভক্তি" শব্দে "অন্যভক্তি: শব্দে" — এই মূলমত উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্রাধ ভক্তি।

"ভগবৎ সন ছাড়া, করে কল্যাণকর।
 অতঃ পরা ভক্তি।
 এই ভক্তি "কল্যাণকর ভক্তি"।
 ভক্তিলাভ "আত্মকল্যাণকরভক্তিব"।
 এই ভক্তি "কল্যাণকর ভক্তি"।
 ভক্তিলাভ "আত্মকল্যাণকরভক্তিব"।
 এই ভক্তি "কল্যাণকর ভক্তি"।
 ভক্তিলাভ "আত্মকল্যাণকরভক্তিব"।
 এই ভক্তি "কল্যাণকর ভক্তি"।

"নিষ্ঠা কল্যাণকর কল্যাণকর।
 ভক্তিলাভ "আত্মকল্যাণকরভক্তিব"।
 এই ভক্তি "কল্যাণকর ভক্তি"।
 ভক্তিলাভ "আত্মকল্যাণকরভক্তিব"।
 এই ভক্তি "কল্যাণকর ভক্তি"।
 ভক্তিলাভ "আত্মকল্যাণকরভক্তিব"।
 এই ভক্তি "কল্যাণকর ভক্তি"।
 ভক্তিলাভ "আত্মকল্যাণকরভক্তিব"।
 এই ভক্তি "কল্যাণকর ভক্তি"।

সবার জীবন কল্যাণকর সবার। হেন কল্যাণকর যে না ভক্তি সর্ব বর্জিত ভক্তি।

ইখনে যে শ্রীতি জন্মে নশ্বত নবান্ন ॥

অস্পৃহিত্র যথো জীবের কোন্ সম্পত্তি গতি। রাধা হৃদে প্রেম যা'র, সেই বড় ধন ॥

ଦୈନିକ ବନ୍ଦୀ-ପ୍ରକାଶ

नियंत्रावली

[illegible]

୨ । ଜିନଦାବା ମକାମେର ସେ-କୋନ ମଂସା ଛଡ଼େ ଶ୍ରାବକ ତରଫା ଗୋଲେ ଏକ ସଂସରେ
ଏକ ସମୟେର ଉକ୍ତ କାତାକେଏ ଆଡ଼କ କରା ଥିଲା । ଜିନଦାବା-ମକାମ ନୟନାସକ୍ତେ
ମାଡ଼ିନ ଚିହ୍ନ ନା । ନିୟାମିତ ଭାବେ ଜିନଦାବା-ମକାମର ଗୁଡ଼ା ଆଡ଼କ ତରଫା ଯାଏ ନା ।

এ। কেত কোন সংখ্যা না পাঠিলে গ্রাহ্য এক সম্ভাবিতর মতো না কাটাটিলে
 পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাঠতে হইলে Reply card বা
 পত্রসার ডাক টিকেটে পাঠাইলে হয় সাময়িক ন্যানে প্রিকানা পরিবর্তন
 তার লওয়া হয় না; উল্লেখ্য যাতকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট
 ও পূর্ণ কালনা পাঠিলে তৎসময়ে কোন বাতখা করা সম্ভব হয় না।

৩। সকাল বাস্তবের পরমাণু-স্বকীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অন্তিমোদিত লিখিত
কালে মনোযোগের প্রকাশিত হইতে পারে। অন্তিমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত
কাকতিকে না পাঠাইলে ফেরৎ পায়ন হয় না। প্রবন্ধের প্রকাশের পক্ষেও কাঁচের
সহ কাকতিদের মত এক পৃষ্ঠায় পরিদর্শন করে প্রবন্ধাদি লিখা হয় পাঠাইতে হয়।

২। জীনদীয়াপুকলের প্রাচীন কাঠের খণ্ডকিন্তুকার অশকাঙ্কিত আশ্রয় বুঝা গেলে
এ সম্প্রদায়ের চর্চাভাষায় খেলকান গম্বুজ চড়ে খেলকান বা কুরানকট জীনদীয়া-
পুকল প্রেরণ বন্ধ করা হইতে পারিবে। শুধু কলকাতা জীনদীয়াপুকল সমষ্টিগত ভাষা
ব্যবহারেরদ্বারাশ্রয়প্রদান করা যাবে। সুতরাং চাঁচাকান বাবুদেব কাঠো নিষিদ্ধ অত্র
অঞ্চলের পরিচালক, সংশ্লিষ্ট নাই।

৬। জিন্নাহ-জাফের চাকরি বন্টিত হইল—জিন্নাহ একমোপাল বন্ধারও ভক্তি
পাত্রী, কৌশলময়, পো: জিন্নাহপুর, নর্মদা—১৪ টিকানাখ পাঠা৪০ ৪৪৪৪।

— ୧୫୫ —

বিজ্ঞাপনের হার

କ୍ଷେତ୍ର	ମୌସୁମିକ	ଅବସ୍ଥା
କୃଷି	ଅଧିକ	ଅଧିକ
ପଶୁପାଳନ	ଅଧିକ	ଅଧିକ
ଉଦ୍ୟାନ	ଅଧିକ	ଅଧିକ
ଅନ୍ୟ	ଅଧିକ	ଅଧିକ

ଏକ ମାସରେ କୃଷି ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংল।প

‘মতালীশ’ প্রাণের উত্তরায় বিলম্বিত-
‘কালসপত্তী’ গোরাখা এতুপাদ জ্ঞান
সম্ভবতঃ যেরূপে প্রাপ্ত হইয়া
‘মতালীশ’ প্রাণের উত্তরায় বিলম্বিত-
‘কালসপত্তী’ গোরাখা এতুপাদ জ্ঞান
সম্ভবতঃ যেরূপে প্রাপ্ত হইয়া

বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্ৰীমদ্ব

কৌশলম্বাচাৰ্য্যেৰ বিজ্ঞত জীবন-চাৰিত্ৰ,
 প্ৰসিদ্ধাৰ ৬ শিক্ষা-পথকে বাংলা ভাষাৰ
 প্ৰমোদন প্ৰথ। ২য় ২৮ টাক।

আত্মজ্ঞান—ঐখোগনীঠ-ঐজ্ঞান্যর, : 1:
 ঐজ্ঞান্যর, ২০০০।

সাশ্রদায়িকতা

୭
ମଧ୍ୟବୟ

[illegible]

વિવિધ સંવાદ

পল্লী অঞ্চলে ন্যাপক রেশ:-ব্যাপ্ত

এইশল মাসের শেষভাগ পর্যন্ত প্রাপ্ত
 তিসান হইতে জানা গিয়াছে যে বাড়নার
 জেলাভূমিতে ১ কোটির অধিক পীরবারে
 রেশন-কার্ড 'বণি' করা হইয়াছে এবং
 আঞ্চলিক পাণ্ডা কমিটিসমূহ গঠন ও পুনর্গঠনের
 কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

১০,৫০৬ ০ ০ খানি রেশন কার্ড
(শান্ত পারবারের ককু একখানি) ১৭শী
করা হয়েছিল। প্রত্যেক পারবারের
কেবো'লন, খাদ্যাদি প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা
সম্পর্কিত ক্রমাঙ্কসারী তালিকার ৭২২, ৭৫০
খানি ফর্ম প্রস্তুত হয়েছিল।

বাঙলা দেশের মোট ৮২,০২১টি গ্রামের মধ্যে ৫৫ ভগ্নাংশী জনগোষ্ঠীতে গাভ্র ক'মতী ১৮৮ ০০০ টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫৫ ভগ্নাংশী জনগোষ্ঠীতে গাভ্র ক'মতী গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ক'মতী জনগোষ্ঠীতে গঠিত হইয়াছে। এহ সব ক'মতী ও সকল দেশী ও দেশের প্রাচীন জনগোষ্ঠী লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা সম্প্রতি গণপরিষদের মাধ্যমে সম্প্রতি গণপরিষদের মাধ্যমে নিম্নে অন্তর্ভুক্ত ক'মতী জনগোষ্ঠী গঠিত হইয়াছে। ১০০০টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮০০টি জনগোষ্ঠী গাভ্র ক'মতী জনগোষ্ঠীতে গঠিত হইয়াছে।

আমি কহা যাই যে, বর্তমান যামের
মামাট পোদেপোর মন্দির নিচির অঞ্চলক
যাত্র কামটি মন্দির গঠন ও পুনর্গঠন কায-
শেন হইয়া যাইবে। রেশনশাখা প্রাথমিক
কাযা'দ কয়েকটি স্থানে বিশেষতঃ শহর
অঞ্চল সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। কয়েকটি
জেলার মনবে এবং মতকুম শহরে বেশ কিছু এর
কাযা চীতামেনি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে

বঙ্গীয় কেরোসিন নিঃশ্রয় আশ্রয় অমুদায়ী
বাণসায়ী ও ফার্মাসীয়ালাদের লাইসেন্স
প্রদানের কায্য চলিতেছে। এছাড়া পরিবহনের
অংশক্রমে ৫০টি ক্রিসমসবায় ডাক্তার ও
প্রাক্তিক হইয়াছে।

পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

६६५।५

চট্টগ্রাম জেলায় সমগ্র-প্রচেষ্টামূলক বিজ্ঞান
 প্রকল্প কাৰ্য্যে লক্ষাধিক শ্রমক নিযুক্ত
 আছে। এত জেলায় প্রত্যক্ষ সেবায় বহু
 টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ১৩৩টি লক্ষ্যস্থানা

হুইতে ভিন্ন যাস যোগ্য প্রভাহ লক্ষ্যনিক
লোককে আহ্বান প্রদান করা হইয়াছে।
উদ্দেশ্য চিকিৎসা-কার্যেও এক লক্ষ টাকা
ব্যয়িত হইয়াছে।

১৯৫১ সালের ১৯ই আগস্ট তারিখে
 জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে
 বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা
 করা হয়।

নেগ্রাম জেলার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ভালই।
এই জেলায় মহামারীর প্রকোপ দেখা দেয়
নাট।

কেন্দ্রের বিভিন্ন অংশে ৫৩টি ডঃ
হাসপাতালে সম্প্রদায়িক রোগের লবণ
বিস্তারিত। ১০ জন স্যানিটারি এন্ড ট্যাক্সি
সহায়তায় ৩ জন সাময়িক মেডিকাল
অফিসার মহামারী নিবারণী ক্যাম্পে
বিস্তারিত কারণেছেন।

চট্টগ্রাম জেলার শহরগুলিতে সমগ্রভাবে
এবং কয়েকটি শ্রমীকরণে আংশিকভাবে
রেশম-শাখা শানদিত হওয়াতে এত জেলার
বাণ্য-সম্ভার অটুটতা পূর হইয়াছে নগা
চলে ।

বায়ু-বাহ্যজাতি বৃদ্ধি পাওয়াতে এর
জেলায় পেশার-সমৃদ্ধিও এক প্রকার নষ্ট
বাগলের চলে। শ্রামিকদের মজুরি বৃদ্ধি
কিনে তা। তারা বিশেষ গতিবান হইয়াছে।

চট্টগ্রামের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি
লাভ করিতেছে; তথাপি বিপন্ন অঞ্চলে
হুঃখদের সেবা কায্য চালাইন হইতেছে।

এ পর্যন্ত গভর্ণমেণ্ট এহ জেলায় বিভাগ
প্রকার বহুভাষী দান ও টেট্টে রাগক কায়ে
১২ লক্ষিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন।
এখানে ১,১৬৩ ছুথের টিন, ৪১ মণ বাসি,
২৮৯ গাঁহট কয়ল ও ৪৯ গাঁহট কাপড়
বতরণ করা হইয়াছে।

এই জেলায় অল্পসীমিত হাঙ্গুল প্রাণীও
 এখনও হিংস্রদের চিকৎসা করা হয়েছে
 এই হাঙ্গুল প্রাণীতে ১,৫০০টি প্রাণী
 লক্ষ্যের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীধাম-মামাপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিটিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীমদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
শ্রীমদ্বিকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কল্লক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যক কল্যাণকরতর
— — —
শ্রীল ঠাকুর কলিবিলাস-
বচন অমল্য কল্যাণকরতর-
গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেয়
বিতাণাঠা।
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগেশ্বরী ভোমকর
পোঃ শ্রীমাধাপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

মহাকৌতুক
— — —
শ্রীল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
বিনোদ ঠাকুর বিলাস
মূল চিত্রা, মঙ্গল ভাষ্য
অভিধান, চিত্রিত অভ্যাস
জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান চিত্রিত
নব প্রকাশিত গ্রন্থ।
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীমাধাপুর ভোমকর
পোঃ শ্রীমাধাপুর, নদীয়া।

১৯শ বর্ষ

২৯ বামন গৌরান্দ ৪৫৮; ২১শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ৫ই জুলাই ইং ১৯৪৪,

বুধবার

৮৭ ৮৮শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম:

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ বামন, হাণ্ডি মনিরুজ্জোয়া ৪৫৮

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

— ::(৩):: —

শ্রীহরির অংশাংশ শ্রীহরিকথার মত
শ্রীজয়ন্ত ও শ্রীউত্তানপাদ নামক পুণ্ডর
কগবান্ শ্রীহরিকথার অংশে অবতীর্ণ হ'য়া
পৃথিবী পালন করেন। শ্রীউত্তানপাদ রাজার
দুই মহিষী স্ত্রী ও স্ত্রীত। শ্রীহর
শ্রীশ্রীতরই পুত্র। স্ত্রীতর পুত্রের নাম
উত্তম। একদা রাজা উত্তানপাদ উত্তমকে
কোড়ে লইয়া আসার কারত্বের দোষ
উদ্ভবের পিতার কোড়ে আরোহণ
করিতে ইচ্ছা হইল। রাজা একে কোড়ে
লইয়া ঘুরে থাকুক, তাহার প্রান্ত দৃষ্টিপাত
করিলেন না। তখন স্ত্রীতর একে
বলিলেন—তুমি রাজপুত্র হইলেও রাজ্যমানে
বাসবার যোগ্য নহ। তোমার ব'দ
রাজ্যমানে বাসবার ইচ্ছা থাকে, তবে তপস্ব
ধারা তগবান্কে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার অমৃত
আম্র গণ্ডে ভক্ষণ কর। শ্রীহর নিমাতার
পাকাত্যে মনোহর হইয়া সজ্জননে মাতার
'নকট গমন করিলে স্ত্রীতর লোকমুখে
স্বকীর্ত্ত হইয়াবহারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত
বিস্মিত হইতে লাগিলেন,—“বৎস! যদি
তুমি রাজ্যসংসার লাভ করিতে চাও, তবে
বৎসধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার বিমাতার
কথাবাহারী শ্রীতগবান্কে সন্তুষ্ট কর

তগবানের কৃপা ব্যতীত তোমার ক্রোধমোচনের
অন্ত কোন উপায় নাই।” তখনই এট
বিলাপময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রীহর
স্নেহের আরাধনার জন্ত বনে গমন করিতে
উত্তম হইলে তগবান্ শ্রীনারদ তাঁহার নিকট
উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“হে বৎস! তুমি
এখনও পঞ্চমবর্ষীয় বালকমাত্র; সুতরাং
পরে এ বিষয়ে যত্ন করিবে। ইচ্ছাগতে
স্বাভাবিক-কর্ম্মনিবন্ধনই জীবের স্বভাব ও
মানাপমানাদি ঘটনা থাকে। শ্রীতগবানের
ইচ্ছা ব্যতীত কোন উত্তমই ফলপ্রাপ্ত হয় না—
ইহা বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ পারকারসারে
যাহা কিছু পাওয়া যায়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির
তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তোমার
জননীর উপদিষ্ট যোগের দ্বারা তোমার পক্ষে
শ্রীতগবানের কৃপা লাভ করা হইবে। মুনিগণ
সহস্র বৎসর সাধনের দ্বারাও তাহা লাভ
ক'রিতে পারেন নাই। সুখ ও দুঃখের মধ্যে
যে ব্যক্তি যাহা দৈনিককৃত স্বপারকারকপে
প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিযাই
শ্রীহরিতে মনোনিবেশপূর্ব্বক আত্মাকে সন্তুষ্ট
করিয়া সংসার উত্তরণ হইতে পারে। আবার
যে-ব্যক্তি নিজের অপেক্ষা অধিক গুণমান
পূর্ব্বক দর্শন করিয়া তাহাতে প্রীতিসম্পন্ন
হয় নিজেপেক্ষা জগদ্বীক দর্শন করিয়া
তাহার প্রান্ত কৃপা প্রকাশ করে এবং নিজের
সমানগুণযুক্ত পুরুষে মৈত্রী করিয়া থাকে, সেই
ব্যক্তি কোন সন্ধাপের অভিকূত হয় না।”

শ্রীনারদের কৃপা শ্রবণ করিয়া শ্রীহর
বলিলেন,—“প্রভো! আমার পুণ্ডরুগুণ
ও অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে
পারেন নাই, সেই উত্তমই পদবী আমি কোন
পথ অবলম্বন করিয়া লাভ করিতে পারি, তাহা
কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করুন।” তখন
দেবর্ষি শ্রীনারদ বলিলেন,—“বৎস!

শ্রীতগবানের সেবাতেই সকল সিদ্ধি হয়।
অতএব শ্রীমুনার পন্থাতেই শ্রীমুনে গমন
করিয়া তুমি কামনোবাকো শ্রীতগবানের
আরাধনা কর। শ্রীহর সন্ত প্রসাদদানে
উত্তম। তিনি প্রণতকনের পরমাত্ম ও
সম্পূর্ণকর্মে আরও বরদ। তিনিই
একমাত্র শরণ্য ও দয়ার সাগর। তিন
শ্রীহরসঙ্গাঙ্কন, নবমশ্রীমর্গ ও শ্রীহর গদ্য-
পদ্মসী চতুর্ভুজ। দর্শনীয় যে কিছু হইবে
বস্তু আছে, তদ্ব্যতীত শ্রীহরই সর্বপ্রভ।
তাঁহার রূপ ভক্তগণের শুদ্ধ মন ও নর'নর
আনন্দবন্ধনকারী।” এরূপ উপদেশ দিয়া
শ্রীনারদ শ্রীহরকে ধ্যানাক্ষর মন্ত্র প্রদান
করিলেন।

ধ্যানাক্ষর মন্ত্রে এট শ্রীমুনে প্রাপ্য
বন। মধুনে মধু'মগোর বাগদান 'চল,
তাহাতে নামভূগারে মধু'ন-নাম হইয়া ছ।
মধু'দন শ্রীহর এট মধু'নে মধু'মগকে বদ
কারিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরও এখানে
ওভাগমন করিয়াছিলেন। এই মধু'নে
অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত। এখানে শ্রীহর
মধু'নানীলা প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

শ্রীহর শ্রীনারদকে প্রণাম ও প্রদক্ষণ
করিয়া শ্রীমুনে গমন করিলেন। তিনি
শ্রীমুনাধরান করিয়া সে রাজ্য উপাধি
ধাকিয়া শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীহর
আরাধনার রত্ন হইলেন। শ্রীহর প্রাণ
তিনদিবস অন্তর ক'থ ও বদৌলমাত্র
ভোজন করিয়া কোন প্রকারে পরীক্ষা-
নিরীক্ষাপূর্ব্বক শ্রীহর আরাধনার প্রথম মাস
অতিবাহিত করিলেন। দ্বিতীয় মাস আরম্ভ
হইলে বালক হ্রস্ব প্রত্যেক ষষ্ঠ দিবস ব্রহ্ম
হইতে স্বয়ং পতিত শুদ্ধ তপ পাত্র আহার
করিয়া তগবানের সেবা করিতে লাগিলেন।
একরূপে দ্বিতীয় মাস অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর তৃতীয় মাসে পতি নয় দিবস অন্তর
জল পান করিয়া একাধারে উত্তম'প্রাক
শ্রীতগবানের আরাধনা বৎসর করিলেন
চতুর্থ মাস পাতোক রান্না 'ম'নে ম'নান
কক্ষণ করিয়া শ্রাম তে করত শ্রীনার'ব'ক
মানদারা আরাধনা করিতে লাগিলেন।
পঞ্চম মাস 'জ'লপাশ লিপন একপদে শ্রীহর
ভাষা নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া পরব্রহ্ম
দান করিতে লাগিলেন। ম'নানিহর ফ'র
শ্রীহর অক্ষয় তগবান্কে প্রদান বৎসর হইল
শ্রীতগবানের কৃপা ব্যতীত অপর ব্যক্তি কোনরূপে
তিনি দেখিতে পারিলেন না। শ্রীহর যখন
এক পদে অবস্থান করিতে 'শ'গ পন, তখন
তাঁহার অক্ষুণ্ণীভূত নিপী ৬৮০ তথা দ্বিতীয়
অধি'শে আনতা হইয়া পাড়লন, বোম
হল, যেন গজরাজ একখানি ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী
আরো'ণপূর্ব্বক দলিণ ও বামপদ পাঠগমন
করিয়াছে এবং সেই সময় তরঙ্গিণী বহুভূত
পক সম্প্রদ হইতেছে।

শ্রীহর ছয় মাস আর দণ্ডায়মান হইয়া
বৎসর তগবান্ শ্রীহর প্রাণ 'নিমপট'সংসার
পারিতুষ্ট হইয়া গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক
শ্রীমুনে তাঁহার নিকট আ'বৃত্ত হইয়া
তাঁহাকে পরমার্থজ্ঞান প্রদান করিলেন।
শ্রীহর সমাপ্রদোষ জন্মে যে শ্রীহরকে
দোষভেদে বা'হবে সাক্ষাৎ তাহাকে
দে'খতে পারয় তাঁহার আনন্দ'সীমা রচিত
না। তখন শ্রীহর শ্রীহরকে শুভ ক'র
বলিতে লাগিলেন,—“হে তগবান্! যাহা
চাও, আশা তাহাকে তাহাষ্ট প্রদান করিয়া
পাঠকন। যাহারা আপনার নিরাসেবা লাভ
ব্যতীত অন্য কোন কামনার উদ্দেশ্যে আপনার
আরাধনা করে, তাহারা নিশ্চয় যাহার দাবী
বঞ্চিত; কারণ, তাহারা অ'ভিতা মিত্র-
ভোগের নিমিত্ত লালা'য়ক। এরূপ ভোগ

নবম পট। লাল ভট্টায়। থাকে। গজো,
আ'পনার উদ্দেশ্যসমূহ জানি এবং আপনার
নিষেধের সত্যও আপনার চরিত্রের। আপনি
করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, বঙ্গবান্দেও
সেইরূপ প্রণয় অগ্রহণ কর না। অতএব
হে প্রাণদেব! অতি দুঃখ! তে জনক!
যে সকল সত্য কথা শুনি নিঃসর আ'পনার
লাভ করিয়া থাকেন, সেই সকল সমু-
দায়ের সম্মুখীন হইতে। সেইরূপ
হৃৎসঙ্গের আ'ম আপনার গুণকথাসকল
জ্ঞান করিয়া আত্মার প্রাণসিক্তি এই
ভিন্ন সংসারসমুদ্র অনাথের উত্তীর্ণ হইতে
পারেন।" এতৎ এতৎ প্রকারে সন্ত
কহে। তৎকালে ঈশ্বরানু ভাষাকে
কহিলেন, —“হে প্রভু, তোমার মন হইক।
আমি তোমার আত্মার আ'নতে পারিয়াছি।
আমি তোমাকে যে সমুদ্রের পদ পদান
করিয়া, এ পৃথিবী কেহই সেটান
আ'দকার করিতে সমর্থ হয় নাই। ধর্ম,
আম, ক্রম, প্রেম, বান্ধব, মিত্র এবং
সুখসিদ্ধি প্রভৃতিগুলির সত্য নিঃসর ঈ-
শ্বরকে প্রাণসিক্ত করিয়া জ্ঞান করিতেছে।
এ বৎস, তোমার পিতা মাতা তোমাকে
পৃথিবীসমুদ্রের তীরে সমর্পণ করিয়া গমন
করেন। তুমি ধর্ম আশ্রয়পূর্বক নিঃসর
চরিত্র সংসার সংসার প্রভৃতি কর। তোমার
নিমিত্ত প্রভু তোমার প্রতি হিংসাপূর্ণ
ভিলেন। তুমি যদিও তাঁহার প্রাণসিক্ত
করিতে চেষ্টা কর নাই, তথাপি আমার
প্রভুর প্রতি বিবেচনা আমি করি না।
তোমার প্রতি হিংসা করবার ফলে তোমার
পুত্র উগ্রম সূত্র করিতে যাওয়া বিনষ্ট হইবে
এবং সে পুত্রের অদর্শনে বাধিত হইয়া
প্রাণকে অধেষণ করিতে করিতে লাগিবে
পা'ল করবে। আমার আশ্রয়নার ফলে
তুমি আমাকে স্বাভাবিক দায় করিতে সমর্থ
হবে এবং তদনন্তর আমার দ্বারা গমন
করেন। পারেন।” হে বান্ধব ভগবান
অন্তর্ভুক্ত হইলেন। প্রভুর সমস্ত আত্মার
পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত প্রাণ
হইল না। তিনি সেই অবস্থায় গুরু ফিরা
আ'দার। ভগবানের উদ্দেশ্যসমূহ লাভ
করিতে তাঁহার প্রাণসিক্তের নিঃসর
প্রভুর প্রাণ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে
পারেন নাই। এরূপ ভিন্ন অল্প হইয়া
বলিতে লাগিলেন,—“অহো! আমার বড়
দুঃখ। আমি সংসার-বিশ্রামক প্রভুর
প্রাণসিক্ত হইয়াও নবম পট প্রাণনা
করিয়াছি। সংসার-বিশ্রামক ভগবানকে
প্রাণসিক্ত প্রাণ কর। প্রাণ, কিন্তু আমি
প্রাণ করিয়াও তাঁহার নিকট অসং সার
প্রার্থনা করিয়াছি। হায়, যেমন অতি নিঃসর
নির্জন প্রাণ সন্তানের নিকট সমুদ্র-সুখকথা
প্রার্থনা করে, তক্ষণ আমিও এমন প্রাণ
এ। তাঁহার নিকট অতি দুঃখ নবম পট প্রাণনা

কলিমাঃ জিহ্বা আমাকে সোনার গলি
করিতে পাঠে ভুলেন, কিন্তু আমি সূক্তা-
নন্দনঃ তাঁর নিকট অভিমানের বস্ত্র প্রার্থনা
করিতেছি।”

ଏହିକେ ଯାକ ଉଦ୍ଧାରମାନ ହେବେ ମୃତ୍ୟୁ-
ବନ୍ଧନ ଖାତା। ଅନ୍ୟ କିଛିଟା ଅଲଗାରେ ମଞ୍ଜିତ
ତାହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିଲେନ । ମାତ୍ର ମୁଁବେ
ମଙ୍ଗଳେ ତାହାର ସ୍ବପ୍ନର ଉଦୟ ହେଲା । ବିହ-
କାଳ ପରେ ମୁଁଙ୍କେ ଯୋଗଦାଞ୍ଜା ଅତିଥିକ
କରିବା 'ତୁମି ହାରିତକନେର ଉକ୍ତ ଗଲେ ଗଲେ
କରିଲେନ ।

যে সকল সম্মানপাতি শ্রীমুকুণ্ডের
 শ্রীশাধ-দ্বন্দ্ববাসিন্দে গমন করেন, তাঁহারা
 ভগবানের দাতা বা তাঁত অথ কিছুই প্রার্থনা
 করেন না। কারণ, যদুজ্ঞানসে যে বস্তু
 উপস্থিত হয়, তাহাকেই তাঁহারা শ্রীহরির
 প্রসাদ জ্ঞান করিয়া পূর্ব চিন্তনসহ লাভ
 করিয়া থাকেন। শ্রীহার শ্রীধ্বংসের দিগে
 গাহিলে শ্রীধ্বংস বলিয়াছিলেন, — “প্রভো!
 আমি রাজ্যলাভের আশায় হোয়ার তপস্যায়
 প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু দেবতা ও মুনি-
 ষ্মসঙ্গের পক্ষে যাহা অত্যন্ত প্রশংসিত, আমি
 তোমার সেবা চিত্তের লভ্য করিয়াছি।
 আমি কৃতান্ত ও নাম। সামান্য কাঁচ-অস্থি
 করিতে করিতে আমি চিত্তারাম লাভ করি;
 আমি আর অল্প বয়স পাইয়াছি না।”
 অতএব শ্রীধ্বংসের এই আদর্শ হইতে আমরা
 শিক্ষালাভ করিতে পারি যে কোনপ্রকার
 কামনা চিরার্থ করিবার জন্য ভগবানের
 সেবার অভিনয় করা পঙ্কন সেবা নহে।
 একমাত্র তাঁহার অষ্টভুজী দেবার অঙ্গ
 তাঁহার সেবা করা উচিত। তবে যদি কোন
 কোন সময় সামান্য কিছু অল্প কামনাও জন্মে
 থাকে, তাহাও সম্পূর্ণ ভগবানের শিক্ষা-
 সেবা-দোষাগোর প্রভাবে নষ্ট হইয়া যায়,
 কিন্তু তবু মনে রাখিতে হইবে যে, অস্বাভা-
 বাবিক হারা ভগবানের সেবা লাভ হয়
 না। সেবায় প্রবল অকণ্ট উদ্বুদ্ধতা
 স্বাভাবিক অস্বাভাবিক দুই ভয় এবং সেবা লাভ
 হয়।”

[illegible]

উৎপাদন করেন; ইহা জানিতে পারিয়া
 মুনিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শিষ্ণু-বর
 মহাবীর জন্ত শিহরিষ সমীপে প্রাণনা ত্যাগন
 করেন।

দক্ষগণের বিনাশ কর্নন করিয়া
 শ্রীমদ্বৈষ্ণৱ পৌর আশ্রমে বসিলেন। —
 “দত্তাত্মা ভবানী জীবগণট হিংসা-
 করিয়া থাকে ; ভগবন্তজগৎ সর্গকৃতে
 আত্মভাব কর্নন করেন এবং সঙ্গ প্রাপ্তি আশ্রম
 একমাত্র ভগবানের আরাধনা করেন।
 তাঁহার সর্গকৃতে দয়া, শত্রুও প্রতি কমা,
 সর্বত্রই সমদর্শন প্রভৃতি শ্রুতি আচরণযারা
 ভগবৎ প্রসন্ন হইলে দেহবন্ধন হঠতে বিমুক্ত
 হন। আত্মতত্ত্ব-বিচারে প্রতিবাদ-সম্বন্ধ
 পক্ষভ্রাতৃত্বক দৈহিক-সম্বন্ধ মাত্র। ভগবানের
 অচিন্ত্য কালশক্তি প্রভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-
 কাখাদি হঠয়া থাকে। তাঁহার দেহ বা
 গিয়া কেও নাট। কর্ণকথায্যারী জীবের
 নিভিন্ন গতি হয়। তিনি যোগাদি চক্রযের
 অগ্নিতত্ত্ব। ভগবান্ট সর্বলৌকিক কারণ।
 তাঁহার অধমণ করিলে ‘আমি’ ও ‘আমার’-
 বুদ্ধি ও ভজ্ঞত্ব শত্রুশত্রুদি-ভেদজ্ঞান
 প্রয়োহিত হয়।”

[illegible]

করিলেন। ঐকচিত্তে মনোনিবেশ করিয়া
 তাঁহার স্বামী স্ত্রীসহ হটল, অল পুনশ্চে
 গাশু হটল, দেহবৃত্তি বটল। অনন্ত
 স্রষ্টা হইলেন ভগবৎপার্বককে বিধান সহ
 আসিতে দেখা। কৃতান্তপটে কৃতান্তগকে
 নন্দ্যার করিলেন। স্রষ্টারামের প্রিয়ভাজন
 স্রষ্টারাম ও স্রষ্টা ইত্যাদি ভগবৎপার্বক
 জানিয়া বিদানে আরোহণ করিতে বলিলে
 স্রষ্টা সেই ভগবৎপার্বককে গাশুস্রষ্টার
 তেজোবরণ ধারণ করিয়া সেই বিদানে
 আরোহণ করিতে উচ্চা করিলেন। ইত্যাদি
 বিদানে আরোহণ করিতে হাটেন ভগবৎ
 স্রষ্টাকে দেখিতে পাইলেন। স্রষ্টা স্রষ্টার
 মস্তকে পদার্পণপূর্বক অর্থাৎ স্রষ্টাকে ভগবৎ
 করিয়া অকৃত বিদানে আরোহণ করিলেন।
 স্রষ্টা যখন স্রষ্টারাম আরোহণোক্ত
 হটলেন, “তখন হঃখতা জননী স্রষ্টাকে
 পরিত্যাগ করিয়া আম ক্রমে গমন করি” -
 এতদ্ব্যক্তি করিতে থাকিলে ভগবৎপার্বক
 স্বয়ং স্রষ্টারাম অতপার্বককে পাইয়া
 তাঁহার অগ্রেই বিদানারোহণ গমনকারী
 স্রষ্টারামকে দেখাটাইলেন। স্রষ্টা
 এক্ষণে বিদানারোহণে ত্রিলোক এবং সপ্তর্ষি-
 মণ্ডল অতিক্রম করিয়া তাঁহারিগের উচ্চাতি
 নন্দ্যার গাশু হইলেন।

ଶ୍ରୀସିନ୍ଧବକୁଳ ଓ ଶ୍ରୀଭକ୍ତି-

— (●) —

শ্রীসিদ্ধাবলুগ নামাচাৰ্য্য শ্ৰীম ঠাকুৰ
 চৰিত্ৰঃসেব ভজনতান । বিবেচনঃ শ্ৰীঃ
 শ্ৰীকৃষ্ণগোষাধী পত্নীও এইস্থানে অস্থায়ী
 কৰিতেল । শ্ৰীম ঠাকুৰ হাৰদাস শ্ৰীময়ও
 প্ৰভুৰ আদেশে এওঁ স্থানে ভজন কৰিতেল
 শ্ৰীময়চাপত পত্নীহ শ্ৰীকৃষ্ণকে দৰ্শন দাঃ
 কৰিয়া এখানে কৃষ্ণকথাকৌতুক কৰিতেল
 এইচৈতন্যচৰিতামৃতত বর্ণিত আছে,

“তাপিতে আবহে নীষ্র আহন’ নীচচনে।
 ‘আ’ম’ উত্তরিলা তারদাস বাসস্থান ॥
 হাবদাস হাকু তাঁ’তে ছ কপা কৈলা।
 ‘তু’ম খা য়ে, ... যাবে প্রভু যে কহিল’।
 উললে নান নে’খ’ চাবনাসেমে দোষতে।
 শান্ত দন আ’গেণ প্রভু, আদৌ।

ଅଟିଷ୍ଠେ ।

[illegible]

ବାଜମଧ୍ୟ ।

ଅତଏବ ଆମାର ନେତା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡା'ର ସାଥେ ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

- 210711 -

नियमावली

১। শ্রীহরিগুরুদেব নামের নবী বা ন্যায়ের প্রতি অকপট ভক্তাঙ্গ-নিবেদিত ব্যক্তিগণ
পারমার্থিকতায় শ্রীনবী-প্রকাশের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অমিতব্যয়ী অপ্রিয়মত ব্যক্তিগণের মূল
উদ্দেশ্য-প্রকাশের ভিত্তিতে অমিতব্যয়ী ভক্তগণের মূল উদ্দেশ্য-প্রকাশের মূল
কালিক নিয়োগের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে ভিত্তি।

২। শ্রীনবীয়া-শাকালের বে-কোন সংখ্যা ছোটক আজক ভুক্ত গোলক এক বৎসর এক সময়ের এক কাজক এক করা হয় না। শ্রীনবীয়া-শাকাল নয় নয় কোন কাজ করা হয় না। শ্রীনবীয়া-শাকাল এক কাজ করা হয় না। শ্রীনবীয়া-শাকাল এক কাজ করা হয় না।

এ। কেবল কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে
পরে আর পাবনা যায় না। পত্রোত্তর পাঠ্যে লেখেন Reply card বা ১০
নম্বার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন
ভার লওয়া হয় না; তৎক্ষণাৎ থাককালের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত যোগাযোগ করণীয়। স্পষ্ট
এ পূর্ব জাননা পাইলে তৎসময়ে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৩। প্রকান্ত ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানকান্দি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ
কালে ঈশ্বরোপাসকগণে প্রকাশিত হইতে পারে। অনুমোদিত জ্ঞানকান্দি যোগোপযুক্ত
ডাকটিকেট না পাঠাইলে সন্দেহ থাকিবে না। প্রসঙ্গের কারণে প্রসঙ্গের কাছের স্তম্ভিয়ার
জন কামতের মাএ এক পুঠাই পরিষ্কারভাবে প্রসঙ্গকান্দি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৩। শ্রীনন্দীয়াপত্রণের প্রতি কাহারও কোন-প্রকার অপ্রজ্ঞানক আশ্রয় বুঝা যেনে
ক. সম্পাদকের চচ্চানুগাণী যে-কোন সময় চত্রে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনন্দীয়া-
পত্রকাল প্রেরণ এক করা যাইতে পারিবে। শুভভাজিত শ্রীনন্দীয়াপত্রকাল সম্প্রদায়ের ন্যায়
ব্যবহারে যেনো পত্রমণ্ডলা যথ, প্রভৃতির উচিত কোন ব্যবহারিক কাৰ্য্য নিয়োগ অন্তঃ-
স্থাপনেন্দ্র পরিচালক, সংগ্রহ নহা।

৬। ঐন্দ্রদ্বীপ-সকলের ভিকাদি ও চিঠি-পত্র — ঐশ্বর নন্দগোপাল ব্রহ্মচাৰী ভক্তি-
সাহিত্য, কলিকতা, ১৮৮৫, পোঃ ঐশ্বরাসুন্দর, নন্দীয়া—এক টিকানায পাঠ্যভাগে হৃদয়ে ।

— ୧୩୫ —

निष्ठापानेन शर

[illegible]

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংল।প

নিভাসীনাগাংএই বৈষ্ণব শ্রমিক
সকলসরস্বতী গোখাখো প্রদূপান বিজ্ঞাপ
সকলনুযায় য়-অকল পাশ্চাত্য প্রদা
কাঁথোলে, তাহা সকলও হওয়া অকালিত
হওয়াছে। মলা ৬০ আনা।

বৈষ্ণবচাৰ্য্য শ্ৰীযশ

ঐয্যগ্ধাচাখোর বিজুত জীবন-চরিত,
সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-মথকে বাংলা ভাষায়
লক্ষ্যকৃতম্ এষ। মলা ২, টাকা।

ଆଣ୍ଡରସନ—ଆୟୋଗୀଠି-ଆମନ୍ତ୍ରିତ, ୧ ।
ଆମାନ୍ତାମୁଖ, ଯକୀର୍ତ୍ତ ।

সাপ্রদায়িকতা

৩
সমস্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ
 চাও তে 'ক'-সবকে ভ্রান্ত-পাঠ্য'নরসনমূলে
 শ্রেণি ও শাস্ত্রীয় বিচার ও আলোচনকে
 প্রদর্শিত এবং পরমাখ্যসবকে যানবাহ্যাত্মক
 সাধারণ জ্ঞানসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে।
 মলা ১০ আনা।

विविध संवाद

পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা।

‘ଦ୍ରବ୍ୟ’

জলাট মাসের মধ্যেই খাবা কমিটিগুলির
মধ্যস্থতার সুমিল্লা লগতে তেমন-প্রথা ই'বর্তন
কর হইবে। তজ্জ্ব এ-আর পি প্রতিষ্ঠান
খাবা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের কাবা
আরম্ভ কারয়'ছে। প্রয়োজনের উপাদি
বরাবরে তালিকা প্রস্তুতকালে অভাবশ্রুতি
লোকদিগের দাবী সম্মায়ে বিবেচনা করা
হইয়াছে।

বর্তমানে চিনি, গবণ ও ময়দা রেশন
তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। তৎপর
পুরাপূর্ণ রেশনিং হইবে।

ঐশ্বর্য্য জেলার চাউলের ঘাটতি দেখা যায় না। এই জেলার তিনটি শহরে সমগ্রভাবে রেশন-প্রথা প্রবর্তনের অল্প প্রাথমিক কার্যাদি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; কোল পাত্ত-কমিটি গঠন করিতেই নাকী আছে। ই.ম.থো রেশ'নং এর সূচনা বিহাসে সরকারী নিয়ন্ত্রিত দোকান হইতে চিনি, ময়দা লবণ ও কেরোসিন সরবরাহ করা হইতেছে।

আক্ষ-নাড়িয়ায় চাউল মূল্য ২৩৮৮
 এবং আমিকদেও মজুরীর হার বৃদ্ধি পাওয়াতে
 আমিকগণ স্বার্থে স্বচ্ছন্দেও আছে ।

উক্ত মহানুভব সর্বাঙ্গ চিনি, লগ্ন ও
কোরোসিন রেশন-প্রথার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে
এবং এই রেশন'এ কার্খা তদারক করার
জন্য খাজ-কাম সমুদ্র গঠিত হ'তেছে

ତଃସ୍ତନ୍ମତ୍ତେଷାଂ ଯଥା କାହାରଓ କାହାରଓ
 ମୁନଃ ପ୍ରାଃପ୍ତୀଃ ସାମାନ୍ୟା କରା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ
 ଅନେକଙ୍କେ କନ୍ଦ ଗ୍ରାହଣ କରା ହୁଅନ୍ତି ।
 ଅନ୍ୟମତ୍ତେଷାଂ ମୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱା ଗ୍ରହଣେତ୍ତଃ ସାମାନ୍ୟା
 ହୁଅନ୍ତି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଦିହା ମଧ୍ୟମେ ଏକଟି
 ନିଷ୍ପତ୍ତିମଧ୍ୟେ ସାମାନ୍ୟାଗତେ ବିନାୟାମ୍ନା
 ଆହାର ଦେୟା ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ଏବଂ ତାହାମଧ୍ୟକେ
 ବିଚ୍ଛା କାହାଓ ଦେୟା ହୁଅନ୍ତି ।

এ ক্ষণা'ড়খ' ও সলিমগঞ্জে দু'টি আনাখ-
আগুখের কাষা চলতেছে ।

এই মহকুমায় ১৫টি সরকারী হাসপাতাল
চলিতেছে। মেডিকেল মোট ৮১০ জন
মোঙ্গীও শয্যা বহিষ্কারে। এখানে ৩টি
কর্মশালাও খোলা হইয়াছে।

তিমিরপুত্র (মালদহ)

মালদহ জেলার হরিশচন্দ্রপুর থানার
সাধারণিক ইউনিয়ন স্বত "তিমরপুরা পল্লী-
গ্রন্থ সাংঘ" গত ১২৪৩ সালের ২২শে জুন
হঠাৎ স্থাপিত হওয়া বেশ চতুর্ভাষে
চলতেছে। মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল ও
মৌলভী আব্দুল হক সাহেবের সহ-

যোগিতার ৩০০ টা টাকা ব্যয়ে সমিতির হল-
গৃহটি নির্মিত হইয়াছে। সমিতির অধীনে
একটা উচ্চ প্রাইমারী স্কুল, ১টি নৈশ-
শিক্ষালয়, ১টি সাধারণ পাঠাগার, ১টি স্কটল
ক্লাব ও ১টা গ্রামবন্দী বন আছে। তহবিলে
নং ৩০৫/০ আনা জমা আছে। এই
সমিতি চিনি, কেরোসিন বিক্রির উদ্বৃত্ত
আর গ্রামা টাঙ্গা ও মুষ্টিতিকা-বাস্তা পরি-
পুষ্ট করিতেছে। সমিতির অধীনে একটা
রেশমের দোকানও খোলা হইতেছে। জুট
বিতাগের স্থানীয় এসিষ্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর ও
সাহাযী সার্কেলের সার্কেল অফিসার মহোদয়-
গণ সমিতিটি পরিদর্শন করিয়া তালুক
লিখিয়া গিয়াছেন।

ବାମନ (ସଂସ୍କୃତ)

বাসাটল খানার অন্তর্গত সজারিব।
টউনিয়ন ও আমা ফুট কামটিগুলির কাল
অচাক্ষুণে সম্পন্ন হইতেছে। পাটচাষ নিরন্তর
ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগের এগিষ্ট্যান্ট
ইন্সপেক্টর বার গোয়ালন্দ্র জৌমিক বি-এ,
ও স্থানীয় পি-এল এ মৌলনী এমএম আলি
মিঞার চেষ্টা ও যত্নে এট টউনিয়নে অনেক
গায়ে ও উন্নতিমূলক কাছা সাধিত হইয়াছে।
এগিষ্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর দাওয়া চিকৎসালয়ের
কম টান আদায় করিয়াছেন। এতদ্বাতির
দপ্তরগুলোর দক্ষ আদায় ও পল্ল মঙ্গল সমিতির
চিদা আদায়েরও বিশেষ সাহায্য হইয়াছে।
এট অঞ্চলের নিয়মিত কাছাগুলি বিশেষ
উল্লেখযোগ্য : -

১। গ্রামে গ্রামে সুদ কমিটি বা পল্লী-
মঞ্চল সমিতি স্থাপিত হইতেছে।

২। প্রত্যেক গ্রামে বর্ষগোলা স্থাপিত
হটখাছে এবং টিউনিষনের বর্ষগোলায় পানির
পরিমাণ ২০০ মণ হটখাছে।

৩। কীৰ্ত্ত-খণ্ড। গ্রন্থ। মুদ্রক-মি
কটেতে ৫০ টকা চান। আদায় করা
করেযাচ্ছে।

৩। প্রভোকে বসে বসে শাকসজ্জার
বাগান তৈয়ার কর। হুইস্‌কে।

৫। প্রত্যেক গাড়ীতে উন্নততর যোগ-
গতি ও কম্পাউন্ড দ্বারা প্রভাবিত করার ব্যবস্থা
হটবাহিত।

৬। ইউনিয়নে ১০টি এ-ক্লাস সমিতি
স্থাপিত হয়েছে এবং ৩টি নৈশ-চলয়
কীভাবেও চলতেছে

१। कटुदिपाना श्वंस कवा हंवाह ।

৮। অনেক পণ্ডিত অহি উদ্ধার কাঙ্ক্ষা
ইহাতে খাদ্যশত জ্ঞান হইয়াছে।

প্রিয়-মাতাপুত্র নন্দীয়াপ্রকাশ ত্রিটিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
শ্রী নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রথম খণ্ড ১ ও প্রকাশিত।

২০ বাবন মৌরান ৪৪৮ ২৩০৮ আবার, বলাক ১৩০১; ৭ই জুলাই ইং ১৩৪৪,

ଉତ୍କଳାଶ୍ରମ { ୧୨ ୨୦ମ ଅଂଶ ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ তাম্রন, নিধি গর্ভোদযাত্রী গোবাস ৪৫৮

শ্রীবিদ্যমঙ্গল ঠাকুর

— (•) —

শ্রীবিষমঙ্গল ঠাকুরের পূর্ণনাম—শ্রীলঙ্কান
মিষ। শ্রীলঙ্কান মিষ কৃষ্ণবৈষ্ণ। নগর
বারে এক রাজার পুত্র ছিলেন। শ্রীবিষ্ণু-
দেবতারগ্রহে অষ্টম লক্ষণভাবীতে দ্রাবিড়-
যাত্রাজ হইয়া শ্রীবিষমঙ্গলের উপদ্রাব
নির্গত হইয়াছেন। শ্রীবিষমঙ্গল শ্রীবিষকামিন-
বৈষ্ণবের প্রাতিষ্ঠাতা রাজাবিশুদ্বাস্যীর প্রধান
শিষ্য বলিয়া উল্লিখিত হন। শ্রীবিষমঙ্গল
প্রভাত শ্রীবিষমঙ্গল ঠাকুরের শিষ্য। শ্রীবিষ
মঙ্গল ঠাকুর পাঁচ শত বর্ষকাল অপ্রাকৃত-
বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণাবৈষ্ণবের প্রভাবকূলে তপন করেন।
লীলাতক শ্রীবিষমঙ্গল ঠাকুর অপ্রাকৃত
শ্রীকৃষ্ণাবৈষ্ণব লীলার প্রবেশ-লালসার স্বরাচত
প্রকৃষ্ণকর্ণামৃতগ্রহের আদ্যে পঞ্চদশক
অধ্যায়ক, মঙ্গল ও ঐশ্বর্য্যকণ্ডক এই
ত্রিবিধ গুরুর গুণগানকরিয়াছেন,—

“ଚିତ୍ତାସାମର୍ଥ୍ୟତ ମୋକ୍ଷାମାର୍ଗତତ୍ତ୍ୱମ୍ବ
 ଲିଖାତ୍ତତ୍ତ୍ୱତ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ।
 ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍
 ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀମାନ୍ ॥”

ଆମରା ଆହୁମାଟେ ଶିବିଧ ସତେସ୍ତେ କଥା
 ଅନିତେ ମାହ । ସହାଜାନୀ ଓ ସହାଜାଗବତ —
 ଓହସତ ମହ୍ୟ । ଜାନି-ମହ୍ୟେକ ସହାଜାନୀ
 ଯେବ୍ ଓହସହ୍ୟେକ ସହାଜାଗବତ ବଜା ହେ ।

অন-মহৎ তিন পাকার—(১) মুক্তিযুদ্ধের
অর্থায়ন গীতার জগৎকে দখল, সংস্থার বা
বাসনামূলক মুক্তি বা আত্মতত্ত্ব কণী হইয়াছে
অর্থায়ন বাসনার অতি সামান্য লেন থাকিলেও
পাকিতে পারে, এইরূপ অনন্যদুঃখ ; (২)
মুক্তিকার—বীজের কথায় বা বাসনা সম্পূর্ণ-
রূপে তিরোহিত হইয়াছে এবং (৩) প্রাপ্ত-
ভগবৎপার্বণ-দেহ বা লীলা প্রাপ্তি ।

ଯୁଦ୍ଧିତକସ୍ୟାୟ ମହତେର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଡଗବନ୍ଦ-
 ପାର୍ବଣ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର ପୁରୁଷାବିନ ବା ମାତ୍ସ୍ୟକ-
 କସ୍ୟାୟୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରଣ'ନନ୍ତର ପ୍ରାତି ଅଷ୍ଟ-
 କମ୍ପାୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀତତ୍ତ୍ୱ । ସାମାନ୍ୟ କିନ୍ତୁ କସ୍ୟାୟ
 ବା ମନ୍ତ୍ରାଦି ଥାକିଲେ ଇହାନ୍ଦେ ନିମୋହ
 ଉପାସିତ ହେଉ ନା । ଇହାନ୍ଦେ ନୀନି ପେୟାମ୍ବୁ
 ହେଉଛି । ଯୁଦ୍ଧିତ-କସ୍ୟାୟ ହେତେ 'ନିଧୁ'ତକସ୍ୟାୟ
 ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ନେମ ଗୋସାୟୀ ଶ୍ରୀ
 ନିଧୁ'ତକସ୍ୟାୟ ମହତେର ଆଦର୍ଶ । ଆଗିଆବ-
 କାଳ ହେତେ ଇହାନ୍ଦେ କୋନରୁପ କସ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟ
 ହେଉ ନାହିଁ । ନିଧୁ'ତ କସ୍ୟାୟ ଯନ୍ତେ ମମ୍ପୁରୁକ୍ତେ
 ନୈତିକୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଫଳାଂଶୁ'ତ ଆଦି ଏବଂ
 ସମାଗ କ୍ଷେପେ କୃତ୍ତ ଗ୍ରୋମ କୁଳ ହେଉଛି ।

এই তিন প্রকার ভাবগতিক বা তত্ত্ব-
মতের প্রেমের আধিকার তার সম্যক ভাবে
ইন্দ্রিয়ের মহাভাগ্যভাবের কারণে হইবে।
প্রেমের আধিক্য দুই প্রকার (১) স্বকল-
আধিক্য ও (২) পরিমাপাধিক্য। বিষয়
ও আশয়ের দিক দৃষ্টিতে এক স্বকল আধিক্যের
বিচার হয় অথবা যীশুই অশ্লীল প্রতি
শ্রেম আছে, তিনি অশ্লীলতারের প্রতি
বিকার প্রীতি, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র-
িয়ের প্রতি বিচার প্রেম আছে, তিনি
ইন্দ্রিয়ের প্রতি প্রীতিমূলক পুরুষ অপেক্ষা
অধিক শ্রেষ্ঠ। ইব্রাহীমী, খ্রীষ্টীয়, যীশু
ইব্রাহীম ও খ্রীষ্টীয়ের দ্বারা প্রীতি ভগবৎ-
পারম অপেক্ষাও মুক্তি প্রকার খ্রীষ্টীয়ের

(প্রতিবন্ধক) খেঁট। সাধারণত নীল-
 গায়ে প্রভাববৎসার্দ মুক্তি কক্যাব ভাগনত
 অপেক্ষা খেঁট, কিন্তু এম্বল প্রতিনিবন্ধক
 মুক্তি কক্যাব হইয়াও অঙ্গী প্রতিনিবন্ধক
 প্রতি প্রেমযনত: অঙ্গানভারগণের প্রতি
 প্রতিপ্রতি প্রভাববৎসার্দ প্রতিনিবন্ধক ও
 প্রতিনিবন্ধক পদ্ধতি অপেক্ষা খেঁট হইলে।
 ইহা নিবন্ধক বা ভক্তনীর বস্ত্র দিক্ হইতে
 বিচার।

ଜନନକାରୀର ମତିଭେଦେ ତତ୍ତ୍ୱର
 ତାରତମ୍ୟ ହୁଏ । ନାହିଁ ଚକ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ
 ରମେଶ ଚକ୍ର, ଟିହାରୀ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟାରମେଶ ଚକ୍ର,
 ଟିହାରୀ ଅପେକ୍ଷା ବାଂସଜୀ ରମେଶ ଚକ୍ର, ତଦପେକ୍ଷା
 ମଧୁରରମେଶ ଶୋମିକ ଚକ୍ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ।
 ମଧୁରରମେଶ ଶୋମିକ ଚକ୍ର ଯଦି ଯୁକ୍ତିଗ୍ରନ୍ଥାୟା
 ହନ, ଆଉ ମାନ୍ତ୍ର-ଭଗ-୯-ପାର୍ବତୀଦେବୀ ନାହିଁ ।
 ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ବା ବାଂସଜୀରୀତର ଚକ୍ର ତନ,
 ତଦାପି ମଧୁରରୀତର ଯୁକ୍ତି-ଗ୍ରନ୍ଥାୟା ମତେ
 ରମେଶ ଚକ୍ର ବିଚାରେ ଶ୍ରେଣୀ । ଶ୍ରୀଭଗବାନେ ଶ୍ରୀ
 ଶ୍ରୀହାରୀ ଯ-ଟ ଗାତ ତେବେ, ତିନି ତତ ଆଦିକ
 ଶୋମିକ । ଶୋମେଶ ଶ୍ରୀ-ରୀ ତେବେ ଶଗ-୯-
 ମଧ୍ୟରମେଶ ତାରତମ୍ୟ । ଶଗ-୯-ରମେଶ ତାରତମ୍ୟ-
 ଭେଦେ ଶୋମେଶ ତାରତମ୍ୟ ହେଉ ଧାକେ
 ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରୀ-ରମେଶ ଶୋମେଶ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରୀହାରୀ
 ଶୋମେଶ ଶ୍ରୀ-ରମେଶ ଆଦିକା ; ତଦପେକ୍ଷା
 ଶ୍ରୀ-ରମେଶ ଶୋମେଶ, ତଦପେକ୍ଷା ଶ୍ରୀ-ରମେଶ, ଶ୍ରୀ-ରମେଶ
 ତଦପେକ୍ଷା ଶ୍ରୀ-ରମେଶ ଶ୍ରୀ-ରମେଶ, ଶ୍ରୀ-ରମେଶ
 ଶ୍ରୀ-ରମେଶ ଶୋମେଶ ଶ୍ରୀ-ରମେଶ ଶୋମେଶ ଶ୍ରେଣୀ ।

প্রীতির পরিমণ্ডিকো। 'দুঃখ'ও
 ভাবনায় হয়। প্রেম বৃক্ষকমে মন, মান।
 প্রেমের, রাগ, অহুগ, ভাব ও মহাভাব
 পথান্ত উন্নত হইয়া থাকে। অন্তঃ-
 বীহার মেহ-প্রেমভক্তি হইয়াছে তাঁহা
 অপেক্ষা মান, প্রেম, রাগাদি প্রেমভক্তির
 প্রেমিকগণ ভেট। বীহার মহাভাব হইয়াছে,

ଶ୍ରୀମତେ ମୋହର ପରିସାର ମର୍ଦ୍ଦାମେକା ଅସିକ,
 ଅବଶ୍ୟ ତିନି ମର୍ଦ୍ଦାମେକା । ଟଙ୍କୁସ ବଡ଼ ମାଟି ତର
 ଓ ଓଟି ଚାହାଣି, ଯିହୁ ନିକ ତର । ଟଙ୍କୁସ
 ହେତେ ଶୁଦ୍ଧ, ତରାମକା ବାହାରର ଚନ୍ଦ୍ରାମକା
 ମର୍ଦ୍ଦା, ତରାମକା ମିତ୍ରାୟା ଓ, ତରାମକା ଡେଇ
 ମିତ୍ରାୟ ଡେଇରାମକା ଚାହାଣି । ଟଙ୍କୁସ ମର୍ଦ୍ଦାମା ଓ
 ଶ୍ରୀମତେ ମର୍ଦ୍ଦାମେକା ଅସିକ ମାଟିର ଡେଇ
 ଚାହାଣି ଯହୁରାମକା ଅସିକ ମାଟି ମର୍ଦ୍ଦାମା
 ମାଟିର ମେଘମକା ହେବାରେ ତିନି ମର୍ଦ୍ଦାମେକା ।

[illegible]

যিনি জীবিতের স্বাভাবিক নৈমিত্তিক, দীপ্ত-
 প্রাণ, ঘন ও বৃক্ষের উৎপত্তি, বিনাশ, ক্ষয়-
 ভয়, তৃষ্ণা এবং চা:খাদি সংসারদর্শনের স্বাভা-
 বিক প্রবৃত্তি হন না, তিনি মহাত্মা বটে। হঠাৎ
 অসংখ্য-মহাত্ম্যাবতারের লক্ষণ, ইন্দ্রের কথামুখ
 মুচ্ছিত হ'রাচ্ছে, নবীন প্রেমাত্মার উদয়
 হইয়াছে এবং সন্মিলন নিহর রঙে ভুজ আছে।

সবার জীবন কৃষ্ণ ভরক সবার । হেম কৃষ্ণ যে মা শুভে, সর্ব ব্যর্থ তার ॥

(ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣାସୁତ)

নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাপূর্ণ আন্দোলন-এক
ও 'ভ'ক'-সঙ্ঘকে প্রাণ-ধারণা'রও সম্মুখে
এত ও শাস্ত্রাঃ বিচার ও আলোচনা
শিও এবং পরমাধমসঙ্গে মানবজাতক
ধারণ প্রথমমুখ নিরাকৃত চাইছে।
এই দাঃ আদা

শ্রীশ্যাম-বাসুপুত্র বনোয়াপ্রকাশ ক্রিষ্টিং ওয়ার্কস্ হাইড্রে শ্রীমলীগোপাল বন্যোপাধ্যায় ভক্তিলাভী সম্পাদিত
শ্রীলক্ষ্মিনেশ্বরী তর্জক ভক্তিলাভীমুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সত্যক ভদ্রাণকরভক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিনিধা-

চিহ্নিত অমলা কলাপকরভক-

গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষা-

সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

ইতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাতোঃ

নিভাশাঃ।

প্রাপ্তিমান:-

শ্রীযোগেশী শ্রীমন্নিব

পোঃ শ্রীমাদ্রাপুর, নলীয়া।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

মহাকৌতুক

==

শ্রীল সজ্জনানক ভক্তি-

সিনোম ঠাকুর সিনোম

মূল, টীকা, মূল্য অমূল্য

অভিলাষ, চীকার অভ্যাস

প্রভৃতি-এ সকল ভক্তিগত

নব-প্রকাশিত গ্রন্থ।

প্রাপ্তিমান:-

শ্রীযোগেশী-শ্রীমন্নিব

পোঃ শ্রীমাদ্রাপুর, নলীয়া।

১৯শ বর্ষ

২ শ্রীমদ গৌরাক্ষ ৪৫৮ ২৪শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৪১; ১ই জুলাই ইং ১৯৪৪, শনিবার

১১-১২শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রী গৌরোকে ভজতঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ শ্রীমদ, অমূল্য কীর্তনশাহী গৌরাক্ষ ৪৫৮

দীক্ষা ও পুরস্চরণ

—:::(:):—

প্রাণঃ, মথ্যাহ ও সাতাহ—এই ত্রিকালে নিভাশূনা, নিভাকল, নিভাতর্পণ-নিভাহোম ও নিভা ত্রাক্ষণভোজন—এই পঞ্চাঙ্গকে পুরস্চরণ বলে। মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরস্চরণের ব্যবস্থা। শ্রীনাথে তাদৃশ পুরস্চরণের অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার শ্রীনাথে উচ্চারণেই যখন পুরস্চরণের সঙ্গফল লাভ ঘটে, তখন শ্রীনাথের পুরস্চরণের অপেক্ষা নাট। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাঠ,—

“এক কৃষ্ণনাম করে সঙ্গপাশ ক্ষয়।
নবাবধা ভক্তি পূর্ণ নাম তহেতে হয় ॥
লীলা পুরস্চরণ্য বিধ অপেক্ষা না করে।
জহ্মান্ধর্মে আ-চরণে সবারে উদ্ধারে ॥
অশ্বক-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিহ্ন আকর্ষণ্য করায় রক্ষা গোমোদয় ॥”
“নো লীকার ন চ সংসারায় ন চ
পুরস্চরণ্য মনাসীকতে।
মন্ত্র হয় রসনাস্থ গব ফলিত

শ্রীকৃষ্ণনামায়কঃ ॥”
(শ্রীপদ্মাবলী)

নহরুত সাধুগণের চিত্তের আকর্ষণ ধরুণ, পাপনাশক, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ হইয়া সকল লোকের হৃদয়, মুকুট প্রভৃতির বশকারী—একান্ত শ্রীকৃষ্ণনামায়ক

এই মহামন্ত্র রসনাস্থ হইতে ফলদান করে, লীলাদি সংসার বা পুরস্চরণ—এ সকলকে ক্রিয়াক্ষয় অপেক্ষা করে না।

বহুজীবের কঙ্কালসার ও ভোগনিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। নমঃ-শব্দের ‘ম’কারের অর্থ অস্তিত্ব, ‘ন’কারের অর্থ—তর্কিত। অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধফলে জীবের অপ্রাকৃতভাবভূতি লাভ হয়। পাকরাত্রিক-মন্ত্র অপ্রাকৃতজ্ঞানের উত্তর করাটের প্রাকৃতভাবনিবেশ ধ্বংস করেন। শ্রীনাথ ও মন্ত্রে পঞ্চনামানামুক হইলে নরক হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম বন্ধ ও মুক্ত উভয়েরই অদ্বয়ী। অর্থাৎ বহুজন কৃষ্ণনামগ্রহণে প্রাকৃতজ্ঞান হইতে মুক্ত হন, আবার মুক্ত হইয়াই তৎকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণা-র শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ মহামন্ত্র ওঁহায় কোন পাকরাত্রিকবিধানের অভ্যাস নহে।

মন্ত্রমুখ ভগবদ্ভাস্যায়ক। মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবদ্ভাস্যায়ক সাক্ষাৎ নমঃ-শব্দাদি-কৃষ্ণত্ব অর্থাৎ শ্রীনামভূগতা-ভাবমুক্ত। শ্রীনামগ্রহণকারীর লীকার অপেক্ষা বহুগুণে নাট। তবে প্রাথমিক আচার্য-ভোগপার-দেহাঙ্গসম্বন্ধ ব্যতীত কদম্ব স্বভাব বিন্দু-চিহ্ন মানবগণের সেই সেই কদম্ব স্বভাব, চিত্তাকলা ও খেদাভিনয়-সংকোচের জট শ্রীনারদাদি অধ্বগণ অচ্ছিন্নমার্গে কাখায়ণ কোথায়ও মন্ত্রের কিছু কিছু মগাদ্য স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীভাগবতমার্গে মন্ত্রলীলা-গ্রন্থের অপেক্ষা নাট। শ্রীভাগবত-মার্গাশ্রিত সঙ্কটনগণ শ্রীনামাশ্রিত। তাঁহারা সংকটনয়কে শ্রীকৃষ্ণের অধ্বনি করেন। তবে তাঁহাদের অচ্ছিন্নকে আদর করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীমুন্নির প্রতি অজ্ঞা করেন, তাঁহাদের সঙ্গী-শ্রী। শ্রীভাগবত মার্গে শ্রিত সঙ্কটনগণ জানেন, একমুখ ভজ

অচ্ছিন্ন করিতে করিতে তবেই মুখ শ্রীনাথ আসেন। শ্রীবিগ্রহট তখন নবরূপে জিহ্বার আসিয়া নৃত্য করেন। শ্রীনাথ আছেন বলিয়াই মন্ত্রের মন্ত্রত্ব। শ্রীনাথের দ্বারা সংসারমাচন ও নামীকে পাওয়া যায়। শ্রীনামাশ্রয় বাতীত কেবল মন্ত্রের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণমন্ত্র হইতে সংসার-নিবৃত্তি হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্-মগাশ্রুত বলিয়াছেন,—

“কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হইবে সংসারমোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥”
(চৈ. চঃ আঃ ৭.৭৩)

শ্রীকৃষ্ণনাম অসীম শক্তিগম্পর। ভগবান শ্রীমদ সঙ্গীত কৃষ্ণনামে নিহিত রাখিয়াছেন; আবার মন্ত্রও নামায়ক বটে। কিন্তু ‘ম’ ও ‘মহামন্ত্র’-শ্রীনাথে যে লীলাটৈবচিহ্ন আছে, তাহা আমরা শ্রীমদভাস্যায়ক উপরউক্ত ব্যক্তি হইতেই জানিতে পারি অর্থাৎ শ্রীমন্ত্রে যে সম্প্রদানপ্রাপ্ত এবং প্রাকৃত অস্তিত্ব নিমেষক ‘চতুর্থী বীজ’ ও ‘নমঃ’-শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই মন্ত্র-জপ-প্রভাবে জীব সংসারমুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণচরণে নরপাশা-প্রভাবে অনর্থমুক্ত হন; তখন মুক্তকুলের উগাত্মান স্বয়ং প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণনাম সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে সেই সম্মিতায়া অনর্থমুক্ত পুরুষের সৈন্যগণের ভাস্যায় স্বয়ং নৃত্য করিতে থাকেন। তিনি তখন শ্রীনামপ্রভুর কৃপার নামীকৃষ্ণের চরণকল্যক হইতে পেরফল প্রাপ্ত হন। শ্রীনাম স্বয়ংই পরিপূর্ণশক্তিগম্পর, অতঃ শ্রীনাথের শক্তিবৃত্তির জন্ত পুরস্চরণের অপেক্ষা করে না; তবে অনর্থমুক্ত জীব যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই মন্ত্রই উচ্চারণের মধ্যে যে সমস্ত ব্যবধান থাকে, সেইসকল ব্যবধান দূর করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির জট পুরস্চরণের ব্যবস্থা। পুরস্চরণাদি অস্তিত্ব ‘কৃষ্ণ

দায়ক’ বা বীজায়ক প্রভৃতি ব্যাখ্যা সাধক-নিষ্ঠ অর্থাৎ উগা সাধক ‘মন্ত্র’-শব্দের মধ্যে যে ব্যবধান, ভ্রান্তি দূর করিয়া সাধকে মন্ত্রের দ্বারা শ্রীনাথের চরণে আশ্রয়মর্শন করিতে শিক্ষাপ্রদান করেন; এতদ্ব্যতীত পুরস্চরণসম্পন্ন মহাফলদায়ক বলিয়া কীর্ষিত হইয়াছেন। শ্রীহরভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—

“বিনা যেন ন লিঙ্গ: আশ্রয়: বর্ধনৈবরাপ।
তুভেন যেন লভতে সাধকো বা হংস ফলম্ ॥
পুরস্চরণসম্পন্নো মন্ত্রো হি ফলদায়কঃ।
অতঃ পুরস্চরণঃ পূর্ণায় মন্ত্রময়ঃ
‘লিঙ্গিকা’-মন্ত্র ॥
পুরস্চরণ: হি মন্ত্রাণাং প্রধানঃ বীজমুদাত।
বীজ-বীজো যথা দেহী ললিতাশ্রয় ন ক্ষম:।
পুরস্চরণবীজো হি তথা মন্ত্র: প্রাকীর্ষিত: ॥”

যে পুরস্চরণ না করিলে লভ্য হয় ফল করিলেও মন্ত্র লিঙ্গ হয় না এবং পুরস্চরণ করিলে সাধক বা হংস ফলদায়ক করিতে সমর্থ হয়, সেই পুরস্চরণসম্পন্ন মন্ত্রই ফলদায়ক, অতঃ মন্ত্রময় সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম করিয়া পুরস্চরণ করিলে। যদিও বহুতমন্ত্রসকলের পুরস্চরণ না হয়, তবে তোমাদের কি? জপেইষ্ট ‘ও’ অথবা মন্ত্রময় এক পারম্পর্যে সংযোজন কি? পুরস্চরণের মন্ত্রের প্রদান বীজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বীজ-বীজ দেহী (জীব) যেমন সকলকাহো অক্ষ-পুরস্চরণবীজ নহত তক্ষণ সকলকাহো অক্ষ-বলিয়া কীর্ষিত হয়।

শ্রীগৌরোকে নিভাসিত পার্শ্ব শ্রীল সনাতন গোবিন্দী পত্নী শ্রীকৃষ্ণনামের পুরস্চরণ করেন নাট, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম পুরস্চরণ করিতে ছিলেন। তিনি নিভাসিত ভগবৎলাভের হৃদয় জীবলিলাধ অর্থমুক্ত জীবের অচ্ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে পুরস্চরণবিধায় শ্রীচৈতন্য

সবার জীবন কৃষ্ণ ভজক সবার। যেন কৃষ্ণ যে মা তহে, সর্ব ব্যর্থ তার ॥

ହିଟ୍‌ବା ବାକେ । -ଲିଜମ୍‌ବେର ହୁ-ମାଣ୍‌ମାନ୍‌ବେର
 ଜନା ବାଲିଗମ୍‌ଲୋକେର ମିସ୍‌ତୟ'ନା । କିନ୍ତୁ
 ଏ ସ୍‌ବଳ ମାଣ୍‌ବିର ବ'ର' ଟି'ସ୍ତ୍ରା-ମି'ମ୍‌ମ କରାଟିବା
 ଜଣେ'ର ଜଣାଟ ହା'ବ'ଗମ୍‌ଲୋକେର ମିସ୍‌ତୟ'ନା
 ବାକେ । ଯିତ୍ରୋ'ସ' ଅ'ନିକ'କ'ମ'ମି'ସ' ସ'ବେର
 ସ୍ତ୍ରୋ'ବେର ଜନା କେତ କା'ବାର'ର ମିସ୍‌ତୟ'ନା ।
 କେବଳ ସ'ବ କା'ସନାଟି ମୁ'ର ହୋ'ମ' କ'ର'ବା
 ଜନାଟି ମକଲେ ମୋକା'ସ' କ'ର'ବା ମା'କ ।

জীবনে কীভাবে সফল শ্রীতি ঘে না।
 তাতা শ্রীতি নাই দেখা না। স্বস্থকামী
 বন্ধুত্ব পরস্পর পরস্পরের নিকট হৃদয়ে
 স্থাপন চায়। সেখানে নিজ শ্রীতি বা স্বথ
 কামা বা লগা। শ্রীতির পার একমাত্র
 ভগবান। শ্রীতগণের হৃদয় ভক্তের যে
 শ্রীতি, তাতা নিতা ও পরস্পরমধ্যে এবং
 উভোত্তর একতান। এট শ্রীতিতে স্বস্থ-
 বাহ্য নাই। সেখানে আছে চানের
 স্বাভাবিক টান। শ্রীতি ভক্তের হৃদয়ের
 স্থখের জন্য বাগ্যান্যকরণ করায়। হৃদয়ের
 বা সেগার মুখেই ভক্তের স্বথ হয়। শ্রীতি
 হৃদয়ের স্থখের জন্য নিজের ভগবৎকৃত গ্রহ
 করে না। যেদানে স্বস্থবাহ্য থাকে,
 সেখানে শ্রীতি নাই বা থাকতে পারে না।
 শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শাক্ত চৈতন্য-
 চরিতামৃত জ্ঞানচর্চাছেন,—

“ଆସୁଛୁ ଶ୍ରୀ” ତାହା ତା’ରେ ସମ୍ପର୍କ କାମ ।
 କୃତ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱେ ସେମେ ମୋମ-ନାମ ॥
 ଉତ୍ତମ କାମ-ମୋମ ଗହକ ଉତ୍ତର ।
 କାମ - ଉତ୍ତମ ମୋମ - ନିର୍ମାଣ ତାହାମ’

নবজীবন বিষয়ে ভোগানুশীলন—উদ্ভূত-
তর্পণের ইচ্ছানুশীলন করিয়া। 'বিশ্ব
ভাষা'র অর্থিক উদ্ভূততর্পণ করে বালিকা
বিশ্ব ভাষার নিকট এত প্রিয়। বিশ্ব
ভাষাভাষার বিষয় জীবনভোগ্য নহে। বিশ্ব
ভাষাভাষার সেবার উপকরণ। বিশ্ব
ভাষাভাষার সেবার উপকরণ—এইরূপ নবজীবন
কর্তব্য ভোগানুশীলনের পরবর্ত্তে সেবাদান
কর্তব্য সেবার সেবাদানসমূহের আশাভোগ্য
সেবা—এইরূপ নবজীবন। ভাষাভাষার
জীবনের নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়া থাকে।

সপ্ত উচ্চলোক

নজরী আমরা চতুর্দশ একাত্তর মর্গ
 তুলোকে বাগ করি। ১৪ চতুর্দশ একাত্তর
 অগঃসপ্তমাক ও উচ্চঃসপ্তমাক লক্ষ্য গণিত
 ১৫। চতুর্দশ একাত্তর চারি নম্বুর নোং
 উচ্চঃসপ্তমাক মধ্যে তুলোকে চারখ
 কঃ, কঃ ও অঃ --এই ত্রিবিধ নোং দকাম
 পুণ্যকামী গৃহমেধিগণের ভোগস্থান, আর
 হৃদয়ীওঁ মঃ, জন, তলঃ ও সত্য এই
 নোং চতুর্দশ অমৃতস্থান গণনের স্থাপন।
 এতদ্বাধা উপকূলিগ অর্থাৎ বীচারী নিধির সম
 কঃগৃহে বাস কারবা কলস লক্ষ্য গণনা-পুণ্য

[illegible]

আমাদের এত পৃথিবী ভূগোলিক।
 ভূগোলাকে গ্রহ ও উগ্রাকম অংশিত।
 ভূগোলিক ভূগোলিকে পারদেইন কামিয়া
 আছে বর্ণোক্ত—বর্ণ তিনটি—(১) বর্ণ-
 বর্ণ (২) ভৌমবর্ণ ও (৩) বিবাকবর্ণ।
 আমাদের এত পৃথিবী ভূগোলিক, কল্পিত-পর
 অংশিত পর পর 'মস্তিষ্ক-বিশ' (পাঠ্য,
 রসাতল, মহাতল, তলতল, স্থলতল, বিলতল ও
 অতল) নামক সাতটি স্তরের নাম "বিশবর্ণ"।
 ভূগোলিক অংশে 'বিশবর্ণ' তলতল 'ভাষ্য-'

ସମ୍ପାଦିତ୍ବିକ ଅମଳାମସ୍ୟ ସମ୍ପାଦକମ୍ ୧ ଶ୍ରୀ
 ଶ୍ରୀ ୧. ସିଂହାସନ "ଭୋଗ୍ୟମ୍" ।

[illegible]

মহলৌকিক দণ্ডাধিপতির উর্দ্ধলোকে আস্থিত।
মহাশয়গণ অর্গল্যপক কণ্ঠে কণ্ঠে মহাবর প্র
দ্রুততর যোগাযোগ দি কণ্ঠের স্বারা এষ্ট লোক
খাস্তা চলে। রক্ষণা এই অর্থাৎ বর্জ্যদমনে
ভ্র-ভ্রমঃ স্বঃ - এষ্ট ত্রিলোকের প্রাণেশ্বর
মহলৌকিক নষ্ট হয় না। এখানে ভ্রম সত্য
অন্যথা যত নিস্তার করিয়া প্রাণাশ্রয়পথে
আনয়িতঃ আছেন। সামান্য ভ্রমের
ঐশ্বর্যে কোটিগুণ শ্রম, আগার ঐশ্বর্য
হইতে লাভাশ্রয়পথে কোটিগুণ শ্রম; এখানে
ভ্রমবান্ধু যন্ত্রেররূপে বিবাকঃ আছেন।
এখানে পাঠ পুস্তক দ্রুততর জ্ঞানতত্ত্ব।
এখানে প্রাণ বহিঃ কৈঃ অবস্থান কৈঃ
পারে না। এষ্ট মহলৌকিক মানসিক
অন্যথা ভোগ করিতে হয়। মহাশয়গণ
সামান্য এক এক জনের মধ্যে ত্রিলোকিক পদ্য হয়।
সেই ভাবে ত্রিলোকের সম্ভ্রান্ত ও উপাসিত
মহলৌকিক ও ত্রিলোকিক হয়। ভ্রম সত্য
মহাশয়গণ বহিঃ কৈঃ অবস্থান কৈঃ
মহলৌকিক ও জনলৌকিক প্রাণ
অন্যথা, সামান্য কিছু বিশেষ আছে।
জনলৌকিক বহিঃ উপাসিত হইলে যন্ত্রাশ্রয়
আমিষা যন্ত্র অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড উপাসিত হইলে
ভ্রমবানের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড প্রাণের শ্রম করেন।
তখন জনলৌকিক যন্ত্র নিবারণিত হয়। এষ্ট
মহাশয়গণ বহিঃ উপাসিত হয়। মহাশয়গণ
অন্যথানে জ্ঞান যে ভাষা উপাসিত হয়,
ভাষা ত্রিলোকিক ও ত্রিলোকিক হইতে হইকট
কষ্টকর।

‘তপশ্যোক্ত তপশ্যোক্তে’র উক্তি অগ্ৰহৃত ।
 একবার ঐ স্তি প্রশংসায় যাহা লোক গাল
 ছয় । এখানে উক্ত রত্নাগর গদ্য করেন ।

[illegible]

ମହାନାମକ ଅତ୍ୟୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାକାଞ୍ଚି ଲୋକ । ଏହି
 ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଣାୟକ ମାନେ ଯେବତାମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ।
 ସ୍ବର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବସ୍ଥିତ ସାରା ଏହି
 ଲୋକ ଜାତ ହେବେ ମାତ୍ର । ଏହିଭାବେ ଲୋକ,
 ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ; ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମହାବୀର୍ୟ ଓ
 ବିଶାଳାକାଶ ପରିମାପ୍ତ ; ଏହାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା
 ଏକତ୍ର ନିକୃଷ୍ଟାନ୍ତ—ସମସ୍ତ ଲୋକ ମହାଶୟୀ
 ପ୍ରକାରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଧାରଣେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା
 କରନ୍ତି । ଯେମାନେ ମହାଶୟୀ ଲୋକ ସାରା ମୋକ୍ଷ
 ହେବା ମାନ କରନ୍ତି ହେବେ । ମହାଶୟୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା
 ହେବା ଆହେନ । ଏହାଲୋକ ଅପେକ୍ଷା
 ଏହାମାନେ ଅଧିକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନ
 ମହାଶୟୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନ ଅନ୍ତରରେ ଏହାମାନେ
 ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା । ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନ ଲୋକମାନେ ମହାଶୟୀମାନେ
 ହେବେ । ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନ ମହାଶୟୀମାନେ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ । ଏହାମାନେ ମହାଶୟୀମାନେ
 ଆହେନ । ମହାଶୟୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ହେବେ ;
 ଏହାମାନେ ମହାଶୟୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ହେବେ
 କେବଳ ମାତ୍ରା ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ହେବେ
 କେବଳ । ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ହେବେ । ହେବେ ହେବେ । ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ହେବେ ।

ସାହାରା ମକାମ ନବୀଗ୍ରହଣୀର ନା ସାମିନିଆ
 ହେଲୁ ନାବୀ ତହିଁରା ନିକୋଲୁସ୍ ଓର୍ମିଏର କହ
 ନାନା ମକାର ମାମକାସି-କ୍ଷୁଦ୍ରାନ କରେ ତାହାରା
 ମାମା ମାସିକ୍ ଡୋଗସ୍ତର ତାହାମେ
 ଜହା ତାହାମେ ମାସିକ୍ ଡୋଗସ୍ତର
 ମାମେ ମାସିକ୍ ଡୋଗସ୍ତର ମାସିକ୍ ଡୋଗସ୍ତର
 ଡୋଗସ୍ତର ମାସିକ୍ ଡୋଗସ୍ତର
 ଡୋଗସ୍ତର ମାସିକ୍ ଡୋଗସ୍ତର
 ଡୋଗସ୍ତର ମାସିକ୍ ଡୋଗସ୍ତର

ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥା
 ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଯାହା
 ପ୍ରାୟତଃ ନୈର୍ଦ୍ଦୀୟ କରୁଛି । ତଥାପି କାଳାବସ୍ଥାରେ
 ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଓ
 ମାତ୍ରାତ୍ମକ ପୁଷ୍ପର ଡାହାଣ କାନ୍ଥ । ତାହା
 ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂଳାବସ୍ଥା, ପ୍ରଥମାବସ୍ଥା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟାବସ୍ଥା
 - ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟତଃ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ
 କୃଷିର ଶ୍ରେଣୀର । ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଓ ମାତ୍ରାତ୍ମକ
 ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣନା କରନ୍ତି । ମାତ୍ରାତ୍ମକ ପୁଷ୍ପର ଲକ୍ଷଣ
 - ଉପର ଡାହାଣ ପୁଷ୍ପର ଲକ୍ଷଣ । ଏହି ଶ୍ରେଣୀର
 ଲକ୍ଷଣ ଓ ଡାହାଣ ପୁଷ୍ପର ଲକ୍ଷଣ କାରଣ ଯାହା

[illegible]

সত্যায় কল্যাণকরত্ব
— ৩ —
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিনোহ-
চন্দ্রিক আশ্রম কল্যাণকরত্ব-
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক পুস্তক-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
উক্ত গ্রন্থকালক্রমিকভাবে
নিজাপাঠ্য।
প্রাপ্তিমান—
শ্রীযোগেশ্বরী ভ্রমরিক
পোঃ শ্রীমাদেশ্বর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সম্পাদকীয়
— ৩ —
শ্রীল সঞ্জয়নাথ ভক্তি-
সিনোহ ঠাকুর নিরঞ্জন
বঙ্গ, টকা, শালক, অম্বা
অম্বা, টকা, অম্বা
কল্যাণকরত্ব
নদীয়া-প্রকাশ
প্রাপ্তিমান—
শ্রীযোগেশ্বরী ভ্রমরিক
পোঃ শ্রীমাদেশ্বর, নদীয়া।

১০শ বর্ষ { ৬ শ্রীমদ গৌরাঙ্গ ৪৫৮ ২৮শে আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ১২ই জুলাই ইং ১৯৪৪, বুধবার { ৯৩০৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দো জয়ন্তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ শ্রীমদ, কৃত্ত অম্বিক গৌরাঙ্গ ৪৫৮

বিশ্বকে কিভাবে দেখবো

— ::(৩):: —

কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণবোধিৎ—কৃষ্ণ। কৃষ্ণ-
বর্ণনে প্রাকৃতবর্ণন নাট। সকলেই স্বপ্নপতঃ
কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণবোধিৎ বা কৃষ্ণভোগ্য,
সুন্দর। সকলেই কৃষ্ণের দাস বা ভজন
করিতেছেন; অতএব সকলেই আমার কৃষ্ণ।
পারি পরিচালিত,—

“সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে ॥
কেহ মানে, কেহ না মানে সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে তাঁর হয় সেই পাপে দাস ॥”
(১০: ৫১)

আমরা পরমাধার্যতম শ্রীশ্রী প্রভুপাদের
শ্রীমুখে বহুবার শুনিয়াছি,—তিনি পার্শ্বাভিত
প্রাচীরের দিকে অকুল নির্দেশ করিয়া
বলিতেন—এই জিনিষটি (প্রাচীর) যখন
আমাকে দেখাইবে, তখনই আমি তাহার
রূপ দেখিতে পারব। “বৈদেব বৃগুতে তেন
লভাতৈতৎ আত্মা। বৃগুতে তত্ত্বং স্বামী”
কথটা শুনিয়া অস্বস্তি হইয়াছিল। এত
কি কথা? আমহ ত’ প্রাচীরের উত্তীর্ণ,
প্রাচীর ত’ কখনই আমার উত্তীর্ণ নহে, তথা ত’
সহজ বুদ্ধিতে বুঝি, কিন্তু তিনি এতজন অর্থ
কখনই নির্দেশ করেন নাই। বৈকাল পথান্ত
আমি চকু কণ্ঠ, নাসিকা, জিহবা, শুক
প্রভৃতি দৃষ্টি-সাহায্যে উত্তীর্ণ বলিয়া অভিনয়

করি। সেইকাল পথান্ত আমি জড়ের উত্তীর্ণ
বা তোক্তা সেকাল পর্য্যন্তই আমি জড়ের
সদী, ‘ভগবানীভক্তি’, আমি শাক্তধর্মাবলী;
কেন না অচিৎ বা কালপন্থত ব্রহ্মসাহায্যে
অচিৎক্রমের কাহারূপে অচিদ্রুতবৃত্তকেই
অচিৎক্রমের উত্তীর্ণে দর্শন করি। অর্থাৎ
অচিৎকেই বৃত্ত কারণরূপে স্থাপন করি—
ইহাট ‘ত’ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির আশ্রয়ধর্ম।
যুগে যুগে, তুণ্ড যুগে যুগেই বা বলি কেন,
এটি জীবের জন্মেরই অনাবিহিত্ত্ব, ব্রহ্ম-
নিগদন প্রকরণ চেষ্টা নিহিত আছে। দৃষ্ট-
বৃত্তকে আবার উত্তীর্ণের ভোগ্যজ্ঞান করিয়া
আমি তুণ্ড হই, মনে প্রকৃত আনন্দলাভ
করি, কিন্তু দৃশ্যবস্তু ত’ কিছু আনন্দ পাথ
না আমার আনন্দে ত’ ঠাঁহার আনন্দাভাব।
এখানে আমি অস্বস্তিবিমুক্ত কষ্ট, অণু
চৈতন্যের ধর্ম ‘প্রজ্ঞা’ বা ‘প্রাণপাত’ (সমজ্ঞন
দ্বারা উত্তীর্ণ) বলিয়া অভিমত।
শ্রীকৃষ্ণের বলিয়াছিলেন,—দেওয়াল যখন
আমাকে দেখাইবে, তখন আমি দেখব—
তাঁহার হৃদয়ে দেওয়ালই আমার দর্শনের
পরিচালক। পরিচালক বৃত্তকে ত’ আমার
তত্ত্বসাহায্যে বেছামত গঠন করিতে পারি
না। পরিচালক—বিত্ত—বিশ্ববৃত্তের ধর্ম
উত্তীর্ণ নহে, তিনি কখনও কাহারও দ্বারা
তাঁহার কোন ইচ্ছাসাহায্যে গঠিত বা পরি-
চালিত হন না—ঐহিক সঙ্গী সঙ্গীভুক্ত-
মতা বা বৃত্তকল্প বর্তমান। দেওয়াল বা
পরিচালকই হউন, তাঁহার হৃদয়ে তিনি কখনও
দেওয়াল-লক্ষ্যে নহেন। কথটা কড়ের
ভাষায় বলিতে গিয়া ‘প্রাচীরের’ বলিয়া
পুঙ্খ উল্লেখ করিয়াছি অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু
জগতে ভোগ্যবৃত্ত লভ হইয়া উত্তীর্ণভোগ্য-
জ্ঞানে বৃত্তকে যে সব সংজ্ঞা দেয়, বাপক
বা বিত্ত বা বিত্ত সেবকগণ বৃত্তকে বিত্তরূপে

অতির নৈবজ্ঞানে ঐরূপ সংজ্ঞা দিলেও
উত্তীর্ণে হিরণ্যকশিপু নার ভোগ্যজ্ঞান করেন
না। শ্রীপ্রভুপাদের হিরণ্যকশিপু, তাই
তিনি ফটিকবৃত্ত-বাহা হিরণ্যকশিপু
নিকট উত্তীর্ণের ভোগ্য পরিমেষ বৃত্তরূপে
পরিচিত ছিল, তাঁহাকে তিনি ফটিকবৃত্ত-
রূপী কড়পন্থ জ্ঞান না করিয়া তাঁহাকে বিত্ত
বা বিত্ত জ্ঞানে ‘বাস্তব’ বলিয়া সংজ্ঞিত
করিলেন। এত বুলে আমরা দেখিতে পাই,
জগতে যে সব বস্তু সংজ্ঞা বর্তমান তারি
নিমুখগণ নিজের প্রকৃতিভিত্তি উত্তীর্ণের দ্বারা
চালিত হয়। তাঁহা সৃষ্টি করিয়াছে।
হিরণ্যকশিপুগণ ঐ বৃত্তকে ঐরূপ সংজ্ঞা
দিলেও ঐরূপ উদ্দেশ্যে সংজ্ঞার অর্থ ব্যর্থ
করেন না। হিরণ্যকশিপুগণ প্রত্যেক বৃত্তকে
নিজ প্রকৃতিভিত্তি উত্তীর্ণের নিমিত্ত করেন
—“হেম বা এত”; হিরণ্যকশিপুগণ উদ্দেশ্য-
চেষ্টনময়ী সোপানগতে উত্তীর্ণগকে নির্দেশ
করেন, “উত্তীর্ণাত্ত” অর্থাৎ আমার উত্তীর্ণ,
আমার পরিচালক, বিত্ত বাপক বিত্ত বা
বিত্তবৃত্ত। উত্তীর্ণ বা উত্তীর্ণ এবং
অচিৎ বা কৃষ্ণনের বুলে এই পার্থক্যের
সম্বন্ধ বা সম্বন্ধ হয় না বা উত্তীর্ণে পারেনা
—পরম্পরের গাত বিত্তবৃত্তবলী। বহুদিন
জীবের অনাবিহিত্ত্ব বৃত্ত বর্তমান থাকিবে,
ততদন প্রকরণ পার্থক্য থাকিবে। জীবের
অনাবিহিত্ত্ব বৃত্ত চেষ্টনময়ী সঙ্গী
চেষ্টনময়ী কীটনগীতে দূর হইলে জীব
জন্মের একমুখী চেষ্টা বা উত্তীর্ণ দেখা
হইবে।

শ্রীশ্রী প্রভুপাদের শ্রীমুখে আরও একটি
কথা শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি,—
জীবের আপনাকে দৃষ্ট-অভিমানের ভাষায়
পক্ষে প্রেরণ। উত্তীর্ণ-অভিমানের জগৎকে
ভোগ্যজ্ঞান বা ভোগ্য-অভিমান অস্বস্তি-
কলে প্রকরণ অম্বল লাভ হয়। জগতের

প্রতি সেবাদৃষ্টিতে অম্বলভ্যতা বা ভোগ্য
দূরে গিয়া সেবাদৃষ্টি বা অপ্রাকৃতিক-লকটন
অর্থাৎ কৃষ্ণসংসার বা গাঢ়লক্ষণের জীবের
নিমিত্তকরণ বা কৃষ্ণসংসার। তাঁহাদের
আপনাকে ভোগ্য ও দৃষ্টা মনে করা যত
অম্বল, ততই উত্তীর্ণ জীবের গাঢ়ত্ব
দৃষ্টি বৃদ্ধি হয়। দৃষ্টা ভোগ্য ও উত্তীর্ণ
আম্বলতা। অম্বলতা অম্বলতার পক্ষ।
এমনি পরমভোগ্য ও পরমদৃষ্টার ভোগ্য ও
দৃষ্ট হইলেই মঙ্গল।

ভেঁকু অভিমানী ব্যক্তি বিশ্বকে ভোগ্য
বা যোষিৎ দেখে—পারিত দেখে।
পুরুষাভিমতের প্রাকৃতবর্ণন হয়। ভেঁকুর
প্রাকৃত বা ভোগ্যদর্শন নাট, কিন্তু বিশ্বকে
নিজভোগ্য বা যোষিৎ দর্শন না করিয়া
কৃষ্ণভোগ্য বা কৃষ্ণবোধিৎ দর্শন করেন।
সেবকের সঙ্গী হই সেবাদর্শন। ঐহিক ভোগ্য
বা যোষিদর্শন নাট। বিশ্বকে কৃষ্ণভোগ্য
কৃষ্ণবোধিৎ, কৃষ্ণসেবাপকরণ বা কৃষ্ণসংসার
দর্শনই সেবাদর্শন। ইহাট অপারদর্শন বা
সুদর্শন। শ্রীশ্রী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—
“আমাদের কাছে যে কোনও জিনিষ আস্ত
কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার যোগস্বয় দেখা
হইবে; কারণ, প্রত্যেক বৃত্ত integral
part, integral এর সঙ্গী তাঁহার
uniting the অম্বলজ্ঞান করাই বৃত্তের প্রকৃত
বৃত্তদর্শন।”

ধর্মকে প্রধানতঃ উত্তীর্ণগে নিতান্ত কর
যয়। এক প্রকার ধর্ম—মাপিতা লক্ষ্য-
ধর্ম বা বাতাকে বলা যায় ‘অনরা যীশ্বত’
ইতি মারা’ বা আধাতিকতা, আর এক
প্রকার ধর্ম—আরাধনার ধর্ম, ‘অনরা রাধতঃ’
বা অধোকসেবাপন্থ। মাপিতা লক্ষ্য
ধর্মবাহী কখনও উত্তীর্ণসাহায্য লাভ হইবে
না। অজ্ঞানিগত, কণ্ঠ, জ্ঞান, যোগ,

ଆଇ ଏ ମରୀଚକୀନ ଫଳ

ଅବଗତ ବାଜାମାନେ ହାତରେ ବୁଝିବ

সভা ১৬ই জুন - জিহান বিজ্ঞান
জাতীয় এনার্জি কিল্লি বিজ্ঞানভবনের বি
এস-এস গণিতের 'সংকল্প ও পদ্ধতি' উত্তর
বিষয়ের অন্তর্গত সফল প্রথম বিভাগে প্রথম
স্থান অর্জনের কথা বলেছেন। জিহান বিজ্ঞান
কলেজের প্রধান শিক্ষক ড. কৃষ্ণ সত্যনাথ
'জাতীয় সফলতার পুরস্কার'।

গতিবিধি নিম্নলিখিত আদেশ

১৪ ৩৩শে জুন, — ননথামের নাবু
 গোপোনাথ বসাকের অধিকৃত স্থানীয় টাকার
 বাজীতে তার গুরুত্বপূর্ণ আসীন অঙ্গুষ্ঠার এক
 আদেশের ও টেক ইয়াং দ্বারা এক বৎসর-
 কাগজীকৃত পুত্রপুত্র পানির প্রকাশ্য মতো
 অবস্থান করিতে হইবে এবং বাজীকালে তিনি
 বাজীর বাহিরে থাকিতে পারবেন না ।

ଜନ୍ମୀୟରେ ରେଖା:-

ଜନୀପୁରେ (ସୁନିବାମୀ), ୨୬ତମ ଜୁନ
 —କହ୍ନୁମ୍ବର ମହେର ଗଡ଼ ୧୬ତମ ଜୁନ ବହିଷେ
 ଟେକିଲିଂ ଚାଲୁ ବହାହାହେ । ସାଧା ମହା ସାମାଜିକ
 ଆବେଶର ଗର୍ବନ, ଆବେଶର ଚିନ୍ତିତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତି
 ମାରାତ୍ମକର ନାମିକ ୦୨ କାଉଣ୍ଟ କେରୋମିନ
 ଡେଲେକ୍ଟ ବହାଦ୍ର କହା ହୁଅହାହେ ।

ମନୀ ଅଫ୍‌ମେଣ୍ଡ ୧୯୫୫ ଜୁନ ୫ଟିରେ ସେମାନିଂ
ଚାଲୁ କରାଗଲା କଥା ହିଲ ଏବଂ ସେମାନ କାର୍ଡ
ବାଣୀତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଡ୍ରାୟାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ
ଡ୍ରୋଲ ମହତ୍ତ୍ୱ ବାସ୍ତା ଏକ କଥା କହାହାଲି ।
ସେମାନିଂ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟତ୍ୱ ଏବଂହାଲି ସେବ ନା
ହେବାର କଥାଏ ଏକମକ ସେମାନିଂ ଚାଲୁ ହେ
ନାହି ।

[illegible]

ঐ নামে বিরহোৎসব

পরমার:খাতম শ্রীশ্রীল আচাৰ্য্যদেৱ
কৃষ্ণাখণ্ড ৩০ ৩৫ জুগাৰ, ২২৭৭ আৰ্ঘ্য
বৃহস্পতিগাৰ আকৰমঠবাৰ শ্রীচৈতন্যমঠে
ষড়্গোষাঘোৰ অৰুতম গৌৰপাৰ্শ্ব শ্রীল
মনাতন গোষাঘো পাত্ৰৰ দিৱকান্তিগুণ
মৰোৎসৱ নিৱৰ্ত্তন ৱিৱসংকীৰ্ত্তনমুখে সুদাম্পদ
চৰম্বাছে ।

[illegible]

অপরাধে অভিযুক্তকে বন্দন ও
বিবর্তিত কঠোর শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ইংলিশ
সনাতন গোষ্ঠীরা প্রচুর পুণ্ডিতবর্গের
আলোচনা হয়। সফলতার ক্ষেত্রে
এই গণ্ডীতে ইংলিশ কলেজ ও
সহকারী কলেজ ইংলিশ সনাতন গোষ্ঠী
প্রচুর কল্যাণ করা কঠিন কারণ। ইংলিশ
সনাতন গাঠ ও বাধ্য করেন। অতঃপর
“ইংলিশ সনাতন” গীতি কঠিন হয়।

“ଜୀବ କହୁ କହୁ ନଥ, ଡାକି କହୁ ନଥ ।
 କ’ରମନ୍ଦ ଜୀବାଂଶୁଆଡ଼େନାଓଡ଼ନଥ ।
 ଦେହ କହୁ ଜୀବ ନଥ, ସର୍ବା ଡୋଗା ନଥ ।
 ନାମ ଡୋଗା ଜୀବ, ନୁହେଁ ଯାହୁ ଡୋକା ହଥ

୧) ସମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫୋରମେସନ୍ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି
 (ଡୋମିନେନ୍ସ) ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ।
 ଯଦି ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆକାର-ସମାନ
 ବା ଆନିସୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଓ ନିଆ-
 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ନୁହେଁ ତେବେ ଏହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ । ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍
 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ନୁହେଁ, ଅନିସୋଟ୍ରୋପିକ୍-
 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ନୁହେଁ ।

১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

পরমারিধা তন শ্রীশ্রীল গুণগান বলিয়া-
 ত্বেন। এই বাক্যের একমাত্র সম্ভাব্য একমাত্র
 অর্থগোচর। প্রকৃতপক্ষেই তৎকর্তা
 মনে এইস্থান শ্রীকৃষ্ণবানের বিলাসক্ষেত্র
 ভোগ্যে বিলাসক্ষেত্র নহে। কথাবান তৎকর্তা
 সহিত নিত্যকাল বিলাসপরায়ণ। কথাবানের
 নিত্যবিকারত্বের একমাত্র সম্ভাব্য অর্থগোচর। এত
 অল্পকাল বিলাসস্থল লোককে আলোচিত করিয়া
 বিলাসবৎ মনোরম স্থান তীর্থাদির বিলাস
 স্থান করিয়া থাকে। কিন্তু বিলাসী কথাবান
 তৎকর্তা কথাবান কথাবে পারেন যে, এত
 অল্পকাল কোনমতে তীর্থাদির ভোগের বস্তু
 নহে। মতীচকার মনোরমের কথাবে যে যে মত
 তীর্থাদির ভোগা বলিয়া মনে হইতেছে
 মতীচকার কেবল তীর্থাদির ভোগে প্রয়োজিত
 হইয়া চক্ষু তীর্থাদির অমূল্য-স্বপ্নের অধিক।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତାଦି ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତାଦି
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତାଦି

“হাঁহা নদী দেখে, তাঁতা যানযে কালকী।”
 তাঁতার। এক উৎসব। স্রোত-
 'স্নানোত্তে নিশ্চয় গলিল। বনরাজ্যে গম্ভীর
 'পুণ্য। উত্তানে শিখ গকাহ গভূত খাড়া
 'কছু দর্শন ও অশ্রুত কবের। তাঁতো
 তাঁতার। নিরন্তর ভোগোদ্যত নাকির স্রাব
 আশ্রয়স্থতর্পণকা বা ভোগোদ্যত না কহিহা
 'ঐ মকল বহু কক্ষোদ্যতের তর্পণ করিছে
 'দেখা উল্লসিত ও আনন্দিত জন এবং
 "কক্ষের মন শেষ 'কছু আশ্রয়" - এতক্ষানে
 'কক্ষোদ্যত কক্ষোদ্যত আশ্রয়ন করেন।

સામયિક-પ્રસંગ

— — ॐ (ॐ) ॐ — —

কলিকাতা ত্রিগোড়ীসমষ্টি বিয়হ
মহোৎসব

গত ৬৮ জনার কালকাতা প্রিন্সিপাল হইতে
পরম বাহাদুর এমিল অ্যাচার্সদের
অধ্যক্ষের হই বিজ্ঞাপন মিল সনাতন গোষ্ঠী
সকলদের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ নিরস্ত করিয়া
সংকীর্ণনমুখে স্থগিত করিয়াছে। অতঃপক্ষে
প্রাচীন ও অপর হই প্রিন্সিপাল হইতে ও
গোষ্ঠী হইতে নিত্যনিক নিত্যনিক এমিল
সনাতন গোষ্ঠী হইতে পরমপুত্র প্রিন্সিপাল

শ্রীধাম-মাহাত্ম্যের নবোদয়কাল জি. সিং. হারিস্‌ হইতে শ্রীমতীগোপাল বসু্যোপাধ্যায় অভিশ্রমিতী সম্পাদিত
শ্রীমদ্বিষ্ণোর অভিশ্রমিতী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

— (•) —

মজুৎ এবং আশ্রিত নিবাসী অভিভাব
(১৯৪৩) মঙ্গলকীর্ষ ব্যাপারে কেন্দ্রীয়
সরকারের সিা'জন সাম্রাটর ডেপুটী কন্-
ট্রোলার জেনারেল (কলকাতার পুষ্-
বিতাগের) হুজ আনা মূল্যে সক্ষমতারবেধ
ক্রয়কাথে সাহায্য করিবার জন্য একতী
পু'তকা প্রকাশিত করিয়াছেন। হাউটাস
বিব্ধঃসে প্রকাশ বিতাগের বিক্রয় শাখার
এ পু'তকানী পাওয়া যাতেবে।

স্ট্রোমের চোরাবাজার সন্মুখ
 অপরূপে ছবি ব্যাক থুত হইয়াছে ।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীপ্রকল্প প্রস্তুতি ও কার্যসূচী হইতে শ্রী নীলমণ্ডল বন্যোপাধায় ভূমিস্বামী সম্পাদিত
শ্রীমন্দির ভূমিস্বামী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বতন্ত্র কল্যাণকরক
— — —
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
চরিত্র অমলা কল্যাণকরক-
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক কাব্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমতেষু
বিতাণা।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগেশ্বর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমঙ্গলপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

স্বতন্ত্র কল্যাণকর
— — —
শ্রীল সাক্ষাৎক-
বিনোদ ঠাকুর নিবাসিত
মূল, টকা, মঙ্গল অর্থ-
অভাব, চিত্রক অধ্যয়ন
প্রভৃতি বিনামূল্যে প্রদত্ত
নয় প্রকাশিত হয়।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগেশ্বর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমঙ্গলপুর, নদীয়া।

১৯৭ বর্ষ { ১১ জ্বর গৌরাব ৪৫৮ : ১লা জাবন, বঙ্গাব ১৩৫১ : ১৭ই জুলাই ইং ১৯৪৪, সোমবার { ১৮-১৯শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীকল্যাণীকো ভবতঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ জ্বর, সর্বত্র সর্বত্র গৌরাব ৪৫৮

সাধুর কৃপা ও বন্ধনা

— :: (১) :: —

সাধুগুরু যে যেহেতুপাৰ হারা আশ্রয়ের
নিত্যমঙ্গল লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণকবচগণনে
শ্রীতি হয়, যে কৃপা আশ্রয়কে কাদাল
করাইয়া উত্তরোত্তর সাধুগুরু কৃপার জন্ম
বাহু বাহুল্য করায়, তাহাট প্রকৃত কৃপা।
আর সাধুগুরু যে-যেহেতুপাৰ জীবকে নিত্য-
মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করে, তাহাও বন্ধনা।
যেখানে কৃপা চায়, সেখানে কৃপাট মিলে।
আর যেখানে বন্ধনা চায়, সেখানে কৃপামুষ্টি-
সাধু নিকট হইতে বন্ধনাও আসে। শ্রীহরি
কবচবন্ধন আশ্রয়ের চিত্তবৃত্ত অঙ্গুষ্ঠারে
বেগুন আশ্রয়কে অমায়িক কৃপা করেন,
আবার আশ্রয়ের বিপরীত চিত্তবৃত্ত দেখিয়া
আশ্রয়গোপন করিয়া জন্ম ও মায় বিস্তার
করাই থাকেন। তদবান্ ও তত উত্তর
সং-সাধু। তাহারা সৰ্বজ্ঞ, তাহাদের
নিকট কপটতা চলিবে না। আমরা আশ্র-
বাক্ত হইতে ইচ্ছা করলে "যে যথা মাং
প্রপদ্যতে তাম্ তথৈব ভজ্যমাণম্" এই
ভগবৎ-প্রতিজ্ঞানুসারে বাহ্যকরতক ভগবান্
ও ভগবৎকৃত আশ্রয়কে বন্ধনা করিয়া
থাকেন অর্থাৎ আশ্রয়ই আশ্রয়ের বন্ধনা
প্রয়োগ করিয়া আশ্রয়কৃত হই। নির্বাসন
করবান্ ও ভগবৎকৃত বৎসরভাষি বশীকৃত

হইয়া অপরকে বন্ধনা করেন না। বিহারী
বতন্তর অপরদ্বার করিয়া আশ্রয়কনার
ইচ্ছা করেন, তাহারাও ভগবান্ ও ভগবৎ
ভক্তের স্বরূপে নিজে নিজেই বঞ্চিত হন।
শ্রীহরিকবচবন্ধনের বন্ধনা—আশ্রয়েরই বন্ধন
আশ্রয়কনার প্রতিমুষ্টি। সাধু দ্বারা সাগর
—কৃপার মুষ্টি। কৃপামধের কৃপা করাই
কাজ। কাণকেও বন্ধনা করিবার ইচ্ছা
তাহাদের নাই। হৃতভাগ্য আমরাই
ঐহান্নিককে বন্ধনা করিতে বাধ্য করি।
কৃপামধের যেখানে বন্ধনা নীলা, সেখানে
আমাদের চুড়াগেয় পরাকাষ্ঠা। আমি
কৃপা চাই না, তাই কৃপা পাই না। আমি
পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইতে চাহিলে তাহারা
আর কি করিবেন। শ্রীহরিকবচবন্ধন
আমাদের চিত্তবৃত্তের আশ্রয়কনা-কামাঙ্গুষ্ঠারে
বিভিন্ন প্রকার বন্ধনাবস্থাপন প্রকাশ করিয়া
থাকেন। সেট বন্ধনার কৃপাগুলি অসংখ্য
ও অনন্ত। শ্রীহরিকবচবন্ধনকে মস্তা-
জীবের দ্বারা প্রকাশ করিয়া বন্ধনা করেন।
এই বন্ধনা নানা আকারে প্রকাশিত
হয়।

- ১। শ্রীহরিকবচবন্ধনের জন্ম-বাধি,
জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি।
- ২। তাহাদের পাণ্ডিত্যাদির অভাব,
ভাবার অপটুতা, বাক্‌দৈনুগ্ধের অভাব
বা পাণ্ডিত্যাদিবিলাস আছে। ইত্যাদি
প্রভৃতি।
- ৩। তাহাদের বাক্যের অসামঞ্জস্য-
প্রভৃতি।
- ৪। তাহাদের নিরপেক্ষতার অভাব ;
এমন কি, সমস্ত সমস্ত অর্থোক্তক পক্ষপাতি-
ত্বাদির প্রভৃতি।
- ৫। বাহ্যিক কথার আদর প্রভৃতি
প্রভৃতি।

৬। কারণবিহীন পারদ্রব্য, ক্রোধ,
লোভ, মোহ, মন প্রভৃতির প্রভৃতি।

৭। নিজ একান্ত সেবকে দণ্ডন
ও বহিঃস্থ ব্যক্তিকে লাভপূজাপ্রতিষ্ঠান
দান।

৮। বিদ্যাসিতা, বিষয়চেষ্টা, আশ্র-
অপারসদান, আশ্রয়গণতা প্রভৃতি
প্রভৃতি।

৯। বন্ধনাকামী বা বঞ্চিতকে সভাকথা
সংলগ্নে না জানাইয়া তাহার বঞ্চিত-
বহুকে আরও নানাভাবে প্রদান।

১০। বঞ্চিতকে শাসন না করিয়া
অবজ্ঞাকে শাসন, তাহাতে বঞ্চিতকে
অধিক বেহেস্ত লাভ বলায় অপরকে ধারণা
করাইবার সুযোগ দান।

পরমার্থাত্ম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,
— "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যাহাকে
একান্ত আশ্রয় অর্থাৎ শাসন যোগ্য লিখ্য
জ্ঞান না করিতেন, তাহাকে কোন শাসন
বাক্য বলিতেন না, প্রশংসা করিয়া বলায়
দিতেন। তাহার নিকট আগত বা তাহার
অধুগত কথা দেহকাজী প্রত্যেকের মনে
করিত 'ঠাকুর আমাকে সমাপেক্ষা অধিক
ভালবাসেন'।"

নিত্যাসক্ত ভগবৎপারদ্রব্য লোকলিঙ্গক শ্রীল
প্রভুপাদ আমাদের শিক্ষার জন্য একদিন
বাল্যাবস্থায়— "যখন আমি শ্রীল গৌর-
কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের পাদপদ্ম
সামুখ্যে আসলাম, তখন সেচন্দ্রাঙ্গান-
দাতা জগতের সুখীত, পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য
প্রভৃতি বিচারের প্রতি এমন এক দৃষ্টি
দিলেন যে, সে সময় হইতে বহু বৎসরব্যাপি
জড়জগতের প্রতি অচেতনপ্রায় ছিলাম।
কিহলে হারিদিন চলিয়া যাউতেছে— 'কিছু
জ্ঞান' ছল না। তিনি যে লোক সর্বত্র

করিয়া দিলেন, তাহাতেই সমস্ত বিশ্বত হইয়া
হ'লাম।"

শ্রীকৃষ্ণবান্ বাহ্যকরক। যিনি য-ভাগ
তাঁহাকে মনন করেন শ্রীকৃষ্ণবান্ তাহার
নিকট সেটাই প্রকাশিত হন। বিহারী
শ্রীকৃষ্ণক বন্ধনাকারিত্বের চান, শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহার নিকট তাহার মাথানামুস্ত এক-
কপটী প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিহারী
আশ্রয়কৃত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়া
ছেন, শ্রীকৃষ্ণবান্ ও ভগবৎকৃত তাহাদের
নিকট একক। আর কৃপাভিচারী নিকট
তাঁহারা কৃপাময় ও মতানুসার। আশ্রয়কৃত
যা'ক সাধুগুরু হইত বন্ধনা দিতে পার-
না। বিহারী বঞ্চিত হইতে চাহেন না,
পবন সাধুগুরু 'নিকট কৃপালোকে সন্নিবি-
উদ্ভাসিত ; তাহারা সাধুগুরু কৃপা ও
বন্ধনা বুঝে ও বঞ্চিত পাবেন। ভক্তগণ
অসংসক পারহাওর জন্য এবং কৃষ্ণে প্র-
তর্পণের জন্য ঐকল এককের নীলা প্রকাশ
করিয়া থাকেন। তাহারা আশ্রয়কৃত
ব্যক্তি নিকট বন্ধন হইলেও তাহাদের
অন্তঃসীমানের নিকট অকপট ও সরল।
সাধু নারি অকপট নিম্নসর ও সরল আর
কেই নাহ। আমরা যদি নিকট হই,
অন্যাত্মিকভাৱে ও নীলীন কাদাল
হইয়া একমাত্র ভক্তভক্তের জন্য সাধু নিকট
উপস্থিত হই, তাহা হইলে সাধু নিম্নসর
আশ্রয়কৃত অমায়িক কৃপা করবেন, তাহা
আমার কপটতা, অনর্থ ও মনোভাৱ
আছে, সেটাই আমার নিকট সমস্ত
প্রকাশ করিয়া বলিবেন এবং আমিও
তাঁহাদের কৃপালাভ করিয়া যদা হইতে
পারিব।

ও কিছুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
হই প্রকার কৃপার কৃপা শাসনাকী হইতে

কিউনচরগাওতে শ্রীল কবিরাও
গোখামি প্রভৃতি লিখাছেন—

“সখমেই কামীমত্রে পত্নী বোলাইল।
পত্নী-পাত্র, সাক্ষীভৌম বোলাইল।
আনন্দা ॥

ইন্দ্রকন-পাশে পত্নী চাঁদিয়া কঁচিল।
কঁচা-চাঁদিয়া-মাজন-সেনা মণি মিল।
পত্নী কহে—আমি-সব সেনক গোয়ার।
এ তোমার উজ্জা, সেট কঁচা আমার ॥
বিশেষ রাজার আজ্ঞা চক্রোতে আমারে।
কঁচাআজ্ঞা ঘেট, সেট শীঘ্র কবিধারে ॥
তোমার বোণ্য সেবা নহে ম'ল্লর-মাজন।
এক এক লীলা কর, যে তোমার মন ॥
ক'খ ঘট, সংমাজনী বহু চাচিয়ে।
আজ্ঞা বহু, আজ সব হই আনি দিয়ে ॥
পূন একপত ঘট, পত সংমাজনী।
পাড়িয়া আনিয়া দিল প্রভুর টেই আনি ॥
আর নিনে প্রভাতে লঞা নিজগণ।
শ্রীকৃষ্ণে পবিত্র অঙ্গে লোপলা চন্দন ॥
শ্রীকৃষ্ণে দিল সবাবে এক এক মাজনী।
সবগণ লঞা প্রভু চাঁদিয়া আপন ॥
কঁচা-মালিহে গেলা করি মাজন।
ক'খমে মাজনী লঞা করিল শোভন ॥
ভিতর মালিহে উপর সকল মাজন।
সিংহাসন মাজি পুনঃ স্থাপন করিল ॥
ছোট-বড় ম'ল্লর কৈল মাজন-শোভন।
পাড়ে টেই শোভিল শ্রীজগমোচন ॥
চারিদিকে পত পত ভক্ত সংমাজনী করে।
আপনি শোভেন প্রভু, শিখান সবাবে ॥
গোমে রাসে শোভেন লয়েন কৃষ্ণনাম।
কঁচগণ কঁচ করে, করে নিজকাম ॥
দু'ল দু'ল হুই দেখিতে শোভন।
কঁচা কঁচা অস্ত্রকলে করে সংমাজন ॥
ভোগমালিহে শোভা করি শোভিল প্রাজ্ঞ।
সকল আশাস ক্রমে করিল শোভন ॥
ক'খ দু'ল কঁচ, সব একত্র করিয়া।
বসন্তাসে লঞা ফেলার বাহির করিয়া ॥
এ মত ভক্তগণ করি নিজ-পাসে।
ক'খ দু'ল বাহিরে ফেলায় পরম হরিশে ॥
ক'খ কহে—কে কত করিয়াছ সংমাজন।
ভূগ, দু'ল বাহিরে দোখলে আনি ॥
পরিশ্রম ॥
সবার ঝাঁটান বোঝা একত্র করিল।
সব তৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥
নামত অস্ত্রস্তর করিল মাজন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বটন ॥
সকল দু'ল, তুণ, কঁচর, সব করত দু'ল।
শালমতে শোভন করহ, প্রভুর অস্ত্র-পুর ॥
সংগেই লঞা সবে চট্টবার শোভিল।
দেখ মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥
আজ পত-জন পত-ঘটে জল তার।
ক'খমেই লঞা আছে কাল অশ্রু-ক'খ ॥
'জন আন' বাল' যবে মহাপ্রভু কহিল।
তবে পত ঘট আনি' প্রভু-আগ দিল ॥

পথমে করিল প্রভু ম'ল্লর প্রকাশন।
উজ্জ-অধো, ভিত্ত, গৃহমধ্য, সিংহাসন ॥
খাশরা ভিত্তি জল উজ্জ চাঁদিয়া ॥
সেই জল উজ্জ সব ভিত্ত প্রকাশন ॥
শ্রুতান্তে করেন সিংহাসনের মাজন।
ক'খ-মাজে জল আনি' দেখ ভক্তগণ।
ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রকাশন।
নিজ নিজ ভেতে করে মালিহে মাজন ॥
কেহ জল আনি' দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ উপরে ॥
কেহ লুকাই করে সেই জল পান।
কেহ মালি' গয়, কেহ অস্ত্র করে দান ॥
ঘর ঘর প্রণালিকায় জল ছাড়' দিল।
সেই জলে প্রাজ্ঞ সব ভরিয়া বহিল ॥
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমাজন।
মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মালিহে সিংহাসন ॥
পত-ঘট জলে কৈল ম'ল্লর-মাজন।
ম'ল্লর শোভিয়া কৈল, যেন নিজ মন ॥
নিশ্চল, শীতল, নিশ্চল করিল মালিহে।
আপন-জলর যেন বাহিরে বাহিরে ॥
পত-পত জন জল করে পরোবরে।
ঘাটে স্থান নাহি, কেহ কৃপা জল করে ॥
পূর্ণ কৃষ্ণ লঞা আহসে পত ভক্তগণ।
সুখ ঘট লঞা যাত্র, আর পতজন ॥
'নিভানন্দ, অবৈত, বক্রণ, ভাণ্ডী, পুরী।
ইহা বিনা আর সব আনে জল তার ॥
ঘটে ঘটে ঠে'ক' কত ঘট ভাজি গেল।
পত পত ঘট লোক ভাষা লঞা স্থাপন ॥
জল ভরে, ঘর শোভা করে হারিধন।
'কৃষ্ণ' 'হরি' ধর' বিনা আর নাহি পূন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করে ঘটের পার্শ্বন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ' করে ঘট-সম্পন্ন ॥
যেহ যেহ করে, সেহ কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হইল সন্তোষ সব কামে ॥
প্রমাণে প্রভু কহে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম।
একলে সেমানেনে করে পতজনর কাম ॥
পত-পত করেন যেন আপন-মাজন।
প্রতিজন পাশে যাত্র করান শিখণ ॥
ভাল ক'খ দেখি' তারে করে প্রশংসন।
মনে না মিলিলে করে পাবত ভংসন ॥
তুমি ভাল ক'খোছ, শিখাই অচরে।
এইমত ভালক'খ সেহ যেন করে ॥
একথা শুনিয়া মনে সন্তোষ হইল।
ভালমতে ক'খ করে সব-মন দিয়া ॥
তবে প্রকাশন কৈল শ্রীজগমোচন।
ভোগম'ল্লরাদি তবে কৈল প্রকাশন ॥
নাটশালা ঘুট, ধূল চন্দ্র-প্রাণণ।
লাকশালা আদিকার করিল প্রকাশন ॥
মালিহের চতুর্দিক প্রকাশন কৈল।
সব অস্ত্র-পুর ভালমতে ধারাইল ॥
হেনকালে গোড়ীয়া এক অশ্রু-সল।
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘটজল ॥
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল।
ভাটা দেখ' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥

বস্ত্রাণ গোপালিক ভাবে হক্রো সন্তোষ।
বস্ত্রাণাপন লাগ' বাচবে মহাপ্রোষ ॥
শিখা লাগ' বক্রণে ডাক' কহল ঠাট্টা ॥
এই দেখ তোমার 'গোড়ীয়া'র বা-চাবে ॥
স্বৈরমে করে মোর পদ বোয়াইল।
সেই জল আপনি লঞা পান কৈল ॥
এই অপরোহে মোর কঁচা হবে গা ॥
তোমার 'গোড়ীয়া' করে হক্রো চরণ ॥
তবে স্বপ্ন গোপালিক ভাবে ঘাড়ে।
চার দিগ।
টেকা মারি' পুরী বাচিরে গণিলেন লঞা ॥
পুনঃ আসি' প্রভু প্রাথ করিল 'বন' ॥
'অজ্ঞে অপরোহ কমা কঁচতে যুগ্ম' ॥
তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল।
সারি করি' চতুর্দিক সবাবে বসাইল ॥
আপনে বসিরা মায়ে, আপনাবে হাইল।
তুণ, কঁচর, কুটা লাগিয়া কুড়াতে ॥
কে ক'খ কুড়াই সব একত্র করিল।
যার অস্ত্র, তার ঠাট্টা, পিঠাশানা লহল ॥
এই মত সব পুরী করিল শোভন।
শীতল, নিশ্চল কৈল, যেন নিজ মন ॥
প্রণালিকা ছাড়' বদ পান বহাইল।
নুতন-নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥

বিরহমহোৎসব

— ::(৩):: —

প্রিয়ামে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের
কৃপায় গত ১০ত জুলাই, ২৬শে আষাঢ়,
সোমবার আকরমহোৎসবে শ্রীচৈতন্যমঠে বড়-
গোখামীর অকরম শ্রীশ্রীল গোপাল-ট্ট
গোখামী প্রভুপালের বিরহমহোৎসব
নিরন্তর হরিসংকীর্তনমুখে সুসঙ্গর হইয়াছে।
এতৎপক্ষে ঐ দিনস প্রাতঃকালে
শ্রীশ্রীকটকৈশব-লক্ষ্মী ও উৎকীর্তনান্তে
শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। অনন্তর কীর্তন-
মুখে শ্রীশ্রীগোরাঙ্গগাথবিকাগাখোদা-
কীর্তন মঙ্গলারাত্রিক হইলে একটি সংকীর্তন-
শোভাযাত্রা বারগাঁও হইয়া শ্রীঅক্ষয়ী-
পার্কমা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপ্রমথের
ভোগারাত্রিকের পর শ্রীপ্রমথসী ভক্তগুরুকে
শ্রীমদপ্রাসাদ পান করিয়া হয়।
অপরান্ত্রে শ্রীশ্রীকটকৈশব-লক্ষ্মী, পঞ্চকু-
ট ও বিরহমহোৎসবের পর শ্রীপ্রদ
নু সংকীর্তন ব্রহ্মচারী প্রভু 'গোড়ী' হইতে
শ্রীল গোপাল-ট্ট গোখামী প্রভুর পদে পুত
চরিতামৃত পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর
শ্রীপ্রমথসী শ্রীমদ 'ভক্তকেতন' ব্রহ্মলোমি
মহাপ্রাজ শ্রীভক্তিমান্ড পাঠ ও ব্যাখ্যা
করেন। পাঠের পর 'দশোমভীনন্দন' গীত
কীর্তন হয়।

শ্রীগোড়ীমঠে

গত ১০ত জুলাই সোমবার দাপসজার
শ্রীগোড়ীমঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য-
দেবের আকরমহোৎসবে শ্রীশ্রীল

গোপাল-ট্ট গোখামী প্রভুর বিরহমহোৎসব
নিরন্তর হরিসংকীর্তনমুখে সুসঙ্গর
হইয়াছে।
উৎকীর্তন শ্রীশ্রীকটকৈশব-লক্ষ্মীর পর
পাঠিত শ্রীপ্রদ ব্রহ্মচারী 'গোড়ী'
ব্রহ্মচারী, মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত
পাঠ করিলেন শ্রীশ্রীকটকৈশব-লক্ষ্মী 'গোখামী'
কীর্তন মঙ্গলারাত্রিক হয়। তৎপরে ভক্তগণ
শ্রীসারথী মঙ্গলমুখে 'হরিশংকর' বাবু
ব্রহ্মচারী 'গোখামী' প্রভু মহাপ্রভুর দাবনী
কীর্তন করেন। মধ্যাহ্নে সমাগত শ্রীভক্তিমান্ডকে
মঙ্গলসঙ্গ দিখরন করা হয়।
অপরান্ত্রে নাট্যমাল্যে শ্রীশ্রীকটকৈশব-
লক্ষ্মীর পদ কীর্তন হইতে থাকে। পরম
করুণাময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব
কৃপাপূর্ণক সমাগত বহু ব্যক্তির নিকট
শ্রীভক্তিমান্ড হইতে বহু বিভা মঙ্গলর কথা
কীর্তন করেন। তাঁহার শ্রীমখে চিত্তাকর্ষী
নিভামঙ্গলোদয়ের কথা শ্রবণ করিয়া
শ্রোতৃগণ পরম উৎকণ্ঠ হন। সন্ধ্যারাত্রিকের
পর মহাপ্রভুর পদে পাঠিত শ্রীল শ্রীমদলক্ষ্মী
বিজ্ঞানবোধ প্রভু বৈষ্ণবের ঐ 'ব্রহ্মচারী'
শ্রীল গোপাল-ট্ট 'গোখামী' প্রভুর ভাবে
মধ্যাহ্ন কথা অতি শ্রদ্ধাভরে বিশেষণ করিয়া
একটি মঙ্গলপ্রার্থনা বক্তৃতা প্রদানপূর্ণক
সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। পাঠের পর
'কৃপা কর বৈষ্ণবগুরু' ও 'যে আনিল
প্রেমধন' গীতের কীর্তন হয়।
— — —
শ্রীসনাতনগোড়ীমঠে
পরমারাধ্যতম ঐ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীল
আচার্যদেবের অকরম কৃপাপূর্ণক গত
২৬শে আষাঢ়, ৩০ত জুলাই, ব্রহ্মস্মৃতিবার
বারাণসী শ্রীসনাতন-গোড়ীমঠে বড়-
গোখামীর অকরম শ্রীল সনাতন গোখামী
প্রভুর বিরহমহোৎসব শ্রীহরিসংকীর্তনমুখে
সুসঙ্গর হইয়াছে।
উৎসবদিনস প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীকট-
কৈশব-লক্ষ্মী ও উৎকীর্তনান্তে শ্রীপ্রমথের
মঙ্গলারাত্রিক কীর্তনমুখে সুসঙ্গর হয়।
তৎপরে শ্রীল সনাতন গোখামী প্রভুর
জীবমঙ্গলময় আত্মমস্তা চরিত গোড়ার
হইতে বোলা ১১। ঘটিকা পঞ্চাঙ্গ পাঠ
হয়। তৎপরে শ্রীপ্রমথের মধ্যাহ্ন-
ভোগারাত্রিক সমাগত ভক্ত ও সন্তান-
ব্রহ্মকে মহাপ্রদান দিখরন করা হয়।
অপরান্ত্রে নাট্যমাল্যে হইতে ৭ ঘটিকা
পঞ্চাঙ্গ শ্রীশ্রীকটকৈশব-লক্ষ্মী ও সমাগতগোড়ী
সংকীর্তনান্তে গোড়ী হইতে শ্রীল সনাতন
গোখামী প্রভুর ব্রহ্ম আনোচনা হয়।
পাঠের পর সমাগত ব্যক্তিগণকে মাধুকরী
প্রদান দিখরন করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর
শ্রীমদপ্রভুর পদে শ্রীল সনাতন গোখামী
প্রভুর মঙ্গলসঙ্গ আনোচনা হয়।
— — —

— (b) —

वाचस्पति

ନବୋଚିତ ଆ. କୁମ୍ଭାତି-କେନା ସାବିତ୍ରେୟ

ତାହାହରକା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହି କୋଷ
 ୦୨ଟି ଆୟର ଟାବିଲେର ନିକଟ ମଧ୍ୟ ଉ କୋଷର
 ଟା'କୋ ଏକ ଆୟର ଟାବି କରାଯାଇଛି ।

সমর্থন দিচ্ছে যে পরিমাণ নির্ধারিত করিবার ক্ষেত্রে
ইকাধিককে তাহাট বিচার কর্তৃক করা হইয়াছে
কেননা এটি স্বাভাবিক সমগ্র সমাজের জীবন
ব্যয় পর কর প্রদান।

এই সম্পর্ক বহুত জেলা চাষী সমিতির
পেন্ডিডেট বোঝাট গবর্ণমেন্টের নিকট
উপস্থাপিত আবেদন বাতিল করণের অনুরোধ
কানাইচাঁদ এক তার পাঠাইয়াছেন। এই
আবেদন "বহুত জেলার চাষীদের মধ্যে
আতঙ্কিত সৃষ্টি করিয়াছে"। ইহার
ফলে "বাংলা ফগাও আন্দোলন" বাহিত
হইবে।

अर्थः

ক'লগাতা. ৩০শে জুন—বাকলায়
গনপীমেন্ট কর্তৃক খাতিয়ান সংগ্রহের বস্ত্তমান
পদ্ধতি, বাকলা কিংবা উত্তার বা'কির হস্তে
সংগৃহীত খাতিয়ান গোলায় রাখার, স্থানান্তর
ও গণ্টেনের ব্যাপ্তা পরীক্ষা করিবার এবং
অনিচ্ছিত এট সমস্ত ব্যাপ্তাহর বিরূপ পদ্ধতি
অনুসৃত হওয়া উচিত তৎসম্পর্ক স্থপা'র
করিবার জন্ত বাকল গনপীমেন্ট এক কার্য
গঠন করিয়াছেন। বিচারগতি যি: এবং
উত্তার চেয়ারম্যান এবং ডাঃ এন এন লাং,
যি: এম এ ইন্সপেক্টর ও 'মঃ এম ও কার্টার
আই সি এম উত্তার খবদার। যি: এ টিল'ল
আই সি এম কা'মিউর সেক্রেটারী নিযুক্ত
হইয়াছেন।

ବସାଧିକାରୀ, ୭୦୯୧ କ୍ରମ :- ଉପାଧିକାରୀ

পেসে খানকে পারিখাচ্ছেন যে, গভ অক্টোবর
মাস হইতে এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোন
হুগে ১ লক্ষ টন বাতিলত আমদানী
হইবে। সম্ভ্রান্ত ভারতবর্ষের এই সংখ্যক
বিশাল ব্যক্তি এইরূপ বাতিলত আমদানীর
অধোজনীভূত উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া
ছিলেন।

লগুন. হেঁট জুলাই উপনিবেশ ল'গুন
 মি: অসিভার ট্রান্সী ঐ দিন পাল্লামেটে
 সিংহলে শাসনসংস্কার সম্বন্ধে একটি বিবৃতি
 দিয়াছেন। এই বিবৃতি-সম্বন্ধে তিনি
 বলিয়াছেন,—‘সিংহলের মন্ত্রমণ্ডলী একটি’
 বসড়া পরিচয়না দাখল করিয়াছেন এবং
 বৃটিশ গবর্ণমেন্ট একটি কমিশন নিয়োগ
 করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আশা করা
 যাইতেছে যে, এই পরিচয়না পরীক্ষা
 করিয়া দোষগার তত্ত্ব কমিশন এই বসড়ের
 শেষে ‘সংসল পরিচয়ন করিবেন। এতদন্ত
 সারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সিংহলের মন্ত্র
 মণ্ডলীকে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আওতা একটি
 বিবৃতি জ্ঞাপনের তত্ত্ব সিংহলের গবর্ণরকে
 কমণ্ডা অর্পণ করিয়াছেন। এই বিবৃতি
 বৃটিশ গবর্ণমেন্ট লগে প্রচার করিয়াছেন।

বুটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধিতে বলা
হত থাকে যে, গবর্নমেন্ট যে কাম্বলন নিয়োগের
মিক্স কবিয়াছেন, তাহা সিংহলে লাসন-
সংস্থার প্রবন্ধন ও মন্ত্রীদিগের সন্তান মঙ্গল
সংখ্যালম্বিত মঙ্গলদায় প্রাকৃত অকৃত বাধ
সংস্থার দলের সহিত আলোচনার একটি
সুযোগ পাটবেন।

নিরীতিতে আরও বলা হইয়াছে সিংহল
যুদ্ধপেয়ে। যাকিতে বাহ্যে না তথ্য এজ
সিংহলের স্তম্ভান টেট কাউজালত পমম
আরও বসর কাল বাড়ায় দেওয়া
হইবে।

अ.स.प्र. भाषाभिक शिक्षा द.ब.हा.

গোতাটি. ২৮শে জুন—বাংলায়
মাসাধিক শিক্ষা বিল আইনে পরিণত হইলে
সহ খেলকল পরিদপ্তর ঘটিবে সেক্ষেত্র
সংকিত সামগ্র্য বলাকল্পে আসাম গণপরিষদ
মাসাধিক শিক্ষা পরিদপ্তর পরিদপ্তর সাধনের
মতলব করিয়াছেন। এ বিষয়টি নিবেচনা
করয়া দেবার জন্য আসাম গণপরিষদ
অবসরগত সুনাম পণ্ডিত ঃ এস সি
গোশ্বামী এবং প্রিন্ট কলেজের চীফমাস্টার
অবসরগত অধ্যাপক ডাঃ এস সি সেনকে
নিযুক্ত করিয়াছেন। অল্পমান করা বাচতেছে,
আসাম মাসাধিক শিক্ষা বিল নামে একটি
বিল বাহ্যিক পরিষদে উপস্থাপন করা হইবে।

আলম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
 অধ্যাপক বালদেবী আশাশুকের প্রাথমিক শিক্ষা
 ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হইতেছে

১। শ্রীহরিকলৈক্যের শশী বা শাহের পতি অকলিট মহাদেব-নিবেদিত বাকিগণ
সাক্ষাৎকলত্র শ্রীশোবা-লকালেব প্রাক্তক চটনার অধিকারী অভিযন্তের বাকিগণের বাকিগণ
শ্রীশোবা-লকালের ত্রিকালকালে শ্রীশিবে বাকিগণের বাকিগণের বাকিগণের বাকিগণের
বাকিগণের বাকিগণের বাকিগণের বাকিগণের বাকিগণের বাকিগণের বাকিগণের বাকিগণের

১। শ্রীশ্রী প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা চট্টোত্র প্রাচীন চতুর্থ গোল্ড এক সংস্করণ
কম সংখ্যের জন্য প্রকাশের প্রাচীন চতুর্থ চতুর্থ ২। শ্রীশ্রী-প্রকাশ নয়নাচরণে
প্রকাশিত হয় না। শ্রীশ্রী প্রকাশের প্রাচীন চতুর্থ চতুর্থ ৩।

৩। কেবল কোন সংখ্যা না পাঠালে এটা এক সঞ্জ্ঞিতের মতো না জানাটলে
সহে আর পাওয়া যায় না। পছোস্তর পাঠে উঠলে Reply card বা /১০
পর্যায় ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ত্রিকানা পরিবর্তন
করার লওয়া হয় না; উচ্চতর প্রাকগণের স্থানীয় ডাকঘরের নিকট বসোদন্ত করায়। স্পষ্ট
ও পূর্ণ জানরা পাঠলে তৎসময়কে কোন বাবদী করা সম্ভব হয় না।

৩। স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অন্তর্ভোগের লক্ষ্যে
কোনো উন্নয়নপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অন্তর্ভোগদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত
চাক্ষুণ্যের ন্যায্যতাটিকে ফেরৎ পঠানে করিয়া। প্রাকপ্রবেশকগণ পোলের কাছের স্থানযায়
এক তাগতের দ্বারা এক পৃষ্ঠায় পাবকাকালে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଦୀକ୍ଷାପ୍ରକାଶର ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟବଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦୀକ୍ଷାପ୍ରକାଶର ଉପକ୍ରମିକ ଅଂଶର ମୂଳା ଶ୍ଳୋକ
 ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଡିକ୍ଟାୟନାସୀ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯେ କେହି ଗାୟକ ଓ ଲେଖକ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦୀକ୍ଷା-
 ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶନ ଏକ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦୀକ୍ଷାପ୍ରକାଶ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
 ଉପକ୍ରମିକ ଅଂଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ, ଯୁକ୍ତାନ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦୀକ୍ଷାପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦୀକ୍ଷାପ୍ରକାଶର ଅନ୍ତରାଳ
 ଅଂଶରେ ପ୍ରକାଶିତ, ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ।

୬ । ଭୂମିବିକାଶ-ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ଚିନ୍ତି-ମନ୍ତ୍ର — ଭୂମିମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚିନ୍ତି-
ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଗବେଷଣା, ମାପ, ଭୂମିସମ୍ପାଦନ, ଭୂମିର ଉପଯୋଗ, ମାପ, ଓ ଗବେଷଣା ଇତ୍ୟାଦି ।

-- ୧୧୫ --

୨୫ ୦ ମି.ନିଃ ଉଚ୍ଚ.

ନାମ ଓ ଗ୍ରହଣ ନାମ ଓ ଗ୍ରହଣ

‘ମା’କ କଣ୍ଠ

19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1

" • 05 6724

এক বৎসরের জন্য চাকি লটলে ৭৫ বছর

सम्यक्चर्य

নিরপେକ୍ଷ স୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ

ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷକ-ସମାଜେ ଶାନ୍ତି-ସାମାଜିକ ନିରାଶ୍ରୟତା
 ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାଶ୍ରୟତା ବିଚାର ଓ ସମାଜାଚାର
 ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାଶ୍ରୟତା ବିଚାର ଓ ସମାଜାଚାର
 ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାଶ୍ରୟତା ବିଚାର ଓ ସମାଜାଚାର

ମୁକ୍ତା ନଃ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ

নিডাৰল্যাণ্ড আৰু ভাৰত-ৰাষ্ট্ৰীয় ইতিহাস-
সংগ্ৰহণৰ বাবে গোৰাখী প্ৰকৃতিৰ কল্যাণ
সংগ্ৰহণৰ বাবে-সকল প্ৰকৃতিৰ প্ৰদান
কৰিছে, তাৰ সন্ধানত হৈছে। প্ৰকৃতি
হৈছে। ১০-আৰু।

স্বয়ংসিদ্ধাচার্য্য বসন্ত, জীবন-চরিত্র,
অসিকান্ত ৬, শিক্তা-সংস্কৃত বাংলা ভাষা-
সংস্কৃত গ্রন্থ। মূল্য ২০ টাকা।

ଆବଶ୍ୟକ—ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ—ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, : 15
ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ, 2000 ।

ଶ୍ରୀରାମ-ହାତୀପୁର ଗଣିକାଓଳାଳ ତ୍ର.ଟିଂ ଓହାଈମ୍ ହଈଡ଼େ ଶ୍ରୀ ଗଣିଗୋପାଳ ଗନ୍ତ୍ୟୋନାଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି-ମାଈ ମନ୍ଦାଦିତ୍ତ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦକିନ୍ଦୋର ଭକ୍ତି-ମାଈ ବଈଡ଼କ ଗୁଈଓ ୬ ଓକ

१२५ वर्ष

১২ শ্রীমদ গৌরানন্দ ৪০৮: ২রা আবেগ, বঙ্গান ১৩০১: ১৮ই জুলাই ইং: ১৯৪৪, মঙ্গলবার

१००-११५५ अक्षर्या

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ শ্রীযুক্ত হাবু লাহায়া গোবিন্দ ৪৫৮

উপদেশ

— — :: (:q:) :: — —

শ্রীহরিনামসেই সর্বসম্বলি হয়। শ্রীনামের
 ভজন ও শ্রীঅর্চার অর্জন এক নহে; কিন্তু
 এক ভাবধারণ। অর্জনকারী, অর্জন করতে
 করিতে শ্রীনামভজনের আধিকার লাভ
 করবে। বহুকালের সঙ্গ শ্রীহরিনাম হয়
 না। শ্রীনামগ্রহণ ও ইতিগবানের সাহিত্য
 সাক্ষাৎকার দুটো এক জিনিষ। শ্রীনাম করতে
 করিতে পরমমজল হয়। অর্থাৎ সাহিত্য
 শ্রীহরিনাম সম্বন্ধে করতে হইবে। অর্থাৎ
 না কলমেও না মাত্রে যন্ত্রের সাহিত্য সম্বন্ধে
 শ্রীহরিনাম করা উচিত। কৃপাভাবী চেষ্টা
 নিরন্তর শ্রীহরিনাম করিলে শ্রীনামের ফল
 অবশ্যই হইবে। অতুচ্ছ শ্রীহরিনাম করতে
 করতে শ্রীনামের কৃপাতেই পাপ, অপরাধ ও
 সংসারাসক্ত নষ্ট হইবে। শ্রীনামসেবাভাবে
 শ্রীশ্রীগোপোবন্ধের সেবা লাভ হইবে।
 শ্রীগোপোবন্ধের সেবালাভ ও শ্রীনামসেবা
 পূর্ণক নহে। শ্রীনামসেবা কেবলমাত্র
 সাধন নহে, তাহা সাধাও বটে। অত্যাচারের
 চরমফল ভগবদ্রম্যে একান্ত কষ্ট।

সব স্মিতগগনে ভোগ করুন—এই নিশ্চয়
 সেবারই চক্কাই তাক। অতঃপর তাকের
 কল। তাক ব্যতীত অত পথ আছে—এইজন
 চিত্তাক ব্যতচার। যখন অতের নিকটে

ହୃଦେ ତର ଆନିତେ, ତବନ ନିଃସୃଷ୍ଟ କାନିତେ
 ଚୈବେ ସେ ଅତୀତ 'ବିଚାର'ାନିବେଶ ଆଡ଼େ,
 ଭୀତି ହୃଦେଟି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କିତେ
 ଭୀତି ଓ ନାହିଁ, ନିସ୍ତୁଷ୍ଟିତ ନାହିଁ । ତଗବାନ୍
 ଛାଡ଼ା ଆଉ ଏକଟା ଜିନିଷ ଆହୁ—ଏହିରୂପ
 ଚିନ୍ତା ହୃଦେଟି ତର ଆସେ । ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟି
 ତଗବାନେର ସହିତ ସଂଗୃହୀତ—ଏଟି ବିଚାର
 ଧାକିଲେ ଆଉ ତର ଆସେ ନା । ବିଚାରୀୟମର୍ମନ
 ଯା ନିସ୍ତୁଷ୍ଟମର୍ମନେଟି ତର ହୁଏ । ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁବାଧ୍ୟସବକୀ
 ବା ଅତ୍ରୟସବକୀ ମର୍ମନେ ତର ନାହିଁ । ସେକାଳ
 ପଥାନ୍ତ ଆମରା ଶ୍ରୀମହାପ୍ରବଚ୍ଚ 'ପାଠି ନା କରା,
 ତଗବାନେବା ତାଗ କରାନ୍ତା ତୋଗ ଓ ତାଗ
 କାରେତେ ଦୋଡ଼ାଟି, ତକ୍ତିୟାନ୍ତା ହଟାନ୍ତା ନିଜେକେ
 ସେବା ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଜ୍ଞାନ କାର, ତେକାଳ ପଥାନ୍ତଟି
 ଅନ୍ତାପଥା ବା ବିଚାରୀଭାବିନେକିନା ତର ।
 ପରମେଶ୍ବର ବସ୍ତୁ ହୃଦେ ଆସି ପୃଥକ୍ ଏକବକ୍ତି
 ହଟେଲେ ସର୍ବନାମ । ସେବାନେ ବସ୍ତୁ ତୋଗ, ନା
 ହୁଏ ତାଗ ଆସିନେ । ତୋଗ ନା ତାଗେର
 ଯଥେ ହାରତଜନ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତଗବାନେର
 ସେବାର ଉପକରଣ । ସମସ୍ତଟି ଅବିଚାରୀ
 ତୋକ୍ତା ଶ୍ରୀତଗବାନେର ତୋଗେର ହାନ । ଏଟି
 ତଗବାନ୍ତୋଗ୍ୟା ମିଶ୍ର କୀର୍ତ୍ତୋଗ୍ୟା ନହେ—ଏଟିବକ୍ତି
 ହଟେଲେ ଆଉ ତର ଧାକେ ନା । ତୋକ୍ତ-
 ଆତ୍ମାମାନେ ତୋଗାମର୍ମନେଟି ତର ହୁଏ । ସେବାମର୍ମନ
 ବା ସମ୍ପଦ ବସ୍ତୁ ମର୍ମନେ ତର କେନ କଥା
 ନାହିଁ । ଏଟି ବସ୍ତୁ ଶ୍ରୀତଗବାନେର ତୋଗ୍ୟା—
 ଏଟି 'ବିଚାର' ନା ଆତ୍ମା ପଥାନ୍ତ କାବେର ଶକ୍ତିତାମ
 ନା ବାଶନ୍ତା ପଥାନ୍ତ ପରମେଶ୍ବରର ଅବିଚାରୀ
 ଉପକରଣ ତର ନା । ଯାତ୍ରସ୍ତ ସେକାଳ ପଥାନ୍ତ
 ଚକ୍ରସ୍ତ ବଟା । ତଗବାନେର ମହାସେବାର ନିସ୍ତୁଷ୍ଟ ନା
 ହୃଦେ, ସେକାଳ ପଥାନ୍ତ ଯାତ୍ରାଦେବୀ ତାହାକ
 ଶ୍ରୀମା କରାବେ । ତଗବାନାମାତ୍ମାମାନେଟି ତାକ୍ତି
 ହୁଏ । ଯଦନ ଶ୍ରଦ୍ଧାକ ପାଳନଜ୍ଞାନେ ନିଜେକେ
 ତାହାର ପାଳାବସ୍ତୁ ଆସେ, ତବନଟି ତାହା
 ତକ୍ତି । ପାଳକେର ଚିନ୍ତା ବା ସେବାକ ପାଳୋର

ସାଜ. ଖାଲିକାର ନିକେର କବ୍ ବୋନ ଟିଆ
ନାହିଁ ।

ভগবদ্ভজনেট পূর্ণ সন্ন্যাসের অবস্থা।
 যোগাচারী সন্ন্যাসী চিত্তকেই নিত্য নাম, ক্রম,
 গুণ, পরিচয়ৈবিত্য এ লীলা—সকলের
 সম্বন্ধে সন্ন্যাস করে; কিন্তু কক্ষভুক্ত
 সন্ন্যাস ভুক্তি ও মুক্তির সংকল্প। যোগাচারী
 ভুক্তির সহিত সন্ন্যাস কারণে গিয়া ভুক্তি
 সহিতও সন্ন্যাস করে। আর ভগবদ্ভজ
 ভুক্তি ও মুক্তিকামনার সহিত সন্ন্যাস কারণে
 চিত্তক্লেশবীর চরণপ্রবণ করেন। প্রত্যক্ষ
 যোগের চিত্তচরণবশে আরতি করেন,
 ভগবদ্ভজনেট অপ্রাকৃত সীলার অঙ্গ-
 লীলার প্রতি সন্ন্যাসপ্রণ করেন না,
 চিত্তকে অনিত্য জান করেন না। তাই
 চিত্তকে নিজ নিত্য প্রভু বলিয়া জানেন এবং
 সানন্দে প্রীত হইতে পারেন তাহে তাহার
 পূর্ণ কারণ থাকেন।

ସଂସାର-ନିଗୃହିତ ଶେଷ କଥା ନହେ, ଚକ୍ର-
 ସଂସାରସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଚକ୍ରସ୍ତ୍ରୀଂସତ ଚକ୍ରମ କଥା ।
 ହାରତରଣ କାରତେ କାରତେ ଚିତ୍ତ ହିଁସ ହସେ ।
 ଅନିତାବସ୍ତୁତେ ଶିତରମ୍ୟକାଳେ ଚିତ୍ତ ହିଁସ ହସତେ
 ପାରେ ନା । ନିତାବସ୍ତୁତେ ହିଁସ ହସତେ
 ଚିତ୍ତହିଁସ ଲାଭ ହସ । କ୍ରାନ୍ତ୍ୟ ଚୋରାହାରୀ
 ଚିତ୍ତ ହସ ହସ ନା । ହାସ୍ୟକଥାଅମଳକୃଷ୍ଣ ଓ
 ହରିଶୀମା-ଆମୋଚନାସାରା ଯେ ହାତୀବଳ
 ଅଗମ୍ୟର ଉଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ତଦ୍‌ହାଟି ଚିତ୍ତ ବଳୀଭୂତ
 ହସରା ଧାକେ । ତାଙ୍କପଥେର ମାଧବଗମ
 କ୍ରାନ୍ତ୍ୟତାଏ ଚିତ୍ତ ହିଁସ କାରବାର ମଳମାତା
 ନେନ, ଡାହାରା ବଳେନ,—ହଠିକ ନା କେନ
 ଚିତ୍ତ ଲଠିଆର ଅଧିଷ୍ଠ, ବନ୍ଦି ଅବିଶ୍ୱାସୀନାୟ-
 ସେବାର ଚକ୍ର ସେବ ଚିତ୍ତେର ଗତି ଧାକେ, ତାହା
 ହଟିଲେ ଚିତ୍ତ କୋପାସ ବାସନେ ? ଅବିଶ୍ୱାସୀନାର
 ଉକ୍ତ ମଧ୍ୟକାନ୍ଦନା—ଅଭ୍ୟୁକ୍ତ ଚିତ୍ତସମ୍ପର ଚକ୍ର
 ଲୋମାହି ଚିତ୍ତେର ଶକ୍ତତ ହିଁସ ।

[illegible]

তোমার চরণ তলে বৈ-সকল দাস ।
 স্রাব অশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥
 সেট সে ভজন মোর হউ ভয় ভয় ।
 সেট অশেষ যার—ক্রিড়া কলদয় ॥
 তোমার সুরঙ্গতান পাশতায় মোর
 মকল করত, দাসোচ্ছিন্ন দয়া তোমার ॥
 এত মোর অপরাধ কেন চিন্তে লয় ।
 মহাপদ চাহে, যে মোতার যোগ্য নয় ॥
 প্রভু রে, নাথ রে, মোর বাণ বিশ্বস্তর ।
 স্তব যুগে, মোর অপরাধ ক্ষমা কর ॥
 শরীর নন্দন, বাণ, কৃপা কর মোরে ।
 কৃপা করিয়া মোরে রাখ ভক্ত্যবরে ॥
 তোমাকৃত্যম্ব হৈলা প্রভু করিদাস ।
 পুনঃ পুনঃ করে কাহ্ন, না পুরবে আশ ॥
 প্রভু বলে,—সুদ সুদ মোর হবদাস ।
 দিবলেকো যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস ॥
 তিলাঙ্কো তোমার যার সঙ্গে কৈল কথ ।
 সে অশ্রু আম পাবে, নাহিক অতথা ॥
 তোমারে যে করে আশ, সে করে আমারে
 নিরন্তর থাক আমি তে মার পরীরে ॥
 তুমি হন সনেক আমার ঠাকুরান ।
 তুমি মোরে কখনে বা কল মরুকাল ॥
 মোর জানে, মোর সকল বৈকুণ্ঠের স্থানে ।
 বিনা অপরাধে তাক দিল তোর দানে ॥
 চরদাস প্রতি বর দিলেন যখন ।
 তব জয় মহাশয় উঠিল এখন ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপ্রকাশ দর্শনে ও
 কৃপাপ্রসাদপ্রদে সকল ভক্তের অধিকার
 হইল, কিন্তু শ্রীমুকুন্দ প্রভুর কৃপা লাভ
 কালে লাগিলেন না। এটী শ্রীমুকুন্দ দণ্ড
 মংলেক্ট প্রায় শেষে মধ্যস্থ ও শ্রীমদ্ভাগবত
 পাঠ্যভুক্ত। তিনি ত্রৈলোক্যগাথক শ্রীমুকুন্ট।
 শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমুকুন্ট প্রভুর কৃপা লাভ
 কালে লাগিলেন যে, মুকুন্দ
 প্রভুর দর্শনলাভে অস্বাধিকারী। কারণ,
 মুকুন্দ সকল সম্প্রদায়েই মিলিয়া তত্ত্ব-
 সম্প্রদায়ের ভাব গ্রহণ করে। তাহার মতের
 প্রবর্তা ও ভক্তানুষ্ঠান নাহ। সে খড়্জ জাতিয়া,
 কখনও দ্বৈত ‘বড়’ ধারণে করে, আবার
 কখনও ‘কাঠি’ ধরে। তাহার সমস্তপ্রভা
 অস্বাধিকার করাই ভগবানের অঙ্গ ‘কাঠি’-
 অস্বাধ। এতকথা শুনিয়া শ্রীমুকুন্দ সেট
 প্রসঙ্গ দেখেভাগ্য কারণে গভীর করিয়া
 শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর কৃপা লাভ
 করেন,—তিনি কখনও দর্শন পা-
 কিল। প্রভুর কোটিভক্ত্যম্ব পথে দর্শন মিলবে
 জানিতে পারিয়া শ্রীমুকুন্দ আ-
 নন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে থাকিলে শ্রীমদ্ভাগবত
 ভাগবতে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার সকল

অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং নিজ পরাজয়
 স্বীকারপূর্বক বলিলেন,—মুকুন্দের ভিহা
 ভিহা নিত্য অস্বাধ। হইতে মুকুন্দ
 ভক্ত্যম্বভার অঙ্গ নিজকে দিবার নিমিত্ত
 ভক্ত্যম্বভার প্রভাব ও ভক্ত্যম্বভার ভাব
 পরমায় দৃষ্টান্ত সহ বর্ণন করিলেন। শ্রীমুকুন্দের
 খেদ দর্শনে লজ্জিত শ্রীমুকুন্দের নিজ ভক্ত্য
 শ্রেষ্ঠত্ব, বৈদ্যোক্ত্য বাবতীয় কষ্টকালের ফল-
 স্বরূপ সন্তোষবাক্য-মোচনে নিজেই একমাত্র
 প্রভু এবং মধুবাণী অঙ্কুর বক্তের
 ভাগ্যভীতির কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার
 সর্বল অত্যাধিকার মুকুন্ট তাঁহার গায়ন হইবে
 বলিয়া মুকুন্টকে বর দিলেন।

ভগবান—শ্রীমদ্ভাগবত। তুমি কেন
 ষাড়া ভগবানকে একজন বাবা করিতে সমর্থ
 যে, তিনি ভগবানের আশ্রয় পরিগত
 কালে সঙ্গীত যোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,
 —“মুকুন্দ, আমার অসামান্য শক্তিও তোমার
 শ্রী তমেবার পরাজয় লাভ করিল। তুমি
 ভগবানের নিত্যভক্ত্যম্ব নিমিত্ত হইয়া তাত্কা
 লিক ভাস্কর্যে তোমার নিত্যভক্ত্যম্ব তুমি গিয়া-
 ছিলে, তোমার সঙ্গীতম্ব খটখটিল।
 সমস্তভাগবত ভগবৎসেবাভিত্তিক পরম শত্রু।
 হৈচার ভায় আর ভাস্কর্য কি নাহ। ভগবানের
 ঐকান্তিক ভক্ত্যম্বের সঙ্গীতম্ব তোমার
 অত্মকরণে অনিচ্ছা করি পরিগত হইয়া
 অত্মকরণে নিত্যভক্ত্যম্ব উদয় হইয়াছে
 স্তবভাং তোমার আর কোন ভগবৎসম্মুখতা
 থাকিতে পারে না। “তুমি ভগবৎসঙ্গ লাভ
 করিবে” এটী বর আমি তোমাকে দিলে
 তোমার অপরোক্ষসারে ভক্ত্যম্ব পুনঃ পালন
 ‘কোটিভক্ত্যম্ব’ অস্বাধিকার করিয়াছিল। কিন্তু
 তোমার ভিত্তি সেবাভিত্তিক আমার
 নিদ্রিকাল নিমেষনাহেই অতিক্রম করিয়া
 লাভ লাভ করিল তোমার শক্তিধারা
 আমার শক্তি গিরি হইল। মুকুন্দ, তুমি
 সন্তোষ ভগবৎকীর্তন করিয়া থাক সেভ
 তোমার সাহিত্য আমার নিত্যভক্ত্যম্ব, তবে যে
 কোটিভক্ত্যম্ব পথে তোমাকে দর্শন দণ্ড
 বলিয়াছি, উত্তর হইয়াছে জানিবে, তুমি
 আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেভ তোমার সাহিত্য
 পরিচয় কর আমার অস্বাধ।”

এটী শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর কৃপা লাভ
 করেন যে, তথাকথিত সমস্তভাগবতী ভক্ত্য
 ভগবৎসঙ্গ অস্বাধিকারী কখনও
 শ্রীমদ্ভাগবত দর্শনে আদিকারী নহে,—
 “ভক্ত্যম্বানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
 ভক্ত্যম্ব অত্যাধিকার ঘুচে বর্ণন-শক্তি ॥”

যৎকিঞ্চিৎ

—::(৩)::—

শ্রীমদ্ভাগবতের নিকটে এক রমণী বিলা
 বাস করিতেন। শ্রীমুকুন্দের সাত ভ্রাতার
 অত্যন্ত প্রীতি ছিল। তিনি অত্যন্ত
 শ্রীমুকুন্দের নিকটে নিজ ভ্রাতাদের
 “শ্রীমুকুন্দের পত্নী নিমিত্ত আমার দর্শনলাভে
 কৃতার্থ করিবেন”—এতকপট আশা
 পোষণ করিয়া ঐ বিলা ভ্রমণ করিতেছিলেন।
 অকস্মাৎ ঐ বিলা আশ্রয় প্রাপ্ত করিলেন যে,
 শ্রীমুকুন্ট তাঁহার দর্শনসৌভাগ্য হইবে।

এদিকে শ্রীমুকুন্ট প্রভু যখন তীর্থ
 ভ্রমণ-কালে করিতে শ্রীমুকুন্টের আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন, তখন এত স্থানটী অতীত
 নিদ্রিত দর্শনে তিনি এখানে রহিলেন। পূর্ব
 হইতে শ্রীমুকুন্টের নামের অত্যন্ত শ্রীমুকুন্ট
 দর্শন করিয়া ঐ বিলা মনে মনে তাঁহার কালে
 লাগিলেন যে, ঐ অশ্রুত নিমিত্তই মধ্য
 নহেন এবং আরও বিচার করিলেন যে,
 ঐ অশ্রুত কৃপাভি তাঁহার মনোবাসনা
 পূর্ণ হইবে। এতকপট বিচার করিয়া ঐ বিলা
 দণ্ড, প্রভু, ছানি, নবনীত প্রভৃতি উপহার
 লইয়া শ্রীমুকুন্টের সম্মুখে উপস্থিত
 হইলেন এবং শ্রীমুকুন্ট প্রভুর আশ্রয়ে
 কপট হইয়া তাঁহার নিকটে শ্রীমুকুন্টের
 দর্শন-সৌভাগ্য যাচ্চা করিলেন। অতীত
 শ্রীমুকুন্টের শ্রীমুকুন্টের শ্রীমুকুন্টের
 চান বৈশেষ ঐ ‘কৃপা’ উপহার গ্রহণ
 করিলে বিলা শ্রীমুকুন্ট প্রভুর অশেষ
 লভ্যা নিজস্থানে গমন করিলেন। অশেষ-
 গ্রহণমাত্রই বিলা অশ্রুত ভোম্বকার
 উপস্থিত হইল। বিলা আর শ্রীমুকুন্ট
 প্রভুর নিকটে গমন করিতে পারিলেন না।
 মক্ষাকালে তাহার চক্ষুতে নিম্নাদেবী
 আসীনা হইলেন। শ্রীমুকুন্ট প্রভুর
 স্বরূপসকল বিলা অশ্রুত দেখিতে পারিলেন
 যে, তিনি অশ্রুত বিলায় সম্মুখ
 উপস্থিত। অশ্রুত সেট মুহূর্ত্ত
 পুনরায় শ্রীমুকুন্টের আশ্রয়
 করিলেন। শ্রীমুকুন্টের শ্রীমুকুন্টের
 আশ্রয় স্বরূপ করিতেছিল। বিলা
 প্রাতঃপ্রসাদ বৈষ্ণব কার্যের পর শ্রীমুকুন্টের
 অশ্রুত হইলেন। বিলাও নয় হইতে
 উঠিয়া এদিক্ এদিক্ চারিদিকে তাকাত্তে
 লাগিলেন। যেখানে অশ্রুত শ্রীমুকুন্ট
 ছিলেন, বিলা সেখানে চালাই গভীর
 নিশাকালে বায় হইয়া উঠিলেন। এদিকে
 বিলাকে সেট রাহির মত দেখা দাও
 কতোরার গভীর এক দৈববাণী প্রকাশ
 হইল। দৈববাণী শুনিয়া বিলা মনে মনে
 বিচার করিলেন যে, যখন তাঁহার অত্যাধ
 পূর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি ঐ অশ্রুত প্রভুকে
 আর কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি

অশ্রুতের শ্রীমুকুন্টের ভ্রাতার অশ্রুত-
 পেশ খুশি হইল এবং রমণীসহিত শ্রীমুকুন্ট
 উভয়ে প্রভুকে মানাধি অশ্রুত
 পরিত্রাণ। একপ চিত্ত করিতে করিতে
 বিলা শ্রীমুকুন্ট আসিল। অশ্রুত শ্রীমুকুন্টের
 শ্রীমুকুন্টের শ্রীমুকুন্টের শ্রীমুকুন্টের
 দর্শন দিলেন। বিলা শ্রীমুকুন্ট প্রভুকে
 স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু অতীত
 হইলে বিলা শ্রীমুকুন্ট হইল। বিলা
 প্রাতঃপ্রসাদ শ্রীমুকুন্ট প্রভুর নিকটে
 উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইলেন, প্রভু
 মুহূর্ত্ত কালে চালাই ঐ বিলায় প্রাতঃ
 কৃপা প্রকাশপূর্বক নিজভক্ত্যম্ব জানাইলেন।
 বিলা অশ্রুত প্রভুকে অশ্রুতের কৃপা
 করিতে চালাই ততাতীত শ্রীমুকুন্ট প্রভু
 বলিলেন, তিনি কিছু দণ্ড পরে বিলায়
 অশ্রুত স্বীকার করিবেন। প্রভু বিলাকে
 আরও বলিলেন,—“এখন যদি আমাকে স্বর্ণ
 পরিত্রাণ তোমার অশ্রুত সঙ্গ থাকে, তবে
 তুমি এত কাহ্ন কর। অশ্রুত শ্রীমুকুন্টের
 শ্রীমুকুন্টের স্বর্ণধারা বিলায় দাও, আমি
 সেট শ্রীমুকুন্টের দাও করব।” বিলা
 প্রভুর আশ্রয়সারে তাত করিলে অশ্রুত
 কঠোর স্বর্ণধারা শ্রীমুকুন্টের দাও দাও
 করিলেন।

যত্ন কে?

যেই ভজ্ঞে সেট বড়, যত্ন—তীন ছবি।
 যত্নভজ্ঞে নাহি জাতি-কৃপা দিয়া ॥

(১৫: ৮:)

ভক্তগণ কাহার?

ঐশ্বরের অশ্রুত সকল ভক্তগণ।
 দেহের যে-কোন বাহু, অশ্রুত, চরণ ॥

(১৫: ৯:)

শত্রু ও মিত্র কে?

সংসারে যতকোই সেট মোর মিত্র।
 বৈকুণ্ঠের বৈকুণ্ঠ, সেট মোর শত্রু ॥

(১৫: ১০:)

শাস্ত্র ও অশাস্ত্র কে?

কৃষ্ণভক্ত্যম্বানন্দ, অত্যাধ শাস্ত্র।
 ভ্রাতৃত্ব-সিক্কামা—সকলই অশাস্ত্র ॥

(১৫: ১১:)

অশ্রুত কে?

কাম ভক্তি কৃষ্ণভজ্ঞে শাস্ত্রম্বা জানি।
 দেহ-অশ্রুত মিত্রের কত নহে অশ্রুত ॥

(১৫: ১২:)

সুখা ভক্তি কি?

অশ্রুত, অশ্রুত, ছাড়ি জ্ঞানকর।
 অশ্রুত সন্তোষে কৃষ্ণভজ্ঞে ॥
 এত সুখ ভক্তি, সেট হইতে প্রমাণ হয়।
 পক্ষাঘাত, ভাগবতে এত গভীর কথা ॥

(১৫: ১৩:)

মাশিহাতি (মুশিহাবান) : ঠাা জুলাই
গত বৎসর ঐতদকালে তীষণ মালোহর্যাব
প্রতিষ্ঠাব হওয়ায় কাতপদ জনটিটমী
তদলোক ৬ যুবক সেবাকাথোর বন্দোবস্ত
করেন। তাঁহারা নানা আতিষ্ঠান কৃত্তে
অব ও কুটনাচন সংগ্রহ করিয়া সেবাকাথি
করায় বহু লোকের জ্ঞান কো হয়।
আনন্দের বিষয় এবার সরকারের দৃষ্টিও এল
অত্বেলের সাত পাত্ত হওয়াছে এবং
বক্তনানে মালিহাতি ও টোঞা হউনিয়নে
সেবাকাথি চানতেছে। এই বিষয়ে সেপ
কেস্তের তারপ্রাপ্ত ডাঃ মুরারিপদ সেনগুপ্তের
উৎসাহ ও কৃষ্ণকলতা প্রথংসনীর।

শুভ্র ও অশুভ্র ভেদে মনো বৈশিষ্ট্য
আছে। যাহারা অশুভ্রাচারে ভরা
যদি শুভ্র চরিত্রীয়ন্যূতর কণ্ঠ বা
আনের আবেগে আবৃত করেন না, তাহারা
শুভ্র ও অশুভ্র; কেবল মধুরসঙ্গীত শুভ্রগণ
অশুভ্রও শুভ্র। শুভ্র শুভ্রাচারে শুভ্রও শুভ্র।
শুভ্রাচারে উপদেশের মতো আরও পাই—
মধুরসঙ্গীত নিতান্ত শুভ্রগণের শ্রীমত-
সুন্দর অশুভ্র সেবক। সেই শুভ্র শুভ্রগণ
শ্রীমতসুন্দরের পাত ধ্বনিত অত্যন্ত শ্রীতি-
বিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাহারা অশুভ্র
ভেদে আশ্রয়ে মধুরসঙ্গীত হন।

প্রত্যেক পক্ষের ও অপক্ষের অতীত
অন্যোক্ত্যাদিতে অবস্থিত হইলে শুভ্র শুভ্র
হইয়া যায়। আর অন্যোক্ত্যের পরবর্তী
অন্যোক্ত্য বা কলম-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইলে
অশুভ্রসেবার্ত্ত প্রকাশিত হয়। অশুভ্র-
ভেদে প্রাকৃত নিষেধক তাৎপর্য্য নাহি,
উত্তরে আছে কেবলতা অর্থাৎ মূল আশ্রয়-
বিষয়ের কেবল সুখ-ভোগ্যতা। শ্রীমতসুন্দর
সর প্রসঙ্গের 'সুখ' ঠাকুর, শ্রীমতসুন্দর
গিনোদ ও শ্রীমতসুন্দর শ্রীমতসুন্দর
লোককালে আশ্রিত না হইয়াও শ্রীমতসুন্দর
প্রাকৃত অশুভ্র শুভ্র। কেন না, তাহারা
শ্রীমতসুন্দর সমস্ত 'সুখ' বাসিত ও কেবল-
তা শুভ্র। শ্রীমতসুন্দর শুভ্রগণের মধ্যে
তাহারা শ্রীমতসুন্দরের একাধ পক্ষপাতী-
তাহারা শুভ্র-শ্রীমতসুন্দর গণিত।

পণ্ডিত

—:::।:।:—

আমরা শাস্ত্রে পণ্ডিতের বহুবিধ সংজ্ঞা
দেখিতে পাই,—

"আমরদম্পন র স্নানগণে গবি হস্তিন।
তন চৈব যপাকৈ চ পণ্ডিতঃ সমন্বিতঃ ॥"

(গীঃ ৫১৮)

অসাক্ষতগুণগণ জামগণ প্রাকৃত-
অপকৃত শুভ্র, মধ্যম ও অধ্যমগণ যে বৈশিষ্ট্য,
যা তা প্রতিষ্ঠাপনগণ নিষ্ঠাপনদম্পন
প্রাকৃত, গবি, কস্তী, কুহু ও শুভ্রগণের
তা শুভ্রগণের 'পণ্ডিত' সংজ্ঞা পাও
করেন।

"পঠকা: পাঠকাষ্টব মে চাকৈ

শাস্ত্রচক্ৰকা:।

সক্কে বাসিনো মূর্খা: কিম্বান্

স পণ্ডিত: ॥"

(মহাভারত)

অধ্যয়নকারী ও অধ্যাপক এবং অজ্ঞান।
যে সকল শাস্ত্রচাকারী সকলেই বাসন-
সুতরাং মূর্খ অর্থাৎ তাহারা শাস্ত্র পণ্ডিত
বা পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের কথা কেবলমাত্র
বুদ্ধিবৃত্তি বা মনের দ্বারা চিত্তা করিয়া থাকেন,

কিন্তু কেহই শাস্ত্রোপদেশ পালন করেন না।
যিনি শাস্ত্রোপদেশগুলি নিজজীবনে আচরণ
করেন, সেই কিম্বান্ ব্যক্তি পণ্ডিত।
"প্রথম: কীর্তনং বিজ্ঞা: স্মরণং

শাস্ত্রসেবনম্।

অর্জুনং বন্ধনং দান্তং সখ্যাস্থানসেবনম্ ॥
ইতি শাস্ত্রাণি চাকৈ চাকৈ চাকৈ ॥
ক্রিয়েত ভগবতাক্ষা তন্মোহনীয়মতনম্ ॥"
(গীঃ ১৪২৩ ২৪)

শ্রীমতসুন্দর নাম-রূপ-গুণ পারকর-দীপার
প্রথম, কীর্তন, স্মরণ, তাহার শাস্ত্রসেবন,
অর্জুন, বন্ধন, দান্ত সখ্য ও আস্থানসেবন
—এই নবম তত্ত্ব। যে ব্যক্তি পূর্বে
সকল সমর্পণপূর্বক গড়ে এই নববিধা ভক্তির
সাক্ষ্যে সমুদ্রা করে, তিনি উত্তম অধ্যয়ন
করিয়াছেন।

সকল প্রথমে 'হি' ভগ-ভরণে আশ্রয়সমর্পণ
করিয়া সাক্ষ্যদ্বারা প্রবণাদ ভক্ত যাজন
করিয়াছেন, তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়া-
ছেন—তিনিই 'পণ্ডিত'। বৈদ্যোক্ত্য-
বুদ্ধিবৃত্তি ব্যক্তি পণ্ডিত। যিনি বৈদ্য
অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রাকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম
করিয়া ভগবতসুন্দর জীবন যাপন করিতেছেন,
তিনিই "পণ্ডিতো বন্ধোক্ত্যবৎ"
কি অল্প জীবের বন্ধন হয় এবং ক উপায়ে
তাহার মুক্তি হয়, ইহা যিনি জানেন, তিনিই
পণ্ডিত

ভগতে শুভ্র একমাত্র পণ্ডিত।
শুভ্র শুভ্র আচার্য্য। শাস্ত্রীয় বিদ্যা-
অনুসারে শুভ্রগণ জীবন-যাপন করিয়া
থাকেন। "শুভ্রগণ: শুভ্রং বিজ্ঞা: বিজ্ঞগণো

ন ভাক্তাচ্য" —এই মূল বৈদ্যবৈদ্যের অর্থগত
হইয়া শুভ্রগণ সকল। শুভ্র শুভ্রগণ সকল
শুভ্রের সহিত শ্রীমতসুন্দরের প্রথম-কীর্তনাদি
নববিধা শুভ্রযাজন করিয়া থাকেন।
ভক্তি শুভ্রের সঙ্গ—আচার্য্য। এই
আচরণগুলি সাক্ষ্যে শুভ্র পণ্ডিত। শুভ্র
শাস্ত্রের ভরণকারী নহেন। শুভ্র কখনও
শাস্ত্রপাঠ করিয়া বা অপরকে শাস্ত্র শ্রবণ
করিয়া এই সকল শাস্ত্র ব্যক্তি শুভ্র ও শুভ্র
মধ্যেই আশ্রয় করিয়া থাকেন না, অথবা
নিজের চিত্তভরণ বা অপরকে চিত্তভরণের
জন্য শাস্ত্রের পাঠক হন না। তাহারা
আশ্রয়শুভ্র শুভ্র শুভ্র শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও
অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, তাহারা 'পণ্ডিত'-
শব্দ পাই নহেন। কারণ শ্রীমতসুন্দর
বলেন, শুভ্র লোকক ও বৈদ্যক যে
কোনও কাহা যদি শুভ্রভোগ্যগণ না হয়,
তবে সেই সকল কাহা কেবল পণ্ডিতমাত্র।
যে ব্যক্তি এই সকল কাহাদের শুভ্রান করিয়া
থাকেন, তিনি কখনও পণ্ডিত নহেন
তিনি মূর্খ। তাহারা শাস্ত্র বাধ্যাকে
উ-জীবিকা মনে করিয়া উহার দ্বারা
সেবার্থমুখ আশ্রয়সমর্পণ করিয়া থাকেন,

তাহারে সে বসি বর্ষ কণ্ঠ সদাচার।

তাঁহারা কিম্বান্ "শুভ্র" আচরণশীল
নহেন, শুভ্রগণ মূর্খ। তাহারা শুভ্র-
অর্থাৎ তাহাদের দ্বিতীয়াভিমনেবনগণ: শুভ্র,
অর্থাৎ শুভ্রগণ চিত্তা বর্তমান। তাহারা
শ্রীমতসুন্দরে আশ্রয়সমর্পণ করেন নাহি,
তাহারা "শুভ্রগণ: শুভ্র", তাহাদের 'শুভ্র'
উচ্চাঙ্গ শুভ্র নাহি, এই সকল ব্যক্তি শুভ্রগণ
ব্যবসায় শুভ্র করিয়া শুভ্রগণের সহিত
নরকপন্থের পথিক হন,—

"যেই শুভ্রাচার শুভ্রগণী যশ্র সন।

তাঁহারাও না জানে সব গ্রন্থ গুরুতর ॥

শাস্ত্র পড়াইয়া তবে এত কণ্ঠ করে।

শ্রোতার সহিত যম পাশে ডু'ল মরে ॥"

(চৈঃ ৯ঃ)

তাহারা শ্রীমতসুন্দরে আশ্রয়সমর্পণ করেন
নাহি, তাহারা কেবল শাস্ত্রচিত্তক, পাঠক
মাত্র, বাসনা-দেহে শুভ্র শুভ্র অর্থাৎ তাহারা
তাদের অনর্থপক্ষক - দ্বিতীয় 'পান' স্থি, স্থি ও
কনকে আশ্রয়, তাহারা আশ্রয় শুভ্র
'পণ্ডিত' বা 'পণ্ডিত', তাহারা বিষম-
দশী, তাহারা শ্রীমতসুন্দর বচনের বিরোধ
করিয়া আগে ভজন, পরে আশ্রয়সমর্পণ অর্থাৎ
আগে প্রথম, কীর্তন, স্মরণ, পরে আশ্রয়সমর্পণ
—এইরূপ আরোহণাদির দ্বারা প্রাকৃত শুভ্র-
বিশিষ্ট, তাহারা নিজেরা শুভ্র, "এক অক্ষকে
অপর অক্ষ পদ প্রদর্শন করিতে পারে"
এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি শুভ্রগণ তাহারা জীবের
বন্ধন ও বৈদ্যের কারণ অগত নহেন,
তাহারা বৈদ্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া
ভেদবানী মাত্র, তাহারা বৈদ্যগুণ সন্তোষ
পক্ষ্যাকে মর্মেদিক ব'লবার মুহূর্ত্ত দেখান,
তাহারা কখনই 'পণ্ডিত' নহেন।

কৃষ্ণাগে অধিকৃষ্টে নি'ক্কন ত্রিদিগুগণ
পণ্ডিত। কারণ—

"ঈহা যন্ত বৈদ্যে কৃষ্ণা মনসা গিরা।
নিখলাশ্যাবতান্ জী.শুক ম উত্তরে ॥"

তাঁহাদের কায়, মন এবং বাক্য নিখল
অ-স্বাভে হারসেবার যাবতীয় বৈদ্য শুভ্র,
তাঁহারা কায়-মনো-বাক্যকে শুভ্র করিয়া
নিরন্তর তাৎপর্য্য করিতেছেন, সেই সকল
বৈদ্য শুভ্র পণ্ডিত। তাহারা জীবশুক।
তাঁহারা পুণ্ডিত শাস্ত্রাদি, তারবারী,
শাস্ত্রোপনী, ভাগ্যভোগ্যাদি পণ্ডিত
ব্যক্তিগণের দ্বারা কায়-মনো-বাক্য শুভ্র —

"নেহ ল' কণ্ঠ মন্যায় নিখলায় শুভ্র।
ন শীলসামসগাঈ জী.শ্রীপ মুত্তা চৈঃ ॥"

এই সকল শাস্ত্রগুণের যাবতীয় কণ্ঠ
ব-ব তাৎপর্য্য তাৎপর্য্য শুভ্র, শুভ্রগণের
কণ্ঠ শুভ্র শুভ্র শুভ্রগণের যাবতীয় শুভ্র
তারসেবারকুলো। শুভ্র ও অশুভ্র শুভ্র
শুভ্রের মিল থাকিলেও যে প্রকার উচ্চ-
অজ্ঞানতার আকাশ পাতাল হইল, শুভ্র
—শুভ্রগণ 'শুভ্রগণেরকারী এই সকল

ব্যাপসারী ব্যক্তির চৈঃ এবং একমাত্র শুভ্র ও
কাক'জনের শুভ্রগণেরকারী জীবজগতের
শুভ্র শুভ্রগণ।

শুভ্র পণ্ডিত; কেননা, তিনি 'কিম্বা-
বান্' অর্থাৎ আচার্য্য। "আপনি আচার্য্য
যদি জীবের 'শুভ্র' আচার্য্য ব্যক্তি
পরিপূর্ণরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন।
শ্রীমতসুন্দর পণ্ডিতের প্রতি শ্রীমতসুন্দর
ব্যক্তি আশ্রয় দেখিতে পাই—

"বুঝিলাম তুমি সে পড়া শুনা শুভ্র।

কোন জন্মে না জানি গ্রন্থ-অভিষেক

পারপূর্ণ করিয়া যেসব শুভ্র বায়।

তবে বহির্দিশে গিয়া সে শুভ্র পাও ॥"

(চৈঃ ৯ঃ)

যে ব্যক্তি উক্ত শুভ্র শুভ্র শুভ্র
করেন, তিনি যে প্রকার বহির্দিশে গিয়া
শুভ্রগণ পান, শুভ্র যে ব্যক্তি শুভ্র শুভ্র,
তিনি শাস্ত্রের উপদেশ শুভ্র আচরণ করিয়া
থাকেন। তিনি জীবগুণে শুভ্র, তিনি
জীবের দ্বারা শুভ্র; কিন্তু কনক-কায়িনী
দ্বিতীয়া শুভ্রগণের শুভ্র শুভ্রগণের
শেষে শুভ্রগণ হন না।

শুভ্র পণ্ডিত; কেননা, তিনি সমস্ত
আচার শুভ্র মতো শ্রীমতসুন্দরের শুভ্রগণ
শুভ্রগণ কেবল সমস্ত নহেন, তাঁহারা
সমস্ত অপেক্ষা উচ্চশ্রী অর্থাৎ তাঁহারা
মান্য।

শুভ্র পণ্ডিত; কেননা, তাঁহারা
অন্যোক্ত্যাদি। তাঁহারা শুভ্রগণ, শুভ্র।
তাঁহারা শুভ্রগণগণ শুভ্র সমর্পণ করিয়া
শুভ্রগণের শুভ্র প্রথম-কীর্তনাদি নববিধা
ভক্তি নিতাকাল যাজন করিয়া থাকেন।
আরোহণাদি দ্বিতীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা
তাঁহারা শুভ্রগণের শুভ্র বা মনোমতের
শুভ্র শুভ্রগণ শুভ্রগণের শুভ্র উপা-
জ্ঞান শুভ্র করিয়া পারশেষে শুভ্রগণ বা
শুভ্রগণগণ উপেষ শুভ্র আশ্রয়শুভ্রগণ
আশ্রয়শুভ্রগণগণের শুভ্রগণ শুভ্র
করেন না,—

"কেন দান্ত্যগ: ছাড়ি' তার বেলা চার।

শুভ্র শুভ্রগণ শুভ্রগণ শুভ্রগণ

সে বৈদ্য শুভ্রগণ শুভ্র বা শুভ্রগণ।

শুভ্রগণ শুভ্রগণ শুভ্রগণ শুভ্রগণ ॥

শাস্ত্রের না জানি মন্য অধ্যাপনা করে।

শুভ্রগণ শুভ্রগণ শুভ্রগণ শুভ্রগণ ॥

এমত শাস্ত্র শুভ্র শুভ্রগণ শুভ্রগণ।

অধ্যয়ন শুভ্র শুভ্রগণ শুভ্রগণ ॥"

(চৈঃ ৯ঃ)

শুভ্র পণ্ডিত; কেননা, তিনি শুভ্র-
মোক্ষার্থে, তিনি শুভ্রগণ শুভ্রগণ। শুভ্রগণ
তিনি শুভ্রগণ শুভ্রগণ শুভ্রগণ,—

"তাঁতে শুভ্র শুভ্র, করে শুভ্রগণ শুভ্রগণ।

মধ্যমাল শুভ্র, শুভ্র শুভ্রগণ শুভ্রগণ ॥"

(চৈঃ ৯ঃ)

শুভ্রগণ শুভ্রগণ শুভ্রগণ শুভ্রগণ

তত্বেৎ বধাৎ পতিতঃ । তিনি
 বৈদ্যোক্ত্য । বুদ্ধিমানঃ । তিনি জানেন যে,
 বৈদ্যের একমাত্র পতিপাত্ত ঐক্যকর্তৃ সংহত,
 কৃষ্ণভক্তিই আভিবেশ এবং কৃষ্ণমোহ
 প্রায়োহন । ঐহিকতা তারবারী, ঐহিকতা
 পেটকসংলগ্ন অর্থাৎ, ঐহিকতা-বেদন মনে
 কৃষ্ণভক্তিকে দোষভুক্ত পান না, ঐহিকতা মনে
 করেন, কৃষ্ণ বুঝা ঐহিকতার মাগধা লভবার
 বস্তু—ঐহিকতা বস্তু—ঐহিকতার অক্ষয়জান-
 গম্যবস্তু । ঐহিকতা বেধ লাভবা ও পদ্ধতিগত
 বেদনের উদ্দেশ্য, বেদনের অধীশ্বর, নিখিল
 প্রভুমোহিতাভিগতপাদগতভক্ত ঈশ্বর-
 স্বরূপ অধোক্ষিক ঐক্যকর্তৃ নন্দন করিতে
 লাগেন না । প্রভুর তত্বেৎ একমাত্র পতিত ।
 কেননা তিনি প্রেষ্ঠ আচরণবান্ পুরুষ
 তিনি পরম স্বরূপময়, যেহেতু তিনি
 সমন্বিত ও মানসম্পন্ন । তিনি
 সঙ্গাপেক্ষা অধিক অধোহা এবং তিনি
 অধীশ্বরকে পারিপাক করিয়াছেন । তাই
 ঐহিকতা তাক, পরেশাভিগত ও কৃষ্ণভর-
 বিধারে বিরাটরূপ ফল দৃষ্ট হইতেছে ।
 তিনি সঙ্গাপেক্ষা অধিক আভক্ত, কেননা
 তিনি নকমোক্ষাবৎ । ঐহিকতা সঙ্গাপেক্ষা
 বৈদ্যোক্ত্য বুদ্ধি উদ্ভূত হইয়াছে, কেননা
 তিনি বুঝতে পারিয়াছেন “বিস্তা
 ভাগবতবাহ” নিগমকল্পপ্রদ গণিতকল
 ঈশ্বরভাগবতের প্রাপ্তপাত্ত উদ্ভবগতের ব্যাখ্যা
 ঐহিকতা বুদ্ধি সঙ্গীতা উদ্ভবগত ।
 “জ্ঞানে প্রাথমমুদপাত্ত নমস্ত এষ
 ভোগ্য নমুদ্যভ্যং ভবদীশ বার্তাম্ ।
 স্বাঃ ন হিতাঃ প্রাপ্তগতঃ তত্ত্বগতঃ নতি-
 যে প্রাপ্তোহভ্যত ভজতে হংস”

তৈত্তিরিয়াকাম্ ॥”
কৃষ্ণভক্তগণট পাত্ত ১। তাঁহারা
আব্রোহ্মান-চট্টা পিহ্বারমুদিক প্রাণপাত,
পারিত্রিক ও দেবগাওঁর সাওত নিতাকাল
সমুৎপত্ত ভগবৎ। প্রবণ করিয়া জীবন
ধারণ করেন। অজ্ঞত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের
নিকট জিত।

শ্রীগৌরভক্তগণ সর্বোৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্য, ভীষণের ভাষা পাণ্ডিত্য আর কোথাও নাই। ভীষণের গৌরোন্মোহ লক্ষ্যপেছা। অথক পাণ্ডিত্য বিরাজিত রাহস্য; কেন না ভীষণ। শ্রীগৌরগান্ধীন্যশোভার উদ্ভাসিত হৃৎক। ব্রহ্মকৈশলাকে নরকের ভাষা, বহুপুত্রীর সুখকে আকাশ কুমুদর ভাষা, ব্রহ্মদিগ প্রাণভাকে খড়্গোত্তের আলোকের স্থার ব'লিয়া বুঝতে পারিয়াছেন। ভীষণ। জানেন, —

ਅਟੈਂਡਡਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਬਨਿ ਟੈਂਡਰਮੇਂਬਰ।
 ਨਵਿਲ: ਮਸ਼ੀਨਾਢਿਤਾ ਕੁੰਘ ਟਰਾਫਾਇ

এই বিশ্বের জীবগণ ঔহাযের স্বরূপ-
বিশুদ্ধিক্রমে অচেতনতার হঠকা রহিয়াছে।

এই সমগ্র বিধি বর্ণিত চিত্রিতনামাঃ প্রকৃতি,
 তত্ত্বা নী কয়েন এবং বিধিঃ সেকসকল
 কীব বর্ণিত সঙ্কলনঃ সঙ্কলন ও
 বর্ণিতঃ নিন্দিতঃ সঙ্কলন, তত্ত্বা
 হ'লেও তত্ত্বাঃ সঙ্কলনঃ সঙ্কলন
 হ'লেও সঙ্কলনঃ সঙ্কলন, তত্ত্বাঃ সঙ্কলন

ଶ୍ରୀମଦ୍ବିଶାଖାପଞ୍ଚାଙ୍ଗମାସାବଳୀପଦ୍ୟାବଳୀ ।
 ଚୈତ୍ରମାସପଦ୍ୟାବଳୀ ।

লোকে জানি, বৈরাগ্য, তত্ত্বি যতই
সাধন করুন না কেন, ঐ চৈতন্যচরণকমল
আশ্রয়ধারা যে জানপড়া কাটা লাভ হয়,
তত্বলা আর কোথায়ও লুপ্ত হয় না। যে
পথান্ত্রীণের চৈতন্যচরণকমল-শোভাদর্শন-
সৌভাগ্য না ঘটে, সেকাল পর্যন্তই তাঁতার
ত্রস্তকথা তিক্তবোধ হয় না, শাস্ত্রজ
ব্যক্তিগণের শাস্ত্রপ্রবাদের তেঁক কোণাহলের
নাথ্য অসার বলিয়া বোধ হয় না, লোক-
হিত ও বেদ'হিতকে বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে
হয় না। তাঁই শ্রীমৎ সর্বোখান্দ সন্ন্যাসীশাধ
বলিযাচেন যে, 'চৈতন্যচন্দ্র পদমর্জিত-
যোগপদবী অর্থাৎ অনর্পিতচর উন্নত্যোজ্জ্বলরস
জগতে প্রকাশ করিলে অন্য যাবতীয় রসত
আর রস বলিয়া মনে হইল না। চতারা
কেবল বিরসমাত্র। তাঁই শ্রীপ্রতাপরত্ন প্রভৃতি
নাথ্য বিবাহগণও স্ত্রীপুত্রাদি বিষ'য়ের কথা
নিবৃত্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া গোবদাস্তরসে
'নম্র' হইলেন।

শ্রীমাদ্ভগবদ্গীতা-সংগ্রহ
 পিতারক নৈরাশ্রিক মৰ্জ্জ অষ্ট বৈশাখকগণ
 তীহারেব শাস্ত্রপাৰদৰূপ বিবৰসকে ত্যাগ
 কৰিয়া গৌৰবাসাৰসেব মিষ্টতা অন্তৰ
 কৰিলেন, শ্রীজ্ঞানানন্দ সৰস্বতী শত্ৰু ৩৪
 ন্যায় ধোগীৱ, জ্ঞানগৌৰৱ তীহারে
 "কৌশ্লীনবতঃ প্লু ভাগাবতঃ" শত্ৰু ৩ কথ্য
 তত্ত্বমস্যা'দ জ্ঞানভাগেব কথ্য পাৰভোগ
 কৰিয়া শ্রীচৈনাচরণকমলসেবায় নিযুক্ত
 হইলেন। পুত্ৰৱাং পৌৰহস্তেৱ ন্যায় আৰ
 আৰক শাস্ত্ৰত কাৰৱন্ত নাট। উৰতোজ্ঞান-
 ৱসেৱ পৰমশৰাকাষ্ঠ। য বিলম্বস্তৱস, তীহার
 দেহ ৱসেৱ সেবক; 'বিজ্ঞানপূৰ্ণবন' যে
 শ্রীহৰনান, তীহার দেহ শ্রীনাথ
 একান্ত শত্ৰু, নিৰন্তৰ পৌৰহাস্যাত্মক
 শুভা সৰস্বতী তীহারেৱ অৰ্হাৱ নতা
 জ্ঞানপিত।

যৎকিঞ্চিৎ

[illegible]

জীবনাত্ত কক্ষভোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ
 সকলের ভোগ্য ও মালিক। কক্ষট একমাত্র
 পুরুষ, আর সব তাঁহার প্রকৃতি। নিজেকে
 প্রকৃতি জানিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের তজন
 করিলেই রক্ষা। আর নিজেকে পুরুষ মনে
 করিয়া প্রকৃতি ভাজতে গেলে মৃত্যু বা
 সন্ধান আনিবাৰ্য। শ্রীম ঠাকুর ভক্তি
 বিনোদ বলিয়াছেন,—‘সংসারে আসিয়া
 প্রকৃতি ভজিয়া পুরুষ-অ-ভাবে থাক।
 স্তব্ধতা আশ্রয়ের সঙ্গমণ মনে রাখ। উচিত
 যে, ‘সংসারে আসিয়া পুরুষোত্তম ভজিয়া
 প্রকৃতি-আ-মানে বাঁচ।’ এজ্ঞের কোন
 জীব ভোক্তা, কোন জীব ভোগ্য মাছিয়া
 সংসার কাটতেছে, কিন্তু স্বরূপঃ জীব
 ভোক্তাও নহে এবং এক ওর কাটারও
 ভোগ্যও নহে। এট দুটাই ভ্রান্ত।
 তত্ত্বঃ জীব ভোক্তাও ভোক্তা নহে। সকল
 জীবই ভোগ্য এবং কক্ষট একমাত্র ভোক্তা;
 সেজন্য জীবের জীবিত, তাহা বক্ষণ
 ও রক্ষণ। শুদ্ধতত্ত্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষ-
 পারকর ব্যতীত সকল জীবই শ্রী। জীব
 যে ভগবৎভোগ্য—তহা একমাত্র শ্রীভগবৎ
 রূপাত্তে উপলব্ধ হয়। শ্রীভগবৎ দিব্য-
 জ্ঞানাজ্ঞানলাভের দ্বারা জীবের (১)
 ভ্রান্তত্ব (২) জড়ত্ব অমবুদ্ধ (৩)
 জড়ভোক্তা-অ-মবুদ্ধ (৪) ব্রহ্মাভাববোধ
 এবং (৫) ভগ্ন ও বিকৃতত্ব এই পঞ্চাশ
 অজ্ঞান ও তত্রত্য ধর্ম, অর্থাৎ কাম ও
 মোক্ষপাইক্য অজ্ঞানভোগ্যবোধ ‘পদু রত
 করিয়া দিব্য-জ্ঞানবোধমুখের উন্মোচন
 করিয়া দেন। সেই দিব্যবোধেই জীবের
 স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপ দর্শন হয়।

সাহসু ৩৫ বৈষ্ণবের ভূষণ। অগতি
 মাধা। যখন গগনে 'ফা' ৩ ৫৪৫। নিজ মহত্ব
 প্রকাশ করিতে কারিতে আফাশনপুষ্ক

শ্রীমতীভানবী x ক্রমে আক্রমণ করিয়াছিল।
 তখন তিনি সেহ দাখিল ক'র কমা করিয়া
 ছিলেন। ঐ দুখাগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে আক্রমণ
 করিলে তিনি নবদ্বীপ হাগি ক'রয়া তৎকালকে
 উপেক্ষা করেন। পাশ্চাত্যদেশে গত পরমার্থ
 প্রচার করিতে গিয়া যোগীন্দ্রাচার্য্য, যৌক্তগুপ্তকে
 সহ্য করি সহ্য করিতে হইয়াছিল।
 শ্রীমদ্বাণীনাথ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্বাণীনাথ,
 শ্রীমদ্বাণীনাথ প্রভৃতি সকলকেই
 নিরপেক্ষ সত্যকথা প্রচার করিতে গিয়া
 অনেক বাধা ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে।
 সত্যযুগের বাস্তব আদর্শ একমাত্র সাধুগুরুত্রেই
 প্রকাশিত। গুরুভার তত্ত্বপথপ্রতিষ্ঠাতা
 যাত্রা পৃথিবীর স্রাব সমুত্তমসম্পন্ন হইবেন।
 সাধুগুরু হইতে পারিলে তাঁহাদের কৃপায়
 এত সচ্ছন্দতা আপনা হইতেই আসিবে।
 কৃষ্ণসুখই বাহার লক্ষ্য, তাঁহাকে কেহই
 বিলম্বিত করিতে পারিলে না। শুক্লভক্ত
 কোনও দিন পাকৃত ক্ষেপে ক্ষুদ্র হইয়া
 অক্ষয় ও ব্যাহরেণুগুণে বৈষ্ণবানন্দ বা
 বৈষ্ণববিরোধ করিয়া সঙ্গীতার গাগ করেন
 না—তাহা হইতে চিহ্নিত হন না। যদি
 কেহ গুরুগোপন্যতঃ মতানুগম্য পরিভাগ
 করে, প্রকৃত মহাজনাশ্রিত তত্ত্বের তাহাতে
 নিবৃত্তসাহিত্য আসেই না, অথকল্প তাহার
 শুক্লভক্তের প্রতি দিন দিন প্রভা বৃদ্ধিহই
 হইয়া থাকে। অশ্রুতির আদর্শগণ শুক্ল-
 ভক্তের কোন আনন্দ সাধন করিতে পারে না।
 করণ ভগবান্ প্রদর্শন চক্রেবারা সক্ষম
 তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। ভগবৎকর্তৃক
 বাক্যের বাক্যবাক্যে ও বাক্যবাক্যে সত্য হইয়া
 বোধ করেন, তাহার নিজে নিজে স্ব-কর্মকর্ম
 গাগ করিয়া থাকে।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর
বিরহোৎসব

গত ১৩ই জুলাই, গৃহম্পর্টিবাসী
ক'লকাগা শিগোড়ায়নটে শিগোয়াগেব
নরজন জুইল লোকনাথ গোআমী পত্নর
বিবহোৎসব পরমবাধাওন শ্রীশ্রী আচাযা-
দেবের আম্রগো মংকীর্জনমুখে স্মরণ
কর্যাছে। ঐ দিবস উষঃকালে শ্রুতগৈকব-
বন্দনার পর শ্রীচৈতন্যভাগৱত পাঠ হওলে
শ্রীশ্রুতগৈকব-গাঙ্গারীক'গারধারীক'টর
মঙ্গলারাদিক চর। '৩৭পরে শ্রীম'লর
পারক্রমা হওলে নাট্যম'লরে কৃপাযর্ণনা ও
বিবহুৎসব মহাজনপদাবলী কীর্তন হই।
মধ্যাহ্ন ভোগাদিক কীর্তনের পর সমাগত
বা'ক্সগণকে বিচিএ মহাগ্রামাধ বিত্তরপ
করা হই।

[illegible]

— (•) —

କ୍ର'ସ ନିର୍ବାଚନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ-ବିବରଣ

স্থির করা হইয়াছে যে, গত ১০৪ জুলাই
 হরেন্দ্র বৃক্ষ-যোগন ও আবক ফল উৎপাদন
 "সম্বন্ধ" প্রতিপালন করা হইবে। প্রত্যেক
 গ্রামে অন্তঃসংগত এক ডজন অতিরিক্ত
 ফলদান বা কাণ্ডাক্ত বৃক্ষ জন্মান এবং
 সৌষ্ঠব বৃক্ষ বাবস্থা করা এই আভ্যাসের
 উদ্দেশ্য। দেশে ফল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য
 এই আভ্যাস গুরুত্ব সহকারে। উহার
 ফলে জনগণের স্বাস্থ্যের উপকরণ বৃদ্ধি
 পাইবে এবং আকারের উৎকর্ষ লাভ
 ঘটিবে। দেশে অর্থের কাষ্ঠ ও জ্ঞানী
 সরবরাহের ব্যয়তা করাও এই আভ্যাসের
 আর একটি উদ্দেশ্য।

জেলা ও মহকুমা বাকিম, জেলা ও
ইউনিয়ন বোর্ড এবং ফুড কান্ট্রোল বোর্ড
সহযোগী এবং জনস্বাস্থ্যের সহযোগী
কায় উন্নয়ন বিভাগ এত "সম্মত" প্রাতি-
পালনের কাঁচা পদ্ধতি চর্চনা করিয়াছেন। ফলের
উৎসূক্ত নীল, চারি। গাছ ও কমল চাও
সংযুক্তের স্থাপত্যজনক বর্ণনা হইয়াছে। এত
নিষেধ যথোপযুক্ত পাস্তকাঁচ ও সরবরাহ করা
হইবে। যথাযথ উদ্ভাবন রচনা ও নান্দারী
স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হইবে।

এটি "সমুহ"কে সাতসামগ্রিত করার
 এক ক'ষবিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়
 এত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ব্যাখ্যা-
 গতভাবে আবেদন জানাচাচ্ছেন। এটি
 সম্পর্কে একক কোন তথ্যাদি জানতে চাইলে
 বা নথির মাতে বিস্তারিত অবগত ক'ষ
 উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার তাহা সরবরাহ
 করবেন।

ସାମାନ୍ତ୍ରୀୟତା ଓ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା

আদিত্যপুত্র, ৫০ জুলাই-পরবর্তী
 শের অংশ। অত্যন্ত নৈরাশ্র জনক। কয়েক-
 ন গ্রামে ভিক্ষা করণ জানি। গির্ষাছে যে,
 কণ্ড ৬ ভাগ জামতে আদৌ চাষ দেওয়া
 নাই। শতকরা ২৫ ভাগ জামতে
 গভাবে চাষ না দিবার অসমীহ বশন করা
 যাচ্ছে এবং শতকরা ৪০ ভাগ জামতে
 ফল দেওয়া হয়নাছে, তাহাও আগাছা-
 ঐইয়া আছে। স্বাভাবিক অংশায়
 ফলপ জন্মত, এবার উদপেক্ষ। শতকরা
 ভাগ কম হইবে।

২০. হাজার রেলওয়ে ওয়াগন
 যিল্লীর এক সংবাদে গণ্য।—অসিদ্ধ-
 বর্ষে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের
 উদ্দেশ্যে ভারত সরকার আমেরিকা হইতে
 ২০ হাজারেরও অধিক রেলওয়ে ওয়াগন
 আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া
 জানা গিয়াছে। উক্তসংখ্যক ভারতবর্ষে
 বহু ওয়াগন আসিয়া পৌছিয়াছে এবং শীঘ্রই
 আরও অনেক ওয়াগন আসিয়া পড়বে
 বলিয়া জানা করা হইতেছে। এখনও ইকোয়া
 য়ার ২৬৮৮১টি এট সমস্ত ওয়াগন আমদানী
 করা হইতেছে। আরও জানা যিহাছে যে,
 এট দেশে যে সমস্ত ওয়াগন নিষ্কাশনের জন্য
 অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি বৈধ
 ব্যবহার শেষ হইবার পূর্বেই পাওয়া
 যাবে।

ব'ঙলার সাহায্যে ভারত সরকার

জানি গিয়াছে যে, ১৯৩৩ সালের
 প্রতিষ্ঠা নিবারণকালে এবং অন্যান্য
 আনুষ্ঠানিক ব্যবহারে খুবই উন্নয়ন
 বাঙলা সরকারের যে অসাধারণ অর্থ ব্যয়
 তথ্য আছে, তাই গণিতের পরিমাণ তার
 সরকারি বাঙলা গণনাগুলি ১০ কোটি
 টাকা অর্থ সাহায্য দিবে বলিয়া বিশ্ব
 কল্পিত।

বাহুগা সবকারের জুপারিশ এবং
মতামান্য অন্তর্গত যি: আর, জি, কাসী গড
দিল্লী পরিদর্শনকালে দায়িত্বভার এবং এই
বাপারে যেমন আগ্রহের সহিত চক্ৰবর্তন
করিয়াছিলেন, তাহারই ফল ভারত সরকারের
সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বালগা
শব্দেবলি বিবাস ।

ਪਲੀ ਅਧ: ੧੫. ੧-੧੨ ਸਵਰਾਹ

খাদ্য পণ্টনের উদ্দেশ্যে মাল লোডেন
বাণিজ্য বাণ্যারে সভাপতি করার জন্য
নেসাম এক সভাবার বিজ্ঞপ্তি মুভমেন্ট-
অফসারগণকে কর্তৃপক্ষ জেলার কাছে বাক
করা হইয়াছে। এট লগ জেলার সঙ্গে
"কু" বাব বা পৌঁছেছে। দেশের অভাবের
যে লগ উপায়ে মাল বাচরা পৌঁছেতেছে,
তা হা ছাড়াও মাল লোডেনের অভাব বাব
করাই উক্ত অফসারদের পরবর্তী গমন কাজ
হইবে।

আপা করা যায় যে, সুরমোট অকিসার-
গণ দেশীয় নৌকার সাহায্যে ও অস্ত্রাদি বহু
উপায়ে স্থান লগাটলের ব্যবস্থা কারিতে সমর্থ
হইবেন।

नियमावली

২। জিওরিকমেন্টেশনের নথি বা নথির প্রাপ্তি অকপট প্রমাণনিবেদিত সাক্ষীগণ
পারমাণবিক অস্ত্র-প্রকাশের প্রত্যেক ঘটনার অধিকারী অভিযন্তের সাক্ষিক নথি মূল
জিওরিক-প্রকাশের তফসিলে নিম্নলিখিত থাকিলেও ভগবৎসেবার কার্যমোদনকারী সাক্ষী-
কালিক নিয়োগে উহার প্রকৃত তথ্য।

২। ঐনীবীরা প্রকাশিত বে-কান সংখ্যা ৪৪তে প্রাচীন চণ্ডী গোলে এক নমস্কে
কম সম্বোধন কর করা কেন প্রাচীন করা হয় না। ঐনীবীরা চক্ৰ নয়না বন্ধ
পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে ঐনীবীরা সংকলন খুঁজা প্রাচীন চণ্ডী যায় না।

৩। কেবল কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে
নতুন আর পণ্ডা দায় ন। পরোস্তর পাঠ্যে ওঠেন Reply card ন। /১০
পরসার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন
কার লওয়া কথ না; তৎক্ষণাত্ৰ প্রত্যেকসঙ্গে স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া। মোট
এ পর্য্যন্ত কোননা পাঠিলে তৎমধ্যে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৪। প্রকালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সংকীর্ত্তি প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে ইন্দীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অনুমোদিত প্রবন্ধাদি যোগ্যপুস্তকাকটিকেটো না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রসঙ্গোক্তকরণ প্রসঙ্গের কাছের প্রতিমাঃ প্রত্যকগণের মত এক পুষ্ঠায় সংস্কারভাবে প্রকাশিত লিখিত পাঠ্য হইবে।

৫। ঐদনীয়াপ্রকাশের আঁঠি কাটার পর কোনপ্রকার অশুদ্ধজনক আন্দোলন বুঝা গেলে
কম্পানীকে ইচ্ছাশ্রমাদী প্রকোপন সময় ৩০ দিনে যে কোন বাবদে নকট ঐদনীয়া-
প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভিত্তিতে ঐদনীয়াপ্রকাশ প্রকোপনের তাৎ-
কালিকভাবেই লক্ষ্যবস্তু হইবে, সুতরাং উচিতকৈ দ্রুতগতি বাবদারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত
অপ্রাথমিক পরিচালনা সম্বন্ধে নাই।

୩ । ଶ୍ରୀଜୀଉ-ରାଜ୍ୟେସ ଛିନ୍ନାଦି ଓ ଚିଠି-ପାତ୍ର — ଶିଳାଠା ନକ୍ସାଗୋପାଳ ବ୍ରହ୍ମାଚାରୀ ଚକ୍ର-
 ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀଚକ୍ରପଥ, ମୋ: ଶିବାସାମୁଦ୍ର, ବରୋସା — ଏକ ଟିକାସାରା ପାଠାଚଳେ ହେବ ।

— क०५॥१॥क

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও দ্বিতীয় কক্ষ,		গণনাধী নিবাসের অফিস
কাজপাঠের লিপি টেকি	২\	১৫০
" " লিখিত কলম	৪\	৪\
" " অঙ্ক কলম	৮\	৩\
" " গণক কলম	১২\	১০\

এক বৎসরের জন্য চাকরি লভ্যে পর হস্তান্তর

এক বৎসরের জন্ম চুক্তি লঙ্ঘনে দণ্ড

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংলাপ

নিতাশীলা আদর্শে ঐক্যপূর্ণ শ্রীমন্তা-
গীতাভাসবর্তী গোবামী প্রকাশন ভাষ্য
সঙ্কলনের যোগে-সকল জ্ঞানোন্মত্তের
কথিতাঙ্কন, তাহা সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত
হইয়াছে। মূল্য ৫০ আনা।

বৈষ্ণবোচ্চাৰ্য্য ক্ৰীয়াংশ

ঐম্যদ্বাচাখোর বিদ্যুৎ কীবন-চরিত,
সজিকান্ত ও শিলা-মহাশয় বাংলা ভাষায়
লেখাছেন প্রভৃ। মূল্য ২০ টাকা।

ଆପଣ—ଆପଣଙ୍କ—ଆପଣଙ୍କ, ୧୫
ଆପଣଙ୍କ, ୧୫

সাপ্রদায়িকতা

ਸਮਝਾਵ

নিম্নলিখিত অর্থায়ন-প্রকল্প
 ১. জাতীয়-সংস্কৃতি-প্রকল্প
 ২. জাতীয়-সংস্কৃতি-প্রকল্প
 ৩. জাতীয়-সংস্কৃতি-প্রকল্প
 ৪. জাতীয়-সংস্কৃতি-প্রকল্প
 ৫. জাতীয়-সংস্কৃতি-প্রকল্প
 ৬. জাতীয়-সংস্কৃতি-প্রকল্প
 ৭. জাতীয়-সংস্কৃতি-প্রকল্প
 ৮. জাতীয়-সংস্কৃতি-প্রকল্প
 ৯. জাতীয়-সংস্কৃতি-প্রকল্প
 ১০. জাতীয়-সংস্কৃতি-প্রকল্প

अनु. ५० वा. २।

শ্রীধাম-মারাপুর নবীরাষ্ট্রকাল খ্রিঃ ১৮৭৬ চক্রে শ্রী রসীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-শাস্ত্রী সম্পাদিত
শ্রীমদভিনোদ ভক্তি-শাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

नववटकी बरतन

[illegible]

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପଞ୍ଚାବଳୀ
 ବିନୋଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶିତ
 ଯୁଗ, ଚିକା, ଯୁଗେର ଅବସ୍ଥା
 ଅବସ୍ଥା, ଚିକା, ଅବସ୍ଥା
 ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ
 ନବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ।
 ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ, —
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପଞ୍ଚାବଳୀ
 ପୋ: ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍

दैनिक
 नदिया-प्रकाश
 THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৯ম বর্ষ

১৬ শ্রীমদ গৌরাঙ্গ ৪০৮, ৬ই আদ্য, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ২২শে জুলাই ইং ১৯৪৪, শনিবার

१०४-१०५-४ मः३१।

শ্রীশঙ্করগোবিন্দো জয়ন্ত:

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বিধান, অধ্যক্ষ কীমোদনশাস্ত্রী গৌরীনাথ ৪৫৮

কীর্তন ও প্রচার কি এক ?

— — (•) — —

কীର୍ତ্তন ও শ্রাব্য একাধ্বনিক নহে,
 পরন্তু কীର୍ତ্তন ও শ্রাব্যের মধ্যে ঐক্যমূল্য
 আছে। সঙ্গমেই কীর্তন কবিত্তে পারেন,
 কিন্তু সকলেই শ্রাব্য করিতে পারেন না।
 কীর্তন সকলকে কবিত্তেই হইবে, অতীত।
 অতীত হইবে না। আত্মা তত্ত্বময় কীর্তন-
 মুখে ব্যক্ত হইবে - তীক্ষ্ণ সাধুলাভোপাশয়।
 বিশেষতঃ কালকাল কীর্তনের কণ্ঠগোবিন্দ
 বিশেষ সঙ্গীত হয় উচ্চস্বরসংকীর্ণ
 কণ্ঠের গর বাদ। উচ্চস্বরসংকীর্ণ। —

“କୃତେ ସକାମନୋ । କୁଃ ଶତାସାଂ

ସଜାଡ଼ି ମୈଥୀ ।

ସାମରେ ମାଟିର ଗାଡ଼ି କଲେ ତହାକୁ କୁଣ୍ଡଳାଏ ।"
 କଥାଏ ମହାସୁଖେ ବିଭୁର ସାମ, ଯେତ ସୁଖେ
 ସଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବ ଏବଂ ସାମସୁଖେ ମାଟିର ଗାଡ଼ି
 କଲାଏ ଉର୍ଜ୍ଜ୍ୱଳାକାର ସେ କଳ ମାଟି ଟଟିକ,
 କାମାଳେ କେବଳ ହାତକୁଣ୍ଡଳେର ଗାଡ଼ିକ ସେ
 ମୁକ୍ତ କଳ ମାଟି ବସିବା ଧାତକ ।

প্রচার ও গীর্জনায় যথো বৈশিষ্ট্য আছে।
কিন্তু ভক্তদেহ নাই। নাকি-বলে-বসকারিক
শ্রুতবহু সত্যই তাঁহার বৈশিষ্ট্যজনক প্রচারকাব্য
কাব্যেতে পায়েন। কিন্তু সাধক ও সিদ্ধ—
উভয়েই কীটন করেন। এত কীটন সাধি;

ও সধেন উভয়েই। কীৰ্ত্তনকাহিরাএই প্রচারণক
নহেন। অনর্থযুক্ত সাধক ও নিভজনের জন্য
শাখুগুরুমুখ্য ও বাণীর কীৰ্ত্তন অধিকার-
অঙ্গুসায়ে সধেন কলিক্রমে বাজন করিতে
পারেন। বহু বা যুক্ত সকলেই কীৰ্ত্তন করিতে
পারেন। কিন্তু প্রচারণকের প্রতি প্রচার-
কাহোর জন্য ভগবৎকৃপাশক্তি সঞ্চারিত
হইয়া থাকে। প্রচারণক নিরাগবক্তা ত'
বটেনই এবং তাঁহাতে ভক্তিপ্রচারণ কৃপাশক্তি-
বিশেষও সঞ্চারিত আছে।

[illegible]

গোষ্ঠানন্দী মণ্ডকাগবহুগণ প্রচলিত
নাতি কহতে পারেন। ঐক্লব ধ্যানীম ভট্ট

গোবামী শুদ্ধ শ্রমশেখর সহায় শ্রমজাগরিত
কীৰ্তন করিয়াছেন, ঐল গোপাল হুট
গোবামী প্রভু 'শ্রমশিক্তাশ্রম' ও 'বট-
সমর্থ' -- এই গ্রন্থদ্বয়ের কড়চা লিখিয়াছেন
এবং তাঁহার শিষ্যাদিও করিয়াছেন। ঐল
মাধবেন্দ্রপুরী, ঐল শ্রবণপুরী, ঐল শ্যামধর
পণ্ডিত গোবামী প্রভু গুণ শিষ্য করিয়াছেন।
উভয় সপ্তদশ গোষ্ঠানন্দী আচাৰ্য।
ইহারা প্রচারকের লীলা প্রকাশ করেন নাই,
কিন্তু ঐল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যলীলা-
তিনয়কারী ঐশ্বিনত্যানন্দ প্রভু ও
ঐশ্বিনত্যানন্দ আচাৰ্য, ঐশ্বিনত্যানন্দপুরীর
শিষ্যলীলাতিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ
প্রচারকের লীলা করিয়াছেন। ঐল শ্যামধর
পণ্ডিত গোবামী প্রভু ক্ষেত্র-শ্রমশীল
করিয়াছেন, তিনি পত্রিকাভিত্তিক পেনে
পেনে, গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রচার করেন নাট,
তিনি গোষ্ঠানন্দী ছিলেন। উচিতভাষ্য
মতের, আধিনিদা দ্বারা পত্রিকাভিত্তিক পেনে
উভয় বহু শিষ্যের নাম আছে।

কীৰ্ত্তনকারীও প্রচারকের ভাষা নীরাগ
বলা হইবে। যাহাযা লাভ-পূজা-প্রা-ঠাথ
কীৰ্ত্তনের অন্তিম কণ্ঠে, তাহাদের সেহ
কীৰ্ত্তনকে কীৰ্ত্তন বলা যায় না। অনর্থক
সাধক অধকাগুহস্যে ব-দ্রব্যগুলের লজ্জা
গুরু-অশ্রু-বাক্য-প্রকাশ-বাক্য-নিকট
অগাভগায়র হত হইয়া কীৰ্ত্তন করিবেন।
সাধক ভগবৎপ্রকাশকানমিতা যুগি লক্ষ্য
সম্মত-প্রাণকীৰ্ত্তনাদি ভক্তাভ্যাজন এ-ং
ইষ্টদেবের কৃপা ও মাঠাভ্যাজন কথা কীৰ্ত্তন
করবেন ; তাহাতেই তাঁহার মঙ্গল হইবে।
তিনি কীৰ্ত্তন করিতে পারিতে আচরণশীল
হইবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার আচরণ বহু
তদ্ব হইবে, জগৎ বহু অক্ষপট নৈকট্য উদয়
হইবে তদ্বি তাঁহার মঙ্গল হইবে। তিনি

ହଟେଲେ ବନ୍ଦା ! ହଟେନେହି । ନୀନକେ ମାଧୁସୂକ କୁମା
କ'ମ୍ପେନେହି ।

[illegible]

ତଦାନନ୍ତର । ପ୍ରାଚୀନ ହେନୌତି ଗ୍ରନ୍ଥ ।
 କେହି କହୁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳେ ଯତୀକ ସ୍ତମ୍ଭ ଏକପ୍ରାଚୀନ ।
 ଯତୀନାମାସ୍ୟାଏବ ଶ୍ରୀଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରୀଗୀର ନାମାମ୍ବୁଧି-
 ମହାରାଜେ ନା ହତମେ ଗ୍ରନ୍ଥାବ ମହୁନ ଚ୍ୟବନା
 ଶ୍ରୀକାମାଦ୍ୟାମର ଭୂମି ଶ୍ରୀକାମ ମୋହାସାମି ମାତ୍ର
 ଓ ତଦନ୍ତର ମିଳ କାମରାଜ ମୋହାସାମି
 ଓ ଶ୍ରୀକାମ-ଗ୍ରନ୍ଥା-ଅ-ଏକପ୍ରାଚୀନ
 କାମରାଜେନ । ଶ୍ରୀକାମାଦ୍ୟାମର ମାତ୍ର
 "କମଳା ନାମାଦ୍ୟାମର ଗ୍ରନ୍ଥାବ ନୈବ ଏକମ
 ତଦାନନ୍ତରାମ୍ବୁଧି-ମାତ୍ରାମ୍ବୁଧି ।" ଏକପ୍ରାଚୀନ
 କାମରାଜେନ ଶ୍ରୀକାମାଦ୍ୟାମର ମାତ୍ରାମ୍ବୁଧି
 ମହାରାଜେନ-ଶ୍ରୀକାମ-ଗ୍ରନ୍ଥାବ ନୈବ ଏକମ
 ଶ୍ରୀକାମାଦ୍ୟାମର ମାତ୍ରାମ୍ବୁଧି ।

ଶ୍ରୀ 'ମୟୁକ୍ତ' ଶିଳା ବିଶାଳ (ମାଧ୍ୟମ)
 ଶ୍ରୀ ବିଶାଳ—

“ସାବ ଦାସା କେନ ମାତୁ ବୀଣୁନ ମନାବ ।

यास्य साक्षात् देवस्य भक्तुः कथाद्विनिर्गता ॥”

(26: 5:)

‘କୌତବ’ ଓ ‘ଆଚାର’ ଅର୍ଥରୁ ଏକଟ
 ଅର୍ଥବାଚକ ହେଲେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏକତ୍ର ହୋଇ
 ହେତ ନା । ‘କୌତବ’ ଆଚାର’ ଏକାଧାର,
 ଆଉ କୌତବ କଥା, ଆଉ ଏକତଥା । ଅ-ଧା
 କୌତବର ସଂଗ୍ରହ ଆଚାର ସହ, କିନ୍ତୁ କୌତବର

জয়ার জীবন কৃষ্ণ জনক জয়ার । দেম কৃষ্ণ যে মা বড়ো, গর্ভা ব্যর্থ তার ।

ভাষারে সে বলি ধর্ম কর্ম সদাচার। ইখারে সে প্রীতি ভয়ে সন্তান সবার

ब्रह्मा कृणोः श्रवणं च, नष्टं ननु मया॥

— (•) —

এডুকেশনাল গজেট সংস্করণের নিকট
 বিজ্ঞপ্তি করা হইবে না। তবে কোন কোন
 অবস্থানে উহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ବେଳ ଚନ୍ଦ୍ରଶିଖରୀନନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବାସ

ক'লকাতা, ১৪। জুলাই - জানা গিয়াছে যে বি এম আর ভারতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ গঙ্গারাম বি এন আর-এর এজেন্ট ও জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ক্রিটজেনস্টেডের সতিত সাক্ষাৎ করিয়া দ্বীপ করায় কলে বেলের কর্মচারীদের সঙ্করের বায় শতকরা ৫০% বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। পুত্র বার্ড বাস হইতে এই বর্দ্ধিত হারের প্রতীক্ষা দেখায় হইবে।

ਸਾਹਿਤਿ: ਸਭਾਗਤ ਅਵਧਾ

দাঙ্গিলাং জেলায় জনগণ সৌভাগ্যক্রমে
 তৃত্তিক এবং তৎসংক্রান্ত গুণ্য তৃত্তিকশাকের
 বাত বইতে রক্ষা পাঠিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে
 বিগত ষাণ্মসকটকালে এত জেলায় কোন
 প্রকার অননৈতিক তৃত্তিক দ্রব্যাদি বহন নাই
 বলিলে অতীত বইবে না। দাঙ্গিলাংএর
 জনগণ তৃত্তিকের ছায়া দেখিতে পারে নাই
 এবং অত্যন্ত জেলায় অধিবাসীদের মত
 ষাণ্মসকট ভাণ্ডারগকে পড়িতে হয় নাই,
 এজন্য ঐহারা নিজস্বগকে সৌভাগ্যমান
 মনে করে।

ইহার কয়েকটি কারণ আছে। যদিও
 দা.জি.লং. জেলায় খাদ্যস্বাদের চাহিদার
 পতক ৮০ ভাগের জন্য অন্য স্থান হইতে
 আমদানী মালের উপর নির্ভর করিতে হয়,
 তথাপি এখানে বিচিত্র দ্রব্য হইতে লাভ
 সহস্রাধি আসে। সপ্তকালে এই জেলায়
 নির্যাসতানে নেপাল ও ভারত হইতে খাদ্য
 দ্রব্যের সহস্রাধি আসিতেছিল এবং প্রধান
 প্রধান কেন্দ্র স্থানে দ্রব্য পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য
 মজুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। বর্তমানতাই
 এখানে দ্রব্য কষ্ট দেখা দেয় নাট এবং
 ভোজন্যের মূল্য খুব বেশী হয় নাট।
 ঘোড়ার উপর, অন্যান্য স্থান অপেক্ষা
 এখানকার লোকসদের অবস্থা বেশ ভাল
 ছিল।

এখানে খ্রী পুরুষ সকলেই কঠোর
 পরিশ্রম করে। তাহার কারণ নাকোন
 প্রকার কাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিলে
 প্রত্যেক আনন্দ বোধ করে। এই সময়ে
 লোককে সকাল হঠাতে সভ্য। পথান্ত পরিশ্রম
 করতে দেখিলে প্রত্যন্তই আনন্দ হয়। চাষ
 ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পাকপ্রম করিয়া টহারা
 যেনই চৌকসায় করে এবং দীর্ঘকালে আনন্দ
 প্রাপ্তির লোকগণ চা বাগান চাকরির
 জন্য আসায় ও জলপাইভাঙতে বাহ্যে
 অস্বাভাব্যে বসবাস স্থাপন করে।

গত ১১ট জনার—এক সরকারী
 ভিত্তি নগা উত্তরাছে যুক্তরাষ্ট্রের গার্মমেন্ট
 ও ইজারা চুক্তি অধ্যয়নী ভারতকে
 মিত্ত যে নগা কে টি আউল কণা নিব্বাছেন
 কেণল মুল পশ্চত করিবার ভর নাবলহ
 নে; এত মার্ম যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটনউড'স
 কর্তৃত্বক অর্থ-সম্মো'নর একজন মুখপা
 নৈকি ক'বর ছেন গিলরা বরটার কণ্ট্র
 লংনাম প্রোবিত হইয়াছে. 'ভ্যাম্পার্ক
 য় গার্মমেন্ট স্প্পাইভাবে জানাটতেছেন
 ঐ রোপা মুল্য ১২৩৩ করিবার এবং
 ১২৩৩ হইলে গার্মমেন্টের মুল্য 'ফা'ত
 ১২৩৩ নী'তর পোষকতার অত্র জনসাধারণে
 কট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গার্মমেন্ট
 ভয়েন সন্মতিক্রমে সংগৃহীত হইয়াছে
 ১২৩৩ গার্মমেন্টের ১৫ট জনের বিব্রাভে
 ১২৩৩ নগা হইয়াছে।

তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি

নয়াবলী. এ জুলাই—একটি পোস
মোট বগা কয়লা ছাড়া যে, তপসীপুত্র
হেথিও যে সব ছাত্র পানেশিকা পত্রিকা
পরে ঠৈ ত্রানক এবং কারিগরী বিষয়ক
শিক্ষালাভে যুক্ত, সেই সব ছাত্রদের জন্য
আবশ্য পদার্থের বৃত্তান্তের একটি পত্র-
কলন মন্তব্য করিয়াছেন। প্রাণ্ড এবং
মোট তিন লক্ষ টাকার ব্যক্তি দেওয়া
হবে।

১৯৪৪ সালে যে কোর্স আয়োজিত হইবে
 তাহাও জনা নাকি। এ ভাগের ডিঃকট্টরগণ
 শিক্ষানবসক অসুবিধেতে প্রকটগণ ও বিশ্ব-
 শিক্ষালয়ের তাইস চালাকনারগণের মাফকুতে
 আবেদনপরামুখ অবস্থান করা যাউতেছে।
 ১৯৪৪ ৪৫ সালের সংস্কৃত বৃত্তিও তাহাতে
 অধ্যায়ে জনা দেওয়া হইবে। আগামী
 ৪৫সরে চাই দলের 'নন্দে' যাচবার ব্যবস্থা
 করা হইবে বাস। আশা করি যাই।

কলিকাতা, পো.জি.টর আকার হু.স

କାଳକାତା, ଡଃ ଜୁନାଥ କାମର ବାବୁର
 ହାସକାରୀ ବାଜଲା ମରକାର ଏହି ନିକାହ
 କରିବାହୁଏ ଯେ, କାଳକାତା, ଗୋବିନ୍ଦେର ବେ
 ଲେଖେ ନିକା ବାଜାଗାଧ ବିଜାହୁମୁହ
 ମକାଳା ହସ, ମେଠ ଅଞ୍ଚଳ ଆଖାମୀ ମହା
 ହତେ ଅକାଳିତ ହଟେବେ ନା । ତବେ ଏକ ମସ
 ବିଜା ହ ବାଜଲା ନିକା-ବିଜାଗର ଡିଃକ୍ଟିବେ
 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅହୁମାରେ 'ଏଡୁକେସନାଲ ଗୋବିନ୍ଦେ'
 ମାଲେ ଏକବାର କରିବା ଅକାଳିତ ହଟେବେ

। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক যথেষ্ট গাথী বা গানের স্রোত অকস্মাৎ প্রকাশিত হইলেই যাক্ষগণ
লাগিয়া পলায়ন করে। প্রাচীনের প্রাচীন কালের অধিকারী অপ্রিয় যাক্ষগণ যাক্ষ
কর্তৃক যথেষ্ট গাথী বা গানের স্রোত অকস্মাৎ প্রকাশিত হইলেই যাক্ষগণ
লাগিয়া পলায়ন করে। প্রাচীনের প্রাচীন কালের অধিকারী অপ্রিয় যাক্ষগণ যাক্ষ

୨ । ଇନସିଡ଼ା ଆକାଂକ୍ଷା: ସେ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଚଢ଼େଇ ଆଡ଼େ ଚଢ଼ିବା ଯୋଗେଇ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଥା ସମ୍ଭାବ୍ୟର ଗୁଣ କାହାକେଲି ଆଡ଼େ କହା ହୁଏ ନା । ଇନସିଡ଼ା-୨ କାଳ ନୟାଗଡ଼ରେ ଜାମାନ ହୁଏ ନା । ନିୟମିତ-କାଳେ ଇନସିଡ଼ା-୨ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଡ଼େ ଚଢ଼ିବା ସାଧ୍ୟ ନା ।

৩। কেও কোন সংস্থা নয় যেটিকে ভাণ্ডার এক সলিডেটর মতো না কান্টিলে
 নের আর পাওয়া যায় না। পছোডের পাঠে উঠলে 'disjunctly' চাই বা / ১০
 শরমসহ ডাক টিকেট পাঠিয়ে দেয়। সাময়িকভাবে ত্রিকানা পরিবহন
 করে গরুর চর না। শুধু মাত্র কংগ্রেসের স্থানীয় ডাকঘরের সাহায্যে মোবাইল করায়। আর
 তাই যদি কান্টিলে পাঠিয়ে দেয় তবে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

୨ । ଅନ୍ଧାର ବାକିଆଣେର ପରମାର୍ଥ-ସବୁକାରୀ ମହାକାବିର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଜାରି କାରେନି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଧାରେ ଅକାବିର ଚଢ଼େଇ ପାରେ । ଅନୁମୋଦିତ ମହାକାବିର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଧାକଡ଼ିକେଟି ନା ଖାଣ୍ଡିଡ଼ିକେ କେବେ ଖାଣ୍ଡିନ ଚାଲି ନା । ଅନ୍ଧାରମହାକାବିର କାହାର ଧାବଧାର ଧର ନାହାନ୍ତେର ନାହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାନ୍ଦିକାବିରର ଶ୍ରୀକାବିର ଧାବଧାର ଖାଣ୍ଡିନେନ ।

১। শ্রীমদীশাখ্যাকাণ্ডের আঁত কাহারও কোনপ্রকার অশঙ্কাজনক আশ্রয় বৃদ্ধি হইলে
২। সম্ভাবকের চক্ৰচক্রাঘোষ-কোমল সমস্ত চক্রে-এ কোমল বাহুর নকট শ্রীমদীশা-
খ্যাকাণ্ড জোরগ বন্ধ করিয়া দিতে পারিলে। অকলঙ্কিত শ্রীমদীশাখ্যাকাণ্ড-মধ্যস্থতের কাম-
নগর-মধ্যস্থতের পরমপূজ্য বস্তু, শুভরাত্রী চাঁদকে-কোমল গগন-চাঁদক কামো নিম্নোক্ত অশঙ্ক-
কামরায়ের পাঠচক্র, মনোহর নাট।

୩. ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଆଦ୍ୟାମ୍ବର ବିହାରୀ ଓ (ନିମ୍ନ-ମାତ୍ର) କୁମାର ନନ୍ଦମୋହନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୀତ-
 ଗୋବିନ୍ଦ, ଭୈରବ-ପଦ୍ୟ, ଗୋ. କୁମାର-ମୁଦ୍ରା, ନରାୟଣ — ଯଦି ସ୍ଥିତି-ନାମ ସାଧ୍ୟ ହେବ ତେବେ ।

— ୭୧୩ —

না প্রদায়িকতা

କ୍ରମ	ନାମ	ପାଳ୍ୟ
୧	ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ	୧୦୦
୨	ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ	୧୦୦
୩	ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ	୧୦୦
୪	ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ	୧୦୦
୫	ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ	୧୦୦
୬	ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ	୧୦୦
୭	ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ	୧୦୦
୮	ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ	୧୦୦
୯	ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ	୧୦୦
୧୦	ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ	୧୦୦

ଏହି ତାଲିକାରେ କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংল। ৭

নিতালীনাথানর ঠানখু বি হু ঞ্জিমক-
 গিকাসরবতী গো রামা গুণ্যাদ তজ্যাদ
 সজ্জবীরে যে মকল পশ্চোত্তর প্রবান
 ক্রিষ্টোছেন, হোতা মকলত বহুয়া কাকাগিও
 লভ্যাজে। ঞ্জিগাং ঞ্জান।

ବୈଷ୍ଣବା, ଧର୍ମା ଶ୍ରୀ ଯଥା

ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୋପାଳ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ,
 ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ
 ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଳୟ

ଆ'ପଦାନ—ସିଂହଗମ୍ଭୀର-ସିଂହଗମ୍ଭୀର, ୧ ।
 ଶିଖରୀମୁଖ, ଶିଖରୀ

সম্মুখ

‘ନିରାପେକ୍ଷ ସ୍ୱସ୍ୱାଧିକାର’ ଆନ୍ଦୋଳନ-ଏବଂ
 ତାହେ ‘ତତ୍ତ୍ୱ-ସମ୍ପର୍କେ ଛାଡ଼-ଧାରିବା’ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମାହାତ୍ମା ବିଚାର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର
 ଶ୍ରୀମୁଖ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱାନ୍ୱୟକ ସ୍ଥାନବ୍ୟାପ୍ତ
 ସାଧାରଣ ଜଗତସ୍ତ୍ରୁ ନିରାକୃତ ହେବାହେ ।

271 40 4131

ଶ୍ରୀ ସାମ-ସାହାଯ୍ୟ ଚଳଣି ଆକାଶ ବି ନିଃ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥପାଲ ବଜ୍ରୋପାଧ୍ୟାୟ ଅଭିଷାହୀ ମଙ୍ଗଳାବିତ୍
 ଓ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳାନାଥ ଅଭିଷାହୀ ବର୍ତ୍ତୁକ ଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

সবার জীবন কৃষ্ণ রক্তক সবার । যেন কৃষ্ণ যে না ভেজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার ॥

নিয়মাবলী

—कविभाङ्ग

এক নবমের কল ৮টি লটলে দশ স্বতন্ত্র

ଶ୍ରୀଧର-ବୀରାପୁର ଚଣ୍ଡୀମାତାଙ୍କ ନାମ ଓ ନିଃ ଓକାରଣ ବହିଡେ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରପାଣ୍ୟର ଅଭିମାତ୍ରୀ ଜମ୍ବାବିତ
ଓ ଶ୍ରୀରାଜକିଶୋର ଅଭିମାତ୍ରୀ ବହୁକ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

সবার জীবন কৃষ্ণ জমক সবার । হেম কৃষ্ণ যে মা তত্তে, সর্ব বার্থ তার ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুত

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা দর্শন-
লীলা প্রসঙ্গ ক'রয়া আরম্ভ করিলে ব্রাহ্ম-
করুণ হস্তী পাততি বন্য হি-অ-অসমুহকে
কৃষ্ণ-মে নৃত্য কহাটয়া বারানসীতে নিজ-
কক শ্রীচন্দ্রশেখরের সেবা স্বীকারপূর্বক
লক্ষ্যগলবে মধুরায় ও বৃন্দাবনে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত অঙ্কু-
তীর্থে আসিয়া উপস্থিত করিলেন। "ভেতুল-
তলার" একান্ত স্থানে বসিয়া মগাহ পুথি
লক্ষ্যনাম কীর্তন করিলেন। নিকটেই
কালক-নন্দনী শ্রীমদ্ভাগবত প্রবাহিত। বৃন্দাবনীয়
সমীপ বিজয়াল, বায়ুনৈকত, বনশোভা—
সকল ভক্তগণের প্রাণে কৃষ্ণসেবার উদ্বীণন
ক'রয়া দিতেছে।

একদিন শ্রীমদ্ভাগবত "আমলতলায়"
উপস্থিত আছেন, এমন সময় বন্যার পরপার
আমের আধাবানী শ্রীকৃষ্ণদাস নামক
একজন রাজপুত গৃহ কেশবাটে বান
ক'রয়া কালীদেবে ঘাইগায় সময় "আমল-
তলায়" অকস্মাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের হোমাত-
দব্যোজ্যবিশুদ্ধ শ্রীমুখ ও শ্রীমুখ অত্যন্ত
প্রমোদিত দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন।
শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীমদ্ভাগবতের সমীপে আগমন-
পূর্বক প্রভুকে দণ্ডবৎসম্বাদ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত জিজ্ঞাসা করিলেন—
"কে তুমি? কীহা তোমার বয়স?"

শ্রীকৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমি গৃহস্থ
পামর, জাততে রাজপুত, ওপারে আমার
গৃহ, আমার ইচ্ছা বৈষ্ণবের কিছর হয়।
আমি আজ এক বৎসর দোষাভীলাম, সেট
বৎসর দক্ষিণ প্রান্তক আপনাদর্শন লাভ
করলাম।"

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাসকে কৃপাপূর্বক
আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস প্রেম-
বিজ্ঞান হইয়া হারনাম উচ্চারণপূর্বক নৃত্য
করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীমদ্ভাগ-
বতের সঙ্গে মগাহে অকুণ্ঠিত গমন
ক'রিলেন এবং তপাধি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশে-
পায় পায় প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ-
দাস প্রভুকে কমণ্ডলুহক নিত্যকিরণ ও
'নতাসনী' হইয়াছেন—

"পাতে প্রভুসঙ্গে আটলা জগপাত লঞা।
প্রভুসঙ্গে বহু গৃহ-স্বী-পুত্র ছাড়িয়া।"

শ্রীকৃষ্ণদাসে বোল উঠিল তপাধি শ্রীকৃষ্ণ
প্রনয়ন পকটিত হইয়াছেন। রাত্বে, ঘাটে
লোকের টহা গাঁহিয়া বেড়াইতে লাগিল।
একদিন প্রাতঃকালে একলোক কোলাহল
করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণদাস হইতে অকুণ্ঠ
তীর্থে আসিয়া উপনীত হইল। শ্রীমদ্ভাগবত
এইরূপ লোকসমষ্টি দেখিয়া তা'রানের আগমন-

কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকসকল বলিতে
লাগিল যে, কালীদেবের জলে বাপসমুহের
নায় পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ পকটিত হইয়া কালীদে-
ব-নাগের মস্তকে নৃত্য করিতেছেন; নাগের
শিরে ফণার শঙ্খ শব্দ হইতে পাওয়া
গিয়াছে, লোকসকল স্বচক্ষে টহা দর্শন
করিয়াছে; হাতে সন্দেহ করিবার কোনও
কারণ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত মৃদুলাকসজ্জের এই কথা
শুনিয়া ভ্রমর ভাষা করিলেন এবং তা'রাদিগকে
বলিলেন, "তোমরা যা'হা বলিতেছ, টহা
সকলও সমস্ত সত্য।" এবং তিনি
যা'হা লোকসমষ্টি শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট
আসিয়া জানাইতে লাগিল যে, তা'হা কৃষ্ণ-
দর্শন পাইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত লোকসমষ্টির মূলে সত্য
বাক্য বলিয়াছিলেন। কখন আত্ম
ব্রহ্মজ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীমদ্ভাগবত
প্রকট পুনরায় প্রাণে শ্রীকৃষ্ণের পকটি-
বিহার, সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দর্শনে
লোকের শ্রীকৃষ্ণদর্শনপাত হইয়াছে, তা'হাও
সম্পূর্ণ সত্য, তবে ঐ সকল লোকের বর্ণন
ও উদ্বেগ নিম্নোক্ত ছিল। তা'হাদের
'অমৃত্যু সত্য' এম হইয়াছিল।

গণ্ডাউলকার ঐক্য বিবর্তিত কৃষ্ণ-
দর্শনের (১) কথা শুনিয়া সরলবুদ্ধি শ্রীমদ্ভাগ-
বত ভট্টাচার্য্যেরও সাক্ষাৎ পাত্তি কৃষ্ণের
সেবা ছাড়িয়া বসন্ত শ্রী ও বসন্তর কৃষ্ণ-
দর্শনের (২) কৌতুহল জাগিয়া উঠিল।
ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে বলিলেন, "সাগে,
আপন অমৃত্যু কখন, আমি একবার কৃষ্ণ-
দর্শন করিয়া আসি।" শ্রীমদ্ভাগবত
ভট্টাচার্য্যকে চাপড় মারিয়া বলিলেন,—

"মুখের বাক্যে 'মুখ' হইয়া পাত্তি হইয়া!"

যহা শ্রীকৃষ্ণ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত
শ্রীমদ্ভাগবত ভট্টাচার্য্যের নিকট আত্মগোপন
করিলেন অথচ সরলবুদ্ধি ভট্টাচার্য্যকে
গণ্ডাউলকার বিবর্তিত-কণ হইতে উদ্ধার
করিলেন।

পরদিন প্রাতে ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগ-
বত প্রভুকে নিকট উপস্থিত করিলেন; শ্রীমদ্ভাগ-
বত প্রভু তা'হাকে কৃষ্ণদর্শনের কথা জিজ্ঞাসা
করিলেন। লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট
প্রকৃত তপা বর্ণন করিয়া বলিলেন, "রা'র
কালীদেবের এক ঘোর নৌকায় আরোহণ-
পূর্বক পদীপ আলিয়া মৎস্য শিকার করে;
দূর হইতে টহা দেখিয়া মৃদুলোকের এম
উৎসাহ হয়, উপাধি নৌকাকে 'কালীদেব',
প্রজগত পদীপকে—'ফণিরত' এবং ঘোরকে
—কৃষ্ণ মনে করে।"

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিলেন, "যদিও
ঐ ঘটনা ও জনরব অসংখ্য, তপা লোকের
কৃষ্ণদর্শন ও জনরব অসংখ্যকে বসন্ত সত্য।

শ্রীকৃষ্ণদাসে আপন শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইয়াছেন,
আপনার দর্শনে সকলোকে নিস্তার
হইতেছে।"

শ্রীমদ্ভাগবত যখন নিজ-লোকের দ্বারা
শ্রীমদ্ভাগবতের এইরূপ লীলা-লক্ষ্য নিস্তার
ক'রিতেছিলেন তখন আর একদিন অকুণ্ঠ-
তীর্থে ঘাটে এসে তিনি বিচার করিতে
লাগিলেন,—এই ঘাটেই শ্রীমদ্ভাগবতের
অকুণ্ঠ দীর্ঘ জগদ্বার শ্রীকৃষ্ণদর্শন আর
মধুর-সেবক ব্রহ্মবাসপুত্র স্ব স্ব অকস্মাৎ
গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। টহা বিচার
করিতে করিতেই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মবাসপুত্র
ভাণে কলে অস্পষ্টমানপূর্বক লীলাভাণের
নিমজ্জিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুত
টহা দেখিয়া ক্রন্দনটীকায় করিয়া উঠিলেন।
শ্রীমদ্ভাগবত ভট্টাচার্য্য তৎসম্বাদ আসিয়া জল
হইতে শ্রীমদ্ভাগবতকে উত্তোলন করিলেন।

এদিকে অসম্ভব জনসমষ্টি, তপা
লোকের ভিকার-মোহ-লোভাভা, তা'হাতে
প্রভুর সঙ্গ; প্রেমোদয়দর্শনে তীত হইয়া
ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে বৃন্দাবন হইতে
হানাতরিত করিবার প্রচেষ্টা মাঘনোপলক্ষ্য
হলে গসাতট-পথে শ্রীমদ্ভাগবতকে লইয়া
প্রাণে আসিবার যুক্ত করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত পণ্ডিত রাজপুত
শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাণ্ডের শিষ্য
সানোড়িয়া বিপ্র, শ্রীমদ্ভাগবত ভট্টাচার্য্য এবং
তৎসঙ্গী ব্রাহ্মণ চলিলেন। তা'হারা নৌকা
পার হইয়া গঙ্গাতীরের পথ ধরিলেন।
ঘাটেতে তা'হাতে শ্রীমদ্ভাগবত সকলের
পারশ্রম দোষা সকলকে লইয়া বিজ্ঞানার্থ
এক বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষের
নিকটে অনেকগুলি গা'র বিচরণ করিতে-
ছিল। তা'হা দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমোদিত
হাত উদ্বীণ হইল; এমন সময়, হঠাৎ ভট্টাচার্য্য
গোপ বংশোদ্ভূত কীরায় তা'হার ঐ ধ্যান
প্রবণতাকে প্রেমমুখী উপস্থিত হইল।
শ্রীমদ্ভাগবত সন্তোষ হইয়া ক্রমশঃ পাড়িলেন,
মুখে ফণোদগার ও নাশা আনন্দ হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত যখন পশ্চিমমুখে সেত বৃক্ষ-
তলে তা'হার চারজন সঙ্গীসঙ্গিত হইয়া
অদর্শনায় নিমগ্ন আছেন, তখন সেত পথ
দ্বিধা দাদশজন অসারোহী পাঠান দাঁড়-
ছিল। পাঠানগণ পথে একজন সন্ন্যাসীকে
মুখিত ও তা'হার সঙ্গ-টে চারজন ব্যক্তিকে
উপস্থিত দেখে ১৫১৫ করিল, নিশ্চয়ই এট
চারজন দ্বারা এট সন্ন্যাসীকে ধৃতরা খাণ্ডাটরা
সন্ন্যাসী পাণ লইয়াছে এবং সন্ন্যাসীর যে-
সকল অর্ঘ্যাদি মূল্যবান পদ ছিল, তা'হা
হরণ করিয়াছে; টহা মনে মনে দ্বন্দ্ব
করিয়া পাঠানগণ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বন্দ্বী শ্রীকৃষ্ণ
দাস রাজপুত, সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ, শ্রীমদ্ভাগবত
ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী বিপ্রকে বাঁধিয়া ফেলল
এবং তা'হাদিগকে কাটিয়া ফেলিলে, এইরূপ

কর দেবাইতে লাগিল। শ্রীমদ্ভাগবত ভট্টাচার্য্য ও
তৎসঙ্গী বিপ্র এট হরণন ছিলেন গৌড়-
দেশের অধিবাসী, তা'হারা সঙ্কেত কীপতে
লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুত ও
সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে উক্ত
পাঠানগণকে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে
লাগিলেন, তপা পাঠানগণ তা'হাদের কথা
বিশ্বাস না করিয়া গোড়ীবাগণকে 'ঠক' ও
'দুন্দী' বলিতে লাগিল। রাজপুত শ্রীকৃষ্ণদাস
বৈষ্ণবগণের গাঁও আক্রমণ সহ করিতে না
পারিয়া তা'হার শৌর্যপ্রকাশ-পূর্বক
বলিলেন,—"পাঠানগণ, সাবধান, তোমরা
গোড়ীবাগণকে একপ অস্ত্রভাবে আক্রমণ
করিতে পার না। এট প্রাণে আমার পুত্র।
আমার হাতে হৃদয় তুর্কসিদ্ধ ও এক পত
কামান আছে, এখনই হুগ্ন করিলে তা'হারা
এখানে আসিয়া পড়বে এবং তোমাদিগকে
হত্যা করিয়া তোমাদের ঘোড়াপিড়া সমস্ত
পুটরা লইবে। গোড়ীবাগণ বাটপাড় নকে,
—তোমরা বাটপাড়, তোমরাই তীর্থবাস-
গণের ঘন স্তূপ কর ও তা'হাদিগকে হত্যা
করিতে চাও।"

শ্রীকৃষ্ণদাস রাজপুতের এইরূপ তীব্র বাক্য
শুনিয়া পাঠানগণের মনে 'সঙ্কেত' হইল।
এমন সময় শ্রীমদ্ভাগবত অধ্বাবন্য লাভ
করিলেন; হকার করিয়া উঠিয়া 'হার হার'
শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমোদয়ে
উচ্ছ্বাস হইয়া উদ্ভট নৃত্য আরম্ভ করিলেন।
টহা দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠানগণ তৎসম্বাদ
প্রভুর ভক্ত চারিজনকে বন্ধন হইতে মুক্ত
করিয়া দিল। শ্রীমদ্ভাগবত নিজগণের বন্ধন
দেখিতে পারিলেন না। শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ
বাহুবল লাভ করিলে পাঠানগণ শ্রীমদ্ভাগবতের
প্রভাবে তা'হার নিকট আসিয়া ১৫১৫
হইলেন এবং ঐ চারজন ব্যক্তিকে প্রভুকে
ধৃতরা খাণ্ডাটরা তা'হার ঘনস্ত্রাণ হরণ
করিবার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, টহা শ্রীমদ্ভাগ-
বত প্রভুকে জানাইল। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠান-
দিগকে বলিলেন, ঐ চারজন 'দুন্দী'
নরেন, তা'হার 'সঙ্গী'। তিনি ভিক্ষুক
গঙ্গাসী তা'হা কোন ধনরত্ন নাই। তিনি
সময় সময় মূল্য-বাহিতে রাত্বে ঘাটে অচেতন
হইয়া পড়েন বলিয়া এট চারজন সঙ্কল্প
তা'হার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তা'হাকে রক্ষা
করেন। পাঠানগণের মধ্যে একজন 'মোহান'
ছিল। মোহানা শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত কিছু
দ্বন্দ্বলোচনা আরম্ভ করিয়া নিবিশেষ
অস্বাভাব স্থাপনের চেষ্টা করিলেন, সে
শ্রীমদ্ভাগবত যখন মোহলেন তা'হার
বাক্য হইতেই দেখা-লেন যে, উক্ত
শাস্ত্র সর্বশেষে সাগরেষে ব্রহ্মত সংস্থাপন
করিয়াছেন, তখন পুরোহিত বিধিযো
পরোধ বসবান্ বিচারে মোহানা
শ্রীমদ্ভাগবতের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন এবং

তা'হারে সে বলি বর্ষ কর্ষ সদাচার।

দ্বন্দ্বের সে শ্রীতি জয়ে সমস্ত সবার ॥

প্রভুর নর্যে দোনারি বিহীন বসন্তে কক-
শাস-কৃষ্টি ও তাঁহার লড়াইমান বিবৃত
হইল। দোনারি পুনরায় শ্রমহারা প্রভুকে
প্রণাম করিয়া সাধাসাধনতঃ জিহ্বা
করিলেন। ককশাসাত্মক দোনারি
স্বাধীন পুষ্করত পাপরাশি তখনই চটে
শ্রমহারা প্রভু তাঁহা জানা নেন। প্রভু
দোনারিকে "ককশাস" উপদেশ করিয়া
"স্বাধীন"-নাম-সংকার প্রদান করিলেন।
প্রভুর আদেশে সকল পাঠানই ককশাস-নীকা
গ্রহণ করিলেন।

এসকল পাঠানের মনোভাব নান ছিল
— "বিভলি খাঁ" তাঁন রাজকুমার এবং
অন্যসকল ছিলেন, তাঁহার সখী পাঠানগণ
সকলে তাঁহার ভৃত্য ছিল। সেই বিভলি
খাঁ ককশাসোচ্চারণপূর্বক মগ্ন প্রভুর পদদেশে
বিলুপ্তিও হইলেন; স্বাধীনতাভাবী শব্দ-
মহাপ্রভু কপালপূর্বক বিজলী খাঁর মস্তকে শ্রীচরণ-
গণ স্থাপন করিলেন। বিভলি খাঁ শ্রমহারা-
প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-কপাল মহাভাগবত হইলেন,
তাঁহার সখী পাঠানগণও শ্রীস্বাধীন গ্রহণ
করিয়া দেনে-দেনে, গ্রামে-গ্রামে শ্রমহারা-
প্রভুর কীর্তি প্রচার করিতে লাগিলেন।
সকলীয়ে মহাভাগবত বিভলি খাঁর মস্তকে
বিলুপ্ত হইল। তাঁহার সকলই "পাঠান-
বৈক্য" নামে খ্যাত হইলেন।

সোহোকেই আসিয়া শ্রমহারা-প্রভু
গভীরান করিলেন এবং গভীর-পথে
প্রয়াগ বাঁহাং লভ প্রাপ্ত হইলেন। এত
মহা শ্রমহারা-প্রভু সানোড়িয়া বিপ্র ও ককশাস
রাগপুত্রকে গৃহে কিরিয়া বাঁহিতে বলিলেন।
কিন্তু তাঁহার কথোত্তরে প্রয়াগ পথ্য প্রভুর
অনুগ্রহনার্থ হার্মনা জানাইলেন। শ্রমহারা-
প্রভু প্রয়াগে আগমন করিয়া বসন্ত ভট্টের
ভিক্ষা-প্রত্যাখ্য বো-কালে প্রয়াগের পরপারে
আড়াই-গ্রামে গমন করেন, তখন শ্রীচরণ-
প্রভু ও রাজপুত্র ককশাস শ্রীমহারা-প্রভুর
সমীপে স্থায় গমন করিয়াছিলেন এবং
শ্রীল রূপ ও রাজপুত্র ককশাস উভয়েই
তথায় শ্রমহারা-প্রভুর অবশেষ প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন। শ্রীচরণ-পাঠান রঘুপতি উপাধায়ে
সতিত ও শ্রীমহারা-প্রভুর বো-সকল রসতল পদ
হইয়াছিল, শ্রীককশাস তাহা প্রণয় করিয়া-
ছিলেন।

শ্রীককশাস রাজপুত্রের শৌধাবীর্ষ্যের
অবধি ছিল না - হৃৎস ও তুর্ক সৈন্য, একমত
কামানের অধিকারী। বান, তাঁহার ধন, সম্মান
বৈভবও কম নহে; শ্রীককশাসের শ্রী-পুত্র
ছিল; তিনি আটা ও প্রতিপত্তিমালী গৃহস্থ
ছিলেন; কিন্তু শ্রীল কবিরাণ গোখামী প্রভু
তাবাধ দেখিতে পার, ককশাস শ্রীমহারা-প্রভুর
কমণ্ডলুহক ভৃত্য হইবার লভ—

"প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-শ্রী-পুত্র ছাড়িয়া।"

তাঁহার শ্রীককশাসের প্রভুও পাঠান। কক-
শাস—শ্রীককশাস দাস। শ্রীককশাস রাজপুত্র

আরও অনুগ্রহ তাহার "শ্রীককশাস"।
শ্রীককশাস—গৃহের দাস, শ্রী পুত্রের দাস
নহেন; "শ্রী" হইলই সৈন্য বা একমত
কামান অথবা আনন্দিক প্রাণী, আভিজাত্য,
জাতিতুল বন-রক্ষণ বা অধনের দাস নহেন।
শ্রীচরণ শ্রী সতল বসন্ত প্রভু হইবার
মাকাজ্জালেন নাই। শ্রী সতল বসন্ত পদ
আতনর বা দানের অভিনয় অনুগ্রহও
করিতে পারেন; কিন্তু ককশাসের পরিচয়
অধিকার—অসমোক্ষ—অপ্রাকৃত—অকৈতৃষ্ণ
—অপ্রতিভ—অনাবিল। শ্রীককশাস—
কষ্টবোধী নহেন, তিনি মর্কটের ভাব
আজ্ঞা ভোগিপাশার গৃহ-শ্রী-পুত্র ছাড়িয়া
বন-গমন করেন নাই; তিনি প্রভু-সঙ্গের
জনা—প্রভুর সেবার জন্য গৃহস্থ হইয়া গৃহ-
শ্রী-পুত্র ছাড়িয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণ-কক-
শাসসেবা অতুলনীয়—তিনিই প্রভুত
তুদানি হুনিও—ককশাসে আনন্দেই ও
বৃদ্ধবৈরাগ্যের আদর্শ তাহাতেই পূর্ণমাত্রায়
দেখানোমান।

যৎকিঞ্চিৎ

— ::(ক):: —

সেবাসাধন-পথ কোটিকটকক। যদিও
ভক্তপথও একমাত্র সমীচীন পথ এবং
মঙ্গলপদ ও অকুতোভয়; যদিও ভক্তিপথ
আশ্রয় করিয়া মনুষ্য চক্ষু নিম্নোদনপূর্বক
ধাবিত হইলেও কখনও তিনি প্রভাবায়ত
বা ফলপ্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হন না, তথাপি
সেই পথ আশ্রয় করিবার পূর্বে অনেক নিয়ম
উপস্থিত হয়। সাধনপথে চলিতে চলিতেও
আমাদের 'ভ্রষ্ট' নানাবিধ বিষ উপস্থিত
করে। ভক্তিপন্থী সর্বশ্রেষ্ঠ; উহা নিশ্চয়
সাধুগণের একমাত্র ভজনীয়। মঙ্গল পুঙ্খ
—এমন 'ক', দেহভাগণ কোনও ব্যক্তিকে
সেই শ্রেষ্ঠা পন্থীতে আরোহণ করিতে
দেখিয়া মনে করেন যে, 'এই ব্যক্তি ভক্তি-
পথে 'নন্দ'ই আমা'দগকেও অতিক্রম করিয়া
যাইতেছে, সুতরাং ইহাকে গাথা দেওয়া
বাউক'। এতরূপ বিচার করিয়া দেহভাগণও
নানাপ্রকার নিয়ম উপস্থিত করিয়া থাকেন।
কিন্তু ভক্তি-পথে শ্রী সতল পদ 'ভক্তি'র
দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া থাকে। অন্যের
পক্ষে বাধা গিয়া, ভক্তের পক্ষে তাহাও ভক্তি
বৃদ্ধির বা ভক্তির পরিপোষক।

"তথ্যাস্তে মাধব ভাবকঃ কচম্
ভ্রাতৃ মার্গং যদ্বি বকসোদধাঃ।
যথাভক্ত্য বিচরন্ত নির্ভা
বিন্যাসকানীকপমুচ্ছ প্রভো ॥"

(ভাঃ ১০৩৩)

শ্রীমহা করিলেন—হে মাধব, আপনাকে
আনন্দ ভক্তগণ কখনও বিপথে গমন
করেন না। আপনি তাঁহাদিগকে সন্তো-

ভাবে রক্ষা করেন। আপনাদের ষাটঃ সুরক্ষিত
হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া
থাকেন। বিদ্যুৎগণের সেনাপতির
মস্তকে সোপান তুল্য করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠ
আরোহণ করেন। সুতরাং ভক্তিবিদ্য-
বিন্যাসের জন্য একমাত্র শ্রীককশাসভগবানেরই
পরম্পর হওয়া আবশ্যক। শ্রীককশাস
শ্রীভগবানেরই প্রকাশপ্রভু। তিনি অকুণ্ঠ
ভগবদ্ভাবী কীর্তন গাওঁ আর কিছুই করেন
না। তাঁহার কপালই আমরা ভগবানের স্বরূপ,
নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সব জামিতে পারি।
তাঁহার সখীও সখী। তিনি অশ্রোত কথা
বলেন না। তাঁহার কপাল মুক্ত ও গাঢ়লতা
প্রাপ্ত হয়, তাঁহার কপাল কীনের জিহ্বার
তলা সর্বত্র বা ভাস্করিক ভগবানী সৃষ্টি লাভ
করেন। তাঁহার কপাল কীনের জিহ্বার
অধিকারী হন। তাঁহার শ্রীমুগ্ধ শ্রীচরণ
যশোরত-ভাষার। এত অমূল্য নিধি শ্রীচরণ
একমাত্র তাঁহার সন্ততম (শ্রীককশাস)
সম্মিথানেই সঞ্চিত রাখিয়াছেন।

"চৈতন্য বৈক্য মোর নিত্যানন্দ গায়।
চৈতন্যের কীর্তি ফুঁ'র বিহার কপাল ॥
সহস্র বদন বন্দো প্রভু বলরাম।
যাঁহার সন্তস্তুতে কক-বিশোধাম ॥
মহাভুত পু'র ঘন মঠা'প্রয় স্থানে।
বিশোরত 'ভা'র' শ্রীমহাভবনে ॥
অতঃপর আগে বলরামের স্তবন।
করিলে যে মুখে ফুরে চৈতন্য-কীর্তন ॥
তাঁহার চরণে বোনা জেনে তনে গাথ।
শ্রীককশাসে তারে পরম সহায় ॥
মহাপ্রীত হয় তাঁর মনোপায়ী ॥
জিহ্বা ফুঁ'রবে তাঁর তলা সর্বত্র ॥"

(ভাঃ ৩৮)

শ্রীককশাসের সঙ্গকে সন্তোভাবে
অনুগ্রহ প্রদানস্বরূপ মধ্য। তাঁহার সহ
চরণ-প্রণয় কীর্তন 'ভগবান' শ্রীগৌ পুঙ্খ
পরম সহায় হন, বৈক্যভাগণা মহেশপায়ী
মহাপ্রীত হন। শ্রীমহাভবের কপাল বাবু
কদম্বকোদয়া বা অনন্য বিদূরত হয়, সেবোদয়
জিহ্বা তখন শুদ্ধ ভাস্করিক গাথা মুক্ত
করিতে থাকেন। এক শ্রীককশাসের চরণ-
প্রণয়-কীর্তনে যুগল 'কক', 'শ্রীকক' ও
'ভগবান' ! তাঁদেরই স্রবণ হয়। শ্রীকক-
পাদপদ্মের স্তব মনুষ্য! শ্রীককশাস ও
ভগবান—একই বস্তু, তিনি এক, এক—
তিন—পরম্পর আচল্যভেদহীন।

শ্রীককশাসের সঙ্গকে সন্তোভাবে
'বিশ্ববিনায়' ও 'অভ্যুপায়' হইতে পারে।
কপটপাদক ভক্তের স্রবণের ছল বা গুণ-
ক্রমের স্রবণে বিদ্রোহ আবারন করা হয়।
"আদৌ গুণপাদপ্রায়ঃ"। বহির্ভূত জগৎ
হৃদয়ে ভ্রাতা; এতরূপ ককশাসের ভগবান
তাঁহার কোনও স্রবণে নিজজনকে সাধুশ্রেষ্ঠ
মহাভক্তরূপে ঘোষণা করেন। চতুর্দিকে

আমাদিগকে বেসকল হৃদয় বি'রয়া সজ্জিত
প্রাণপ্রভু শ্রী শ্রীককশাসে বেসকল অঙ্গসকল
মনোমোহকর বিবিধ বেশ রচনা করিয়া
আমা'দগকে বিশেষগামী করিতেছে, সেই
হৃদয় করাল করাল হইতে উদ্ধার করিতে
একমাত্র বলসেবাশ্রী শ্রীককশাসই সমর্থ।
সেই অসাক্ষ্য শ্রীককশাস 'প্রাণিক' মন
বা নরোত্তমকে আমাদের দৃষ্টি-সম্মুখীন হইয়া-
ছেন। দৃষ্টি যদি আমরা তাহাতে মর্ত্যবুদ্ধ
কাও ও তাঁহার প্রতি অমূল্য অর্থাৎ প্রাকৃত
জড়াততঃ মঙ্গল হইয়া তাহাকে নিভের
ভাবনাসংযোগ মনে করি এবং তাঁহাকেই
সঙ্গীতভাবে আমা'দগকে প্রাণী এবং একমাত্র
সঙ্গী মনে না করি, তাহা হইলে কোটিকটক
আমাদের 'বিশ্ববিনায়' বা 'অভ্যুপায়'
হইবে না। অসিষ্ট প্রবল বিশ্বাসে
আমাদিগকে উদ্ধারতরল ও নরমকরাল-
সকল অভিনয়সংগরে তাহারই লভা ওদায়
হাবুডু খাওয়াইবে।

মহানগরীতে শ্রীহরিসংকীর্তন

গত ৪ঠা আশ্বিন (১৩৪১) ২০ ন
জুলাই বুধপুণ্যবার রাত্রে 'মহানগরী'
মণীপ্রভু কলেক্টর 'সি'সিপাল কলিকাতা,
শ্রীমহাভব-নিবাসী উক্ত শ্রীমুগ্ধ পকানন
নিয়োগী মহাশয়ের সান্নিধ্য মাফানে 'গৌড়ী'-
সম্পাদক ও 'গৌড়ী' মন'র সেক্রেটারী
মহামোহনেন্দ্র পাণ্ডিত শ্রীল প্রমদানন্দ
বিজ্ঞানিন্দ্র প্রভু কতিপয় ভক্তসহ তদীয়
বাসভবনে গমনপূর্বক উক্ত কলেক্টর বহু
অধ্যাপক ও স্থানীয় সম্মান 'ভক্তমোহন'-
গণের সম্মুখে শ্রীল শ্রীজীব গোখামী
প্রভুসঙ্গ 'শ্রীভক্তসংকীর্তন' হইতে সখক,
আভিষেক ও প্রাধিকান-তঃ; কীর্তন অনা-
দ্যমুখতা গাথা ও তদ্রূপকরণোপা; ;
চারি প্রকারের ব্যাকরণ শ্রীচরণ-প্রণয়
বিমুখতা সজ্জিত বিষয়ে সুদীর্ঘকাল যত্নস্বিনী
তাবাধ পাঠ ও গাথা করেন। শ্রীগৌড়ী-
মঠেও একচারণ পাঠের আ'দ ও অজ্ঞ
মুগ্ধ শ্রীহরিসংকীর্তন করেন।

ডাঃ নিখোয়া মহাশয় পাঠ ও সংকীর্তন-
প্রণয় এতৎ আনন্দিত হন যে, তিনি কীর্তন
ঐক্য শাস্ত্র-গাথা ও পাঠ প্রণয় করেন নাহ
বাল্যে অসমত প্রকাশ করেন এবং
নাস্তিকতা-প্রা'বত মহানগরীতে যাহাতে
সম্মান গৃহীতঃ প্রভু ঐক্য বৈক্যসাধুগণ
ভারকণা কীর্তনদ্বারা তাঁহাদের নিজকণায়
সাধন করেন—এক প্রার্থনা জ্ঞান করেন।

শ্রীল বিজ্ঞানিন্দ্র প্রভু পাঠ-প্রণয়
উপস্থিত বিষয়গুলি সকলের আরও প্রণয়
আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ স পত্তি গতি। স্নান হইতে প্রেম বা'র, সেই বড় ধনী ॥

— (*) —

শ্রীধান-মারাপুর জমীয়াপ্রকাশ ট্রিটিং ওয়ার্কস্‌ হট্টে ড্র. নীলগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
ও ড্র. কম্বিকেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আমার গত বক্তৃতা আশা করি
আপনারা তুলিয়া যান নাই। বাংলার খাদ্য-
সমস্যা সম্পর্কে সেদিন আমি আপনাদের
বিশেষভাবে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলাম।
গত তিন মাসের ঘটনাবলী আমার কথার
সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। নভেম্বর মাসে
নূতন আমন ধানের আমদানী হইবে। ইহার
পূর্বে পর্যন্ত আমাদের বে পরিমাণ চাউলের
প্রয়োজন, উহা সংগ্রহ করিতে পারিব
বলিয়া আজ অনেকটা বিশ্বাস প্রাণে
জাগিয়াছে। ইহার অর্থ : বর্তমান বৎসরের
অল্প সম্ভবতঃ আমরা বিপণ্যকৃত। কিন্তু
১৯৪৪ সালহে বাংলার খাদ্য-সংকটের শেষ
বৎসর, ইহা কাবির হইল আজও আসে
না। নূতন ধান বাজারে আমদানী হওয়া
পর্যন্ত বলির গতকর্মণ্ট ধান ও চাউল
কিনিতে থাকিবেন। ধীরে ধীরে ধান ও
চাউলের মূল্য কমাবার নীতি আমরা গ্রহণ
করিয়াছি ; উহা আমরা অল্পসল্প করিয়া
চলিব,—একথা আমি তিন মাস পূর্বে
আপনাদের জানাইয়াছিলাম। আমাদের ধান

ধান ও চাউলের সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং
যথাস্থানে প্রেরণ করিবার অভিজ্ঞতা আমরা
প্রতিদিনই সঞ্চয় করিতেছি। ১৯৪৪ সালের
এই অজিত অভিজ্ঞতা আমরা ১৯৪৫ সাল
এবং উহার পরবর্তী ভবিষ্যতের জন্য কাজে
লাগাইতে পারিব। বাঙালী প্রয়োজনীয়
আবস্থা হইতে বঞ্চিত না হয়, উহার প্রতি
বিশেষ দৃষ্টি রাখাট হইবে বকীর গভর্ণমেন্টের
পক্ষে আগামী কয়েক বৎসরের অন্ততম
প্রধান কাজ। যেদিন আবার উৎপাদন ও
বণিক্য স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে চলিতে
থাকিবে এবং আমদানী ও চাহিদার মূলনীতি
আবার বিশ্বের বাজারে সহজভাবে চালু
হইবে, সেদিন বকীর গভর্ণমেন্টের আজকার
এ দায়িত্ব থাকিবে না,—সে হাসি মুখেই
সমিধা দাড়াইবে; কিন্তু আমার বিশ্বাস
সেদিনের জন্য আমাদের আরো কয়েক
বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে এবং এই
কারণেই ধান চাউল সংগ্রহ ব্যাপারে
আমাদের আগামী কয়েক বৎসরের কথা
ভাবিতে হইতেছে,—কেবল ১৯৪৪ সাল
লইয়া আমরা নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না।

মনার জীবন কৃষ্ণ জলক সবার । হেম কৃষ্ণ বে না আছে, জর্জর ব্যর্থ তার ॥

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের
বাণী

- 1130313 -

— ५११ —

১ম ও দ্বিতীয় ভাগ,	গতাবধি দ্বিতীয় ভাগ
জাতিবাহরে জাতি টাকি ২৮	১১০
" " স্নিকি কলম ৫৮	৪৮
" " জুজ কলম ৮৮	৫৮
এক কলম ১২৮	

এক বৎসরের ভাড়া চুক্তি গঠনে বহু ব্যয়

सुभा ५६ प्रातः

শব্দে ওরা জুলাই - জনসাধারণ বাতালে
কন্ট্রোল করে কাগজ পাইতে পারে তখন
আন্তর্জাতিক কাগজের বাতালে টেক্সটাইল
কন্ট্রোল আফসার একটি সাব অফিস খোলায়
জন্য আসাম গভর্ণমেন্ট আন্তর্জাতিক ডেপুটি
কমিশনার, মহাকুম। হাফিম, মিলিটারি
অফিসার, সুদাই পাড়া অফিসে সুপার-
টেণ্ডেন্ট ও মনিটরের মিলিটারি এজেন্টকে
নির্দেশ দিয়াছেন। এ সকল সাব-অফিসে
বেশ বড় সাহনবাওঁ টানাইয়া রাখিতে
হবে এবং উহাতে ইংরেজী ও স্থানীয়
ভাষায় উক্ত সাব-অফিসের নাম ও উহা
অতিষ্ঠ উৎসাহ লিখিয়া রাখিতে হইবে।
এত দিন বেচাকেনার সময় একজন টেক্স-
টাইল কন্ট্রোল অফিসার উক্ত সাব-অফিস
উপরস্থ থাকিয়া জনসাধারণকে কন্ট্রোল
হয়ে কাগজ ছাড়পত্র কেনার সুযোগ
কারবেন।

১৩ শ্রীমদ্ভক্তিযোগ তত্ত্বমালা - ২য় ভাগ

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

বৃহস্পতি { ১১১-১১৩৭ সংখ্যা

২৭ মে ১৯৭১, ১১৫৭ অনিচ্ছক প্রেরণ ৪৫৮

— (•) —

“কে আমি?” এটি প্রশ্নের উত্তরে শিখা-
মহাপ্রভু বলেছেন - তুমি জীবন। জীব অজ্ঞান
নিত্যকাল বৈষ্ণব। যিনি অগাধাভক্তি সেনা

যহা তগান শ্রীমদ্রাশ্রুত জীবের
মিত্র কর্তব্য-সম্বন্ধে তৃতীয়া অধ্যায়িক
কাতরতার সত্য নৈমিত্ত্যে জানাইয়াছেন,—
“কৃষ্ণ মাতি, কৃষ্ণ গিতা, কৃষ্ণ বন-পাণ।
চরণে ঘরিতা বলি’ কৃষ্ণে লব ঘন ॥”

(১: ৩৫)

পিতামাতা সকল জন্ম পাওয়া যায়।
কিন্তু সকল জন্মে সমস্তের সন্ধান পাওয়া না
যাইতে পারে।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণওক নাহি মিলে তব হিয়ার ॥

ভগবৎপার্বণ শ্রীমদ্রাশ্রুত ভক্তিবিমোদিত
প্রাকিরণে,—

“ভক্ত মনসে কথ্য লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিলে কথ্যে কহিব কাহারে ॥
সংসার, সংসার করি মিছে পেল কল।
লভ না হইল কিছু ঘটিল জটাল ॥
কিসে সংসার এত ভারবাহী-পায়।
ভজিতে মমতা করি বুঝা যেন বায় ॥
এবে পতন হ’লে কি হ’বে আমার।
কেহ সুখ নাহি মিলে পুত্রপরিবার ॥
গর্ভভর মত আমি করি পরিচর।
কার লাগি’ এত কর না খুঁচল তম ॥
কিন বার মিছা কাজে, নিশা নিশায়ে।
নাহি জানি যখন নিশিতে আছে ব’সে ॥
জান মল খাই, হেরি, শরি, চিত্তাহীন।
নাহি তারি প্রহর ছাড়ি কোন্ দিন ॥
দেহ-পেছ-কল্যাণ চিত্তা অধিগত।
জাগিছে কখনে যোর বুদ্ধি কতি হত ॥
জান তার নাহি তারি অনিত্য এ সব ॥
জীবন নিগতে কোণা রাহে নৈক ॥
অন্যনে পুরি মম পাড়ি রাহে ॥
বৈষ্ণব পতন ভায় বিচার করিলে ॥
কুসুর, পুণ্যাদি মম আনন্দ ত’রে ॥
অন্যসব করবে আমার দেহ ল’য়ে ॥
যে দেহের এত গাত তার অঙ্গগত।
সংসার-বৈষ্ণব আর বন্ধন বহু ॥
অতএব মায়া-মায়া ছাড়ি বুদ্ধমান।
নিভাওক কৃষ্ণভক্ত করন সন্ধান ॥”

আমরা সাধারণ শ্রমুখে ভাবিচ্ছি,—
“শ্রীমদের ট্রেন স্ট্রাক্ষে পাগিয়াছে, তাহানে
কুতসিন দিচ্ছে, এত মুহূর্তে উঠিয়া: না
পড়িলে স্ট্রাক্ষে পাড়ি। তাহাও কাত
হবে, সম্ভাব্যে কত ক্রেশ ভোগ কাত
হইবে, কুসুর আশ্রয় অক্রমণ করিয়া গছ-
কল্পের সাধন-ভজন পিচাইয়া দিবে, এত
বৈষ্ণবী গিলাইয়া বৈষ্ণবী হওয়া আবশ্যক।
কৃষ্ণ হইত’ কোন সময় জীবগতি অত্যা-
করন হইয়া তাহার নিম্নশ্রমকে জীবো-
দ্ধার্য পাঠিত। দেন; তাহা এত প্রমত্ত
নহে যে, যখন তখন পাওয়া যায়।
অতএব বাহারা সেই বন্ধন-সমকালমত
বিবেচনার বর্তমান জীবন-হরণের বিচার
করেন, তাহাদের বিচার পাশ্চাত্যে অত্যন্ত
অন্যবাক্য হইয়া থাকে।

উৎসর্গে আমরা কি ভাবে সেবা
করি? তারি লকার সৎক সৎকবিম্বিষ্ট
হইয়া সেবার কার্য। “সৎ পতির, জনক-
জননী সন্তানের, বন্ধুগণের এবং ভূতসমূহ
পত্নে সেবা করিয়া থাকে। স্বপ্নজ্ঞানের
অন্য নষ্ট উৎসর্গে অনিত্যসম্বন্ধে কাহা।
যদ্যপি এ’সকল সৎকর্তৃ কৃষ্ণের সতি।
কৃষ্ণ আমাদের নিত্যসেবা, আমরা এক নহি
—কৃষ্ণের সেবক। ‘কে আমি’ সন্তের
উত্তর তুমি কৃষ্ণের, তুমি সতী। কৃষ্ণ
প্রভু—নিত্য প্রভু; আমরা তাহার eternal
slave—নিত্য কেনা গোলাম। তাহার
সেবার বিচারে অতিবান করিয়াই আমাদের
এই উদ্দেশ্য। জিতাপ-লু আমরা। তাহার
সেবার বিচারে আত্মবানের জগত আমাদের
এই সাময়িক সৎকর্তৃক মারিক জগতে
আসিতে চাইয়াছে।

জীব-তটস্থ নক্তি। তট জল ও স্থলের
মিলনস্থল। যেরূপ বাহার প্রস্থ নাই, নৈর্ঘ্য
আছে। সুতরাং তটস্থেরা—জলও নহে,
স্থলও নহে—উভয়ের মিলনস্থলী। তটে
অন্যস্থত ব্যক্তি জলও বাইতে পারে, স্থলও
বা তে পারে। অতএব নক্তি ও নৈর্ঘ্য
নক্তি মধ্য জীবের জন্ম। তথা চত্রে
পরব্রহ্মে বাইতে পারে, আবার অব-
ব্রহ্মে আসিতে পারে। আমাদের স্বপ্নের
নক্তি এত ক্ষুদ্র, তাহা বহিরা নক্তি
দ্বারা অভিহৃত।

“দৈবী জ্ঞেয়া গুণময়ী মম মায়া চরিতা।
মামেন যে প্রপঞ্চজ্ঞে মায়াযেতাং

তদ্বিক্তে ব”

(শ্রী: ৭:১৪)

শ্রীভগবান্ বলিবেছেন,—সত্যক-পদ-
বিকারাবৃত্তি আমার এক অলৌকিকী মায়া
আছে। উহা কুসুর জীবের পক্ষে চরিত-
ক্রমা। বাহারা কেবলমাত্র আমাদের পরমা-
শ্রুত, তাহারই মায়া এই মায়া, তাহাতে
উদ্বীর্ণ হইতে পারেন।

বৈষ্ণব নক্তি তিনটি গুণ—সত্ত্বগুণ,
রজোগুণ ও তমোগুণ। রজোগুণে সৃষ্টি,
সত্ত্বগুণে সংরক্ষণ ও তমোগুণে ধ্বংস
বাহার। নক্তি ক্রিয়াক্ষেপ পাশ্চাত্যক
স্থলগত ও মন-বুদ্ধি-অভিগম্যক হস্ত-
গতপুঙ্ক দেবীমামে জন্ম; শত্রু, বন্ধক,
কিনোয়, হেঁচ ও বুদ্ধ প্রভৃতির অংশ।
আবার সূত। নৈকৃষ্ণগত অরণ্য বা
তথ্যতা নাহ; তথ্য নিত্যকাল—নিত্যসেবা।
তথ্য সেবক সেবারা সেবকে অনন্ত
যের আবার তাহাওই আনন্দ পায়। এখানে
মলমুখ্য পরিভাষণ করিতে হয়—না
করিলে অঙ্গ হইয়া পড়ি; তথ্য এই
শ্রেণীর পরিভাষণ বলিয়া কোন কথা নাই।
সেখানে কলাময় নাহি। সেখানে স্থান-
বুদ্ধিতেও স্থলের উদয়। এখানে পাশ্চাত্য
অন্যস হয় লক্ষ লক্ষ বৎসর পর চত্রে

পারে, কিন্তু হয়ত। বৈকৃষ্ণে কথ্য কলয়।
কোন কথা নাই। সেখানে বুদ্ধি সৎকনেই
নিত্যসম্বন্ধে বিচারিত। এখানে পাশ্চাত্য-
নীলতা এ’সকল সূত। আবার শুকাইয়া
পড়ল। সেখানে (নৈকৃষ্ণ) তাহা নাই।
নিত্য সূত নিত্য সৌরভ দেয়। এখানে
সকল কলাময় সেখানে অগতকাল।
এখানে অনিত্য প্রধান বস্তু; নৈকৃষ্ণ নিত্য
প্রধান। এখানে অনিত্য পাশ্চাত্যনীলতা,
সেখানে তাহা নাই।

বর্তমানে আমরা অচেতন সত্যক ভোগ
করিচ্ছি। চেতনবর্ধের যে সকল কথা
বলা বাইতেছে, তাহার সাধুত্ব এখানে
আছে। এই অচেতন হইতে নৈকৃষ্ণলোকে
বাওয়া যায় ভগবানের সেবা আরম্ভ করিলে।
আর ভগবানের তার সেবা গ্রহণ করিতে
হইলে এখানে আসক্ত ব্যক্তি জিতাপ-ভোগ
করিতে হয়।

ভগবৎকৃষ্ণে একমাত্র নিত্যসম্বন্ধের
উপায়। জীবন-তট ভগবৎস। ভগবৎস।
জীবের ভগবৎসেবা নিত্যকৃত্য। এতদ্ব্যতীত
তাহার অন্য কোন কৃত্য নাই বা থাকিতে
পারে না। একথা যে বিশ্বাস করে না,
তাহার সন্ধান অনিবার্য। বৈষ্ণব বলেন,—
কৃষ্ণে সৎক, কৃষ্ণে অসৎক, এবং
কৃষ্ণে প্রমত্ত হইয়াছেন। এইচতকচরিত্যুতে
নিখত আছে,—

“কেহ জানে, কেহ না জানে, মনে কৃষ্ণস।
যে না জানে, তাহে হয় সেট পালে ন্যূন ॥”

জীব-সংসার: কৃষ্ণস—ভগবৎস-
প্রকাশ। কৃষ্ণ-সংসার, জীব-তাহার-তটস্থ
নক্তি। কৃষ্ণ-সেবা, জীব-সেবক। কৃষ্ণ
—বুদ্ধিগত, জীব—চেতন। সুতরাং কৃষ্ণ
সেবা যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য।
তাহাতেই জীবের নিত্য হিত ব। মঙ্গল
সম্ভব। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলপ্রাপ্তির অন্য কোন
উপায় নাই। ভগবৎসেবা বাহু দিয়া বা কিছু
সবত বস্তুর নামে অর্থ, হিতের নামে
অহিত, শাস্তির নামে অপাঙ্ক ও প্রথের নামে
দণ্ড। এই সবই মনোবশ্য। বৈষ্ণব ও
মনোবশ্য অতিক্রম, আত্মসম্বন্ধে তাক। পরমা-
শ্রীর সেবকে আত্মসম্বন্ধ। ‘পরম আশ্রয়’
সেবকে ‘ছোট আশ্রয়’ বা ‘অগ্নি আশ্রয়’
নিত্যসম্বন্ধ। তদে ভগবৎসেবা করিতে চাইলে
সমস্তকর চরণপ্রের করিতে চাইবে; নতুবা
ভগবৎসেবা করা হইবে না। ভগবৎকৃষ্ণকে
বাহু দিয়া ভগবানের সেবা হয় না।
ভগবান্ তলবারেই জীবকে কৃপা করেন।
নিজস্ব হইলে সমস্তক মনোবশ্য। ভগবৎ-
কৃপাতেই জীব সমস্তকমাত্রে সৌভাগ্য
পায়। শ্রীভগবান্ বলিবেছেন,—
“ভগ্ন বিচার: ভগ্নবসত: সা-
কীলমপেতসা বিপক্ষয়োহুত:।
ওহ্মায়মতো যু আত্মকং
অইনকথং: শুক্রেবতাত্মা ॥”

বৈষ্ণব ভগবানের প্রতি নিম্নে হয়
ভগবানের মীমাংসে তাহার স্বপ্ননির্ঘে
বিস্তৃতি ঘটি। থাকে এবং তাহা হইতে ‘আমি
হই’ এই জ্ঞানকল বিপক্ষ, তাহা হইতে
বিচারিতমেন অর্থাৎ উপস্থিত
বৈষ্ণবের অচেতন ও তাহা হইতে
বাস্তবিক ভগ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।
সুতরাং বৈষ্ণবী ব্যক্তি শুক্রেবত আত্ম-
দেবতা ও প্রভুভক্তানে কামনা-চরিত
হইয়া অন্তর্ভুক্ত-মহাকর্মে সেই ভগবৎকৃষ্ণ
আরাধন: করিলেন।

“সই পুংসাং পত্তো যতো যতো
ভক্তিরথোজ্ঞে।

অইতুকা প্রতিভতা যথাত্মা স্ত্রীসীদাত ॥”
(ভা: ১২:৩)

যাহা চত্রে ট্রিভক্তানীত ঐক্যে
প্রদণ মলকণ। কলাম-সন্ধান-বিকৃত্য
ঐক্যিকী ব্যক্তিরিকী নিম্নে ক। ভক্তি হয়,
তাহাই সানন্দ-সম্প্রদেয়। সেই
ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা
সমাগুণে প্রসন্নতা লাভ করে।

জীবের কর্তব্য-সম্বন্ধে শ্রীমদ্রাশ্রুত
দাসগোবিন্দী প্রভু উত্তরে শ্রীমদ্রাশ্রুত ব।
জানাইয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
বর্ণিত আছে,—

“আর দিন চমুনাথ স্বরূপ-চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি, কৈলা নিবেদনের
“কি লাগি’ ছাড়াইলা বর না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্তব্য, প্রভু করন উপদেশ ॥”
প্রভুর আগে কথা-মায়া না কহে চমুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দদ্বারা করি নিম্ন-বাস্তব
প্রভুর আগে স্বরূপ নিবেদন। আর দিনে।
চমুনাথ নিবেদন প্রভুর চরণে ॥
“কি মোর কর্তব্য, মুখ না জানি উদ্দেশ।
আপন শ্রীমুখে যোরে করন উপদেশ ॥”
হাসি’ মজা প্রভু চমুনাথেরে করিল।
“তোমার উপদেশেই কার’ স্বরূপের দিল ॥
‘সাধা’ ‘সাধন’-তত্ত্ব শ্রীমদ্রাশ্রুত জানে।
আমি বস নাহি জানি, ইহো তত জানে ॥
তথ্য আমার আত্মা ব। আত্মা হয়।
আমার এই ব্যক্তি তুমি করন নিম্ন ॥
আমাকথা না তানবে, আমাবাস্তা না
কহিবে।

‘তান না’ বাইবে আর তান না পরিণে ॥
অমানী মানল হইয়া কৃষ্ণনাম সবা ল’বে।
ভগ্নে প্রাচীক-সেবা মানসে করিলে ॥
এই ত’ সংক্ষেপে আমি চৈতন্য উপদেশ।
স্বরূপের ঠা’ক চরণে পায়’ মনোবশ্য ॥
এত তান’ চমুনাথ বলিয়া চরণ।
মহাপ্রভু চৈতন্য তাহে কৃপা-আলিঙ্গন ॥
পুং: সখ্যিগ। তাহে স্বরূপের জানে।
‘অচরন সেবা’ করে স্বরূপের মনে ॥

৬. ক্রী.মঙ্গলকিনোয় তত্ত্ববাহিনী কর্তৃক দুটিও প্রকাশিত।

বা প্রীতির চক্রে ভগবান ও তরুণ নরন
৯২৫। থাকে। দাঁপের চক্ষু নিরন্তর প্রভুকে
দেখে। প্রভু ভূতের দৃষ্টি অস্ত্রপালে
বাঁকিতে পারেন না। প্রভু-ভূত এত
মাখামাখিগার! নিজেকে গুরু কিছুর
বালধা উপলব্ধি করে। যখন
যেখানে স্বরূপ, সেখানেই প্রীতি; যেখানে
বিরূপ, সেখানেই ক্রূপ। স্বরূপে ক্রূপ
মাত্র। আশ্রিত-স্বরূপই ক্রূপ। পুরুষাভি-
মান নয় দৃষ্ট স্বরূপের বিপরীত ক্রূপ।
স্বরূপ ও ক্রূপের সেবা করিতে করিতে
স্বরূপের রূপ প্রকাশ পায়। পুরুষাভিমানে
না শুধু বাহ্যিক প্রীতিকে দেখিতে পারি না।
সেবার পথে সেবাকে পাওয়া যায়।
পুরুষাভিমানে একমাত্র ক্রোধের সাক্ষ্য,
অপরের পক্ষে হৈ। মৃত্যুস্বরূপ। পুরুষাভিমানে
বা ভোগের সাক্ষ্য। মৃত্যুর সাক্ষ্য, সেবার পথে
অমৃতের পথ। তৎকালে মৃত্যু নাই, তাহা
মৃত্যুকে সজীবিত করে, হৃদিকে স্থখী
করে।

বহু বহুই বহুত। ধারার নিজস্ব-
সাক্ষ্য নাহি, তিনি লগ্ন ও অলগ্নত লগ্নগত।
অলগ্নত সেবামুখ—কখনও ভোগোমুখ
নহে, অলগ্নতের স্বভাবতা বা ভোগোমুখতা
মাত্র। স্বভাবতাই ভোগোমুখতা এবং
অলগ্নতাই সেবামুখতা। স্বভাব অলগ্নত
হইতে, অলগ্নত স্বভাব নহে। বহু-বাহ্য
বাঁকিলে স্বভাব না হইয়া পারে না।
ভগবানের প্রথের জন্য যেখানে সকল কাজ
করা হয়, সেখানে স্বভাবতা বাঁকিতে পারে
না। ভগবৎসুখ-সাধনপর বাহ্যিক স্বভাবতা
হইত। কেবল বাহ্যিক গুরুনগের আদেশ
শালন করা গেলেন যে অলগ্নত হইয়া
লগ্ন এতরূপ নয়। বাহ্যিক দে-পরিমাণে
ভোগোমুখতা বা ক্রান্তিপূর্ণের হচ্ছা আছে,
তাহার সে-পরিমাণে অলগ্নতের অভাব
অগাধ সে সে-পরিমাণে স্বভাব।

যেখানে স্বভাবতা, সেখানেই অশক্তি।
‘নৈমিত্তিক প্রথের জন্যে’ জীব স্বভাব হইয়া
‘অশক্তি’ নিজস্বস্বাক্ষ্য না থাকায় তীব্রতা
নিহা সেবামুখ ও লগ্নগত। স্বভাব বা
ভোগোমুখ হইয়া এবং লগ্নগত বা
সেবামুখ হইয়া।

একমাত্র লগ্নগতজনকেই ভগবান রক্ষা
করেন এবং বাহ্যিক হস্ত হইতে উদ্ধার
করেন। তাই প্রীতগবানের একমাত্র লগ্নগত-
গত-পালক। তাহার প্রীতগবানে লগ্নগত-
করণেই তিনি জীবকে উদ্ধার করেন।
কারণ উদ্ধারের জন্যে তাহার এ অগ্নিতে
অগ্নি, কিন্তু জীব ভগবানের প্রীতগবানে
কারণে কি করিয়া? ভগবানকে ত’ এত
চক্ষু দিয়া দেখা যায় না, হাত দিয়া স্পর্শ
করা যায় না, মন দিয়া চিন্তা করা যায় না;

তবে উপায় কি? কি করিয়া জীবের
হস্তজন হইবে? শাস্ত্র বলেন,—সকলকে
ভগবৎ-সেবায় জীবকে উদ্ধারের জন্যে,
তাঁহার প্রীতগবানে প্রদানের জন্যে ভগবান
স্বরূপে এ অগ্নিতে অগ্নি কর্তৃক হন। তিনি
আচাধ্যক; কি করিয়া প্রীতগবানের সেবা
করিতে হয়, তিনি তাহা শিক্ষা দেন। সেই
গুরুদ্বারা বা আচাধ্যকদ্বারা ভগবানের—
সেবক ভগবানের উপাসনায় জীব সফলতা-
ভাবে আশ্রয় লইলে সে এ ভগবৎ হইতে
অনায়াসে উদ্ধার পাইবে। প্রীতগবান
ভগবান হইতে কোন অংশে ভয় নহে।

ধারার এত ভগবানভীর প্রীতগবানকে
সকল সমর্থন করেন, তাঁহারই প্রীতগবান
পাঠের অধিকারী। প্রীতগবানকে—
প্রীতগবানকে রূপালেন ধারার
পাঠরাছেন, প্রীতগবানকে প্রীতগবানকে
ধারার আশ্রয় হইয়াছে, তাঁহার যে
অনায়াসে প্রীতগবানকে সেবা পাঠেন
তাঁহাতে সন্দেহ নাই। যিনি প্রীতগবানকে
হইয়াছেন, তাঁহার পদদ্বারা নিম্নসত্তাকে
দিশাষ্ট দিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন,—
আমার পদ দ্বারা প্রীতগবানকে।
এ বড় ভগবৎ চিত্তে ধার নিরন্তর ॥

বহুজীব হস্তজনকেই রক্ষা জানেন না।
অলগ্নত ক্রূপগবান ভগবান জীবমুখের জন্যে
নিজের গুরু বা আচাধ্যকদ্বারা আমাদের
নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। প্রীতগবান
মাত্র নহে, তিনি কণ্ঠমাত্র। তিনি
দেখতা; কিন্তু চিত্তে দেখতা নহে। তিনি
দেখাও দেখতা পরমাধেতা।
প্রীতগবানের বাহ্যিক সেবার কথা একমাত্র
তিনিই জানেন এবং তিনিই সে-সেবা
করেন। প্রীতগবান তাঁহার নিকট চিত্ত-
বিক্রীত। প্রীতগবানকে বাহ্যিক প্রীতগবান
কাহারও নিকট সেবা গ্রহণ করেন না।
প্রীতগবান ক্রূপপালক জীবকে ক্রূপসেবার
না পাগালে জীব ক্রূপসেবা করিতে পারে
না এবং রক্ষাও ভোগের সেবা গ্রহণ করেন
না। প্রীতগবানকে সেবার প্রীতগবানকে
সেবা, প্রীতগবান দ্বারা প্রীতগবানকে
পূজন; প্রীতগবানকে প্রীতগবানকে
সুখ। প্রীতগবান যেখানে নাই, সেখানে
প্রীতগবান নাই। গুরু-বড় বা লক্ষী-ছাড়া
হইয়া ক্রূপজন করিলে স্থিতি হইবে না।
সেইজন্য সকল শাস্ত্র ও মহাজনগণ বলিয়াছেন,
—“আমি গুরুপূজা”। যিনি গুরু আশ্রয়
সফলতাভাবে সফলভাবে সফল প্রবর্তক-
অগ্নি-অগ্নিতে হস্ত সেবোদেশে বাহ্যিক
ইচ্ছাচালনা করিয়া থাকেন—তিনিই চক্ষু
দ্বারা হস্তজন করিতেছেন, কর্তব্যের হস্ত-
জন করিতেছেন, নাসিকা, জিহ্বা, অক ও
মন সকলের দ্বারা হস্তজন করিতেছেন।

তাঁহার সে বলি ধর্ম কর্তব্য সদাচার।

শ্রীশ্রী বংশীদাস বাবাজী মহারাজ

— ::(০):: —

প্রীগোরাধের প্রিয়জন পরমহংস শ্রীশ্রী
বংশীদাস বাবাজী মহারাজ গত ২৩শ
জুলাই রবিবার রাতে নিত্যানীলায় কলেশ
করিয়াছেন তিনবার আমবা মন্ত্রী হইয়াছেন।
তিনি সিন্ধু মহাত্মা ছিলেন। প্রীতগবান
তাঁহার অতুলনীয় প্রীতির কথা অগ্নির।
ভগবানজনগণ বিষয়ে গৌরব। তাঁহার
দর্শন, সঙ্গ ও সেবা জীবের বিজয়লক্ষ্য।
আমরা পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রী বাবাজী
মহারাজের দ্বারা মহাপুরুষের সঙ্গ হইতে
বাক্য হইয়া গিয়াছে। পরমহংস শ্রীশ্রী
বাবাজী মহারাজ আমাদের নিকট
কৃপা করন, তাঁহা তাঁহার প্রীতগবানকে
প্রার্থনা।

মহাত্মা শ্রীশ্রী বংশীদাস বাবাজী মহারাজ
অমৃতের লীলা প্রকাশ করিয়া নিরন্তর
বাহ্যিকানন্দে অবস্থান করিতেন। প্রীতগবান
প্রতি তাঁহার প্রসাদ অভিনব প্রকাশ
জনগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। এই
মহাত্মাকে বাহ্যিক দর্শন করিয়া কিছুই
বাহ্যিক উপায় ছিল না। প্রীতগবান
শ্রীশ্রী প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রী আচাধ্যক
এই দুই কৃপার আমাদের দ্বারা দীন বাহ্যিক-
গণও তাঁহার মহাত্মা তিনবার সৌভাগ্য
পাঠিয়াছেন। পরমহংস শ্রীশ্রী আচাধ্যক-
গবানের অবাচিত কৃপার প্রীগোড়ীয়ে
সেবকগণ এই মহাপুরুষের সেবালাভের
সৌভাগ্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।
এই মহাত্মার কথা আলোচনা করিতে
গিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদের একটি কথা
মনে পড়ে। তাহা এই,—জ্ঞান-প্রাপ্ত
রাজা আকাশে উদ্ভাসমান হংসগণের
মুখে মহাত্মা বৈষ্ণব প্রাণসংগ্রহ করিয়া
এক মহাপুরুষের অমূল্যার্থ পৃথিবীর
সমস্ত লোক প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু
নৃপাত্তর পেরিত অলসগণ দেশ-দেশের
গ্রাম ও নগর সমস্ত অলসকান করিয়াও
কোথাও এক মহাপুরুষের দর্শন করিতে
পারিলেন না। পরে জ্ঞানে পাপ লেল,
এক বজ্র প্রাণে একটি শব্দেই লগ্নগণে
গাভীরুতর এক বাহ্যিক মহাত্মা বৈষ্ণব
মহাত্মা বৈষ্ণব সঙ্গিত তাঁহার শরীরে বহুজন
করিতে দেখিয়া অনেকের ভ্রান্ত হইয়া
হল। প্রীতগবানকে প্রীতগবানকে বাহ্যিক
কখনও প্রীতগবান হইতে পারেন না। কিন্তু
আধ্যাত্মিক বাহ্যিকের দর্শন প্রাথমিক।

শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজকেও বাহ্যিক
দেখিয়া কেহ চিন্তিতে পারিত না। তিনি
সকলকে বাহ্যিকানন্দে মগ্ন থাকিতেন।
প্রীতগবান তাঁহার প্রেমবাণী। এই মহাত্মার

কোন সাধনচেষ্টা দেখা যায় না। তিনি
অত্যন্ত আবেশে—সহিত—‘অকৃতবৎসল হরি’
‘অকৃতবৎসল হরি’ এরূপ কান্ডে বলিতেন।
কণাশ্রমে তিনি অনেক উপদেশ প্রদান
করিতেন। তিনি করে মাস পূর্বে তাঁহাদের
নিজের স্থানে বিচরণ করিয়া, কয়েক মাস হইল
মহানন্দ হইল র অলগ্নত মজলস প্রাণে
অবস্থান করিতেছেন। এইখানেই তিনি
অলগ্নতগোড়ীয়ে করিয়াছেন।

ভগবান ক্রমে ক্রমে তাঁহারই প্রীতগবান
নিকট চিত্তে বাহ্যিক হইল। তাঁহার
প্রীতগবান প্রীতগবান প্রীতগবান
‘চিন্তা’ করিতে করিতে আমাদের বাহ্যিক জীবন
বাহ্যিক আমবা অভিব্যক্তি করিতে পারি,
তাহার সঙ্গিত প্রীতগবানের নিকট কৃপা-
ভিক্ষা করিতেছি।

বোম্বে প্রীগোড়ীয়ে কীর্তন- মহোৎসব

পরমহংস শ্রীশ্রী আচাধ্যকগবানের কৃপায়
গত ২৩শ, ২৪শ ও ২৫শ আষাঢ়,
বড়গোবিন্দী অষ্টম শ্রীশ্রী সনাতন গোবিন্দী
প্রভু ও শ্রীশ্রী গোপালচন্দ্র গোবিন্দী প্রভু এবং
শ্রীশ্রী লোকনাথ গোবিন্দী প্রভু বিষ্ণু-
মহোৎসব নিরন্তর প্রীতগবান-প্রাণ কীর্তন-
মুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২২শ আষাঢ় বৃহস্পতিবার উষ-
কালে প্রীতগবানের মঙ্গলারাত্রি, গুরুবৈষ্ণব-
গণনা পঞ্চম, গুরুপদসংগীত এবং “প্রীতগবান-
চৈতন্য প্রভু দ্বারা কর মোরে” প্রভৃতি মহাজন-
পদাবলী কীর্তনান্তে “দৈনিক দীক্ষা-প্রকাশ”
হইতে হরিকথা-প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা
হইল। মধ্যাহ্নে ২১শ বর্ষ “গোড়ী” হইতে
শ্রীশ্রী সনাতন গোবিন্দী প্রভুর পুণ্ডরিককণা
চৈতন্যমুখে আলোচিত হইল। সন্ধ্যারাত্রি
পর গুরুবৈষ্ণবগণনা, পঞ্চম ও মহাজন-
পদাবলী কীর্তনান্তে শ্রীশ্রী সনাতন গোবিন্দী
প্রভুর শোচক কীর্তন হইল। পরে উপদেশক
পণ্ডিত গোপাল নিত্যানন্দ ত্রিপুরারী রাগালঙ্কার-
প্রভু চৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রী সনাতন
প্রভুর প্রসঙ্গ পাঠ ও হিন্দুত্ব ব্যাখ্যা করেন।
পাঠান্তে “যে আনন্দ প্রেমধন” গীত কীর্তন
হইল।

গত ২৬শ ও ২৭শ আষাঢ় ২১শ বর্ষের
গোড়ী, তাঁহার প্রাণ ও চৈতন্যচরিতামৃত
হইতে যথাক্রমে শ্রীশ্রী গোপালচন্দ্র গোবিন্দী
প্রভু ও শ্রীশ্রী লোকনাথ গোবিন্দী প্রভুর
পরমপুণ্ডরিককথা-আলোচনা, শ্রীশ্রী গুরু-
গোবিন্দীর কৃপাভিক্ষা ও বিষ্ণুচৈতন্য কীর্তন
এবং অকালপূজনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ
করা হইল।

ঈশ্বরে সে প্রীতি করে সন্তত সবার ॥

ଜମ୍ପାଦିର ମଧ୍ୟେ ଜୀବେର କୋନ୍ ଜମ୍ପାଦି ଗାଠି । ବ୍ରାହ୍ମା କହେ ଶ୍ରୀମ ସା'ର, ମେହି ବଡ଼ ମନୀ ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

- 210 -

নিয়মাবলী

১। প্রিভিগন্থনকনের নানী বা আয়ের প্রতি একপট প্রজাণ-নিবন্ধিত ব্যক্তিগণ পারমাণিকপত্র প্রিন্সীপাল-প্রকাশের প্রাথমিক উৎসার অধিকারী অগ্রিমের বার্ষিক নব মূল প্রিন্সীপাল-প্রকাশের তিনবারে নির্দিষ্ট থাকিলেও অগবৎসমার কার্যমোনাগারের সম-কালিক নিয়োগট উহার প্রকৃত তিন।

২। শ্রীনগোষ্ঠা-প্রাকালো যে-কোন সংখ্যা হঠাৎ প্রান্তিক চক্র গোল এক বৎসর কম সময়ের অন্ত কাঁকাবে প্রান্তিক করা হয় না। শ্রীনগোষ্ঠা-প্রাকাল নয়না বাক্য পাঠান হয় না। নিরুপস্থিত শ্রীনগোষ্ঠা-প্রাকাল খণ্ড প্রান্তিক চক্র হয় না।

৩। কেহ কোন পণ্যো না পাঠলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে
পত্র আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাঠতে চাইলে Reply card বা /১০
নম্বরের ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে টিকানা পরিবর্তন
কর লওয়া হয় না; উচ্ছিন্ন গাভকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্ধোবদ্ধ করায়। স্মার্ট
এ পূর্ব জাননা পাঠলে তৎসময়ে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৩। প্রকালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-লব্ধকীর প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অন্ত্যমোদন লাভ করিলে ত্রৈনবীণা-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অনন্তমোদনিত প্রবন্ধাদি যোগ্যপুস্তক ভাটকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ-প্রেরকগণ প্রেসের কাছের স্থাবধার লোক কাগজের মাঝে এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

୧ । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀପ୍ରକାଶେର ଶ୍ରାନ୍ତି କାରୀର କୌଣସିକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତନକ ଆଚରଣ ବୁଦ୍ଧା ଗେଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳେର ଉଚ୍ଚାନ୍ତ୍ରାସୀ ସେ-କୌଣି ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚିତେ ସେ କୌଣି ବାକ୍ସର ନିକଟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ-ପ୍ରକାଶ-ମେର ବକ୍ତା ବାଟିତେ ମାରିବେ । ଗୁରୁତ୍ବଜ୍ଞମର ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀପ୍ରକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାହେର ବାରି ବଳମନୀ ଚରଣେ ପରମ୍ପରା ବ୍ୟସ୍ତ, ଅଭିମାନ ଓ ଶାନ୍ତିକେ କୌଣି ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ ଅଭାବ ଅନୁଶାସନ ମାରିତାବକ, ମନେହ ନାହିଁ ।

৯। শ্রীমদীশা-প্ৰকাশনৰ ভিত্তিৰে ৯ টিটি-পত্ৰ-১। শ্রীমান নন্দগোপাল ব্ৰহ্মচাৰী কলিকতাৰ, জৈঠ-৯৩৪ঠ, পোঃ শ্রীমদাপুৰ, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাওক ভট্টৰৈ।

— ५१५ —

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও দ্বিতীয় অঙ্ক,	গণনাকী দ্বিতীয় অঙ্ক
৩০	১০০
২য় " তৃতীয় অঙ্ক	১০
৩য় " চতুর্থ অঙ্ক	১০
৪য় " পঞ্চম অঙ্ক	১০
৫য় " ষষ্ঠ অঙ্ক	১০
৬য় " সপ্তম অঙ্ক	১০
৭য় " অষ্টম অঙ্ক	১০
৮য় " নবম অঙ্ক	১০
৯য় " দশম অঙ্ক	১০
এক বসন্তের অঙ্ক চুক্তি লঙ্কায় নব অঙ্ক	

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংলাপ

নিতানীলোৎসবের ঠান্ডা-পানীয় উদ্ভিদ-
 গাছগুলির মত গোলাবর্ণ প্রভাবের বস্তুর
 সজ্জনবৃত্তের যে-সকল প্রয়োজনের অবস্থান
 করিয়াছেন, তাহা সংগঠিত হইয়া প্রকাশিত
 হইয়াছে। মূল্য ১০ আনা।

देवस्य साक्षात् क्रीयम्

স্বাস্থ্যসেবাচাৰ্য্য বিজ্ঞত কৌশল-চৰিত, জালিহাট ও শিল্পা-সংকে বাংলা ভাষায় লিখা হইয়াছে। মূল্য ২০ টাকা।

આવશ્યક—અધ્યાયગીઠ-એવલિત, ૨૫: ૧
અધ્યાયગીઠ, ૨૫: ૧

সাপ্রদায়িকতা

ਸਮਾਜ

নিরপেক্ষ সৃষ্টিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ
হাতে তাক-সবকে ভাঙ-বাঁধা 'নরসনমুলে'
প্রোক্ত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনায়
প্রেরিত এবং পরমাধমকে মানবতাবাদ
সাধারণ ক্রমসমূহ নিরাকৃত কটাকাছে।
সুখা দঃ আদা।

ਸੁਧਾ ੫: ਯਾਤਰਾ।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বাণী

— (•) —

বাংলার নানাক্ষেত্রের উপযোগী একজন কর্মী, বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিক বিভাগের উপযোগী কর্মী পাওয়া তোলাই আজ আমাদের পক্ষে বিচক্ষণতার কাজ হইবে,— একথা আমি বিশ্বাস করি। যুদ্ধোত্তর কালে কৃষি, বন, পুষ্ঠ, পশু-চিকিৎসা, মৎস্যের চাষ এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও ব্যবস্থা সম্পাদনের জন্য অভিজ্ঞ লোকের আমাদের অভাব হইলে না। এরাই আমাদের প্রয়োজনীয় কর্মী সরবরাহ করিবে। কাষ্যকরী দক্ষতা ও বৃত্তির উপর জোর না দিয়া অতীতে ভারতবর্ষে আইনের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হইরাছে। আমার এ অভিমত আমি গোপন করিতে চাহি না। এদেশের লোক, বাহাদের একটা-বৃহৎ অংশ লিখিতে ও পড়িতে জানে না, তাহাদের জন্য গভর্ণমেন্ট কি করিতে চারিতেছে এবং শাসন-ব্যবস্থার ক্রম-বর্ধমান সম্প্রসারণের সংবাদ জনসাধারণের নিকট পৌছাইয়া দিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা গভর্ণমেন্ট করিয়া উঠিতে পারে নাই, এট ব্যাপারটী আমি এদেশে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে পড়ে। জনসাধারণের সম্মত এবং সহযোগিতার উপরেই গভর্ণমেন্টের শাকল্য ও অস্তিত্ব নির্ভর করে। এক বিচার্য-সদ্ব্যক্তি সরকারী প্রচার-বিভাগের সমাক্ সম্প্রসারণ ও দৃঢ়-কণ্ঠের কাজে গভর্ণমেন্টকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যখন এটি সিদ্ধান্ত
ঘোষণা করা হয়, আমি লক্ষ্য করিযাছি যে,
দীন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাহায্যে
এক সম্প্রসারিত প্রচার-ব্যবস্থা নিষ্কৃত
হটেবে বলিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে মন্তব্য করা
হইয়াছে। আজ আমি অতি স্পষ্ট করিয়াই
বলণ যে, এক ব্যবস্থার সহিত রাজনীতির
বিশুদ্ধাভিপ্রায় সম্পর্ক নাই। যে সমস্ত বিষয়ের
সহিত জনসাধারণের পরিচিত থাকি বাছনীয়,
গভর্নমেন্টের জনসেবার যে সকল কার্যে
জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত কাম্য,
যাঙ্গ সেচ কাজ করাই এই সম্প্রসারিত
প্রচার-ব্যবস্থার কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত
হইবে।

বাংলায় দুর্নীতি (corruption)
বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইহা সকলেই জানে।
বাংলার অগণিত মানুষ জনসাধারণের সহিত
আমি নিজের এই কারণে অত্যন্ত দুঃখিত।
আমি, এই সব দুর্নীতিকে জনসাধারণ
অপারদ্রব্য; এবং তাৎক্ষণিক অস্তিত্ব হইয়া
গড়িতেছে, ইহাই আমাকে পীড়িত করিয়া
তুলিয়াছে। এই সব দুর্নীতির প্রতি

অন্যনোবোদ্ধিতা, প্রসন্নতা ও সহনশীলতা
 যুব দেশী লক্ষ্য করা যাতেছে। বঙ্গদেশ
 জনসাধারণ অথবা কেবল কলিকাতার
 অধিবাসীও যদি এ বিষয় তাৎপর্য মনোভাব
 পরিপক্বিত করে, এ বিষয়ের কিছুটা প্রতিকার
 সম্ভবপর। গোপনে অথবা যে-আইনী
 দালালী বা উৎকোচ কেও প্রচলন বা প্রদান
 করিলে সাক্ষী সাবুদ লভ্যা যদি জনসাধারণ
 প্রতিকারার্থ আগাইয়া আসে, ইহার কিছুটা
 প্রতিকার হইতে পারে; ইহা না করিয়া
 কেবল নাসাবুক ন কোন কাজ হইবে
 না।

গত মাস দুইয়ের সংবাদপত্রের সহিত
 বাহ্যার পরিচয়। ঐহায়াই জানেন, বাংলায়
 বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিলম্ব
 ভাবাক্রান্ত হওয়া উচিত। দেশের শাসন-
 ব্যবস্থা কার্যকরী ও সুকৃতাৰ্থে পরিচালনা
 করা মুকের চলতি অবস্থার অচল রাজনৈতিক
 পরিস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে সুনির্দিষ্ট
 রাজনৈতিক মতামতের প্রতিশ্রুতি সমাজের
 রাজনৈতিক জীবন গঠনের সহায়তা করে,
 উহার অভাব হইতে আশ চাহি না; কিন্তু
 আপনাদের স্বার্থের ব্যতিরেকে আজ কার্যকর
 উদ্যোগী হইয়া থাকিলে চলিবে না। জন-
 সাধারণের এবং এই দেশের একান্ত
 প্রয়োজনীয় স্বার্থের প্রতিরক্ষা না হইলে,
 ইহা আমাকে দেখিতেই হইবে।

চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষ ভরবিল

ମହାନ୍ତି ହୃଦିକ ତତାବଳେ ନାବାବାବେ
 ଚିତ୍ରାମ ଭୋମା ବାହୁ-କନ୍ୟାମ ଉଦ୍ଭାସେ ଚିତ୍ରାମ
 ଏବେବେ କହେକଣି ମହାକାନ୍ତି ଆଦିମେବ କର୍ତ୍ତ-
 ତାରିଗମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ "ମାନି ତିନା" ନାଟକ ଏକଟି
 ମାଧ୍ୟାତ୍ମକ ନାଟକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ।

কয়েকদিন পূর্বে পুটিয়া নহরো জমিদার
একটি অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব
অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয় করিয়া প্রতীক
উপলব্ধির জন্য ৫০,০০০ টাকা সংগৃহীত
হইয়াছে।

૬૭૧.૦૦૦ લગભગ

১৩ই জুলাই বেসামরিক সরবরাহ
বিভাগের একটি বিভাগে দল্য হইয়াছে
যে, জুন মাসের বিতরণে ২৮৯,০০০ মণ
লবণ বাঙালার ভোগ্যমূহে চালান দেওয়া
হইয়াছে। ইহা গঠিত সারা জুন মাসে মোট
৫৩৭,০০০ মণ লবণ চালান দেওয়া হইল।
ইহা ছাড়া, দেশী নৌকা ও গরীর সাহায্যে
এবং ব্যবসায়ীদের মাঝতার আরও
১১৮,০০০ মণ লবণ ভোগ্যমূহ প্রেরিত
হইয়াছে।

শ্রীমান-মাসাপুর সীমান্তকাল প্রিটিং ওয়ার্কস হইতে হ্রী মনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বাবধী সম্পাদিত
ও শ্রীমদকিশোর তত্ত্বাবধী বহুক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যের কল্যাণকরত্ব
— — —
শ্রী শ্রী গঙ্গাগোবিন্দো-
রচিত অমূল্য কল্যাণকরত্ব-
গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
ইহা বঙ্গদেশের সকল
নিবাসীরা।
প্রাপ্তিমান—
শ্রীযোগেশ্বরী-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমদ্রাধু, নবীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দৈনিকোত্তম
— — —
শ্রী শ্রী গঙ্গাগোবিন্দো-
রচিত অমূল্য কল্যাণকরত্ব-
গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
ইহা বঙ্গদেশের সকল
নিবাসীরা।
প্রাপ্তিমান—
শ্রীযোগেশ্বরী-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমদ্রাধু, নবীয়া।

১৯৮৮ বর্ষ { ৩ জ্যৈষ্ঠ গৌরব ১৯৮৮, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৫; ৭ই আগষ্ট ইং ১৯৮৮, সোমবার { ১১৬-১১৭শ সংখ্যা

শ্রী শ্রী গঙ্গাগোবিন্দো জয়ন্তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ জ্যৈষ্ঠ, সপ্তম সপ্তম গৌরব ১৯৮৮

কাজলই রূপা পয়

সেবার পতি—সেবার প্রতি উল্লুখ
হ'লে সেবার পরমমুখী ও পরম ঐশ্বর্য
দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইলে জীব নিজে
কেবল বা ক্ষুদ্র উপলব্ধি করিয়া দীন না
হইয়া পাবেন না। যেখানে সেবারুখতা,
সেইখানেই দৈন্য। অকপট দৈন্যই
সেবারুখতার পরচায়ক—সেবার সজ
বোধবৃত্তি ও সজ্ঞার পরিচায়ক। সেবার
বাস্তব আশ্রয় লাভ হইলে—সেবারূপ-
শোভা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইলে—
সেবা কতটা রূপাময়, তাহা উপলব্ধি বিষয়
হইলে, তখন সেবার চিত্তবৃত্তিতে সহজ-
ভাবেই দৈন্য উপলব্ধি হয়। এই দৈন্য আর
কিছুই নহে ইহা বরাহ। 'নিজানন্ড' যুক্তি
এই সাক্ষ্যভাবে—এই সহজবোধ্যরূপে
এই নিকটে পাহারাও তাঁহার বিন্দুনাও
সেবা করিতে পারিলাম না, আমার মত
এই পতিত বারতীর প্রাত তাঁহার এত
অহৈতুকী রূপাময় অলম্ব্যতার বর্ষিৎ থাকিলেও
আমি তাঁহার একাবল্লভ হৃদয়ে বাসন করিতে
পারিলাম না—এই বলিয়া নিজেকে অত্যন্ত
ক্ষুণ্ণী জানিয়া সেবক নিরন্তর সেবাপাদপদ্মে
নিঃশেষ জ্ঞাপন করেন। সেবকের দৈত
সেবকের চিত্তকে আর্জি করায় এবং সেবাকেও

সেবকের পতি রূপাধিগমিত করায়।
এই নিত্যজী-নামের দৈত সেবাকে সেবকের
পতি আকৃষ্ট করায়। দৈতজী-নামের
গতিতে ইতিহাসের অধিক উল্লস লাভ
করেন।

রূপাধিগমিত দৈত দীন। 'নাহি
রূপাধিগমিত, দৈত মোর জীবন'। রূপা
প্রীতিই একমাত্র ধন। এই রূপাধিগমিত
দৈতকে সেট ধনে ধনী করিতে পারেন
রূপাধিগমিত রূপাধিগমিত—একমাত্র ধনী
শ্রীশ্রীপাদপদ্ম। যখন নিজেকে রূপাধিগম-
যনীন বলিয়া বাস্তব অনুভূতি হয় এবং
সেই ধনই আমার একমাত্র জীবন—এই
মধ্যে মধ্যে উপলব্ধি হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে
শ্রীশ্রীপাদপদ্ম কত বড় ধনী, এ তুমি ধনী
নহেন, আমার মত এত দৈত, দীন
কাজলকেও রূপাকটাকে সেট ধনে ধনী
করিতে অনায়াসে পারেন ও ধনী করিবার
অন্ত সত্ত্ব উৎসাহ, — এই শুদ্ধ নিশ্চয়ত্ব
বিশ্বাস হয় এবং সেট ধন পাওয়ার জন্য
অত্যন্ত ব্যগ্রতায় হইয়া পড়েন, তখনই
সেবক দৈতজীসহকারে সাধনরূপে শ্রীশ্রী-
পাদপদ্মে প্রার্থনা করেন,—

"প্রেমধন বলা ব্যর্থ দারিদ্র্য জীবন।
বাগ কাঠ বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।"

এই প্রার্থনায় সেবকের নিজ সাধন-
চেষ্টা বা যোগ্যতা-অযোগ্যতার তরঙ্গ
নাহ, পরন্তু শ্রীশ্রীপাদপদ্মের রূপাধিগম-
প্রাপ্তি বা বলাধী রূপাধিগমিত একমাত্র
আশ্রয়স্বরূপ কারণ। আমি রূপাধিগমিত
সমস্ত অযোগ্য হইলেও যে রূপাধিগমিত
আমার মত এত পতিতকেও আমার কেবল
হৃদয়ে বস্তুত্বক আকর্ষণ করিয়া জীবন-
বল্য বীর শ্রীপাদপদ্মে নিজাকালের তত্ত্ব আশ্রয়
প্রদান করিয়া তাঁহার অযোগ্যতম সেবাকার

সেবকামরূপে নিজেকে আনিবার সুবুদ্ধি
দিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীপাদপদ্ম আমাকে
রূপাধিগমিত ধনী অশ্রুটি করিতে পারেন
এবং ক'রবেন—এই রূপাধিগমিত সমস্ত
ও আশ্রয়ক অকপট রূপাধিগমিত হৃদয়ে
নিভাকাল থাকে। যে সেবক শ্রীশ্রীপাদপদ্ম
পদ্মের রূপাধিগমিত অর্থাৎ শ্রীশ্রীপাদপদ্ম
কি-ভাবে চ'রন ঘটে শ্রীশ্রীপাদপদ্ম
করেন, তাহার মন-ম আশ্রয়ক দর্শন
করিবার সৌভাগ্যবান, তিনিই শ্রীশ্রীপাদপদ্ম-
পাদপদ্ম—শ্রীশ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ক,
অপরে নহে। শ্রীশ্রীপাদপদ্মের সমস্ত
বিশ্বাসবৃত্তি মমতাবিশিষ্ট মনুষ্য দীনাচর
সেবকের নিকটেই নিজের রূপাধিগমিত তাঁহার
সমস্তোমুখী রূপাধিগমিত রূপাধিগমিত
থাকেন। সেবক যতই শ্রীশ্রীপাদপদ্মের
অসমর্পণ মহিমা ও রূপার কথা উল্লিখ
করেন, ততই তিনি নিজেকে দীন হইতে
দীনতর, দীনতর অযোগ্য হইতে অযোগ্যতর
ও অযোগ্যতম জানিয়া অধিক—

"রূপ সে তোমার, রূপ দিতে পার।
তোমার শক্তি আছে।
আমি ত' কাজল, রূপ রূপ ব'ল'
খাই তব পাঁছে পাঁছে।"

এই বলিয়া চিত্তক পদবিক্ষেপে শ্রীশ্রী-
পাদপদ্মের চিত্ত, চিত্ত ও রূপাধিগমিত
নিজেকে নিরাময় করিবার অত ব্যগ্রতায়
হন। যিনি রূপকে চান, তিনিই শ্রীশ্রীপাদপদ্ম
পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তিনিই শ্রীশ্রীপাদপদ্ম-
পাদপদ্মের সঙ্গে থাকে থাকে বিশেষ বাস্তব
লাভসম্পন্ন হন। রূপাধিগমিত চিত্ত-সম্বন্ধে
ঐকান্তিকতার অভাব থাকিলে অথবা চিত্ত
অভাববৃত্তি থাকিলে শ্রীশ্রীপাদপদ্মের
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না; ফলতঃ
আশ্রয় করিবার অভাব করিয়াও অনাশ্রিতই

থাকিয়া যাইতে হয়। যিনি শ্রীশ্রীপাদপদ্ম
তিনিই শ্রীশ্রীপাদপদ্মের মধ্যেই রূপকে পাঠিতে
চান, তিনি আশ্রয়-সম্পন্ন বিষয়বিশেষের
সেবার অলম্ব্যতায় হন।

নিজেকে কাজল বলিয়া জানিলেই
কাজলের ঠাকুরাণী কাজলের ঠাকুরকে
দিয়া থাকেন। কাজল না হইলে
কাজলের ঠাকুরাণী বা কাজলের ঠাকুর
কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার হয় না।
কারণ, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মসেবারাজ্যে
একমাত্র কাজলগণেরই একচেটিয়া অধিকার;
মাতৃক পুরুষাভিমাত্র সেখানে প্রবেশাধিকার
নাহ। যে রূপকে চায়, অথচ পাঠিতেছে না,
সে কি কখনও জগতে বড় হইবার জন্য—
জড়িত করিবার জন্য চেষ্টা করে বা ঐক্য
হেঁচর লেগেও তাঁহার চিত্তকে আশ্রয়
করে? তাঁহার চিত্ত সক্ষমতাই বিরহভাষে
কাতর; কাতর ক্রন্দন ছাড়া তাঁহার কি
একমুহুর্তও অত্যাধিক হয় যে, সে অল্প
জীবন লাভের জন্য মন দিবে? আর যদি
কখনও দৈন্য অত চিত্ত আসে, 'তাঁহা ত'
তাঁহার চিত্তকে যত্নবান হইতে আরও আশ্রয়
দেয়, তাঁহাকে আরও কাতর হইতে তাঁহার
দেয়। এত বড় রূপবস্ত লাভ করিবার
জন্য যিনি ইচ্ছাশিষ্ট এবং তাঁহা লাভ
করিবার এত মূল্যবান পদ্ম 'যিনি দেখিতে
পাইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাকে সেট বস্তু নিশ্চয়ই
পাওয়াইয়া দিবেন, একদা তাঁহার সঙ্গে
যাঁহার দেখা হইয়াছে তিনি একমুহুর্তও
আর বলহ করিতে পারেন না; নিজের
একমুহুর্ত বা এক নিমেষ সময়ও অত
কাঁচো বাহ করিবার অবসর পান না।
তুচ্ছ জগতে বড় হইবার জন্য চেষ্টা
মন 'দেবার সময় তাঁহার থাকে না। জগৎ
তাঁহাকে সম্মান করে কি অপমান করে,

সবার জীবন রূপ জনক সবার। হেম রূপ যে মা তাকে সর্ব বার্থ তার।

তাঁহার বৈজ্ঞানিক সূত্রবান্ধনোর অত
 তৎপর কি উদাসীন, এসব বিষয় তাঁহার
 চিন্তাশ্রোতে আসে না। কারণ, মূল গোণের
 চরম গোণা যে ঐতিহ্যবোধবোধনানা প্রাপ্তি,
 সেট আশা তাঁহার জন্ম হুড়বা করিয়াছে।
 ঐতিহ্যবোধের এত বড় আশা যে চিন্তকে
 অব্যবহার করিয়াছে, সেট চিন্তে অত সূত্র
 আশা হান পাটবে কি করিয়া? ঐতিহ্যবোধ-
 জ্ঞান-অন্তর্ভুক্ত-লাভ করিলে ঐতিহ্যবোধের
 দেহালাই ইহকালে সূত্রবান্ধনের আশা
 পরজগতে সূত্রবান্ধনের আশা, একদা টেক্সন-
 প্রাপ্তির আশা, মোক-প্রাপ্তির আশা ত' দূরের
 কথা। এমন কি, বৈজ্ঞানিক-প্রাপ্তির আশাতেও
 উৎসর্গ করিয়া বহুটী জীবের জীবন-সংকলনে
 একজন্ম আসন রচনা করেন। এটরূপ
 বলবতী আশার বিনি আশা-বিত, তাঁহার
 আবার উৎসর্গতা কোথায়? তাঁহার নিকট
 অনর্থের বল কোথায়? তিনি কাকাল
 ভলেন্ড - কাকাল হলেও তাঁহার মত বলবান
 আর কেহ নাট। একথিকে যেমন তাঁহার
 মত বীনতীন কাকাল আর কেহ নাট,
 অপর দিকেও উৎসর্গ তাঁহার মত বলবান—
 সূত্র ও বনী কেহ নাট। বিনি বহু-
 প্রাপ্তির আশা পাটবাছেন, তাঁহার বহু-
 প্রাপ্তি অন্তর্ভুক্ত বহুটা থাকে। আশাট
 কোন, আশা-প্রাপ্তি জীবিত। কতানা মৃত্যু।
 কতান মৃত। বীনতা বা বীনতার অন্তর্ভুক্ত
 কতান - দাঁতুকতা জন্মে হান পাটলে
 হজালা আসে। দাঁতুক সেবালা পার না।
 সে জন্ম-ভোগের আশ-মহীচিকার পিছনে
 দাঁতুক বহু শে-ব হজালা বা মৃত্যুট লাভ
 করিয়া থাকে। ঐতিহ্যবোধের আশা পাটবা
 যায়। দাঁতুক ঐতিহ্যবোধবোধকে জন্মে হান
 পিছ চার না—নিজের একমাত্র সত্য-কাজী
 দাঁতুক আপন বলবান জানিবার
 ভোগ-কাজীরা উৎসর্গ করে না—তাঁহাকে
 নিজের জীবন-সর্গের বলবান বহু কামিতে
 চার না। সূত্রবোধ সে সেবালা পাটবে কি
 করিয়া? আশার মূল মালককেই ত' সে
 আবেলা কারণ বৈজ্ঞানিক তাঁহার বৈজ্ঞানিক
 দাঁতুক পাতাখান করিল। দাঁতুকের নিকট
 ঐতিহ্যবোধ তাঁহারের কামের বহু গোণের
 বহু। দাঁতুক জন্মে ঐতিহ্যবোধবোধের
 কামেরবহু বা কোন সাড়ি পার না।
 কারণ, চেতন চেতনের জন্মেই প্রেরণা দেন ;
 চেতনে চেতনে response হয় -- আশার
 লেভন হয়। কাম, ভালবাসা বা আপনজান
 থাকলেই response পাটবা যায়। যেখানে
 ঐতিহ্যবোধবোধের প্রাপ্তি চিন্তে ভালবাসা বা
 আনন্দ, সেখানে বৈজ্ঞানিক, অকামনতা ও
 আশা আবেলা। বৈজ্ঞানিকের চিন্তেই স্পন্দন
 বা response হয়। ঐতিহ্যবোধবোধ বলেন,
 "নিকট বৈজ্ঞানিক, আশি, কামতা ও সেবাচেতা
 —সর্গকণ চাতকের ন্যায় ঐতিহ্যবোধবোধ

তপা প্রার্থনা করিতে থাকিলেনই অল্পকাল
বীন্দর, অকিঞ্চন, অগ্নি ভাব হইল
গোবিন্দের চৈত্র, চিত্ত, তপাশীল, তদন্ত
সেবার প্রেরণা উপলব্ধ করিতে পারিলেন।”

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের বড় আদরের
 ঘন। গোপকোটি-সকল দ্বিধা তিনি শ্রীকৃষ্ণকে
 সেবা করেন। সেট ঘন বাহ্যিক হাতে
 দিলেন, তাহাকে অনেক অত্যন্ত আদরকারী,
 প্রকার ঘনলিপ্সু, নীন কাজাল জানিরাই
 দিলেন। কারণ, দ্বিধিত্ব যেক্ষণ ঘনের সমাধার
 করে, অগ্রে তৎক্ষণ করে না। যে নিত্যকে
 কাজাল নীন শাল্লভা জানেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-
 পাদপদ্মের গোপাধায় কৃষ্ণবস্ত্র ঘনকে লাভ
 করেতে পারেন এবং লাভ করিয়া মিলে
 ঘনাসকল দ্বিধা তাহাকে সেবা করেন।
 নীচের মত—কাজালের মত এত ভাগাবান
 আর কেহ নাই। কাজাল সন্তত কৃপার
 বিধারী। তাই কাজালক কৃপা নাহ। তাহার
 প্রার্থনা—

କବେ ହେନ କ୍ରମା ମତିହୀ ଏ ଜନ
କୁତାର୍ଥ ହୃଦୟେ ନାଏ ।
ଅଜିବୁଝଣେନ ଆସି ଅତି ଦୌନ
କର ଯୋଗେ ଆଶ୍ରୟାଏ ॥

ଯୋଗ୍ୟତାବିହାର କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ
ତୋଷାର କନ୍ୟା ମାର ।
କନ୍ୟା ନା ତେଲେ କାଳନ୍ଦା କାଳନ୍ଦା
ପ୍ରାଣ ନା ସାଧିବ ଆର ॥

नगरसंकीर्तन

“বহু লোক একত্রে মিলিয়া বাত ও
 নৃত্যানাদির সহিত ভগবানসংকীର୍্তনমূলক নগর-
 পারভ্রমণ বা নগরে নগরে শ্রুতগবানের নাম-
 প্রচারই - ‘নগরসংকীର୍্তন’। এই নগর-
 সংকীର୍্তন কালযুগাবনাবতারী স্বয়ং-ভগবান
 সংকীର୍্তনপিতা শ্রীগৌরমুখর স্বয়ং প্রবর্তন
 করণাভেন।

উচ্চ পাঠ্যক্রমের দ্বারা একাধারে আয়োজন
করা ও পেরোপকাও উত্তমই হয়। বীহাদেশ
কর্ণে উচ্চ কীটনের ধ্বনি পাবই হয়, তাঁতারাও
মহৎপলাত করেন, আর কীটনকারীওও
একাধারে হৃদয়-কীটন, অর্থ ও স্বরণ
হয়। নগরকীটনের দ্বারা একসঙ্গে হৃদয়ের
লক্ষ্যমতল সাধিত হইয়া থাকে। অনেক
সময় ঘরে বাসিয়া নিজে নিজে উচ্চকীটন
করিলেও সেট ধ্বনি শুভ্র চৈতন্য পশুপক্ষী
বা আচ্ছাদিত চৈতন্য বৃক্ষপত্রাধার সৌভাগ্য
উদয় করার না, কিন্তু নগরকীটনের দ্বারা
পশুপক্ষীকীটনতত্ত্ব-তত্ত্বমতাদিও প্রকৃতি
বা সৌভাগ্যের উদয় হয়। ব'ত্বতত্ত্ব
পতিতপাবনাবতারা ইগোয়স্ক্রমের কীটন-
ক্রমের কথা এইচ.জি.বি.স্ক্রমের এটরনে
বর্ণিত আছে,—

“ହରିବୋମ୍ ନମି’ ଶ୍ରୀକୃତ୍ୟେ ଓଷଧ୍ୟାୟ ।
 ବୃକ୍ଷଗତା — ବହୁଲିତ, ଯେତେ ସ୍ଥାନ ଓ ‘ବ’ ॥
 ବାଞ୍ଛିତ୍ୟ ଓ ହାବିବ ଶବ୍ଦମ୍ ଗାହେ ବଡ଼ ।
 ଶବ୍ଦନାମ ନିବା ଶେଷ ଯୋଗେତେ ଓଷଧ୍ୟାୟ ॥

ଆବାହାରୀ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନାମ ଠାକୁର ସଜିଆ-
କେନ,—

“ক ও সঙ্গ তুলিলে হৃদয়াম ।
পত, পক্ষী, কীট বাহু শিবৈক্যমাম ।
পত - কী-কীট-জীব বাহুভেদ তা পারে ।
তুলিলেই হৃদয়াম ভাঙা সব ভরে ।
জাপলে শিবৈক্যমাম আপনে সে করে ।
উজ্জ্বলকীর্তনে পর-উপকার করে ॥”

(१७:३५)

সংকীର୍্তন-সম্বৰ্দ্ধক শ্ৰীমদ্ভগবদ্গীতা-
 নীলাকান্তে ঐশ্বৰ্য্যময়ীপুরে শ্ৰীশ্ৰীমদ
 প'তন্তর গৃহে বসন্ত কল্প কাশী-প্রতিনিধার
 সংকীৰ্ত্তনবিলাসে নিরন্ত থাকিতেন। তখন
 পাব'ভ্রমণ তাহাতে প্রবেশ করিতে না
 পারিয়া ঘূরে 'খা'করা নানা প্রকার হস্তচন
 প্রয়োগ করিত। সজ্জনগণ কেও কেহ নিজ
 অঙ্গুষ্ঠের দ্বিধার প্রদানপূৰ্ব্বক তাঁহারিগকে
 সংকীৰ্ত্তন মেনাইবার অস্ত্র তত্ত্বগণকে
 অত্যাধেব করিতেন। নগরবাসী সজ্জনগণ
 দ্বিধাভাগে নানা প্রকার জ্বালামিশ্র প্রভুর
 মৰ্ণনাথ গমন করিয়া প্রভুপাদপদ্মে দণ্ডন-
 প্রাপ্ত হইলে শ্ৰীমদ্ভগবদ্গীতা-সংকল্পের কক্ষভক্তি
 হউক" -এরূপ আশীর্বাদ প্রদানপূৰ্ব্বক
 নিম্নজ সচকারে মহামন্ত্রকীৰ্ত্তন শু জন করিতে
 এবং হাতে তালি দিয়া কখনো কীৰ্ত্তন
 করিতে উপদেশ করিলেন।

“ନବମ ହଠିରେ ମଧ୍ୟ ନଗାହସ୍ୟାଗମ ।

আত্ম দোষনাশে তবে কখনে গমন ॥

କେବଳ ବା ନୁହେଁ ଯୁଗା, କାରୋ ହାତେ ବଳା ।

କେହ ଘୁଷୁ, କେହ ଘାସି, କେହ ଘରା ଘାଣା ॥

ଜର୍ଣ୍ଣସା ଚଳେନ ମସେ କାତ ନ'ଧନାସେ ।

‘ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ’ ସବୁମୋକ୍ତ ଦଶମେ କରେ ॥

ଆଉ ଏଣେ.—“ହଫତାକି ହଉକ ମାମା ।

କୃଷ୍ଣନାମ-ସ୍ତୁତୀ ଏହି ନା ବାଜିବ ଆସ ॥”

“আপনে লম্বা হোক কাম উল্লসিত ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ । ଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ॥

'ହେଁ କ୍ଷମା ହେଁ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷମା କ୍ଷମା ଗଢ଼େ ତଳେ ।

ହରେ ଚାମ ହରେ ଚାମ ଗାମ ବାମ ହରେ ଗେ' ॥

ମୁକ୍ତି ବାଣୀ : ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ।

ହଠାତ୍ ଉପାସା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ।

ପ୍ରତି ଶତକେ ସଂଖ୍ୟା ୩୫୦୦ ଯାଏଁ ।

ମହାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ନିର୍ବାଣ ।
ମହାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ନିର୍ବାଣ ॥

पञ्चमः अङ्कः ।

কীৰ্ত্তন কৰাৰ সৰে ভালে কৰাৰ সিদ্ধান্ত

কাজের কথাই নিয়ে হাতে তালি দিয়া ।

গোলাল গোঁ এক ভায় কিম্বদন্তি ॥

सुःकीर्तनं कश्चित् नृपः ।

ହୌ ମୁଦ୍ରା-ବାସେ ହାସି' କର' ମିତ୍ର। ହସେ

১৯৭৬-৭৭

মনসবাসী সকলেই প্রভু রূপোদ্দেশ
 জীবন করিবা। সত্য়াকালে যুগ্মধারে বাসবা
 করতালিন্দবোধে। সংকীর্ণ কংকত
 থাকিলেন। ক্রটিরূপে প্রভু রূপায় সকল
 নগরে সংকীর্ণ হইলে লাগিল। অমানি
 মানদ-লীল প্রভু দত্তে কৃপ-বাগদপুলক
 সকলের নিকট গমন ও নিকলকে আগমন-
 পূর্বক আতি সহকারে কীর্ণ কংকত
 অপ্রোধ করিলে সকলেই প্রভু রূপোদ্দেশী
 আবেশনে আভিভূত কংকত কংকত
 কীর্ণবাস্য কংকত আশ্রয় করিলেন। সকলে
 সুদয়-অ-নি সংবোধে। সংকীর্ণ কংকত
 থাকিলে বিব-রূপনগর উদ্যকে হাকামিগের
 হোষানিকের সুদয় মনে করিবা। নানাস্থকার
 কংকত উদ্যায় করিতে লাগিল।

দৈনন্দিনে একদিন বিঘণী কাজি সেটপথে
 বাটসে বাটতে কীটন তানরা। মৃদক-ভব ও
 কোন ব্যক্তিকে প্রহারপূর্বক পুনরায় কীটন
 করিলে জাহাও অব্যক শাসিত। তব, প্রথাচার্য
 কীটন বন্ধ করিয়া দিল। কাজি চুটপ-সহ
 নগরে ভ্রমণ করিয়া সকলই কীটন নিষেধ
 করিতে থাকিলে পাহাড়াগণের আনন্দ হতল।
 তাহার সানন্দে নানাপ্রকার উপহাস করিতে
 থাকিল।

ନଗରୀମିଶ୍ରଣ କୌଣସିନାମକେ ବାଧାମାତ୍ର
 ଚିହ୍ନା ପ୍ରଭୃତ୍ୟାମ୍ବେ ନକଲ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନମୁକ୍ତିକ
 ହସ୍ତେ ଅବତ୍ତ ଚଳିଲା, ବାହିସାର କଥା, ଆନାଟେ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫୋପେ ହଠାତ୍ କରିତେ କ'ରତେ କାଞ୍ଚି-
 ନନାର୍ଥ ନକଲ ନଗରୀମୀକେ ଏକ ଚକ ନୀଳ
 ଶିଖା ନକେ ଗଂନ କରିବାର ଆଦେଶ ଶ୍ରୀମାନ
 କରିଲେନ । ନକ୍ଷତ୍ର ଚିହ୍ନା ଦୋଷିତ ହଲେ । ନକ
 ନକ ଲୋକ ଅଗନ୍ଥା ଶ୍ରୀନୀଳ ଆଲିସା ନକେ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମୀକେ ଆମିଷା ଉପସ୍ଥିତ ହଲେନ । ଶ୍ରୀକୃ
 ପୁନକ୍ ପୁନକ୍ ନକ୍ଷତ୍ରାଦେ କୌଣସିନେର ବାବହା
 କାବହା ନକ୍ଷତ୍ରାଦେ ଗଞ୍ଜାତୋର କୌଣସି କ'ରତେ
 କରିତେ ଅଗ୍ନିମର ହେତେ ମାଗଲେନ ।

প্রভু যে নগরে প্রবেশ করেন, তথায়
 শ্রী-রুদ্ৰ-গণকানি সকলের স্ব-স্ব গুরুস্বাম্যাদ
 পরিভাগ ক'রয়; প্রভুগাদপথে দণ্ডবৎ প্রণত
 হইয়া কৃষ্ণপ্রেমভরসে উন্মত্ত হইলেন। নগর-
 বাসিন্দা: দেখে: স্নান-কাব-দর্শনে পাবতী-
 গণের দ্বন্দ্বজালা উদ্ভূত হইল। তাহারা
 মনে মনে বাগতে লাগিলেন, ততাবসরে কা'ল
 আশ্রমে হৃদ্যদের কীর্ত্তনানন্দ সব ছায়ায়
 হইত।

ଶ୍ରୀମତୀମତେ ଏହି କାଳରେ ଗୃହାବସ୍ଥାରେ
 ଚଳିତେ ପାରିବେନା । କାଳି ଶ୍ରୀମତୀ ଏବଂ
 କାଳିଆ ଗାହାଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲୋକ ସେବା
 କରିବେନା । ଏହିସମୟ ମତେ ଯୁକ୍ତ 'କାଳିଆ',
 'କାଳିଆ' ଲେଖା ଲେଖି ଏବଂ କାଳିଆ ନିକଟ
 ମତେ ଲେଖିବାକୁ କାଳିଆ ମତେ ନିବେଦନ
 କରିବେ, ଗାହାଣୀ ଲେଖିବା କାଳିଆ ମତେ ଲେଖିବା
 କରିବେ । କାଳିଆ ଗୃହାବସ୍ଥାରେ ଲେଖିବାକୁ
 କାଳିଆ ଲେଖିବା ନିବେଦନ କରିବେ ଏବଂ

ভাষারে সে বলি শ্রম করি সন্নাচার। ইহরে 'সে' শ্রীতি করে সঙ্গত সবার

ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବାକ୍ ଶୁଣିବେ ବଡ଼ ଧନୀ ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-১৯৩০-১১-

নিয়মাবলী

ঐতিহাসিকগণের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট প্রকাশ-নিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপন্থা ঐনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী অগ্রিমভের বাহিক নব মূল ঐনদীয়া-প্রকাশের তিন্মুদ্রণে নির্দিষ্ট থাকিলেও ভগবৎসেবায় কার্যমনোবাক্যের সহ-কালিক নিয়োগেই ইহার লক্ষ্য তিন্মুদ্রণ।

২। ঐনদীয়া-প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক ভগ্নাংশে গেলেন এক বৎসরে কম সময়ের অত্র কাটাকটে গ্রাহক করা হয় না। ঐনদীয়া-প্রকাশ নমুনাধিক্যে পাঠান হয় না। নিয়মিতভাবে ঐনদীয়া-প্রকাশের খুঁচা গ্রাহক ভগ্নাংশে পাঠান হয় না।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাহা এক মাসের মধ্যে না ক্যান্টিলে পেরে আর পাঠায় বাহ্যিক না। পরোক্ষ পাঠাতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন কর লওয়া হয় না; উল্লেখ্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট ও পূর্ণ কাননা পাঠিলে তৎসম্বন্ধে কোন বাবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৪। প্রকাশ্য ব্যক্তিগণের পরমার্থ-স্বকীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অন্তর্ভুক্ত লাত কারনে ঐনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধাদি বন্দোবস্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে কেবল পাঠান হয় না। প্রবন্ধগ্রাহকগণ প্রেসের কাছের সুবিধার অত্র কাটাকটেই এক পৃষ্ঠা পরিচালিতভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। ঐনদীয়া-প্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অপ্রাকৃতিক অধিকার বৃদ্ধি গেলেন ও সম্পাদকের তচ্ছায়ায় যে-কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট ঐনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধতাক্ষণিক ঐনদীয়া-প্রকাশ ধর্মগ্রন্থের দ্বারা কলমদ্বারা প্রেরণের পরমপূজ্য নম্র, সুভারং প্রীতিতে কোন বাবহারিক কাছের নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। ঐনদীয়া-প্রকাশের তিন্মুদ্রণ ও চিঠি-পত্র—ঐনদীয়া নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, লিঃ-৩৩মঠ, পোঃ ঐনদীয়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কাব্যাদ্যক

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ও দ্বিতীয় বার,	পরবর্তী দিনের হার
১/২ দিনের প্রতি টাক ২০	১০০
" " " ১/২ দিনের প্রতি টাক ১০	৫০
" " " ১/২ দিনের প্রতি টাক ৫	২৫
" " " ১/২ দিনের প্রতি টাক ১	১০

এক বৎসরের অত্র চুক্তি লইলে ৫৫ বৎসর

শ্রী সুরস্বতী-সংলাপ

নিভানীয়া-প্রকাশ ও বাস্তবিক ঐনদীয়া-প্রকাশ-সিদ্ধান্তস্বরূপী গোপালী প্রভৃতি প্রকাশ্য সম্প্রদায়ের যে-সকল প্রবন্ধগ্রাহক প্রকাশ্য করিয়াছেন, তাহা লক্ষিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৫০ আনা।

বৈষ্ণবোৎসবী শ্রীমধ্ব

ঐনদীয়া-প্রকাশের বিখ্যাত ভাবন-চরিত, জগদ্বাক্ত ও লিখা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ। মূল্য ২০ টাকা।

প্রাপ্তস্থান—ঐনদীয়া-প্রকাশ, পোঃ ঐনদীয়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা

ও

সম্বন্ধ

নিরপেক্ষ সুবুদ্ধিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ হইতে ডাক-সম্বন্ধে জ্ঞান-ব্যাপারসম্বন্ধে জ্ঞান ও পাত্রের বিচার ও সমালোচনাই প্রবর্তিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতীর সাধারণ জন্মস্থান নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৫০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

—::(১)::—

ভুক্তিকল্পিত ন্যায়াল

গত বৎসরের ভুক্তিকল্পিত ফলে বাঙালার যে-সকল লিখিত অনাথ ভুক্তি পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৬০০ জনের ছবি ও মাতাপিতার নামধাম, জন্মস্থান, বয়স, সম্প্রদায়, শ্রী কিম্বা পুরুষ উভয়বিধে গণনা করিয়া গণনা করা হইতেছে ইহার মধ্যে ৩০০ জন ভুক্তি এবং ২,২৭২ জন মূলমান। তাহার বাঙালার দেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অনাথপ্রায়ে প্রতিপালিত হইতেছে। এষ্ট প্রেরণ সরকারী এবং বেসরকারী রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিপালিত সমস্ত অনাথের নাম রেজিস্টারী এখনও শেষ হয় নাই।

ঢাকা জিলার সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক অনাথ লিখিত নাম রেজিস্টারী করা হইয়াছে; ১,৪৩২ জনের মধ্যে ৫৩৬ জন ভুক্তি এবং ৪৩৫ জন মূলমান।

মহেন্দ্রপুর জেলার ৮৫৬ জন অনাথের মধ্যে ৫৩৬ জন ভুক্তি এবং ৩২ জন মূলমান। ত্রিপুরাতে ৭৬০ জনের মধ্যে ২১৫ জন ভুক্তি এবং ৫৪৫ জন মূলমান। কলিকাতার ৫২৩ জনের মধ্যে ৩৩৪ জন ভুক্তি এবং ২৫৫ জন মূলমান।

অনাথলিখে আত্মীয়স্বজনদের নিকটে পাঠাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। যদি কেহ কোন নিরাশ্রয় অনাথ লিখিত সম্বন্ধে কোন প্রকার সংবাদ অবগত থাকেন, তাহা হইলে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিবেন।

বাঙালী সরকারের ব্যবস্থা

দাক্ষিণ্য হইতে যে-সকল ভুক্তিকর্তার কলিকাতার চালান আসে, তাহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বন্টন ব্যবস্থার অত্র বাঙালী সরকারের যে পরিচরনা ছিল, তাহা শেষ হইয়াছে এবং তৎপূর্বকারে কাঁচা চলিতেছে।

সরকার দাক্ষিণ্যে পাইকারী ব্যবসায়ী বৈধ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। এষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় প্রত্যেক কলিকাতার একমুদ্রা নির্দিষ্ট আড়ম্বারের নিকটে প্রায় ১৫০ মণ ভুক্তিকর্তারী আসিতেছে। তাহার মধ্যে শীঘ্র, মটরভাটী এবং কাপড় বৈধী। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে কুড়খান পুঁচুর বিক্রয়তা বাধা হইয়াছে। তাহার সরকারী নিয়ন্ত্রণ মূল্য এই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবে।

অত্যন্ত ভুক্তিকর্তারীও মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কলিকাতার

সম্প্রতি বাঙালী সরকার হইয়াছে। বাঙালী সরকারের প্রতি ১৮/৪ হইয়াছে। সম্প্রতি প্রত্যেক মাস ৩০০ মণ আসি আসিতেছে। বাঙালী সরকারের প্রতি আসি, বিহার এবং মাদ্রাজ হইতে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া আসি আনিবার চেষ্টা করিতেছেন।

মেথিলেটেড স্পিরিট ও কাঠ

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, এখন হইতে মেথিলেটেড স্পিরিট এবং কাঠ সম্বন্ধে সকল বিষয় অসাময়িক সরকারী বিভাগ হইতে বন এবং আবগারী বিভাগের অধীনে আসিল। মেথিলেটেড স্পিরিট সম্বন্ধে সকল চিঠিপত্র সরকারী বাঙালার আবগারী বিভাগের কার্যনাথের নামে পাঠাইতে হইবে। বেসব জেলার কাঠ জন্ম, তাহার বাহিরে রেল ও ট্রামবোনে তাহা চালান দিবার পালের অত্র আবেদন "কন্সট্রাক্টেড টেউটলাইজেশন অফিসার, তৎনং গোপাল নগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা" ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মাননীয়া মিসেস কেসী

বাঙালার লাইট-পত্নী মাননীয়া মিসেস কেসী সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্ভাব মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। কলিকাতার গ্যালারিতে স্থাপিত দ্বিভাষ্যপুস্তক প্রাপ্ত স্থায়ী একাদশ শতাব্দীর একটি প্রস্তর নির্মিত শ্রী-মুখ ও মালদহে প্রাপ্ত মধ্যযুগীয় একটি কাঠ নির্মিত স্তম্ভের গোপাল মূর্তি দর্শনে তিনি বিশেষ ঐশ্বর্য্য লক্ষ্য করেন। বানগড় খননে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহও তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত পর্যালোচনা করেন। তিনি প্রায় এক ঘণ্টাকাল তথ্য অতিসাহিত করেন।

গৃহস্থানদের অত্র কুটির নির্মাণের ব্যবস্থা

গত ২২শে জুলাই গৃহস্থান নির্মাণ ব্যক্তিগণের বাঙালার নির্মাণের অত্র তাহা-বিগকে সাহায্যার্থে উৎক্রে বাঙালী সরকার ১০ লক্ষ টাকা মজুর করিয়াছেন। প্রবাসভঃ কুটির নির্মাণের সাহায্যার্থে বিধা নিঃস্ব ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। টেট মিলিক ওয়ার্ক হিসাবে কুটির নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইবে। কতি-এক অকণের জেলা কর্তৃপক্ষগণকে অবিলম্বে এই কাজ আরম্ভ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ঐনদীয়া-প্রকাশ নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্ট ওয়ার্কস হইতে ঐনদীয়া-প্রকাশ বন্দোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
ঐনদীয়া-প্রকাশ ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার । হেন কৃষ্ণ যে না ভেজে, সর্ব বার্থ তার ।

পূজার উৎসব, জাঁক-উৎসব বা বাবু
কুন্ডলসন পূজা খুব ঘটার সহিত সম্পন্ন
হয়। এখনও সমস্ত সমস্ত সংবাদ-পত্রের
শুরুর খবরকে বাড়াতে পুণ্যের বিবাহ,
কুন্ডল-কুন্ডলীর, গিড়ান-বিড়ানীর, বান-
বানীর বিবাহ, কোথায়ও বুড়ো শিশুর
বিবাহ, আবার কোথাও ঘরের নাম
সবীকে-গৌরনাগরীর বাসন ও বৈরাগীর
অনুগ্রহে কালিবেশনে প্রতিষ্ঠা-সংঘটন বলিয়া
উৎসবের সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

আবহমান কাল হইতে বর্গ ও মস্তুর
রাজত্বের মতো পাক পুতলাগি-উৎসবের
তরপুর থাকিবার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।
সোদনও গল্পের তরানীজন রাজধানী মুর্শিদা
নগরের তীর্থবিন্দু, মতিবিন্দু, চেহেল সেতুন,
মুন্ডল হাট প্রমোদ-লালার কতপকারই
না উৎসবের বহু প্রবাহিত থাকিয়া এই
নগরকে তরানীজন লগুন অপেক্ষাও অধিকতর
সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিয়া পরিচিত করাইয়া-
ছিল। দ্বিতীয় চার্লসের সময় হইতে যে
বিলাস-উৎসব চালিয়া চলিছে, তাহার পূর্বাহিত
কটকট হইয়াছে বিখ্যাত লগুন-মহানারী ও
লগুনের আধিক্যে।

যে পারিপার্শ্বিকতা আমানিকে
প্রমোদভাবে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে
তাহারও ভূমিকার উপরে আমরা ভৌলদও
দৃষ্টিমান করিয়া সর্গ জীবন মাগিতে যাই।
তাহা, উৎসবের কথা শুনিতে বিবাহ-উৎসব
প্রাচীন উৎসব প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক
ব্যবস্থার কিংবা পারমার্থিক ধর্মের পৌরিক
পরিচয়। সাক্ষরী উৎসবের নামে
গোয়ালীর প্রাচীনপুত্র আমোদ-প্রমোদ
উৎসব প্রভৃতির আদর্শগুলি আমাদের
চোখের নিকট পড়িতে উঠে। আর, আমরা
উৎসবের জাঁকে ঢালিয়াই সব জীবন মাগিয়া
থাকি।

জাতির বা দেশের দুর্দিনের সময়ে
লোকের চিত্ত বিষন্ন ও বিষন্ন থাকে। তাহা,
তখন আনন্দোৎসবও ভাল লাগে না। দেশ
বা জাতিকে যখন নানাপ্রকার দৈত্যের কাল
বৃষ্টি গ্রাস করে, তখন আমোদ-প্রমোদাদিতে
অর্থ ব্যয়কে অপব্যয় বলিয়াই মনে হয়।
সকল দেশের চাতুর্যের পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করা যায়,
—যখন ‘একী এল দেশ’ বলিয়া আতঙ্কের
হুটি হইয়াছিল, তখন ‘ম’তাবিল’, ‘চীরাবিল’
সকলেরই আমোদ-প্রবাহ উজ্জ্বল গিয়া
ছিল। বেলীলনের কথা নয়, যখন সিপাহী
বিদ্রোহের অগ্নিমালা প্রজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া-
ছিল, যখন ‘ছায়াস্তরের মস্তুর’ যুগকে গ্রাস
করিয়াছিল, তখন আমোদলালাগুলি লালবাতি
আলাতন ছিল। সর্বত্রই উৎসবের আনন্দ-
লহরীর গতি ভ্রম হইয়া পড়িয়াছিল।

কেহ কেহ বলিবেন, যখন মহামারীর
প্রকোপ অধিক হয়, তখন ভ্রাম্যপুত্র

উৎসব, নগর সংকীর্ণনোৎসব প্রভৃতি
বিফল হইয়া পড়ে, তখন অনেকের চিত্ত
তুলিয়া এই সকল উৎসবের উপায়ন সংগ্রহ
করিয়া দেন।

সামাজিক দৈত্য, দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে
সমোদন লাভ করার সামর্থ্যকে রক্ষা করিয়া
দেওয়া বা মহামারী প্রভৃতি দৈত্য-দুর্দিনকে
মধ্যে পুতা বা কীর্ণনোৎসবের পতাকা
তুলিয়া ধরা, উভয়েই সমান নহে কি? এই
উভয় ব্যাপার আমাদের চিত্তবস্তুর উৎসব।
কেতু চিত্তিক বা বহুপীড়িতগণের সত্য-
কাজ কিংবা ত্রাকপণ পিতৃশ্রাদ্ধের বা
অরক্ষণীয় কতক বিবাহোৎসবের কত
চলছে কিংবা রজনীর ‘সাক্ষরী’
ব্যবস্থা করিয়া লোকের চিত্তবস্তুর
বিনিময়ে কলহস্তার আদর্শ প্রদান করিয়া
লগ্নে পাতেন এবং সামাজিক দৈত্য-
বিফলগণের চিত্তবস্তুর নিজ নিজ উপায়ের
উদ্দেশ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু
নিরপেক্ষতার ভৌলদেও এই উভয়প্রকার
কাঁচা বজ্রবীর চিত্তবস্তুর বলিয়া
প্রমাণিত হইবে।

শ্রীগোড়ীমঠের উৎসব সেতাজী
নহে, তাহা বঙ্গবাসীর চিত্তবস্তুর প্রাচীনতা বা
বাহ্যিক সামাজিকতার কোন উৎসব বা
ব্যবহারীর আমোদ-প্রমোদের দ্বার বাসন
নহে, উহাতে পারমার্থিকতার পোষাকে
চিত্তবস্তুর নৃত্যোৎসব লক্ষ্য করা যায়।
শ্রীগোড়ীমঠের উৎসব আনন্দলোক-মন্ডলের
কামদেয়, তাহা কলহস্তার দৈত্য-
যজ্ঞোৎসব। তাহা, জাতির বা দেশের
সম্পদ-বিপদে, জীবন-মরণে, বঙ্গবাসীর, কি
মুক্তবাসীর, পরাধীনতার কি স্বাধীনতার,
সর্বকালে, সর্বদায়, সর্বদেয়ে একমাত্র
সেবার বস্ত্র। জাতি বহুতে প্রাবৃত হইয়া
যাউক, আর দেশ যতই ভ্রমশ্রম হউক,
হুতিক্রমে ‘প্রথম দৈত্য’, আর ‘দ্বিতীয় দৈত্য’
বিফল হউক, সকল সময়ে যে একমাত্র
ভূমি-মঙ্গলময় রক্ত, তাহাও শ্রীগোড়ীমঠের
উৎসবের আভিষ্টানক ব্যাপার। ‘কীর্ণনোৎসব’
সদা চির— হরিকীর্ণন সকল সময়েই করিতে
হইবে। মল ঠাকুর চন্দ্রদাস যখন বাইশ
বাজারে প্রস্তুত হইবার লীলা দেখাইয়াছিলেন,
এখনও হরিকীর্ণন ঠাকুর একমাত্র
আভিষ্টানক হইয়াছেন। মল ঠাকুর চন্দ্রদাস যখন
করাগৃহে অধিক ব্যক্তিগত উপদেশ
দিয়াছিলেন, তখনও তিনি একমাত্র হরিকীর্ণ-
কীর্ণনের কথাই প্রচার করিয়াছিলেন।
শ্রীগোড়ীমঠ পট্টনায়কে যখন পুরষে তখন
‘বড় জানা’ চাপে চড়াইয়াছিলেন, তখনও
হরিকীর্ণনামোদারগণই তাহার চেষ্টা ছিল।
আমি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা প্রচলিত
বিদ্যালয় লোকের দ্বারা দ্বারা স্বয়ং গমন ও
ঐনিষ্ঠানক, হরিকীর্ণন, হরিকীর্ণন-সদা চির

প্রভৃতি সেনাপতিগণকে পেরণ করিয়া
হরিকীর্ণন-উৎসবই প্রচার করিয়াছিলেন।

হরিকীর্ণনের উৎসব সামাজিক;
নহে কিন্তু সমস্ত আমোদ অধিকতর আত্ম
হইয়া শ্রীমদ্বৈতকে মরণ করিতে পারি,—
হরিকীর্ণনের দৃষ্টান্ত সময়ে শ্রীমদ্বৈত হরিকীর্ণ-
কীর্ণনেরই চেষ্টা করিয়াছিলেন। হরিকীর্ণন-
সব পার্থক্য বা মানসিক মহামারী নিরাকরণের
অন্ত নহে, তাহা হরিকীর্ণন চিত্তবস্তুর-বস্ত্র।

জাতি বা দেশ হরিকীর্ণনের বেশা
কণ্ঠতা করিয়া যতই কেন না পারিলে অর্থ-
নৈতিক সাজু, কিন্তু তাহারই সৈত কণ্ঠতা
দেশের নানাপ্রকার সমোদনামুহু ডিগ্রি
বাজারে প্রচার করিয়া দিতেছে। কৈ,
দেশের এই দুর্দিনে চিত্তবস্তুর ও রজনীর
সংখ্যা হ্রাস না হইয়া ক্রম-ক্রমে বৃদ্ধি
পাইতেছে কেন? নানাপ্রকার দুর্ভিক্ষ
নানাবিধ মোহনমুষ্টিতে মনোবী ও উচ্চ
শিক্ষণমণ্ডলের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কৈ
কালে অসার করিয়া দিতেছে কেন? নানাপ্রকার
নৃত্যোৎসব জাতীয়-কলা-প্রগতির
নামে রক্তপাতের (কলার) মত জাতির
রক্ত চূষণ হইতেছে কেন? চিত্তবস্তুর
সামাজিকতা, ব্যক্তিগততা বা ধর্মিকতার
অগুণ্ঠন টানিয়া যত বড় সত্যসাক্ষী মাজুক
না, উহার টানায় উৎসবের তাত্ত্বিক সমগ্র
মানবজাতির জাতীয়তাকে নিরাপত্তা মুক্তিকে
সামাজিক-পদ্ধতিগতগত গৌরবের হইতে
ত্যাগিত করিয়া লুপ্ত-লুপ্তের উৎসব-
উপায়ন লুপ্তিগত পারগত করিয়া।

উৎসব-নিপাতা পার্শ্বগতের আনন্দিক
কিন্তু সেট কলহস্তার অগুণ্ঠন ও দৈত্য
পড়িয়া নিপাত হইয়াছে। সে-কথা মানব
জাতির মরণ করিয়া দিয়া জৈনজগতের
ব্যক্তিগত-উৎসবের রক্ত উৎস উৎসটন
করিয়া দেওয়ার জটিল শ্রীগোড়ীমঠের
উৎসব। আমাদের স্বরূপের নিজস্ব অবদানের
উৎসবকে ভুলিয়া গিয়া আমরা যে-সকল
উৎসবকে উৎসব বলিয়া বরণ করিতেছি,
সেই বেশা ‘ভা’করা দ্বারা জটিল শ্রীগোড়ীম-
ঠের কীর্ণনোৎসব। সমগ্র সমাজের
নয়ন-মনোভ্রমের পার্শ্বগত যে আশ্রয়
দায়ক। তাহাতে অত কোন গোপ
কর্তব্যের প্রাণ দৃষ্টি করিবার উপায় নাই।
নানাভাবে আশ্রয় নিবাহিতে হইবে। সেট
মহানারায়ণ-নিপাতার বিজ্ঞান প্রচারের
জটিল শ্রীগোড়ীমঠের মতোৎসব। স্বরূপ
অমৃত সামাজিক বা মনোবস্তুর আমোদ-
প্রমোদের দ্বার মনে করিয়া দেশের বা
জাতির দৈত্যের দিনে হরিকীর্ণনোৎসবকে
গোপ বা অমোদনীয় হইয়া করিলে চরমে
উৎসবকে উৎসব বলিয়া অতনৈতিক
করিয়া ফেলবে। এইজন্ত বঙ্গবাসীর আদ-
কাল প্রদর্শনী শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাপ লগ

বুদ্ধিবান দাস ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদেব গোস্বামী
বাস্তবের সঙ্গে সুর মিলিত হইয়াছেন—

‘যেখান না’ ‘কোথায় না’ ‘কোথায় না’
যদি নাহি চৈতন্যজনের অন্তর।
যেখানে কোথায় নাহি-মতোৎসব নাহি।
ইহলোক হইলেও তাহা নাহি নাহি।’

(উৎসব: ১)
‘ন বর বৈশ্বকৃষ্ণাশ্রয়ণা’
ন সাধবো ভাগবতাত্মপ্রদাঃ।
ন বর যজ্ঞমখ্যং হৈতমসং।
সুবেশলোকোচ্চৈর্গা ন বৈ সঃ সোহাম্ ॥’
(উৎসব: ২)

শ্রীগোড়ীমঠে শ্রীহরিকথা

এবার শ্রীগোড়ীমঠের বার্ষিক উৎসবের
পরমারাধ্যম ও বিখ্যাত শ্রীমদ্বৈত আচার্য্য-
দেবের কৃপায় শ্রীহরিকথার নয়া প্রবাহিত
হইয়াছে ও হইতেছে। পরমারাধ্যম প্রাচীন
মহাকাব্য, অপরাজিত ও গাহিত সঙ্গকণ্ঠ
শ্রীহরিকথা কীর্ণন করিতেছেন। তাহার
মুখ-কপার তুলনা নাই। তাহার নীচাণী
বাণী প্রণেতা সৌভাগ্য পায়। শ্রীগোড়ীম-
ঠের সেবকগণ পরমোৎসাহের সহিত
অকীর্ণনোৎসবের সেবা করিতেছেন।

মহামহোপদেশক শ্রীমদ্বৈত আচার্য্য
বিজ্ঞানিন্দ্র প্রভৃ প্রাচীন অপরাজিত
এ ঘটিকা হইতে পটিকা পর্যন্ত হরিকথা-
কীর্ণন ও অভিনয়রূপে শ্রীমদ্বৈত গাঠ
করিতেছেন। শ্রীহরিকথা-প্রণেতা অমৃত
শ্রীগোড়ীমঠ প্রভৃ এই লোকের সমাগম
হইতেছে। প্রবাহিত শ্রীমদ্বৈত শ্রীমদ্বৈত
নৈতন সঙ্গব মতরাজ, উপদেশক পণ্ডিত
শ্রীমদ্বৈত অপরাজিত অভিনয়ী প্রভৃ সমগ্র
সকল সঙ্গকণ্ঠ বিজ্ঞানিন্দ্র শ্রীমদ্বৈত
কৃপার কণা কীর্ণন করিতেছেন। প্রাচীন
এবং প্রবাহিত নিমিত্তকভাবে পাঠ্য শ্রীমদ্বৈত-
প্রভৃ কথা আলোচিত হইতেছে।

শ্রীসংকীর্ণন-শোভাযাত্রা

গত ৬৫ আ. ২১শে শ্রাবণ, রবীবার
গোড়ী-বৈশ্বকৃষ্ণাশ্রয় ও বিখ্যাত শ্রীমদ্বৈত
‘ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের নিদামক’
কলকাতা শ্রীগোড়ীমঠ হইতে অপরাজিত
ঘটিকার সময় একটি বিরাট নগরসংকীর্ণন
শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া বিভিন্ন বর্ণের বৈশ্ব
নিপাত, খেল, করতাল, কীর্ণন সঙ্গ উচ্চ-
সংকীর্ণন করেতে করেতে কালীঘসাক
চক্রবর্তী ষ্ট্রট, বাগবাজার ষ্ট্রট, কলকাতা
ষ্ট্রট, ‘নট আশবাজার ষ্ট্রট, সেন্ট্রাল
এভিনিউ, মুকারাম বাবুর ষ্ট্রট, কলকাতা
ষ্ট্রট, বাগবাজার ষ্ট্রট ও কালীঘসাক
চক্রবর্তী ষ্ট্রট হইয়া পুনর্বার শ্রীগোড়ীমঠে
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। পরমারাধ্যম ও
বিখ্যাত শ্রীমদ্বৈত আচার্য্যদেবের কৃপায়
শ্রীগোড়ীমঠের বার্ষিক হরিকথা-মতোৎসব
নির্ভর্য্য অপরাজিত হইতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-১৯৩৭-

নিয়মাবলী

১। প্রিন্টিং প্রেসের নীচ বা শাখার প্রতি একপট প্রকাশ-নিয়মিত বাজিগণ
কম্প্রাইজ প্রকাশ্য-প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল
শ্রীমদীয়া-প্রকাশের প্রিন্টিং প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল
ফ্রান্সিস নিয়োগে প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল

২। শ্রীমদীয়া প্রকাশের যে-কোন সংখ্যা প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল
কম্প্রাইজ প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল

৩। যে-কোন সংখ্যা না প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল
কম্প্রাইজ প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল

৪। প্রকাশ্য বাজিগণের পরমাণু-সম্বন্ধীয় প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল
কম্প্রাইজ প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল

৫। শ্রীমদীয়া প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল
কম্প্রাইজ প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল

৬। শ্রীমদীয়া প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল
কম্প্রাইজ প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল

—কাৰ্য্যাবলী—

বিজ্ঞাপনের হার

১ম ৩ দিনের কল	পরবর্তী দিনের কল
১০ টাকার পাইলট ২০	১০
" ১০ টাকার ২০	১০
" ১০ টাকার ২০	১০
" ১০ টাকার ২০	১০
এক বসন্তের কল চুক্তি প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল	

শ্রীমদীয়া-সংলাপ

শ্রীমদীয়া-সংলাপের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল
কম্প্রাইজ প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল

বৈজ্ঞানিক শ্রীমদীয়া

বৈজ্ঞানিক শ্রীমদীয়া-সংলাপের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল
কম্প্রাইজ প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল

প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল
কম্প্রাইজ প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল

সাংবাদিকতা

ও

সমস্রয়

নিয়মিত প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল
কম্প্রাইজ প্রকাশের প্রাক্তন চতুর্থ অধিকারী তদ্বিধায় বাবদ মূল

নিবিধ সংবাদ

—::(*)::—

লণ্ডনে ভারতীয় শিল্পকলা-প্রদর্শনী

ভারতের দ্বিতীয় সাহায্য-ভাণ্ডারে চাঁদা
সংগ্রহের জন্য ভারতের মণ্ডলীয় গভর্নমেন্ট
লণ্ডনস্থিত ভারতীয় গভর্নমেন্টের
আদেশক্রমে প্রিন্সিপাল সচিব লণ্ডন
ভারতীয় শিল্পকলা-সংগ্রহে একটি প্রদর্শনীর
আয়োজন করিয়াছেন। গত ৩০ জুন এটি
প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রিন্সিপাল সচিব
শিল্পকলা-সংগ্রহের বিশেষজ্ঞের সাহায্যে
ও পরামর্শ প্রদর্শনীটি সুসজ্জা সুন্দর করার
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়াছিল। উদ্বোধন
দ্বারা রনিক্সনাথ ও কনীর কয়েকটি
কবিতা পাঠ করা হয় এবং কয়েকজন বিশিষ্ট
বক্তা শিল্পকলা-সংগ্রহে বক্তৃতা দেন।

এই প্রদর্শনীর টিকেট-বিক্রয়ক টাকা
ভারতের দ্বিতীয় সাহায্য-ভাণ্ডারে দান করা
হইবে।

বাল্লী সরকারকে সাহায্য দান

নয়া দিল্লী ১লা আগষ্ট—কেন্দ্রীয় আর্থন
সচিব প্রিন্সিপাল সচিব কমিটির
দিনব্যাপী আবেদন শেষ হইয়াছে। ভারত
সরকারের অন্তর্গত অর্থসচিব স্যার সি. টি.
জেন্সন এত আবেদনে সন্তোষিত করেন।
এই আবেদনে বাল্লীর দ্বিতীয় পটভূমি
ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে এবং ১৯৪৩-৪৪ ও
১৯৪৪-৪৫ সালের পুনর্গঠন পারকমানার
কাঁচার জন্য বাল্লীদেশকে অর্ধেক ১০
কোটি টাকা সাহায্যদান করার প্রস্তাব
কল্প দাখিল হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দিল্লী ও
সিমলায় আরও সরকারী অফিস এবং
সরকারী কর্মচারীদের ঘরবাড়ী নিয়ন্ত্রণের জন্য
হ্যাণ্ডেল ফাউন্ডেশন কমিটির এই আবেদনে
এককালীন ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়
বরাদ্দ মঞ্জুর করা হইয়াছে। হুইচাড়া
ভারতীয় বন্দরগুলিতে নাবিকগণের আরও
সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধানের ব্যবস্থা করবার
এবং অল্পমূল্যে খাদ্যপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা
করবার জন্য যুক্ত প্রদেশের গবর্নমেন্টকেও
সাহায্য দানের প্রস্তাবও এই আবেদনে
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রিন্সিপাল সচিব কমিটির এই
আবেদনে বলা হয় যে, বাল্লী সরকারের
আর্থিক অস্থিরতার উন্নতিবধানের জন্য বাল্লী
সরকারের নিকট হইতে সাহায্যদানের
অন্য পৌঁছানো করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত
দিল্লী হইতে যে, প্রত্যক্ষভাবে বাল্লীদেশে
প্রদানের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে অর্থাৎ
১৯৩৩-৪৪ সাল ও ১৯৪৪-৪৫ সালের
হিসাবে প্রদানের জন্য সাহায্যদান ব্যয়

এবং শ্রী-সংগ্রহ পরিকল্পনা ও পুনর্গঠনের
জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহার
মতকরা ৫০ টাকা হিসাবে বাল্লীদেশকে
সাহায্যদান করা হইবে; তবে এই সাহায্যের
পরিমাণ ১০ কোটি টাকার বেশী হইবে
না এবং ইতিপূর্বে যে সাহায্যদান করা
হইয়াছে তাহাও এই ১০ কোটি টাকার
অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রিন্সিপাল
কমিটির সভায় আরও জানান হয় যে,
বাল্লীদেশকে যথাসম্ভব শীঘ্র সাহায্যক
রাস্থার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে এই
মতে বাল্লীদেশকে এই টাকা সাহায্য
দেওয়া হইবে।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ

গত ২৬শে জুলাই—একটি প্রেস নোটে
বলা হইয়াছে—সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের
বিশেষ অনুরোধে ভারত গবর্নমেন্টের শ্রী ও
অসাময়িক সরবরাহ বিভাগ এখন, সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন যে, আগামী ১লা আগষ্ট হইতে
সংবাদপত্র মুদ্রণ কাগজের দ্রুত পরিমাণ,
এক সপ্তমংশের স্থলে এক তৃতীয়াংশ করা
হইল।

এতদ্ব্যতীত যে সকল সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠান কাগজ মজুদ রাখেন তাহার ১২৪৪
সালের ১লা আগষ্ট হইতে প্রতি মাসে
অতিরিক্ত এক সপ্তমংশের পরিমাণে এক-
তৃতীয়াংশ পরিমাণ কাগজ ব্যবহার করিতে
পারিবেন। সেজন্য কাগজ-ব্যবসায়ীদের
জানান হইতেছে যে, ইতোমধ্যে টক্স করা
ক্রয়ের অল্পমতিপত্রসমূহ আগামী ১লা আগষ্ট
হইতে এক-সপ্তমংশ অতিরিক্ত পরিমাণের
স্থলে এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত কাগজ
পাঠবার যোগ্য পরিচনা করিতে ইহা বিশেষ-
ভাবে উল্লেখ করা হইতেছে যে, জন-
সাধারণের স্বার্থের খাতিরে এই প্রবণতা দেওয়া
হইতেছে।

বাল্লী দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম-

গোলায় ধান-সংগ্রহ

গত ১২শে জুলাই—বাল্লী গবর্নমেন্টের
প্রচার বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে
যে, গত মার্চ মাসের শেষে যে তিন মাস
শেষ হইয়াছে সেই সময়ের মধ্যে বাল্লী
দেশের ৪৮,৮৬৫টি গ্রামের ৩৭,১১৮টি
গ্রামের ৩৭,১১৮টি ধর্মগোলায় ৫,৮,২৫২
মণ ধান সংগৃহীত হইয়াছে। কৃষকগণ
স্বচ্ছন্দ এই সময় ধর্মগোলায় ধান দিয়াছেন।
গ্রামাঞ্চলের ধান কমিটির তত্ত্বাবধানে এই
ধান রাখা হইয়াছে।

সবার জীবন ক'য় জনক সবার । হেম ক'য় যে না ভেবে, সর্ব বার্থ তার ॥

পথ্যে ব্যর্থ। তদন্তে পাবেন ; কিন্তু জীবিত-
 ত্ব চতুর্থ মাসের বয়সে হারান। সেই
 জীবিতকালের সকল বিষয়েই জীহবতার
 বিবাহিত।

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, সজ্জানবর্ষাগ্রহ,
 অম্বাদি, সর্ষাদি, গোবিন্দ ও সর্ষাকরণ-
 কারণ। তিনি স্বরূপ ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ
 কাহারও অর্চ্যিত বা বন্দীকৃত নহেন;
 প্রকৃতি, কাল ও কর্ম তাঁহারই বন্দীকৃত।
 তিনি নিত্য, পূর্ণজানম্বর ও নিরুপাধ
 আনন্দম্বর বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম।
 তিনি পূর্ণ, ভক্ত, বিভা মুক্তবন্দীহীনই বস্তু।
 তাঁহার নাম, রূপ, ভাব, লীলা ও পরিকর-
 বৈশিষ্ট্য তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। এতদ্ব্যতী
 তিনি অস্বভাব। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি,
 জ্ঞানশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে। পরমা-
 চাৰ্য্যতম শ্রীজীৱ প্রকৃপাদ বলিয়াছেন,—
 “শ্রীকৃষ্ণই নিত্য চেতনম্বর বস্তু। শ্রীকৃষ্ণই
 আনন্দ। অক্লেপ্তিরের দ্বারা তাঁহাকে জানা
 যায় না। ভগবৎস্বরূপ নিত্য আশ্রয়—
 আনন্দম্বর অবিষ্ঠান উপলব্ধি না হইলে সেট
 বস্তু পাওয়া যায় না। সর্বশেষবিচারে
 পরমস্বরূপ শ্রীমাদ্ভগবৎ ও স্বরূপ বস্তুতে
 রূপভেদ বৈশিষ্ট্য আছে। স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ
 অনন্ত নাশায়ণ আছেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র
 পরমস্বরূপ। স্বরূপ হইতে শ্রীমাদ্ভগবৎ
 পরমস্বরূপ। শ্রীমদ্ভগবৎ বৈশিষ্ট্যলব্ধ পরমা-
 বস্তু। চেতনের বৃত্তি উদ্বেষিত হইলে বুঝা,
 শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ বস্তু—আনন্দম্বর বস্তু। সেখানে
 স্বাধীনতা অস্তিত্ব নাই। স্বাধীনতা পূজা
 পূজক-বিচারে সমান্ সেবা হয় না। কিন্তু
 শ্রীকৃষ্ণ সর্ষতোভাবে নিত্য সেবাবস্তু।
 শ্রীকৃষ্ণ নব্বই নহেন। আশ্চর্য্য নিত্য হীন্দের
 দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে হইবে। মনের
 করুণাশ্রমে কৃষ্ণসেবা হইবে না। সর্ষক বা
 বিবাজান চাই। শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য বলিয়া
 বিবাজের বিচার, তাঁহার বাতীত আরাধ্য অস্ত
 কেব নাই। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র আরাধ্য—
 “এতরূপ প্রতিষ্ঠাই ঐক্যবের। তাঁহার
 প্রয়োজন। ভোগবাহাদরী অক্ষয়ী
 বাহনীর দ্বা।”

শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রনির্যাসে কংকণ ভগবান ।
 তিনিই মূল পরাম্পরতত্ত্ব । শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে
 বাসীতীর বিবর্তন প্রকাশিত হয়েছে ।
 শ্রীকৃষ্ণ সর্গাকারণকারণ ও সর্গাংশী । শ্রীকৃষ্ণ
 অখিলরাসাত্ত্বদত্ত । তাঁহাতে প্রিয়তম-বর্ষ
 খুব বেশী আছে । তিনি ভালবাসেন ও
 ভালবাসা চান । তিনি ভক্তের প্রেমে
 বন্দীভূত হয়েছেন । শ্রীকৃষ্ণের দেহ-
 দেহীতে, কণ-কণীতে, ক্রণ-ক্রণীতে, নাম-
 নামীতে, লীলা ও লীলাপুরুষোত্তমে কোন
 ভেদ নাই । শ্রীকৃষ্ণের যে কোন একটি
 অঙ্গ পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম কর্ণের
 -পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণের পাশপদ্ম কর্ণের

ভাব গ্রহণ করিতে পারেন, কর্তব্য পারেন
 কাজই গম্ব কবিত্তে পারেন, ইত ধর্শন
 করিত্তে পারেন, চক্ষু স্পর্শ করিত্তে পারেন ;
 কোন ইঞ্জিরে কোন প্রকার সত্যাব নাই ।
 ইতিকের তব Abstract মাত্র নহে, উহা
 পূর্ণ Concrete Absolute. ইতিকপালগব
 ইতিকদেবেই ইতিকপালগবপূর্ণক ভাবের তপা
 ও সৰ্বপ্রত্যবেই ইতিকপালগবীন সত্য ।
 নিত্যভীতি ককগেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া ।

ବିଷୟ: କାହା ଡାକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାପାର ।

(८६३ ६३)

ঐশ্বর্যান্বিত বাবুবাংলার প্রাচীন
কৃষ্ণ পূর্ণ, বাবুবাংলা ঐশ্বর্যান্বিত মণ্ডপ-
কৃষ্ণ পূর্ণতর। আর কেবল বাবুবাংলা ত্রৈলোক্য-
ভনয় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর । অজগতিগণ হাত-
সখা, বাংলায় ও মণ্ডপেই শ্রীকৃষ্ণ সেবা
করিয়া থাকেন। ত্রৈলোক্য গো-গোত্র-বিষাণ-
বেণু শ্রীকৃষ্ণের শাক্তদের সেবক । রামনারায়ণ
দিক্‌কাপাসনা হয় । বিধিতভাবে কেহ
কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন না । অজ-
গতীর কৃপার কাহারও রাগসেবার দোষ
হইলে তিনি কোন অজগতীর পলাতকসম্মত
দিক্‌কাপাসনায় সৌভাগ্য পান । অজগতীর
কৃপা ব্যতীত কেহ কখনও শ্রীকৃষ্ণকৃপা বা
শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন না ।

শ্রীকৃষ্ণের জীবের শ্রীকৃষ্ণজন বাতীত
অত কোন কৃতা নাই বা থাকিতে পারে
না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণজন বাতীত ইতিহাসে
কহিতে বাওয়া আচার্যকর্ত্তা যাত্র।
বৃন্দোপলব্ধি হইলে জীবের কৃষ্ণবিশুভতা বা
কোণোদ্বৈতত্ব অনাচার আর থাকে না।
শ্রীকৃষ্ণের ভট্ট-জীব মুক্তা-বাহ্য কিংকর
সৌভাগ্যবিশিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণের
ভাষার অধিকার লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণজন
সকল ভক্তের সম্পূর্ণ প্রকাশের অবকাশ
নাই। শ্রীকৃষ্ণজনই সর্বপ্রথম ভক্ত।
শ্রীকৃষ্ণজনের পারম্যাণীয়াবতারে
শ্রীকৃষ্ণ প্রথমপ্রদান-লীলার আভাস
হইয়াছে।
য-সকল সৌভাগ্যজন শ্রীকৃষ্ণলীলা,
শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীকৃষ্ণ
সকল-কৃষ্ণ-লীলা এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-
কৃষ্ণ-লীলা-কৃষ্ণ-লীলা-কৃষ্ণ-লীলা
খাতিয়ার নিয়মতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের
সৌভাগ্যের পূর্ণতম-ই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা
সেইই সর্বোত্তম। এই উপাধি-প্রদানকারী
শ্রীকৃষ্ণ জগৎকর্ত্তা পক্ষ নিয়ম
লীলায়গকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,
তাঁহাতে হৃদয় পরিভাগপূর্ণক ভগবত্ব-
পালনার ভাষ্যবিচারকারী, ভট্টা নিকি
জীবের অতই বহু-কৃষ্ণ কৃষ্ণ অতীর্ণ
হইয়াছেন। জগৎকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং
জগৎকর্ত্তা ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণলীলা জগৎকর্ত্তা
সাক্ষ্য আত্মা প্রাপ্ত হইয়া জগৎকর্ত্তা
প্রকাশবিশেষ হইয়া জগৎকর্ত্তা কৃষ্ণ

ଶେଷାଧାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର-ସହାୟତାମନ୍ଦଳରେ ମଧ୍ୟ
 ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟାଗମକୁ ସଫଳତା ସହିତ
 ବିଶାସପୂର୍ବକ ପଢ଼ାବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଏହି
 ଏହି ଉପାୟମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ - "ଭୋଗ୍ୟ
 ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟାଗମ କାହିଁକି ମଧ୍ୟ
 ସହଜ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ନିଜ
 ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେବାପ୍ରଦାନ
 ଆମର ମଧ୍ୟମାନ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ।"

ঐক্য রসদয় ; সুসংগত সকল রসের
একতার আশ্রয়স্থল বা সকল আশ্রিতের
একতার বিবরণিগ্রহ । ঐক্য-অংশ
বস্তু । রূপরহিত আংশিক পরমাণু-প্রকাশ-
মাত্র নহেন । রূপরহিত বৃহদাখ্যক পদার্থ
মাত্র নহেন । তান অঙ্গপরমাণুদি সর্গ-
কাণ্ডকারণ । অংশরূপ ঐক্যের পূর্বভবতাই
ঐবলদেয়, অংশই—কারণাধীন্যাদি ভগবান্,
কলা—গর্তোদকশাসী ভগবান্, বিকলা—
কীর্ত্তোদকশাসী ভগবান্ । সকলই সেই অংশরূপ
ঐক্যের বিবরণিগ্রহ ; আশ্রিত—বিবরণ-
বিগ্রহের প্রকাশবিবেচন । অতঃ কক্ষ ও
‘আকৃষ্ট’ কক্ষভঙ্গন প্রাপ্তিকল্পনে খণ্ডত
ভাববৃত্ত বস্তুবিবেচন নহেন । সর্গসাকল্যে
একই পূর্ণ পুরুষ । সেই পূর্বস্বের আংশিক
প্রকাশ প্রাপ্তক ব্যাপকতার আকর,
ধাতার অংশে অবাস্ত কলা-বিকলা । সেই
কক্ষভঙ্গন বাতীত আকৃষ্ট আশ্রয় আর অন্য
কোন বৃত্তি-নাই ।

বদ্ধকীবেশ পক্ষে মহাট্টেবুত্তে প্রক্তি
অপেক্ষা ইতিমধ্যে কুত্তে প্রক্তি আধিক বহুত্ব।
সেইজন্য ইন্দীভাষায় বা ইন্দুস্ব-সামোশাসক
গণ যে ভগ্নের দলিক, সেই রূপ মহাট্টেবুত্তে
ইতিবক্ষুসেন নারায়ণ" ও ইতিমধ্যে নারায়ণ
হুতে নিরপেক্ষবিচারে নৈশিষ্ট্য স্থাপন করে।
প্রক্তিপ্রতি প্রক্তিমানের সবিবেচনাগত্রে যে
ইতিবক্ষুসেন নারায়ণ বুত্তে উপাসনা, তাহা
উপাত্ততত্ত্ব স্ত্রীতত্ত্বের আনন্দতত্ত্ব হুতে প্রেত্তা
স্থাপন করে। উত্তের অবস্থতা-আরোপ
সেখানে সম্ভবপর নহে। উপাত্ত এক মহা
অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্র এবং অবাধ-
প্রতিপ্রতি। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্ব কল্পিতে
হুতে ইতিবক্ষুসেন-কৃষ্ণ, ইতিমধ্যে ইতিবক্ষু-কৃষ্ণ,
ইন্দীভাষায়-কৃষ্ণ উপাসনা উত্তরোত্তর
সেবনোৎকর্ষক্রেমে ইতিবক্ষুসেন-কৃষ্ণ উপাসনা
সংস্কারক্রেমে সেই ইতিবক্ষু-কৃষ্ণ-মিলিত হু
ইতিবক্ষুসেন-কৃষ্ণ ইতিমধ্যে ইতিবক্ষু-কৃষ্ণ
হুত্ব।

তিন প্রতাপের ইতিকথা

— (*) —

ককাদিভাব তিনিবিনী - সত্যোক্তা-
 দ্বয়ের যে উচ্চৈশ্বর্যের ভাব আছে, তাহাতেই
 পূর্ণচেতনের পূর্ণ-প্রকাশ। তদবস্থায়—
 চেতনবস্তুতে যুগপৎ বিলম্বভয়ের অসম্ভব
 সম্ভব। কক হইতে সকল বিবির নিরত।
 তাহাতে বিধি কোন কথা কহিতে পারে
 না। তিনি সকল বিবির বিধি। কক
 অব্যাকুলভাব অব্যাহত তিনি জানেবর ভোগ্য-
 বস্তু নহেন, ককট একমাত্র ভোক্তা।
 ককেট চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও বস্তু সমগ্র
 ভগবৎ বর্ণন করেন, সমস্ত শব্দ শ্রবণ করেন,
 সমস্ত বস্তুর স্পর্শ, আঘাতন ও সকল বস্তুকেই
 স্পর্শ করেন। সে-কাল পর্যন্ত জীবের
 ভগবানে অবিসম্বাদ। সেগাধুতি উদ্ভূত
 না হয়, সে-কাল পর্যন্ত তাহার
 কোনও জ্ঞান হয় নাই, জানিতে হইবে;
 শ্রীগৌরহৃদয়ের কথা আমাদেবর দ্বয়ের সন্নিবিষ্ট
 হয় নাই। কক ও কাকসেবাই যে একমাত্র
 কতা, ততদিন পর্যন্ত আমরা ইহা উপলব্ধি
 কহিতে না পারি, ততদিন পর্যন্ত আমরা
 দুইজন অথবা বক্তিত। আমরা আমাদেবর
 দুইজি হইতে যেহাট পাটতে পারি কখন,
 বখন আমরা নিম্নপটে কাকের শরণ গ্রহণ
 করি। নিরন্তর ঈহায়া ভগবৎসুখাসনা করেন,
 ঈহাভয়ের আগ্রহেই, ঈহাভয়ের নিরন্তর
 উদ্ভীলিত চক্ষেই আমাদেবর ভগবৎবর্ণন সম্ভব
 হয়। যিনি সাক্ষ্য ভগবৎভক্তনের চেষ্টি-
 বিশিষ্ট—যিনি সব দিগা ভগবানের সেবা
 করেন, যিনি সন্তোষভাবে প্রাপ্তপদবিক্ষেপে
 ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছুই করেন
 না, এমন কোনও পুরুষের সেবার আমাদিগকে
 কক নিতে পারেন। ককপ্রাপ্ত বস্তুনা মনে
 এল্যৎ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া।
 কক সকল প্রাপ্তের শব্দপাপ। সর্গীর্জন-
 কপ্তি কক নিভাত্ত অব্যাহা ব্যাক্তির দ্বয়েরও
 অব্যব-সুতনা প্রভৃতি ধ্বংস করেন। কক-
 সেবা ব্যতীত আর আমাদেবর অন্য কোন
 কতা নাই। শ্রীগৌরহৃদয়ের শব্দ কক হইয়াও
 কাকের গণে নানা শকারে—নানাভায়ে
 —নানিভায়ে—‘‘ককমাএ ককের ভজন কর’’
 —ইহা শব্দ দিগাহেন। কক হইতে ভগবৎ
 উচ্চ, ককে ভগবৎ হইত, ককে ভগবৎভক্ত
 গয়। আমরা বখন আবৃত্তি থাকি, তখন
 কক ঈহায় নিরন্তর প্রবেশন না। কক-
 বর্ণন হইতে বাকিত থাকাই সেবাবিস্ময়
 জীবের যোগ্যতার ভিত্তি বা পুঙ্খানুপুঙ্খ।

ଅନୋଦିତ ଜାମିନ - ଚମରମେ ଆସନ୍ତ
 ଧାକାକାଳ ମହାତ ଡିଏଡ଼ର୍ମନମ୍ବର ଅନେତ
 ମହାମତ କେବେ ଉପମାତ ବ୍ୟୟ । ଡାହାନ୍ତ
 ନାବକମତ୍ୟୁକାଳା କୌଣିତ ହୈଲେତ ଆସନ୍ତା
 ମେ-ମକତ ଉପମାତ କଞ୍ଚିତେ ମାରି ନା । କଥନେ

ভাষারে সে বসি বর্ষ করি সদাচার। ইংরে সে শ্রীতি করে সমস্ত সবার।

[illegible]

— — — — —

(25: 5:)

(25: 51)

[illegible]

ধন-জন-পାਤਿତ୍ୟ ଟେକି ନାହିଁ ମାହି ।
 ତାହାସେ ଏକ ଚକ୍ର ମର୍ଦ୍ଦିନାସେ ମାହି ॥

শ্রীশ্রী-স্বামীশ্বর মহারাজের কনিষ্ঠ ওয়ার্ল্ড হাইতে শ্রীমদগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
ও প্রিন্সিপালগণের ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বতন্ত্র কল্যাণকরক
— — —
শ্রীম ঠাকুর তত্ত্ববিনোদ-
প্রতিষ্ঠান কল্যাণকরক-
গ্রন্থ 'পরিচয়'-এর মূল্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মনোহরকীর্তীমোহন
নিভাণী।
প্রাণিকান-
শ্রীমোগীশ-শ্রীমনির
পোঃ শ্রীমোহনপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

স্বতন্ত্রকোষক
— — —
শ্রীম সজ্জিনন্দ তত্ত্ব-
বিনোদ ঠাকুর বিচারিত
মূল্য, টাকা, মূল্যের অধিক
অন্যদিক, চীকর অন্যান্য
প্রাকৃতি ও বিচিত্র কীর্তীগণ
নয়-প্রকাশিত গ্রন্থ।
প্রাণিকান-
শ্রীমোগীশ-শ্রীমনির
পোঃ শ্রীমোহনপুর, নদীয়া।

১৯৮ বর্ষ

১১ জ্যৈষ্ঠ গৌরাণ ১৯৮ ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৫১: ১৫ই আগষ্ট ইং ১৯৪৪, মঙ্গলবার

১২৩-২৪৭ সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণগোরাণী অফিস

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ জ্যৈষ্ঠ, শিব প্রভাত গৌরাণ ১৯৮

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

— — — (১) — — —

অনাদিবিদ্যুৎ জীব সকলেই নানাধিক
অনর্থগ্রস্ত। অনর্থ থাকিলে তাহার সময়ে
শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হন না। বিতুলসংঘে
শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হয়। একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ
পাশপাশ আসিয়া করিলে জীবের সময়ে
কৃষ্ণকীর্তন সঞ্চারিত হয়। সেট পূর্ণ সেবা-
বারা পশ্চিমুট হইলে ক্রমশঃ অনর্থরাশি
সংস ক্রমে থাকে। কিন্তু সেবা ছাড়িয়া
বিলে আবার অনর্থ পাবল হওয়ার কৃষ্ণকীর্তন
ক্রমশঃ অসংসৃত হয়। কোন বীজ উঠ
হইলে যেমন তাহারে বহুসং সঞ্চিত জল-
সেচনাদি কারণে উঠা হইতে অসুবিধা উপস্থিত
হয় এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলে উহা সবল
হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবার পূর্বে পুষ্যক
তাৎকালিক বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা
করা প্রয়োজন, সেইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ
কৃষ্ণকীর্তন, অজ্ঞানবাদের ক্রমশঃ বর্জিত করা
প্রয়োজন।

দৈনিকপ্রসঙ্গ না হইলে-হ্রিৎজন হয় না।
তৎকালিক অজ্ঞান বৈজ্ঞানিকও উদ্ভেদের
কৃষ্ণকীর্তন হইতে পারে। তৎকালিক কামনাবাক্য
বৈজ্ঞানিক। তাহারে অর্থেই প্রকাশিত। দীন
বাক্য কখনও সাধুকে নিজেই সম্বোধন বা
বহুতর্য্য তুল্য জ্ঞান না করিয়া নিজে

কীর্তন পাল্য কিস্তি জানিয়া তাহার
সেবার নিমিত্ত থাকেন। আমবা কৃষ্ণ ক.
কৃষ্ণপাদপদ্ম-দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়
নাট। সুতরাং কৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গ শ্রীমদিব্যেণ
কীর্তনমুখে অরণ বাণীত আমাদের আর
গতান্তর কি? 'জগৎ অর্জিত আমি' -
বিচার হইলেই ভোগী ভগ্ন হইবে, আর
'জগতীত আমি' - বিচার হইলেই শ্রীমদাম
হয়।

ইচ্ছাশক্তিবিমুক্তি বস্তুমাত্রই চেতন।
ভগবান নিরুচ্চৈতন্য, জীব অণুচেতন। অণু-
চেতন জীবের স্বভাবগত আভি কিস্তি
তাঁহা ভগবদ্বিচ্ছা পরিত্যাগ। শ্রীভগবান
জীবের সে স্বভাবগত প্রাণি কৃষ্ণকীর্তন না
করিয়া তাহার সঙ্গাবহুতর্য্যের অবকাশ প্রদান
করেন। ভগবান নিঃসংসার, জীব তাহার
নিঃসংসার, এই সেবা-সেবকসম্বন্ধজ্ঞানক্রমে
ভগবৎসেবাতে জীবের স্বভাবগত সঙ্গাবহার।
স্বভাবগত অসঙ্গাবহারক্রমে জীব ভগবদ্
বিমুখ হইয়া সুন-সুন্দরে আত্মবুদ্ধি করেন।
কিন্তু তথাপি জীব স্বরূপঃ ত্রিগুণাত্মক
মায়িক বস্তু নহেন। সাধুসংস্পর্শ সেবামুখ
হইলে তিনি পুনরায় স্বরূপার্থে অবস্থিত
হইতে পারেন। ভোগ ও ত্যাগ এই উভয়
বিচারই ভগবদ্বস্ত্র স্বাধীনতার অপব্যবহার।
অভ্যুত্থান নিজেই প্রসঙ্গার্থে বাস্তব থাকে।
তাঁহারা নিজ শক্তিগাম্যের উপর নির্ভর
করে, কিন্তু তৎকালিক বিচার উহা হইতে
সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তৎকালিক নিঃসংসারের প্রাণি
ভগবান না করিয়া সমস্তভাবে ভগবদ্বিচ্ছা
পরিত্যাগ হইয়া তাঁহার কৃপালাভের অপেক্ষা
করেন।

সেবামুখ জিজ্ঞাসী কৃষ্ণকীর্তন করিতে
পারেন। সেবামুখ জীব শ্রীমদামভাবে
কৃষ্ণকীর্তন গান করিতে, কৃষ্ণকীর্তন গান করিতে,

কৃষ্ণ-পরিচয়নির্দেশের সহিত কৃষ্ণকীর্তন
স্বভাবগত উপস্থিত করাই নাম গান করিতে
পারেন। অসুবিধাবাদ-প্রভাবের প্রভাবগত
না'কর কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন
নিজ স্বভাবের মধ্যে পরিণত হয়। ভগবান
কৃষ্ণকীর্তন করিয়া জীবের তৎকালিক
চেতন হইয়া উঠে। তখন সেবার নবনব
উৎসাহ দেখা যায় এবং ভগবানের নাম,
রূপ, গুণ, পরকরৈশ্বর্য্য ও লীলাগানে কতি
পারিণামিত হয়। বিতুলসংঘ রক্তমোক্ষণ-
ধর্মের সঙ্গ পরিচয় করিয়া নিঃসংসার
অর্থাৎ আর্পণিকতাগঞ্জিত শিষ্টাচার
আধার করায়। তখনই তিনি গুণকীর্তন
জগৎ না দেখিয়া বৈকুণ্ঠ দেখিতে থাকেন।
বৈকুণ্ঠস্থান ঘটিলে শীতোষ্ণাতপস্যা তাঁহাকে
অভিভূত করিতে পারে না। কর্ণের দ্বারা
প্রাণ কারবার যোগ্যতা উপস্থিত হইলে
কৃষ্ণকীর্তন প্রতিগত হয়। সেই প্রাণের
পরিচালনাক্রমে জড়রূপ-মোহ, জড়গুণ-বর্ষণ,
জড়সঙ্গীতমুখ, জড়চিত্ত ও ভোগ্যের
অভিমান থাকে না।

কৃষ্ণকীর্তন অণুচেতন জীব বিতীয়াত-
নিবেশনঃ ত্রিগুণের বশীভূত হয়। সে
ত্রিগুণতত্ত্ব কৃষ্ণকীর্তন মনোবস্তু হইয়া
'আমি ভোগী ও আমার ভোগ্য জগৎ'—
এই বিচার করিয়া উক্ত বিমুখ জীব অহংকার-
বিমুক্ত হন। যেকালে রক্তমোক্ষণ-
প্রতীতিরূপ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন প্রয়োজন-
রূপ বিতুলসংঘ ভগবানের জ্ঞান হইতে
পূর্ণগ্ৰাস্ত করে, তৎকালে জীবের আধিকার-
চ্যুত অপ্রভাবী। উহাই বাস্তবগত
বিতীয়াতনিবেশনিত ভোগ্যমুক্ত।
কৃষ্ণকীর্তনগত অধ্যয়নে অপ্রভাব। সেট
সকল ভোগ্যমুক্ত অজ্ঞান জ্ঞান নহে।
কৃষ্ণকীর্তনের ফল অজ্ঞান বা অমঙ্গল লাভ।

উহা মনোবর্ষণের অন্তর্গত। অজ্ঞানবাসিত
বা স্বরূপবাসিত 'মম' গণিতা বস্তুজ্ঞানে
প্রাণের উত্তর হয় না। যেখানে অপ্রভাব
বিতীয়াতপ্রাণি প্রতীতি, সেটগণিত প্রাণ।
মনের মধ্যে অজ্ঞান বা অমঙ্গলের জ্ঞান
অপ্রভাব। অধ্যয়ন বৈকুণ্ঠ মম গণিতা
কোন প্রতীতি নাই। তাহার সমস্ত কোণ
ভাল। কৃষ্ণকীর্তন প্রতীতিতে যে ভাল বা
মিলসংসার জ্ঞান, তাহা প্রমাণ বা মনোবাস।
তাই শাস্ত্র গণিতা—

বৈকুণ্ঠ ভোগ্যমুক্ত জ্ঞান - সব মনোবাস।
এই ভাল, এই মম, এই সত্য।

শ্রীমদোৎসব

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গাইতে শ্রীমদোৎসব।
প্রভাত শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণকীর্তন আনন্দকীর্তন,
অপ্রাকৃত বাস্তবসংসারের মুখপ্রভ। সেট
অনন্দমুখ গাইবার আনির্ভায়ে নন্দন হন,
সেট শ্রীমদের অঙ্গময় করিয়া ভগবান
শ্রীমদোৎসবের অঙ্গময় করিয়া থাকেন।
চাওয়া-ধন্য শ্রীমদোৎসবের, তার দেওয়া ধন্য
শ্রীমদোৎসবের হইবার নাম প্রেম বা
প্রীতি। পরপ্রাণ অঙ্গ হইয়াও কেণ
বাৎসল্য-প্রেমের মতিয়া লক্ষণের জ্ঞান
শ্রীমদোৎসবের পূর্ণ হইয়াছে। তিনি
সকল পালকগণের পালক হইয়াও শ্রীমদ-
মোহের পাল্য হইয়া লীলাবিলাস করেন।
ইহা প্রেমের মাধুর্য্য। এই শ্রীমদোৎসব
উৎসব প্রত্যেক জীবের জন্মে সাধুপাথ্য হইয়া
প্রকাশিত না হইলে, ততদিন পর্য্যন্ত
জড়ানন্দ হইতে মুক্তি ও প্রেমাময় লাভ
হইবে না।

তাহারে সে বলি বর্ণ করি সব। চাহে সে প্রতি করে সমস্ত সব।

বাস করিতেছেন। এই ধর্ম সৃষ্টি-এই প্রথম-
জন্ম আঁকাও হয় না। পত্নীকে অবজ্ঞা-
করণে উদ্ভ্রান্ত হয়ে এক পরমভাগবত
অজর্ষি আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন। এট
পরমভাগবত, মহাভারত যে বি শ্রীনারায়ণের
আজ্ঞাপ্রাপ্ত তত্ত্ববৎসল শ্রী-কৃষ্ণ-অম-ভগবাদের
সুপ্তসেবা পুনঃপ্রাপ্ত একট ও শ্রীমদ্ভাগবতের
সেবাসৌভবকসে মাধব ও শাসনাদি নিশ্চয়
করেন। আজও শ্রীকৃষ্ণোৎসব-করে
অতিথ্য 'মকট' 'উল্লাসসংসার' নামে একটি
প্রাচীন দীর্ঘিকা শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তি
বিবাহিত করিতেছে। উদ্ভ্রান্তের পুণ্যে
শ্রীনাট্যলপতি শ্রীকৃষ্ণোৎসব 'নীলমাধব'
নামেও আখ্যাত হইতেন।

রামচন্দ্র খাঁন

— ::(৩):: —

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম-পাঠকালে চুটজন
রামচন্দ্র খাঁনের নামোচ্চারণ ও তাহারে হুঁচী
পৃথক্ রুচি দেখিতে পাট। এক রামচন্দ্র
খাঁনের চরিত্র আদর্শ। উদ্ভ্রান্তভাগবত অত্যা-
ধিক বিতীর্ণ অধায়ে পাঠ করি। তিনি বিবর্তী
হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবত সেবার সুযোগ
প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীভক্তের শ্রীগৌরসুন্দরের
সেবা-সংকার পাঠ্য বক্তৃতিতে হইয়াছিলেন।
আর এক রামচন্দ্র খাঁনের চরিত্র আমরা
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অত্যাশীলার ভূতীয়
পারিভ্রম্যে পাঠ করি। এট রামচন্দ্র খাঁন
কেবলমাত্র বিবর্তী নহে, পরন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণব-
বিষয়ী মহাপ্রাণী। অধ্যয়নশীল ভক্তকারণ
পতিতপাবন শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর অখ্যাত কৃপা
পাঠ্য এট রামচন্দ্র খাঁন পতিতপাবন করিয়া
ছিলেন এবং সপার্ব শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর পতি
পারম আশ্রিত্য ও পাবতহার চূড়ান্ত
জ্ঞানস্বরূপ করিয়াছেন। তদনন্তর সুশীলতা এবং
সাহসুতার আদর্শশ্রীমদ্ভাগবত নামাচার্য্য শ্রী
ঠাকুর হরিনামকে পঞ্চম উক্ত রামচন্দ্র খাঁন
অশেষরূপে নিখাতন করিয়া চেষ্টা
করিয়াছেন।

নামে উক্ত এক হইলেও—বাহ্যঃ
উক্তই শ্রীগৌরনৃত্যনকের মহাবদানালীনার
সময় বিজ্ঞানিত থাকিলেও উক্তই নাম-
কর্মে ভগবান ও ভগবৎপার্বসংকে ধোয়ায়
সুযোগ প্রাপ্ত উক্তের চরিত্র, বক্তা ও
উদ্ভ্রান্তের পাঠকোর হারা শ্রীগৌরসুন্দর
জীবকৃপে অনেক শিক্ষা লাভের অবসর
লিখাছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বহন শ্রীমদ্ভাগবত-এক-
গণসংগ্রহে উক্ত বহন করিয়াছিলেন,
তখন সেই গ্রামের আদ্যকারে রামচন্দ্র খাঁন
দোদার চাকর। শ্রীমদ্ভাগবতের হানে আশ্রয়
উপভুক্ত হইলেন। প্রভুর বৈষ্ণবী প্রথা-
কর্মে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য-ধোঁরবে গৌরগাছত
রামচন্দ্র খাঁনের হুঁচী হইল। তিনি লম্বা

দোদা হইতে অবতরণ করিয়া প্রভুর পদতলে
সাতায়ে প্রণত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত কোথায়
অগম্য। হা অগম্য। বলিয়া উক্তরবে
কখন কাঁতেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত এট প্রকার
অতি দর্শনে রামচন্দ্র খাঁনের জগৎ বদীর্ণ
হইল। শ্রীমদ্ভাগবত কল্পন পরে বহনশা
পাঠ্য রামচন্দ্রের পরিচয় অজ্ঞান করিলে
রামচন্দ্র উক্তের বাল্যেন,—

“যাভা-দাস অম্বাস মুঞি তাই।”

তখন হানীর লোকসকল প্রভুর নিকট
রামচন্দ্র খাঁনের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন
যে, “তিনি দক্ষরাজের আদ্যকারী।”

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় পাঠ্য
বলিলেন,—“ভাল হইয়াছে, তুমি আমাকে
শ্রী শ্রী নীলচন্দ্র বাহবর বন্দোবস্ত করিয়া
দাও। শ্রীমদ্ভাগবত খাঁন শ্রীমদ্ভাগবতকে
তদানীন্তন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা
জ্ঞান করিয়া পঞ্চাটের বিপদের কথা
বলিলেন এবং যে-কোনও রূপেই হউক, তিনি
প্রভুর আজ্ঞা পালন করবেনই, তাহাও
জানাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত খাঁন করকোড়ে
শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট একটি প্রার্থনা
করিলেন,—

“যে মোর ভূত হেন জ্ঞান থাকে মনে।

ওবে আজি তবু হেথা কর সন্ধান।

জাতি-প্রাণধন কেনে অধার না যায়।

রাএ আজি তোমা পাঠাইব সঙ্গীয়ার।”

(১৩ ভাঃ)

শ্রীগৌরসুন্দর রামচন্দ্র খাঁনের এট বাক্যে
সম্মত হইলেন এবং তাহার প্রাপ্ত কৃপাশ্রী-
পাত করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত খাঁন সপার্ব
প্রভুর ভোজনশীল ও সুশীলতা-
শ্রেমোজ্জ্বল দর্শনে কৃতকৃত্য হইলেন।
প্রাপ্ত ভূতীয় প্রভুর প্রাপ্ত ভিত্ত হইলেন।
রামচন্দ্র খাঁন প্রভুর অল্প নৌকা পঠা
করিলেন এবং সপার্ব মহাপ্রভুর নৌকার
চড়াচর্য্য সমস্ত তথ্যবাদের সেবাশ্রীও অর্জন
করিলেন।

শ্রী ঠাকুর কৃষ্ণানন্দ দাস এট রামচন্দ্র
খাঁনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বাল্যলিখেন,—

“সেই গ্রাম অধিকারী রামচন্দ্র খাঁন।

বক্তা পদবী ভবু মগাভাষায়।

অম্বা প্রভুর সঙ্গে দেখা তান কেনে।

বৈষ্ণবিত আসিয়া মিলিল সে হানে।”

(১৫ ভাঃ)

কিন্তু এট রামচন্দ্র খাঁনের ঠিক বিপরীত
চিত্র ও চরিত্র। এট উদ্ভ্রান্তভাগবত-প্রাপ্ত
রামচন্দ্র খাঁনের মধ্যে সৌখ্যে পাঠ্য যায়।
যে-কোনও দেশের বেনাশ্রয় নামক এক
গ্রামের অধিকারী বা অধ্যক্ষরূপে ছিল—
এই রামচন্দ্র খাঁন। বহন নামাচার্য্য ঠাকুর
শ্রী হরিনাম নিমন্ত্রণ তদায় করিয়া বেনা-
শ্রয়ের বনের মধ্যে নির্জন-কূটরে অসংখ্য
পুণ্যক তুলসীপত্র দ্বারা তদানে তিন বক

হরিনামসংকীর্ণ করিতেন, তখন তাঁহার
স্বাভাবিক ভক্ত প্রভাবে দেশের সকল-
লোকই তাঁহাকে পূজা ও শ্রদ্ধা করিতেন।
ইহা বেনাশ্রয়ের আমদার রামচন্দ্র খাঁনের
চক্ৰপুং হইল। সে ভাবিতে লাগিল যে,
সে দেশের অধিকার, কাঁতে অশ্রয়,
তাঁহাকে পূজা না করিয়া একজন শিক্ষার ও
অবলোকিত হইয়া পূজা লোকে কেন
করিবে? নামাচার্য্য ঠাকুরকে জ্ঞান এবং
লোকের নিকট তাঁহার সম্মানের লাভ
করিবার জন্ত ‘বৈষ্ণব-বিষয়ী’ বিষয়ী ‘পাষাণ-
প্রধান’ রামচন্দ্র খাঁন অনেক ফল অর্জিতে
লাগিল। কিন্তু তাহাতে কিছুতেই কিছু
করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে
কতকগুলি বৈষ্ণবকে ডাকিয়া তাহারে মধ্যে
যে সঙ্গোপন আধিক্য করি ও সুশীলতা,
তাঁহাকে শ্রী ঠাকুর চান্দ্রোলের বৈষ্ণব নষ্ট
করিবার জন্ত নিয়োগ করিল। এই বৈষ্ণব
বিনের মধ্যে ‘নন্দক’ ঠাকুরের বৈষ্ণব নষ্ট
করিব’—এই পতিপ্রাপ্ত দিয়া শ্রীমদ্ভাগ-
বতের নির্জন-কূটরে গমনপুণ্যক তিন
বিসের মধ্যাকরণ অবস্থা পাও করিয়াছিল,
তাঁহা প্রাপ্ত।

“প্রাপ্ত বৈষ্ণবী তেল পরমহাঙ্গ।

বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেও বাঁচ।”

পাষাণ রামচন্দ্র খাঁনের নামাচার্য্যের
চরণে এই ভীষণ অপরাধের নীত ক্রমে ক্রমে
অকৃত্রিম, পল্লিত ও নিখাল মৌকহে
পারগত হইতে থাকিল। বৈষ্ণবপরাধের
কন ফলিত ফলিল। তখন কন দেখা
নাগেলেন তাহার কন অশ্রুজ্ঞান। এই বৈষ্ণব
ঠাকুর শ্রী কৃষ্ণানন্দ দাস পাঠ্যলিখেন,—

“একালে যে বৈষ্ণবের বড় ছোট বদে।

নিমন্ত্রণে থাকুক সে জানিবে কতকালে।

শুনপান সম্বন্ধ বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ।

তথ্যপত্র দান দায়, কহে শাস্ত্রবাক্যে।”

(১৬ ভাঃ)

রামচন্দ্র খাঁনের চরিত্রে এট বৈষ্ণবপরাধের
বীল পদ বহু হইয়া উঠিল,—

“মহোদেব অধিকারী রামচন্দ্র খাঁন।

হরিনামের অপরাধে হৈল অশ্রুদমন।

বৈষ্ণবপদ ‘নন্দ’ করে বৈষ্ণব-অপমান।

হে দনের অপরাধে পদচল পরিণাম।”

বৈষ্ণবপরাধের বৈষ্ণবপরাধের ক্রমা-
গত চিত্র পাঠ্য লাগিল। পাতপাঠ্য-
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর বহন গোড়বে
আগমনপুণ্যক প্রেমপ্রদারণ ও পাষাণবহন
কাথে লগ্ন করিতে লাগিলেন। তখন
একদিন তিনি রামচন্দ্র খাঁনের গৃহে আসিয়া
তাঁহার দুর্ভাগ্যের উপরে বলিলেন।
শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর সমীপে বহনলোকের
রামচন্দ্র খাঁনের অশ্রু তরিয়া গেল। পাষাণ
রামচন্দ্র খাঁন শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর অত্যাশীল
করিতে বহন আসি দুই পাশু, একজন

ভূত পাঠাইয়া, বহন দিল যে, শ্রীমদ্ভাগবত
প্রভুর সঙ্গে অনেক লোকজন আছে।
সুতরাং তাঁহাকে গোহাগ্রস্ত বিষ্ণু গো-
পালার বাসস্থান দিও হইবে। রামচন্দ্র
খাঁনের গৃহে এত লোকের আগের সঙ্গলান
হইবে না।

রামচন্দ্র খাঁনের এটরূপ অশ্রুচারণদর্শন
ও তাহার দাকা অশ্রুপূর্ণক শ্রীমদ্ভাগবত
প্রভুর ক্রোধে অশ্রুজি হইয়া অটু-অটু হাশিতে
হাশিতে তথা হইতে অধিকৃত হইলেন এবং
বলিলেন,—

“সত্য কহে,—এট বহন মোর যোগ্য নয়।

যেই গো-বধ করে, তার যোগ্য হয়।”

(১৭ ভাঃ)

ইহা বলিয়া লগ্ন শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর
নিম্ন-বৈষ্ণব-বিষয়ী হান—সেই গ্রাম
পরিণাগ করিলেন। রামচন্দ্র খাঁনের ইহাতেও
পাষাণভাগ্যের পরিচয় হইল না। সে
পাষাণভাগ্যের চূড়ান্ত পর্য্যন্ত দেখিতে হইল
হইল। রামচন্দ্র খাঁন তাঁহার ভূতাকে আত্মা
প্রদান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর বৈষ্ণবে
বসিয়াছিলেন, সেটানোর মাটি খোদাইয়া
কলিল এবং নূতন মাটি তরুণ করিয়া সমস্ত
চৌমুগপণ গোহাগ্রস্তের হারা লেপাটল।
তথাপি রামচন্দ্র খাঁনের ভূত হইল না।
রামচন্দ্র খাঁন কিছুকাল পরেই এই নিম্ন-
বৈষ্ণববিষয়ের বহু আত্ম হইয়াছিল। তাহার
দুর্ভাগ্যে বিধিবিধি আসিয়া বাস করিল
এবং অবস্থা বহু করিয়া সেট বহু মাংস
রন্ধন করিল। রামচন্দ্র খাঁনকে তাহার শ্রী-
পুত্রপদের সহিত বহন করিয়া তাহার গৃহ
ও সমস্ত গ্রাম তিন দিন ব্যাপিয়া লুট
করিল। রামচন্দ্র খাঁনের জাত-ধন-জন
সকল হরণ করিল—সমস্ত গ্রাম উল্লাস
হইল।

নির্বাণ

পরমার্থাত্মক ও বিষ্ণুপার্ব শ্রীমদ্ভাগবত-
ধর্মের উদ্ভ্রান্তভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মচারী
প্রভু গত ১৮ই প্রাপ্ত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা-
রাত্রির পর ভূতবৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবতগৌড়-
মঠে ভক্তদের সন্নিবেশ হরিনাম প্রবণ
করিতে করিতে নির্বাণ লাভ করিয়াছেন।
তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয়ের পর হইতে
নিম্নপটভাবে রেক্স ইন্দোজীমঠ, শ্রীযোগ-
নীল শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত
পৌড়াধমঠে অবস্থান করিয়া নিরলসভাবে
অকপটে শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিয়া-
ছেন। তাঁহার সন্ততা ও সেবাব্যবহার
শ্রীমদ্ভাগবতের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে।
তাঁহার সর্বাধিকৃত হইয়া আজ আদর্শ
হইতে।

বিশেষ উল্লেখ :—শ্রীমদ্ভাগবত

আবর্তিত-এই উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকার
গত ১২ই আগষ্ট বাল্যের শ্রীমদ্ভাগবত
প্রকাশিত হইবে না।

— — :: (:•:) :: — —

- 2180718 -

জানিতে পারা গিয়াছে যে, প্রিন্সিপাল
পত্রীকারিগণ এই বৎসরের জার্ণাল প্রস্তুত
পত্রীকার প্রথম দশটি স্থান অধিকার
করিতেছেন :—

২। অবলাভাষণ যোয. কুচবিহার
ডেনিকিল, কুল।

୩। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଧାନ, ଉଲ୍ଲେଖିତ ନି
ଉପାଦାନ ।

৪। এই ঐশ্বর্য বহুমান নোনায়েন হক,
কু'মানা কেল। কুগ।

৫। হাবিষল দত্ত, বাবনসিংহ হুড়াঙ্গা
এইচ টি গুল।

৬। ককণচন্দ্র চন্দ্র, যুগ্মগোপন এণ্ডেচ ই
কুগ।

୧। ଯୋଗବ୍ରତ ଗାଥା, ସାମିକମଣ୍ଡ ଏଫଟି ହି
ହୁମ ।

୮ । ଦୀନବନ୍ଧୁ ସରକାର, କଟକନଗର ନି ଏବ
ଏମ୍ ସେଣ୍ଟଜନମ୍ ଏଫ୍ ଟି କୁମ୍ ।

৯। (ক) সমীপকুমার দত্ত, বগুড়া।
কম্বোনেশন ইন্সটিটিউশন।

(খ) প্রমোহন চক্রবর্তী, নবাবগঞ্জ এন্ড
ই কোং।

১০। গির্জাখানা প্রসন্ন গুপ্ত, নবাবগঞ্জ এন্ড
টেক্সটাইল।

নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির গৃহ নির্মাণের জন্য
 বাস্তব। সরকার মূল লক্ষ্য টাকার সাহায্য
 প্রদান করিতেছেন। প্রধানতঃ কুটির নির্মাণ-
 উদ্যোগী মাল-মালগার সাহায্য করা
 হইবে। কলিকতা বিনিময়ে সাহায্যদানের
 বিষয় অগ্রসারী কাজ চালান হইবে বলিয়া
 জানা গিয়াছে। হুগলি অঞ্চলের জেলা-
 ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে অনতিদিলবে কাছাকাছের
 নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সরকারের সাহায্যান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা
 সম্পত্তি নীতি অনুযায়ী ধীরে ধীরে জম
 জাল তৈরির সুতা ও আশ্চর্য্যতা বহি
 ক্রমের জম দুই লক্ষ টাকা মূল্য ক
 হইয়াছে। এই সুতা ও আশ্চর্য্যতা
 গোদালন্দে ধীরে ধীরে মধ্যে বিতরণ ক
 হইবে।

গত এই আগষ্ট—বুଦ্‌প্রমোদের
 সরকার বাণলাইর জন্ম ৩৫,০০০ মণ
 “এগমার্ক” বা গিতে সম্ভব হইতাহেন।
 বাণলা সরকার বিষ্মত ব্যবসায়ীহের সারকৎ
 এই বা আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন।

শ্রীধাম-মাতাপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রতিং ওয়ার্কন্ হইতে শ্রীমদগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
ও শ্রীমঙ্গলেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২। ঐনগীয়া প্রকালেক বে-কোন সংখ্যা উঠিতে প্রাক্তক উত্তরা গেলেও এক সংসরে কম সময়ের অল্প কাহাকেও প্রাক্তক করা হয় না। ঐনগীয়া-কতাল অনুমানক্রমে পাঠ্যক হয় না। নিয়মিতভাবে ঐনগীয়া-কতাল পর খুঁটা প্রাক্তক চলয়া যায় না।

২. ক। কেত কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাহা এক গল্ফারের মধ্যে না জানাইলে
পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাঠ্যে শুধু Reply card বা ১০
লম্বায় ৫ ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন
করা লওয়া হয় না; তৎক্ষণাত্ প্রতিকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্ধোবদ্ধ করিয়া। স্পষ্ট
এ পূর্ব করণ না পাঠিলে তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৪। প্রকাল ব্যক্তিগণের পরমার্থ-স্বাক্ষর প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে তিনমাসপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অনুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে কেবল পাঠান হয় না। প্রকাশকের কাগজ প্রেসের কাছের স্থবিধার ক্রম কাগজের মত এক পৃষ্ঠায় পছন্দকারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাগজও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেল
 ও সম্পাদকের উচ্চাভ্যাসী যে-কোন সময় চর্চতে যে কোন ব্যাকর নিকট শ্রীনদীয়া-
 প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভাষ্যএ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ যথ্যপ্রস্থের ছাপ
 ওজনবদ্যঃপ্রদেমে পরমশ্রুতা বশ্য, সুতরাং তাঁতাকে কোন বাবহারিক কাছো নিয়োগ অত্যন্ত
 কৃপণত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। ঐনশা-পকাশের ভিকাদি ও চিঠি-পত্র—ঐলাল নসরোগোপাল বসুনাথী ভক্তি-
লালী, লন্ডেন ১৮৮৪, পোঃ ঐমহাপুর, নবীয়া—এই টিকানায পাঠ্যেও হইবে।

— कविप्रियम्

১ম ও দ্বিতীয় অঙ্ক,	পঞ্চদশী দিবার অঙ্ক
তারিখবারে লিখিত টোকা ২,	১৪০
" " লিখিত কলম ৪,	৪১
অঙ্ক কলম	৩১
এক কলম ১২,	১০১

এক বৎসরের অঙ্ক চুক্তি লটগে দর স্বতন্ত্র

9

নিতানীল। প্রান্তে ভাবকু-ব। ইচ্ছামহা-
 সিকাসমরস্বতী গোখামো প্রকৃপান তিষ্ণা
 লজ্জানুবোধে বৈ-সকল প্রায়োক্তে প্রবান
 কবিগাহেন, তাহা মঙ্গলত হইয়া একাধিত
 চটয়াছে। মুদ্রা ৬০ আনা।

ঐমরুদাচাৰ্যৰ বিদ্যুত ভাৱন-চৰিত্ৰ,
জগদীশ ৱ বিদ্যা-সংগ্ৰহ বাংলা ভাষা
সংস্কৰণ গ্ৰন্থ । মূল্য ২০ টাকা ।

આદવાન—શ્રીધામજીઃ-શ્રીમદ્ધિવ, ૯૫:
શ્રીધામજી, ગોધામજી ।

নিরপেক্ষ স্তূভাক্তপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ
হাতে ডাক্ত-সম্বন্ধে ডাক্ত-ধারণা'নরসনমুলে
প্রোক্ত ও স্বাক্ষর বিচার ও সমালোচনই
প্রাধিকৃত এবং পত্রমাধ্যমসম্বন্ধে মানবজাতিক
সাধারণ ভ্রমসমূহ নিবৃত্তিত হইয়াছে।
মূল্য ৮০ আনা

ସୂଚୀ ୩୦ ଆଦି

মিতা-বাবগাথা ও আশুতীর শগায়েব
 সনসরাহ অব্যাহত বাধাও জড় কেন্দ্রীয়
 গভর্নমেন্ট গত ১৪ই জুলাই শগায়েব বর্ডন
 নিঃশ্রণ আদেশ নামে একটি নূতন আদেশ
 জারি করিয়াছেন। বিদেশ হইতে আসনানী
 ও জগ্নতে শাস্ত কতকগুলি শগায়েব
 উপর এই আদেশ ওযুক্ত হইবে। ঐশব
 জিনিষের একটা তালিকাও এই সঙ্গে
 প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায়শঃ মনে হইলে
 অত্যন্ত জিনিষও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত
 করা হইবে।

গোপন ২য় পৃষ্ঠা ৩ অভিজাত দমন
অভিলাষ অল্পবাহী এ পৰ্য্যন্ত সত্যমেষ্ট
অনেক তিনিবেহই দয় বাঁধিয়া দিয়াছেন।
উহার ফলে বাজারের চড়া দামও অনেক
ক্ষেত্রে নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু অভিজাত্য
দেখা গিয়াছে যে, কোন একটা জিনিসের
মুণ্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে উহা বাজার
হটেতে উদাত্ত হইয়া চোরা বাজারের দিকে
চলিয়া যায়, উহা আর বাজারে কিনিতে
পাওয়া যায় না। পণ্যস্রবোয় সরবরাহ
রুদ্ধি এবং উহা অগাছত রাখার জগ্গ তার
সরকারের শিল্প ও বেসামরিক সরবরাহ
নিষ্পন্ন বিশেষ , বস্ত্রগান্ আছেন। মুণ্য-
নিয়ন্ত্রণ কার্য্যকরী করিতে হইলে মালগত্রেয়
সরবরাহ ও বটন বাণস্হাও নিয়ন্ত্রণ করা
দরকার। বিশেষতঃ নিদেশ হইতে আমদানী
কতকগুলি মালের ক্ষেত্রে উহা একান্ত
দরকার।

বস্টন নিয়ন্ত্রণ আদেশে বলা হইয়াছে যে, আমদানীকারক ও উৎপাদকদ্বিগকে বিদেশ হইতে মাল পৌছান ও উৎপাদনের খবর বেসামরিক সংবহন বিভাগের কন্ট্রোলার-জেনারেলকে জানাতে হইবে। আমদানী-কারকরা কন্ট্রোলার জেনারেলের অনুমতি ও নিদেশ বাতীত কোন মাল বাজারে ছাড়িতে পারিবেন না ও কন্ট্রোলার-জেনারেলের অস্বাভাবিক বাবসাহায্যের কাছেই কেবলমাত্র আমদানীকৃত মাল স্থানি বক্র করি চলবে।

কাজের সুবিধার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের
শিল্প ও বেসামানিক সরকার হা হ বিভাগে একজন
এডিশনাল কন্ট্রোলার-জেনারেল, তিনজন
ডেপুটি কন্ট্রোলার-জেনারেল এবং তিনজন
আসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার-জেনারেল নিযুক্ত করা
হইয়াছে ।

সত্য-কল্যাণকর
— — —
শ্রী ১৮তম অঙ্কবিশেষ-
বিশিষ্ট অমূল্য কল্যাণকর
গ্রন্থ 'পরিশিষ্ট'-এর মূল্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
উহা মূল্যাকারীমাত্রেয়
নিম্নপাঠ্য।
প্রাপ্তিমান—
শ্রীযোগেশ্বর-ভীষ্মাচার্য
পোঃ ভীষ্মাচার্য, নবীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

বহুকৌতুক
— — —
শ্রীমদভগবদ্গীতা
বিশেষ ১৮তম অঙ্ক-
বিশিষ্ট অমূল্য কল্যাণকর
গ্রন্থ 'পরিশিষ্ট'-এর মূল্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
উহা মূল্যাকারীমাত্রেয়
নিম্নপাঠ্য।
প্রাপ্তিমান—
শ্রীযোগেশ্বর-ভীষ্মাচার্য
পোঃ ভীষ্মাচার্য, নবীয়া।

১৯৮ বর্ষ { ১৩ জ্যৈষ্ঠ গৌরীকাল ৪৮ : ১লা জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩০১ : ১৭ই আগষ্ট ইং ১৯৪৪, বৃহস্পতিবার } ১২৫ ২৬৭ সংখ্যা।

শ্রীমদভগবদ্গীতা
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
১৩ জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ কার্তিকমাসের ৪৮

শ্রীহরি বখা-প্রসঙ্গ
— — — (১) — — —
একদিন কল্যাণ গোপবালকগণ কুমারী
হইয়া ঈশ্বরের নিকট কাকতালী প্রকাশ
ক'রিলে ওগার ঈশ্বর সন্তোষিত হইয়াও
ভাঙমতী বিপ্রাধিপায়কে অগ্রহে কাকত
ইচ্ছা করিয়া বলিলেন,—“হে গোপগণ!
বেদান্ত ব্রাহ্মণ্যগণ বর্গকামনার নিকটে
আজগত-নাহক এক বজ্র কহিতেছেন,
তোমরা সে বজ্রহলে গমন কর।” তপস্বী,
বিদ্যা ও ধর্ম্মাধিপায় বিপ্রগণ ভক্তির
অবোধ-বশতঃ ঈশ্বরবানের অগ্রহেলায়ে
বাক্য, আবার তপস্বীভাষিত বিপ্রাধিপায়
ভাঙমতী প্রত্যয়ে ঈশ্বর কৃপাপাত্র, এক
ব্রাহ্মণ্যভিক্টে তাহা দেখাবার নিমিত্ত
ঈশ্বরবাল্যগোপগণকে ব্রাহ্মণ্যের নিকটে প্রেরণ
করিলেন।
ঈশ্বরবানের আদেশ পাঠিয়া গোপগণ
বজ্রহলে গমনপূর্বক ব্রাহ্মণ্যকে
ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্য অংক। ভেদাভেদে তুলে
ব্রহ্মব্রহ্মণ্যপূর্বক কৃপাপাত্রটে কৃপা
বাছা কাকত কাকত বলিতে লাগিলেন,—
হে ব্রাহ্মণ্য! জীবন কখন, আমরা
ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ গোপভাষি, আদি
ঈশ্বরবাল্যকৃত প্রেরিত হইয়া আমরা
এখানে উপস্থিত হইয়াছি, আপনাদের বঙ্গ

হটক। হে ব্রাহ্মণ্য! ঈশ্বরবাল্য
গোপগণ ক'রিলে ক'রিলে কুমারী হইয়া
আপনাদের নিকটে অগ্রহেলায়ে কাকত
শ্রীমদভগবদ্গীতা পাত য'হ আপনাদের প্রকাশ
থাকে, সে অগ্রহেলায়ে কখন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-
গণ ঈশ্বরবাল্য কৃপা ভাঙমতী ভাঙমতী না।
যদি বলেন, শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও ঈশ্বর
ঈশ্বরবাল্যের প্রার্থনা প্রবণ করিলেন না
কেন? হুত্ব এই যে ব্রাহ্মণ্যগণ শাস্ত্র
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিলেও মূর্খ ছিলেন।
কারণ, সামান্য বর্গাদির আশা করিয়া
ঈশ্বর। বহুতরকর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান
করিতেন এবং অগ্রহেলায়ে ঈশ্বরবাল্যকে
পাঠিত মনে করিতেন। হেণ, কাল, চক
সকল বিবিধ প্রভা এবং মন্ত্র, তন্ত্র, হোতা ও
আর সকল একতরকর ব্রাহ্মণ্য অংক অংক
ও বিকৃতব্রহ্মণ্য, হুত্ব ব্রাহ্মণ্যগণ ‘আমরা
ব্রাহ্মণ্য’—এই অভিমানে উন্নত থাকার সেই
সাক্ষ্য পরব্রহ্ম, বৈদ্যব্রহ্মণ্য অংক
ভগবান্ ঈশ্বরকে সামান্য মন্তব্যজ্ঞানই
করিলেন।
বহু ব্রাহ্মণ্যগণ গোপগণের বাক্য প্রবণ
করিলে ‘হী’ বা ‘না’ কহুক বলিলেন না,
তখন গোপগণ নিরান হইয়া ঈশ্বরবাল্যকে
নিকট প্রত্যাগমনপূর্বক সকল বিষয়
বলিলেন। গোপগণের কথা শ্রবণ করিয়া
ঈশ্বর হাত কাকত কাকত বলিলেন,—“হে
গোপগণ! এ সংসারে বঙ্গকল ব্যাক
কাহা সাধন করিতে চছা করেন, ঈশ্বর
কখনও বিরক্ত হইয়া উঠেন নহে। এখানে
বাক্য হাট্টেই পরাখু হইয়া থাকে। হে
ব্রহ্মণ্য! তোমরা পুনরাবৃত্তি তথ্য বাক্য
ব্রাহ্মণ্যগণকে বল যে, ঈশ্বরবাল্যের সহিত
আমি এখানে আসিয়াছি। তাহা হইলে
তাঁহারা তোমাদিগকে বহুতর অগ্রহেলায়ে

করিলে। যদি মন, ভোজনকাকত। না
জানিতরা কেবলমাত্র আগমনপূর্বক। জ্ঞান
করিলে তাঁহারা অগ্রহেলায়ে কহিলে কেন?
তত্বের ব'লতে হইবে, তাঁহারা আমায় প্রতি
অভ্যন্তরেন্দ্রিয়, তাঁহাদের দেহমাত্র গৃহ
হইয়াছে, কিন্তু মন নিরন্তর আমার উপর
তত্ব হইয়াছে।”
অনন্তর গোপগণ ব্রাহ্মণ্যগণের গৃহ
বাক্য উপস্থিত অগ্রহেলায়ে ব্রাহ্মণ্যগণ
গণকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ্যপূর্বক বলিতে লাগিলেন,
—“হে ব্রাহ্মণ্যগণ, আপনাদিগকে প্রণাম
করিতেছি। আপনারা আমাদের বাক্য
শ্রবণ করুন। এতদ্বানের অতি নিকটে ভগবান
ঈশ্বর ভ্রমণ করিতেছেন এবং তিনি
আপনাদের নিকটে আসাদি কে প্রেরণ
করিতেছেন। তিনি ঈশ্বরবাল্য ও গোপগণের
সহিত গোচারণ করিতে করিতে বহু দূর
আসিয়া পড়িয়াছেন এবং অগ্রহেলায়ে
হইয়াছেন, আপনারা তাঁহাকে এবং তাঁহার
অগ্রহেলায়ে অগ্রহেলায়ে কখন।” ঈশ্বরবাল্যের
প্রতি ব্রাহ্মণ্যগণের ভক্তির বিচার প্রবণ
করিয়া ঈশ্বরকে আবেদন না থাকিলেও
ঈশ্বরকে আগমন প্রবণমাত্র ব্রাহ্মণ্যগণ
অগ্রহেলায়ে ঈশ্বর ঈশ্বরকে নিকট টানিয়া
বাক্য প্রবণ, মনে করিয়া গোপবালকগণ
আপনাদের এবং ব্রহ্মণ্যগণের সুখের সময়
অগ্রহেলায়ে আশার সত্বের নিমিত্ত অগ্র
বাক্য করিয়াছিলেন।
পূর্বে হইতে ঈশ্বরকে লীলা-কথ্যপ্রবণে
ব্রাহ্মণ্যগণের চিত্ত তাঁহার প্রাক্ত
হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাকে দর্শন কারবার
নিমিত্ত তাঁহারা নিতাই সমুদ্রক থাকতেন,
একদা তিনি আগমন করিয়াছেন তানরা
তাঁহারা অভ্যন্তর আনন্দ হইলেন এবং
সকলেই ভোজনপানে চক্ষু, চুত, গৌর ও

পেচ—চক্ষুরিখ অগ্রহেলায়ে কাকত নদীসকল
ব্রহ্মণ্য অগ্রহেলায়ে সমুদ্রের নিকট
গমন কর, সেজন্য ঈশ্বরকে অগ্রহেলায়ে
গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পাতি,
পুত্র, পিতা ও ব্রহ্মণ্যগণ ‘সন্তোষিত’ মন
করিলে ঈশ্বরবাল্যকে ব্রহ্মণ্য কাকত
পারিলেন না; কারণ, বহুতর হইলে
ঈশ্বরকে কাকতব্রহ্মণ্য প্রবণে তাঁহাদের চিত্ত
উন্নতপ্রাক্ত ভগবানে একতরকবে নিম্ন
হইয়াছিল যে, গোপবালকগণের বাক্য
ঈশ্বরকে নিকট অগ্রহেলায়ে তাঁহারা
তুল্যভাষ্য করিতে পারিলেন না। যখন তাঁহাদের
গমন কারিয়া তাঁহারা দেখিলেন, অগ্রহেলায়ে
গৃহের নবব্রহ্মণ্যগণ উপস্থিত ভগবান্
ঈশ্বরবাল্য গোপগণ ও অগ্রহেলায়ে ঈশ্বরবাল্য
সহিত বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্ব,
পারিবারিক পীতগল, গলে বনমালা; মনুষ্যপুত্র,
গৌরবাক্যি বাক্য ও প্রাণসমুদ্র তাঁহারা
নটন-গণ। তিনি পার্শ্ব কখন ব্রহ্মণ্য
ককে বাক্য প্রবণ করিয়া দর্শন চিত্ত
লীলাকল ঘূরিতেছেন; তাঁহার কর্ণপুর্ণ
উৎপল ও গৌরব অলক, বনমালা
সুখমুখ হাত নিলাসিত হইতেছে।
ব্রহ্মণ্যগণের প্রথম ঈশ্বরকে ব্রহ্মণ্য
বহুতর প্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যগণের কর্ণ
চরিত্র এবং চিত্ত তাঁহাদের নম্র হইয়া-
ছিল। একদা তাঁহারা নেত্র-নেত্র ঈশ্বরকে
ককত তপন পূর্বক মনে মনে গাঢ় আলিঙ্গন
করিয়া তত্বব্রহ্মণ্যগণ দূর করিলেন।
সন্তোষিত ভগবান্ ঈশ্বর ব্রহ্মণ্যগণকে
ভক্তনাম্যের সন্তোষিত পারিবারিক
আগমন করিতে ব্রহ্মণ্য হাত কাকত কাকত
বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবান্!
তোমাদের অগ্রহেলায়ে; তোমরা সমস্ত
বাক্য অগ্রহেলায়ে আশাদিগকে দর্শন
করবার নিমিত্ত যে এতদে আগমন

ক'রার। তাহা তোমাদের সমুচিত কাৰ্য্যই
হইয়াছে। একপে উপবেশন কর এবং
আমাদিগকে কি কারণে ভেবে আদেশ কর।
বিবেকী ব্যক্তিগণ বিবেক দ্বারাই স্ব-
প্রয়োজন কর্তন করিয়া থাকেন; তাহারা
প্রিয় আত্মা আমায় নিকট আনিয়া কল্যাণ-
সন্ধান করেন না, কেবল কল্যাণহারাভ্য-
সিন্দর্য্যিহা তত্বেই বোধোচিতভাবে প্রদর্শন
করিয়া থাকেন। তোমরাও সেই তত্ত্ব
প্রদর্শন করিহা। অবলাগণ! পরমাশ্রম
সমাপিকা প্রিয়বন্ধ। কাৰণ, হাঁহাও
সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মনঃ, দেহ, পুত্র, কন্যা,
জ্ঞাতি ও বন সকলই প্রিয় বলিয়া বোধ হয়,
তাহার অপেক্ষা জীবের আর প্রিয়তম কি
হইতে পারে? তাগাবতীগণ! আমিই
সেই পরমাশ্রম; বোধ হয়, তোমরা সর্গ-
কবির নিকট প্রবণ করিয়া থাকিবে যে, আমিই
সকলের সমাজ আলমবন্দুক নিরস্তর অবস্থান
করিতেছি; তোমরা কৃত্য হইয়াছ।
একপে বজ্রবলে গমন কর। যদি বল,
পরমাশ্রমগণ আপনাকে লাভ করিয়া আবার
পূর্বে ঘাটব কেন, আমাদের আর বাগবজ্রের
প্রয়োজন কি? তত্ত্বই বলিতেছি, তোমাদের
লাভ প্রাপ্তগণ গার্হস্থ্যপন্যায়গণ, সন্তীক
বজ্রসম্পাদন না করিলে গৃহস্থগণের বজ্র পূর্ণ
হইবে না। তোমাদের সহিত একজ হইয়া
তাঁহারা স্ব-বজ্র সমাপন করিবেন।

বিজ্ঞপতীগণ বলিলেন,—“বিতো!
আপনি ও আমাদের আভ্যন্তর ও বাহ্যিক
সমস্ত ভাবই বিলুপ্ত আছেন, তবে একপ
নিষ্ঠুর বাক্য বলিতেছেন কেন? আপনিক
বলিয়াছেন,—“আমায় তজের বিনাশ নাই;
আমায় তজকে কখনই পুনরায় সংসাধে
আমাদের হয় না; যে আমাকে যেভাবে
ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেইভাবেই
ভজনা করি।” আপনায় এইসকল বাক্য
সত্য কখন! আমরা পতি-পুত্রাদি সমস্ত
বস্তুকে ত্যাগ করিয়া আপনায় পাদপদ্মে
আজ্ঞাতরো প্রদত্ত ভূসীমামণ্ড সমস্তানে
মস্তকে বহন করবার নামভুক্ত এখানে আগমন
করয়াছি। হে প্রভো! আপনি কাম-
তোষাৎ রিপুগণকে দমন করিয়া জীবগণের
সুখ ও প্রদান করিয়া থাকেন; আমরা
আপনায় পদপ্রান্তে শরণ লইলাম। যাহাতে
আমাদের অস্ত্র গতি না হয়, সেইরূপ বিধান
করুন। দেখুন, আমরা গৃহে গমন করিলেও
আমাদের পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র,
কন্যা, বন্ধু ও মুক্তগণ আমাদিগকে গ্রহণ
করবেন না, এমন কি, আমাদের সহিত
বাক্যলাপও করিবেন না; আমাদিগকে
আপনায় দাস্ত প্রদান করুন, আমরা আপনায়
নিকটে অবস্থান করিব।

শ্রীভগবান্ করিলেন,—“বিজ্ঞপতীগণ!
আমায় প্রতি তোমাদের ঐকান্তিক প্রেম

জন্মিয়াছে এবং সেটুকু তোমরা বহন
আমায় প্রবাসনেনে তৎপর, তখন আমরা
অনতিশ্রান্ত কাৰ্য্য করিব না, সমস্ত গৃহে
গমন কর। তোমরা কৃপা আনিষ্টলকা
করিতেছ তোমাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও
পুত্রাদি এবং অকলোকেও তোমাদিগকে
দায়ী করিতে পারিবে না। কাৰণ, সকলেই
জানেন যে, আমি জীবের, আমার আদেশের
তোমরা আগমন করিয়াছ। আর ঐ দেখ,
বজ্রোপলক্ষে সমাপন দেবগণ তোমাদের
কাষের অস্ত্রমোদন করিতেছেন। ইহলোকে
কেবলমাত্র অসক মানবগণের পুত্র
বা অস্ত্রগণ উৎসাহন করিতে পারে
না। অতএব তোমরা আমার প্রতি
মনোনিবেশ করিয়া মাচরেই আমাকে লাভ
করিতে পারিবে। আরও দেখ, ভগবৎপুত্র,
শ্রীমুখি-বন্দন, শ্রীকৃষ্ণচন্দন না নিরস্তর শ্রীনাথ-
ভগবান্-প্রবণ হইতে আমার প্রতি লোকের
বৈরুপ তত্ত্ব জন্মিয়া থাকে, নিরস্তর নিকটে
থাকিলে সেইরূপ হয় না; অতএব তোমরা
গৃহে গমন কর।”

শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিলে বিজ্ঞপতীগণ
পুনরায় বজ্রবলে গমন করিলেন এবং
তাঁহাদের পাঠগণও কোনরূপ দোষগ্রহণ
না করিয়া পতীগণের সঙ্গে বজ্রসম্পাদন
করিলেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণী পুণ্যেই
নিজপতি কষ্টক বলপূর্বক গৃহে আনিয়া
হওয়ার কক্ষের নিকট যাত্রে পারেন নাই।
তিনি ক্রোধের বৈরুপ পুণ্যে প্রবণ করিয়া-
ছিলেন, সে রূপে তাঁহাকে মনে মনে
আলমবন্দুক কক্ষের কক্ষবন্ধনবন্ধন দেহ পারিহাণ
পুণ্যক তত্ত্বদ্বারা শ্রীভগবান্কে প্রাপ্ত
হইলেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণও সেই চতুর্বিধ
অস্ত্রদ্বারা গোপালগণকে ভোজন করিয়া স্বয়ং
ভোজন করিলেন।

এদিকে দুর্য্যভমানপ্রভৃ ব্রাহ্মণগণ পরম-
তাগাবতী পতীগণের সমপ্রভাবে সমুদ্র
লাভ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—
অহো! কি প'বতাপের বিষয়! যিনি
লোকক লীলা বিস্তারের নামভুক্ত এক
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা সেই
বিষয়ের শ্রীরাযকক্ষর প্রার্থনা অগ্রহ
করিয়াছি! এরূপে নিরাতশয় হুৎপেদ সহিত
অন্ততাপ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ
দেখিলেন, অশেষবৈশ্বাশানী সর্গোত্তরকর্ষক
সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের প্রতি জীভাতরও
অলোকক তত্ত্ব হইয়াছে, কিন্তু আমরা
সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তত্ত্ববহীন। তজ্জন্ত
তাঁহারা অহুতাপে তপ্ত হইয়া আপনাদিগকে
তিরস্কারপূর্বক নিন্দা করিতে করিতে বলিতে
লাগিলেন, হায়! আমরা সাক্ষাৎ পরমাশ্র-
মরূপ ঐশ্বোদানদানের প্রতি বিমুখ
হইয়াছি, আমাদের তজ্জ, পাবিত্রী ও দীক্ষা
সম্বন্ধীয় বিবিধ জন্মে বস্তু—আমাদের বংশ-

তাহার সে বসি বর্ষ কর্ত্ত সবাচার।

দংশনরা, কুলগৌরবে দিক-আমাদের কর্ণে
দিক আমাদের নৈপুণ্যে দিক! এতপে
নিরস্তর বৃষ্ণনাম যে ভগবানের মাতা
বৌদিগলকেও মোহিত করিতে পারে;
কাৰণ, বর্ষভুক্ত ব্রাহ্মণ হইয়াও আমরা
নিজেরও তিত বৈরুপ অস্ত্র হইয়াছি।
অহো! ভগবৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই
নাতিশয়ের তত্ত্ব কর্ত্তন কর—এই তত্ত্ব-
গতানেই গৃহ-নামক স্তম্ভপাশ দ্বিগ হয়।
হায়! তার! তাঁহারা কৃত্য হইয়াছে, আর
ইহাও তত্ত্ব তত্ত্বও আমরা সংসারগণ
অকলুপে তত্ত্ব হইনি। কি আশ্চর্য্য!
নাতিগণের উপদেষ্টা সাক্ষাৎ নাট, ওক-
কুলে বাণাদি ব্রাহ্মণব্রত নাট, বানচয়বর্ষ
তপতা নাই, বতিবর্ষ আশ্রয়দায়ক নাই,
তাঁহাদের শৌর্য নাই, সাক্ষাৎসাক্ষাৎ তত্ত্বকাঁচ
নাই, তনাপি সনকাদি যোগেশ্বরগণেরও
জীব উত্তমভোজ শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের অলপা
তত্ত্ব জন্মিয়াছে, আর উপদেষ্টা সর্গ
ক্রিয়া হইত আমাদের ভগবৎপুত্র জন্ম না।

সংসদ-বাহিতরেক কেবল উপদেষ্টাদি
সংসার বা ব্রাহ্মণি ক্রিয়াধারার তত্ত্ব
জন্মিতে পারে না। তজ্জের শ্রীমালিকাদ
শ্রীগণ এই বিপ্রপতীগণের সহিত সাক্ষাৎ
করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপভণাদির বিষয়
বর্ণন করিলেন। সেই সংসদের কলে ব্রাহ্মণী-
গণের এই গোমোদন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ
গণ তাঁহা অগ্রমান করিতে অসমর্থ হইয়াই
এরূপ বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমরা মিথ্যাতত্ত্ব অস্ত্র, সেহওতই স্বাধ
ভুলিয়া গৃহেই গমন ছিলাম; সেহওত
শাশু'দগের গতি ভগবান্ কেবল মহাত্মনেই
গোপগণের বাক্যে আমাদের সমস্ত ওর বিষয়
শ্রবণ করত্যাছিলেন, তাহা না হইলে
পূর্বকাম যোক্ষাদি ফলপ্রাপ্ত ভগবান্ আমাদের
নিকট অস্ত্র বাক্সা করবেন কেন? তাঁহারা এই
অস্ত্রপ্রার্থনা নিরস্তর ছুটনা মাত্র। শ্রীমালী-
দেবী তাঁহারা পাদপদ্ম আভিলাষে ব্রাহ্মণ
দেবগণকে পারভাগ করিয়া আপনায়
চাপলাদোষ পরিহারপূর্বক নিরস্তর তাঁহাকে
ভজনা করিতেছেন, সেহ ভগবানের বাক্সা
নিরস্তর নিখল জীবকে মুক্ত করিতে সমর্থ।
সেজন্যই তিনি শ্রবণ করাইয়া দিলেও মুক্ত
হইয়াই আমরা তাহা শ্রবণ কর নাহ।
দেখ—কাল, চন্দ্র-পুরুষোত্তমাদি ভিন্ন ভিন্ন
দ্রব্য ময়, তজ্জ, স্বাভা, আশ্র দেবতা,
ব্রহ্মান, বজ্র ও বর্ষ দ্বারা পিতৃভিত্তরূপ,
সেই যোগেশ্বরগণের জীব সাক্ষাৎ ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ বহুশ্রমে অর্জিত হইয়াছেন, সকলেই
শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমরা এখনও মুক্ত হই
তাঁহাকে জানিতে পারিলাম না। তাঁহারা
আমায় বিখোদিত হইয়া আমরা কর্ত্তপুণ্যে
পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণকরিত তাঁহাতেই মুক্ত
হইতেছি, অলপভেদে পতিত ভূমের ন্যায়
কখনও বহির্গমনে সমর্থ হইতেছি না। সেই

দৈব সে শ্রীতি জন্মে সনত'সবার।

অচিন্ত্য'অন্যতরুণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সমস্তার
কর।

সে শ্রীকৃষ্ণ সর্গভূত পরমশ্রীভগবান্
আদ্যকর। বিপ্রগণ তাঁহায় সুখ হওতে
উৎসাহ হইয়াছে। অতএব পিতার ন্যায়
তিনি আমাদের অপরাধ কমা করিবেন।
আরও আমরা তাঁহার নিজ দ্বারা মুক্ত
হইয়াছি বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য জানিতে
পারি নাই, অতএব তিনি আমাদের অপরাধ
একপ করিবেন না।

ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অগ্রহণা
করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন, সেই
অপরাধের বিধি অগ্রপূর্বক শ্রীরাযকৃষ্ণকে
বর্ণন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কলসতরে
ভীত হওয়ার ভেদে বাস্তব পাঠ্যদেয়না,
স্ব-ব্রাহ্মণে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা
করিতে লাগিলেন।

ভাষ্যকৃত্য

সদৃশগণাভিগণের সকল কলি,
সর্গভূত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভগবৎসেবা।
নিরস্তর, মৌলিক, বর্ষভূত—সকলভূতই
একান্ত মললাভাভগণের একমাত্র হরি-
সেনাপতীগণের। শ্রীহরিসেনাপতীগণ শ্রীহরি-
জনের আত্মভূতই সমস্তগণ হয়। কর্ত্তব্য
স্বাভাভগণের দিনকৃত্য ও মাসকৃত্যাদি নিজ নিজ
দেহমানের তর্পণাদেশে তত্ত্ব হয়; এমনকি,
তাঁহাদের পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-বাহিনের
অভিনয় ও আদর্শভগণ পবিত্র আশ্রয়-
তর্পণগণ। স্বাভাভূতগণগণ তাঁহাদের
বিবিধ স্বাভাভগণের বৈসকল আচার, বিধি,
ব্যবস্থা, প্রয়োগ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,
তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য—পাপে বা পুণ্যে
নিষয়ভোগ; তাঁহাদের বিষয়ভাগের কথা না
মৌখিক নিদ্রা-বিচারের কথা অগ্রহণেরও
আশ্রয় প্রদানের যোগ্যতা বৃদ্ধি সূত্রায়ত
আছে। এতদ্বারা ঐকান্তিক বৈসকলগণ হরি-
সেনাপতী স্বাভাভগণ করিয়াছেন।
শ্রীকৃষ্ণগণকে কীর্ত্তনময় অস্ত্রভান বা
অস্ত্রভানের দ্বারা সজ্জা সৃষ্টির মধ্যে আশ্রয়ক
স্বাভাভগণের বৈসকলগণের অন্তর্গত উদ্দেশ্য। সকল
অস্ত্রভানে সকল বিচারে, আচারে ঐকান্তিক
ভাষ্যভগণের আশ্রয়ভোগে শ্রীকৃষ্ণভগণের বিধি,
আচরণাদিগণের নিবেদ।

শ্রীহরিত'ভগবান্‌সাদি বৈসকলগণনিবন্ধেও
কল্যাণভগণ বহু বহু পাত্ৰবাক্যের সমস্তন লই
হয়, তাহা কেবল বৈসকল কল্যাণ
স্বাভাভগণের সংসারবাক্যে জন্মে জন্মে
ঐকান্তিক হরিসেবার আকর্ষণাদেশে। কাৰণ,
সেই প্রভে ঐকান্তিক হরিসেবার জন্য
একমাত্র হরিকীর্ত্তনময় অস্ত্রভানময় সর্বোত্তমভূত
সীকৃত হইয়াছে।

ভাষ্য-১ম অঙ্ক শ্রীশ্রীমহাভারতবিলাস
বিস্তারিতঃ—

“তস্মৈ তপস্বীভ্যঃ কথং দিবে
কথং কথং কথং।

“কিঞ্চিদেবমহাপুত্রঃ সততং বৈশ্বক্সে।”

ভাষ্যম্ভে তপস্বীভ্যঃ কথং দিবে
(গোবিন্দী ও প্রবণা বাচনীতে) তপ পূর্ব
করিয়া দিবেশ প্রকারে মহাপুত্র সাত্ত্ব
পূর্বক মহোৎসব করা কর্তব্য।

শ্রীগৌরমহোৎসব আনাইয়াছেন, বিধানমূলে
অত্র তত্কাৎ পানদীর্ঘ হইলেও সকলকালি
কীর্তনাব্য। তত্কাৎ অত্রী করিয়া সম্পন্ন
করিতে হইবে। শ্রীগৌরমহোৎসবের
আরম্ভেও প্রতিবৎসর তাহার অনুষ্ঠানে
সম্পাদিত হয়।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং
উপবাস হ। তত্কাৎপানদীর্ঘ বিধি পালন করিলেও
তাত্কাৎ প্রত্যেক কলকালীর পরিভাষা।

“বৈশ্বক্সে প্রবণে নগ্নদীর্ঘকীর্তন।
সততং কথং কথং কথং কথং কথং।”

সপ্তমীবিদ্যা অষ্টমী সর্বত্র পরিভাষা
উহাতে নক্সের (গোবিন্দী) যোগ
প্রাকলিও তত্কাৎপানদীর্ঘ তত্কাৎপানদীর্ঘ।

“পূর্বকথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।”

নিত্য পূর্বকথং কথং কথং কথং কথং কথং
অত্রাহ হই, সেইজন্য সপ্তমীবিদ্যা অষ্টমীতে
গোবিন্দীর যোগ থাকিলেও তত্কাৎপানদীর্ঘ
পরিভাষা। প্রবণার যোগ থাকিলেও
বেশন নগ্নদীর্ঘ একাদশী পরিভাষা।
সেইজন্য নক্সের (গোবিন্দী) যোগ
প্রাকলিও সপ্তমীবিদ্যা অষ্টমী অনাবশ্যিক।
ভাষ্যের কারণ,—

“অবদ্যং সততং কথং
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

যেবলী নক্স শ্রীশ্রী সপ্তমীবিদ্যার
গোবিন্দীকথা অষ্টমীতে অবশ্যই হইয়াছিল।
বিবর্তনে বা নিশ্চিন্তে অষ্টমী হইলে এবং
ভাষ্যে গোবিন্দী যোগ থাকিলে পূর্বকথং
পরিভাষা। এমন কি,—

“কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং
সংস্কৃত হয়, তাহা হইলেও সপ্তমীবিদ্যা
পরিভাষাপূর্বক কেবল নগ্নদীর্ঘ উপবাস
কর্তব্য।

বাক্যবিশৃতি ও কথংপূর্ণ প্রকৃতি পাত্র
বিস্তারিতঃ—

“কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

“কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

“কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

“কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

“কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

“কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

কথং কথং কথং কথং কথং কথং।
কথং কথং কথং কথং কথং কথং।

সাময়িক-প্রসঙ্গ
—(১০)—

শ্রীগৌরমহোৎসবের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও
শ্রীমহোৎসব

গত ২৬শে আশ্বিন, ১১৪ আশ্বিন
উৎসব কালকাতা। শ্রীগৌরমহোৎসবে
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব পূর্ণাঙ্গী
মহোৎসব পরমারাধনীয়, কৃপার বিপুল
সমারোহের সাহিত্য সঙ্গীত-মূলে সম্পন্ন
হইয়াছে। এই দিবসে কথং কথং শ্রীকৃষ্ণ-
বৈকুণ্ঠনা ও উৎসবকীর্তনের পর শ্রীচৈতন্য-
ভাগবত পাঠ হয়। অতঃপর শ্রীশ্রীমহোৎসব-
বিনোদলালকীর্তন মঙ্গলারাজিক সঙ্গীতমূলে
সম্পন্ন হইলে কীর্তনের পরিচয়। পর
শ্রীকৃষ্ণ আলোচনা ও সঙ্গীতন হইতে
থাকে এবং শ্রীমহোৎসব পাঠের হইতে
থাকে। অপরান্তে নাট্যমন্ডিরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
সম্বন্ধ আলোচনা হয়। সঙ্গারাজিকের পর
কীর্তনমণ্ডিরে শ্রীমহোৎসব সাগর মহারাজ
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল
কীর্তন করেন। অতঃপর শ্রীমহোৎসব-
ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের তপস্বীনা পাঠ
হয়। অতঃপর মহারাষ্ট্রে শ্রীশ্রীমহোৎসব-
প্রাণকীর্তন পূর্ণা ও ভোগসাগার উৎসব-
সঙ্গীতমূলে সম্পন্ন হয়। তৎপরে শ্রীমহোৎসব-
শ্রীমহোৎসব-উপলক্ষে সমবেত বহু ব্যক্তির
বিচিত্র মণ্ডাপ্রদান প্রদান করা হয়। এই
দিবসে মধ্যাহ্নে ও অপরান্তে শ্রীমহোৎসব-
প্রসঙ্গ বাখ্যা হয় এবং সঙ্গারাজিকের পর
কীর্তনমণ্ডিরে শ্রীমহোৎসব সাগর মহারাজ
কীর্তন করেন।

শ্রীমহোৎসবের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-মহোৎসব

পরমারাধনীয় শ্রীশ্রী আচার্যদেবের
কৃপার শ্রীমহোৎসবপূর্বে গত ১১ই আশ্বিন,
২৬শে আশ্বিন, উৎসব, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-
মহোৎসব নিমিত্ত কীর্তনকীর্তনমূলে অনু-
ষ্ঠানে সম্পন্ন হইয়াছে।

এ দিবসে প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমহোৎসবের
মঙ্গলারাজিকের পর আকরমণ্ডিরে শ্রীচৈতন্য-
মঠ হইতে একটি নগরসঙ্গীতন-শোভাযাত্রা
বহিঃগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পরিচয়। করেন।
শ্রীমহোৎসবের সমস্তদিন বহিঃগত শ্রীচৈতন্য-
ভাগবত পাঠের হয়। সঙ্গারাজিকের পর
হইতে পাঠিত শ্রীপূর্ণা নগরোপলব্ধ প্রচলিত
কীর্তনমণ্ডিরে শ্রীমহোৎসব হইতে শ্রীকৃষ্ণ-
আবির্ভাবমণ্ডির পাঠ করেন। রাত্রি ১২
ঘণ্টার পর ভোগসাগার হয়। শ্রীমহোৎসব-
মহোৎসব মধ্যাহ্নে ভোগসাগারিকের পর
শ্রীমহোৎসব তত্কাৎ ও সমাগত প্রচলিত
ব্যক্তিগণকে মহাশাসন বিতরণ করা হয়।

এতদ্ব্যন্থে এই দিবসে শ্রীচৈতন্যমঠেও
অপরান্তে শ্রীমহোৎসব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠ ও
বাখ্যা করেন এবং রাত্রিতে শ্রীমহোৎসব
হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনমণ্ডির পাঠ করেন।

সম্পত্তির মধ্যে কীর্তনের কোবল-পাঠি গণ।
রাধা কীর্তন প্রেম যুগে সেই বহু বনা।

জনা—ভীষ্মের সন্ধান, যথাস্থানে অসুস্থ
বান্ধবের জন্য অসুস্থ, উৎসাহে যথেষ্ট নরক-
বন্দন করিতেও প্রস্তুত থাকেন।

দৈন্যের উত্তরে ভগবৎকৃপা হইলে জীব
নিজের প্রকৃত স্বরূপ ধর্মান করিতে পারে।
যদি আশ্রমে য় দৃষ্ট হইবে, ততঃ দীনতা
বাড়িবে, ততঃ নিজেকে কাকাল বলিয়া
উপলব্ধ হইবে। নিজস্বোত্তরা কখনও দীন
কণ্ঠে বায় না—তৎপৰকৃপা লাভ করা যায়
না। তৎকর্ত্তের সন্মুখ চিত্ত যতঃ নির্মল
হইবে, ততঃ দীনতা, ক্ষুধা ও
ভাত্ৰীহীনতার কথা মনে উদ্ভূত হইয়া
অন্তর্যামী গাঢ় ব্যাকুল করাইবে। শ্রীমদ্ভগবৎ-
পাক্তিত্ব কৃপাকটাকে জীব মনে অকণ্ট
দীনতা, অকণ্ঠতা ও সেবালভের জন্য
উৎকণ্ঠ সজ্ঞাতনে উদ্ভূত হয়। শ্রীমদ্ভগবৎ-
কৃপার নিত্যসিদ্ধ অমৃতত্ব গাঢ় শ্রীমদ্ভগবৎ-
সনাতন গোষ্ঠীতে এক শ্রীমদ্ভগবৎকৃপার
শ্রীমদ্ভগবৎকৃপার আশ্রয় বৈদ্যনাথপন্থা
কোকে দীনতা শিক্ষা দিরাছেন,—

“জগতি-মায়াই হৈছে কোটি কোটি গুণ।
অমল পাত্ত পানী আমি দুইজন ॥
স্নেহজাত, স্নেহজনী, করি স্নেহকর্ম।
গো-ব্রাহ্মণপ্রাণী সঙ্গে আমার সন্মম ॥
মোর কণ্ঠ, মোর হাতে গলায় থাকিয়া।
কৃষ্ণ-বর্ণগণ্ডে দিয়াছে ফেলিয়া ॥
আমা উদ্ধারিতে বলি না হইতুগনে।
পাত্তপানম তুমি, তবে তোমা বিনে ॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখে নিজল।
‘পাত্তপান’ নাম তবে সে সফল ॥
সত্য এক বাত কঁচো, তনু দখামর।
মো-বহু দয়ার পাও অগতে না হয় ॥
মোর দয়া করি কর বলিয়া সফল।
অপল একাত্ত দেহু তোমার দয়াবল ॥
পাত্তপান-হেতু তোমার অবতার।
আমা-বই অগতে পতিত নাই আর ॥”

(১০: ১০)

শ্রীমদ্ভগবৎ গোষ্ঠীতে গাঢ় বৈদ্যনাথ-
ছেন,—

“জগতি-মায়াই হৈছে যুগ্ম সে পানীট।
পূর্য্যের কটী হৈছে যুগ্ম সে ল’লট ॥
মোর নাম তনে যেও, তার পুণ্যক্ষর।
মোর নাম লব্ধ হেঁ, তার পাপ ধর ॥
তম নন্দন মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ-বিশু অগতঃ হয়ে ॥”

(১৫: ১৫)

শ্রীমদ্ভগবৎ ঠাকুর গাঢ় দিয়াছেন,—
“শ্রীমদ্ভগবৎ প্রকৃত কৃপা করে।
‘দয়া’-বিনা কে দয়ায় অগতঃ হইতে ॥
পাত্তপান হেতু তব অবতার।
মো-লম পতিত প্রকৃ না পাবে আর ॥”

‘কে ভগবৎ, তুমি ছাড়া আমার আর
কেও নাই’—ইহা দীনতা। ‘নির্ভয়ী কৃপা’-

ভিখারী দীন। দীনতন কাকাল হইবে মত
বড় কথা। দীনতন কাকাল হইবে কৃপা
পাওয়া যায়। ‘নির্ভয়ী কৃপা’ কাকালিনোদ
ঠাকুর দিয়াছেন,—

“কেবে হেন কৃপা করিয়া এ জন,
কৃপার হইবে নাথ।
পাক্তি-বৃদ্ধতন, আমি আঁত দীন,
কর মোরে আশ্রয়।
যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাই পাট,
তোমার করণ মার।
কৃপা না হইলে, কাকাল কাকাল,
জান না রাখি আর ॥”

শ্রীহরিবাস

— ১০: ১০: —

শ্রীকান্দী বা শ্রীকান্দী হইতে কষ্ট
অন্যের সাহিত পালন করা উচিত। ইহা
শ্রীমদ্ভগবৎ। শ্রীহরিবাসের উপাস্য করিতে
হয়। এই শ্রীমদ্ভগবৎ হইতে ভক্তিলাভ
হয় শ্রীকৃষ্ণ সন্ত হন। শ্রীহরিবাসের
অন্যের সাহিত পালন করা উচিত হয়।
শ্রীমদ্ভগবৎ শ্রীমদ্ভগবৎ শ্রীমদ্ভগবৎ
কাকালিনোদ ঠাকুর দিয়াছেন। তৎকালে
ক্রমশঃ অন্যান্য হইয়া তাব ও প্রেম
পথ লাভ হয়। শ্রীহরিবাসের সন্মম
শ্রীমদ্ভগবৎ আলোচনা করা দরকার, নতুনা
মায়া-বাসের হইয়া যায়। তৎকালে সন্মম
না এ অগতে বাধ্য হইতে হয়।
শ্রীকান্দী-এক করিয়া শ্রীমদ্ভগবৎ, শ্রীমদ্ভগবৎ
ভক্তিলাভ, শ্রীমদ্ভগবৎ, শ্রীমদ্ভগবৎ
কাকালিনোদ ঠাকুর দিয়াছেন।

উপাস্য বিধি

মো ভগবৎ তব যতঃ শ্রীমদ্ভগবৎ ভিখারী।
একাদশী বা দশী ৮ সপ্তাভীতন নৃপ ॥

(১০: ১০: ১২: ১)

বিহার শ্রীমদ্ভগবৎ শ্রীকান্দী ও দশদশী
ভিখারী মানবগণের সন্মমভগবৎকৃপা দীন, সেই
শ্রীমদ্ভগবৎ ২. পাম কর।

অন্য ভগবৎ ভিখারী শ্রীমদ্ভগবৎ তব সন্মমভগবৎ।
সন্মমভগবৎ সন্মমভগবৎ শ্রীমদ্ভগবৎ ॥

(১০: ১০)

একাদশী ও দশদশীভিখারী উপাস্য
ভিখারী অবশ্য কষ্টপাড়া নিরূপিত আছে।
এহেতু উত্তর আচরণ কর্তব্য। উক্ত
ভগবৎকৃপা বাবতীর পাত্তকের লয় হয়,
সন্মমভগবৎ হইয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীমদ্ভগবৎ ২. পাম কর।

একাদশী নিরাহারো যো
কৃষ্ণে বা দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

কৃষ্ণে বা দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

(১০: ১০: ১২: ১)

ভাষারে সে বলি ধর্ম কর সন্মমভগবৎ। ইহা সে শ্রীমদ্ভগবৎ সন্মমভগবৎ ॥

কৃষ্ণ বা কৃষ্ণকৃষ্ণ একাদশী দশী
উপাস্য ভিখারী দশদশীভিখারী
কৃষ্ণে এই সন্মম ভগবৎকৃপা উপাস্য
কৃষ্ণে হয়।

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম
একাদশী দশী বা কৃষ্ণে ৩. পাম

ब्राह्मण हटके : अथ पात्रं, नैवेद्यं च ।

(६: ८: १:)

১. নাম-মাহাত্ম্য, বীরোচিত কাল ত্রিবিধ ওয়ার্ল্ড বইতে ১. বীরোচিতকাল বদ্যোপাখ্যায় তত্ত্বনাথী লক্ষ্যমিত
ও ১. বীরোচিতকাল তত্ত্বনাথী বর্জক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাষারে সে বলি দর্প কর্তৃক সন্ধ্যাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি করে সমস্ত সবার।

ଶ୍ରୀଧର-ଆହାନ୍ତର ଗୋରାଓ କାଳ ତ୍ର.ମି. ୭ ଗ୍ରାସନ ହେତେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳାନ ବନ୍ଧ୍ୟାପାଥାର ଅତିବାସୀ ନିର୍ଦ୍ଦାସିତ
 ଓ ଶ୍ରୀ ଗନ୍ଧର୍ବନାର ଅତିବାସୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏକାମିତ ।

END OF DOCUMENT

ਸੇਵਾ: ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਾਜੂਬ, ਅਨੀਧਾ ।

ମୋ: ସ୍ତ୍ରୀମାଧାବ, ନଳିନୀ ।

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক গুথপত্র

২১ কথীকেন গৌরান ৪৫৮; ২২ই ভাঞ, বজান ১৩৫১; ২৫শে আগষ্ট ইং ১৯৪৪, শুক্রবার } ১৩১ ও৩৩ সংখ্যা।

২১ ক্রমী কল, নির্ধ গাউনমারী গৌরী ৩৫৮

— — — — —

ইং।। ভক্তিগণের পথিক, ঠাণ্ডাদেও
 একমাত্র কুহাট “ঐশ্বর্যপুত্র”। শিবক
 পুত্র। গাভীত ঐশ্বর্যপুত্র। ঐশ্বর্যগোবিন্দ
 পুত্র। কটক পাত্র না। শিবকপাদপুত্র
 ঐশ্বর্যগোবিন্দ ঐশ্বর্যগোবিন্দকে প্রদান করিতে
 পারেন। শিবকপাদপুত্র ঐশ্বর্যগোবিন্দকে
 প্রদান। ঐশ্বর্যগোবিন্দকে প্রদান
 করিবার জন্যই কুহাট ঐশ্বর্যপাদপুত্র
 একমাত্র অবতীর্ণ হইয়াছেন। একমাত্র
 ভিত্তি। প্রত্যেকেরই ঐশ্বর্যপাদপুত্রের মধ্য
 সন্নিবেশ পড়িয়াছে। শিবকপাদপুত্রের পুত্র
 বংশের মধ্য একমাত্র কটক নহে, বহু
 প্রাণসংকট। শিবকপাদপুত্রের প্রত্যেক
 সন্তানেরই প্রত্যেক কটক। শিবক-
 পাদপুত্রের সন্তানসংখ্যা নীচের মধ্যপুত্র
 সন্তান। শিবক হইলেই ঐশ্বর্যগোবিন্দকে
 কুহাট হইবে, কটক। কটক উপায়
 নাই।

ଜଗତେ ବସନ୍ତକାନ୍ତ ମୁକ୍ତାମୟେ ମୁକ୍ତା
 ଜ୍ଞାତେ, ନକମ ମୁକ୍ତା ଅମେକା ଐକ୍ୟବାନେ
 ମୁକ୍ତା ମୟୋତ୍ତମ । ମେଠି ମୟୋତ୍ତମ ମୁକ୍ତା
 ମୁକ୍ତକେର ମାହାତ୍ମ୍ୟେର ତୁମନା ନାହିଁ ।
 ମେଠି ମୁକ୍ତକେର ତମମାନେ ମୁକ୍ତା କ'ଣ
 ଜ୍ଞାତେନ । ମୟୋତ୍ତମା ମୁକ୍ତା—ଐକ୍ୟମାନ ।

[illegible]

“স্বাভাবিক ভগ্নানকে যেকণ বদান
ক’রবে, ঐ গুরুদেবকেও সেকণ গিচা
ক’রবে, কোন অংশে কম মনে ক’রবে না।
সাম্প্রদায়িক পাণ্ডুসকল — বদন্ত ব্রাহ্মণ
সকলের কর্তব্য হ’চ্ছে — শ্রীভগবানের দ্বার
শ্রীগুরুকে জানা পূজা করা সেবা করা।
যদি তা’ না করে, তবে ‘শত্ৰুঘ্নান হ’তে
ঐ হ’য়ে যা’য়ে।’ দ্ব্যস্ত গুরুদেবকে
ভগবান হ’তে অ.ভগ্ন — ভগ্নানের প্রকাশ-
মুষ্টি না জানলে কোনদণ্ড শ্রীভগবানের
নাম মুখে উচ্চারিত হ’বে না। শ্রীভগবান
নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য
গুরুরূপে অবতীর্ণ হ’য়েছেন।”

ଶ୍ରୀମ ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ । ଚୁ ବ'ଳାଃଛେନ,
 — "ବାବା ଯନ୍ତ୍ର, ପ୍ରାଣାହି ମାନ୍ୟ ଉଦୟନ
 ଏବଂ ବାସନ ଉଦ୍ଧୃତ ଗାନ୍ଧୀ ହାରସନ ।
 ଉଦ୍ଧୃତ ପ୍ରାଣାହି ମାନ୍ୟ ଉଦୟନ, ହାରସନ ଉଦ୍ଧୃତ
 ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ଧୃତ ଉଦୟନ । ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଧୃତ
 ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଧୃତ ଉଦୟନ ; ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ତୀ
 ଉଦ୍ଧୃତ ଉଦୟନ କେହି ଉଦ୍ଧୃତ କାନ୍ଧୀ ନା ।
 ଉଦ୍ଧୃତ ଉଦୟନ ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଧୃତ ଉଦୟନ
 କାନ୍ଧୀ । ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଧୃତ ଉଦୟନ ଉଦ୍ଧୃତ

এককে নিযুক্ত হইয়া এবং কার্যমনোবাঞ্ছা
 তাঁহার পূজা করেন, তিনি বসন্তে বৈশাখ
 পদবাসী চন্দ্রা থাকেন। মঙ্গল হইয়া
 ভাগবান্ শ্রুতশাস্ত্রাবাৎ একা সন্তুষ্ট হইয়া
 থাকেন, হজা, পাঁচাত্ত, ত্রিশ : টাকায়
 হার সজ্জা সহস্র চন্দ্র না। শ্রীশ্রবণে
 বাতীত অষ্ট প্রাণভুক্তনের অংকা থাকে
 না। প্রাণপদ শ্রুত অণেকা অ'দক মেয়া
 অণব কেও নাট, অত্রঃ তাঁহার সজ্জা
 অংক আর কোন অ'দক থাকে নাট।
 শ্রীশ্রবণ অত্র প্রাণে এবং ১৭শের
 অ'দকেষে অ'দক বৈশাখপদের সৈবন প্রাণ
 চন্দ্রা থাকে, অত্রা বৈশাখ চন্দ্র।

[illegible]

গোরাবের স'ঙ্গশে, নিতাসিদ্ধ কার' ধানে,
সে যার ব্র:জস্তুত'পাশ।

ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରକୂଟ, ସେବା ଆନେ ଚିତ୍ରାଧାରୀ,
 ତା'ର ହସ ଶ୍ରବଣରେ ବାସ ॥

সেই প্রগৌরবেশ সত্য নিভাসক
পাৰ্শ্ব লগ্নদ্বক প্রস্থল অচাযিদে। অ. ম. দেব
মল্লের অত পৃথিবীতে অগীর্ণ চত্বাভেন
নিস্কর অ ভানবেশমধ্য হস্তবগ্ন ত ক্রমে

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

— - ۛۛ(ۛ)ۛۛ - -

ভ্রান্নদেহভজনে একমাত্র ভজনং গাণী ।
 শ্রীকৃষ্ণদেহে ভজনং গাণীকে । ৭ নান ভজনে
 যে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রসঙ্গক পদ্যং । ৪৫ ৯
 কৈশ কংকণে পায়ের, প্রভেদে ৪৫-পারদ্যু
 প্রভেদে মাস-পারদ্যু প্রভেদে মুদ্রা ৪৬
 ৭ পারদ্যু পদে কৃষ্ণপাদপদ্ম পুত্রাট কস্তা ।
 ৮-১০ ভ্রম মুক্তিবে শ্রীকৃষ্ণদেহে বিভাজন ।
 ১১-১২ মাদ ভ্রম মুক্তিবে বিভাজন করেন
 ভ্রমে কৈ আনানিগকে কক্ষা করিয়েন ?

অপ্রযজ্যতীয় শ্রীশুকবর্ণ বিচিত্র
 আকার বিশিষ্ট মূর্তিতে কামাকে লক্ষ্য
 করিবার জন্য উপস্থিত। ইহারা 'দণ্ডাঙ্কান-
 দাতা' রূপশিখণ্ডেরই পক্ষাভ্যাস। বিচিত্র
 আদর্শে অঙ্গভঙ্গ্যে এবং প্রতিবাস্তব চরিত্রাচ্ছ-
 ন্নোক্ত বস্তুতে আমার গুরুশিখণ্ড
 প্রত্যক্ষ। বিষজাতীয়-রূপে অঙ্কচিতা,
 আর অপ্রযজ্যতীয় অঙ্কচিতা। এতদ্ব্যত
 বিশেষ বৈচিত্র্যে পূর্ণতা। বিষজাতীয় পূর্ণ
 শক্তি ও রূপ, আর অপ্রযজ্যতীয় পূর্ণশক্তি ও
 শ্রীশুকশিখণ্ড। চিত্রের ভূমিকা-সমূহে
 য অপ্রযজ্যতীয় অপাকৃত প্রতিবাস্তব-
 ছেন। তাহাও ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে প্রাক্ষর্য।
 জীবনযাপী শ্রীশুকশিখণ্ডের সেবা করিতে
 হইবে সর্বদা। দেখাও ছেন যিনি। তিনটি
 শ্রীশুকশিখণ্ড। মোট শ্রীশুকশিখণ্ড
 তাহা জীবনযে প্রতিবাস্তব হইয়া ছেন,
 অপ্রযজ্যতীয়রূপে তাহাও তাহার
 অর্থশা। তিনি প্রতিবাস্তবে বসতিমান।
 যদ্যপি চিত্রে শ্রীশুক শিখণ্ডে ভ্রমণ, পথটন
 দেখেও পাওয়া যায়, কিন্তু যদ্যপি শ্রীশুকশিখণ্ড-
 শিখণ্ডে লক্ষণ হয়, তবোই প্রত্যক্ষ রূপে
 সূচিত। তবে। 'বিন' প্রত্যেক বাপারে
 আমাদগকে রূপ বসন্ত। কথারবার কথ
 প্রবৃত্ত করেন, তাহার পূজা বাণীও পূর্ণশক্ত
 সেবাপাও কথারবার আর অঙ্ক উপস্থিত।

୩। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ମହାବଳୀ ଆମିନେ ଆସି
 ଦ୍ଵିତୀୟାବଳୀକୁ ନିଜର କରନ୍ତେ ନାହିଁ ।
 ତ୍ରିତୀୟାବଳୀକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଆମାତ୍ୟାବଳୀ ନିଜର
 ଆମିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଆମାତ୍ୟାବଳୀ ନିଜର
 ନାଟ୍ୟର ମଧ୍ୟ - ଶ୍ରୀମତୀ ଆମାତ୍ୟାବଳୀ ନିଜର
 ନାଟ୍ୟର ମଧ୍ୟ - ଶ୍ରୀମତୀ ଆମାତ୍ୟାବଳୀ ନିଜର
 ନାଟ୍ୟର ମଧ୍ୟ - ଶ୍ରୀମତୀ ଆମାତ୍ୟାବଳୀ ନିଜର
 ନାଟ୍ୟର ମଧ୍ୟ - ଶ୍ରୀମତୀ ଆମାତ୍ୟାବଳୀ ନିଜର

কমলাঙ্গী নরক ইঁচাঙ্গী সকলেই আঁখি
 ওক। কিন্তু কাম্মে ভাষ্য—নিচাঙ্গীল আমর
 ওক—দে মকর প্রাতিবিষ কণ্ডের প্রাতিবি
 লম্বু লম্বু—প্রাতিবিষ কণ্ড প্রাতিবি সেনো
 সেনোপকরণ. সেট ইঁচুপাদ—অ—ওকণ্ডের
 পূর্ণত্ব ও নিতৃত্ব নারণ করেন। সমগ্র ওকণ
 সেট ওকণাদপদে প্রাতিবিষ প্রাতিবি।
 প্রাতিবিষ প্রাতিবিষ প্রাতিবি ওকণ সনক
 প্রাতিবিষ প্রাতিবিষ প্রাতিবি প্রাতিবি
 করা ওকণসে কের কর্তব্য নকে। ওকণসে
 কের এমন মনলত্ব কাব্য আর না।
 যখন আমরা মনে করি, অক প্রাতিবি
 আকর ওকণে আমাদের মনোহ নীট
 পূর্ণ ওকণে, তখন আমরা মহাকপুরুষগণের
 ওকণ প্রাতিবি করি না। ইঁচুপাদপদে
 প্রাতিবি প্রাতিবি করিলে আমি নিম্নোক্ত, নির্ভর
 ও অশোক ওকণে প্রাতিবি। যদি আমরা
 নিম্নোক্ত প্রাতিবি আমরা প্রাতিবি হই,
 ওকণ ওকণে ইঁচুপাদপদে আমরা প্রাতিবি
 মনলত্ব করেন।

ଶିଳ୍ପକର୍ମ ସମ୍ପାଦନା ନାହିଁ, ତିନି ଆୟ ବ୍ୟୟ,
 ନିତ୍ୟାନ୍ତର । ଶିଳ୍ପକର୍ମାଳୟ—ନିତ୍ୟା, ଡାହାଣ
 ମେସିନ ନିଆ—ବାହାର ମେସିନ ନିତ୍ୟା ; ହୁଏତ
 କଥା ଆମା-ତରଣ ଆୟାଜନ—ସର୍ବତ୍ର ସମ୍ପାଦନା
 କେବଳ ଆୟ ଆୟାଜନ ନାହିଁ । ମାଧ୍ୟମ
 ଶିଳ୍ପକର୍ମ ଆୟାଜନରେ ସର୍ବତ୍ର ହେଉଛି ବାହାରିତ
 ପାରେନ ନା—ନାହିଁ କେବଳ ପାରେନ ନା ;
 ଶିଳ୍ପକର୍ମ ଡାହାଣ ଆୟାଜନ ଶିଳ୍ପକର୍ମ । କିନ୍ତୁ
 ସିନ ଆୟାଜନରେ ସର୍ବତ୍ର ହେଉଛି ଶିଳ୍ପକର୍ମ
 କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆୟାଜନରେ ନିତ୍ୟା ଡାହାଣ
 ନିତ୍ୟାଜନ, ତିନିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିତ୍ୟାଜନ । ତିନି
 ଆୟାଜନ ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ କେବଳ କେବଳ
 କେବଳ ଡାହାଣ ହେବା ଆୟାଜନ ସାଧାରଣ
 ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ କେବଳ, ଆୟାଜନ—ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ,
 ତିନି—ଡାହାଣ । ତିନି ସର୍ବତ୍ର ଡାହାଣ
 ହେବା ଡାହାଣ ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ
 ଆୟାଜନ ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ, ଡାହାଣ ।
 ଡାହାଣ ଡାହାଣ ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ ନିତ୍ୟାଜନ ।
 ସର୍ବତ୍ର ଆୟାଜନ ସର୍ବତ୍ର ଡାହାଣ ହେବା ଡାହାଣ
 ଡାହାଣ ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ ଆୟାଜନ ଡାହାଣ
 କେବଳ ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ । ଡାହାଣ ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ
 ଆୟାଜନ ଡାହାଣ, —“ଆୟାଜନ ଡାହାଣ
 ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ ଆୟାଜନ ମାଧ୍ୟମାୟାଜନ

ଉତ୍ତର ୨୧ତମା କାରିତେ ନା—ଅତିନାମି
 ନିଆ କାରିତେ ନା—ହେ ବାବୁକେ ମୁଖା-
 ଛାନେ ଅତିନାମିନେର ଅବତା କାରିତେ ନାହିଁ
 —ଅବତାମି ଅତିନାମିନେର ଆଗ୍ରବ ବାରିତ

ভাহারে সে বলি ধর্ম কর্ম সদাচার।

ইদ্বরে সে প্রীতি করে সম্মত সবার

ब्राह्मणस्य श्रमं गच्छति ॥ १ ॥

— () —

[illegible]

ଭଗବତ୍ ସଂସ୍କୃତଃ ॥
(ଡି : ୨୦୧୭୦୧୨)

'সুখের জন্য সকলই বাধ্য' । 'সুখ
 সুখের জন্য অস্বাভাবিক ব্যাধি কিছু করে,
 তাকাত্তে তাকাত্ত' সুখ পায় না । তাহাযে
 'সুখের জন্য চেষ্টা, তাহা: ব্যাধি' না হলে
 'কিছু চেষ্টা'ই হয় । 'কৃত্রিম' হলে
 'নিভা' সুখ 'অস্বাভাবিক' । 'সুখের
 কারণ' । 'যেখানে' 'কৃত্রিম' ব্যাধি, 'যেখানে'

[illegible]

শ্রী: শ্রীযামিনী, নন্দিনী ।

ମୋ: ଇନ୍ଦ୍ରୋଦଧିନିଧି, ନନ୍ଦନା !

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৯শ বর্ষ { ২০ কবীকেশ গৌরান ৪০৮; ১১ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ২৭শে আগষ্ট ইং ১৯৪৪, বৃহস্পতি { . ১২২-৩৫শ সংখ্যা।

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଉତ୍କଳମାଧବେନାମସତ:

દૈનિક નવીના-પ્રકાશ

૨૭ જાન્યુ. ૧૯૫૧, સર્વિસ ઓફિસ, ગોવા ૮૬૮

শ্রীশ্রীরাধাচর্য

$$-\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$$
[illegible][illegible]

ଶ୍ରୀବତ୍ସାନୀମେଣୀ ଭୁବନମୋହନମେଣୀ
 ସାହିନୀ, ହ'ରକ୍ତହସ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୁକ୍ତଲକ୍ଷ୍ମୀ
 ସାଧନୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର-କରକର ପୁର୍ବିମାସକ'ମ୍ପଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରା-
 ଚନ୍ଦ୍ରନୀ କାହାଣୀମେଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ

নন্দিনীর মতিমা কোন জীৱের বা জীৱসমষ্টির
 কীটন করবার সামর্থ্য নাই। তাঁহার
 লাগা-পালা সগা নবত কিছুরগণ বা তাঁহা
 তাঁহার মতিমা কেহ জানে তা নগণ্যের পারে
 নাই। স্বয়ং ভগবানও তাঁহার চেম্বাৰমা
 লৰ্ণন করিয়া শেষ কাঁচতে পারেন নাই।
 তিনি কোশ-শেখা দরও অগম্য। স্বয়ং
 ভগবান্ শিক্কাই তাঁহার মতিমা নগণ্য
 পালেন। আর একজন আছেন। তিনিও
 শ্রীগোপালানন্দিনীর তত্ত্ব কীটন করিতে সক্ষম,
 'গ'ন জীৱসমষ্টিত্ব ও শ্রীলক্ষ্মণের সৈন্য
 করেন, সেট শিক্কাবাদপক্ষ। শ্রীরাধাভাব
 হ্রাসিত্ত্ববলিত শ্রীগোবিন্দস্বরূপ জগতে
 শ্রীশিবস্বাষ্ট্যবলীর হৃদয় মতিমা বলা
 ভাগবান্ সেবোদ্ভূত জীৱের নিকট পড়ার
 করিয়াছেন।

শ্রীমাদ্বাল্মীকীর কুণ্ডিনর একাদশ
 নাম ব্রহ্ম, বেণী, অকর্ণ, অশ্রুত, অশ্রুত,
 অশ্রুত, অশ্রুত। যে অশ্রুত, অশ্রুত
 বাহ্যে শ্রীমদেব কৃষ্ণা আশ্রয় করা যায়
 না, তাহা ঠাহার কৃপাত্রে লভা হয়।
 তাঁহার দাতা বাহ্যে - দাতা-দাতা-কর্তা
 হওয়া বাহ্যে কাকারত সমাগ্রাবে শ্রীমদে
 দীপ্য প্রবেশিকার হয় না। শ্রীমদে-
 নিবাসন শু। সুখান শ্রী লে ঠাহার চিত্ত-
 বিনোদ গাতিহীন,—

"রাশিভক্তনে যদি য'ত না'হি কোলা ।
 কৃষ্ণকলনে ৩৭ অকারণে গেলা ॥
 আত-দ্ব'ত হুগে না'হি মানি
 ভাগ্যবির-হৃত যদি না'হি মানি ॥
 কোল মননপুত্রে সে অকলনী ।
 রাশি অনাদ্য করই আত-মানি ॥
 কব'হি না'হি ক'ণি তাঁ'ক'র মগ
 চিত্তে ইচ্ছ'সি যদি প্রভবমগ ॥

[illegible]

ସାଧାକୃତ୍ୟେ ଅସ୍ୟ ବା'ନ୍ନ, ନୈବ ଶ୍ୟାମଳା

— (•) —

১৫ অগস্ট মাননীয় শ্রী আৰ. এছ. ফকি

বক্ষণাবেক্ষণাগার, বিভাগীয়, রাষ্ট্র-নির্মাণকেন্দ্র,
 বহুস্তরিতরণের মৌলিক, প্রকল্পনির্মাণকেন্দ্র,
 বিভাগীয় স্থানীয় অর্থায়নকেন্দ্র, এ. পি. কে. কে. কে.
 বহুস্তরিতরণ-ডিপো. গোল্ডফিল্ড. ক্যান্টিন,
 ওয়াশিংটন স্টাফটান. আটগানানারী ও
 মিউজিয়াম-সমূহের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে
 পাবে।

মিসেস কেসী বাঙালার সাধারণতঃ এং
বেসামরিক জনচিত্তকর বহু প্রাতিষ্ঠানের
সচিব বর্নিতভাবে সংগ্রহীত আছেন। অর্থাৎ
প্রতি সপ্তাহে দুইটি করিয়া কাম্বী সভায়
ঐহার সভানেত্রীক করিতে হয়।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ

[illegible]

বিভিন্ন পাটকেলে নীল ময়ূর বাঁধবার
কাথো ৩ লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া
নিষ্কাশন করা হইয়াছে।

ଦ୍ରବ୍ୟ-ଟ୍ରୈପା. ନନ

পরেপের সময়ই প্রচুর দ্রব্য উৎপাদন
করিবার জন্য কাসিমাবাদের মজীল্লার
কাষকটী জেলার মুশাকেষু গাবসাহাবানীকে
কতকগুলি ডেয়ারী ফায়া (গো গুচ) খুলি ও
মনসুর করিতে ছেন। এবিষয়ে তাহাদের
কটী পরিকল্পনা আছে। পরীক্ষামূলকভাবে
এক পারিকল্পনাটী কার্য্যকরী করিয়া দেখাইয়া
দেওয়া কইবে যে গাবসাহাবানীতে রাখিয়া
ডেয়ারী-ফায়া চালানো যায়। কোম্পানী গঠন
করিয়া ১৭২ শেয়ার বিক্রয় করিয়া এক সর্ব
ডেয়ারী পারচালন করি হইবে। নিউজীল্যান্ড
রাজতন্ত্রে ইংলেন বিশেষজ্ঞকে এদেশে পাঠাইয়া
দিবার অপ্রাধিকার করিয়া বাঙালাসরকার
তদন্তীয় সরকারের সঙ্ঘ ও কথাবাস্তা
চলাইতেছেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন
ডেয়ারী ফায়ের ও একজন প্রজননের ভার
লইবেন। নিউজীল্যান্ড সরকার তাহাদের
একটি দ্বারা নিযুক্ত বিশেষজ্ঞকে পাঠাইতে
প্রাতিষ্ঠান দিয়াছেন।

[illegible]

কণিকাতা ও মফঃস্বলে মিসেস কেলী
যে সকল সামরিক ও বৈশ্যমরক প্রতিষ্ঠান
পরিদর্শন করিয়াছেন তাহার মধ্যে
কাসপা হাউস, আনখাশ্রম, হুঃস্ববিধ, শিশুদের

Regd No C, 1944

[illegible]

୨ । ଜିନିଷାଦି ଜାତୀୟତା ସେ-କେବଳି ଅଂଶା ୨୫୫ ଶାନ୍ତ ଚକ୍ରା ଯୋଗେ ଶକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କ୍ଷମ ସମ୍ପର୍କେ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ଶକ୍ତ କରା ଶକ୍ତ ନା । ଜିନିଷାଦି-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାରୀ
କାରୀ ଶକ୍ତ ନା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାରୀ ଜିନିଷାଦି-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାରୀ ଶାନ୍ତ ଚକ୍ରା ଶକ୍ତ ନା ।

৩। কেও কোন শেখা না পাঠলে স্বাধা ও মজাভিহ মনে না কানাইল
 গুণে আর শাখা যায় না। পণ্ডিতের পাণ্ডে বটলে Reply দেয় না ১০
 লক্ষ্যায় ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন
 আর লেখা হয় না; উচ্চক গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সাহিত্য বন্দোবস্ত করণীয়। স্পষ্ট
 ৭৬ নম্বর কাগজ মা পাঠলে প্রথমতঃ কোন বাবদা করা সম্ভব হয় না।

১। প্রকালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে ইমরীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ফাকটিকট না পাঠাইলে ফেরৎ পুঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রবন্ধগুল প্রেমের কাছের সুবিধার জন্য কাগজের মূল্য এক পাইয়া পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত লিখিয়া পাঠাইবে।

[illegible][illegible][illegible]

— ବାସ୍ୟକ

निष्ठापात्रनर शर

பெயர்	பொருள்	பொருள்
1. பொருள்	பொருள்	பொருள்
2. பொருள்	பொருள்	பொருள்
3. பொருள்	பொருள்	பொருள்
4. பொருள்	பொருள்	பொருள்
5. பொருள்	பொருள்	பொருள்
6. பொருள்	பொருள்	பொருள்
7. பொருள்	பொருள்	பொருள்
8. பொருள்	பொருள்	பொருள்
9. பொருள்	பொருள்	பொருள்
10. பொருள்	பொருள்	பொருள்

ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗହଳ ଗଢ଼ାଣେ ନମ୍ର ବସ୍ତ୍ର

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংলাপ

[illegible]

দৈবস্বৰূপাৰ্য্য শ্ৰী ১২ম

ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରପାଳାୟନେ, ବିଷୁବ ତୀର୍ଥନ-ସାହିତ,
 ସ୍ଥାନାତ୍ମକ ଶିଳ୍ପ-ମଧ୍ୟରେ ସାଙ୍ଗା ଡାହାଣ
 ମହୋଦୟ ଥିବ । ସ୍ଥାନ ୨, ଟିକା ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ—ਭੈਰੋਗਪੌਰ-ਵਿਖਾਨਾ, ੨੦ :
ਵਿਕਾਸ ਪੁਰ, ਜਲੀਆਂ ।

সাপ্রদায়িকতা

9

सम्वत्सर

‘ନରମେକ ସ୍ୱଧାତୁର୍ବ୍ୟ’ ଶାଳୋଚନା-ଐଶ୍ୱ
ହାତେ ତୁଳୁ-ସବୁକ ଭାବ-ସାତନା’ରମେନୁରେ
ଐଶ୍ୱାତ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିହାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନୋଚନା
ପ୍ରୋକ୍ଷିତ ଶବ୍ଦ; ମରମାଧ୍ୟମରେ ନାନବଦୀତର
ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣମୁଖ ନିରାକୃତ କହେହାଲେ।
ଶୁଣା ଧ୍ୟାନୀ

ଶ୍ରୀ ୫୦ ଭାଗ।

শ্রীমান-মায়াপুর নীচীয়া কাল ত্রি বিং ওয়ার্ল্ড হাউজে শ্রী রমণোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্তিত্বশাস্ত্রী সম্পাদিত
ও শ্রী রমণিকমোহন অস্তিত্বশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্য কল্যাণকর
— — —
শ্রী শঙ্কর তর্কবিনোদ
— — —
চিত্র অঙ্গনা কল্যাণকর
— — —
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্য
— — —
সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
— — —
ইহা বঙ্গলাকালীমাজের
নিভাপাঠ।
— — —
প্রাতিষ্ঠান—
— — —
শ্রীযোগেশ্বরী ভীমসিংহ
— — —
পোঃ ব্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুদ্রাপত্র

সত্যকোষক
— — —
শ্রী শঙ্কর তর্কবিনোদ
— — —
চিত্র অঙ্গনা কল্যাণকর
— — —
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্য
— — —
সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।
— — —
ইহা বঙ্গলাকালীমাজের
নিভাপাঠ।
— — —
প্রাতিষ্ঠান—
— — —
শ্রীযোগেশ্বরী ভীমসিংহ
— — —
পোঃ ব্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৯৭ বর্ষ { ২৫ জ্যৈষ্ঠ গৌরীক ৪৫৮; ১৩ই তাজ, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ২২শে আগষ্ট ইং ১৯৪৪, মঙ্গলবার } ১৩৬ ৩৭৭ সংখ্যা।

শ্রী বঙ্গগৌরীকোষ
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
২৫ জ্যৈষ্ঠ শিব শুক্লা গৌরীক ৪৫৮

দম্ভ ও দৈন্য

— — ::(৩):: — —

বাহ্যিকের লক্ষ্যে শুদ্ধত্বকি সিদ্ধি কুর্তি
পায় না। মৃত্যুকে প্রবেশ করে না। তাহার
জন্মজন্মান্তর মৃত্যুর চরণে নিশ্চয়ই
অপরাধ করিয়াছে—চেতনের নিকট মহা
অপরাধ ব্যতীত ঐক্য শোচনীয় অচেতনতা
বা চূড়ান্ত ক্রম না। বাহ্যিক অকপটে
অকর্মণ্যের সেবা করেন, সত্য সত্য
অকর্মণ্য হইতেছেন, তাঁহাদের জন্মে
নিভা নবনগরমানভানে তাকাসিদ্ধির
স্বত্বকুর্তি হইবে। তাকাসিদ্ধির তাহার
— জন্ম, অশেষ, অকর্মণ্য। জাকরাজ্যের
কমার বিগ্রহ না, শেষ না, তাহা
একধারে নহে—নিভানুতন অশেষ সনাতন-
পুণ্যজন।

সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের অধীন আছে। তিনিই
একমাত্র ইচ্ছাকর্তা। চরণ-পরমমঙ্গলেও তিনি
বিরাজমান, আবার মানচিত্তায় বাহ্য
শোচনীয় অমঙ্গল, তাহাতেও তিনি বিরাজ-
মান। মানচিত্তায় বাহ্য সন্তান, তাহাতে
তিনি বিরাজমান, আবার মানচিত্তায় বাহ্য
অসন্তান, তাহাতেও তিনি অধিষ্ঠিত। তিনি
অমঙ্গল-বাক্যের মধ্যে প্রাণী হইয়াও
অসন্তানকে সন্তান করেন, অশ্রুত্বক দাক-
কালেও তিনি আছেন, যেখানে আলোক
এবেশ করিতে পারে না, সেখানেও তিনি

আছেন ইত্যাদি গণ্ডে পণ্ডিত ভট্টাচার্য তিনি
শ্রীকৃষ্ণকে বলা করেন। তাঁহার সমস্ত
কাব্যই মঙ্গলকর এবং সর্বত্রই তাঁহার
অধীন। দম্ভ-পরিপূর্ণ জন্মে এ সমস্ত কথা
হানি পায় না।

সন্তোষের রূপই দম্ভ, আর বিরহে,
প্রকৃত সোম্য দৈব, নিজস্ব ও লাগসাই
অভিযুক্ত। বিরহের মধ্যে অমানিত্ব ও
মানদ্বন্দ্ব অমুহুর্ত। "নিজমানে স্মৃগীতন"
ও অকর্মে যথাযোগ্য সম্মান দান—ইহা
কর্মবিরহিতাবিরহ জন্মের স্বাভাবিক
ধর্ম। সম্মান দান দুই পকার—মানন-
উচিত ও জীর্ণোচিত, আর একটি বৈধবো-
চিত। বিরহ ও দৈব পরম্পর অবিচ্ছিন্ন।
দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তির মধ্যে দম্ভ না, অকর্মণ্য
নাই। যেহেতু নিজে বাহ্যিক লটেতে পশ্চত,
সে হুলেতে দম্ভ। পাঠাই বজ্রকীরে গুহতা;
গুহকীরে সজ্জা সঙ্গ। জীর্ণকে অবিদ্যা
আশ্রয় করিয়ায় জীব শঠ, দাক্তক,
প্রতিষ্ঠাশ্রয়, কণ্ঠী ও অসন্তোষের হইয়া
অগন্তক হইতে অসুখবর্তী হয়। সেই জীব
যদি আপনাকে তুলাপেক্ষা হীনজান, অজ
সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিবার বুদ্ধি
হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় করে, তবেই
তাঁহার কৃষ্ণকৃপা ও সৎসহ সাধুসঙ্গ লাভ
হয়। সাধুসঙ্গদ্বারা শাস্তসকারক্রমে জীবের
হইতা দূর হয় এবং সন্তান সিক্ত হয়।
গোষ্ঠে গোষ্ঠে অকর্মণ্য আকুল তীত্র রোদন
ব্যতীত জীবের শঠতা ও দম্ভ বিদূরিত হয়
না।

শ্রীকৃষ্ণের শঠ ও কণ্ঠী, শঠ ও
কণ্ঠী শ্রীকৃষ্ণেরই একচেটিয়া স্বত্ব—
পরমাত্ম চরমকর্মের প্রেমের বিলাসবৈচিত্র্য-
বিশেষ। জীব তাহার অধিকরণ করিলে
কখনও তাঁহার সেবাগত করিতে পারে না।

বাহ্যিক পাক্ত কল্প যথা পাঠা ও দম্ভকে
আশ্রয় করেন, তাহার কোনদিকে
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইবে না। তাঁহা
শ্রীকৃষ্ণের ও বিদূষার শ্রীকৃষ্ণ ওয়নাগ
দান গোষ্ঠী পাক্ত কলিত বজ্রকীরে অমা-
দিককে শিকা দিয়াছেন,—

"যা হইবে সে দায়িত্ব শঠতাপি রূপ
যথা যজ্ঞ পেমাশ্রুতমপি দম্ভাত্ম জন্মময়ী।
যথা শ্রীকৃষ্ণাত্মজনিবিশেষে পেয়েছি মাং
তথা গোষ্ঠে কক গিরিধরমিহ
অঃ ভজ মনঃ॥"

হে মন! তুমি অমঙ্গল দৈব কাকুতি
সতিত শ্রীকৃষ্ণকে সেবেশ ভজন কর,
বাহ্যে তিনি কৃপা করিয়া শঠ য অাম,
আমার গুহতা দূর করেন, উজ্জ্বল প্রমুখ
আমাকে দেন এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণগানের
শ্রবণ আমাকে প্রেরণা দান করেন।

ও বিদূষার শ্রীকৃষ্ণ তাকবিনোদ ঠাকুর
গাহিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর।
তুমি মন অজ্ঞান, আমি ত্রম অবিদ্যাম,
ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাকর॥
অবিদ্যাবলাসবশে, ছিলে তুমি ওড়রসে,
হইতা জন্মে পাণি হান।
হৈলে তুমি শঠরাজ, তুলিলে আপন কাক,
কখনে বরিলে অতমান॥
এবে উপদেশ তন, গাহিয়া যুগলগুণ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।
দয়া করে গিরিধর, তুমি কাকুতি-বর,
তবে দোষ করিবে মোখন॥"

যেখানে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা, শ্রীকৃষ্ণ-
সুন্দরের কৃপা, সেখানে দম্ভ না। "মায়া
দম্ভে কৃপাশ্রয়"। বাহ্য-লক্ষের অর্থ—দম্ভ,
আবার বাহ্য-লক্ষের অর্থ—অমঙ্গল কৃপা।
"দম্ভ" তিনিইই মুখ। যেখানে দম্ভ,

সেখানেই বিষম। অরূপশক্তি যোগদ্বার
সতিত সন্তান যে শ্রীকৃষ্ণ-কন, বাহ্যকে
সম নগা যুগ। যেখানে সেই অরূপশক্তি-
কৃষ্ণের অরূপশক্তি যোগদ্বারা তাহে বিদূষ
করিয়া দর্শন তাহাতে "দর্শন" দর্শন। দাক্ত-
গণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারে না।
তাঁহারা ভদ্র না সৎসারের দ্বারা আকৃষ্ট
অর্থাৎ শ্রী, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
যিনি পরা শক্ত যোগদ্বারা কৃপালাভ
করিয়াছেন, তিনিই পরমাগত, অকর্মণ্য,
দীন, কাকাল। তাহার পুণ্যশ্রীকৃষ্ণের
ভোগ ও ভোগ্যগত নাই—সত্য হইবার
অভিমান নাই। দম্ভ দর্শনস অর্থাৎ
সেবাশ্রীকৃষ্ণ না তাকবিনোদ শ্রীকৃষ্ণ
দম্ভ। "চরণ-পরমমঙ্গল" মধ্য অকর্মণ্য বা
পুণ্যশ্রীকৃষ্ণের ভোগ বা ভোগ্য নাই।
দম্ভের শ্রীকৃষ্ণ—তুলাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ।
যিনি পূর্ণ পরমাগত, তিনিই তুলাপেক্ষা
শ্রীকৃষ্ণ। নিরুপদ যজ্ঞময় শ্রীকৃষ্ণের
পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণ কাকবিনোদ কাকবিনোদ-
বাক্যে সন্তান পাক্ত পরমাগত।

অগন্তপেমা বা শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-
সত্য মঙ্গল, বাহ্য বিদূষ শ্রীকৃষ্ণের
হইতা পাক্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণের সুখ-দ্বন্দ্বের
জন যত কিছু করা যায়, সমস্ত নিভা-
সত্য মঙ্গল। আমোদের দর্শ পূর্ণ পরমাগত
হয়, আমোদ দর্শ কাকবিনোদকে হইতে-
সত্য চিত্তকৃত সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণ
হইতে পারে, তাহা হইলেই নিভা-
লাভ হইবে—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ সুখ-দ্বন্দ্ব
হইবে। আমোদের জন্মে বর হইবার দ্বন্দ্ব
উল্লিখিত, তাহা আশ্রয়-দৈব
আমোদ। কৃপা হইবে বাহ্যিক শ্রীকৃষ্ণের
উল্লিখিত, যুগল পরমাগত ও অকর্মণ্যতা
আমোদ। যেখানে হইবার সত্য এক-

সবার জীবন কৃষ্ণ কলক সবার। হেম কৃষ্ণ যে মা তুলে, সর্ব বার্থ তার ॥

চিহ্নিত, সেখানেই নীলতা, সেখানেই দল
গল বা প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত, পুরুষাভিমানমূলক
কোমলতাপরিহার। যদি অকণ্ঠ্যভাবে আশ্রিত
ভরসা যায়, তাহা হইলে ব্যতিক্রমতাবে
দেহে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। যাহা দৈব
আত্মবুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে দয়া করিলেন
না, নীল ভরসা না।

‘নীলের আঁধার দয়া করেন তগবান্।’
নীলের প্রাণ ভরসার আঁধার করণ।
এজন্যে হাজার আশ্রয় দিলেও একমাত্র
ভরসার ব্যতীত আর কেহ নাই, ‘তাই
নীল নীল, অকিঞ্চন ‘কিছু’র পানী
নয়ন। ‘কিছু’ অর্থ নীল। এ জনগণের মধ্যে
‘কিছু’। নীল অকিঞ্চন এজন্যেই কোন
কিছুই জানি না। তিনি কপাল পানী।
তিনি পরজগৎ হইতে অস্বাভাবিক হইলেও
পদার্থে কপালী।

চৈতন্যের নীল, অকিঞ্চন—হরিদ
নয়ন। তিনি মহাপ্রাণী, তাঁহার কোন অভাব
নাই। চৈতন্যের হাতে তিনি বস্তু নীল,
অকিঞ্চন, তাঁহার আশ্রয় ভরসা উচ্চ।
অকিঞ্চনের ভাব এত ঘন কাতার আছে
যিনি যোগজলসমূহ কৈলাস বা সৈবাস্যপুত্রকে
সরসভূমি, সাকামবদ্যনিষ্ঠকূলের বাহিত
বা লঙ্কায় অমর্যাপুরীকে আকাশসুন্দর
কায় অদীত, জিহ্বাবনের বৈভবকে তুচ্ছ
করান। মনে করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্কুর
কচুর কপালান্তর অকিঞ্চন কি এত ক্ষুদ্র
জানি। অকিঞ্চনের ভাব এত ঘনী, এত
দৌরবাসী আর কেহ নাই। যে গোরাঙ্কুর
দৌরবাসী হইয়া—যে বলে বনোদ্যান হইয়া
অকিঞ্চন এ জনগণের জন্ম, ঐশ্বর্য, প্রাণ,
ঐশ্বর্য প্রাণ প্রকার করেন, এজন্যেই দেহ,
আত্মা, শ্রীতি, বস্তুকে নিমেষমাঝে
পার-পাশ করিতে পারেন, সেই অকিঞ্চনের
কত বোঝাতা। যে বোঝাতা বলে তাঁহার
হৃদয়কে বলিয়া থাকেন,—

‘যদি অকণ্ঠ্য আঁধার, পরমহুগু তুমি,
তব দয়া মোর আঁধার।
যে বস্তু পাত্ত হয়, তব দয়া তত তাঁর,
তাতে আঁধার সুপায় দয়ার।
যেবে বসি উপেক্ষে, দয়াপাশ কোথা পাবে,
দয়ার নামটি পুড়াবে।
এ অমর্যাপুরী, দয়া কর দয়ায়,
বসুকোত্তি চিরদিন পাবে।’

অকিঞ্চন তাঁর পূর্ণ বিকসিত অবস্থায়
সংসারিত। অকিঞ্চন ব্যতীত কেহ
সংসারিত লাভ করিতে পারেন না। দৈব
অকিঞ্চন। অকিঞ্চন ব্যতীত কেহ নীলের
নয়ন উপলব্ধি করিতে পারেন না।
বৈভব পরমাপ্তির প্রথম লক্ষণ। যাহার
দৈব নাই, সে পরমাপ্তি নহে, দ্ব্যস্তক।
অপর্যাপ্ত বস্তুত্ব পথ প্রদান থাকে, ততদীন
পথ প্রদান দৈব পারদূর থাকে। অপর্যাপ্ত
কটিন লাভকালে দৈবের উপর হয় না।

বস্তুত্ব পথ প্রদান দৈবের উপর হয় না।
ততদীন পথ প্রদান দৈবের উপর হয় না।
সম্পন্ন আত্মনিবেশন হয় না। বস্তুত্ব
সেবা ও কপালকে অপর্যাপ্ত দূরীভূত হয় এবং
সেই ‘পরমাপ্তি’ হইতে সত্যতাবে দৈবের
উপর ভরসা থাকে। তখন সেই অস্বাভাবিক
নীল আশ্রয়কে সত্যতাবে লাভিত, অমর
কপালকিত জানিয়া কপালান্তর জন্ম অপর্যাপ্ত
কাতর ও উৎকর্ষের মধ্যে জীবন বাপন
করিতে থাকেন। হইলেও কপালকে
হইতে সত্য, সত্য নীলতায় উচ্চলিত হইয়া
উঠে।

দৈবের সাধক-জীবনের ভূষণবর্ণন।
জন্মে যদি অকণ্ঠ্য দৈব ও আশ্রিত থাকে,
তাঁহা হইলে সাধকের অপর্যাপ্ত আশ্রিত দূর
হইয়া যায়। অমর বস্তুত্ব প্রথম ভরসা
কেন, গর্ভস্থান ভাঙা ভোগ করিতে করিতে
নিষ্কণ্ট দৈব সহকারে বস্তুত্বজনে প্রস্তুত
হইলে কপালকে উদ্বাসিত নষ্ট হইয়া যায়।
লক্ষণ নীল-পাশ প্রদানে জাগরিত না হইয়া
পথ প্রদান আশ্রয়ের বস্তুত্ব হইতে সমস্ত
ভোগ না ভোগে পথপ্রদান হইলে মারি
ভাঙাভাঙা নাস্তবস্তুত্বের পথে উপনীত
হইয়া যায় না।

নীলের, কাকালের, অকিঞ্চনের, পরম
গতের কি বিচার, কি চিন্তাভ্রান্তি, তাহা
গোরাঙ্কুর শ্রীল রূপ গোবামী প্রভৃ শিলা
‘দয়াছেন—

‘বিস্তার যদি দয়া নীলগন্ধা দয়াবা’
গতিরিহন ভবতঃ কাচিনতা মনোহর।
‘নিশতত্ত্ব পথকোত্তিভিঃ বা নবাস্ত
‘দয়াপাশ পথপ্রদান তুমি চাও কেন।’

যে নীলগন্ধা! তুমি আমার গতি দত্ত
অথবা দয়া দয়াই প্রদান কর না কেন, আমি
নীল, আমার একমাত্র বাক্য তুমি ছাড়া
আমার অত কোন গতি নাই। তুমিই
আমার একমাত্র গতি।

শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্কুর শ্রীল কাকাল গোবামী
প্রভৃ বস্তুত্বজনে—

‘অমর্যাপুরী মারে কোথা দয়া করা
এক ‘নবাস্ত’ পথ প্রদান দয়া করে।’

কপাল কি কপাল চাহিঁত হয়, শ্রীল
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর
পত্নী শ্রীশ্রীগোবিন্দ-পার্বণী, তাঁহাদের
শ্রী শ্রী পরমাপ্তি, শ্রী শ্রী, কল্যাণকর-
প্রাণন, প্রেমভক্তিচক্রিকা গভীরত্রে শিলা
দিয়াছেন। তাঁহাদের পথপ্রদান মতো কেবল
নীল কাকাল হইয়া কপাল চাওঁর কথাই
পারেন। কপাল ছাড়া উপায় নাই।
প্রমাণ—কপাল—কপালই প্রমাণ। কপাল
চাওঁর বিপরীত বস্তু হইতেই দৈবকে
বস্তুত্ব প্রদান। তাহাই তত্ত্বজ্ঞান।
তত্ত্বজ্ঞান, দৈব বস্তুত্ব পারদূর করিয়া
শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোবিন্দের চক্রের সহিত
হইতে মিশ্রিত আত্মনিবেশন বা পরমাপ্তি।

এইজন্য অকিঞ্চন সংসারিত হইলে তাঁহারা
সত্য দিয়া থাকেন। অকিঞ্চন না হইলে
তাঁহাদের বস্তুত্ব, অপর্যাপ্ত, অপর্যাপ্ত, অপর্যাপ্ত
হইলে না। অকিঞ্চনই শ্রীতগবান্কে
দেখিতে পান। তগবান্কে দেখিয়া চক্ষু
হাজার আঁধার, নিশিত অকিঞ্চন। শ্রীতগবান্
লক্ষণে তাঁহার ‘অস্বাভাবিক’ বুঝ করেন।
তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানে শ্রীতগবানের দীপ্যামুখী
ভরসা প্রদানিত হয়। তাঁহাদের নয়নে
সত্য, সত্য শ্রীতগবানের কপাল প্রাতিভাত
হয়।

নীল অকিঞ্চন হইলেই শ্রীতগবান্ তাঁহার
রূপ দেখিতে পান। এটি শ্রীতগবানের
বস্তুত্ব, প্রত্যেক অপর্যাপ্ত আমাকে অপর্যাপ্ত
ব্যক্তিগতভাবে দয়া করিবার জন্য চাওঁ
আছে—ইহা নীল অকিঞ্চন হইলে উপলব্ধি
দেয় হয়। নবদীপ্য অপর্যাপ্ত প্রাকৃত
চাকুরের দ্বারা শ্রীশ্রীগোবিন্দকে সাক্ষাৎ-
কাণ্ড হইতেছে না। নিষ্কণ্ট দৈব, আশ্রিত,
উৎকর্ষ ও ‘সংসারিত’—সমস্ত চাওঁকের
ভাব হইলেও কপালপ্রদান করিতে
থাকিলেই অপর্যাপ্ত, নীলনীল, অকিঞ্চন, প্রাণ
জীবের হইলেও হইতে, কপালপ্রদান, নব
নব সোনার প্রেরণা উপলব্ধি হইবে। তখন
সত্য সত্য বিজ্ঞান তত্ত্বসম্বন্ধবুদ্ধিবর্ধন,
লক্ষণ, সেবানন্দ বা গোরাঙ্কুর গোলাক
দর্শন লাভ হইবে।

বস্তুত্ব

— ::(*):: —

তগবান্ সেবাশ্রুতায় জীবের জীবন।
হরিসেবায়ী জীব জীবন্ত। হরিসেবায়ী
জীব জীবন্ত। যেখানে সেবাশ্রুতায়
প্রাণ আছে, সেখানেই চৈতন্য। চৈতন্য
চৈতন্য মিলন বা বস্তুত্ব হয়। জড় জড়
বা জড় চৈতন্যে কখনও মিলন সম্ভবপর
নহে। জড়ের সহিত জড়ের মিলন—ইহা
বস্তুত্ব। এক বস্তুত্বের সহিত অপর
বস্তুত্বের মিলন বা বস্তুত্ব বস্তুত্বের কারণ,
সংসারজন্মের সূত্র। শ্রীতিতেই মিলন বা
বস্তুত্ব হয়। শ্রীতি না থাকিলে কাকালও
সহিত ‘মিলন বা বস্তুত্ব’ সম্ভব হইতে পারে
না। শ্রীতির পাশ একমাত্র গুরুদেব
সংসার, তাঁহাদের গতি শ্রীতি, তালগা,
বস্তুত্ব একমাত্র আত্মজ্ঞান। গুরুদেব-
তগবান্ এজন্যেই বস্তু নহেন। তাঁহাদের
সহিত বস্তুত্ব বা শ্রীতি এজন্যেই কোন
জড় বাপার নহে। তাঁহাদের গতি
বস্তুত্ব বস্তুত্বের কারণ নহে, তাহা হইলেও
সাক্ষাৎ—আশ্রয় বলিয়া পাইবার
একমাত্র উপায়।

দৈবের মূলে শ্রীতি বস্তুত্ব আছে।
‘দৈবের’ মূলে বস্তুত্ব বা শ্রীতি হয়। শ্রীতির

পাশের কথা বলিতে, তদন্তে, চিত্তা করিতে
কাল লাগে। তাঁহাকে দেখিলে আনন্দ না
হইলেও হইতে। আনন্দ সকলেই প্রাণী
পরাধীন। শ্রীতগবান্ আনন্দ আনন্দ বলিয়া
মহোত্তম শ্রীতির পাশ। উৎকর্ষ—ইহা
শ্রীতি সত্য, তাহা কইকই নহে। যেহেতু
শ্রীতি তগবান্ আনন্দের লক্ষণ পাশক,
ইহা কইক-বিষয়তা, সেজন্যে প্রকৃত-
শ্রীতির পাশ, এইজন্যে কইকই তগবান্ চৈত
উৎকর্ষেই নাই। উৎকর্ষের শ্রীতগবানে
শ্রীতি করিবার কোন কারণ নাই।
শ্রীতগবানে শ্রীতি করাই চৈতন্যের বস্তুত্ব,
কইকই কাল লাগে, না করিয়া পারে না;
না করিলেও হয়। প্রাণের সেবা শ্রী-
কপাল। সেজন্যেই হইবে উৎকর্ষের সেবার
আনন্দ আছে। তাহাতে কই নাই। শ্রীতির
পাশ হইলেও বস্তুত্ব হইতেছে, ইহা দেখিয়াই
সেবক আনন্দ অপর্যাপ্ত করেন। সেবার
আদি, মধ্য, অন্তে হইলেও বস্তুত্ব
থাকে। অতীতকী সেবার—অতীতহিত
শ্রীতিতে প্রাণের সুখালোকনই একমাত্র
কাব্য। তত তগবানের সুখালোকনই মর
হইয়াই তদন্ত করেন।

আত্মসম্বন্ধই তত্ত্বগণ শ্রীতগবান্ ও
তগবান্কেই পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন।
অতঃপরেও পুত্র, কপাল, ভাই, বন্ধু,
আত্মীয়-স্বজনাদির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা
যায়। ইহার মূলে জড়ীয় শ্রীতি। জড়
বস্তুত্বের সেবাশ্রুতায় প্রাণ। দেহে
আত্মবুদ্ধি প্রাণ বলিয়া—দৈব এবং দৈব-
সম্পন্ন। বস্তুত্ব শ্রীতি আছে বলিয়াই
জীব বস্তু—তগবান্, তগবান্ শ্রীতগবান্।
দৈবেরই শ্রীতি পুত্র কপাল-আত্মীয়-স্বজনাদি।
এইজন্যেই জড়বস্তুত্বের আত্মীয়-স্বজনাদির প্রতি
এত বস্তুত্ব। বস্তুত্ব পথ প্রদানে আত্মবোধ
থাকিলে—বস্তুত্ব পথ প্রদানে অপর্যাপ্ত
থাকিলে, ততদীন পথ প্রদান জড়ীয় শ্রীতি-
তালগা বস্তুত্ব থাকিয়াই থাকে। মূলতাবে
জড়ীয় শ্রীতি গণেও ‘দৈব, দৈবত্ব,
দৈবত্ব মূলে জড়বোধের অভাবের বস্তুত্ব
থাকিলে। সেইজন্যেই আত্মবোধের প্রথম পক্ষ
সাম্পূর্ণ জড়কে একমাত্র ‘দৈব’ করিতে
না দিয়া অপর্যাপ্তের সহিত চক্ষুর মূল
কলিতে কলিতে অপর্যাপ্ত শ্রীতিম কীর্জন
করিতে উদ্দেশ করেন।

শ্রীতগবান্ প্রথম নিত্য এবং সকলের
আকর্ষণ। তিনি পরমসুখপ্রদ। তিনি
নিত্য সত্য, সত্যপাশ সত্যদানদায়ক।
তিনিই সকলের সত্য, তৎসেবার অভিধেয়
এবং তৎশ্রীতিবিশদীকরণ প্রেমের প্রয়োজন।
তাঁহাদের সত্য পারভাগ করিয়া অপর্যাপ্ত তাঁহাদের
কৃত্যবস্তুত্ব বস্তুত্ব হয়। তত্ত্বজ্ঞান। এই
জন্যেই তাঁহাদের সেবাপক্ষবর্ধনের পরিবর্তে
ভোগ্যবস্তুত্ব করিলে বস্তুত্ব হইবে। এজন্যেই
প্রত্যেক জীব, প্রতি অপর্যাপ্ত আমাদের

তাঁহাদের সেবা বস্তুত্ব কর্তব্য সদাচার
দৈবের সেবা শ্রীতি জন্মে সত্য সত্য

— (•) —

নত্যাধিনী ১০ই আগষ্ট কলিকাতায়

বৎসর গঠমান বর্ষের বিস্তৃত পরিমাণ ধানের
বীজ বন্টনের গতিস্থা করিয়াছেন। আগামী
বৎসরে ২,৮৪,০০০ মণ আমন ও আউস
ধানের বীজ বন্টন করা হইবে। উহার
অর্ধেক পুনরায় বীজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত
হইবে এবং বিশেষ কোন এলাকায় অনাবৃষ্টি
বশত প্রকৃতিতে কৃষিকাণ্ডো বাধা ঘটিলে
চল্লী অস্থায় ব্যবহারের জন্য অপাধ্য
মজুদ করিয়া রাখা হইবে। গত সপ্তাহের
শেষে কৃষক ও পশুপালন বোর্ডের সভায়
যে সুপারিশ করা হইয়াছে, তদনুসারে কৃষি
বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা সরাসরভাবে
প্রায় ৬০,০০০ মণ ভাল বীজ বন্টন করা
হইবে এবং অশোধিত বীজ সংগ্রহ ও বন্টন
করা হইবে এবং অবশেষে বীজ সংগ্রহ ও
বন্টন ছুটি রেগুলেশনের কর্মচারীদের উপর
ন্যস্ত করা হইবে। ছুটি রেগুলেশনের
কর্মচারীগণ তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকার
বিষয় কৃষকগণের মাতে পরিমার্শ করিয়া
বীজ সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন ছুটি মার্কেলে
উহা মজুদ করিয়া রাখিবেন। ছুটি মার্কেল-
সমূহে বীজ মজুদের দ্বারা অল্পমান ও লক্ষ
টাকা পড়িবে।

আনিপুত্র সহ সার্থে বিজিতঃ এ ভেৎসলপুংসেট
 ডিপার্টমেন্টের বিকট হঠাতে বিনামূল্যে
 'সম্পদেব জগৎ কল তদ্ব্যাপ্ত', 'স্বাধীন জগৎ
 কল ব্যাপ্ত' শীর্ষক পুস্তক। পাওয়া যাবে।
 স্বাভাবিক বৃক্ষরোপণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের
 পক্ষে পুস্তিকাটি শ্রদ্ধাশ্রম।

যাহ কে, তি, যোগেশ্বর, আট-নি এসকে
অদ্বাভীতাবে রাজসাহী বিভাগের কমিশনার
নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি বঙ্গবানে চুল্লিতে
আছেন। বাঙলাদেশে প্রত্যাপ্তন কার্য
তিনি কাৰ্য্যতার গ্রহণ করিবেন।

— कविमञ्जरी

କ୍ରମ	ନାମ	ପ୍ରାପ୍ତ	ବିବରଣ
୧	କାଳିଆ	୧୫	୧୫
୨	କାଳିଆ	୧୫	୧୫
୩	କାଳିଆ	୧୫	୧୫
୪	କାଳିଆ	୧୫	୧୫
୫	କାଳିଆ	୧୫	୧୫
୬	କାଳିଆ	୧୫	୧୫
୭	କାଳିଆ	୧୫	୧୫
୮	କାଳିଆ	୧୫	୧୫
୯	କାଳିଆ	୧୫	୧୫
୧୦	କାଳିଆ	୧୫	୧୫

ଏକ ସମସ୍ତେଷ୍ଟି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି

নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাকৃতভাবে আলোচনা-এর
 ক্ষেত্রে ডাক্তারসহকারী ব্রাহ্ম-ধর্মের অন্তর্গত
 জ্যোতিষ ও শাস্ত্রের বিচার ও সমালোচনায়
 প্রেরণিত এবং পরবর্ত্তমানসময়ে যানবাহন
 সাধারণ জনসমূহ নিরাপত্তা বইবাহে
 মলা দাও আদা

শ্রীমত-মাতাপুত্র মনীষাশ্রমাল প্রিঃ ওয়ার্ল্ড হাইড্রেট্রী মনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অভিশ্রমালী মনোবিশ্রম
ও শ্রীমতবিশ্রম অভিশ্রমালী কর্তৃক মনোবিশ্রম ও অভিশ্রম।

नवद्वैकी चक्रम्

[illegible]

ପ୍ରାପ୍ତିହୀନ—
 ଦ୍ଵିବୋଧନୀ ଓ ତ୍ରୟାବସ୍ଥା
 ମୋ: ତ୍ରୟାବସ୍ଥାପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

[illegible]

દૈનિક
નદિયા-પ્રકાશ
THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম বর্ষ { ২৮ কবীকেশ গৌরান ৪০৮; ১৬ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ১লা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪৪, শুক্রবার } ১৭৮-৪০ম সংখ্যা

શ્રી સુકાગોરાદાસી વ્રજા:

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

२८ कवी.कव., निधि गार्ड मन्त्री गेवाय ४६८

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

[illegible]

ভগবৎকৃষ্ণ চাক্ষুঃজ্ঞানাতীত বস্তু ।
 তাঁহারিগকে অক্ষয়জ্ঞানে মাগিতে গিয়া
 বিচার্য তৎকোর গ্রাপকে জন্ম, মূল, জাতি
 ইত্যাদি আছে মনে করিয়া ভোগপন্ন বস্তু
 অভিজ্ঞানের দ্বারা তৎকোর জাতি, মূল
 প্রভৃতি নিরূপণ করিতে অগ্রসর হইন, তাঁহারি
 পারমার্থিক শাস্ত্রানুসারে মূৰ্খ, পাবিত্র্য,
 অপরাধী জীব । ভক্তগণ কখনও শোক্র-
 গরুড়ের পার্শ্বে নহেন । তাঁহারি শ্রী-
 শিবজ প্রাকৃত অভিজ্ঞানকে বড় মনে করেন
 না । তাঁহারি চাত-গোম্ভীষ আধিক্যের

অতুর্গত হইবার কক্ষ লালম্বিত নহেন ;
 তাঁহার অচু-গোত্রীয় ব্রহ্মকুলের অন্তর্গত ।
 সাত্ত্বিকত্ব ঐশ্বর্যকে প্রাকৃত জাতি বা
 বর্ণের অন্তর্গত নহিয়া বিচার করেন নাই ।
 ঈশ্বরপ্রদত্ত বৈশিষ্ট্য—

“ন কৰ্ম্মফলং জ্ঞায় নৈকগণনাঞ্চ নিষ্ঠতে ।
বিকুরমুচ্চেষু ‘ও যোক্ষমাহ্মনোঃ নমঃ ॥’
নৈকগণণের জন্ম ও কৰ্ম্মফল নাই ;
ঐশ্বৰ্য্য দাস বলিয়া গণ্ডিগ্রগণ ঠাট্টাঙ্গিকে
মন্ত্ৰীভাষন করেন ।

କ୍ରୀଷ୍ଣକୈତବପୁରାଣ କଥାକ୍ଷରାଂଶେ ବାରିଷା-
ହେନ—

“বাহুস্থখ্যত্রাঙ্গণেত্যেতদীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সন।
ন বিচারো ন ভাগশ্চ বৈষ্ণবানাম্

निधि ३२ सावित्री को धूम्रार कुरु

অগ্নি, বায়ু এবং ত্র্যক্ষণাণ অপেক্ষা
 নৈমগ্ন সর্বদা তেজোবিশিষ্ট; ঐক্ষণগণের
 নিজকক্ষসমূহের ভোগ নাট ও বিচার নাই,
 এহবাক্য সামবেদীর কোথুমী-শাখায় লিখিত
 হইয়াছে।

বৈকুণ্ঠপুত্রের শুক্লপক্ষপূর্ণিমা ১৭-শ-পরিচয়,
উৎসাহ যুগলশ্রীত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র ও
বৈষ্ণবসাধনাদিগণের বংশ-নিরূপণের প্রথা।
আমরা শ্রীমদভাগবতাদি ঠাকুরের 'বংশ-
পরিচয়' সম্বন্ধে শ্রীশ্রীভক্তপ্রমুখাৎ যাঁহা
প্রণয় করিয়াছেন, তাঁহা হইল নিম্নে উক্ত
করিয়াম,—

ସମାଜକୁ ଉଠେଇବ, ସାମାଜିକ ନୂଆ ଗଠନ,
ସାମାଜିକ ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ବିଷୟ-**ବିଧାନ**, **ଶ୍ରୀ** **କମଳା**-**ନାମୋଦୟ**,
ଡା'ର **କମଳା**-**ନାମୋଦୟ** ॥

କ୍ଷମାଶ୍ରୟ ଧରାଜନ, ଜୀବ ବସୁନାଥ ହନ,
ଡା'ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବି କୃଷ୍ଣନାଥ ।

କୃଷ୍ଣଦାସ-ମହାବର, ଗରୋଡ଼ ସେବାପତ୍ର, ହ
 ସଂପାଦକ ବିଦ୍ୟନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ॥

ଅକ୍ଷରାଞ୍ଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ଡିଂରେ ଅକ୍ଷର ଶ୍ରବଣାଥ,
 ଡିଂରେ ମିଶ୍ର ଲିପିକ୍ରମେନାମ ।
 ଯହା ଭାଗ୍ୟବତ ସର । ଲିଖିତବିଶେଷ-ମତ
 ଡିଂରେ ଲିଖିତବିଶେଷ-ମତ ।
 ଡିଂରେ ଲିଖିତବିଶେଷ-ମତ ।
 ଡିଂରେ ଲିଖିତବିଶେଷ-ମତ ।

ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରାମ୍ବୁକାମ ପୁରୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଭଜନାରୀ
 କ୍ରମାନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ-ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ॥

ମହାପଦ୍ମ ଶ୍ରୀଚିତ୍ର ବସନ୍ତେ ନିଜ ଆଜ୍ଞା
 ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଚହାଟ ବରଣ-ଜାଲିକା

ଶ୍ରୀମ ଠାକୁର ଡାକ୍ତାରିନୋମ ଶ୍ରୀମୋହନବୋ
 ନିଜସଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀମୋହନିଜଜନ । ତିନିଆକାଳ
 ନତା ଶ୍ରୀଚୈତ୍ରସନ୍ଦେଶେର ମାହିତ "ମ-ଡ଼ଗାୟ, ମ
 ମୁହାୟ, ମ-କଳହାୟ ତେ ନୟ" --ଏବଂ ଡାକେ
 ନାହିଁ ତ ନ ।

আমরা কর্তৃক আহুত হইয়া
 ঐশ্বর্য্যোত্তম বসনোপে অগমন করেন
 তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাঙ্গী কনকদত্তা নামে
 বিবাহিত হন। এই ঐশ্বর্য্যোত্তমের পুত্র
 তাঁহার সপ্তম ও অষ্টম অংশন বনায়ক ও

১৭৭৭ নাবাগণ উভয়েই রাজমন্ত্রী ০৫৫৭-
হুগেন এবং পঞ্চদশ প্যাথে কামনেবের
এ রাজা কফানন্দ প্রীকফনামে বিশেষ কৃষ্ণ-

নিত্যানন্দ যত সপাৰ্শ্বে উপস্থিত হইয়া

কৃষ্ণানন্দকে প্রচুর কৃপা কার্যবাহিনেন।
কৃষ্ণানন্দ হঠাৎ মৃত্যু পুরুষ পূর্ণাঙ্গি

ভয়ানকভাবে উদ্ভূত হন। তিনি বীরগণের
 স্মৃতি ভীষণভাবে দেব মন্দিরাদি, গম্বার

প্রাচীনতার সোপানসমূহ নিম্নাংশ ও উচ্চতানে
লাগাইয়া এখন কয়টিখান বর্ণালিমাণের

গিরিব পোষণ করিয়াছিল। তাঁহার
 ঠাটপুত্র রামতথুর বদাকৃত। কিছু দল পুণে

লকাতাধাণীৰ নিভাগুহকথাৰ মণে।
 ৰুচিল। ঈশ্বৰনমোহনেৰ প্ৰণোদ্য ঈশ্বৰনম-

। তিনি পণ্ডিত। সঙ্গীত।

বিবর্ত ও জীব-সৃষ্টির ধর্ম ছিলেন।
 নিখিলমন্ডলের সমগ্রস্থি নিপুণ। অগম্যো'চনী
 দেবী। পুষ্কলচিত্রতা। শ্রীক-ম্যো'চনী
 দেবীর ক্রোড়প্রণ কবির। নিত্যাক্ষ অপ্রাকৃত
 স্বাক্ষরকল'শে'মণি। গৌর'নককন। মল
 ক্রি'বিনোদ ঠাকুর অগ'ত আ'ন'ত ১১।
 নিখিলমন্ডল। শিশুর নাম বা'খলেন—
 নীকেদারনাথ। শ্রীকগম্যো'চনী দেবীর পিতৃদেব
 শ্রীকগম্যো'চনী তৎকালে নরীর জেলা'র
 অক্ষরিত উলার গ্রন্থ সমগ্র বঙ্গের কেকন
 প্রধান ও প্রশাসক জুমা'দিকারী ছিলেন।
 নিখিলমন্ডলের পিতা বাকননুত শক্তি-
 উ'গমনার পাতনে সমাসমগ্র গ্রহণ করেন
 এবং কলকাতা ভাগ্য কবির। উ'গম্যাব
 কটক জিলা'র ছুটী গ্রামে মল ঠাকুরের
 আনিভাবের পুত্র হে'ত'ত নাম করেন।
 নিখিলমন্ডল কলকাতা-বাস পরিত্যাগ
 করিয়া শ্রীকগম্যো'চনী দেবীর সহিত নদীয়া
 জেলা'র 'উল' বা 'নীলনগর' গ্রামে বাস
 করেন।

১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র, ১৮৩৮
খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর ওঁঃনামের শরণ
ঠাকুর জ্ঞানানন্দ ঈশ্বর-প্রাপ্ত নৃত্যোৎসব।
মহাশয়ের গুরু উলা-গ্রামে আদর্ভিত হন।
ঠাকুর দেও বংসর বধন হটতেই রামায়ণ,
মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ মনোযোগ-সহকারে
অধ্যয়ন করতেন। তিনি বাগিকায়ে যখন
কৃষ্ণ-বেড়াল ড়েন, তখন বিশেষ যত্নাথিত
সহিত মহাভারত প্রভৃতি পাঠ্যগ্রন্থ
অনুজেন। তাঁহার প্রতিভা দেখা
লক্ষণগণ সকলেই অত্যন্ত সম্মতি হইতেন।
ঠাকুরের একারণ বংসর সাত-ক্রমকায়ে
ঈশ্বানন্দচন্দ্র পরমেশ্বর গমন করেন। তিনি
উলাগ্রামে মাঠামতের গুরুর লালন-পালিত
হন। কুম্ভে লাড়িয়া অনেকের বিশেষসাধনা
হয়; কিন্তু সেজন্য কোন কৃষ্ণ ঠাকুরকে

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার । হেম কৃষ্ণ যে না ভেজে, সর্ব বার্থ তার ॥

— ঠাকুরাণী ১৮৮১ সালে ঠাকুর নড়ালে
জন্ম... বহু পাতা প্রথম প্রকাশ করেন।
১৮৮৫ সালে ঠাকুর, কুলীনগ্রামে গমন করিয়া
নাশাপ্রদায়, দ্বাদশম ও শুকনাম-সংস্কৃত
উপদেশ প্রদান করেন। ঐ সময় কীল
ঠাকুর শ্রীল সতীশী ঠাকুরকে জিহ্মিনাম ব
শ্রীসংস্কৃত পদ্য করেন। ঐ ১৮৮৬
কলিকাতার ঠাকুরের অধ্যাপক 'শ্রী ১৮-
১৮৮৭-১৮৮৮' পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুর
শ্রীরামপুরে থাকাকালে ১৮৮৬ সালে তাঁহার
শ্রীচৈতন্যলীলাসুত সম্বন্ধে ও প্রকাশিত হয়।
ঐ সালে ঠাকুর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী
ঠাকুরের চাকা ও নিম্নলিখিত 'চাকার-
অধ্যাপকের সম্বন্ধে 'শ্রীমদগঙ্গাশ্রী' প্রকাশ
করেন এবং 'লক্ষ্যবর্তী' 'সম্বাদ' নামক
সংস্কৃতভাষ্য রচনা করিয়া 'অন্তিমনিবোধ' নামে
একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ফরাপাট
বন্দনলক্ষ্যের হাওদান নতুন হাওদার শ্রীরামপুরে
আসিয়া ঠাকুরকে শ্রীকৃষ্ণলীলা-গ্রন্থের এক-
খানি পুস্তকন স্তম্ভলি প্রদান করিলে ঠাকুর
তাঁহা স্বীকৃত করেন।

এ সময় ঠাকুর চৈতন্যব্রহ্ম-নামক একটী
 ঋতাবধি-ভ্রমণ করেন। ৪০০ চৈতন্যব্রহ্মের
 মাধ্যমে ঈশ ঠাকুর 'অকবিনোদ' নামে
 বিকশিত হন। সন্থনপুরের ঈশব্রহ্মদেব নাম
 নামক একজন সানোঁড়িয়া সন্থনপুর
 ঈশব্রহ্মদেব ঠাকুরের পাকরাত্রি ক'ত
 দিন হ'বার জন্য বিশেষ যত্ন করেন। ঈশ
 ব্রহ্মদেব হঠাৎ ঈশব্রহ্মদেবের একখান
 প্রাচীন হস্ত লিপি ঠাকুর অকবিনোদের নিকট
 পাঠায়। ঠাকুর তাহা পাঠ্যে অশ্রুচি
 'চৈতন্যব্রহ্ম' নামক একটী সংস্কৃত
 ভাষায় স'হন চংরাজী ১৮৮৭ সালে মুদ্রিত
 করিয়া প্রকাশ করেন।

১৮৮৭ সালের নভেম্বর মাসের মধ্য ভাগে
ঠাকুর কৃষ্ণনন্দার আসেন এবং তথায় বিশেষ
আবেগে ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিতে থাকেন।
ঠাকুর এষ্ট সময়ে কণা ভীতার স্ব-চরিতে
এইরূপ লিখিয়াছেন,—“আমি ভক্তিশাস্ত্র
বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলাম। কএকটি
ভক্তের সঙ্গে আমার মনে বিশেষ বৈরাগ্য
জন্মিতে লাগিল। মনে করিলাম—মথুরা,
বৃন্দাবনের মধ্যে কোন বায়ুন-পুলনময় নদে
একটু স্থান করিয়া তথায় নিখিল ভজন
করিয়া। সেও সম্ভব। আমি ঈশ্বরানুগ্রহ
রচনা করিতেছিলাম। কোন কাছোপলক্ষে
একবার তারকেশ্বর গেলাম। তথায় রাজে
নিম্নকালে প্রভু আমাকে বাগ্মন্যে যে, “তুমি
বৃন্দাবনে যাওনে; কিন্তু ভোমার গৃহের
নিকটবর্তী শ্রীনবদীপথানে যে সমস্ত কাছা
আছে, তাহার বিচারে?”

১৮৮৭ সালের বড়দিনের সময় ঠাকুর
কুল্লার নববীণে (পূর্তমান মহেন্দ্র নববীণে) গমন
করিলেন। এই সময়ের কথা তিনি তাঁহার
স্মৃতিস্মরণে এইরূপ লিখিয়াছেন, —“নববীণে

বাঁধ। প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়া কিছুটা
 পাই ন।, তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখানকার
 নববীপের লোকেরা কেবল নিজ নিজ পেট
 চিন্তা'য় মগ্ন থাকেন, প্রভুর লীলাস্থান-
 সম্বন্ধ 'খুঁজি' যত্ন করেন ন। একদিন
 সন্ধ্যায় পর আমি ও কমল এবং একজন
 কেরানী ভাষের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে
 দৃষ্টিপাত করিতেছি। ১০টা ঘায়ে পূর্ব
 অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে। গঙ্গাপার উত্তর
 দিকে একটি আলোকময় অট্টালিকা দেখলাম,
 কমলকে 'জজ্ঞাসা করায় সেও তরুণ
 দেখিয়াছে বলিল। তাহাতে আশ্চর্য্যবিত্ত
 হলাম। প্রাতে সেট ঘাটির বাটির ছায়া
 হইতে সেট স্থানটি ভাল করিয়া দেখিল
 দেখিলাম যে, তথায় একটি ভালগড় আছে।
 অত্ লোককে 'জজ্ঞাসা করায় তাহারা
 বলিল, ঐস্থান বজাল'দখী, তথায় কল্লপসেনের
 দুর্গদেহ ইত্যাদি আছে। সেত সোমবারে
 কল্লপসেন গিয়া পর অন্বারে বজাল'দখী
 গেল। তথায় রাখে আগর ঐপকার
 অস্ত্র ও বাণায় দেখিয়া পরদিন পরব্রতে ঐদন
 স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্ৰস্থ পুরাতন
 লোকদিগকে 'জজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটি
 শ্রীমদ্রাজপুত্র জগদ্বান বলিয়া জানিলাম।
 দিনরাত ঠাকুরের 'পাঠক্রম-পঙ্ক'ত', 'ভক্তি-
 গুণাবলী' এবং শ্রীল রামানন্দাস ঠাকুরের
 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' যে সমস্ত গ্রামপঞ্জীর উল্লেখ
 আছে, ক্রমশঃ সমস্ত দেখিলাম। কল্লপসেন
 বলিয়া 'শ্রীনববীপ-ধামমাগাধ্য' রচনা করিয়া
 কলিকাতায় ছাপিতে পাঠাইয়া। কল্লপসেনের
 টেক্লীয়ার দ্বারিকা বাবুকে সমস্ত কথা
 বুঝ টেলিভিশন দ্বারা নিশ্চয়'রূপে সকল
 বুঝ'ত পাঠিলেন এবং আমার জন্য
 একখানা নববীপ-মণ্ডলের নক্সা করাইয়া
 দিলেন। তাহা'ব দামমাগাধ্যো স্বজা'পারে
 ছাপা হইল। নববীপধাম ভ্রমণ করিয়া এবং
 ধাম মাগাধ্যা লিখিয়া দেখিলাম - তখন আর
 কিছু করণ উদ্দেশ্য নাই।"

রক্ষা-গরে লাকাকালে ঠাকুর জৈঠমাসে
 নিজ-আপড়ানতান উলাখ তখন কা'রধা
 জানীয় কুলে বস্মতক্ষস্বকে একটী বক্তৃতা
 প্রদান করেন। সংরাজী ১৮৮৭ সালে যখন
 শ্রীল ভাকাবনোদ ঠাকুরের শতত বৈষ্ণব-
 সাক্ষাৎম শ্রীল জগদ্বাদাস বাবাজী
 মহারাজের হিতোদ্যনার সাক্ষাৎকার হয়, তখন
 বাবাজী মহারাজ ঠাকুরকে প্রিয় ব্রহ্মাটী
 (গোবর্দ্ধন'শলা) প্রদান করেন।

১৮৮৮ সালে ঠাকুর ময়না সিং ও
তাকার মন কারখা; হরিদাস কীর্তী করেন।
তৎপরে ১৮৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি
বদ্ধমান গমন করেন। ১৮৯০ সালের মার্চ
মাসে ঠাকুর নাজিমুর হুদা কালুয়ার মন
করেন। তখন ঠাকুরের সাহিত্য শ্রম সর্বস্ব
ঠাকুরও ছিলেন। সে সময়ে গোফ্রে মিস্টার ও
কুমার নিমিত্ত হতেছিল। ১৮ই মার্চ ঠাকুর

অসহনশীলতার কারণে পরিদর্শন ও গোপনীয়তায়
 মতামতের সংঘর্ষের অন্তর্ধান করেন। ২৩শ
 মার্চ বাঘনা পাকার গমন করিয়া তথায়
 হস্তকথা প্রচার ও ৩০শে মার্চ কাল্পনিক
 প্রত্যাপ্তি করেন। ২৪ এপ্রিল তারিখে
 পাল্লারাজ লীনকুল ব্রহ্মচারীর পাট, ২৩শে
 কাশ্মীর ও ২৪শে মেহেরপুরে প্রিন্স ব্রহ্মাচার্য
 দাস ঠাকুরের লিপাট দর্শন করিতে যান।
 ১৮৪৫ মে গোপন ও ১৯শে মে কুলিয়ার
 নবদ্বীপে গমন করিয়া নৈকগঙ্গার্কোষ প্রিন্স
 জগদ্বাণেশ দাসবাবাজী মহারাজকে তাঁহার
 কজনকুটিতে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে হস্তকথা
 আলোচনা করেন। ২৪শে মে ঠাকুর
 কজনগঙ্গার পাকার সমস্ত নৈকগঙ্গার্কোষ
 প্রিন্স জগদ্বাণেশ দাসের উদ্দেশ্যে তাঁহার
 কজনকুটিতে একটি পাকা বারান্দা নিশ্চয়
 করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৪৬ অক্টোবর তারিখে
 ঠাকুর ক্রীড়ানন্দলাল আমলাজোড়া গ্রামে
 গমন করিয়া গোপালপুর ও আমলাজোড়ার
 বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ সময় রাণীগঞ্জ,
 বাকর ও ওর্গাপুর ঠাকুর হস্তকথা কৌশল ও
 সর্গস্বনমতামতের সংঘর্ষের অন্তর্ধান করিয়াছিলেন।
 ১৮৪৭ সালে ঠাকুর পুনরায় দিনাজপুরে
 গমন করেন।

[illegible]

কখনও কলিকাতায় তত্ত্বাবধানে অবস্থান
করিয়া ইতিপূর্বা প্রচার করা হইত।
ইংরেজ মনো বিষয় সমস্ত কখনও না মনো-
প্রভু বা লক্ষ্য সংক্ষেপে কৃত্য করেন। ১৮২০
সালে গোয়েন্দা দৈত্য সাহিত্যের, শ্রী
অগ্নিমান বালাজী মহাপ্রভুর আশ্রমে
ঈশ্বরবিনোদ ঠাকুর তারকীনাথসহ
অধ্যয়ন করেন। এষ্ট সময় ঐ অগ্নিমানসী
শ্রী অগ্নিমান বহু বৈষ্ণব নটরা সিদ্ধান্তপুর-
জন্য গমন করেন এবং ঈশ্বরবিনোদ
অন্য ৩টা বা দুই ভোগমাথাপুত্রীতে বসন্ত
লেখার জন্য দেন। সে সময় সঙ্গীত দৈত্য-
সাহিত্যের পুত্র ঈশ্বরবিনোদ-যোগেশ্বর উদ্ভা-
বিত-কীর্তন করিয়াছিলেন।

১৮২৩ সালের ২৫ এপ্রিল ঠাকুর
ভক্তাবিনোদ বিহারের অন্তর্গত সঙ্গারামে
গমন করেন এবং শ্রীমদ্ভগবতের জীবে
নামাবগম, 'ভ'বায় পত্নীত্ব হানে হারিকথা
গাচাও করিতে থাকেন। সেইসময় তিস্মু-
অধিন্যাস মনো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বিশেষ
প্রসঙ্গাকার ধারণ করিয়াছিল। তথা
কর্ত্তে ঠাকুর কৃষ্ণনগরে গমন করেন।
১৮২৪ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে কলকাতায়
এ. ডি. স্কুলে একটি মহতী সভার আয়োজন
হয় এবং সকল সম্মান প্রাপ্ত একমত
কর্তব্য। শ্রীমদ্ভগবতের পুনরাবিষ্কৃত জন্মস্থলী
শ্রীমদ্ভগবতের একটি নিত্যসেবা প্রকাশের
অন্ত অগ্রয়োজন করেন। সেই সময়
শ্রীমদ্ভগবতের প্রচারিত-সভা নামে একটি
সভা গঠিত হয়।

১৮২৭ সালের ২১শে মার্চ, ১৩০০
সন্ধ্যা ৯ট ৫৫, বুধবার ফাঁস্তুনা পুলিমার
চক্ষুখণ্ডের দ্বারা ঈশ্বর ভক্তিব্রেন্দ
ঠাকুর বিশুদ্ধ সংকীর্ণের মধ্যে প্রীতি-
মাধুর্যের নিকটের 'সুখ' পদ্ম-মুখি প্রতিষ্ঠিত
করেন। সে সময় ভাবের বিস্তারিত
হঠাৎ লক্ষ লক্ষ সোকেস সমাবেশ
হতছিল। সেই সময় ঠাকুর রক্ষা-
নগরের সিন্ধুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ
কাছেছিলেন। ঠাকুর ১৮২৭ সালের ৪ঠা
অক্টোবর সরকারী কাছ হতে অবসর গ্রহণ
করেন। কলকাতার হতে লিখিত পত্র
আগমন করিয়া তথায় বাসিন্দাদের
বাখা কাছ থেকে। ১৮২৫ সালের
জুলাই মাসে বাখিন বিশুদ্ধ পদ্ম-
মহারাজ বীরেন্দ্র দেবদাস মা'নকা বাটুরের
সিন্ধুর অধীনে ঈশ্বর ভক্তিব্রেন্দ ঠাকুর
ঈশ্বর সরকারী ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া আগ-
তবার গমনপুত্রক বৈষ্ণবদের কবা গঠন
করেন। তথায় প্রীতিমাধুর্য ও শ্রীচৈতন্যের
সম্মুখে বস্তুত পদান করেন এবং তথায়
হতে কলকাতার ফিরিয়া আসিয়া পুনরায়
প্রীতিমাধুর্য গঠন। ১৮২২ সালের
ঈশ্বরানন্দস্বরূপ প্রকাশিত হলে ঈশ্বর
ভক্তিব্রেন্দ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য

শ্রী. শাম-মারাপুর নদীস্রোতকাল ত্রিদিং ওয়ার্কস হাইডে শ্রী. মনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিযাত্রী সম্পাদিত
ও শ্রী. নন্দকিশোর ভক্তিযাত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনন্দিনে সে-প্রীতি অগ্নে সমুদ্র সঞ্চার ॥

— 卅 (●) 卅 —

ବାସ୍ତବ୍ୟ ମହାବଳେ ଅବଶ୍ୟକତା ସମ୍ମତେ

বর্তমান য়াসের মধ্যেই মাস্ত্রাজে গভর্নমেন্ট
 ৫ লাখ টন আলু বাতলাই প্রেরণ করিতে
 সম্মত হইয়াছেন। বাহার্য্য নিলামিহী হইতে
 মাল সরবরাহ লইতে রাজী হইবেন, এমন
 নামকাত। আলু আবসারীদিগকে কোটা।
 প্রদান করা হইবে এবং কয়েকটা মনোনীত
 বিক্রেতাগণের মাধ্যমে উহা বিক্রান্ত মূল্যে
 বিক্রয় করা হইবে। এই সম্পর্কে কায্যকরী
 পত্র। অগলম্বনের জন্ত বাতলা হইতে আবসারী-
 দের বহু প্রতিনিধি মাস্ত্রাজে গমন করিয়া-
 ছেন।

ও চিনি শিল্পের উন্নতিকর করেচেন।
 কয়েকজনীর বিষয়ের আলোচনার জন্য জম-
 শিল্প এবং বাণিজ্যসচিব মাননীয় মিঃ কে
 লাফারাদিন সি-বি-ই এর সভাপতিত্বে গত
 ১৬ই আগস্ট বেঙ্গল সুপার এডভান্সারী
 গেজটের আধিবেশন হয়। ইহাতে এইরূপ
 সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে যে,
 গত বৎসরের কাজ এবার শুড় ও চিনি
 নিরন্তর আদ্যেণ বলবৎ রাখা হইবে না।
 তবে আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তা পৰ্য্যন্ত
 শুড় পল্লভ এবং আঁখ মাড়াই নিষিদ্ধ করা
 হইবে। কারণ ঐ সময়ের মধ্যে আঁখের সাহা
 পলাই কম থাকে। ইহাতে উৎপাদনকারীরা
 পারিশ্রমের তুলনার কম জিনিষ পাইয়া
 ক্রটিগ্রস্ত হয়। ৭ই ডিসেম্বরের পরে শুড়
 ও চিনি নিরন্তর আদ্যেণের বাধানিষেধ উঠাইয়া
 দেওয়া হইবে। গতবর্ষের মনে করেন যে,
 এই বাণিজ্য চিনি ও শুড় উৎপাদনকারীরা
 যথেষ্ট সুফল পাইবে।

ମହାନ୍ତି ମହର୍ବମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍। ସିଟିନିନି-
ନାଲିନିବ ହୁଁତମୁଖ ଚେଷାବନ୍ଧାନ ଓ: ବରଦା-

গত ১৯৩১ অগস্ট প্রম. শিল্প এগং
 বাণিজ্যসচিব মি: কে. লাভাবুদ্দিন সি-বি-ই-২
 সভাপতিত্বে 'শিল্প উন্নয়ন কমিটি'র প্রথম
 অধিবেশন অনুসঙ্গ হইয়া গিয়াছে। সমগ্র
 প্রদেশে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্য, নীতি এবং
 কৰ্মসমূহ ইহাতে আলোচিত হয়। সঙ্-
 গম্মহিক্রমে উক্তে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
 যে শিল্পের প্রসারবৃদ্ধ এবং কাৰ্যনিষ্ঠার
 সুবিধায় লব্ধ সঞ্চয়শীল আর্থিক ও কৰ্মী-
 দিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে
 এই নিষেধ গভৰ্ণমেণ্টের কর্তব্য এবং
 কৰ্মীদিগ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে গভৰ্ণ-
 মেণ্টকে এক বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের
 উদ্বোধনানে পরিচালিত করার কথা বিশেষ-
 ভাবে বিবেচনা করা উচিত এবং ছোটখাটো
 কারখানা, শিল্পক্ষেত্র এবং কুটির শিল্পের
 কাৰ্য বাহাতে বেশ ভালভাবে চালিতে পারে,
 তদন্ত গভৰ্ণমেণ্টের উচিত ইহা'দগকে
 কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ
 বিধা সাধা করা।

ফুটবলারদের পছন্দে ব্যবহৃত ১০ লক্ষ
মেশাক্রীণ-ট্যাবলেট-মত ১১ই আগস্ট
বোম্বাই, হতে পাঠান হইয়াছে। আর
শ্রী উহা বাঙালি আশ্রয় পৌঁছবে।
উঃপূর্বে দুই দফার দ্ব্যাক্রমে ১০ : ১১
১২ লক্ষ পরিমাণ মেশাক্রীণ-ট্যাবলেট
পাঠান গিয়াছে। আরও এক লক্ষ লক্ষ
ট্যাবলেট শ্রী শঙ্কর বাইবে বলিয়া আশা
করা যায়।

—७१५॥

ଏକ ସମସ୍ତେ କହୁ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସତ୍ୟ

ଅତିବାହିତ—ଅଧ୍ୟାୟ ୩୫—ଅନୁସୂଚି, ୧୫
 ଅଧ୍ୟାୟ ୩୬, ୩୭ ।

श्री ५० अना

শ্রীমদ-মায়ামূর নবোদ্বোধকাল ৱি.১২ ওদ্বার্ষিক হইতে শ্রীমদগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্ববোধী সম্পাদিত
 ৬ শ্রীমদকিনোয় তত্ত্ববোধী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

१०५ वर्ष

০ পদ্মনাভ গৌরাঙ্গ ৪৫৮; ২২শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩০১, ৭ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪৪, বৃহস্পতিবার

૨૪૬-૪૬૭ સંખ્યા

શ્રી સ્ત્રી સુક્ષ્મ ગીતાનાં અધ્યયન:

ଦୈନିକ ବନ୍ଦୋବା-ପ୍ରକାଶ

৩ পদ্মনাভ, 'অ' শতক, গোবিন্দ ৪৫৮

শ্রীহরিকথা- প্রসঙ্গ

— 卅(卅) 卅 —

ঐশীশোরিন-নিত্যানন্দ শাস্ত্রীশাস্ত্রী নিবাস
করেন না। কিছুকাল একমাত্র মুদ্রকুলের
উপাশ্রয়। কিছু ঐশীশোরিন-নিত্যানন্দের একটি
দয়া। যে, অনর্থমূলক জীবনও একপটে
উদ্ধারের নিকট অল্পগমন করিলে যা
পরশাগত চটলে উদ্ধার দয়া করেন অর্থাৎ
উদ্ধারদিকে অনর্থমূলক করায়। কৃষ্ণসেবার
অবকাশ হাঙ্গান করেন। ঐশীশোরিন-নিত্যানন্দের
অল্পগতজনকেই উদ্ধার দয়া করেন। ঐশী
কনিষ্ঠ গোলামী পদ্ম লিখাছেন, -

“ସହ-ତାପାନ କୃଷ୍ଣ ଏକତ୍ତେ ଶିଷ୍ୟଃ ।
 ଆସ୍ତରୀୟ, ନ୍ୟାସ୍ୟ, ଶ୍ଳାକ୍ଷ୍ୟେଷଃ ॥
 ସାମାନ୍ୟ ବିଶାଳୀ, ଅକ୍ଷୟନୀ-ନାମନଃ ।
 ଆସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ମେଧ, - ତୀ’ର ପା’ସକରଃ ॥
 ମେଧ କୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମୀୟ ଶ୍ଳାକ୍ଷ୍ୟେଷଃ ॥
 ମେଧ ପା’ସକରଃ ମେଧ ମଧ୍ୟ ॥
 ମେଧକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମୀୟ ଶ୍ଳାକ୍ଷ୍ୟେଷଃ ମେଧ ।
 ମେଧକୃଷ୍ଣ ମେଧା କରେନ ମେଧକୃଷ୍ଣ-ମେଧ ॥
 ମେଧକୃଷ୍ଣ - ଏକମେଧ, ମାତି କିନ୍ତୁ ତେଜ ।
 ତେଜ ଆସ୍ତରୀୟେ ତେଜ ବିବିଧ ବିଭେଦଃ ॥
 କୃଷ୍ଣାସ୍ତରୀୟ ଏକ ଅକ୍ଷୟ ସତ୍ୟ ।
 ଆତ୍ମୀୟ ଆସ୍ତରୀୟେ କୃଷ୍ଣ କରେ ଅକ୍ଷୟ ॥
 ତେଜ ଅକ୍ଷୟ ମେଧ ତେଜ ମେଧାମେଧ ।
 ‘ଅକ୍ଷୟମ’ ତୀ’ର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ-ତାତ୍ତ୍ୱ ॥

‘ভক্ত-অবতার’ তাঁর আচার্য্যি গোলাঞ্চি ।
 এই ‘তিন হুজু’ মনে পড়ুক ‘ক’র’ গার্হ ।
 শ্রীমাদানন্দ যত কোটি ‘ক’টি ভক্তগণ ।
 শুকভক্তভক্ত যথো ‘ক’মণ্ডির’ গগন ॥
 গঙ্গাবর প’ত্র ‘ক’র’ গভীর ‘অজি’-অবতার ।
 অশ্রুজ ‘ভক্ত-ক’র’ গগন ‘য’তার ॥”
 (১৫: ৮:)

[illegible][illegible]

*पञ्चमः अङ्कः कृष्णः उत्तराङ्क-वर्णनम् ।

ଉତ୍ତରାବତାରଂ ଶ୍ରୀମାତଂ

ନିୟମାବଳୀ - ୧

ৱাংনবত্ব পাঁচলকাৰ জন গঠা।
 শ্ৰীনবীপাথে বিহাৰ কৰিযাছন। শ্ৰীজৈত-
 শ্ৰীকৃষ্ণ কৃপাৰণে শ্ৰীনিভানন্দেৰ অং

খ্রীষ্টানদের কৃপাবলে খ্রীস্টোবরদের
কৃপা পাত্রমা যায়। খ্রীষ্টবাদের কৃপায়
খ্রীস্টোবরদের কৃপা পাত্রমা যায়। আশা
খ্রীস্টানদের কৃপায় তাঁরা পায়তম খ্রীস্টোব
বরদের কৃপা পাত্রমা যায়। তাঁদের
খ্রীস্টানদের পরজাগিত চতেনেচ নতামতম।
খ্রীস্টোবরদের কৃপা পাত্রবার হচ্ছ। হচ্ছ
শরণাগত হচ্ছ। তাঁরা খ্রীস্টানদের আশ্রয়
করিতে হচ্ছ। খ্রীস্টোবরদের, খ্রীস্টোব
আম চাইট, শতভয়া শরণে যত্ন
হওয়া খ্রীস্টোব চাইট-ট। কারণ, খ্রীস্ট
ছাড়া আমার আর উপায় নাই। গতি নাই--
একজন অকৃতজ্ঞ থাকি দরকার। খ্রীস্টোব
পাওয়াট আমার মত, আমার শরণে
আর আমার কোন রাস্তা নাই।

আমাদের জীবন বন্ধ বিশ্বজনন্য নয়
কিনোব জটিল বস্তু, কিন্তু পক্ষপাত
অবর্তন ঘটানো হয়েছে। 'জটিল', 'পক্ষপাত',
'জটিল', 'জটিল' ও 'জটিল' — এ
পাঁচটি কথা লেখা অসম্ভব জটিল — 'জটিল'
জটিল জটিল আশ্রয় — 'জটিল' —
কিনো। 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'
জটিল 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'
ও 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' —
'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'
জটিল 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'
'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'
মহাদেশীয় 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'
সেই 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'
একজন 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'
'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'
'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'
'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'
'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল' 'জটিল'

[illegible][illegible]

କୃଷ୍ଣ ଗୀ : ୧୫ ଚନ୍ଦ୍ର-୩୨

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

ਦੇਖੋ: ਸੰਕੀਰਣ ਪਾਠੇਸ਼ਵਰ ਸ

“ ॐ नमः ॥ ”

(10/11 - 11, 23)

[illegible]

সংকীর্ণবজ্রের বাবা ভজন করিয়া
পাঠেন।

শ্রীগৌরসুন্দর নিজামরূপ অঙ্গের বাবা
বহির্ভূত জীবের মারা বা মৃত্যু নাশ করিবার
জন্য পঞ্চতন্ত্রপুর্বে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।
ঐনামসংকীর্ণনষ্ট এই অঙ্গ। শ্রীগৌরসুন্দর
অন্তিমকালকালে নিজের অঙ্গ ও নিজের
অঙ্গবৃত্ত—নিজের নাম, আবার নিজের নাম-
কারী—নিজের প্রেম বা নিজের রস।

মহামন্ত্র তিনটি শব্দ—‘ওঁ হ্রীং ক্লীং’,
‘ক্লীং’ ও ‘হ্রীং’। এই তিনটি শব্দ পঞ্চ-
তন্ত্রাঙ্গ, পাঁচরূপে বিশদ করিতেছেন।
মহামন্ত্র ‘ওঁ হ্রীং ক্লীং’, ‘ওঁ হ্রীং ক্লীং’ ও ‘ওঁ হ্রীং
ক্লীং’। এইরূপ আশ্রয়ব্রহ্মসম্বন্ধে বিশদ
বিশেষের নাম চিত্রাঙ্ক। ইতিহাসে আবার
পঞ্চতন্ত্রপুর্বে অবতীর্ণ। ‘মহামন্ত্র’ অর্থাৎ
ওঁ হ্রীং ক্লীং, ওঁ হ্রীং ক্লীং, ওঁ হ্রীং ক্লীং
বিশদ তন্ত্র—শ্রীগৌরসুন্দর। পঞ্চতন্ত্রের
‘আদি’ নামে দীক্ষা ও শিক্ষাভুক্ত।
ব্রহ্মাটোত্তরে; অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর হৃদয়ে
বিশদ করিতেছেন। হ্রীং ক্লীং, ক্লীং ও
হ্রীং—এই তিন বাচকের পাঁচবৎ—পঞ্চম-
মুখগণের আরাধ্যবস্তু, অপরাধবৃত্ত
বাহুবল ব্যক্তিগণের নিকট মূলত নহেন।
যখন অপরাধবৃত্ত ব্যক্তিগণকেও অষ্টোতুকী
কৃপা করেন, তখন তিনিই পঞ্চতন্ত্র বা
তন্ত্রবাহুও ‘আদি’-নামে শুকসম্মান্য
হইয়া বহুতন্ত্রপুর্বে ঐশ্বর্যালীনা একটী কারিগর
জন্য অবতীর্ণ হন।

স্বয়ংসেবায় সাক্ষীপতি স্বয়ংসকাশ
ভাষার নাম, রূপ, গুণ, পারকর ও লীলা
একটী করেন। স্বয়ংসকাশ—সাক্ষী-
পতিমহাব্রহ্ম। স্বয়ং, তৎসংগত, জীব
ন পদান লইয়া স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংসকাশ।
স্বয়ংরূপ বা স্বয়ংসকাশ বৈভবকে স্বয়ংসকাশই
একটী করেন। তটস্থপতি জীবের আঁঠা
—স্বয়ংসকাশ করণার্থবাহী। শ্রীমহৈশ্বর-
পতি স্বয়ংসকাশেরই অংশের অংশ বা
কণা। শ্রীমহাদেব পাণ্ডিত্য পাক বা কল
অর্থাৎ মনুসংসার আশ্রয়ব্রহ্ম, আর শ্রীমদ
ঐশ্বর্যসেবায় আশ্রয়ব্রহ্ম, প্রজ্ঞাপ্রদ।
‘আদি’ নামে যে শুকদেব, পরমেশ্বরসে
‘গান’ শ্রীমদ পাণ্ডিত্য সাহিত্য আভর, আর
স্বয়ং-রূপে তিনিই শ্রীমদসংসার সত্য
অ. রহ।

যাহারা বিয়োগমাহাভাষা আচ্ছন্ন,
ভাষাদেবের মারা বা মৃত্যু বিনাশ করিয়া
ভাষাদেবকে অষ্টোতুকী কৃপা বিভূষণ করিবার
জন্য নাম, রূপ, গুণ, পারকর ও লীলাসম্বন্ধে
পঞ্চতন্ত্রপুর্বে বা মহামন্ত্রপুর্বে অবতীর্ণ
হইয়া নিজের বিশদ প্রদর্শন করেন।
সংসার—পঞ্চতন্ত্র বা বহুতন্ত্র। মহামন্ত্র—
শ্রীগৌরসুন্দর।

পঞ্চতন্ত্রের কেহই ভোগ্যবস্তু সন্তোষের
আশ্রয়ক নহেন। সকলেই সন্তোষসিদ্ধির

সেবকামিনী—সেবার মানকারী। এইরূপ
মাতুলীনা বা আশ্রয়লীলাই শ্রীকৃষ্ণ
মহাব্রহ্ম শ্রীগৌরলীলা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং
সন্তোষের লীলা হইতে একজন এই লীলার
ঐশ্বর্যবাহী বর্তমান। শ্রীগৌরসুন্দর
শ্রীকৃষ্ণ অনেকা অংশবৃত্ত পাক্ত জীবকে
শ্রীকৃষ্ণ রূপ করেন। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ
কারণে শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতন্ত্রনাম সূত্রি হয়, কৃষ্ণ-
তন্ত্রপুর্বে শ্রীকৃষ্ণ উৎকৃষ্ট হইয়া চরম-পরমকল
বা সাধা লাভ করায়। শ্রীমদ বাটার পাক্ত
কৃষ্ণা ‘সন্তোষ’ করেন, তাঁহার জিহ্বায় নিক
নাচেন, তাঁহারকণ্ঠ নাচান, জীবকে নাচান,
জগৎকেও নাচান। মাচারিগা ঘেন। এই
শ্রীমদ দান করিয়াছেন—স্বয়ং শ্রীমদ-
পাক্ত, ‘বিন’ নিজের ‘সে’ নামের আ-
নাম। তিনি আবার একা বলেন নাঃ
সঙ্গে তাঁহার শ্রীমদগানক। ‘বিন’ স্বয়ং
শ্রীমদসেবা। পুঙ্খবাহুভাষার কারণে বিচীর
চতুর্ভুজ, তঁহার মূল—আদি চতুর্ভুজ।
সেই আদি চতুর্ভুজের ‘বহীরা’ বৃত্ত যে
সম্বন্ধ, তাঁহারও মূল হইলেন—শ্রীমদসেবা।
শ্রীমদবৈভব শ্রীমদসংসারের অংশ। শ্রীমদসংসার
—পাক্ত। শ্রীমদ—শ্রীমদকৃষ্ণমণ্ডলীর শুক।
এই পঞ্চতন্ত্র প স্বয়ং নামী তাঁহার আভর
স্বয়ং শ্রীমদ বৈভব করিয়াছেন। হ্রীং ও
হ্রীং আমাদের শ্রীমদের শ্রীমদ ক্রীত না
হয়, তাহা হইলে আর আমাদের কি প্রকারে
গাভ হইলে ?

• শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীল কবিভাগ
গোবিন্দো রত্ন বলিয়াছেন,—

“দী-সবা লক্ষ্য প্রভুর নিবাহিবার।
দী-সবা লক্ষ্য প্রভুর কীর্তনপচার ॥
দী-সবা লক্ষ্য করেন প্রেম আবাদন।
দী সবা লক্ষ্য দান করে প্রেমধন ॥
সেই পঞ্চতন্ত্র ‘মাল’ পুণ্যবী আশ্রয়।
পুণ্যপ্রেমভাষারের মুখা উলাড়িয়া ॥
পাঁচো মাল’ লুট প্রেম, করে আবাদন।
যত বত পিয়ে, তক্ষ বাড়ি মতঙ্গন ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াসা এর মগমত।
নচে, কামে, হ’লে, গার, গৈছ মদমত ॥
পাশাপাশি চার মাতি, নাহি স্থানস্থান।
যেই যাহা পার, তাঁহা করে প্রেমদান ॥
লুটিয়া, খাওয়া, ‘দগা’, তাঁহার উলড়ে।
আশ্রয় ভাণ্ডার প্রেম পঞ্চপ বাড় ॥
উছলিল, প্রেমনাগ, চৌদিকে বেড়ায়।
শ্রী, গুহ, গলক, বুগা, সপলত ডুগায় ॥
সজ্জন, হুজ্জন, পশু জড় অঙ্গগণ।
প্রেম-নাগ ডুগাইল জগতের জন ॥
জগৎ ডুগিল, জীবের হইল বীতান।
তাঁহা দেখি পাঁচজনের পরম চম্বাস ॥
বত বত প্রেমমুগ্ধ করে পাক্তন।
তত তত বাড়ি জগ বাপে ভিত্তবন ॥
সবা নিস্তারিত প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিত করে চাতুরী অপার ॥”

তাঁহারে সে বলি ধর্ম কর্তব্য সদাচার।
ঈশ্বরে সে শ্রীতি করে সমস্ত সবার ॥

জীবকে কত দূর করিবার জন্য স্বয়ং
নাম অংশ শ্রীমদ ভগবৎ অবতীর্ণ হইলেন,
আবার সেই শ্রীমদাত্ত শ্রীগৌরসুন্দর
শ্রীমদব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মব্রহ্মত্বপুর্বে
সম্বন্ধপ শ্রীমদ বা নিজেকে নিজে দান
করলেন। পঞ্চতন্ত্রের সকলে মিলিয়া কৃষ্ণ-
লক্ষ্য দান করিলেন, কোনপ্রকার বিচার
করিলেন না। এই বড় দয়া! হ্রীং ও
হ্রীং শ্রীমদসেবার জন্য আশ্রয় না হয়, তাঁহা
দুঃখগোচর না হয়, পাশাপাশি না বলিয়া
আলাপে না হয়, তাহা হইলে আর হ্রীং
হইলে না। শ্রীমদের সেবা না হইলে
মাহার বাসস্থান সার হইবে। পঞ্চতন্ত্র—
শ্রীমদের সত্য বড় কৃপা হইল পরিবার
মৌল্যব্য বহু না হয়, তাহা হইলে চরম
দুর্গতি হইবে হইবে।

সাধুর অর্থে কি প্রয়োজন ?

— ::(৩):: —

বিন নিরন্তর ভগবৎসেবা করেন এবং
অপরকে ভগবৎসেবার উৎসাহ করেন,
তিনিই সাধু। ভগবৎসেবকই সাধু। সাধু
ভোগীও নহেন, ভাগীও নহেন। সন্তোষ-
ভোগে ভগবৎসেবাই তাঁহার কাব্য। তিনি
নিজেও সন্তোষ দিয়া ভগবৎসেবা করেন এবং
সমস্ত অন্য দ্বিষাও ভগবৎসেবাধীন করিয়া
থাকেন। ‘বিন’ নিজের বখাসল্য, তথা
ঈত্ববনের বখাসল্যই সম্বন্ধপ শ্রীকৃষ্ণসেবার
নিযুক্ত করিবার জন্য বাস্তব। তিনি
শ্রীকৃষ্ণসেবা। আর বিন নিজের বখাসল্য
এবং ঈত্ববনের বখাসল্যই সম্বন্ধপ শ্রীকৃষ্ণ-
দেবের সেবার নিযুক্ত করিবার জন্য বাস্তব।
তিনি শুকদাস; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অধিক-
পিয়। সাধু ভোগীর নাম নিজে কিছু
ভোগ করেন না বা নিজের জন্য কোনও
কিছু সংগ্রহ করেন না। তাঁহার বাহ্যিক
উচ্চন, সমস্ত ভগবানের সেবার জন্য। তিনি
জানেন, সন্তোষপাক্ত শ্রীমদসংসার সমস্ত কনকের
বা ঐশ্বর্যের ভোজনা; সুতরাং সমস্ত অর্থ
শ্রীমদসংসারের সেবার নিযুক্ত হইলে তাহার
সাধকত। এই অর্থ শ্রীমদসংসার না
গািরা বক্তবীর চাতুর্যপুর্বে নিযুক্ত হইলে
অন্যকিছু অংশবাহী। তত তিনি বলেন,—

“ভক্তের প্রাতিষ্ঠা শূন্যের নিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মাহার বৈভব।
কনক কামিনী দিবস যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ অন্তঃসে-সংগ।
ভোমার কনক ভোগের জনক,
কনকের হারে সেবহ মাধব।
কামিনীকাম নহে তনু বাম,
জাননা কি তাহা মাহার বৈভব ॥

শ্রীকৃষ্ণসেবার বাবা অক্লান্ত
বিশ্ববালিগা ভোগে হইল সুখ ॥

নির্ভীক ভগবৎসেবার শ্রীলক্ষ্য মনুগার
বলিয়াছেন,—“কামিনীকে স্বয়ং কৃষ্ণসেবার
নিযুক্ত করিতে হইবে, কনকের হারাও—অপ
কৃষ্ণ সেবাও করিতে হইবে। কনক ভোগ
করিতে হইবে না বা প্রাতিষ্ঠা অর্জনের
বালিগার কনকভোগ করিতে হইবে না।
কনকে যেহা বা ‘সাক্ষী’ না করিয়া
চৈতন্য করিয়া গাও। “সংসার বাসস্থান”—
যে কনক চিত্তবন্ধন করে, তাহা শ্রীমদাত্তের
কনক। ‘চৈতন্য’ কনক চিত্তবন্ধন সাহায্য
করে, চিত্তবন্ধন ও চিত্তসেবার আত্মকল্যান
করে। চিত্তসেবার অক্লান্ত হইলে প্রাপক-
জ্ঞানে পরিভাগ করা কষ্টবোধগা বা কৃষ্ণ-
প্রাতিষ্ঠা গাফা হাড়া আর কি ?”

সাধু বা ভক্ত ভোগ-ভাগ ও ভোগ-
ভাগ করেন। সেইজন্য তিনি অপরকে
ভগবৎসেবাপ্রদর্শন জানিয়া তাহা সংগ্রহ-
পূর্বক ভগবৎসেবার নিযুক্ত করেন।
সাধুদ্বারা যাতে চিত্তা করেন এবং বাহ্য
পান, শ্রীমদ ভগবৎসেবা করেন। বাহ্যের
নিজেরই-তর্পণম্পূর্ণ নাট, তিনিই সাধু।
সুতরাং সাধু নিজের জন্য আর কি সংগ্রহ
করিলেন ? তিনি উদয়াস্ত পরিপ্রবেশ কপে
বাগা সংগত করেন, তাঁহার সেবা পাঠ পঠিয়া
শ্রীমদসংসারের উদ্ভিগতপুর্বে তত গণিত
হইয়া থাকে। তাঁহার বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই
অধিতীর ভোজনা, শ্রীকৃষ্ণই দোলা-বোড়া
চড়িয়ে—শ্রীকৃষ্ণই চট্টানিকার বাস করিলেন
—শ্রীকৃষ্ণের নয়নোৎসবের জন্য বাবতীর রূপ—
কৃষ্ণের জিহ্বার লাল্পটানুর্ভবের জন্য বাবতীর
উৎকৃষ্ট ভোজনা-সামগ্রী কৃষ্ণের মুখপ্রাণ-
ললন-মহোৎসবের তত বাবতীর শুকোমল
হয়। উৎকৃষ্ট বাহ্য পরমভোজনা কৃষ্ণের
সেবা-বিশুভ হইয়া এক একটি ছোটখাট
কৃষ্ণ সাক্ষী বলিয়াছে তাহা দিগকে বিহ
করিবার জন্য মাহা রূপ-সংগত-ললন-মহোৎসব
এক-একটি টোপ ফেলিয়াছে।

এই বিশেষ মালিক একমাত্র ভগবান।
কিছু আমরা তাহা না বুঝা সন্তোষপাক্ত
তর্পণে বাস্তব পাক্ত, ভগবানের জিনিষ
ভগবানকে না দিয়া নিজে ভোগ করি; সুতরাং
আমরা যে চৌধা-অপরাধে অপরাধী, তাহা
বলিই বাহ্য।

ততৈক গণ আমাদের তার চরিত্র-
গণকে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের চরিত্র
কাতর ওয়া কত কষ্টকি সন্তোষ করিয়াও
আমাদের মনসামান্যের জন্য আমাদের হারে
দত্তবান! কিছ ভক্তির জানে অর্থ বা
হোখ—“তত-গৈকন আমায় ‘মৃত’ একটী
মাতব্য; আমার মৃত তাঁহার অর্থাৎ আছে—
তিনি আমার নিকট হইতে তাঁহার কিছু

— (•) —

অন্যান্য কারণে যে পদস্থাপ অতিরিক্ত চিনির
 প্রয়োজন হইবে, তাহা চিনির এই বর্ধিত
 বরাদ্দ হইতে মিটান যাইবে ।

ବାଞ୍ଛନା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ବାବଦ

দাখিল হইতে যে সকল গৃহস্থকারী
কলিকাতার চালান আসে, তাঁহার মূল্য
নিয়ন্ত্রণ ও বন্টন ব্যবস্থার জন্য বাঙালী
সংস্কারের যে পদ্ধতি নীতি তথা শেষ
হইয়াছে এবং তদনুসারে কার্য
চালাইতে ।

সরকার মার্জিনাল প্রাথমিক বার্ষিকী-
 দেয় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন।
 এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় প্রত্যেক
 কলিকাতার একদল নিম্নিষ্ট আড়ম্বারের
 নিকটে প্রায় ১৫০ মণ তাম্রতরকারী
 আসিতেছে। তাহার মধ্যে শীম, মটরটী
 এবং কলিট বেশী। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে
 কুঁড়কন খুরা বিক্রয় প্রথা হইয়াছে।
 তাহার মণকারী নিম্ন ৩ মূল্যে এত সমস্ত
 প্রদান বিক্রয় করবে।

অন্যান্য ভবিষ্যৎকারীও মূল্য নিয়ন্ত্রিত
ক'লার ব্যবস্থা কর্তোছে। কলিকাতার
মাল্টি ও আলুস অত্যন্ত হওয়ায় আলু দাম
অত্যন্ত বাড়িয়া সব প্রতি ১৫/০ কর্তোছে।
মাল্টি প্রভৃৎ মার্গ ৩০০ মণ আলু
আসিতেছে। বাউলা সরকার এখনা আপায়,
বিকার এবং মাল্টিজ ৪৫তে বিশেষ
ব্যবস্থা করিয়া আলু আ'ন্নয়ার চেই
করিতেছেন।

মেম্বারশিপে স্ট্রিট ও কার্ভ

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, এখন হইতে মেথিলেটেড স্পিরিট এবং কাঠ সঙ্গ্রহে সকল বিষয় অসামান্য গুরুত্বের বিভাগ হইতে বন এবং আবগারী বিভাগের অনীনে আসিল। মেথিলেটেড স্পিরিট সঙ্গ্রহে সকল চিঠিপত্র সরাসরি বাস্তবাব্য আবগারী বিভাগের কমিশনারের নামে পাঠাইতে হইবে। যেসব কোয়ার্টার কাঠ আছে, তাহার বাচ্চির রেল ও ট্রিমারযোগে তাহা চালান দিবার লক্ষ্যের জন্য আবেদন "ফরেস্ট ইন্ডিয়াউজেশন অফিসার, কলকাতা" গোপাল নগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা" টিকানার পাঠাইতে হইবে।

— कविमयम्

সাম্প্রদায়িকতা

३
समय

নিরপେକ୍ଷ স্বেচ্ছাকৃত আবেদন-৩৭

হাওে ত'ক্ষ-সম্বন্ধে জাতি-বাংলা নগনমূল
 প্রোভ ও লাম্বাৰ বিচাৰ ও খালাচনই
 প্রাণিত্তি এবং পদমাৰ্গসম্বন্ধে মানবকাতিৰ
 বাধাৰণ জয়সমূহ নিৰাকৃত হইবাহে।
 মূল্য দণ্ড আদা

ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ।
ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ, ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ।

ଶ୍ରୀମ-ଗୀତାକୁ ନବୀକାବ୍ୟକାଳ ବିମ୍ବିତ ଓଡ଼ାର୍ଯ୍ୟ ହେତେ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରାଦିପାଳ ବଲ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଧୃତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚକ୍ରାବିଦ୍
 ଓ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରାବିଦ୍ୟୋତ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚକ୍ର - ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରାବିଦ୍

সত্যক কল্যাণকরত্ব
— — —
শ্রীম ঠাকুর তত্ত্ববিনোদ-
চরিত্র অমলা কল্যাণকরত্ব-
গ্রন্থ 'পরিবল'-এর মত ভাষ-
নয় প্রকাশিত হইয়াছে।
এই মতলাভাভীমাত্রেয়
নিভাপাঠ।
প্রাপ্তিমান—
শ্রীমোগলী-ভীমসিংহ
পোঃ শ্রীমামাপুত্র, নবীরা।

দৈনিক নদিয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদিয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যকোত্তরত্ব
— — —
শ্রীম সত্যকাম তত্ত্ব-
বিনোদ ঠাকুর দিগ্বিজিৎ
মূল, চীক, মল্লিক অম্বুদ
অম্বুদ, চীক অম্বুদ
প্রতিষ্ঠা ও বিতরণ কলীক
নব প্রকাশিত গ্রন্থ।
প্রাপ্তিমান—
শ্রীমোগলী-ভীমসিংহ
পোঃ শ্রীমামাপুত্র, নবীরা।

১৯৮ বর্ষ

১ পরমাত গৌরাক ৪৫৮; ২৬শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩০১; ১১ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪৪, সোমবার

১৪৬-৪৮ সংখ্যা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দোত্তরঃ

দৈনিক নদিয়া-প্রকাশ

১ পরমাত, সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম গৌরাক ৪৫৮

অপরাধ

— ১১:০০:০০ —

তত্ত্ববিনোদ পানিকের সর্বপ্রথম প্রথম
অপরাধ বা বাদ্য অপরাধ। অপরাধ প্রথম
খর্মিকল্প তত্ত্ববিনোদ অগ্রসর হওয়া যায় না।
অপরাধ থাকিলে শ্রীমত চোড়োত্তর তত্ত্ব
উন্নতি লাভ হয় না। অপরাধ সাধারণতঃ
চরিত্রের চিহ্নস্বরূপ ও আচরণস্বরূপ।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ আশ্রয় করিয়া হইলে
প্রত্যেক হইবার পরও যে অন্তরে প্রাণ
বোঝা যায়, অনিভা নবর বসন্তে আসক্তি
দেখা যায়, তাহা অপরাধস্বরূপ অপরাধ। এই
সমস্ত ক্রিয়াকলাপ হইতেই জন্মলাভ করে।
আর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও তত্ত্ববিনোদ প্রাতঃ বে
অপরাধ, তাহা চিহ্নস্বরূপ অপরাধ।
চিহ্নস্বরূপ অপরাধের মূলে অপ্রজ্ঞা ও
কপটতা।

কুটিলতা, অপ্রজ্ঞা তত্ত্ববিনোদ চিত্তাকর
কৃষ্ণের বসন্ত প্রাতঃ আত্মবিশেষ, তখন-
নৈশাল্য, কাব্যাদির কলকামাজানত
প্রতিষ্ঠা বা প্রজ্ঞার প্রত্যেক দোষভাগ
যদি সাধুত্বের মত প্রত্যেক দোষ বিদ্রুত
না হয়, তাহা হইলে ঐকল অপরাধের
পরিণাম এবং পূর্ণাপরাধের সূচক বা লক্ষণ
বলিয়া জানিতে হইবে। বহুভাষ্যমাত্রেয়
প্রতিষ্ঠা অথবা চিহ্নস্বরূপ অপরাধ

অপরাধ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি 'আর
অপরাধ করি না'—এইরূপ সত্যের
সহিত নির্ভর ও বৈদ্যসহকারে বিন বিন
কাল হইয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ অগ্রসর
অগ্রসর সহিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ করা যায়, তাহা
হলে তখন প্রত্যেক সত্য সত্য অপরাধ
ক্রমঃ কম হইতে থাকে। অপরাধ
করোয় হলে তখন নিষ্ঠা লাভ হয়।

সর্বপ্রথম অপরাধের মধ্যে বৈদ্য-
পরাধ সর্বপ্রথম প্রথম ও ভীষণ অপরাধ।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ, শ্রীশ্রী, শ্রীশ্রী, শ্রীশ্রী,
শ্রীশ্রী বা শ্রীশ্রীগোবিন্দ প্রথম শ্রীশ্রী
কেইক তত্ত্ববিনোদ অগ্রসর জীবনকে
সাক্ষাৎ প্রাণ, নিশ্রুত, উপদেশ প্রাণ
ও বীর আদর্শ আচরণ প্রদর্শনস্বরূপ
তত্ত্ববিনোদ সত্যপ্রাণে স্থাপন করেন না।
একমাত্র বৈদ্যবিনোদ-কীটনপরাধ সাধু বা
বৈদ্যবৈদ্যমোহক জীবের নিকট জ্ঞান-
দীপপ্রদাতারূপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে
পরমাধিকার সন্ধান দিয়া থাকেন।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ, শ্রীশ্রী প্রত্যেক তত্ত্ববিনোদ
এবং শ্রীশ্রী, শ্রীশ্রী প্রত্যেক তত্ত্ববিনোদ-
সমূহে অপ্রজ্ঞা ও মোহবশতঃ বহুভাষ্য
অপরাধ হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-
ঠাকুর অষ্টোত্তরী করুণা বিস্তার করিয়া
আত্মবিশেষ জীবের ব-হুত্ব ও পরমত্ব
প্রদর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং বৈদ্যের
প্রতি যে অপরাধ তাহা প্রাথমিক: অসুখ,
অপ্রজ্ঞা বা বিদ্যেবশতঃ হইতে পারে। অপ্রজ্ঞা
বা মোহক অপরাধ হইতে এই অপরাধ
অবতরিত হইয়াছে।

বৈদ্যের অথবা আবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের
প্রতি অপরাধ আরও ভীষণ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের
নিখিল-বৈদ্য অগ্রসর করেন। বৈদ্যতঃ
তত্ত্ববিনোদ-প্রথম প্রথম বিনি অগ্রসর

প্রথম সূত্রবিশেষরূপে আমার মত নিকট, সত্যপ্রাণ
ও পতিভাষ্য জীবের বীর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ
নিভাপ্র প্রাণ করিয়া আশ্রয় করিয়া
বদ্যবদ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যে গৌর-
কৃষ্ণগোবিন্দ আমাকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ
করিয়া বীর অগ্রসরতার অর্থ প্রদর্শন
করিয়াছেন, তাহার প্রতি অপরাধ—কোটি
কোটি কল 'নিরপরাধ'। আবার তত্ত্ববিনোদ
অপরাধ তত্ত্ববিনোদ প্রাতি অপরাধ আরও
দোষবৎ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অগ্রসর আচরণ
ও তত্ত্ববিনোদ প্রাতি মত মানবমতের
অগ্রসর বলিয়া তাহার আচরণ মতসকল প্রদর্শন
করিতে গিয়া প্রথমপ্রথম মতসকল জীব
হয় 'ত' অপরাধ করিয়া ফেলতে পারে।
কিন্তু যখন শ্রীশ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ববিনোদ-
করিতে, তখন 'নিরপরাধ' গোষ্ঠী-
মতসকল মতসকল মতসকল মতসকল, তখন
যদি তাহার কীটন বীর প্রাতি 'নিরপরাধ'
গ্রহণে করিয়া প্রকাশ করিয়া তত্ত্ববিনোদ
উপস্থিত হয়, বীর ও বিদ্যে তত্ত্ববিনোদ
বহুভাষ্য মতসকল-প্রাতি হইয়া মতসকল
মতসকল প্রাতি প্রথম প্রথম, তাহা হইলে
কৃষ্ণ প্রাতি কৃষ্ণগোবিন্দ প্রথম প্রথম
যে অপরাধের সূচক করে, তাহার সূচক
অগ্রসর। বিদ্যেবশতঃ আত্মবিশেষ
জ্ঞানক্রমে যে অপরাধ অগ্রসর হয়, তাহার
কল বহু মত জন্ম করিয়া গৌর হইতে
থাকে। এই প্রকার অপরাধের চোড়ের
বৃত্তি আত্মবিশেষ প্রথম হইয়া অপরাধকে
বহুভাষ্য প্রাতি অগ্রসর করিয়া তত্ত্ববিনোদ
বহুভাষ্য প্রাতি অগ্রসর না হইলে, তখন
তত্ত্ববিনোদ অপরাধের অগ্রসর আশ্রয়।
যে বহুভাষ্য বৈদ্যের নিকট অপরাধ
হইয়াছে, নিকট বৈদ্য ও আত্মবিশেষ
তাহার সূচক ও প্রাতি প্রথম প্রথম

প্রথম প্রথম অপরাধের একমাত্র
উপায়। যদি এইরূপে তাহাকে প্রথম প্রথম
না যায়, অথবা যদি তাহার নিকট অপরাধ
হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব না হয়,
তাহা হইলে তাহার প্রথম প্রথম মতসকল
প্রথম নির্ভরসহকারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়
করিতে হইবে। বৈদ্যবিনোদ যখন 'নিরপরাধ',
সত্যপ্রাতি অগ্রসর তাহা হইলে, প্রথম
প্রথম শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ করা হইয়াছে,
তখন তিনি শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী
অগ্রসর না হইলে, তাহাতে পারিগে না।
এই বৈদ্যের প্রথম প্রথম 'নিরপরাধ' অগ্রসর
হইয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় প্রাতি প্রথম
প্রথম প্রথম, অগ্রসর, আত্মবিশেষ বা
প্রাতি প্রথম প্রথম 'নিরপরাধ' উদয় না হয়,
তাহা হইলে অপরাধের 'বহু মতসকল' না
হইয়া আরও বহু প্রাতি প্রথম প্রথম
প্রথম প্রথম প্রথম প্রথম অগ্রসর বৈদ্যের
কৃষ্ণ অথবা অগ্রসর শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ
মূলে অপরাধ কর হইয়া থাকে।

সাধুসুখ শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ প্রথম প্রথম
যদি আমাদেব চিত্ত নিশ্রুত না হয় প্রথম,
প্রথম ও তাহার উদয় না হয়, তাহা হইলে
সাধুত্বের চরণে নিশ্রুত ভীষণ অপরাধ
হইয়াছে, বহুভাষ্য হইবে। অপরাধ না গেলে
তত্ত্ববিনোদ হয় না। শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ
প্রাতি প্রথম প্রথম—
সাধুসুখ কল্যাণ, প্রথম প্রথম চিত্ত,
না হইলে অপরাধ-কারণ।
সত্য অগ্রসর, সত্য হইলে তত্ত্ব,
কি করিবে তাহলে প্রথম প্রথম
কি উপায় প্রথম অপরাধ প্রথম, তত্ত্ববিনোদ
সাধুত্ব বলিয়াছেন,—
এই উপদেশ জন, প্রথম প্রথম-জন,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে কর্তব্য হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা কথା উদ্বোধন হওয়াতে
 পণ্ডিত প্রমথচন্দ্র বসু পড়িলেন।
 পণ্ডিত শ্রীনাথচন্দ্র ক্রিয়াদাসা কহিলেন—
 “এই হাতুণ বসু আপনি কোথায় পাইলেন?”
 শ্রীনাথচন্দ্র বলিলেন—“হো! মুন্সফ মরহাটী
 ন্যায়ক এক সন্ন্যাসী আমাকে দিয়াছেন।”
 শ্রীনাথচন্দ্র পড়ু এই কথায় তীব্র
 শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পণ্ডিত ক্রোধে অস্তিত্ব হাড়
 লয়ে শ্রীনাথচন্দ্রের হাড়িতে উদ্ভট হইলেন ও
 সক্রোধে বলিতে লাগিলেন,—“আপনি
 শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রিয়তম ও প্রধান পার্বণ হইয়া
 অঙ্গ সন্ন্যাসীর বসু শিরে ধারণ করিয়াছেন।
 কোন লোক আশ্রমের এইরূপ দৈনন্দিক
 কাৰ্য্য দেখিয়া তাঁহা সহ্য করিতে পারেন
 শ্রীনাথচন্দ্র বলিলেন—“ভগবানকে, এইরূপ
 চৈতন্যমণ্ডিত আশ্রমটি ঘোষণা হইবে। আপনি
 এইরূপ গৌরবিতা না শিখাইলে আমরা
 কিভাবে শিক্ষা করিব? আমি যেহেতু বসু
 মন্তকে বন্ধন করিয়াছিলাম, সে উদ্বেগ সহ্য
 হইয়াছে। আমি আজ অপূর্ণ হৈম পতাকা
 করিলাম। বৈকুণ্ঠ পদমুদ্রা—ঐশ্বর্য্য
 এবং আশ্রমের অতীত স্মৃতি হইয়া গিয়া
 সন্ন্যাসিন্যের পাত্রের গৈরিকবস্ত্র পরিধান
 করিয়া ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় নির্দেশ করিতে হয়
 না, তবে যে সময় সময় পরমবৈষ্ণবগণও
 গৈরিক বেশ ধারণ করেন, তাহা ঐশ্বর্য্যের
 বৈষ্ণবজ্ঞাপক। ঐশ্বর্য্য বিভাষকে বর্ণা-
 প্রমাতীত পরমহংস গৈরিকবস্ত্রের অবাধ্য
 মনে করিয়া দৈনন্দিক বৈষ্ণবের অযোগ্য
 আশ্রমোচিত গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া
 থাকেন। কিন্তু আমি আত্মহীন, অস্বাভাবিক
 প্রাপক শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যে বেশ বীকার
 করিয়াছেন, আমি কিহয় হইয়া তাঁহার সমান
 বেশ ধারণ করিতে পারি না, অতএব আমি
 উহা কোনও প্রাথমিক বিধা বিধি,
 উহার দ্বারা আমায় কোনও কাজ নাই।”
 শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাকে
 নিবেদন এবং তৎপরে চক্ৰজনে বাসনা হইয়া প্রসাদে
 সম্মান করিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
 বীণাচন্দ্রাণ্ডে যাত্রা করিলেন। শ্রীনাথচন্দ্র
 শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সহিত হাতুণের বাসু,
 গোবিন্দের বাসু, শুক এক পৌত্র এবং
 ভগবান। ভেট-বস্ত্রের দ্বারা বিবেচন।
 শ্রীনাথচন্দ্র দ্বিগুণিত। দীপার একজন
 পুরাতন এই পণ্ডিত; শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

[illegible]

“হুনিয়াটি ছাড়, বন করব সরল ।
 খোঁজছা, নোকরকা একত্রে নিবসন ।
 কব মেঘের তত, বন লোকভক্ত ভাট ।
 একপায়ে ছ’ কড় না, তব এক ঠাঁঞি ।
 কথাই মনে বাব একন্ঠি না কচবে ।
 কুট নাথে বখী শরের ছুঁনি, পাচবে ।
 বৈরাগী তব, গ্রাম্যকথা না ত’বে কণে ।
 গ্রাম্যভাট না করবে হবে বি’ববে আনে ।
 বসনেও না কর তাত দ্বী-মজ্জাবণ ।
 তুহে দ্বী ছাড়িয়া তাত আশ্রয়ত বন ।
 বাব চাহ জনম প্রাণিতে পৌরহমের মনে ।
 ছোট হাছোলের কথা থাকে বন মনে ।

ମତ ୨ରେ ଆଗଟ ଦିଲ୍ଲୀ ମହଲ Croton
 flour millsର ମୋମାଟିଠାର ସି: ବାଟକନାଏ
 ମାସିଲ ଶହୋଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାମର ଆହ୍ଲାନ୍ ଦେଲି
 ଇନ୍ଦୋଡ଼ିଃରେ ମେବକମ୍ପ ଡାହାର 'ମଲେ
 ମକାର ଡିପା'ରୁ ହେ ଏଂ ୨ ଇଞ୍ଚଟିଂକାବଦଦା,
 ଡିମ୍ବକରୁ ଓ ମହାଜନମାବନୋ-କାଉନାରେ
 ଡିପାର ଏକମାହୋଦାସ ଡାକନାହି ମହ
 ଇଞ୍ଚଟିଂକାକାରକାହୁର ହେତେ "ଆତିବେଦଦା"
 ମାଟି ଓ ହାଲକାହାର ବାହା କଲେନ । ମତର
 ବହୁ ବିକଟ ବାକି ଓ ବାହା ଡିପାହୁର
 ଡିମ୍ବେନ ।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জীবের কোন্ সমৃদ্ধি পাই। স্বাধিককে প্রেম ধারণ, সেই বড় বনী।

— (•) —

শুধুমাত্র যোগ্যতা বলা কটেজছে যে,

সরকারি বাণিজ্যের শিল্প-এ কাপের
ডিপোজিটের মারফৎ বিভিন্ন জেলায় কালেক্টর
গণকে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণ অর্থ দিবার ব্যবস্থা
করিয়াছেন,—চট্টগ্রাম—১.৫০.০০০ টাকা,
ঝাড়াখালি—১.০০.০০০ টাকা, ত্রিপুরা—
১.০০.০০০ টাকা, ঢাকা—২.৫০.০০০
টাকা, ফরিদপুর—২.৫০.০০০ টাকা,
বাথগঞ্জ—২.০০.০০০ টাকা, ময়মনসিংহ
১.৫০.০০০ টাকা, হুগলী—২০.০০০ টাকা,
জলপাইগুড়ি—৫০০০ টাকা, পাননা—
২৬০০০ টাকা, বগুড়া—১২.০০০ টাকা,
গাওড়া—১৫.০০০ টাকা, হুগলী—
৫৮০০০ টাকা, বক্সমান—৩৮.০০০
টাকা, ঝাড়ুড়া—৫০.০০০ টাকা, বীরভূম
—৭৫.০০০ টাকা, মেদিনীপুর—
২.০০.০০০ টাকা, বঙ্গলগঞ্জ
১৭৫০০০ টাকা, মুর্শিদাবাদ—২০.০০০
টাকা, নদীয়া—৬৬০০০ টাকা, যশোর—
১৫.০০০ টাকা এবং খুলনা—৬০.০০০
টাকা।

ଅମମାନ୍ୟେ ବିକ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହିମଧ୍ୟ ଜଣେ
 କର୍ତ୍ତୃକ ଅମମାନ୍ୟେର ଉକ୍ତ ଏହିମଧ୍ୟ ଆବର୍ଜନା
 ସାହାର ନିକେପ କରା ଅନାନ୍ୟକ ଓ କ'ଣକର ।
 କାରଣ ସେ କଲିକତା ଉହା କଲିକତାରେ, ମେଘାଳୟ
 ମହାକେତ ଉହା ପ୍ରୋଧିତ କରା ଶାନ୍ତେ ମାରେ ।
 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଳକର ଆବର୍ଜନା ନିରାସିତତାରେ
 ଅମମାନ୍ୟେର ଉକ୍ତ ମହାକର କୋନ ସାହାର
 ମାଲ୍ୟ ସାମାନ ବା ଉକ୍ତ କଲିକତା ଏହିମଧ୍ୟ
 ଆବର୍ଜନା ସାହାର ବା ଡାକିଲିକେ ନିକେପ
 ନିଶିଦ୍ଧ କରିବା ୧୯୫୫ ମାଲ୍ୟର ଉପସାହାର
 (ଉକ୍ତୀ ସାହାର) ଅଭିଭାବ ଅବସାହୀ ଏକ
 ଆଦେଶ ଗ୍ରାହୀ କରିଅଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଉପସାହାର
 ମହାକର ଆଦେଶ କଲେନ ସେ, ଶାହାର ଏହି
 ଆଦେଶର ଆଦେଶ ମାଲ୍ୟେ ମାଲ୍ୟେ, ଶାହାର
 ଶାହାର ଉପସାହାର ଉପସାହାର କଲିକତା ଏବଂ
 ଏହି ଉପସାହାର ମାଲ୍ୟେ ମାଲ୍ୟେ କଲିକତା ଏବଂ
 ଏହି ଆଦେଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲିକତା କଲିକତା ମାଲ୍ୟେ
 ଉପସାହାର ଉପସାହାର ଅଭିଭାବ କରା ହେବେ
 ଏବଂ ୧୦ ଟାକା ଉପସାହାର ହେବେ ।

ই আই রেলসে চলন্ত আকালিত

ସତ ୨୦ଶେ ଆଗଷ୍ଟ—ବିନା ଡିକେଟେ ଅଳ୍ପ
 ନିବାରଣ ଯନ୍ତ୍ରୋତ୍ତର ମୋହକତାର ଅଳ୍ପ ଓ ଆଉ
 ଯେମିତି ମାଟିରା-ମହା ମାଧ୍ୟମ ଚଳନ୍ତ ଆଗାମୀ ଓ
 ବାଜନ୍ତ ଗ୍ରାସିତ ହେଉଅଛି । ୨୦ଶେ ଆଗଷ୍ଟ
 ଓ ଆଗାମୀର କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି ।
 ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏକାଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି
 ଓ ଆଗାମୀ ବାଜିବେ । ଉଦାତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି
 ଯାହାକି ଡିକେଟେ ବାଜିବେ । ଯେତେବେଳେ
 ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହେଉଅଛି ମାଝି ବାଜନ୍ତ ତିନାବେ
 ବାଜନ୍ତ ହେବେ । ଡିକେଟିର ବାଜିବେ
 ଯେତେବେଳେ ବାଜିବେ । ଯେତେବେଳେ
 ଡିକେଟେ ବାଜିବେ ।

প্রকাশ বে. পরীক্ষাশুলকভাবে পাটন-
পরিমাণ। আর এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইত।
ইহা সত্যোৎসাহক প্রাতিপন্ন হইলে অন্যায়
পরিবারও প্রবর্তিত হইতে পারে।

ডাক্তারিন ও স্নাতকায় বাণাটনর
আবজ্ঞনা নিষ্কপ নিষিক

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯନ୍ତ୍ରେ ଏକ ଗ୍ରୋସ୍ ନୋଟ
 ଫ୍ରାଣ୍ଟିଂ ହୋଇଛି । ମେଟ୍ରନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେର କ୍ଷମେ
 କଲିକାତା କର୍ପୋରେସନେର ମଧ୍ୟେ ଗ୍ରାହ୍ୟମୁହ
 ହଟେ ଉପାବର୍ଜନା ଅମଳାଗେ ଥୁମ୍ ଅନ୍ତାବଧା
 ହେଉଛି ; ଡାହାଣ ଓ ଛୁଟିମାଧ୍ୟେର ଉପର ବାଡ଼ି
 ମାଲ୍ୟ କାମ ବା ବାମାନ ହଟେ ମାଲ୍ୟମା
 ଆବର୍ଜନାମା ଗ୍ରାହ୍ୟ କ୍ଷମେର ଉପ ଏକ
 ଅନ୍ତାବଧା ଆଗେ ବୁଦ୍ଧ ମାଲ୍ୟମା । ସମ
 ମଧ୍ୟେର ଉପାବର୍ଜି ମାଲ୍ୟମା କ୍ଷମେର ଉପ ଏକ
 ବର୍ଷାକାଳେ ନୈମିତ୍ତିକ ମାଲ୍ୟ ୧୦୦ ଟନ ନିମ୍ନ
 ହେ । ହେତୁ କ୍ଷମେ ମାଲ୍ୟମା ଆବର୍ଜନାମା
 ଅମଳାଗେକାରୀ ମାଲ୍ୟମୁହେର ଉପର ଆବର୍ଜିତ
 ଗ୍ରାମ ମାଲ୍ୟମା । କ୍ଷମେ ଗ୍ରାହ୍ୟମାଧ୍ୟେର ଉପାବର୍ଜି
 କାଳକାଳେ ଆବକ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବର୍ଷେର ଆବର୍ଜନା

৪০ ছাফার টাকার গহনা সহ রাজপুত
মহিলা নির্বোধ

গত ১৫ই আগস্ট - অকশন ক্রয়
কমিটী দ্বারা ব্যক্তিগত বোম্ববর্ষণ পত্নী এবং
ভ্রাতার সন্তান ৪০ হাজার টাকা মূল্যের গরম
বস্ত্রসম্বলভাবে বিক্রয় হয়েছিল। ইহারা
আতিথেয়তাপূর্ণ।

ঐ ব্যক্তি বলবলগহ যথুবার আসিয়া-
ছিলেন। মহিলাটি তাঁহার মাতা ও বাবার
সাহিত হারিকারীণ মন্দিরে 'দর্শনের' জগ
গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি নির্বোজ
হন। এপ্রকৃত মহিলাটির কোনও সন্ধান
পাওয়া যায় নাট। নির্বোজ হওয়ার সময়
মহিলার পক্ষে প্রায় ৪০ হাজার টাকা
মূল্যের অলঙ্কারাদি ছিল

১। ঐতিহাসিককালের গণি বা পাতের প্রতি অক্ষপট প্রজ্ঞা-বিশেষত ব্যক্তিগণ
 লক্ষ্যার্থকপত্র ঐনদীর্ঘ-লক্ষ্যের প্রত্যেক উৎসব অধিকারী। কোনও লক্ষ্য পাবিধ
 দ্বারা অর্থ টাঁকা-পয়সা প্রকৃতির বিশেষ ঐনদীর্ঘ-প্রকাশ পাওয়া যাউবে না। ব্যক্তি
 বা বস্তুগত। স্বর্ঘ্য বা পান্ডিত্য, অনুপাত বা লক্ষ্য। নীচজাতি বা উচ্চজাতি।—এই
 সকল ঐনদীর্ঘ-প্রকাশ-পাণ্ডিত্য অযোগ্যতা বা হাণ্ডিত্য নহে। ভগবৎসেনার কার্যনাট্যকোষ
 সামাজিক নিয়োগে উৎসব লক্ষ্য তিল।

২। ঐতিহ্যবাহী অকৃত্রিম চ'ট, লবণাশ্মিতকণা সোদোমুখতা, বাহ্যতে অকার্পণ।
অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভ্যাসভিত্তিক উল্লাস ও বিদগ্ধ নীকৃত না হওয়া, ভগবৎসংকী
র্তবা, ভাবিত, লবণ ও স্ক্রিষ্টাৎ অলৌকিকতবে সুন্দর 'স্বাস'. প্রাপ, অর্থ. বুদ্ধি ও বাক্য — অর্থাৎ
সকল বা সমগ্র জীবনীপটের বাহ্য পরতত্ত্বের সুবাহুল্যকাল — এই সকল অগাধিবা মুখ্য।
ঐশ্বর্যসকলপ্রাপ্তির অর্থ অধ্যাত্মক।

৩। কেত কোন সংখ্যা না পাঠিলে ডাটা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাটলে পরে আর পাওয়া যায় না। পরোক্ষ পাঠেতে চলে Reply card বা ১০ নম্বর ডাক টিকেট পাঠাউতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন তার লগ্ন্যে হয় না। উল্লেখ্য যাকগানের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত সংযোগ কঠোর।

[illegible]

ঐনদীরাঙ্গকালের জাতি কাগরও কোনজকার অপ্রভাক্তনক আচরণ বুঝা গেলে
 ক সম্পাদকের ইচ্ছাকৃত্যবী যে কোন সময় চকিতে যে কোন ব্যাক্তর নিকট ঐনদীরা
 জ্ঞাপন লেখন এক করায়াবিত্তে পারিবে । শুভভাক্তপএ ঐনদীরাঙ্গকাল যথ্যগ্রহের কার
 চন্দ্রোদয়যোগে পদমপ্ততা যথ , স্ততয়াং উভ্যকে কোন বাবহারিক কাযে নিহোগ অত্যন্ত
 অসহায়ের পক্ষিচাক্ষক, সন্দেহ নাই ।

৬. **ঐনোয়া-সকাল** সবকে চিঠি-পত্রাদি — **ঐপাক** নকশাপাল ব্রহ্মচারী তত্ত্বাবধী,
ঐনোয়া মঠ, **পোঃ** **ঐমাধবপুর**, **নবোয়া** — এই ঠিকানায় পাঠাতে হউবে।

— कविप्रियम् —

সাম্প্রদায়িকতা

‘মতালীলা’র এই ভাবস্থান উল্লিখিত-
সমাজসংস্কারী গোরাখাঁ প্রকৃষ্ণ ‘কৃতান্ত’
সম্বন্ধে যে-সকল প্রস্তাবের প্রচলন
করিয়াছেন, তাহা সংলগ্ন হইয়া প্রকাশিত
করা হইবে। ধন্য হু- আলা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ভ

ঐয্যদ্বাচাৰ্য্যেৰ বিকৃত কৌবল-চৰিত,
 সন্নিহিত ৬ পৰ্বা-মধ্যে বংগ ভাষা
 লিখিত আছে। খলা ২, টকা।

ଆନୁଷ୍ଠାନ—ଶ୍ରୀସୋମନାଥ-ଶ୍ରୀସାହିବ, ୧ ॥
ଶ୍ରୀଧରାପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ।

मयवृष

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀକର୍ଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନ-ଏକ
 ହାତେ ତା'କୁ ନୟେ ତ୍ରାସ-ଧାମ୍ନୀ'ନରମୟମ୍ବଳେ
 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମାନ୍ୟ ନିଗମ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ
 ଶ୍ରେଷ୍ଠିତ ଏବଂ ମହାବଳସହକେ ସାଧନାକାର
 ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ନିରାକୃତ ବେତାହାହିଁ ।
 ମୂଳା ୧୦ ଆଦି

ଶ୍ରୀ ସାମ-ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ବନେଶ୍ୱରୀୟର ଅଭିମାନୀ ମହାଶୟ
ଓ ଶ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳର ଅଭିମାନୀ ବଡ଼କ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

आयुष्यं आयुः 'कृच्छ्र' इति भाष्ये कथितं ।

ଏକମା ମା କ ୭ ଧର୍ମ ମାଡ଼ିସା ମିଳନ ॥

ସତ୍ୟନିକେତନ ଶ୍ରୀ ମହା-

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦାର୍ଥ ।

অকট্ট্রপ'চব মঃ কাব ট মারিসন ঘোষণা
 করিয়াছেন যে, যুক্তাণী নিরমকাজনের
 কটোরতা হ্রাস করার ফলে পাচ বৎসর
 ১৪ দশ পরে বুটেনে অঙ্ক ১০. অদীপ ১১১১
 এগতিত হইবে। ১৭৮ সেন্টেবের শর
 কমেকটি উল্লেখ্যতী অকল ১১১১ সমগ্র
 বুটেনের অধিবাসীদিগকে আর সম্পূর্ণ
 অঙ্ককরে থাকিতে হইবে না।

১৫. প্রাথমিক-মাধ্যমিক : বৈষ্ণব দাশ কবিঃ গুণাবল হরিতে ত্রি ললিত গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অজিত শাস্ত্রী সম্পাদিত
 ১৬. প্রাথমিক-মাধ্যমিক : বৈষ্ণব দাশ কবিঃ গুণাবল হরিতে ত্রি ললিত গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অজিত শাস্ত্রী সম্পাদিত।

[illegible]

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক গুণপত্র

૧૯૨-૦ થી સંગ્રહ

— 五、五(※)五〇五 —

ভাষা: বোম্বাই ও মারাঠি -

“(জীব) কৃষ্ণদাস, এ শিখস
কলে ০’ আর হুং নাট।”
সেবকের ব’স্ট সেবা। হট্টে-কে
বুখ দেওয়ার নাইট সেবা। সেবক
হট্টে-কে কারমনোনাংকা সপ্তোভাবে
সেবকের সপ্তক-স্থ নিষা থাকেন
কিয়ার পাতকটি ক্ষমা। গিহের স্থখের জন্ত
অন্তর হট্টে পাণের টানে সীতির স’তত
কৃত হয়। তিনি জগৎ নিষা জগৎসেবার
সেবা করিয়া থাকেন। সেবক সিপসে
বলীয়ান। তিনি সেবার বা শ্রীল’দেবের
আশ্রিত বলিয়া, তাঁতার প্রসঙ্গ নাট।
সেবার স্তব’দগন বাণীত তাঁতার আর
অন্ত কোন কাব্য নাট। তিনি ভগবান্ ও
ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত নিকের জন্ত বা অ’রের
জন্ত কোন কিছু করেন না। কাহারও
উপর প্রভুত্ব কাহারও ছাড়া তাঁতার নাই।
তিনি হট্টে-বের সপ্তোভাবী পত্ন বা
স্বতঃস্ফূর্তা মানসে সাধের বরণ করবার জন্ত
লোলূপ। তিনি সেবা’বলাসী। সেবক
পুরুষাভিমানীর জায় কড়া’বলাসী নহেন।
পুরুষাভিমানীর মাঝার উপর ভোগের
উপর প্রভুত্ব করবার ইচ্ছা, অথবা মায়া
ভাগ করিয়া নিকিয়েমানী হইবার
ইচ্ছারূপ দুঃখগ্ৰাস আছে। দুঃখ অগ্রহ।
সেবকের দুঃখগ্ৰাস নাট বলিয়া তিনি সুখ।
সেবা’বলাসে বা চা’বলাসে অগ্রহ’নট তাঁহার
স্বাস্থ্য বা স্বাভি। সেবা’বলাসে বা ভীকতে
অবস্থান না হট্টে-ল কড়া’বলাসে অথবা
নিপিলাসে অবস্থান হট্টে-ট হট্টে।
পুরুষাভিমানী নিজস্বের জন্ত, স্বা. যো’সং
বা ভোগের পক্ষাৎ পক্ষাৎ হট্টে-তে

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

স্বাভাবিক জীবন কৃষ্ণ জনক স্বাভাবিক । হেন কৃষ্ণ যে না হচ্ছে, জর্জর নাথক হার ॥

আহায়ে নে বলি ধর্ম কর্ম সদাচার। ইহরে সে শ্রীতি জনে সম্মত সবার ॥

ब्राह्मकृष्णः प्रथमां च, सहे वत्त मन्त्र ।

৩০ নং আগষ্ট ওয়াশিংটনে এক খ্রীষ্ট
সম্মেলনে 'ন্যাশনাল কমিটি ফর টিওরান কন্ট্রোল'
কল্পক প্রকাশিত ভবেল অব টিওরান' নামক এক
নূতন মাসিক পত্রের উদ্বোধন করবার কথা ।
সেপ্টেম্বর সংখ্যা হইতে উহার বঙ্গের আবেদন
হইবে । উহার প্রধান সম্পাদক হইবেন
'রাষ্ট্রিক টায় অব টিওরান' নামক পুস্তক
প্রণেতা মিঃ অরুণ সিংহ ।

[illegible]

୧୦୪ ୦୦୩ ସଂଖ୍ୟା

দৈনিক নদোয়া-প্রকাশ

সরাগবক্তা ও নীরাগবক্তা

— :: (::) :: —

ଲୋକନାମା ଓ ଉଦ୍‌ଭବେ ॥”

ନିରାଶବନ୍ତା, ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସୁନା ଓ
 ଆଠାବେଳୁ ଏହିକମ ବଜା ଶୁଣିଲି ।
 ନିରାଶବନ୍ତା ଅଦୃଶ୍ୟ, ମରାମତ ବା
 ବିବେଚିତାହୁଏ । ତିନି ମରାମତକାର ହାସ
 ଛୁମ୍ବି, ଗୋଟିଏଗୋଟିଏ ବା ଡୋକ୍-ଗାଡ଼ିମାନ
 ଗଲେ । ତାହାର ଶବ୍ଦେ ଛବି-ସୁନ୍ଦରମାନାହୁଏ ।
 ଆବେଶ ଓ ମେଦାଂଗୁଣୀ ଅବସ୍ଥା, ମରାମତକାର
 ଅମରାମତ ବାଳିଆ ତାହାର ଶବ୍ଦେ ବଳ ବା
 ଆତ୍ମା ନାହିଁ । ତିନି ଡୋକ୍-ଗାଡ଼ିମାନ ଛୁମ୍ବି
 ବା ଡୋକ୍-ଗାଡ଼ିମାନ ବାଳିଆ ତାହାର ମୁଖ ହସ୍ତେ
 ବାଳିଆବୋଲି ବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ।
 ତାହାର କଥାଟି ଡୋକ୍ ନାହିଁ । ତାହାର ଡୋକ୍-
 ଡୋକ୍ ମୁଖକୁ ବାଳିଆ କଥାଟି ଆତ୍ମା ନାହିଁ ।

ମରାମତକା କଥନେ ଶ୍ରବଣସ୍ତମ୍ଭ ହୃଦେ
 ମାରେ ନା । କେନ ମରାମତକାର ଯୁଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-
 ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କାରଣା ଯାଦି କେତେ ନିନ୍ଦାପଦ-
 ମାମନା ଯୁଗ ମହାନ ଅର୍ଥମ୍ଭା ଶୁକ୍ରାଂଶୁମଧ୍ୟେ
 ଅବେଶେ କରେନ, ଅପତ୍ତି ଉପଦେଶ । ନିଜେ
 ସାଫଳ୍ୟ କେନ ଆଚରଣ ମା ସାଫଳ୍ୟ ମହନ
 ନୃତ୍ୟ ନାଚ, ଓବେ ଶୃଙ୍ଗାର ମାତ୍ରାରେ କଥନେ
 "ଶ୍ରବଣସ୍ତମ୍ଭ" ବା "ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତକ ଶୁକ୍ର" ମନେ କାରେ
 ହୃଦେ ନା । ଉଡ଼ାଞ୍ଜିରବେଶ୍ୟୁକ ବାଞ୍ଛା କଥନେ
 ବ୍ୟାଞ୍ଜନ ଅନନ୍ତ-ଶୁକ୍ର ମା ଶ୍ରୀମ୍ଭ ଶୁକ୍ର ନେ । ଗାଞ୍ଜ
 ବାଞ୍ଛାଞ୍ଜିରାଞ୍ଜିରେ ଯୁକ୍ତ ହୃଦୟ । ଗଞ୍ଜ ମାତ୍ର
 ଶୁକ୍ରାଂଶୁ ଆଶ୍ରୟ କାରଣେ ମେ ଶ୍ରୀରାମାଞ୍ଜୁ
 ଶ୍ରୀମ୍ଭ "ନିରାମତକା" ନେ ବଶିଷ୍ଠା ଗାଞ୍ଜା
 "ଶ୍ରବଣସ୍ତମ୍ଭ" ବାଞ୍ଛା ଯାହା ନା । ଶ୍ରୀରାମାଞ୍ଜୁ

(திரு. குமாரசாமி, 200 கனம் மூல)

[illegible]

জবার জীবন কৃষ্ণ জমক জবার । হেন কৃষ্ণ যে না ছুড়ে, সর্পি নদে পায় ॥

आशा है कि आप भी इससे बहुत प्रभावित होंगे।

বাংলা, অম ও শল বিভাগের ভার
প্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় 'মঃ কে. শাহাবুদ্দীন',
৬-৮-৫৭ সভাপতিত্বে ১৬টি আবেদন ভারিবে

1950 06-24 7:50 PM

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਉ ਜੀਤਿ ਤਾ ਨਦਿ ਆਇ

२२ * काना क. अनाथ को राजा को गै'दाक १६८

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

ଆ'ନିମେଶ ନା ଡ଼ଙ୍ଗେ ହାବି ସବଳ ହବ
 ୧୨. କ୍ରୀ ଶକ୍ତାମୋଦାହର ମିନାୟ-ରାଜ ଉପ

[illegible][illegible]

ଏକବର୍ଣ୍ଣର ଆ' ଓ ଉ' ଓ ଲିଙ୍ଗାଦାନୀମ୍ବ
 ଏକ ଆ' ଓ ଏକ ଉ' ମିଶ୍ରିତ କରେ । ସତ୍ତ୍ୱେ
 ଉ' ଓ ଏକ ଆ' ମିଶ୍ରିତ କରେ । ସତ୍ତ୍ୱେ
 ମାଧ୍ୟମ ବା ଗୋ' କେ ଏକବର୍ଣ୍ଣର ଶୋକେ ବିଭିନ୍ନ
 ଏକତ୍ୱେ ଆ' ଓ ଏକ ଉ' ମିଶ୍ରିତ କରେ । ସତ୍ତ୍ୱେ

ଉତ୍ତରାଗରୀର ଅତୀତ୍ରତ ନିଃଶ୍ରାବୁତ୍ତେ ଅସିନି
 ବନ୍ଧୁତେ ଅସିନିବେଶ ଚଢ଼ିଆ ଧାବେ । ଆଶ୍ରୟ-
 ବିଶ୍ରାନ୍ତବେଶ ବିରହକାନ୍ତ ନିମାମ ଆଶେନ,
 କର୍ମପାତକୀ, କର୍ମନ ନାମନା, ନିଜେ ପ୍ର,
 ଅସିନିବେଶନ, କୁମାରୀମାନ ନାମ ଅକଟିତାଏ
 ଉନ୍ନତେ ଉପାନ୍ତେ ୨୫, ଭାବ ଚଢ଼ିଲେ ଭାବରେ
 ଆତ୍ମ ନିରାଶ ଅସିନିବେଶରେ ଅସିନିବେଶ
 ହେଲେ ଶେଷ ନେଇ ନେଇ 'ବିଶ୍ରାନ୍ତବେଶ' ଅସିନି
 ନିମେଶ ନିରାଶ ଓ ନିରାଶ ଚଢ଼ିଆ ଧାବେ ।
 ଓ ବିଭୁଧାନ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 'ଶ୍ରୀମତୀ' ଶ୍ରୀମତୀ ଏହି ଅସିନିବେଶେ କଥା
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ, —

‘ভবপদপদ্ম ভনী জীবাত্ম-সংস্কারবী।
 জ্ঞাত ভানো জীব ভাহা পথে।
 সে অমৃত পান করি’ যুগে যুগে তাহে হারি,
 আর ভাহা ছাড়িতে না চাহি ॥
 নিশিটে হইয়া তার, অত হানে নাহি বাধ,
 অত রস ভুজি কার’ মানে।
 মধুপূর্ণি পরা যুগে মধুহুগে কদাচিত,
 নাকি চাহি ঈশ্বর-পানে।
 এ তর্কিবাদের কবে সে পক্ষতঃস্থত হ’বে,
 নাহি বা’বে সংস্কারভিষুণে।
 ভক্ত-রূপা, ভক্ত-বল এ দুটী সুস্বল,
 গাহিলে সে স্থিত ঘটে সুখে ॥”

[illegible][illegible]

କ୍ଷତ୍ରିୟତା, କଟକ'ରୁ ଓ ଲୋକସେବା ଚେତା
 ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ନିମ୍ନ ମଞ୍ଚ ଡାଏଟି
 ଆମାଟିକେ ଯେତେ, ଆମାଟିକେ ଚିତ୍ରର ଆଶ୍ରିତ
 ମହତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧମାନବମାନେ ମୋଟ ମାନବ ଶକ୍ତିର
 ନୀତି କାରିଗର ହୁଏ; ମୋଟ ମହତ୍ତ୍ୱ ନିକଟାତ
 ନା ଚିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମର "ସଂସ୍କୃତ ମାନବ କିଂବା
 ମହତ୍ତ୍ୱ-ମାନବ" - ଏହି ଚିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେତେ
 କିଛି ଚିତ୍ର ଟାଣିବା ନା, ଉପାସନା ହେବା କେବଳ
 ଆମାଟିକାର ଶକ୍ତି କାରିଗର ନା, ସହଜାତମାନ
 ସାଧାରଣ କେବଳ ମହତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରାହକ ନା, କେବଳ ମହତ୍ତ୍ୱ
 ଶକ୍ତିର ଗ୍ରାହକ, ଏହି କି. ଆମାଟିକାର
 ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମାଟିକାର ଆମାଟିକାର ମହତ୍ତ୍ୱ ନିକଟାତମ
 ଉପାସନାର ଚିତ୍ରର ଆମାଟିକାର ଆମାଟିକାର
 ନିମ୍ନମଞ୍ଚେ ମାନବ ନା, ମୋଟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମାଟିକାର
 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଯେତେ ଶକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ-ମହତ୍ତ୍ୱ
 ମାନବ ସାଧାରଣ ଏହି ମୋଟ ମହତ୍ତ୍ୱ ମାନବମାନେ
 ନିକଟାତମ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପାସନା ହେବା ଆମାଟିକାର
 ଉପାସନାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଚେତା ଯେତେ ମହତ୍ତ୍ୱର
 କେବଳ ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ନା ।

শ্রীউদ্ভବତ

— — () — —

১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

“কবিতাভাষ্যে লক্ষ্যং ভগবৎ শ্রীমতঃ ।
 ঐশ্বর্য-বিশ্ব-কোষে নারী যোগীন্দ্রী ॥”
 (১০: ৮:)

[illegible]

কলিকাতা, ১৯৩৭ খ্রিঃ

ଅନ୍ୟତ୍ର ନେ ବାସିଧର୍ମ କର୍ମ ସମାପ୍ତ । ଶେଷତ୍ର ନେ ଶ୍ରୀତି ଅମ୍ଳେ ସମ୍ପାଦିତ ସମାପ୍ତ

৬. এই কল্পকিঙ্কর কাঃি শাস্ত্রী বহুব বহিঃ প্রকাশিত।

সত্য কল্যাণকরক

শ্রী শঙ্কর তর্কবিদ্যোদ

প্রতিষ্ঠিত অমল কল্যাণকরক

গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্য

সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেয়

নিভাপাঠ।

প্রাপ্তিমান—

শ্রীযোগেশ্বরী-ভ্রীমন্সর

পোঃ নীমাধাপুর, নলীয়া।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুদ্রাপত্র

সত্যকোষক

শ্রী শঙ্কর তর্কবিদ্যোদ

প্রতিষ্ঠিত অমল কল্যাণকরক

গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্য

সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেয়

নিভাপাঠ।

প্রাপ্তিমান—

শ্রীযোগেশ্বরী-ভ্রীমন্সর

পোঃ নীমাধাপুর, নলীয়া।

১৯৮ বর্ষ { ১ দামোদর গৌরাক্ষ ১৯৮; ১৭ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪১; ৩রা অক্টোবর ইং ১৯৪৪, মঙ্গলবার { ১৫২-১০৭ সংখ্যা

ঐতিহাসিকগোষ্ঠী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ দামোদর, শিব প্রজ্ঞা গৌরাক্ষ ১৯৮

উপদেশ

— ::(০):: —

ঐতিহাসিকগোষ্ঠী... তিনি... অপ্রতিভ... তিনি... অপ্রতিভ... তিনি... অপ্রতিভ...

তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি...

কটির... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি...

বা... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি... তিনি...

সবার জীবন কৃষ্ণ জন্মক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না তছে, সর্বক ব্যর্থ তার ॥

আমাদের যে বিনিময় কর্তী অবস্থায়। ইচ্ছা যে শ্রীতি ভয়ে সমস্ত নবায়।

সুতরাং তৎপরে নিম্নোক্ত বিবরণঃ
কম্পন পরে যোগিনাম।
সুতরাং পরামর্শে নিম্নোক্ত
রূপে গণনা করা হয়ঃ
(তারিখঃ ১৯৪৩/১৭)

হে রাজন, তৎপরে লক্ষ্য মনোযোগ
সিদ্ধি বজ্রতুল্য। নরমের নিকট নরোত্তম-
অকল, কামিনীগণের নিকট মুক্তিমান কন্দল-
জলী, গোপনগণের নিকট বাক্য, উল্লসিতগণের
নিকট শাসনকর্তা, জনক-জননীর নিকট
শ্রুতি, কংসের নিকট মৃত্যু, অজ্ঞগণের নিকট
বিরাট ক্রয়, যোগগণের নিকট পরমেশ্বর
এবং ব্রহ্মগণের নিকট পরমেশ্বরত্বের
প্রতিষ্ঠা বইয়া এলগণের সাহিত্য রচনাতে
কৃত্যে পরিণত।

প্রীতি পরম্পর পুণ্যমণ্ডল। পরম্পরের
প্রীতি প্রীতিমণ্ডল প্রীতি, অনন্ত। প্রীতি-
বারা আনন্দমণ্ডল। তৎপরে তৎপরে
পরম্পর লাভ হইয়া থাকে। প্রীতি ন
পাণ্ডিত্যে ব্রহ্ম-সাক্ষ্যকার হয় না।

নিবন্ধ সংবাদ

— ::(৩):: —

নেকারদের কাম-সংগঠন

গোষ্ঠী-রূপে জনসংগঠন সাধনের ১১টি
লাব-প্রাপ্তি। আক্ষেপে নেকারদের চাকুরী
কেন্দ্রের কাজ যে সমস্ত নেকারের
আছে, তাহাতে জুলাই মাসে ৩২৫ জন
নাম লিপ্যন্তর হইয়াছে। তাহা লক্ষ্যে এ পর্যন্ত
১,৫৮২ জন লোক উক্ত কেন্দ্রের নাম
লিপ্যন্তর হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ২,৩৮০ জন
লোক চাকুরী পাইয়াছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষা
আরও অনেক বেশী লোক চাকুরী পাইয়াছে
নাম লিপ্যন্তর করিয়া কারণ রহিয়াছে।
কেন না অনেক চাকুরী পাওয়ার সংবাদ
গোষ্ঠী-রূপে জনসংগঠন সাধনে জানা
নাই।

কোরবীর পদের অর্থাৎ ৮২৫ জন মুসলমান,
২৭০ জন তৎপরে লক্ষ্য মনোযোগ
এবং ২,২০০ জন অগ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোক,
সক কার্যকর ১,২৫৫ জন এবং অন্তর্ভুক্ত
৩,৩২৫ জন উক্ত কেন্দ্রের সমস্ত
লিপ্যন্তর হইয়াছে। তাহাদের চাকুরী পাইয়াছে,
কোরবী ২২৮ জন মুসলমান, তৎপরে লক্ষ্য
সম্প্রদায়ের ৭৬ জন এবং অন্যান্য অগ্রান্ত
৫০৫ জন; দক্ষ কার্যকর ৩৭২ জন এবং
অন্য ১,১২২ জন।

যুক্ত ওহাইল ও হুই ইণ্ডিয়া ফোর্স

বলীয়া যুক্ত-ওহাইল ও হুই-ইণ্ডিয়া ফোর্স
গত ২৭শে জুলাই তারিখে পথায় যে চাঁদা

পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় বাঙালার
বিভিন্ন জেলায় এত সময় পর্যন্ত যুক্ত-ওহাইল ও
হুই-ইণ্ডিয়া ফোর্স মোট ৪৪ ৫২,৪২২ টাকা
এবং হুই-ইণ্ডিয়া ফোর্স মোট ১০,১৩,০০৪
টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। বাঙালার
বিভিন্ন জেলায় যুক্ত-ওহাইল ও হুই-ইণ্ডিয়া
ফোর্স মোট ৩২৮, ৭১৮ টাকা ও ১,০২,২২২ টাকা।
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বান্দা মোট পাওয়া
গিয়াছে যথাক্রমে ২৪,৭৩ ৬১২ টাকা ও
৩,৭৭,৫৮৮ টাকা। কলকাতা নগরী
হইতে এত উচ্চ তরফে চাঁদা আদায়
হইয়াছে যথাক্রমে মোট ৪৮,০৫ ৮১৮ টাকা
ও ৭২,৬৫ ৮১৮ টাকা। সব হিসাব
মিলিয়া একীভূত তরফে (হুই-ইণ্ডিয়া ফোর্স
মত) ও হুই-ইণ্ডিয়া ফোর্স ২৭শে জুলাই
তারিখে পথায় যথাক্রমে সর্বমোট ১,২১,৩৩,
৫৭৩ টাকা ও ২২,৬১,৩৩৪ টাকা আদায়
হইয়াছে।

মুন্সিফ শ্রমিকের মামলা

কলিকাতা পুলিশের মামলা ও মুন্সিফ
বিবোধী বিভাগ গত জুলাই মাসে ১,০৩২টি
মামলা দায়ের করিয়াছিল। পুলিশী মাসে
এই মামলা দায়েরের সংখ্যা ছিল ২৭৮।
এই সকল মামলা খাতিয়ার, বন্দাদ, উন্নয়ন
এবং সাধারণ ব্যক্তিগত মামলা, বিবাহ নিষেধণ
নির্দেশ অধ্যাদেশ করা হইয়াছে।

প্রায় ৭০০টি মামলায় দণ্ড প্রদান করা
হইয়াছে। ৫০০ টাকা পর্যন্ত সশ্রোত
অগণন করা হইয়াছে এবং দেড়
বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া
হইয়াছে।

মাতৃ মন্ডল ও শিশু কল্যাণ

বাংলার বিভিন্ন জেলায় মাতৃ ও শিশু-
মন্ডল কেন্দ্রে নিযুক্তভাবে আগন্তু প্রসঙ্গ,
প্রসঙ্গ ও শিশুদের মধ্যে দুই বিভাগের
ব্যবস্থা করার জন্য ৩০টি দুই বিভাগের
কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে এ-এন সাহায্যকারী
প্রাণীক এবং একজন কার্যকর আদ্য। নিযুক্ত
করা হইয়াছে। দুই বিভাগ ছাড়াও এই
সকল কেন্দ্রে আগন্তু ব্যক্তিগণের নিকট
তাহাদের রোগের কারণ ও প্রাণীক
সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

— সংখ্যা ১৭৮ —

নিয়মাবলী

১। প্রিন্টিং-প্রকল্পের নীতি বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
পাঠ্যমূলক নীতি-প্রকাশের প্রত্যেক প্রকল্পের অধিকারী। কোনও প্রকার পার্থক্য
মুদ্রার অর্থ টাকার-পরিমাণ প্রকল্পের নিয়মের প্রকাশ-প্রকাশ পাঠ্যমূলক না। প্রকল্প
বা প্রকাশের, মূল্য বা পাঠ্য, মুদ্রণের বা প্রকাশের, নীতি-প্রকাশ বা উচ্চ-প্রকাশ—এই
সকল নীতি-প্রকাশ-প্রকাশের অর্থগত বা প্রকাশের নাই। প্রকাশ-প্রকাশের কার্য-প্রকাশের
সাংস্কৃতিক নিয়মগত প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশ।

২। প্রিন্টিং-প্রকাশের অর্থগত প্রকাশ, প্রকাশ-প্রকাশের, প্রকাশ-প্রকাশের, প্রকাশ-প্রকাশের
অর্থগত প্রকাশের প্রকাশ ও প্রকাশ-প্রকাশের উন্নয়ন ও বিকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশ, প্রকাশ, প্রকাশ ও প্রকাশের অর্থগত প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশ বা প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের

৩। কেবল কোন প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের

৪। প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের

৫। প্রিন্টিং-প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের

৬। প্রিন্টিং-প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের

— কার্যাবলী —

শ্রী সুরেশচন্দ্র-সংলাপ

নিম্নোক্ত প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের

বৈষ্ণবগায়্য শ্রীমধ্ব

বৈষ্ণবগায়্য শ্রীমধ্বের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের

সাম্প্রদায়িকতা

ও

সমস্যা

নিম্নোক্ত প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের

প্রকাশ-প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের
প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের প্রকাশের

১৯ম বর্ষ

১৯শ বর্ষ { ৪ দাদোদত্ত গৌরান ৪০৮; ২০শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৫১: ৬ই অক্টোবর ইং ১৯৪৪, শুক্রবার { ১৬:-৬৩শ সংখ্যা

१७:-६७वां सरकारी

श्रीशिवकौशिको जगद्गुरुः

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ দাযোদন, নিধি গৰ্ভোদনাকী গোৱাৰ ৪৫৮

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

— — :: (: ● ::) :: — —

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হটতে অনাবৃত্তি বা পক্ষত
 যুক্ত হইবে। এতদন্ত নিতাকাল পক্ষত্রয়ের
 উদাসনা করিতে হইবে। অপ্রাকৃত পক্ষের
 পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হটতেই আমাদের
 পুনরাবৃত্তি আত্মবিকিকতাবে নিবৃত্তি হইবে।
 “অনাবৃত্তি: পদ্যং”, “অনাবৃত্তি: পদ্যং”—
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দেবোত্তর এত চরম স্থানের
 কথার বালবাহুচেন,—“কীর্তনীষ: সদা হার:”।
 “অনাবৃত্তি: পদ্যং” মন্ত্রের দ্বণ্ডবার আবৃত্তি
 শ্রীমদ্ভাগবত জীববার আবৃত্তি কারণে অগতে
 প্রচাৰ কাণ্ডবাহুচেন,—

“ହରେନାମ ଚରେନାମ ହରେନାମେବ କେବଳମ୍ ।
କଳୋ ନାଷ୍ଟୋଽପି ନାଷ୍ଟୋଽପି ନାଷ୍ଟୋଽପି

ମା. ଉପକ୍ରମ। ୧୧

ଶିହାରକୌଣିନ କରିତେ ହଟ୍ତେ ମଧ୍ୟସେ
 ଗ୍ରୋତବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରା ଆନନ୍ଦକ । ମନ୍ତ୍ରଦେ-
 ଶାବେ ମହାମାର୍ଗାତ ବାଞ୍ଛିତ ଅମାତୁତ ତପସବନ୍ଧ-
 ନ୍ନିମନ ହଟ୍ତେ ପାରେ ନା । କୌଣିନ କାରିତେ
 ହଟ୍ତେ କୁମାନାମ ହୁନିତ, ତତ୍ତ୍ୱର ତାର ମାତୁକୁ ଓ
 ଅସାନି-ସାନବ ଚଟ୍ତେ ହଟ୍ତେ । "କୁମାନାମ
 ହୁନିତ" ନା ହଟ୍ତେ ମାତୁଷ୍ଠ ବା ଗୋକୁ-
 ଶାତସାନ ଅର୍ଥାତ୍ କାମିନୀମୂର୍ତ୍ତୀ ବିମୁଗ୍ଧତ ହସ
 ନା । ତତ୍ତ୍ୱର ତାର ମାତୁକୁ ନା ହଟ୍ତେ ମାନବ

অনিষ্ট ঘটনা আত্মস্থাপিত পণ্যের ক্ষতি
অসম্পূর্ণ নিরুদ্ভিদ হয় না। "আমানি মানন"
না ঘটলে ক্ষতি পরিশোধ করা হয় না। স্বয়ং
ভগবান লীলায়াত্রী ৩১ নং অঙ্ক -

"ভূগাদ'প স্তনীটেন জবোয়লি পঠিকুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ শ্ৰী হ'রঃ ॥"

একদিকে কৃষ্ণসেনা আর একদিকে ভোগ।
 বিচার। কৃষ্ণসেনা তুলসী ভোগের প্রতি
 ধ্যান করত, তাঁহারই কৃষ্ণসেনাও তব না,
 ভোগও হয় না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে
 এমন ভাবে উদ্ধার রাখাশক্তিস্বরূপ হইলেন
 কারণেই যে, সেখানে কাহারও অগত্য
 কারণ উপায় নাই। যে মৃত্যুর
 বা যে জীব জগৎকে ভোগ করিতে
 বাইবে, অমনই সে উদ্ধার পরিত্যক্ত ভোগ
 হইয়া পড়বে। তাঁর মায়াবশীল চাতুরী।
 মায়া কেনল ভোগের আশ্রয় দেখাইয়া
 লোকদগ্ধক বন্ধন করিতেছে। কৃষ্ণসেনাট
 সুখ। কৃষ্ণসেনা বা দানবা কেই সুখশাস্তি
 লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণসেনা কারণে
 —কৃষ্ণসুখদান করিলে আত্মস্বাধীনভাবে
 জীবেরও পরমসুখ লাভ হইয়া থাকে।
 সুখকর শ্রীকৃষ্ণকে বা দানবা বা শ্রীকৃষ্ণকে
 সুখী কারণের জন্য বৃত্তাংশট না হইয়া
 অত্যাধিক সুখলাভের চেষ্টা পণ্ড্রমমাত্র।
 তাহাতে সুখের পরিত্যক্ত হইয়া পড়ি।
 নাস্তি বলিবারেই,

“কক কুলি’ সেই জীব অদ্বি-বাহিনী” ।
 অতএব দ্বারা তাহে দেহ সংসারস্থ ॥
 কককুলি লিঙ্ক—অতএব শব্দ ।
 কককুলি লিঙ্ক—অতএব শব্দ ।

ଉପସ୍ଥାପନା କ୍ରେନ୍ସ, ଉତ୍ତମ ବା ଶୁଦ୍ଧ,
ସୋଲିଡ଼ ଓ କାଠିନୀ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ-ବିଦ୍ୟାପାତ୍ର।

ও শ্রীকৃষ্ণানবিনী। শ্রীভগবান্ অগ্ৰমহ,
তচ্চি অগ্ৰমহী, তচ্চ ব্ৰ-মহ। শ্রীভগবান্,
তচ্চি-ব তচ্চ নাতীত অতচ্চ ব্ৰথেষ দেশ-
মাত্ৰও নাই।

[illegible]

‘ହୁଳ ନରୀୟେର ବାହା ଭଗବାନେର ମେବା
କହା ବାହ’—ହେବା ସେନ କେବ ସନେ ନା କହେନ ।
ତହୁ, କର୍ମ ଅକୃତି ହୁଲେକ୍ଷର ବା ସନ ଗଡ଼ାତ
ହୁଲେ ତାହୁସେର ବାହା ହାରିତଜନ ତହ ନା । କିସ
ଏତ କରଟାଏ ଏତ ଭଗବେର ମହଲ । ଏତେକ
ହୁଳ ଜନ ମୋହାସୀ ଏକ ତାହୁର କିହମେ

অভিযাত্রীরা পৌঁছানির যোগ্যতা লাভ
করিতে পারে, তৎক্ষণাৎ একটী কোমল বসিরা-
ছেন। ভীষণ পত্ন বসিরাছেন, — ঠিকির যখন
'নত-চেষ্টার অভীক্ষণে' আগন্তুক কারবার
চেষ্টা করে, তখন তাহা অনীক্ষণে পৌঁছান
পারে না। — একতর আন্তঃগামী অপাকাব
সন্ধান পায় না। কিন্তু প্রথম যখন অভীক্ষণ
হাতা চেষ্টাে অপরীক্ষণে সেবোদ্ব্যর্থতার
আলোকিত হয়, তখনই ঠীক্ষণে অনীক্ষণ
নিষয় ধারণার যোগ্যতা লাভ হয়। তখন
আর ঠীক্ষণের বহির্ভূত থাকে না। ঠীক্ষণ
সেবোদ্ব্যর্থতার উদ্ভাসিত হইয়া অনীক্ষণের
অন্তঃপুরে হাবশের আঁকা লাগ করে।

[illegible]

ଅମରବତୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ
 ଚନ୍ଦ୍ରା ଓଡ଼ିଶା । ଅମରବତୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
 ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରା ଓଡ଼ିଶା । ଅମରବତୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
 ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରା ଓଡ଼ିଶା । ଅମରବତୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ

সনাতন জীবন কৃষ্ণ জমক সবার। হেম কৃষ্ণ যে না ত্যাগ তব বার্থ তার।

ভগবন্তকে কেবল ঈশ্বরবৃত্তি করাট শ্রেয়
 কথা নহে; তাহাযেয় প্রতি ঈশ্বরবৃত্তিও
 চাওয়া চাই। এতদ্বারা শাস্ত্র গুরুত্বোত্তীর্ণ
 হইতে বলিয়াছেন। যেখানে গুরুকে ঈশ্বর-
 দেবতা ও শাস্ত্রজ্ঞান হয়, সেখানে মঙ্গল
 অবশ্যস্থানী। 'সকর আমি' বা গুরুদাস সকল
 কথা। ঈশ্বরকৃষ্ণের স্মৃতির জগৎ করিয়া
 থাকেন। যে কোন কথা করা যাইবে, সবই
 কৃষ্ণসম্বন্ধে করিতে চাইবে। কৃষ্ণ ও কার্যের
 সেবা বা শ্রম যাগাতে না হইবে। সেজন্য
 কথা আত্মদেহ শত শত অনুবোধ ঘটাবে।
 অনুক্ষণ শ্রুতিগানের কথা। স্বপ্নে না
 আশ্রিত ভোগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক
 মঙ্গল মঙ্গল ভগবানের কি সম্বন্ধ, তাহা না
 জানিলে মঙ্গল চাইবে না। সকলকণ হারিকীর্তন
 জটিলত ভগবদ্বিত্ত্য কাঁধা বাঁধিয়া থাকে।
 যাতে শুভেতে দয়া তথা। ঈশ্বরানন্দ কীর্তন
 করাট শ্রেয়স্বর্গ ভূয় উত্তম।

যে বাস্তব 'আমি কষ্ট' মনে করে, ভাটার কখনও মঙ্গল হয় না। "আমি সেবা, হেমাঙ্গ সব আধার সেবা কর" — টহা আদৈজ্ঞেয় গিটার। মচাতাগাত্ত নিকেকে সলাগেচা ছোট মনে করেন। ভগবৎসেবা বাতীত সকলট অসুবিধা। ধর্মকাধনা, অর্থকাধনা, কামকাধনা বা মোক্ষকাধনা এগুলি ভাক্ত নহে। ভগবৎসুখকাধনট ভাক্ত।

ବାସୁଦେବତା

— — ☿ (*) ☿ — —

বাস্তবসত্তা ব্যগ্রকীৰ্ত্তন যন্ত । ভান
জ্ঞানের পরিবেশ বহু নহেন । তাঁহাকে
কে? জানিয়া ঘটতে, ব্যাকরা ঘটতে, ধোঁয়া
জ্ঞান, ধারণে বা ভাবব্যয়ক কোন আভ্য-
তাত পক্ষ কারণে পুরে না, বাগ তিনি
কৃপাপূৰ্ব্বক না জানিয়া । ১০ অঙ্কট অধ্যায়িক
ক ৩৪ শোক শ্রীহেতে নিরাকার, নিরীশেষ
নগর। ধারণা করেন । কিছু বাস্তবসত্তা
ইহাট পক্ষব্যাপ্ত, নিবেদিতব্য তত্ত্বগণ
নহেন, —

“ମେଘାଳୟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଦ୍ୟମାନେ
 ନାହିଁ ନୈମିଷ କଳାୟେ ‘ବିପ୍ଳବ’ର ।
 ସଂସ୍ଥାପନାକାରୀ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ
 ମୋ ବିଦ୍ୟାବିଳାସିନୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଦୟ ଉଦୟ ॥”

[illegible]

ଗଗନବନ୍ଧୁମାମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ତାଙ୍କଠାରେ ଉଦୟ
 ସାମୁଦ୍ରୀୟ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାନ୍ଦୁ ଥାନ୍ତି । ସାମୁଦ୍ରୀୟ
 ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପ୍ରାୟେଣି ଶର୍ମିଷ୍ଠା

ଜାନିତେ, ବୃଦ୍ଧତେ, ଦେବିତେ, ସ୍ତ୍ରୀତେ ଓ ଶ୍ରୀହାସ
 ମେଘା କାନ୍ଧେ ପାରେ । ତାଙ୍କଠାରୁ ଅବାଧ
 ସାତୀକତାପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଶକ୍ତିବଳେ ଶ୍ରୀହାସ
 ଦେବ: ସାହ - ଜାନା ସାହ । କୌଣସି ଚିନ୍ତା
 ଚାହିଁବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ; ତାହା ତାଙ୍କ
 ଅନ୍ତର୍ଗତାବସ୍ଥା ଦେଖିବାପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ହେଉଛି । ସେ
 ପାରମ୍ପରିକ ବାସ୍ତବ୍ୟତାବଳୀର ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉଛି ।

বাস্তবসত্যবস্তুয় ন্যস্ত একজন অচিন্ত্য যে,
চিন্ত্যগত সমস্ত প্রকরণ-সামঞ্জস্যের সহিত
সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। বাস্তবসত্য যুগল
বর্ণন ও অঙ্গন, বৃত্ত ও মূর্ত্তিমান, নির্দেশ ও
ক্রিয়াময়, অজ ও নকায়াজ, সম্ভারনা ও
গোপন, সর্বজ্ঞ ও নবজ্ঞান্যন্ত, সবিশেষ
ও নিবিশেষ চিন্তাতীত ও রসময়, অসীম ও
সীম, অধ্যাত্ম যুগল ও নিকটত্ব। এটলম
উপলব্ধ বস্তু,—

“ଅନାମିନାମୋ ଜନନୋ ଶ୍ରୀତା

ननु • हनुः न प्रवेत्ता कर्षः ।

ମନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ।

उमाह्वयः पूज्यः महात्म्यः

সেই বাস্তবসম্মত প্রাকৃত পদ ও হস্ত-
 প্রতিষ্ঠিত চরিত্রেও বেগমান এবং সঙ্গীতাতী
 অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত হস্তগদ্যবৃত্ত। তিনি
 নেতৃত্বদায়ী চরিত্রের বর্ণন করেন, কর্তব্যপ্রতিষ্ঠিত
 চরিত্রের প্রশংসা করেন অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত
 চক্ৰ ও কর্ণবিশিষ্ট। তিনি সঙ্গীতাতীতরূপ,
 সঙ্গীত ক্ষেত্রবিশিষ্ট তিনি জানেন, কিন্তু
 তাঁহাকে প্রাণের লক্ষণের ক্ষমতা কতদূর
 নষ্ট অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত চরিত্রগদ্যবৃত্ত
 কর্তব্যবৃত্ত চরিত্রের বর্ণনপ্রতিষ্ঠিত চরিত্রে প্রাণের, ইহা
 জীবের সঙ্গীতবৃত্তের ব্যবস্থা করিয়া উঠিত
 গায়ে না। এই বর্ণনপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতরূপ-
 কারণ মহান শ্রুত বাস্তব কীভাবে কারণ
 থাকেন।

বাস্তবত্ব ইতিহাসগানে পর্যায়ান্তি ও
আত্মনিবেদনরূপে ভীষ্মের ভাদ্রা-প্রাপ্ত
চন্দ্রসমূহে বাস্তবত্বের স্বরূপ প্রকাশিত
হয়। অগবৎস্বৰূপত্বের উপরে ভীষ্মের
সেবাপ্রাপ্ত আত্মত্বের স্বরূপ প্রকাশিত হয়।
কৃত্তিকার পক্ষপাতের আশঙ্কা উত্থাপিত হয়।
অতীত কালকৃত, স্বপ্ন, সীমাবদ্ধ, পরিচয়-
বৈধি ও ভাবনাধীন অবস্থা। এত অগবৎ
উদাহৃত নাম রূপ-ভাব-সীমাবদ্ধ-পরিচয়-
বৈধি ও ভাবনাধীন অবস্থা।

শ্রীমদ্রবীণা কথিত—‘তিনি বিজ্ঞ
 আশ্রয়ের হরি, কি বন্ধন-বন্ধন হরি’
 লক্ষ্যে চৈতন্যে বুদ্ধিতে প্রকাশিত কথিত
 লেন। আশ্রয়ের অন্তর্ভুক্ত-বুদ্ধিতে একমাত্র
 বস্তাব—লক্ষ্যগত তত্ত্ব—বুদ্ধিতে চৈতন্য
 আশ্রয় গ্রহণ করে। বুদ্ধিতে চৈতন্য
 ‘অজ্ঞানগণের লিখিত বস্তুবলয়ের বস্তু-রূপ-
 ভগ্ন-লীলা-পরিচয়ের কথা প্রবণ করিতে
 ক’রিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বস্তুবলয়াকর্ষণ
 আকর্ষণ হওয়া তত্ত্ববলয়-বিজ্ঞানের দ্বিতীয়

হয়। বাস্তবসত্তার নিষ্পত্তির আশ্রয়গত।
বাস্তবসত্তার অপ্রতীপন সহজ সরল নয়।
যদি প্রত্যেক সেবোন্মুখ টিক্রিয়বাস্তব বাস্তব-
বস্তুর অপ্রতীপন করি—চ'ব্বশ ঘণ্টা অপ্রতীপন
করি, তাহা হইলেই বাস্তবসত্তা আমাদের
নিকট প্রকাশিত হইতেন। তৎক্ষণে কোন-
প্রকার অভিজ্ঞতা চেতনকে দর্শন করিতে
পারে না। চেতনের বৃত্তির দ্বারা—চেতনের
চক্ষুর দ্বারা চেতনের দর্শন হয়। শ্রীশুদ্ধপাশপাদ
আশ্রয় করাই একমাত্র কঠিন। আত্মাংশই
গ্রহণ বাস্তব সত্যাপন কর অল্প উপায়
নাহ। নিঃস্বপন তত্ত্বগণের চরমরূপে
অভিবেশ বাস্তব আমাদের 'দর্শন' বলিয়া
কোন কথায় বোঝা যায় না। বাস্তবসত্তা
তখনই প্রকাশিত হয়—যখনই আমরা শ্রীশুদ্ধ-
পাশপাদ আশ্রয় করি।

ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান একমাত্র ভগবানই
 প্রদান করিতে পারেন। ভীষ্ম নিজের
 চেষ্টা অথবা বোগাভাবের ভগবৎজ্ঞান
 লাভ হয় না। ভগবৎকৃপাই ভগবৎজ্ঞান
 লাভের একমাত্র কারণ। ভগবৎকৃপা ব্যতীত
 ভগবৎজ্ঞান নিত্যা নিত্যান্ন থাকিতে পারে
 না। ভগবৎকৃপার মূর্ত্যবস্তুর শ্রীভক্তদেহ।
 এত বৃষ্টিমান কৃপাও মরণ, নিকপট, অরণ্যগত
 নিবেদিত্যস্তু, স্নেহী, বিশুদ্ধ স্নেহের
 ছবির কৃপাসিদ্ধ শ্রীশৈবীভক্তকে প্রদানিত
 করিয়া দেন। বাস্তবভোগের কৃপার সাক্ষ্যমূর্তি
 শ্রীভক্তপাদপদ্ম বতকণ ভীষ্মের হৃৎ,
 বৈষ্ণ, অরণ্যমতি, আত্মনিবেদন পরশুস্তিগর্ভনে
 যেচ্ছার ছবির প্রকাশিত না হইতেছেন,
 ততকণ বাস্তবভোগবধে জ্ঞানলাভ হয় না,
 বিজ্ঞান তা' মূর্খের কথা। শ্রীভক্তপাদপদ্ম
 বখন সমগ্র ছবিকে অধিকার করিয়া বাসবেন,
 তখনই বাস্তবভোগের বিজ্ঞান লাভ হইবে।
 তাঁহার কৃপাভেই বাঁহা বাঁহা নেত্র পাড়,
 তাঁহা বহুখুঁচি হৈ। তাঁহার কৃপাভেই
 প্রতি অমুরমাণুর মধ্যে পক্ষ্যভক্তের দর্শন
 হয়—অধোকজ-কৃষ্ণময় ক্রান্ত, অধোকজ-
 কৃষ্ণময় অণু, অধোকজ-কৃষ্ণময় ভেদ,
 অধোকজ-কৃষ্ণময় মরু ও অধোকজ-কৃষ্ণময়
 বোঁদ দর্শন হয়। তাঁহ অধোকজের পূর্ব
 ভক্তপাদপদ্ম শ্রীপদমুনাথলাল গোষাঠী প্রভু
 শ্রীভক্তপাদপদ্মের অণার কব্জীর কথা।
 কীটন করহা তাঁহার একমাত্র কারিয়াছেন—

ନାମ ଅଛି: ଯଥାପା ନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ
କଲେ ଉପାଧିକାରୀଙ୍କୁ

আত্মবী: ୧୦୫୩୮୩।
 ବାହାକୃତ: ଶିବିବରବୋ ପାଖକାନ୍ଧବାବାଂ
 ଶ୍ରୀକ୍ଷେ: ବତ ଶାସିତକମ୍ପ

ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଃ ତଃ ନମୋଽସ୍ତୁ ॥

ବାହ୍ୟର ପ୍ରାଣିକ ଜ୍ଞାନର ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍କାମ୍ୟ,
 ଯଥା, ଶ୍ରେଣିବଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରେଣିବଦ୍ଧର, ଶ୍ରେଣି ବଦ୍ଧ
 ନିଷ୍କାମ୍ୟ, ଶ୍ରେଣି ଜ୍ଞାନ, ତଥା ଯଥା ଶ୍ରେଣି
 ଯଥା ଶ୍ରେଣି, ଶ୍ରେଣିବଦ୍ଧ, ଶ୍ରେଣିବଦ୍ଧ, ଶ୍ରେଣିବଦ୍ଧ

সুও. গিরিভাও অীগাওউন ও অীঅীরাবা-
মাথের অীচরণের মাথা খাও হওমাও,
সেও অীওগাওগাওও নমাও করি।

বাস্তবসত্যের কণাধ জীবের বহুশোপনক্ষি
 হটলে জীব নিজ স্বাধীনবৃত্তবারা ভাঁহার
 সেবার নিবৃত্ত হন। ইহাও জীবের স্বাভাবিক
 অংশ। বাস্তবসত্যের সেবার নিবৃত্ত হটলে
 জীবের স্বতন্ত্রতার সন্ধানহার হয়। জীবের
 এষ্ট স্বতন্ত্রতা কোন অবস্থাতেই ধ্বংস হইতে
 পারে না। এষ্ট স্বতন্ত্রতা ধ্বংস হটলে
 জীবের আত্মস্ব থাকে না। ভগবৎকৃপার
 উপর নির্ভরতার জীবের স্বতন্ত্রতার সন্ধানহার-
 এবং বাস্তবসত্যের দর্শনলাভের একমাত্র
 উপায়। একুও সত্যাত্মসংকল্পে ও ইহাও
 একমাত্র কল্পনা। সত্যাত্মসংকল্পসামিধি
 অংশ। ভগবৎকৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার
 পরিচয় নহে। বাস্তবসত্য। ভগবৎকৃপার
 জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। এখন
 বাস্তবসত্যের সেবা করিবার প্রাপ্তিও যুগপৎ
 উদিত হয়। ভগবৎসেবায় জীবের বহুশোপন
 স্বাভাবিক ক্রিয়া। বাস্তবসত্যের উপলব্ধি
 জীবের ভগবৎপ্রাপ্তি।

“যেথাঃ স এব ভগবান্ দধেবেদনভঃ
 নক্সান্‌ব্রিতপদো বান 'নক্সানীকম্ ।
 তে হুতব্রাহ্মভুক্তিঃ ৫ দেবমায়াঃ
 নৈবাঃ সমাহ্মভুক্তিঃ অশুপালভক্তা ॥”

ନେତୃ ତପସ୍ବାନ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରଦେବେ ନମା କରେନ,
 ସାମ ଜୀବମ୍ବଳ ନିକମ୍ପତତାବେ ମଜ୍ଞାହାରେ ହାରା
 ଶାହାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଆଶ୍ରୟ ଶ୍ରବଣ କରେ । ଏହି
 ମକଳ ବାସ୍ତବିକ ହୃଦୟା ନୈବୀ ଯାହାକେ ଆତ୍ମଜୟ
 ପରିଚିତେ ପାରେ । ଏହି ମକଳ ମହାମାତେର
 କୃତୁଷ୍ଟମାନେର ଚକ୍ରା ବେହେ 'ଆମି-ଆମାର'
 ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ନା ।

[illegible]

আল্লাহ্‌র মে বনি বর্ষ কর্তব্য সম্বন্ধে । ইহা মে ঐতি অগ্রে সম্বন্ধে ।

ବାଦି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦେବନ କାହାରିକି ଶ୍ରୀତି
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବାକାବାସୀ ଆଗନ୍ତବ୍ୟମାନ କଲେନ,
 ତଦ୍ବନ ଶ୍ରୀତିକ ଶ୍ରୀମାତ୍ର ହେ । ଶ୍ରୀ-ମହାନ ଦୀପ
 ଦୀପିତବନ ବିଷୟ ସେ ଶ୍ରୀମାତ୍ର ବିଷୟ କଲେନ,
 ତାହାକେ ଅନ୍ୟେକମାନ କଲେ । ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବନ
 ଶ୍ରୀମତୀ ତଦ୍ବନ ଶ୍ରୀମତ୍ର କହାନ, ତଦ୍ବନ ମେଠ କଲେକ
 ବାଦି ଶ୍ରୀମାତ୍ର କଲେ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବାନୀ ଏକମାତ୍ର ମାତୃବଳୟ । ସେ
 ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବାନୀର ମେଘା ତରଳିତ
 ସାମନା କରନ୍ତି, ନେତ୍ର ମେଘୋଦଧି ଜୀବତ ଡାହାଣ
 କୃପାଃ ଓଠିର ନର୍ମଣ ମାତ୍ର କରନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ।
 ବାସ୍ତବ୍ୟତା ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତଃକୃତ କୃପାଦାୟୀ ଏହି
 ଜଗତେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ମେଘୋଦଧି
 ଜୀବର ମୋଚନୀକୃତ ନା ଚଳେ କିମ୍ବା କେବଳ
 କ୍ଷଣିକେ ମିଳେ ଚେତାଦାୟୀ ଡାହାଣ ନର୍ମଣ ଓ
 କୃପାମାତ୍ର କରନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର । ମହାଶୟାବଳୟ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ବାସିନୀହେନ,—“ମତ୍ୟବସ୍ଥା
 ଆନନ୍ଦ ହେଲେ କ୍ଷଣେ ହୁଏ ବଳ ଚାହିଁ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବାନୀ କଥା ଭାବିତେ ହେବେ କୃପାଦାୟୀ
 ଏକେଣ୍ଡେର ନିକଟ ହେତେ ବଳ ନେତ୍ର କଥା
 ଦାନିବ, ତଥ୍ୟ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମା,
 ହୃଦୟ ଶକ୍ତିକେ ଏକ କାରଣା ନିଷେ ହେବେ ।
 କୃପାଦାୟୀ ମହାକୃଷ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘବଳୀ କଥା ଭାବିତେ
 ଦାନିବେ କ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣବାନୀର ଅନନ୍ତମାତ୍ର
 କାଟିରା ବାସିନୀ—କୃଷ୍ଣେ ଅନ୍ତଃକୃତ ମାତ୍ର
 ଆସିବେ, ତଥ୍ୟ ମହାଶୟା ବା ଆନନ୍ଦ ବାସିନୀ
 ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଡାହାଣ ହେବେ ନେତ୍ର
 ମହାଶୟା କୃଷ୍ଣେ ଚତୁର୍ଥମାନ ଅର୍ବକ ଚାହିଁ
 ଅନ୍ତଃକୃଷ୍ଣବାନୀର ଅନ୍ତଃକୃତ ମତ୍ୟବସ୍ଥା
 ଏକାକୀ ହେବେ । ଏହି ଡାହାଣେ ବାସିନୀ
 ମତ୍ୟବସ୍ଥା ବାସିନୀ, ଅନ୍ତଃକୃତ ମହାଶୟା
 ଅନ୍ତଃକୃତ ମତ୍ୟବସ୍ଥା ବାସିନୀର ଡାହାଣ ଏକାକୀ

ভুক্ত-ভগবদবতারের কারণ

[illegible]

বলিয়া উদ্ভাংজা'তসামান্যে। বর্ণন করিলে
অনন্তরক অবস্তা। এই বরক চটতে
উদ্ধার করিবার কথ্য। বহু তপসানেরও
না। হু। যেমন পুষ্কিতে উদ্ভিত হয়
নামক পুষ্কিক পুষ্কির জননী নহে, তজ্জন
কর। বৈষ্ণবগণ যেহেতু যেহেতু কুলে
আবর্তিত জন বর্ণি। সেট কুল বা জাতি
উদ্ধারের সাহিত কোনরূপেই লক্ষ্য হইতে
পারে না।

হয় - এক্ষণে তুমি-কাজে অপরায়
 তুমি জীবের পতন হয়। বৈক্যবস্ত্র-
 কলে যে নরকপাশ হয়, সেট নরক হতে
 উদ্ধার কহিবাম সখা স্বয়ং ভগবানসহ নীত,
 যে পথান্ত না যে বৈক্যবস্ত্র চরণে অপরায়
 তুমিহে, সেট বৈক্যবস্ত্র চরণে অকলংক করা
 প্রার্থনা করা হয়।

“ତାହା ନିର୍ମାତା ନୁହେଁ କେହି ନିର୍ମାଣାତ୍ମକ ।
 କୁଳଦେ ଶାନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟ ।

টেংকসহ ভ্রমণ করা, নিশা করা, বিবেচ
 করা, টেংকসহ কলিনকন না করা.
 ক্রোম প্রকাশ করা এবং টেংকসহ ভ্রমণে
 ভ্রমণ না হওয়া—এই ছবিটি পড়লে
 কাগজ

যে ব্যক্তি পূজার নিয়মে শিলাবুদ্ধি,
 দৈক্য-ভগ্নে মনোনিবৃত্তি, দৈক্য-
 জ্ঞান-বুদ্ধি, নিম্নোক্তকরণাদিকে জ্ঞানবুদ্ধি,
 লক্ষ্যকরণনিবৃত্তি, নিম্নোক্তকরণাদিকে জ্ঞানবুদ্ধি,
 একই পক্ষেই পক্ষকে জ্ঞান বোধভার লক্ষ্য
 লক্ষ্য কখন, সে জ্ঞানকী।

ତତ୍ତ୍ୱ-ଆଧାରଣେ କାର୍ଯ୍ୟମଧ୍ୟେ ଶିବ
 କୁଳାବନନ୍ଦନ ଓ କୁଳ ପରିଚାରିତେ—

“শেঠাশেঠা, শেঠাশেঠা” আশ্রয় সন্ধান ।

জন্ম। হুগলী। বৈষ্ণব শাস্ত্রের কঠোর আশ্রয়।
 যেট কোশে যেট কুণে নৈষ্ণব অশ্রয়ের
 উৎসব। জগৎবে লক্ষ্য। জন। নিন্দ।
 জগৎ। কল। লব। লক্ষ্য। বৈষ্ণব।

ଆସିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶୁଣିବା ଆଙ୍ଗୁଳି
 ଅନ୍ଧାରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ଯିବ ।

ଉପାଧି ଲେଖି ମୋ ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତିପାତ୍ର କର ।
ତେ ଯଦୁଲୋଚନେ କହ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଉଦ୍ଦେ ।

ହୁଏ, ତାହା କି କାରଣେ ଘଟିବେ ଯିବେ ।।
 ଏହି କଥା ମୋରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯୋଗାଡ଼ିବେ ।।

জাহাঙ্গীর হাফিজ অধ্যক্ষগেতে ॥
 প্রকৃষ্টাঙ্গ বেহেন টৈত্তা, কপি স্মৃদান ॥

ଏହି ସ୍ତର ସଂଗ୍ରହ ନୋଟିଫାଇଡ ନାହିଁ ।
 ଉପସ୍ଥାପନା ନାହିଁ । କାରଣ ସେବାଗଳା ।

সকলকে বাঁচিয়ে হারিয়ে দেবে মজিদ
 আল্লাহের বি নাম, নোবিদল হারিয়ে দেবে।

‘ହିତେ ଅସ୍ବିକୀନେଃ ଅନାନ୍ୟ କର୍ମାନ୍ୟାୟାଃ ।
ବାହ୍ୟାନ୍ୟାଃ ଆତ୍ମନ୍ୟାଃ କାସିବେ ସେକ ଜନ ।

କାହାଣୀ ଲେଖିବେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ।
(୧୫ ଅଂଶ)

সামুদ্রিক কণ্ঠকলবাবা জীবের তার ভগতে
কম্পনতর ভবীন হন না। ভগবান্ ত্রিবিধ
বেত্রণ অবশ্যের অভ্যর্থান ও ধর্মের স্তান
বিস্তারিত করিয়া ভাগবতধর্ম সংস্থাপন ও
সত্যাহুসাহস্রগুণের আনন্দবর্দ্ধনার ভগতে
যেচ্ছার আবর্তিত হন, সামুদ্রিকও সের্ষণ
বশের স্তান সূরীকৃত করিয়া শুভকাক্ষধর্ম
পুনঃসংস্থাপনাষাই কিংবা ভগবানের সহিত
জীবকে মিলন কব্রাটবার জন্ত ভগবানের
ইচ্ছাবশতঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সভ্য
শিশুসুগুণকে ভগবৎসেবাসুত পান কব্রাটরা
যাকেন। যখন নানা অশান্তিগন্ত ভগবৎ-
বিমুখ জীব অত্যধিক ভগবৎসাহস্রুততার
বুদ্ধিতে হইয়া পরমমঙ্গলময় সত্যকে বিপথান্ত
ও আচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা করে, তখন
কখনও কখনও ভগবান্ স্বয়ঃ অবতীর্ণ না
হইয়া তাঁহার কোন কোন কিম্ব পার্শ্বকে
কণ্ঠম্যানবরণে প্রভগতে প্রেরণ করেন।
কর্তৃণায় ভগবান্ ঐক্য বখন স্বয়ঃ অবতীর্ণ
হইয়া তাঁহাকে সমস্তজের ভোক্তা এবং
একমাত্র শরণ্য বলিয়া পচার করিয়াছিলেন,
তখন কোন কোন দুর্ভাষা জীব তাহার
ভাৎপষা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে
আত্মপ্রাণাভ্যর্থী, আত্মপ্রাণীভ্যাকামী মনে
কারিয়া জগজ্জ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছিল।
সেজ্ঞগুহ ঐক্যকর ঐক্যকর্তৃত্বাবতারের
প্রদর্শন হইয়াছিল। 'হিন্ তুশা'পেকা-
গুণীচ, তরুণ কবর পটেকু তত্বান-ভানদের
আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ঐক্যকর্ত একমাত্র
সমস্তভোক্তা, সমস্তপ্রাণীকর আত্ম, সমস্তজীবের
বিষয় এবং সমস্তকরের 'সমগ্রকর্তা' আত্মক
নিরন্তর ঐক্যকর্তজন হইয়া বসতি
ছিলেন, যেত ককথা'ব'রির উপাদান-
শিক্ষা এবং প্রচার যখন বিপথান্ত
ও বিকৃত হইয়া বাটভোক্তা, তখন সমস্তদয়-
কয়ানিধি ঐক্যবান্ পুনরায় ঐক্যকর্তব্য
সংস্থাপনশুলক কুবনমঙ্গলসাধনের জন্ত ভদ্রীয
শ্রমযত্নকে ককথার মূর্ত্যব্রহ্মণে প্রেরণ
ক'রতে ব্যাগিলেন।

এক খোলাকাঁটেকুঠাঘরত মাধুগন্ধ
 আবেশে অবসাদস্থ-উত্তপ্তের একখানি সেতু ও
 উত্তাপ-সামুদ্রাঙ্গুতে জ্ঞান-পান করিবার
 একখানি অবগদন। এক মাধুগন্ধ তগবৎ-
 কল্পনা মুক্তিবাহন উদার। সোণাময়
 উত্তপ্তের সোণাখুশখানান ও বহুবিস্ময় আবেশ
 উদার। কখনও ছেঁড়া বা ক্রোড়ায়
 এজগতে জ্ঞানপান করিও থাকেন। উদারের
 কল্পনা উত্তপ্তবাহনের কল্পনা জ্ঞানের
 উত্তপ্ত কল্পনা। উত্ত আবেশে তগবৎ সোণা।
 উত্তপ্তবাহন একখানি, —

“ଯୋଗ ସୁଜା, ଯୋଗ ସାଧି ଯାହା ସେ କରେ ।

ଭୋଗ ଶକ୍ତ ନାହିଁ ବାସି, କାହାରି ବିକ୍ରୟ ଖରେ ॥

যোহ তত্ব না পূজে, আদ্যে পুত্র যাই ।
 সে দ্বাঃক, নচে যোহ কাম্যেব পাও ॥
 যোহ তত্ব জপি পেশকতি করে যে ।
 নিঃসংবহ গলিলা যোহে পাও সে ॥”
 (ইঃ ভাঃ)

‘सिद्धिर्भवति वा नैति

ਸੰਨਘੋਇਓ। ਅਸਾਨਿਨਾਥਿ ।

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।

ভগবৎসেবকগণের সিঁহাসিত ওয় কি বা
হয়, এক্ষণ শব্দেও সাক্ষিতে পারে :। কহ
বাহারী তলীর ভক্তগণের পরিচয়। আসক্ত,
ভাব্যের সিঁহিবিরে কোন শব্দেও নাও।

গীতা টিথ প্রচার

গৌড়ীমিশনের অগ্রতম প্রচারক
 কিশোরীমণি ঐশ্বর্য কল্লোড়ের মাগধ
 মহারাণী পরমাত্মাত্ম ঐশ্বর্য আচার্য্যের
 কৃপাশ্রমে উদ্ভিদাশ্রমের অঙ্গুষ্ঠ গঙ্গা
 জেলার বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলে শ্রমসাধা-কৃত
 কথা প্রচার করিতেছেন।

ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚକ୍ରାନାୟକ ଛାନ୍ଦେ ବ୍ୟାଧିକୀ
 ହରିକଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରେନ । ମେଧାବଳୀର ବୋର୍ଡ୍
 ମିଶ୍ରୁ କୃଷ୍ଣର ନିକଟ ଶିଷ୍ୟୁତ ବଠାଧର
 ବହାପାତ୍ର, ଶିଷ୍ୟୁତ ମୁଣ୍ଡବାସ ନିମ୍ନ ମହାତ୍ମ
 ଗଞ୍ଜନପୁର ଶ୍ରୀହର ନିକଟ ହରିକଥା ଶ୍ରୀବତ୍ସ
 ଶ୍ରୀଚରଣ ବଞ୍ଚିତା କରେନ ।

স্বামীজী তৎপরে কমান্ডারকে প্রাণে
 উদ্ধার করিল। তথায় প্রায় ৩ মাসের যত্নে
 প্রায় ৩ অর্ধশত পিঙ্গলক প্রত্যাহত সঙ্কটগণ
 হারকথা শ্রবণ করিয়া। অনন্তর স্বামীজী
 গঙ্গার নিকট প্রস্তুত উল্লিখিত হইয়া প্রচণ্ড
 কাঁচা করেন। তথায় বোর্ডি মিডল্ কমান্ডার
 প্রাধান শিকক প্রায় ৩ মাস পক্ষাভ্রমণকারী
 শিকক প্রায় ৩ মাস হারকথা শ্রবণ প্রত্যাহত সঙ্কটগণ
 গোষ্ঠীস্থানবিশেষ প্রাধান কামর
 প্রাধান শিকক হইল।

[illegible]

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଥେ ଶାସ୍ତ୍ର କୋହନ ପ୍ରତି ଯାଏ

आयुर्वेदः, अथ वा, सहे वदु मना

ଜଣାତୁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧ ଓ ନବକ ମହାସିଂହ । ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ।

ମହାରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା । ମାଲେଶ୍ଵରୀ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ ପାଇଁ ନା । ଅନ୍ୟ କିଛି

দেবা করিণে সঙ্কেত বা প্রবেশ নিবৃত্ত
 ততঃপরে ততঃবে । অতঃপর দেবার সতঃশ্রুত
 অর্থাৎ নিবৃত্তর ঐকঃগৌরবের দেবা
 করেন, অতঃপরে বা ততঃশ্রুত ঐকঃগৌরব
 একদা সতঃশ্রুত মীমাংসা করিণে । দেবা
 ঐকঃগৌরব মনে করেন অতঃপরে নাট, ঐকঃগৌরব
 যেমন যে কোন মতঃ প্রকাশের নিম্ন হইতে
 পাতঃ, ততঃপ্রকাশ ঐকঃগৌরব ততঃপ্রকাশ ঐকঃগৌরব
 কোন মতঃ প্রকাশ বা মতঃ প্রকাশ ।
 ততঃ ট প্রকাশ সতঃ দেবার সতঃ প্রকাশ
 অতঃপরে মীমাংসা করিণে । দেবা
 করেন । সতঃশ্রুতর সতঃ করিণে প্রকাশ
 সতঃশ্রুতর মীমাংসা না হয় তাহা প্রকাশ
 । সতঃশ্রুতর অতঃপরে আতঃ । অতঃপরে
 সতঃশ্রুতর সতঃশ্রুতর সতঃশ্রুতর নিবৃত্তর
 সতঃশ্রুতর সতঃশ্রুতর সতঃশ্রুতর সতঃশ্রুতর
 উতঃশ্রুতর নাট ।

[illegible][illegible]

‘ମନୋବିକା’ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ।
 ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନା ମାନିବେକେ, କେନ ମାନିବିନି ।
 କେମାତ୍ର ନାତିକ ବହୁତାଙ୍କର ପାଦାଳ ।
 ନୈକବେରେ ଯେତେ କଟେବେ ମାଟିତାମ ।
 ଏ ମାନବତା ଶାନ୍ତା କରିବେକେ ନାହିଁ ।
 ତୋ ମନା ତୋତେ ତାମ ଚିନ୍ତାମ ପାଦାଳ ।
 ଏ ମାନବତା ମନ ମାଗିବେ ବାହାରେ ।
 ଜାଣକ କିନ୍ତୁ କ’ଣ ମାନବତା ମାଗିବେ ।
 ମୋମାନବତା ମନ ବାହାରେ ଚାହାଣ ।
 ତୋତେ କି ସୁଧାତା ତା’କେତେ ଯେ ତା’ ।
 ନିଜାତମ ମନେ କୁହେବେ ମୋମାନବ ।
 ଚିନ୍ତାମ କ’ଣବେ, ମନେ ବେଧେ ବାହା ନାହିଁ ।
 କେବେବେ, — ବାଦି ଦାତା କହୁ ବୁଦ୍ଧା ଚାହେ ।
 ତେବେ ଏ ମାନବତା ମନ ମାଗିବେ ବାହାରେ ।

गणि श्रुतिवाच्यम् यत् । .

[illegible][illegible]

চাঁদমালা। এটি যন্ত্র অকল্যাণের ১১টি
 ফলশ্রুতির ভূমি পদার্থ। দিগ্ভায়ে; জুয়েল
 গণনা কার্যে। এটি ভূমি ফলশ্রুতি বাসস্থান হইতে
 ভূমি ফলশ্রুতির জটিল কয়েক বৎসর সময়
 লাগিয়াছিল। এটি যন্ত্র আরও ৩ দিন
 পারদর্শিতা ফলশ্রুতি বাসস্থান কার্যে। প্রমাণে।
 কখনওও আরেকজন এই যন্ত্রের কার্যের
 একটি উদাহরণ প্রমাণে। ইতালি বসেন
 সাধারণতঃ ২৩টি অংশের সাহিত্য ২৩টি
 সাধারণতঃ ২৩টি একটি লোকের এক
 যন্ত্র। সময় লাগে; উদাহরণ পর তাহাতে
 আরও কখনওও পরীক্ষা কার্যে। প্রমাণে।
 কিন্তু অটোমেটিক যন্ত্রের বসেন কন্ট্রোল
 কার্যে। এটি ২৩টি এই যন্ত্রের পরকারী
 নাম) ২৩ লোকের কখনওও সাধারণতঃ
 ভূমি পরীক্ষা কার্যে। প্রমাণে। এটি যন্ত্র
 আরও।

কানিন হটমাহু যে. ত্রিযুক্ত অশ্রুসামান্য
 সিংহকে ২৫ হাজার টাকা পদানের আদেশ
 দেওয়া হইয়াছিল। নিখল কারক প্রকাশ
 দেওয়ার বহুদিন বিক্রয় বাগল গণপরিষদের
 বিলিট উক্ত সত্বর আর কত টাকা জমা
 আছে. তাহার সঠিক হিসাব এখনও চূড়ান্ত
 ভাবে কর্তৃত্ব হয় নাই। তবে মনে তাঃ চরকা
 সাধারণ প্রতিষ্ঠা: গেজেটেরী আনি হাউসে যে.
 চরকা: সংগ্রহ দেনার টাকা: বিহার সেনট্রাল
 প্রিন্সিপালস টিকে দেওয়া হইতে হাজার
 কোটি আশঙ্কা নাই। অতঃ পরগণা
 পুণ্ডর দেওয়া ২৫ হাজার টাকা হাজা
 আরও: লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আশঙ্কা
 ত্রিযুক্ত অশ্রুসামান্য সিংহের হাতে দেওয়া
 বিষয় হির কারখানেন।

বিউ সার্টিফিকেট (অনুমতি)

১৪। সুলভ কলমেটন গ্রামাঞ্চল সুলভীও অপর
 টাইল উৎপাদনের সমাপ্তিকাল ১৯৬৩ খ্রিঃ
 গঠিত হইয়াছে। এত ক্ষেত্রে ৪ টাকার
 একর (১২ টাকার ১২৪৪ ১৬৬ ১৬৬)
 পাইয়া অর্থে ৭৬ উৎপাদন হইতেছে।

[illegible]

இந்த இயோனா கதை வரலாறு எவ்வளவு அழகானது

[illegible][illegible][illegible]

ক। কেবল কোন সংখ্যা না পাঠিলে ভাগ্য এক সপ্তাহের মধ্যে না জানিলে
 ফের আর পাওয়া যায় না। অত্রোক্ত পত্রকে কটলে Reply card নং ১/১০
 সংখ্যার ডাক টিকেট লাগিবে। সাধারণতঃ (১) ডিকাল অতিরিক্ত
 অর্থ প্রদান হয় না। (২) কলকাতা ডাকঘরের স্থানীয় ডাকঘরের সঠিক বন্দোবস্ত করণীয়।

[illegible]

১। প্রিন্সিপাল প্রাচ্যে প্রাচ্য কাগজের কোন প্রকার অলঙ্কার আচর্য্য করা যেনে
 - লিখান কোন চিত্রিত্যাদি দে-কোন সময় চট্টকে দে কোন ব্যক্তির নকট প্রিন্সিপাল-
 কতাল পোষণ বক করা থাকে পারিবে। শুভচিত্রিত্য প্রিন্সিপাল প্রাচ্য- বসন্তের কাগ-
 - প্রিন্সিপাল প্রাচ্যে পত্রগুলি বস, শুভচিত্রিত্য কাগকে কোন বাসস্থানিক কার্যে নিয়োগ আচর-
 - প্রাচ্যের পত্রিত্যক, সজ্ঞা নাই।

ক. প্রিন্সিপাল-সকাল সবার্ক মিটিং-আই - প্রিন্সিপাল অফিসে আসার পর
 প্রিন্সিপাল, স্যার : প্রিন্সিপাল, স্যার : প্রিন্সিপাল, স্যার : প্রিন্সিপাল, স্যার : প্রিন্সিপাল, স্যার :

—३६॥१॥

[illegible]

১১. অক্ষয়লাভার্থে : বসন্তে কাবল-চাঁদ,
 ১২. সন্ধ্যায় ৬ (৭) মিনিটের মধ্যে জায়া
 ১৩. ১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০. ৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬. ৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০. ৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০. ৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০. ৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০. ৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০. ৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০. ৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.

[illegible]

নিম্নোক্ত ভূমিত্তি পূর্ণ আলোচনা-প্রঃ
 হাওে ভুক্তি লব্ধকে ভাঙ-বাঁধনা নিয়মমূলে
 প্রাঃ ৩ ৬ পাঠ্য্য বিচারে ভাঙালাচনক
 প্রদর্শিত এবং পরবর্ত্তনমূলে স্থানবন্ধাত্ত
 সাধারণ নিয়মপূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।
 অণা ৬৭ ভাগী

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ମିହିର ଚରକା ମଞ୍ଜରୀର ସ୍ତବ ପଢ଼ିବୋଧ

[illegible][illegible]

ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ଓ ପ୍ରକାଶିତ

१७१-७३१ संख्या।

দৈনিকনদীয়া-প্রকাশ

উপদেশ

— — 88(●): — —

(2)

(25: 4)

তক্তি কল্পনাত্মক। যাচার তক্তি
ভিন্ন সর্বাধিক ফলাভিমানভাবে দৃষ্টি, সে
ভক্তিগণ তক্তিকল্পনাকে আশ্রয় করিয়া
থাকেন। লতঃ" যেকল্প প্রথমে অক্লান্ত
হইয়া দুটোটা পত্র গ্রহণ করে, তক্তি ও ক্রেশ
সামান্যতার অক্লান্ত হইয়া ক্রেশমী ও
সুখদান্যে দুটোটা পত্র গ্রহণ করিয়া থাকে।
'ক্রেশ' বলিতে অবিষ্ঠা, আশ্রিতা, রাগ, ঘেঘ
ও আত্মনিবেশ—এই পাঁচটিকে বুঝায়।
প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, ক্লেশ ও বীজনাশক যে
সকল পাপাধি, সেগুলিও এই পাঁচটি
ক্রেশেরই অন্তর্ভুক্ত। আর বিষয়বৃত্ত্য,
ভগবাদ্ব্যবধিক তৃষ্ণা ও আত্মকুলা, কুলা, ক্ষমা,
সত্য, সাদৃশ্য, সাদৃশ্য, ধৈর্য, গাভ্রাঘ্য,
অমানস, মানস প্রভৃতি সঙ্গলগ্নমূহকে
'সুখ' বলা হয়। তক্তি হইলেই সর্বাধিক
ক্রেশ নষ্ট হয় এবং সঙ্গলগ্ন আশ্রয়
হইতেই লাত হইয়া থাকে। তক্তি
সুখদায়িনী। যেখানে তক্তি, সেখানে সুখ
বা ক্রেশ নাই বা থাকিতে পারে না। তক্তিই
সুখ। যেখানে তক্তি নাই, সেখানে কেবলই
দুঃখ। প্রাণতীন্দ্র দেহের যেমন কোন স্থান

ତତ୍ତ୍ୱ-ଆଧିକାରୀର ଶ୍ରବଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉଦୟ
 ହେବା ଧାକେ । ତତ୍ତ୍ୱ-ମାତ୍ରେ ନୃତ୍ୟମାୟତ
 ଶ୍ରଦ୍ଧା । ମାତ୍ତ୍ୱ-ବିଦ୍ୟାସେର ମର ମାତ୍ତ୍ୱୋକ୍ତ
 ଅବୁଝାନେ ସେ ଏକତୀ ମାନର ମୁହା ମେଧା ସାବ,
 ଟେକାକେଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାହି ବଳା ହସ । ଏଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା
 ଆସାର ସ୍ୱାତୀବକୀ ଓ ବଳାହୁତ୍ପାନିକାତେନେ
 ବିବିଧା । ଶ୍ରବଣ ମାଧୁସନେ ମାତ୍ତ୍ୱ-ଅବବଦ୍ୟାର
 ମାତ୍ତ୍ୱାବିବଦ୍ୟାମରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହସ । ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମର
 ବିଚାର ମାଧୁସନେ ତତ୍ତ୍ୱ-ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ
 ହସ । ମଦ୍ଭବତମାଶ୍ରୟେ ତତ୍ତ୍ୱ-ନିରୀତି କରିତେ କରିତେ
 ଅନର୍ଥ-ନିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ନିଷ୍ଠା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟେମାତ୍ତ୍ୱ-
 ତାବେ ମତତ ତତ୍ତ୍ୱ-ମଧ୍ୟେ ଏକାଗ୍ରତା ଉଦୟ ।
 ନିଷ୍ଠାର ମର କୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଳାଷ ବା ମାନସା
 ଉତ୍ପନ୍ନ ହସ । ତତ୍ତ୍ୱ-ମରେ ଆମାତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାମ
 ମାତ୍ତ୍ୱାଧା ଧାକେ । ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍ତେ ଆମାତ୍ତ୍ୱ ମାତ୍ତ୍ୱାତ୍ତ୍ୱ
 ମାତ୍ତ୍ୱାତ୍ତ୍ୱ, ତତ୍ତ୍ୱ-ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାତତ୍ତ୍ୱ ।

প্রথমে লক্ষ্য, তাহা হইতে সাধুসক, তাহা
 হইতে তত্ত্বাবধান, তাহা হইতে অনর্থ
 নিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে কৃষ্ণ
 আসক্তি—এই পথকে সাধনকৃত্ত; তাহা
 হইতে ক্রমশঃ ‘তপ’, অনশেষে ‘শ্রেয়’

উদ্ভিত হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই
ক্রম জানিবে।

প্রভার উদয় হইতে চতুর্ভেদ একটু
পর্যাপ্তির উদয় হয়। প্রভা ও পর্যাপ্তি
প্রায় একই তত্ত্ব। তত্ত্বই জীবের জীবন।
সুতরাং আশি তত্ত্বিগণ কিছুতেই ছাড়ব
না। তত্ত্বি বাতীত জীবের যক্ষণ হইতেই
পারে না—এইরূপ দৃঢ়তার সহিত প্রবর্তা
তত্ত্বের প্রতি যে চিন্মুক্তি, তাহারই নাম
প্রভা। বাহ্যদের সুকৃতি নাই, তাহাদের
প্রভা হয় না। বৈধী প্রভা ও মোক্ষময়ী প্রভা
ভেদে প্রভা দ্বাবয়। সাধুগণজন্মে প্রভা প্রভা
একবার হয় এবং প্রভাবাহিনী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম
বাহুগণভাও বাহুগণ উঠে। তখন কি
উপায়ে জীব শ্রিতগণ্যের শ্রিতগণ পাইবেন,
তাহারই অন্বেষণে যত্নগান্ হয়। তখন
তিনি প্রথমেই দেখতে পান, তিনি অনলের
একাত্তর বসীভূত ও তাঁহার স্বভাব প্রস্তু।
তিনি তখন কোন বিশেষ-অনর্থ আশ্রয়-
স্বভাব সাধুর পদাশ্রয় করত একান্তই হইয়া
অনন্যভাবে প্রস্তুত হন। প্রভার এই
অন্যতার নামই দৃঢ় বা নিশ্চয়-উদ্দেশ্যনী
প্রভা। তাহাই 'তত্ত্বগণ্য-বীজ'।

৩গতককে পণ্ডিতাগপূৰ্ণিক শ্ৰীকৃষ্ণঃ ।
 সেৱায় যৈ শ্ৰদ্ধা, তাহা অকৃত শ্ৰদ্ধা নহে,
 তাহা অকৃত শ্ৰদ্ধাৰ ছায়া বা আভাষ।
 তাহা শ্ৰদ্ধাভাগ বা গৰম্পন্নগত লোককী
 শ্ৰদ্ধামতি, অনন্তভক্তিৰে যৈ অশাক্ত শ্ৰদ্ধা,
 তাহা নহা সেই ভক্তভাগেৰে শ্ৰদ্ধা ও
 পূৰ্ণা শাক্ত।

ଏକ ଦୁର୍ଘଟିତର ଯମବନ୍ଧନ ଭଗବତ୍କୁମାରୀକ୍ରେ
 ଶ୍ରୀବେଶ ମଙ୍ଗାରାସାଧନା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ଗଢ଼େ ;
 ଯଥା ସଙ୍ଗୀତଃଈ ମାଧୁସୂଦେ ମୁହା ତସ୍ୟେ ।
 ମାଧୁସୂଦେ ପ୍ରକଟସାର ଆଗୋଚନା ହେତୁ ହସତେ
 ଯକ୍ଷର ଉପସ୍ଥ ହସ ଏବଂ କ୍ଷୟଃ ଆସିକତର
 ଚଣ୍ଡାର ମାତେ କୃତାବସ୍ୟକ ଅସ୍ତ୍ରଶୂଳନ ହେଲେ
 ଭଗବାନଙ୍କେ ମାରସାର ଲୋଭ ଭୟେ । ତଥନ
 ଗୁଣାବତଃ ତସ୍ୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠେଷ୍ଠ ଚରମ ଆତ୍ମା କରତ
 ତଦନାମକାଃ କାନ୍ତେ ହସ । ତଦନାମେଷେ ଶ୍ରୀବେଶ
 ଭଗବତ୍କୁମାରୀ ଯାତ ହସ ।

বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের অভাব সুপ্তপ্রায়,
 স্নানকে কে আশ্রিত করে? কথ্য, জ্ঞান ও
 শ্রমবাহী-চেষ্টা তাহা কারিতে পারে না,
 হস্তবাহী বাহ্যিক কোন তপস্ক্রমে স্ব-বৃত্তির
 আশ্রিত হইতাহে, তাহাও সম্ভবল-ক্রমে
 কবেও সপ্তপ্রায় স্ব-বৃত্তির আশ্রিত হইতে
 পারে। এই বিষয়ে চুটী বটনার প্রয়োজন।
 যখন স্ব-বৃত্তির আশ্রিত করিতে চেষ্টা করেন,
 তখন পুষ্কিন-কুসুম-সুখী-সুখী-ক্রমে কির-
 তমান শরণাপত্তি-লক্ষণ প্রভা পাত করেন—
 তাহা একটী বটনা। সেই সুকৃতিবশে
 তাহার কোন উপযুক্ত সাধুর সহ হয়—ইহাট
 বটীর বটনা।

তগবৎকথার সত্যতীর্যক্যবিশিষ্ট স্মৃতি
ও তত্যাক্ত সাধুসঙ্গের সৌভাগ্যের উৎস
হইলে তজনকিয়া স্মারক হয়। সাধুর নিকট
যাহা সাধুকে আপনজ্ঞানে শ্রীতিসম্বন্ধে
ঐহার সাহিত তগবৎকথা আলোচনা
সাধুসঙ্গ, তাহাতেই তাক্ষ পাত হয়।
সাধনযোগে এবং আচার্য্যপ্রসাদে সীত্র অনর্থ
দূর করিয়া ইষ্টদেবের স্মরণস্থানে আবিষ্ট
হওয়ার তজননৈপুণ্য বা তজনচাতুর্য্য।

ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ହେଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ
 ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ । ଅନୁଷ୍ଠାନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଆସାର
 ଉପାଦେୟତା, ସମ୍ପର୍କୀୟତା, ବୃତ୍ତିବଳତା ବିଷୟ-
 ମୁକ୍ତ, ନିରାକରଣ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ-ତତ୍ତ୍ୱ-
 ସଂଗ୍ରହ ଆକାଶେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଥାଏ ।

বাণকେর যেমন শাস্ত্রাভাস আরম্ভ
 কবিতা যাত্র 'অসি বুঝি ন'ওন হটল'—
 এতরূপ একটা নূন ইচ্ছামের সত্য উৎসাহ
 দেখা যায়। 'ভক্তিযোগে প্রথম দাঁবেশের সময়
 ততেরও তরুণ একটা উৎসাহময় উত্তম
 দৃষ্ট 'হংসা' থাকে। 'অ-টি' ত-ক-ক্রম
 এই প্রথম অ-দ্বা-কে উৎসাহময়ী এলা হয়।
 'বাণকের শাস্ত্রাভাস যেমন কখনও গাঢ় হয়,
 আবার কখনও না অসীত শাস্ত্রা বুঝে না

পিয়ারস নাম্বা গ্যাস খিঁখল ছটরা পড়ে, তক্ষণ
 তক্তে ও তক্তাকের নিম্নাহ ও অঁনকারবশতঃ
 তজনক্রিয়ার ব-স্ব বা তবস্ব-মর্শনে কাহাকে
 ঘনতরগা বলা হয়। তৎপরে বৃদ্ধ'নকরা।
 যে অণুস্থার তক্তের স্তম্ভে "আমি আমার
 পুত্রকলহাদিকে বৈষ্ণব কারয়া সপরিবারে
 উগবৎসেগায় নিযুক্ত হওয়া গৃহে থাকিয়া
 স্তম্ভে কালযাপন করিব অথবা সংসার
 প'রভাগ করিয়া ঐক্যদ্বায়ে গমনপূর্বক
 নিক্রিয়-প শ্রবণকৌন্তল দ্বারা কৃত্য হইব ;
 আমি যদি সংসারভাগ্য করি, তবে ঐ
 ভাগ্য কিছুকাল ভোগের পর ভোগকে
 কষ্টকর জানিখা করি উচিত বঃ এখনই করি
 উচিত, যৌনবাস্থ্যভোগ সংসার পারভাগ
 করিব না বুদ্ধ পিতামাঃসি মৃত্যুর পর সংসার
 ভাগ্য করে, অতপ্তবাস্থ্য সংসার ভাগ্য
 করিলে ভাগ্যের পর সংসার'চক্ৰ আ'সয়া

যতদূর এখন সংসারতাগ করিয়া যথাসমর্থ
ঐচ্ছিকানুগে গমন করিয়া ভজন করাহ ঠিক
হোক ? সংসার তাগ না করিলেও বা
কি ? আশ্রয় তত্ত্ব জন্মে নাই,
সংসার লক্ষ্যে 'ত' গৃহা'দ বন্ধনের কারণ,
তের 'ত' কোন বন্ধনই সম্বন্ধে না
নিবাহ। আমি তত্ত্বের কোন অঙ্গ সাধন
করিব ? প্রবণ করিব, না কীটনাশ করিব,
অবরোধের দ্বারা অনেক অঙ্গ সাধন
করিব"-এরূপকল্প স্ব উদ্ভূত হইলে থাকে
যখন ঐ ভজনাক্রমে বৃদ্ধিবদ্ধা বলা
হ। তৎপরে বিষয়সমূহ। যে অবস্থায় উক্ত
পদের নিবন্ধি হইয়া কৃতজ্ঞতায় গত

বিষয়ভাগে দৃষ্টসংকল্প উঠাও সমগ্র সময় জর
 ও গভীর চেষ্টা পাকে এবং পরাজয়ের
 কারণে বিষয়ে স্থগিত সত্তা হোগ করা
 হয়, তখনই উঠাকে বিষয়জ্ঞতা বলে। বিষয়-
 জ্ঞতার পর নিয়মাক্ষয়। যে অধ্যায় তখন-
 ক্রিয়াতে নিয়ম করিয়াও ঐ নিয়ম রক্ষা
 করতে পারে বাই না, তাহার নাম
 'নিয়মাক্ষয়'। যেমন কোন ভক্ত নিয়ম
 করিলেন, আর হঠাৎ প্রত্যেক লক্ষ্যের
 কারণে, প্রত্যেক হঠাৎ প্রতিক্রিয়া ও লক্ষ্য
 করিয়া, প্রত্যেক কারণে, যে প্রত্যেক করে
 তাহার সর্ব ও করিয়া না উঠা। কিন্তু
 নানি প্রত্যেক: তিনি, কার্যকালে প্রত্যেক
 নিয়মপালনে অক্ষয় চলে। তাহার এট
 যে তখনক্রিয়ার অধ্যায়, তাহার নাম
 'নিয়মাক্ষয়'। বিষয়জ্ঞতাতে বিষয়ভাগে
 অক্ষয়তা, আর নিয়মাক্ষয়তে ভক্তির
 পারদর্শনে অক্ষয়তা, উভয়ের এট ভেদ।
 তৎপরে তরঙ্গজিনী। যে অধ্যায় তৎপরে
 লাত, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদির অধ্যায় হয়, তখন-
 ক্রিয়ার সেরা অধ্যায় নাম 'তৎপরেজিনী'।
 কারণ, ভক্ত হঠাৎ অধ্যায়তে তাহার তখন-
 ক্রিয়াকে লাত পূজা প্রতিষ্ঠাদির তরঙ্গে রক্ত
 কারণে দেখেন। কিন্তু এট লাত পূজা-
 প্রতিষ্ঠাদির ভক্তিকরণলতিকা উৎপাদনা।
 উভয় ভক্তিতার তান করিয়া থাকে।

অনর্থ চতুর্বিধ— ব্রহ্মতোষ, স্নেহতোষ,
অপরামোহ ও ভক্ত্যুৎসাহ। আত্মা, আত্মতা,
(আমি কহি), একেশ্বর অভিমান) রাগ
(বিষয়াসক্তি) যেস ও দুঃখভিনিবেশ—এই
সকল ক্রমশঃ ব্রহ্মতোষ অনর্থ বলে।
নির্নাশিত ভোগাভিনিবেশকে ব্রহ্মতোষ
বলে হয়। নামানুরাগীর অপরামোহ অনর্থ।
ভক্তিধারা উচ্ছৃত পাণ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির
দ্বারা ভক্ত্যুৎসাহ অনর্থ। 'অসৎসঙ্গ পারিত্যাগ-
পূর্বক নিঃসঙ্গসহকারে গাধুতরুর আশ্রয়তো
নরপুংগব প্রানামকীৰ্ত্তনে রত হইলে এও গব
অনর্থ অবগ্রস্ত কালোদুঃখ হয়।

[illegible]

পারে না, কালে ঔষধ ও পণ্য-বেচন-কাজিতে
করিতে তাহাও পারে, ওজন-ভাঙ্গণ ভাঙ-
অধিকারীও জয়নকীওনা। : কালক্রমে
সকলই প্রকাশ করিয়া থাকে, : **শ্রীমদ্ভগবত**
বালমাজেন, —

“ନିଜେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ନିଜାଂ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ।
 ତମ ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଷମା କେ ଡାକ୍ତରୀ ତ ନୈତିକୀ ।”
 (ଡା. ୧/୧/୧୯)

ବୃଦ୍ଧିକର ନୈକାମପରିଚୟ। ଓ ତାନଗତ
ସ୍ରୀମ କର୍ତ୍ତେ କରିଡ଼େ ଅଭଳ ଆର୍ଥ ବ୍ୟା-
ସନ ସଙ୍ଗରେ ହଟଲେ ପୁଣ୍ୟବାହନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବା ବିକେମପରିଚୟ ତହିଁର
ଉଦୟ ହୁଏ ।

বাহার নিষ্ঠা অর্থাৎ নৈশ্চল্য উৎপন্ন
 হইয়াছে, তাহাকে নৈশ্চিক বলা হয়।
 প্রাতিদিন চেষ্টা করিলেও অনবদশভাবে লব্ধ,
 বিবেক, অজতিপত্ত, কথার ও অজহসাবাহ
 — এষ্ট পাঁচটি আভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রকাশ
 প্রাপ্ত তত্ত্বের নৈশ্চল্য সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ
 নিম্নতম পরে ঐগুলি নিম্নোক্ত প্রায় হওয়াতে
 তত্ত্বের নৈশ্চল্য সিদ্ধ হয়। — নিষ্ঠাতে লব্ধ
 প্রাপ্ত পাঁচটি বিষয় থাকে না। জ্ঞান,
 কীর্তন ও অরণের সমস্ত উত্তরোত্তর অধিকতর
 নিম্নার উপস্থের নাম লব্ধ। কীর্তনাদিতে
 ব্যবহারিক বিষয়ের সম্পর্কই বিবেক।
 কখনও কখনও লব্ধ বা বিবেক না থাকিলেও
 তত্ত্বকালে যে কীর্তনাদিতে অসামর্থ্য,
 তাহাকে অজতিপত্তি বা জড় বলে। আর
 ক্রোধ-লোভ-মদোহর সংস্কার বা বিষয়-
 বাসনাও কখনও এং বিষয়-প্রবোধকালে
 কীর্তনাদিতে মনের অন্তর্নিবেশিত রসাদান।
 এসকল বিষয়ের অধোনেই নিষ্ঠার উৎপন্ন
 হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এষ্ট
 সকল বিষয় একেবারে যাওয়া তাবাবস্থা
 পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে। তবে ঐগুলি
 থাকিলেও তত্ত্বের বাধক না হইয়া উত্তর
 সম্বাদকল্পেও থাকিতে দেখা যায়। তত্ত্বের
 কার্যকরী নিষ্ঠা, বাচকী নিষ্ঠা ও মানসিক
 নিষ্ঠা দেখা যায়।

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପର କ୍ରମେ । କ୍ରମେ ଉପର ହେଲେ
 ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରମାଣ : ପ୍ରମାଣ : ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
 ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ । କ୍ରମେ ଆଗରେ ସ୍ୱାଧୀନ-
 ତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ଉପର
 କାରଣ ଥାଏ । କାରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟ
 ସମୟ ଆଶ୍ରୟରେ କହୁ ହୁଏ ନ ; ମରଣ
 ହେବାର ହେବା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମରଣ ହେଲେ
 ହୁଏ । ମରଣର ଆଶ୍ରୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମରଣର
 ମରଣର ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଶ୍ରୟ ନା,
 କହୁ ହୁଏ କହୁ ହୁଏ ମରଣର ଦୃଷ୍ଟିରେ
 ହେଲେ, କାରଣର ମରଣର ଦୃଷ୍ଟିରେ କାରଣ
 ସମୟ ଉପରେ କାରଣର ଦୃଷ୍ଟିରେ କାରଣର
 ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେବା ଥାଏ । ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ
 ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ

তাহারে সে বসি ধর্ম কর্ত্ত সছাটার। ঈশ্বরে সে শ্রীতি ভয়ে সম্মত সবার।

विविध संवाद

— (•) —

ভারতের পাটের বানসায়

ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট কমিটি, ১৯৪৩ ৪৪
সালের যে বুলেটিন প্রকাশ করেছিলেন
ভাড়াতে দেখা যায় যে এটি বৎসরে পাটের
করবারে তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ
আমেরিকা হইতে ৭ কোটি গজ চট সরবরাহের
অভাব। দ্বিতীয়তঃ ঠাকুরান জুট বিলস
এসোসিয়েশন কর্তৃক পাটের সংরক্ষণ মূল্য
নির্ধারণ এবং সরকার কর্তৃক পাটের সংরক্ষণ
ও সঞ্চয় মূল্য বাধা।

আলোচ্য বৎসরে কাঁচা পাট উৎপন্ন
হটরাছে ৭০ লক্ষ গাঁদট। পুরী বৎসরেও
উৎপন্ন হইয়া ২০ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁদট
কম। কম পরিমাণ আমতে চাষ করায়
পাটের উৎপাদনও কম হইয়াছে। আলোচ্য
বৎসরে উৎপন্ন ৭০ লক্ষ গাঁদটের মধ্যে প্রায়
৫১ লক্ষ গাঁদট অর্থাৎ ছোট উৎপাদনের
লক্ষ্য করা প্রায় ৮০ ভাগ পাট কলিকাতার
আমদানী হইয়াছে। পুরী বৎসরেও এট
অল্পপাটের পাট আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু
আমদানীর সম্বন্ধে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে।
সাধারণতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী পাইয়া
দেশী পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে।
কিন্তু এবার তাহা হয় নাই।

এই বৎসর বিদেশে কাঁচা পাট রপ্তানী
হইয়াছে ২ লক্ষ ৭০ হাজার গীন্ট। মুক
বৎসরে ১৬ লক্ষ গীন্ট রপ্তানী হইয়াছিল।
বৃদ্ধান্তের পর বর্ত্তে পাটের রপ্তানী ক্রমশঃ
কমিয়া আসিতেছে। যে সব দেশে কাঁচা
পাট ব্যবহৃত হইত সেই সব দেশ এক্ষণে
শত্রু আগ্রহ ও দেশ, অথবা শত্রু দেশ। এই
কারণে তথায় পাট রপ্তানী বন্ধ আছে।
অপরাপর দেশ অবস্থা বর্ণনায় পাড়মা পাট
ব্যবহার কমান্বয়ে হইয়াছে।

কাঁচা পাটের আবিষ্কারই এ দেশের
কলঙ্কহারী ব্যবহার করিয়াছে। উক্তিয়ান
ছুট মিলস এসোসিয়েশনের অধীন মিলগুলি
বাংলায় প্রকারের ২৯৩ কোটি ৮০ লক্ষ গজ
চট উৎপাদন করিয়াছে। গত বৎসরের
তুলনায় তাহা প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ
কম। করণার অভাব এবং অন্তর কারণে
আলোচ্য বৎসরে চট উৎপাদী কম হইয়াছে।
বৎসরের প্রাথমিক ভাগে মিলগুলিতে কাজ
কম হইয়াছিল। গবর্ণমেন্টও এই বৎসর কম
পারমাণে চট ক্রয় করিয়াছেন।

କ୍ରମାନିୟାର ଉତ୍ତପୂର୍ବ ରାଜା କ୍ୟାରଲ

ଡେନିସ୍‌ହୋମର ମହକାମୀ ଗେଡ଼ିଓ

କଳ୍ପକ ସୋପିତ ହୈମବତ ସେ, କୁମା-

বিহার কৃতপূৰ্ণ হাজা 'কাৰল যোজিতা'
ভাগের পূৰ্বে যোজিতোর প্রেসিডেন্ট
আভিলা কাৰাচোর নিকট হইতে বিহার
এরপের জন্ম বৃহৎশক্তিযুক্ত রাজ্যে যোজিতো
নগরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিরাছেন।
একান যে, কৃতপূৰ্ণ হাজা কাৰল চাচি
বঙ্গের নিকটস্থিত কবিহার বঙ্গের পত
কমানিয়ার এডায়াবটনের আভিলায় একজন
করিয়াছেন। তাঁর নামের সুপেই এবং
তাঁহার গৃহস্থালীর উদ্ভাবনকে একজন
আভিলা ও গিলবন এবং কমানিয়ার
এডায়াবটন করিবেন।

৯।৩ দ্বিমু কথিত্ব মর্থনে

যহিলাদের সভা

গত ৩রা অক্টোবর বহিরাগতের দৃষ্টি
কমিটির পক্ষ হতে তাঁরপতি জনস্বত্বকর
৩০ হিন্দু কমিটির সমর্থনে একটি জনসভা
হয়। শ্রীমত সত্যেন্দ্রনাথ বসুসহকার সভাপতি
পাঠ্য করেন। শ্রীমত এম। মজুমদার
অনেকে সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীমত লক্ষ্মী
ভানু, বাবু-এট-ল বিহার বিদ্যেভাণ্ডার
সহকারী বালেন্দ্রনাথ বিদ্যেভাণ্ডার
বসেন, বাবুগোবিন্দ হিন্দাবী তাঁর এট সভা
পরিবর্তনের বিশেষ পক্ষপাতী। এক বিবাহ
ও বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজের
মঙ্গলের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হয়।
পড়াহাছে।

ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ଶାସତ୍ତାମି ସମର୍ଥନ
କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମତୀ
ଆଶାମି ଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀମତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଉପସ୍ଥାପନ ଓ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ।

ঐযুক্ত এ কে চট্টোপাধ্যায়, ঐযুক্ত
শ্রীশ্রী মহম্মদ আলী, ঐযুক্তা দেবী, ঐযুক্তা
ঐযুক্তা চাক বন্দোপাধ্যায়, ঐযুক্তা বি বি
দাসগুপ্ত, ঐযুক্তা রমলা সিং, ঐযুক্তা কমলা
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সভার উপস্থিত
ছিলেন।

কল্পেব। স্মৃতিভাণ্ডারে সংগৃহীত .

ଅର୍ଥେର ପରିସୀମା

କଟୁଣ୍ଡା ସ୍ଵାସ୍ତିକାଦ୍ୟେ ମଂଗଳାଦି

অর্থের পরিমাণ এক কোটি দশ
লক্ষ হইরাছে। সেবা গ্রাহ্যে কল

সংগঠনকারীগণ যথাযথ ও শ্রীযুত ঠাকুরের
সঙ্গে আলোচনা করেন। উহারা স্বাভি-
তাবতের কার্য সম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা
প্রাধিকার করেন।

କଳ୍ପକ ସୋପିତ ହୈମବତ ସେ, କୁମା-

-410713-

নিয়ন্ত্রাবলী

১। শ্রীহরিবল্লভচন্দ্রের শশী বা শ্যামল প্রতি অকপট প্রভাস-বিনোদিত স্বাভিমান
পারদর্শন শ্রীমদীশা-লক্ষ্য প্রাকৃত উৎস অধিকারী। কোনও লক্ষ্য পালিন
স্বভাব অর্থ টাকা-পয়সা প্রকৃতি বিনিময় শ্রীমদীশা-প্রকাশ পাওয়া বাটবে না। বারি
না বললতা, স্বর্ভতা বা পালিন, স্বনিপুণতা না লক্ষ্য, বীজ কাজ বা উচ্চ কাজ — এই
লক্ষ্য শ্রীমদীশা-প্রকাশ-পালিন অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবার কামনোবাগের
সাংসাদিক নিষেগট উৎস লক্ষ্য তিকা।

২। ঐতিহাসিক যাত্রার অকল্পিত রূপ, পূর্ব-পাশ্চাত্যের সৌহার্দ্য, বাস্তবের অকার্পণ্য, অর্থ-ভাগ্যভিত্তিক লাভ ও অসত্য-কল্পিত উন্নতি ও বিধে-বশীকৃত না হওয়া, ভগবৎপন্থী শ্রম, স্বাভি, তপ ও ক্রিয়ার অনৈকিকতায় সুদৃঢ় বিশ্বাস, শ্রম, অর্থ, বুদ্ধি ও স্বাভা-অর্থ-লাভ বা সমগ্র জীবনীভিত্তিক স্বাভা-পন্থীর সুখ-সুখ-এই সকল অগাধি-বুজা ঐশ্বর্য-প্রকাশ-পাণ্ডিত্যের জট অসংখ্যক।

৩। কেবল কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাটলে
সঙ্গে আর পাঞ্জা যায় না। পরোক্ষ পাঠতে চলে Reply card বা /১০
সহস্র ডাক টিকেট পাঠাতে হয়। সাধারণভাবে টিকানা পরিবর্তন
করার লক্ষ্য হয় না; তৎকাল প্রাককালের স্থানীয় ডাকপত্রের সহিত বন্ধোপস্থ করণীয়

৩। একালু বাকিগণের সহযোগ-সম্বন্ধীয় শ্রাবকাদি সম্পাদকের অন্তর্ভোগে গতি
কালে ক্রমবীণা-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অন্তঃস্থানিত শ্রাবকাদি যথোপযুক্ত
ভাষাভিহিত না পাঠাইলে কেবল পাঠান হয় না। প্রদক্ষিণেরকরণ প্রসঙ্গে কাছের স্থাবর
কক কাগজের মত এক পৃষ্ঠায় পরিচরিতভাবে প্রদক্ষিণ লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫. ঈদনীয়াপ্রকাশের প্রতি কাগজের কোনপ্রকার অপ্রত্যাশিত আচরণ বুঝা গেলে
৬. সম্পাদকের ইচ্ছাভঙ্গী যে-কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট ঈদনীয়া-
প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা হইতে পারিবে। শুভভাষ্যের ঈদনীয়াপ্রকাশ-ব্যয়গ্রহের ভার
কম্পনীরহণে পদমণ্ডলা এবং প্রত্যহরী প্রত্যেকে কোন বাবহারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত
অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। ঐনৌদা-লকশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—ঐনাদ নামগোপাল ব্রহ্মচারী তত্ত্বপাত্রী।
ঐনৌদামঠ, পোয় ঐনাদাপুর, নদৌদা—এই ত্রিকানার পাঠাটোকে হতবে।

— कविभाग

শ্রী শ্রী সরস্বতী-সংল।প

নিভাঙ্গীনাআঃঐ ঔবিফুশাব ঐঐঐমডাক-
নাকাসলবকী গোখাম প্রতাপাদ তিপ্রাপ
সমনবৃকের যে-সকল প্রান্ত্রিত্তর আদান
করিয়াছেন, তাহা সংগতিত হইয়া প্রকাশিত
হইয়াছে। মূল্য দং জানা।

ବୈଷ୍ଣବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଯଶବନ୍ତ

ইমদাদুল্লাহাখোঃ বিজ্ঞত জীবন-চরিত,
 কলিকাতা ৬ শিকার-মহলে বাংলা ভাষা
 প্রকাশিত গ্রন্থ। মূল্য ২ টাকা।

ଆଗ୍ରହ—ଭୋଗନୀ-ଭୋଗିନୀ, ୧ :
 ଶ୍ରୀମତୀ, ନମୋ ।

সাম্প্রদায়িকতা

সমস্বয়

নিম্নলিখিত অধীক্ষিত-পূর্ণ জাতিগোষ্ঠী-এর
হাওড়াত-সংক্রান্ত জাতি-গোষ্ঠী-নিবাসনমূল
প্রাপ্তি ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনাই
প্রদর্শিত এবং পরমাধিকারকে মানবজাতিক
সাধারণ ভ্রমসমূহ নিবৃত্তিক্ত হইয়াছে।
মহা ১০ জাতি।

ଶ୍ରୀମତ-ଆମାପୁର ଚଣ୍ଡିନୀଓ କାଶ ତ୍ରି.ଟି. ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧନ ହସିତେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରୋପାଳ ସନ୍ତୋଷାୟାର ଅଭିନୀତା ଜ୍ୟୋତିଷ

• ଓ ଜୈନମନ୍ଦିରମାନେ ଉପରି ଖସି ଶୁଣି ଦର୍ଶକ ସ୍ଥାପିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ।

ভবিষ্যৎকালে লিপ্যন্তরে বিস্তৃত হিম্মতব্রতের
 তার দর্শন করিলেন। গোপনায়ীকরণ সেট
 অল্পেরে বন্ধনেনে লক্ষ্যম। সর্বপ্রকার
 অমঙ্গলমুক্ত সেট বাসনাক্রমে গ্রহণপূর্বক
 ভাঙিয়া নিকট সমর্থন করিয়া নিশ্চয়
 করিলেন। আশীশবার্গী রাকসকর্তৃক অঙ্গ
 অঙ্গত স্তম্ভাশ্রয় হইতে নিশ্চয় বানকককে
 পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া জীবনসমুখ গোপন
 গোপীকরণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ইহা
 আত্মপর আশ্রয় যে, এই বানক রাকসকর্তৃক
 স্তম্ভাশ্রয় নীত চরিত্র পুনরায় প্রত্যাগত
 হইয়াছে। ইহা, বন ব্যক্তি নিজ পালের
 ব্যাটাইবাইট চর, আর সাধু ব্যক্তি সর্ব
 সমর্থনভেদে—একজন ভয় ভেতে মুক্ত হইয়া
 থাকেন। ভগবানের আরাধনা কিংবা প্রার্থী-
 হিতকর হই, পুণ্ড্র এবং বান করিয়াছিলেন—
 ব্যাটাইবাইট এক বানক স্তম্ভাশ্রয়ও চরিত্র
 পুনরায় প্রত্যাগত হইয়া নিক আত্মীয়গণকে
 আনন্দ করিতেছে। জীবনগোপন রূপে
 একজন বহু অসুখ বাপার দর্শন করিয়া
 বৈষ্ণবসকলেরে গ্রহণেরে বাক্য বাহ্যবৈষ্ণ
 গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

একজন ঐশ্বর্যবান্বেদী ঐক্যকে
 গ্রহণপূর্বক জোড়ে স্থাপন করিয়া পুত্রসে-
 বিলাসিত জন্মে স্বয়ংকরিত স্ত-দুহ পান
 করিতেছিলেন। বানককের স্তম্ভান প্রায়
 শেষ হইয়াছিল। ঐশ্বর্যবান্বেদী তাঁহার
 মনোহর জেহু কাত্যুক্ত বন চুয়ানিবাগ
 লালন করিতেছিলেন—এমন সময় ঐক্য
 ক্রমশঃ করিলে ঐশ্বর্যবান্বেদী তাঁহার মুখ-
 মধ্যে আকাশ, স্বর্গ মন্দির, জোড়চক্র,
 দিব্যসকল, হুয়া, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র,
 হীম, পক্ষী, নদী, বন এবং স্থান-জগৎব্যাপক
 কুৎসকল বস্তুমান রহিয়াছে হো-তে
 পাঠলেন। ঐশ্বর্যবান্বেদী স্তম্ভাশ্রয় লিপ্যন্তরে
 একরূপে নিখিল পদ্য দর্শন করিয়া কলিত-
 কলেনবেরে নরন মুদ্রিত করিয়া অতিশয়
 বিস্ময়াবত হইয়া রহিলেন।

যৎকিঞ্চিৎ

— ::(ক:):: —

প্রাকৃত চক্ষুরা অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন
 কর: বায় না। মাংসচক্ষুরা দর্শন প্রাকৃত,
 চর, খণ্ডিত, ত্রয়দর্শন। অপ্রাকৃত বস্তু
 দর্শন করিতে হইলে প্রাপ্যবাসিত অপ্রাকৃত
 চক্ষুর দরকার। বাণী-প্রবণের পূর্বে বৈষ্ণব-
 দর্শন করিতে গেলে মধ্যপথে অসম্ভবতা
 স্ববানকর তার পাতক হইয়া বস্তু-দর্শনে
 ব্যাধাত জন্মিয়া। জন্মের আর বশেচ্ছ না
 হইয়া মাংসচক্ষুরা দর্শনের ইচ্ছা করলে
 সাধু হৃদয় দর্শন পথে পতিত হয়। যে
 পথ না প্রাপ্যে সাধুর বাণী বরণ করা হয়,

সে পথি এই চক্ষুরা কখনই সাধুদর্শন
 হইবে না। প্রবণ ছাড়িয়া অপ্রাকৃত রূপ-
 দর্শনের স্পৃহা উদিত হইলে আশ্চর্য্যভূত-
 কামর বর্জিত হইয়া থাকে, কোনকালেই
 চক্ষুদর্শন স্তম্ভ হই না। কেবল রাকসার দর্শন
 চর। ব্যাটাইবাইটের পথ পুত্রাগ করিয়া
 চক্ষুদর্শনের স্পৃহা লাগাইতে, ভাঙাট
 প্রাকৃতসকলিয়া। এইজন্য ঐক্যদেব সাক্ষ্যে
 কর্তে মন্ত্রপ্রদান করেন, ইহাট ঐক্যপাশ্রয়
 বৈষ্ণবনি বা বাণী। এই বাণী মন্ত্রে ব্যাটাই
 মাংসচক্ষুরে হৃদয় দর্শন নিশ্চয় হইলে চক্ষু
 বনন নিবাত্মানাজন রঞ্জিত চর, বস্তুতঃ
 তখনই ঐক্যপাশ্রয় অপ্রাকৃত বস্তু
 দর্শন চরিত্র থাকে।

সকল হইতে পারে, যেমন বস্তুদর্শনের
 মধ্যে আত্মককতা বা হৃদয় আশ্রয় পড়ে,
 তেমন ত' বাণী প্রবণের মধ্যেও নানাপ্রকার
 আশ্রয় উপাশ্রয় হইতে পারে; সেজন্য শুধে
 বাণীপ্রবণের আশ্রয় করিয়া ত' আমরা
 বিপদগামী হইতে পারি? একাদিকে একজন
 পুত্রপুত্র কতকটা সাধকতা আছে; কিন্তু
 বাণীর বৈশিষ্ট্য এই যে, বাণী প্রবণ করিতে
 করিতে স্বয়ং বাণীর তাঁহার আশ্রয় বা
 প্রতিপক্ষকতাকে পুনর্বি করিয়া দেন; কিন্তু
 বস্তুদর্শন (?) করিতে করিতে মাংসচক্ষুর
 আশ্রয় নষ্ট হয় না; কেননা মাংসচক্ষু
 বিলাসিত বস্তু, অপ্রাকৃত বস্তু কোনদিনই
 তাঁহার নিকট অসীম হই না—তাঁহার
 গোচরীকৃত হই না। বস্তু বাণী স্বয়ং
 আশ্রয় উদ্বোধন করিয়া জীবের নিখলতা
 সাধন করে ও প্রতিনিষত যোগ্যতা প্রদান
 করিয়া থাকে। বস্তু যোগ্য ব্যক্তির নিকট
 আত্মপ্রকাশ করে আর বাণী বা মন্ত্র অযোগ্য
 ব্যক্তিকেও যোগ্যতা প্রদান করিয়া নিজের
 স্বয়ং দেখাওয়া দেয়। বস্তুতঃ অপ্রাকৃত
 রাকসার বাণী ও বস্তু ভিন্ন নহে, বাণীর
 জীবকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া তাঁহার
 বস্তুময়ী বা বৈষ্ণবময়ী মূর্তি প্রদর্শন করে।
 অযোগ্যবাসুর সেট বস্তু ময়ী মূর্তির কিছুতেই
 দর্শন হয় না। একজন বস্তু হইতে বাণী
 গৌরীময়ী একজন স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ হইতেও
 ভগবানের নামকে আশ্রয় করি বস্তু বস্তু
 হইয়াছে।

প্রাকৃত-স্বয়ং বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাকৃত
 পথে বস্তু, পুত্রের স্বয়ং-ভেদ, জন্মভাব
 দোষ এবং বস্তু, শুণ্ড ও জিহ্বা হইতে ভেদ
 নিহিত। প্রাকৃত পথ ও প্রাকৃত বস্তু
 উভয়েই জড়োজড়োতার দ্বারা পরিমিত ও
 জন্মদর্শনীয় অথবা অনিত্য। অপ্রাকৃত
 চেতন পথ তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই তাঁহার
 নিরন্তর সেবন-স্বয়ং জিহ্বা ব্যাটাইবাইট
 কর্তৃকই অসীম হই এবং প্রাপ্য কর্তৃকই
 ব্যাটাইবাইট ও বৈষ্ণব জন্মে সেট পথ
 জীব অসীম বস্তু পকট করেন।

নিজের স্বয়ং দর্শনীয় বিষয় 'বস্তু' নহে,
 প্রথম দর্শনীয় বিষয়— বাণী; কর্তব্য সেট
 বাণীর দর্শন চর। প্রথমই চক্ষুরাজের
 পরিচালনা নাই। সাক্ষ্যে কর্তব্য কর্তব্যে-
 সংস্কারট কর্তব্য প্রথম কাহা। কর্তব্য চক্ষু
 প্রাকৃত কর্তব্য— বাণীর বস্তু দেখাইবে। বাণীর
 বস্তু মনন দেন এবং বস্তুকে প্রাকৃত
 চর। মাংসচক্ষু অপ্রাকৃত বস্তু দেখিতে পারে
 না বা দেখিতে পারে না।

হরিকথা প্রবণ করিলে আমরা ভাবিতে
 পাতি যে মুহুর্তে আমরা হরিকথা হইতে
 বিস্তৃত থাকিব, সেট মুহুর্তেই মরার কোন-
 না কোন প্রকার জলনা আশ্রয় আমাদের
 পতন ঘটাইবেই ঘটাইবে। ইহা পাত্যক
 সত্য। বাণী বা মৌনী চরিত্র প্রবণ-
 কীর্তনের অতীতে নিজের অমঙ্গল ব্যাটাইবাইট
 পাঠে না এবং নিজের চক্ষুর পন্থে
 অধিকতর চক্ষুর চক্ষুতে আত্মপ্রকাশ করিয়া
 ফেলে। হরিকথা-প্রবণ কীর্তনকারী কখনও
 কখনও সামান্য অমঙ্গল হইলেও হরিকথা
 প্রবণ প্রাকৃতিক আশ্রয় হরিকথা মনোবোণী
 হই এবং নিজের চক্ষুর চক্ষু ছাড়িয়া
 চক্ষুর চক্ষুর পথে চালনার বস্তু
 করিতে পারেন। হরিকথাট সাক্ষ্য
 বস্তুদর্শনকে তাঁহাকে বস্তুদর্শন করেন।
 অনেক সময় শারীরিক বস্তু মানসিক বস্তু
 নিকট প্রকৃত হইয়া পড়ে, যেমন কাম জোড়-
 লোভাদি চক্ষুর-চক্ষু মনের উত্তরার
 নিকট অনেক বিশেষ শারীরিক বস্তুদর্শন
 পুরুষকেও কীর্তনীয় হইতে দেখা যায়। যে
 বস্তুদর্শন পুরুষ চক্ষুর বস্তু পথি তুচ্ছ করিতে
 পারে, মনসিককামে চক্ষুর চক্ষু সেট ব্যক্তি
 সামান্য আশ্রয় পদপ্রাপ্য দেন করে, কিন্তু
 হরিকথার মনোবোণী জন্মে অসীম থাকিলে
 শারীরিক নিত্য চক্ষুর ব্যক্তিও সমগ্র
 পুত্রীয় বাণী প্রাপ্যতার প্রদর্শনীয়
 বস্তুদর্শন-চক্ষুর অনারামে ও অজ্ঞানতারে
 প্রাপ্যতার করিয়া হরিকথার স্বয়ং
 ব্যাটাইবাইট থাকতে পারে।

গৌরবালী বলেন— বিষয়—অচৈতন্য।
 বিষয়দর্শন অচৈতন্য-দর্শন। বিষয় বা
 বৈষ্ণব-প্রবণ—অচৈতন্যের আশ্রয় প্রাকৃত রূপ।
 কিন্তু প্রথম কর্তব্যের অচৈতন্য এই অচৈতন্য
 বিষয় সম্পূর্ণ অসংস্কৃত থাকিয়া—প্রাকৃত
 অতীত ব্যক্তির নিজস্ব ও পার্শ্বদর্শন জীব-
 জগতের ঐক্যবস্তু হইতে সম্প্রদানের
 জন্ম অসীম হই। বিষয়দর্শন করিতে করিতে
 আমরা সব স্বয়ং মড়া হইয়া পড়িয়াছি।
 কাম, জোড়, লোভ, মোহ, মদ, মঙ্গলতঃ
 আমাঙ্গক নিজন করিয়া রাখাছে।
 আমাদের চেতনের রূপ নিশ্চয়। অপরাধী
 অযোগ্যকে বৈষ্ণব ঐক্যদেব
 পুনর্জীবিত করিয়া তাঁহাকে রাকসার
 চৈতন্যদান করিয়াছিলেন, তখনই ঐক্যদেব

মুখ পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়া বৈষ্ণব তাঁহার
 মুখ জীবন স্বরূপের কথা কীর্তন করিয়া-
 ছিলেন, সেজন্য বিষয়দর্শনে মুখ, মঙ্গলতঃ-
 স্বয়ং কর্তব্যের আশ্রয় দিতে কর্তব্য
 জন্ম চৈতন্য তাঁহার বাণীকে বিধি আত্ম-
 প্রকাশ করেন। বিষয় অচৈতন্যবালী
 অচৈতন্য জীবের একমাত্র জীবন দান।
 মুখ্য আমাঙ্গকের কর্তব্য সেট অচৈতন্যবালী
 নিত্য গৌরবালী ব্যাটাইবাইট দিতেছেন। সেট
 সজীবন মন্ত্র বস্তুই বিষয় অচৈতন্যের প্রাকৃত
 অমঙ্গল।

প্রাকৃত বৈষ্ণব মত কি ?

'মীমাংসক' কহে—'জৈহব বস্তু কামের অর্থ'।
 'সাংখ্য' কহে—'জগতের প্রাকৃত কারণ'।
 'ভার' কহে—'পরমাণু হইতে বিষয়'।
 'মাদ্যবাদী'—'নিখিলের স্বয়ং 'জৈহব' কহে।
 'পাঠক' কহে—'জৈহব'

হয় বস্তু আশ্রয়।

বেদমতে কহে তাঁহা স্বয়ং ভগবান্বেদ।

(চৈঃ চঃ)

বেদান্তের মত কি ?

হরের হৃদয়ও ব্যাটাইবাইট আশ্রয়।
 সেট সব পুত্র লক্ষ্য, 'বেদান্ত'-দর্শন।
 'বেদান্ত' মতে—'সাক্ষ্য' নিরূপণ।
 নিরূপণ ব্যাটাইবাইট হইয়া স্বয়ং ভগবান্বেদ।

(চৈঃ চঃ)

পূর্ণতত্ত্ববিদ্যাক্ষেপে ?

স্বয়ং-ভগবান্বেদ, 'গৌরব' 'পুত্র' দর্শন।
 সৈক্য-পূর্ণ, ব্যাটাইবাইট গৌরব 'মতাদর্শন'।
 ভগবান্বেদ—'সাক্ষ্য' তাঁহা নিখিলের-প্রকাশ।
 স্বয়ং যেন চক্ষুরে প্রাপ্যতত্ত্ব আসে।
 পরমাশ্রয় বিদ্যা, বিদ্যা রাকসার এক অংশ।
 আশ্রয় 'আত্মা' হই তৎকালীন অংশ।

(চৈঃ চঃ)

শাস্ত্রের তাৎপর্য কি ?

'কর্ম', 'জান', 'যোগ' আগে
 করিয়া স্থাপন।
 সব ব্যক্তি স্থাপন 'জৈহব', 'তাঁহার সেবন'।
 ভোমার পাতক সবাই নাই শাস্ত্রজান।
 পুত্রাপর বাহ্যময় 'পুত্র'—বলবান্বেদ।

(চৈঃ চঃ)

ভক্তের ভগবান্বেদ কিরূপ ?

ভক্ত বস্তু আমাঙ্গক জীবিত আর নাই।
 ভক্ত মোর পাতা-মাতা—'পুত্র'—আত্মা।
 ব্যাটাইবাইট আমাঙ্গক স্বয়ং-প্রকাশ।
 ভ্যাপার চক্ষুর-স্বয়ং আমাঙ্গক।

(চৈঃ চঃ)

স্বয়ং-ভগবান্বেদ জৈহব বস্তু সাক্ষ্য প্রাপ্য। রাধাকৃষ্ণে 'জৈহব' 'সাক্ষ্য' সেই বস্তু দর্শন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

• 912 •

নিয়ন্ত্রণাবলী

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শব্দী বা শব্দপুস্তক গ্রন্থ অকস্মাৎ লক্ষ্মী-বিদ্যার নামকরণ
লাভলাভকর। শ্রীমদীয় প্রকাশের প্রাথমিক উদ্দেশ্যে কবিতার। প্রকাশের প্রকারে কবিতা
মুদ্রিত করাই টীকা-পত্র; অর্থাৎ নিম্নের শ্রীমদীয় প্রকাশ প্রাপ্তি সাধন না। প্রাপ্ত
বা কবিতা, মূল্য বা প্রাপ্তি, অর্থপূর্ণতা বা প্রাপ্তি। প্রাপ্তি বা প্রাপ্তি - প্রাপ্তি
প্রাপ্ত শ্রীমদীয় প্রকাশ-শব্দে প্রাপ্তি বা প্রাপ্তি নহে। প্রাপ্তি বা প্রাপ্তি - প্রাপ্তি
প্রাপ্ত শ্রীমদীয় প্রকাশ-শব্দে প্রাপ্তি বা প্রাপ্তি নহে। প্রাপ্তি বা প্রাপ্তি - প্রাপ্তি

[illegible]

৩। কেও কোন সংখ্যা না পাঠিয়ে তাহা এক মাস্যাহের মধ্যে না জানাইলে
সেই কার পাঠ্য যাই না পরোস্তর পাঠকে তেলে Reply চাই বা ১০
সমসার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সানাসকভাবে টিকানা পরিবর্তন
কার নথ্যায় হয় না ; কলকাতা মার্কসমের স্থানীয় ডাকসমের সচিত্র নথ্যাদায় করণীয়।

৪। প্রকান্ত বীজগণের পরমাণু সংখ্যার অনক্ৰান্তি সম্পাদকের অভিমত।
কালে ইন্ডো-প্রত্যয়ে প্রমাণিত হইবে।
ফাটিকট না পাঠিত হইলে ফল পাঠান যেন।
কৃত কামের মত এক মূল্য পরিকল্পনা অনুষ্ঠান।

৪। শ্রমদায়ীরা জীবনের অতি কাচুর ব কোমলতার অলঙ্কারিত ভাবে বসে। যেন
 ৫। শ্রমদায়ীরা জীবনের অতি কাচুর ব কোমলতার অলঙ্কারিত ভাবে বসে। যেন
 ৬। শ্রমদায়ীরা জীবনের অতি কাচুর ব কোমলতার অলঙ্কারিত ভাবে বসে। যেন
 ৭। শ্রমদায়ীরা জীবনের অতি কাচুর ব কোমলতার অলঙ্কারিত ভাবে বসে। যেন
 ৮। শ্রমদায়ীরা জীবনের অতি কাচুর ব কোমলতার অলঙ্কারিত ভাবে বসে। যেন
 ৯। শ্রমদায়ীরা জীবনের অতি কাচুর ব কোমলতার অলঙ্কারিত ভাবে বসে। যেন
 ১০। শ্রমদায়ীরা জীবনের অতি কাচুর ব কোমলতার অলঙ্কারিত ভাবে বসে। যেন

ଉ : ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା-ନିବାସ ମନ୍ଦିର ପାଟି-ପୋଡ଼ା - କୌଣସି ନବମୋମାନ ଏକାନ୍ତରେ ବାଜୁ ନାହିଁ,
କୈଳାଶଧର, ମୋ; କୌଣସି ସୁଦ, ନବୀନ - ଯେ ତିଳାକାର ଅଧ୍ୟାୟେ ହେବ ।

-- ବାମାମୟ

॥ श्री सरस्वती-संल। ॥

[illegible]

বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্রীমদ্ভ

ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀପାଠାୟୋଃ ବିଷ୍ଣୁଃ କାବଳାଠାବିତ,
 ଶ୍ରୀକାବଳୀଃ ଶ୍ରୀକା-ମଧ୍ୟକେ ବାଞ୍ଚା କାବଳୀଃ
 ନିକୋତ୍ୟ ଶ୍ରୀମା ୨୦ ଟାକା ।

২।৪৪৮—ক্রিয়োগপীঠ-ক্রিয়াকর, ১ :
 ক্রিয়োগপুত্র, ২৭।

সাপ্রদায়িকতা

8

ਸਮਝਾਓ

‘সুপ্রসন্ন ভূমিকান্ত’ আন্দোলন-এর
 প্রতিভা-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠাপন-সমন্বিত
 প্রোগ্রাম-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠাপন-সমন্বিত
 প্রোগ্রাম-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠাপন-সমন্বিত
 প্রোগ্রাম-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠাপন-সমন্বিত

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋ. ਭਾਗੀ

निविध संवाद

— 二四 (四) 二四 —

পাটের বাক্যের দর

পাটের স্বাস্থ্য ঠাটাইবে পাটের সংস্কৃতি
 দর পাটেরে পাটের, আত্মার স্বাস্থ্য দেওয়া
 উল্লেখ্য বাস্তবায়ন করাইব পাটের দর
 পাটেরে বাস্তবায়ন করাইব পাটের দর
 অল্পসংখ্যক ক'নকারি আশ্রয় পাটের দর
 জানাইব পাটের দর ৩৭৮টি ফেল্ডে পাটের
 কার্ড পাটের দর পাটের দর ৩৭৮টি
 গর কয় পাটের দর ৩৭৮টি ফেল্ডে পাটের
 ফেল্ডে পাটের দর ৩৭৮টি ফেল্ডে পাটের
 আত্মার দর পাটের দর ৩৭৮টি ফেল্ডে
 যথাস্থান কল্প সময়ের মধ্যে আত্মার দর
 পাটের দর জানাইব পাটের দর ৩৭৮টি
 ফেল্ডে পাটের দর ৩৭৮টি ফেল্ডে পাটের

কৃষকগণকে পাটের বিভিন্ন শ্রেণী
মার্কেটে বিক্রয় করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর
পাট দ্বারা গরুর বিক্রয়ের সুযোগ দেওয়ার
উদ্দেশ্যে প্রদান প্রদান পাট-উৎপাদনকে
জু. ২১ ডি. পাট গঠন করা হয়।

এক জন সিন্ধার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
মোনাগী অতিমন্দ মজুরি পাওনের দর মংক্রান্ত
বাপারের সেশনাল আফসার নযুক্ত
ইতিহাসেচেন - ৭২ - ৭৩ মংক্রান্ত মনস্ত 'ব' অ'গতি
উহার কয়েক নম্বর ৪৪-১৫।

পাটচাষের জমির পরিমাণ

১৯৪৫-৪৬ সালের চূড়ান্ত হিসাবে জামা
খাশি ঘেব টালা, বোর, ডাঙা, আসাম ও
নেপাল রাআসমতে মোট ২,৩০০,৪৭৫ একর
জমিতে পাট উৎপাদন করা হইয়াছে।
অর্থাৎ ১৯৩৩ সালের শেষ পূর্ণাভাবের
পরেই কৃষকরা পাটের জমি ৫৮ ৩০০ একর
বৃদ্ধি পাওয়াছে।

তিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে উক্ত
 ক'ম্পোজিট বে ৭০০৫,৬৪০ গ্লাস্ট পাট
 কম্পোজিট ২০০০ গালের শেষ পূর্ণাভাবে
 বেকিং হওয়ায় এর দ্রুততা ছল তাহা অপেক্ষা
 ৫০,১২৫ গ্লাস্ট পাট উৎপাদিত
 হইয়াছে।

বিভিন্ন জেলায় কুইনার্টন প্রদর্শন

গত ১৪০ মেম্বরের যে পক্ষ লেব
হারাচ্ছে, উক্ত পক্ষে ৩,৪৩০ পাউণ্ড
কুইনার্ন, ১,৮০৫ পাউণ্ড সিকোনা, ২১,৬-৬
এম্পল ও ৩,৮০৪,০০০ হেপাট্রিন তীক!
জেনারেলকে চালান দেওয়া হইয়াছে। ১২০
পাউণ্ড 'কুইনার্ন', ১,৬৫৬ এম্পল ও

ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

১৯৬০-৬১ অর্থবছর - টকা কলিকাতায়
নিজের জমি ছাড়া বৈধ আছে।

সংশ্লিষ্ট নারীদের কে-টি-টি নৃত্যের চালিকা
কালপাতাল খোলা হওয়াছে, গাভী লটকা
সেপ্টেম্বরের শেষে কালশা গালসমুহের মাটি
লংখা গ্রন্থক হওয়াছে, -

১০০টি অবাধ্য ছাত্র হাঙ্গামা ৬১; ৫০
অবাধ্য ২০; ২০ অবাধ্য ৪১৬।
কথা ২ সঙ্গীতালো ১৮ ২০টি অবাধ্য
বিশ্ব এট সঙ্গীত হাঙ্গামা ৬১
কটকট।

তত্ত্বাবধি-এই সকল কাসনা-কালের স'ভ্য
 স'ভ্যক মাঝিণি এক আদর্শ ১.৩৮২টি লক্ষ্য
 জু'ড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ।

ହୁଏ ନକ ମୋ.କର ପ୍ରାଣନାଥ

ମୁଁ'ମନେ ଏକ ମରାଦେ ଶ୍ରୀକାମ, —
 ମୋ'ମନ ଓ ମନ ମେଢ଼ମନ ଶ୍ରୀକାମ ୩୦ ବାଟେ
 କାହିଁକି ଶ୍ରୀକାମ ନାହିଁ ମ'ମନ ତାହା ଏକ
 ମେଢ଼ମନ ମାତ୍ର କ'ଣହାଏ ।

কেনাওয়েল 'সিমেথরী' সংগ্রহ করে 'নকট
ব'লিখাছেন যে, 'শেষ ৩০ জনের মধ্যে
৩০ জন ও সংগ্রহ আশ্রয়ণ 'উপস'র
ককটরীয়া:ল বিদ্যমান এবং ৩০ জন
অ'দ'গীকে ওত্রা ক'রিয়েছে।

बहु-पक्ष विपक्षी कृषि विभाग

নিউজিল্যান্ড গভର୍নମেন্ট ଏଡ্‌ଜୁଣା ସରକାରଙ୍କ
 ସହଯୋଗ ଓ ଡାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆୟୋଜନ
 କରାଯାଇଛି । ଟିପ୍ପଣୀ ସହ ପ୍ରଥମ ସେକ୍ଟରର
 ଆୟୋଜକ ବିମାନଯୋଗେ କାଳକ୍ରମେ ମୋଡ଼ା
 ସହର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
 ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ସମ୍ମାନ କାଳ ଗ୍ରହଣେ
 ଯାକିବେ । ଟିପ୍ପଣୀର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଡେଲି
 ମାଡ଼ିଫୋରମ ଓ ମହାସଭା ସମ୍ପର୍କେ ଏହି
 ସମ୍ପର୍କ ଜନ ସମ୍ପର୍କାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରର ଧାର୍ମିକ-ପାରିବାରିକ

টুথামের বাস্তব পারামিত্য এখন
 স্মৃতিশক্তি ভাঙে উন্নতলাভ করছে।
 নিবসনা, সীমান্ত, কটিকটাক্ত ও কট-
 কাকারী বাজারে চাউলের দর টাকায় ও মের
 হতে ও মেরের মধ্যে।

বাজার সরকারী খাদ্যশস্য আমদানী
 হওয়ায়, পল্লী ক্ষেত্রে রেশনিং লম্বা প্রাপ্তি ন
 হওয়ায় এবং আউস খান উষ্ণিয়ার ফলে
 চাউলের দর একশ নাশিয়া গিয়াছে । এখানে
 আউস খান ভালই জন্মাচ্ছে ।

ନବକୋଷକଳ
 — — —
 ଶିଳା ମାଛମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରି-
 ତ୍ତିମୋନ ଓ କ୍ରମ ବିବରଣ
 ଧନ, ଚିତ୍ର, ଧାରଣ କାବ୍ୟ
 କଳ୍ପନା, ଚିତ୍ରାଳୟ କାବ୍ୟ
 ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ ଓ ଚିତ୍ରାଳୟ
 ନବ କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ।
 ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ, —
 ଶ୍ରୀମାତାମାତ୍ର ଶ୍ରୀମାତ୍ର
 ଗୋପ ଶ୍ରୀମାତାମାତ୍ର, ଶ୍ରୀମାତ୍ର ।

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৯ম বর্ষ

২১ দামোদর গৌরান্ন ৪৫৮; ৬ই কার্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৫১ ২৩শে অক্টোবর ইং ১৯৪৪, সোমবার

১৭৩-৭৫নং সংখ্যা

ଅସିଷ୍ଟକମ୍ପୋଜିଟୋ ଭବତ:

দৈনিক বদৌয়া-প্রকাশ

২১ দাখোদিত, নতুন সংস্করণ, প্রকাশ ১৯৮৮

উপদেশ

— (•) —

ভক্ত ও বৈষ্ণব অশাক্ত শ্রীমদ্ভব।
সেই শ্রীমদ্ভব শ্রীভগবান 'বলিত্ব' আছেন।
শ্রীভগবান আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা না
মনঃকল্পনার বেগানে সেখানে আছেন—'শক্তি'
নচে; তিনি সত্য ও বৈষ্ণবের মধ্যে আত্ম-
লোকায় কার্য বাগ করেন। ভক্তদর্শন
হৃদয়ে ভগবদর্শন হয়। ম'বু যুক্ত
আত্মা' মনোব্রহ্মে মল্লভোভাবে মল্লক
শ্রীকৃষ্ণ অষ্টকুল-অষ্টশিল্পে নিযুক্ত থাকত
ভগবদর্শন। ভগবদর্শন না হইলে
ভগবানের দর্শন হয় না। যেখানে 'ভক্ত',
সেখানেই ভক্ত। যদি 'ভক্ত' না হয়
বাগ্য কোন গুণ না থাকে, তাহা হইলে
ভক্তের আরম্ভ' হইবে না। শ্রীকৃষ্ণাদেব ও
সাধনাত্মকবেশ কৃপা হইতে ভক্ত হয়।
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপাও শ্রীকৃষ্ণাদেব
কৃপা। ভক্তদের কৃপার কোন কারণ নাই।
যদি ইচ্ছা কোন সুরাধাম্ন ব্যাক্তির প্রতি
হুতাং হাম্ব হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের
ভাক্ত লভি আত্ম সুলভ হইতে পারে।
বাহু বচনে তাঁহাদের কোন পুণ্য।
আত্মভক্তি, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য্য না
নিপুণতা প্রভৃতি না থাকিলে হয় ত'।

অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণও শ্রীকৃষ্ণভক্তের কুণালীভ
 হুটুকে পাঠেন। সাধনাবস্থার কালক্রমে
 লাভ হয়। অগ্নি-কুণালীভের কল্প যতটুকু
 সাধন। যে সাধন দৈন্য ৫ কুণালীভ নাট,
 তাহাতে কুণালীভ হয় না। দৈন্য
 সাধনাবস্থার দ্বারা দৈন্য কুণালীভ কালের
 পাঠ হয় না। দৈন্যের পাঠ কুণালীভ হয়।
 অগ্নিকুণা, 'অগ্নিকুণা', 'অগ্নিকুণা' ও
 'অগ্নিকুণা' সাধন কর একমাত্র বলা-ভরসা।
 অগ্নিকুণা কুণার পদ শরৎগাওঁর পদ
 —নিউরতাব — অগ্নিকুণা, অগ্নিকুণা
 ভক্তির পদ নহে। 'অগ্নিকুণা' উপর
 নিউর করেন না, 'নিউ' অগ্নি ও
 অগ্নিকুণার কুণার উপর সম্পূর্ণ নিউর
 করেন। অগ্নির কুণার ভরসা নাহি। 'নিউ'
 সত্য কুণাভীন। আশ্রয়বিচারে নিউরভক্তির
 উপর নিউরতাব অনর্থক অগ্নি। অগ্নি
 বা গুরুত্ব কুণাপাদপদের সহিত সাক্ষাৎ
 যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ এজগতে তঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ
 সেবক বা অষ্টমৈত্রিকের বেশ ক'রখা যে
 সঙ্গীতপেজা করণের পাত্রের তালীন করেন,
 সেও করণের কল্প যতটুকু শ্রীকৃষ্ণদেব।

[illegible]

পেডাক্রাম পরোক্ষক্রান ও অপরোক্ষ-
ক্রান—অন্যক্রান। অপরোক্ষক্রানে কেবল
অন্যক্রানেই নান্দ্রিক ক্রান থাকায় অর্থাৎ
অন্যক্রানোক্ত ক্রানের অর্থাৎ থাকায়
ভেদাক্রানক্রানেই এলা হয়। অপরোক্ষ
ক্রানের ক্রানেই ক্রানের ৭ ক্রান মনোনয়ন।

[illegible]

আমাদের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল
অগ্রগতি। মানুষের জীবন উন্নয়ন। তাঁর
মত। প্রকৃতি ও মানব কল্যাণের উন্নতি। অগ্রগতি
উন্নতির কল্যাণ। বাস্তব। প্রকৃতি ও মানব
কল্যাণ। উন্নতির কল্যাণের উন্নতি—মানুষ
নিজের জীবনের উন্নতি। কল্যাণ। অগ্রগতি
প্রকৃতির উন্নতি। বাস্তব। কল্যাণ। বাস্তব।

Platform Speaker অপেক্ষা যিনি
 প্রত্যেকের পূণক পূণক ব্যক্তিগতভাবে
 উপদেশ প্রদান করেন, তিনি অধিক ব্যক্তিগত
 উপকার কবিত্তে পারেন। Platform
 Speaker সাধারণভাবে যে কথা কীতন
 করিয়া যান, তদ্বারা সকলের মতল সমস্ত
 সমাদান বা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতল
 অনেক সময় হয় না। কয়েকজন বক্তৃতা
 সাধারণভাবে নকুতা শুনা অপেক্ষা
 Coaching Classএ ব্যক্তিগত defect
 অধিকতরভাবে সংশোধিত হয়। এজন্য
 ব্যক্তিগতভাবে পূণক পূণকভাবে যি কার্য

উপদেশ প্রদান করেন, তদ্বারা ত্রিভাষা
অবক স্থানী মঙ্গল এবং বোধ হয় অধিক
লোকের পারিত্রিক মঙ্গল কালেতে পাবেন।
পারমহংসীম্বর ভিক্ষুগণ কৃষ্ণপাদে ভিক্ষু
আমরা প্রকৃত উপদেশে অগণের লাভ হয়
সাধিত।

জীবের দয়া

(ଶିଳ୍ପମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବମାନ ଶୁଦ୍ଧ)

জাণে দয়া বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান
অঙ্গ। জীবের আত্ম দয়া করা বৈষ্ণবের
একটি স্বভাব। যীতান্ত্রে এ স্ব-স্বার্থ পরিত্যাগ
না হয়, তিনি সত্যের পক্ষে যতই চেষ্টা থাকে
কারণেই বৈষ্ণব হতে পারেন না। 'জীব
দয়া, নান্দে দ্যৌঃ, বৈষ্ণব-সুগমন', শুষ্ক চন্দ্র
বৈষ্ণবে কণ্ঠে কয় গাথিয়া, প্রাণ-সংসার
দয়াই শিক্ষা এটার করিয়াছেন। জীবের
আত্ম বৈষ্ণবে দয়া বৈষ্ণবে অকৃতকর্মের
সাক্ষ্য। তাহার বাহ্য পরিচয় - হৃদয় জাগ্রত
পারলে উপদেশের ভাষণে। দুঃখেই দয়া
যায়। অতএব তাহার বাহ্য পরিচয়
অকৃতকর্মের কারণেই। 'জীব দয়া' - এক
কথাটা কেবল বক্তব্যের মধ্যে, হৃদয় বুদ্ধিতে
হৃদয়ে। আত্মের একজনের মধ্যে থাকে
বুদ্ধিগাম্যতা পাঠ করিয়াছেন, তাহার আত্ম
দয়া নয়, মৈত্রীস্বভাবের কারণ উপদেশ
আছে। অতএব একজনের মধ্যে থাকে
বাণেশ অথবা মৃত, তাহাদের আত্ম দয়া
কারণেই দয়া জীবের ক্রিয় বৈষ্ণবে
প্রবৃত্তি চৈতন্য উপদেশ হৃদয়ে জীবের আত্মকর্ম
অষ্টম উপদেশ করে, তাহার নাম দয়া।
ক্রিয় তিনপক্ষের অর্থাৎ অষ্টম, ত্রয়ো-
দশম ও সূর্যমণ্ডল। অষ্টম - ক্রিয়-স্বভাব
স্বয়ং প্রভৃতি অষ্টম - দয়া। তাহার কারণে

ଜିନେର ସରଳ ସେ କଳାକାର, ତାହାର ନିସ୍ତୁତି ।
 ତହାସ ଜିନେର ସ୍ଥଳ କ୍ରେମ । ସାହାସକ ହେବା
 ସାହସକ ଅବସ୍ଥାର, ଦୁଃ, ଚିନ୍ତା ଏ ସବୁକେ ଜିନ
 ସୌକର୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତାହାଟି ତାହା ସାମାଜିକ-
 ସମାଜ । ଜଡ଼ିତ ମନରେ 'ଆମ' ଓ 'ଆମର'
 ଦୁଇକେ ସାମିକ, ଅବସ୍ଥାର ସମ । ଜଡ଼ିତ ମନରେ
 ଜ୍ଞାନାବିଚାରୀ ସାମିକ ଦୁଃ, ଜଡ଼ିତ ଜ୍ଞାନକେ
 ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସାମାଜିକ । କହାର ନାମ ସାମିକ
 ଚିନ୍ତା, ଜଡ଼ିତ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଏ ଗୋଟିଏର ନାମ
 ସାମିକ ସମ । ଏହି ସମାଜୀୟ ଜିନେର ଏକଟି
 କ୍ରେମ । ଏହି ସମାଜୀୟ ମାମୁଲାର ଉଦୟ
 ଓ ପତନ । ଏହି କାହା ସହ ଚଳ, ଜିନ ତହା
 ଏ ସରଳ ଆହ୍ୱାନ ତହାସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତାନ୍ତେ ତହା
 କ୍ରେମସହ ସାମିକ ଜଗତେ ଅବିଚାରୀତ ତନ ।
 ତାହାର ଉପର ସହଜତା ତହାସେ ମାମୁ ଜିନେର
 ସୁନ-ସବିର, ସୁନ-ସବିରସହ ଅବସ୍ଥାନ, ଦୀନୀ, ସହ
 ଏ ସାମାଜିକତା । ଏ ସମାଜୀୟ ଜିନେର ସୁନ-
 ସବିରତ କ୍ରେମ । ମାମୁଲାର 'ହ' କ୍ରେମ
 ନଟେ, ମାମୁଲାର ଅବସ୍ଥାର ସ-ସରଳ ତହାସେ
 ସୁନାବିରାଜିତ ସାମିକ ଆପାତନ : ସୁନାବିରା
 ମାମୁଲାର ତହାସେ କ୍ରେମ ନଟେ । ସାମିକ
 କଳାକାର ଜିନ, ତିନି ଏହି ସମାଜ କ୍ରେମ
 ତହାସେ କ୍ରେମ : ସାମିକମାନେ ତହାସେ ଏହି ସମାଜ-
 ସମାଜୀୟ କରିତେ ଥାବେନ । ସିନେର ସହ
 ସାମିକ ତହାସେ ଥାବେ, ତିନି ଅବସ୍ଥା କ୍ରେମ
 ଜିନେର ତହାସେ ତହାସେ ଅବସ୍ଥା ତହାସେ ଥାବେନ ।

[illegible]

ସିଂହେ ଓ ଶାବଣାସୁତେ ନିମିତ୍ତାଦେଶ ;—

মহা-স্বপ্ন। ৫৮ — ত্রিপুরে পামর ।

निध कः १०, १०० यान अग्रयण ॥

ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

(অকারণে চেন হে !)

ନବୋଦ୍ଧା-ଗୁଣାମୁଦ୍ରା । ନାଥ । ନନ୍ଦ ଧରାଜନ ।

নাঃ ওখানে নামস্ট্রী নীঃ ১৩ কাঃ ১৩ ॥

ଅଧିକ ସାବଧାନ, ଭାବ, ସା ୩ ଯେ । ୭୩ ।

१७ ६५३, ६५४ ६५५, ६५६ ६५७। ॥

ଅମରାମ ମୁକ୍ତ ହ'ସ୍ତେ ମତ କୁଦାନାମ ।

কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ নন্দ প্রায়ঃ ॥

৪ 'আমি সংসারি কহে ছাড়ি' অনাচার ।

ଜୀବେ ନ୍ୟା, ହସନାୟ— ୨. କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ॥

ধাৰে ধাৰে ত্ৰুটীপৰ শিক্ষা দিতে দ্বিভাষ
 এখন একটো জীৱণ এক ২২সৰে উজ্জ্বল স্বৰ্গীয়
 প্ৰকাশন কৰে, তৰে বৈজ্ঞানিক নজ কাৰ্য্য
 বিশেষ প্ৰকাশ কৰেন। জীৱণ ভাগ্যোদয়
 না হৈলে প্ৰকাশ্যুৰা প্ৰস্তুতৰ উদয় হয় না
 কৰকাল জীৱণ সত্যায় কৰা বৈজ্ঞানিক

দলগত ভাবে দ্বারের একধারে গঠিত।
 জনকে কৃষ্ণাশুণ্য কড়াই নৈফনের প্রদান
 কাঁধ। যে হল দুল শরীরের রোগানিত্য
 বা কুপ্ত কড়াই এদিক উদ্ভাষ, সেখানে
 নৈফনও নষ্ট, যেহেতু কড়াই কেবল
 কণক উৎকার হয়, কিন্তু অন্য উপকার
 হয় না। তাই যেখানে এসব কাঁধাধারা
 কৃষ্ণাশুণ্য প্রদত্তের সম্ভাবনা হয়। যাতে
 পাঠে, মোহনে তত্ত্বকার্যেও নৈফনের ব্রহ্ম-
 প্রদত্ত হয়।

[illegible]

ଭିକ୍ଷା ନାମ ନିମ୍ନାୟକ ଯୁକ୍ତ ଚରଣ ନବନିର୍ମାଣ
ମହତ୍ତ୍ୱ ଭିକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଚରଣାବଳୀ ॥

‘मैयवधस्य कि !

— ::(✱):: —

ଜୀବ ସ୍ବରୂପ: ଶ୍ରିକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ
 ହୃଦୟ ଶାନ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ
 ତତ୍ତ୍ବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରେୟ ଓ ଅବେଶ, ସୁଖର
 ତେଜୋ-ନିମ୍ବମୟ । ଶ୍ରୀ-ଭଗବାନ୍ ମାଧ୍ୟମିକ
 ଓ ଜୀବ ମାଧ୍ୟମିକ । ଜୀବ ସ୍ବରୂପ: ଚରଣ,
 ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶେଷ । ଜୀବ ଅନୁ
 ଚିନ୍ତା, ବିଭୁତ୍ବ ଓ ଶ୍ରୀଭଗବାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ
 ଜୀବର ନିତ୍ୟତା । ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବ
 ମାଧ୍ୟମିକ ତତ୍ତ୍ବମୟ । ଶ୍ରୀରାମ ତତ୍ତ୍ବମୟ ତତ୍ତ୍ବମୟ
 ଜୀବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବମୟ । ମାଧ୍ୟମିକ ଜଗତ
 ଆଗମନର ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ବମୟ ଧର୍ମ ଜୀବର
 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବମୟ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ବମୟ, ତତ୍ତ୍ବମୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଜଗତ
 କାଳର ନିମ୍ବମୟ ଜୀବର ମଧ୍ୟତତ୍ତ୍ବମୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାଥ
 ନାଥମୟ ଧର୍ମ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ-କାଳ ତତ୍ତ୍ବମୟ
 ଜୀବର 'ନିତ୍ୟତା' ଧର୍ମ ହୃଦୟରେ । ମାଧ୍ୟମିକ
 ସ୍ବରୂପ: ଜୀବର ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ବମୟ ନିତ୍ୟତା
 ଧର୍ମର ଅନ୍ତର ତତ୍ତ୍ବମୟ । ନିତ୍ୟତା ଧର୍ମ, ଧର୍ମ
 ଓ ନିତ୍ୟତା । ନିତ୍ୟତା ଧର୍ମ ନାନା ଆକାର
 ନାନା ଅବସ୍ଥା, ନାନା ଲୋକତତ୍ତ୍ବମୟ ନାନାକାର
 ବିପ୍ରତ୍ୟୟ ।

ଜୀବନାହେରଟି ଯୁଗେ ନିତ୍ୟାସଂ ଶ୍ରବଣ । ଓହ୍ଲେ
 ଧର୍ମ ସଂସାର ସଂସାର କେବଳ ? ଓହ୍ଲେ ଧର୍ମାତ୍ମା
 ଜୀବନ ଧର୍ମ ଏକଟି ପ୍ରକାର । ଓହ୍ଲେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ
 ଜୀବନ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରାୟେ ଧର୍ମ ପ୍ରକାର ସଂସାର—
 ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା । ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା
 ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା । ଧର୍ମାତ୍ମା
 ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ।
 ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ।
 ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ।
 ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମାତ୍ମା ।

কালভেন্দ্র সজ্জে' পুণক ভাষা "কে
সেই মৌল্যবিক ধর্মের 'হুগ' -র দেশ 'ন-
তিয় আকার ক নাম পাশ্ব রত। জীব যত
উপাধি চটেতে পক্ষিত জন, তৎ
ঐতাব দর্শ নিষ্কামিক তথা।
নিষ্কামিক অবস্থার সকল জীবোষ্টে এক
নিঃস্বার্থ ।

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকে, ততক্ষণ ভাটায়
 বন্ধনের অস্তিত্ব নাই। শুদ্ধজীব আপনাকে
 কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন। অভিমান
 একটা প্রাকিকবেষ্ট। ৩য় শুদ্ধ অভিমান, না
 ২য় অশুদ্ধ অভিমান। শুদ্ধ অভিমান
 অসাক্ষ্য, আর অশুদ্ধ-অভিমান সাক্ষ্য।
 শুদ্ধ-অভিমানে এখন ৩য় না, বন্ধনযোচন
 হয়। মায়াস্বপ্নে অশুদ্ধ হৃৎপটে সেট
 অভিমান সঙ্কলিত হয়। ১২য় চিত্র আকার
 ধারণ করে। মায়াস্বপ্নে জীবের শুদ্ধবরণ
 লজ্জা ও মূলদেহে আবৃত হয়। এতপ্রকারে
 মিথ্যা অভিমানযুক্ত হইয়া জীবের স্বপ্ন
 বিকৃত হয়। জীব যখন মায়াস্বপ্নে অশুদ্ধ
 হয়, তখনই স্বপ্নস্বরূপ নিকার শাস্ত্র
 প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানারা কষ্ট পায়। জীবের
 কৃষ্ণদাস্ত 'নশ্ব' ও হৃৎকামাধেই সংসারগণি
 মা'সম্মত উপাধিও হয়। প্রত্যক্ষশেষট শুদ্ধ
 জীবের স্বপ্ন। বাস্তবতে বিমল চেতনারা
 কৃষ্ণদাস্ত লাভ করিবার যত্ন আছে। তাহাতে
 নিতানন্দ। নিঃশব্দ শ্রবণভেদে, জ্ঞানভেদে
 ভাবভেদে পৃথক পৃথক নামে পার্শ্ব
 হৃৎপটে ভাঙা এক ও পঞ্চম উপাধি
 কৃষ্ণদাস্ত জীবের নিভে পড়ে। জীব জড়
 নহে, জড়ীভূত নহে। চৈতন্যের হকার গঠন
 শেষের হকার নয়। কৃষ্ণদাস্ত শেষে জীবের স্বপ্ন
 পড়ে।

ଗଗନେ ନୈଷାଦସ୍ୟ କାମେ ତ୍ରୁଟି ମୂଳ
 ମୂଳକ ମଧ୍ୟ ଚାଲେ । ଏକଟି ଗୁରୁତ୍ବ
 ବାଦ୍ ଆର : ବଟୀ ନିବୃତ୍ତନ-ସ୍ୟ । ଗୁରୁତ୍ବ
 ସ୍ୟ : ଶ୍ରେୟ : ଏକ ହୃଦୟେ ଗଗନେ ଚାଲି
 ଶାକାର ଗୁରୁତ୍ବ ନାଥାତ ନୈଷାଦସ୍ୟ, ମଧ୍ୟାତ
 ନୈଷାଦସ୍ୟ ନାଥାତ ଶ୍ରେୟସ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୟ
 ଗଗନେ ନୈଷାଦସ୍ୟ । ବସ୍ତୁ : ଗୁରୁତ୍ବ
 ଏକ ଓ ଅନ୍ୟ । ହୋର ଗୁରୁତ୍ବ ନାଥାତ
 ସ୍ୟ ବା ଗଗନେ ।

ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା । ମୋର ଚାହୁଁ
 ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା । ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ
 ଏକ 'ଭାବ' । ଚାରୁଚକ୍ର ପ୍ରଦୀପକମୟ
 ମିତ୍ରମଣ୍ଡଳ, ଶେଷମୟ, ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
 ଓ ବାସନ୍ତୀ ମିଳିତା ମିଳିତା ।

স্বয়ং গগান প্রীতিরূপেই প্রথমতঃ
বলিয়াছেন যে, 'একটি ধর্ম্ম তিনটি ভা-
ষায়—স্বর্গ-পৃথ্বী, অতীতের প্রকৃতি ও
ভবিষ্যৎ। এটি তিন ভাষায় অবগত হওয়া বি-
য়ন্যবগ আদরণ করেন, তিনিই শুদ্ধতম
শ্রদ্ধাভাজন।

[illegible]

କୃଷ୍ଣାକ୍ଷରୀ ଜାଣିବେ ଯାହାକି ନିଜର
 ମାନବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ 'ଭାବ' ହେବ । ଭାବ ଗୁରୁ
 ହେଲେ 'ମନ' ହେଉ ନାହିଁ । ଭାବେ ଭାବିବେ
 ଜାଣିବେ ନିଜର ମାନବ, ନିଜର ମାନବ ଓ ଶ୍ରମ
 ସାମାଜିକ । ମନେ ମନେ ଅଭାବେ କେବଳ
 କେବଳ ଶ୍ରମ ଓ ନିୟମାବଳୀ । ମନେ ମନେ
 ଆଉ ଆମର ଉପକୃଷ୍ଟ ବିକଳ ନାହିଁ । ମନେ
 କେବଳ ମନେ ମନେ । ଆମର ସ୍ବୀକୃତ ହେଉ
 ମନେ ହେଉ ।

৩৩। বাঁদার নিভান্দক "টোকা-বন্দ"
 বা "কলকাতা"। জোবান্দা নিভা অশা
 সনা-ন বন্দ। শুকরা জোবান্দার নিভা-
 ন্দক—সনা-ন বন্দ বা টোকা-বন্দ। টোকা-
 বন্দ কলকাতা বন্দ নচে, টোকা-বন্দ চোকা-
 বন্দ একশাতি বন্দ। জোবান্দার নিভান্দ
 'নিভা-কলকাতা'।

কীংকর স্বপ্ন। তগ। ১৭ সেবা, —
 কীং নিভা রক্তদাস — তাঁহা ভুলি' গেল।
 এহ নোঃ য মায়া ত'র লায় বাঁধল।

তাহায়ে নে বাঁসি মর্মে কর্মে সদাচার।

କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେ ଶ୍ରୀତି ଉପରେ ମନେ ନବାର ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

- 51 -

নিয়মাবলী

[illegible][illegible]

৩। কেও কোন সংখ্যা না পাঠিলে ডাটা এক সপ্তাহের মধ্যে না জনাইলে
 কারে আর পাওয়া যায় না। পরোক্ষ পদ্ধতিতে শুধু Reply card বা ১০
 প্রকার ফ্রিকিট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে টিকানা পরিবর্তন
 কারে পাওয়া হয় না। কলকাতা হাটকমারের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত যোগাযোগ করণীয়।

୪ । ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାଦ୍ୟମେବ ପରମାର୍ଥ-ସଦ୍‌ବ୍ରହ୍ମ ଅବକାଶିତ ଅବସ୍ଥାନିତେର ଅଭ୍ୟାସନ ଶୀଘ୍ର କଲେ ଶୈଳଶିଖା ଶାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚତୁର୍ଥେ ଗାୟେ । ଅନନ୍ତାୟାମିତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତସ୍ତୁତ୍ୟାକାଂକ୍ଷିତେନା ପାଠିତସ୍ୟ ଫଳଂ ଶାଠିନ ଚୟନା । ଶ୍ରୀକଞ୍ଚେରକଗ୍ନ ଶ୍ରୋତେ କାଞ୍ଚେର ଶ୍ରୀବୀର ଶ୍ରୀବଦାୟେର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ପ୍ରଭାତୀ ପରିକାରଞ୍ଚେ ଶ୍ରୀବଦାୟାମି ଶିଷ୍ୟା ପାଠିତେନ ।

৪. জিনিসাদ্ব্যাপ্তিকালের প্রতি কাগজের কোনপ্রকার অপ্রকৃতজনক আচরণ দ্বারা গেলো
 ৫. মঙ্গলমকের উচ্চাভ্যাসী যে কোন মনর তহঁতে যে কোন ব্যক্তির নিকট জিনিসাদ্ব্য-
 ঞ্চকাল প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারবে। অকর্তৃত্বপন্ন জিনিসাদ্ব্যাপ্তিকাল যথার্থ্যের ভাষ
 ৬. মঙ্গলম-প্রদোশে পনমুখ্যতা বন্ধ, সুতরাং ইত্যাকৈ কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অসম্ভব
 ৭. মঙ্গলমের পরিচায়ক, সন্দেশ নাট।

১। উন্নয়ন-লক্ষ্য সংকল্প প্রতি-পত্রিকা - উপায় নবোপায় প্রচেষ্টার তত্ত্বাবধি,
জুন ১৯৭৮, পৃঃ উদাঃপূর্ব, নং-১—এই ত্রিকানায় পাঠ্যক্রম ছড়াবে।

— ୧୩୫ —

শ্রী শিবসরস্বতী-সংলাপ

‘ମହାଲୀନାଦ୍ରା-ର ଓଷଧ-ର ଉପାଦାନ-
 ି କାହାଣୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକାଶ କିମ୍ବା
 ଅଧ୍ୟୟନର ସେ ମକଳ ମହାବୀର ଜ୍ଞାନ
 କାହାଣୀ, ତାହା ମହାବୀର ହେବା କାହାଣୀ
 ହେଉଛି । ଯାହା ଉପାଦାନ ।

ଦେବତା, ମାୟା ଓ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର

কুম্ভাধ্বাচাৰ্য্যোঃ বিষ্ণুঃ তীব্রন-চৰিত,
 * সাক্ষাৎ ৬ শিকা-মধ্যে বাংলা ভাষায়
 সন্দেহিত গ্রন্থ । মলা ২০ টাকা ।

ପ୍ରାଚୀନ—ହିନ୍ଦୋଗମୀ-ହିନ୍ଦୋଗମ, ୧୮:
ପ୍ରାଚୀନ, ୨୦୩।

সাম্প্রদায়িকতা

ਸਮਝਾਵ

নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাকৃতপূর্ণ আন্দোলন-এর
হাওয়াতেই সমগ্র জাতি-ধাওয়া বসন্তমণ্ডে
প্রোথিত শাস্ত্রীয় বিচার ও ম্যালোচনিত
প্রকাশিত এবং পরম্পরসমক্ষে মানবজাতির
সাধারণ উন্নয়ন নিরাকৃত হয়েছিল।

ଅନାମିତ ସ୍ତ୍ରୀ:

विविध संवाद

— (4) —

ভারতীয় সৈন্যদলের কতিপয়

'স্ব'কর শকর শর্ষে তারিণী মৈত্রগণ পূর্ণ
 ও পশ্চিম গুটী গণাক্ষেপে নূন নূন বিকর-
 গৌরব বহিরা আনিয়াছে। হউবোনের
 কন্যাকার পাল হউগী অখিহানে ত্রাহার
 টেল্লবোয়াগা অল গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতীয় সৈন্যগণই ব্রাহ্মণের গচ্ছালন
করিয়া সত্যাগতা করিয়াছিল। ১৫০০
মাল মোড়ের পথ রোমেল যখন মালবেল
বাজারে নিকট তাঁহার সন্তানগণকাদির
সম্মুখীন হইলে 'ফরসা দি ডান, তখন অল্প
বাঁচনী তাঁহাকে আক্রমণ কর এবং সে
সময়ে চতুর্থ ভারতীয় বাঁচনী অল্প বাঁচনী
অপেক্ষা ছিল। রোমেলের পক্ষত-পক্ষ
বিক্রমে ভারতীয় সৈন্যগণই আপাততঃ পড়ে
এবং তখন তাঁহাদের কামান পরিচালনা
কোন ভোড়জোড় ছিল না, না টপসাদারী
পনীক-কাষের সত্যাগতাও তাঁহারা গ্রহণ
করে নাই। কেবলমাত্র তাঁহাদের পক্ষিনের
অন্ত উৎপাদন শীঘ্রাতঃ মুক্ত-কোশল
কাল অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এষ্ট
সন্তানগণক আত্মানে আপাততঃ পড়ে এবং
সন্তানগণক হত হই ও পক্ষিনের হত
হই।

৷ৡৢৣ ৷ৡৢ ৷ৡৢৣৡৢৣৢ ৡৢৣৢৢৢৢ
 ৡৢৢৢৢ ৣৢৢৢ ৢৢৢৢৢ ৡৢৢৢৢৢৢ ৡৢৢ
 ৡৢৢৢ ৣৢৢ ৢৢৢ ৡৢৢৢৢৢ ৡৢৢৢৢৢ ৢৢৢৢ ৢৢৢ
 ৷ ৡৢৢ ৢৢৢ ৢৢৢ ৡৢৢৢৢৢ ৢৢৢৢ ৢৢৢৢ
 ৡৢৢৢ ৣৢৢ ৢৢৢৢ ৡৢৢৢৢ ৢৢৢ ৢৢৢৢ
 ৡৢৢৢৢৢৢৢ ৢৢৢৢ ৡৢৢ ৢৢৢ ৢৢৢৢৢ
 ৢৢৢৢৢৢৢ ৡৢৢ ৢৢৢ ৢৢৢ ৢৢৢৢৢ

জুলাই মাসের এক পাতাতে যখন মিত্র-
সেন:দল সিংগীতে অন্তরণ করে, তখন
কহতে আজ ৭ বাস্তব মারো ও শাংখো নদী
অতিক্রমের জন্য কঠোর সংগ্রামে,
ক্যাসিনোও এং হটালীর গ্রাম গ্রামে
জাতিজাতি যুদ্ধে তারহাঙ্গ নৈয়গণ যাবাব
অংগ গ্রহণ করযাছে।

১৯৪৩ সালের ২-৫ জুলাই তারিখে
তাহারা গাঙ্গারী, নক্ষত্র ডাক্তারের অতিরিক্ত
করে। তারাই মৈনামের মধ্যে তাহারা
গাঙ্গারী কুমারীরদের আশ্রয় পাচ্চেন।
এখানে যুদ্ধ করার সম্ভাবনা ছিল করে
তাহারা যখন যাওযোবেদ বিবর্তিত বিশ্ব
গাঙ্গারী মাধবক শরদ্ধায় ডাক্তার
আলম্বন করে এবং গাঙ্গারীতে অবতরণকারে
তারাই অনিশ্চিত সাফল্য কোরট বহু দিবস
পথ উন্মোচন ও রক্ষা করে। যোগেশ
গাঙ্গারীক বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দল

ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি টিউবার
কুখণ্ডে অবতরণ করিতে গিয়াছে।

ଅକ୍ଟୋବର ମାସେ ମାଜିଲେ ଅତିଥି ଭାବରେ
 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନଟି ଏକଟି ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟରେ
 ଗତି-ଚର୍ଚ୍ଚା ପୂର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରା । ଟ୍ରାନ୍ସନୋ
 ନଦୀର ଦୂର ସରାବର ସେ ଆକାଶ ମାଟିର ମୋଟାରିତ
 ହେବାକୁ ତାହା ବିସ୍ତୃତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
 କରେ । ତାହାଙ୍କର ଉପର ମୁହେଁ । ଭାରତୀୟ
 ଟେନିସ୍ ଖିଳାଳୀଙ୍କ ସହାୟତା ସମ୍ମାନରେ ତାହାଙ୍କ
 ଏହି ନଦୀ ପାର ହୁଏ । ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ମନ-
 ମୋହର ପ୍ରତିରୋଧୀବାର କାରଣ । ତାହାଙ୍କର ନଦୀ
 ଅବସ୍ଥା କରେ । ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପୂର୍ବମିନି ଡିକଟ
 ତାହାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥାନ "ବ୍ରୋଡେର ସୁନ୍ଦର"
 ନିଶ୍ଚିତ । ଅବସ୍ଥାନ ଚୟ । ତାହାଙ୍କର ନଦୀର
 ଭାରତୀୟ ଆକାଶ ଆକାଶର ମନେ ବାସ୍ତବ୍ୟମୟ
 ସ୍ବରାସ କରିବା ତାହାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅନାଥର ବୃତ୍ତର
 ମାଜିଲେ ଅର୍ଜନ କରେ ।

আগামী ১লা ডিসেম্বর তারিখে জানা
যায় যে, অষ্টম আন্তর্জাতিক ডিফেন্সনকে অফিস
“উইনটোন স্ট্রাইট” গিলাস্ট্র কলিফোর্নিয়া।
তৎপাত আন্তর্জাতিক সেনা-কমান্ডার গিলাস্ট্র
অগসন মধ্য ১৯২০ কাঠামে পবিত্রম সংকলিত
মার্কিন নদী আন্তর্জাতিক করে। টেউকোপন
নির্দেশনা নীচ স্মৃতিতে পদতুলনায় বৃদ্ধি করিলে
কোমর পাড়ান হাশাধের মতো সংলগ্ন
কম ছিল।

সরকারী হুদামের গাম ও আটা

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর—গণদ্যমেটের
মুক্ত পায় ২৫০০/ মণ গম প্রাপ্তমণ ৭৫/০
দরে এবং ১২০০/ আটা প্রাপ্তমণ ৩০০ দরে
এখানে প্রাকৃত্ত নীলামে বিক্রয় করা
হইয়াছে। মধ্যমনাগরহের একটি মারোবাড়ী
ক'য় উহা খারদ কাঠাছেন। কোনো
যাচেছে য. এত ক'য় একটি মধ্যম ক'ল
লাহত গ'মর এবং বিক্রীত ম'ল এই ম'ল
কাষে খাটান হইবে। ক'হা উল্লগযোগ্য
এই মাল গত ৭২শের খাত্তা জাবের সময় মুক্ত
করা হইয়াছিল। নূতন আমন খানের
আমদানীর গ'ল গলে আটা ও গমের চাহিদা
মোটের থাকে না। ফলে আমদানীর ক্রয়
খারাপ হইতে থাকে এবং উহা আর
গণদ্যমেট লম্বা হইত দোকানজাগর নাহক
অনগাধারের নিকট বিক্রয় করা গস্তর হয়
নাহ। মালজাগ বিক্রয়ের পূর্বে উহা
মুখ্যের খাত্তর উপযোগী কি না তৎসময়ে
কোন পরীক্ষা করান হইয়াছে কি না জানা
ধাধ নাহ।

[illegible]

— — ::(: • :) :: — —

"মহা:পুত্র—গোলোক-ঐশ্বর্যবান ।
 হাই, নিত্য হৃত মাতাপিতা-বন্দ্য ॥
 ২য়, ঐশ্বর্য মাহুবা-কৃপা দ-ভাগ্য ।
 ৩য়, সমগ্র: দানী যিতা রানি'দ লীলা-সাম ॥
 ৪র্থ, তলে পরগোমে 'বিজ্ঞ:লাক'-নাম ।
 ৫য়, গাংগা আ'দ অনন্ত বক্রণেব সাম ॥
 ৬য়, অ-আবাস কৃষ্ণ—যেড়ুখ্যা-ভাগ্য ।
 অনন্ত বক্রণে যাই, ক্রমেন বিহারে ॥
 অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাই—ভাগ্য-কোঠরি ।
 পারিষদগণে যেড়ুখ্যা, আ'দ ত'র' ॥

ଶୈବ ଶିଖର ବିଶାଳ ବିହାର ଶିଖରାଗଣେ
 ଚାରିପାର୍ଶ୍ବେ ଲୁହର କାନ୍ଦୁ ହେନ ଗିଳାମଳମ
 ଦ୍ବିତୀୟ କାନ୍ଦୁ ହେ—ଶିଖରାଗଣେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ବେ
 ବିହାର କରେନ । ମକଳେଟ କୋଟି କୁଣ୍ଡଳ
 ଶୋଭିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୁହୁଣି । ଦିଶିବ
 ଚନ୍ଦ୍ରବିହାର ହେତେ ଶିଖରାଗଣେ ଆଗର ଅଗର
 ଚନ୍ଦ୍ରବିହାର ଶିଖରାଗଣେ ଉପର ଆଗର
 ଶିଖରାଗଣେ ଲୁହର କାନ୍ଦୁ ହେନ । ଏହି

এই পরগণায় বা নৈকুট নানাবিধ জনপদসমাকীর্ণ এবং বিচিত্র জাকাজ, বিধান, চতুষ্কার, পুরস্কার, পুর এবং তত্ত্বমালা ও সৌখ্যমালায় পরিপূর্ণ। তদার মধ্যে ঐতিহাসিক অপরাজেয় বিত্তর পুরী আছে। এইকণ পুরীত ভাষাগা খ-খা'ক'ও বজানসহ 'নয়' বিহার করিতেছেন। ইহার পুস্তিকাতে চত, প্রচত; দক্ষিণদিকে তন্ত্র, সূত্র; পশ্চিম দিকে জয়, বিজয় এবং উত্তরদিকে বাতা ও বিধাতা নামে ছাত্রালাগণ আছেন। অষ্টাদশে কুমুদ-কুমুদাঙ্গি এই দিক্‌গণ বিদ্যমান। 'এই অতুল ঐশ্বর্যমণী মহাপুরী কোট-বৈদ্যনরগণ গৃহগণসংখ্যা আশুত এবং আশুতবোধন আশুতর গৃহ ও রমণীগণে পূর্ণ। তদার মধ্যে ঐহর গণসংখ্যা-পরিমোচিত পরমৈশ্বর্যচমৎকার অতঃপর সদানন্দ কোলাচলে পূর্ণ হইয়া প্রাজ্ঞমান। বাহির্ভাগে অত্যন্ত রত্নরাজ্য বিদ্যাত্তরাজ্যে চত সত্যমণি নিন্দামূলক সমুদ্রে সনা দীর্ঘ এবং মহাবিশ্বপতিত সু-সুখ সুখ-সম সমস্ত সত্যত ও সমগানে সুগরত। এই অত্যন্তমো সলবেদনর রমণীক নিগল সিংহাসন পোতা পাঠেতে। তদার মহালক্ষীসহ ঐহরি সনা সুখে আশুত আছেন। তিনি হকৌরগণস্রাম; তদার নিরিনকুমুদন করণ ও চরণ কমল বিকসিত রক্তগণ সঙ্গ; তদার সন্ন্যাস সন্ন্যাসীকর্মে আদারসংগ; অজ পীতস ও পীত উত্তর, মন্তক মহাপাশ'গণ'ও মুকুট কর্ণে মণিষ কুণ্ডল, কণ্ঠে মুকুট ও পুষ্পমালা। অত্যন্ত অজ নানাদর্শিত

শান্তি'র 'অক্ষয়' জাতি'র' প্রতিবে
 অকৃত্রিমী শ্রীমতী'র' উৎসাহ'র' সিক' সিক'
 করিয়া' এই' স্থানে' সাপোকা, সাপোকা-সাপি'
 ও' সাককা' গাভ' প্রাপ্ত' হন' কিন্তু' 'নির্জিনে'র'
 অক্ষয়'র' সিক' অক্ষয়'র' সিক'র' সিক'
 এখানে' হয়' না'।

— 四 (四) 四 —

জীবমাহেরই যুগা বহু জীও । সেট
 শ্রীও অন্তঃ করিলে তাহারে তক অথও
 শ্রীও বলা যায় না । শ্রীওর অঙ্গসকল-
 চেষ্টা সকল সময়ে সকল জীবের লক্ষিত হয় ।
 পুণোত্তরকাকার মাতা শ্রীওল তের আশার
 মোহ করিয়া থাকেন । শ্রীওলাওর আশার
 বিশাসপূর্ণ জীবগণ নৃত্যগীত-বাছানির চেষ্টা
 করেন । চাক্ষুশতপ্তবানসে শ্রীওর উদ্দেশে
 কত অধটনীয় ত্রুণতক কন্দের প্রবৃত্তি হয় ।
 আজও মনঃকেনে শ্রীওলাও-উদ্দেশ্য ব্যতীত
 চেষ্টনের অস্ত্র ধর লক্ষিত হয় না । চেষ্টনের
 চেষ্টামাত্রই শ্রীওকে লক্ষ্য করিয়া থাকে
 হৃৎকালে । এমন একটী বহু কিশোর
 গাভীর যায় তাহার অঙ্গসকলে সমগ্র চেষ্টন-
 ভগবৎ লক্ষ্যই বস্তু । জীব লক্ষণে শ্রীও
 অঙ্গসকল করে ; সুতরাং নিত্য জীওই
 জীবের জীবনীয় । যেখানে শ্রীওর
 অঙ্গসকলকারী নৈবেদ্য আন্তর্য্যকে অবস্থিত
 অবস্থান করে, সেখানে তাহার লক্ষ্য বস্তু

ଦେବରେ ମେ ଶ୍ରୀତି ଜନ୍ମେ ମନ୍ନନ୍ତ ମହାର ।

অনিষ্টা হইয়া যায়। নিষ্ঠা ক্রীড়ার অত্যধিক
অনিষ্টা ক্রীড়ার তেঁটের জীবের দেখা যায়।
কিছু সেট ক্রীড় কাল ও সীমাবদ্ধা বসিত
হওয়ার নিত্যধের ও অত্যধের ব্যতিক্রম
দেখা যায়। জীবের ক্রীড় যে কাল পর্যন্ত
কাল ও সীমাবদ্ধ অসীম থাকে, তৎকালীন
নিষ্ঠা ক্রীড়ার টেট থাকিলেও তাগা যায়
প্রাপ্ত হইতে থাকে। অগতে বহুতর বস্তু
কাল ও সীমাবদ্ধ অসীম। কেবলমাত্র ভগবান
কাল ও সীমাবদ্ধ অসীম নহে। কারণ কাল
ও সীমা ভগবান হইতে প্রসঙ্গিত করিয়া
প্রাপ্ত অগতে ভগবানসমুখক আবরণ করিয়া
রাখিয়াছে। ভগবানের (স্বকালাতীতধের)
যথা তৎকাল হইতে সমুখভগবান ভগবানকে
স্বকালের ভিতর আনিয়া কেলে। জীবের
হরিসমুখতা বিগত হইলে তিনিও মার্ক
নিজ ভোগা স্বকালের সূত্র হইতে মুক্ত
হন। হরিসমুখ জীবগণ তাহার অন্তা ও
সীম উল্লিখিত ছাড়িয়া গিলে কাল ও সীমার
স্বাধীনতা জনক ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে
পারেন। নিষ্ঠা ও অসীম ক্রীড়ার অসুস্থকান
জীবদ্বয়েরই স্বাভাবিক — তাগা তান সকল সম
লক্ষ্য করিতে পারেন, আর নাট পারেন।
ঈদার ঐ বস্তু কোন সমর ঈদার পদ ছাড়িয়া
যায় না।

১। প্রাচীন কীর্তি অক্ষয়মান করেন, তাঁহারা
 হুইভাগে বিভক্ত - অনিত্যশ্রী'ত্তর অক্ষয়মানকারী
 ও নিত্যশ্রী'ত্তর অক্ষয়মানকারী অর্থাৎ এক
 প্রেমীর লোক প্রাকৃত ও অপর প্রেমীর
 লোক অপ্রাকৃত। অনিত্যতা ও সীমাবিশিষ্টতা
 স্বয়ং প্রাকৃত, নিত্যতা ও বৈকল্যগণ্য অপ্রাকৃত।
 প্রাকৃত হরি'বসুধ জনগণ অনিত্য সুখলাগনার
 প্রায়ত্ন, আর অপ্রাকৃত লেগে'সুখগণ কৃষ্ণসুখ-
 লাগনার ভাবনাব্যাপ্ত। হরি'বসুধতাক্রমে
 প্রাকৃত জনগণ অনিত্যের ও মা'য়ক বস্তুর আশ্রয়
 করিতে লিপিবাহুছেন; এমন কি, অপ্রাকৃত
 জনগণের সেবা ঐক্যচক্রে'ক, কৃতকৃতকে ও
 কৃতকৃতকে তাঁ'গরা নিম্নের ভোগ্য বস্তু
 মনে করেন, সুখে "অপ্রাকৃত" বস্তু গণ্যও
 নিজ অনিত্য শ্রী'ত্তর বিগণি গ্রহণ করেন।
 ইহার ফলে তাঁহাদের নিত্যশ্রী'ত্তি-ব্যাখ্যা
 ঐক্যচক্রে'র দ্বিভুক্ত সাক্ষ্যকরণ করনা; তাঁহারা
 'অনিত্য প্রাকৃত শিতাক্ষণবজনে ঐক্য'ক, কৃতকৃতকে বা
 কৃতকৃতকে নিজ অনিত্য ভোগ্য বস্তু গণ্য
 করেন। অপ্রাকৃত কৃতকৃত ভোগ্য প্রাকৃত ব্যতী
 নাই। যে কালে প্রাকৃত ব্যক্তি অপ্রাকৃত ব্যক্তিকে
 কল্পিত কামনার জন্ত অনিত্য শ্রী'ত্তর
 আশ্রয় করেন, তৎকালে তৎকর্তব্যকে
 সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং বিভক্ত হুইভাগ
 ব্যপ্ত। জনৈক। প্রাকৃত হরি'বসুধ জনের
 সীমিত তৎকরণ পার্থক্য এই যে, তৎক প্রাকৃত
 প্রাকৃতকৃত বা হুইভাগ আশ্রয় করেন, আর অপ্রাকৃত
 হুইভাগে অনিত্য শ্রী'ত্তর আশ্রয় ছাড়িতে

ଚିନି ନା । ସାବକକ୍ରମାମ୍ବୋଧି କୋ-କ୍ରମେ ତାହାର
 ସାବକକ୍ରମା ତ୍ୟାଗ କରିବେ ପାରେ ନା, ଶ୍ରେଣୀ
 କখনି ତାହାର ସେବା ସୋପାନର ମଧ୍ୟ ହାତରେ
 ପାରେ ନା, ଶ୍ରାବ୍ୟତାମାନଙ୍କର ମତ ତାହାର
 ଏକ ମାତ୍ରାଧୀନ କରିବେ ପାରେ ନା; ତୁଳନା
 ହାତରେ ଅନ୍ୟତମ କ୍ରମରେ ତାହାଙ୍କର ଏହିପରି
 ଆ-ତ୍ମା ଏକ ନୁହେଁ । ଶ୍ରାବ୍ୟତା ଏହିପରି
 ଏକ ସାବକକ୍ରମେ କ୍ରମେ ବା ଶ୍ରୀକ୍ରମକ୍ରମେ ଏକମାତ୍ର
 ବସ୍ତୁ ସାବକା ସୋପାନ ନା । ତାହାଙ୍କର ସାବକ
 କ୍ରମର ବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁ, ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ତ୍ରୀର ବସ୍ତୁ
 ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ତୁଳନା
 ନା ହାତରେ ମାତ୍ରରେ କখনି କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୁଏ
 ନା । ଶ୍ରାବ୍ୟତା ଅନ୍ୟତମ ଏକ ମଧ୍ୟ ବ-ସ୍ତୁ
 ଆତ୍ମାନୁମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ସ୍ୱର ସାବକ,
 ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବିଭାଗ
 କରିବା କମ୍ପଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାତ-
 ମାତ୍ରରେ ବଦଳା କରେ । ଶ୍ରାବ୍ୟତା ଅନ୍ୟତ-
 ମତେ ମାତ୍ରରେ ବିଭାଗ ମୋକ୍ଷମାନଙ୍କ ମାତ୍ରକାଳ
 ସାବକକ୍ରମା ସାତରେ ମିଳା ନେଇ, ବିଶାଳତା,
 ଶ୍ରୀକ୍ରମମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ରମ ହୁଏ ମାତ୍ରରେ
 ଆତ୍ମାତ ମତରେ ଏକ ସମ୍ଭବ ମାତ୍ର । ଶ୍ରାବ୍ୟ
 କରିବା ମିଳି ମାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧ କରେ । ଆତ୍ମାତ
 ମାତ୍ର ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ରମ ମିଳି, ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ କମ୍ପଟ
 ଆତ୍ମାନୁମେ ମାତ୍ର । ମାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
 କରେ । ଆତ୍ମାତ ହିଁମାନ ସେ-ମକଳ ଉପାର
 ଆତ୍ମାତ ମାତ୍ର ଓ ଆତ୍ମାତ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱେ
 ମାତ୍ର ମାତ୍ର କରେ, ତାହା ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାତ୍ର
 ବା ଶ୍ରୀକ୍ରମ । ଶ୍ରୀକ୍ରମ ହୁଏ ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧକ୍ରମ
 ମିଳିମାତ୍ର କରେ । ଶ୍ରୀକ୍ରମ ଅନ୍ୟତମ ମାତ୍ର
 ମିଳି ତୁଳନା ହାତରେ କରିବି ମିଳିମେଳ ମାତ୍ର
 ଆତ୍ମାନୁମେ ମାତ୍ର ହିଁମାନ ସେ-ମକଳ କରେ ।

নিতাস্থিতি নিতা বৈবৃদ্ধিগত শ্রীকৃষ্ণ-
 চক্রেই আবিষ্কৃত। নিতা কৃষ্ণচক্রে নিগাণীক-
 রণেরা সেই নিতা শ্রীভগবানগ্রহ চীকৃষ্ণের দেয়া
 ক'রয়া থাকেন। "খোশা গঠিয়া টানাটান
 করিয়ে যেমন" ব'ত সাত ব'ট না, মিছা-
 ভজগণ ব-ব গু'সব পাঠ্যভাগ না করিয়া
 অব'নতানকে কৃষ্ণশ্রী ত সংজ্ঞা বিধা 'নিত্য-
 শ্রী'ত সাত কার্যেন-একপ আশাও
 তাঁহা'ব'ে দু'রাশ। অব'নতশ্রী এর অঙ্গুলীকানে
 প্রাকৃত প্রসঙ্গ আসিয়া উ'ল'ক' হইলে
 তাহাকে কখনই অ'কৃত চেষ্টা বলা যাইতে
 পারে না। কাঠের সিংহ কেবল হিংসা
 ক'রতে অসমর্থ, গ'ভীরের বোলে একপ
 ব'ল'সো'ব'ত অসম্ভা, পেরুপ শাক্তপ্রসঙ্গিয়া
 ব'ই কেন'না তত্ত্বজ্ঞানমুহকে নিলক'শ্যেট্টে।
 বিরা ভোগে নিবৃত্ত ক'রন, ব'চু'তেও প্রকৃ-
 ত্যিত সাত তাহার ভাগে যট্টবে না।
 প্রাকৃত ক'রের বিরা ক'ল'ভাম হয়, শাক্ত
 ভাবের বিরা ক'ল'ভাম হয়, বৈষ্ণবের বিরা
 ক'র'ত হৈ'ব'ত সাত হয়। অপ্রাকৃত ভজন-
 প্রাপ্তবে কৃষ্ণগেহ ফণব'র'ণে উ'ল'ত হয়।
 অত'কি'চেষ্টা'ব'তা অথবা ক'ল'ম হারিসেবা'ব'তা
 কখনও কৃষ্ণগেহ গ'ভিয়া যায় না। চক্'র

কৰ্মদ্বাৰা বৈষ্ণৱ খ্যাত্যৰ্জন কৰিবা। কু'ম্ভগুৰু
হৰ না, পৰম দুখবাৰা খ্যাত গুণীত ০ হা
উদভৱ ৱৈশে কু'ম্ভগু'ৰু ৱহ, তক্ষণ অপ্রাকৃত
সেগোমুখতা। বাতীত কাৰসেবা ৱত্বাৱ
সম্ভাবনা নাট। প্রাকৃত প্রাতিবন্ধক থাকিলে
কখনট জীব ক্ৰোধোমুখ হেঁতে পাৰে না।
এই সম্বন্ধ শ্রীমন্ত. পৰম ব'লহাছে,—

ସତ ସାଧୁ ଓ କୁଳେ ଶ୍ରୀବାହୁକ
 ବାବୁ କଳାକାର କୌଣ ' କାବୀ : ।
 ସତୀର୍ଥସୁତ : ମନେ ନ କହି ଚାଲୁ
 ଶେଷ ଶେଷେ ନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ : ॥

ଗର୍ଦ୍ଧିତ ବଚନ କରେ, ହାତୀ ସୁମ ମାରିବେନ
 କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉଦାର ଆଦାନ ମାସ
 ନା । ସେତେ କାଟେ ଆବଦ୍ଧ ଧାନ୍ୟ କାଟ
 ଆଡ଼କ୍ରମ କରିତେ ମାରେ ନା, ମେଘମ ପ୍ରାକ୍ତ
 ମହାଜୟା ନିଃଶ୍ରୀ ଶୃଙ୍ଗାଳ କରେ ନ ଅର୍ଥାତ୍
 କୁକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚୈତେ ମାରେ ନା । ତିନି ମାତ୍ରାନ୍ତ
 କକାଦ୍ୟକ ମାତ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷେ ଅମାତ୍ରାନ୍ତ ଆସ୍ତା
 ଧନେ କେନେ, ନିଜ କ୍ରାନ୍ତ ଶୋଗା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କେ
 ଅମାତ୍ରାନ୍ତ ବଳୟା ବିଦ୍ୟାଳ କରେନ, ନିୟୁ-
 କଲମଣେ ମାତ୍ରାନ୍ତଜ୍ଞାନ କରେନ ଯେବଂ ମାତ୍ରାନ୍ତ
 କର୍ତ୍ତବ୍ୟମାତ୍ରାନ୍ତେ ଅକ୍ତ ଚିତ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ବାସ ଧନେ
 କରେନ । ମାତ୍ରାନ୍ତ ବାସନା ଧାନ୍ୟେ କଥନଟ
 ଅମାତ୍ରାନ୍ତେର ଉପମାନ୍ତ ବସ ନା । ନେହ ମାତ୍ରାନ୍ତ
 ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମୁଖ, ମୋତ, ଧାରଣୀ ଓ ଧାରାବଳି
 ମହାଜ୍ଞାନ ମାତ୍ରାନ୍ତ ମାତ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାତିବଦ୍ଧକମ୍ବୁତ
 ମହାଜ୍ଞାନୀ ଧାରାବଳିର ମୋତାନ୍ତ, କରତେ ବାଧା
 ନେହ । ଧାରା ଧାରାବଳିର ମହାଜ୍ଞାନୀ
 ବାସନା ଧନ, —

ନିକ୍ଷେପ ନିବାରଣ କୃତ୍ତିକା ପଦ୍ୟାମିନିଷତା
 କୃତ୍ତିକା ଚ କାଳୀୟ ଗର୍ଭେତ୍ରବତଃ ପ୍ରାଣିନାମ ।
 ହେ ସାଧନଃ, ସକଳସେବ ଦିବ୍ୟାୟ ଦୁଃଖାୟ
 ତୈତ୍ତିତ୍ତ୍ୟଶ୍ଚେତ୍ୟେନ ନୁକ୍ରାନ୍ତିପ୍ରାଣିନାମ ॥

ଆକୃତ ସାବିତ୍ରୀର ଅନ୍ତରାଳ ନିତ୍ୟାଗି-
 ମୁଖକ, ଆକୃତବୁଦ୍ଧ ହାଝିଆ ମିତୁଲ ହସ୍ୟା
 କର୍ତ୍ତା । ମକଳକ ମାନ ସେହୁ କର୍ତ୍ତା । ନିଜେ
 ଆକୃତ ଅନ୍ତରାଳ ହାଝିଆ 'କଲେ ନିତା ଅମାକୃତ
 ଶକ୍ତିନାସକର କରତ ମାତା ବାବ । ବ୍ୟକ୍ତକାର
 ନାସ ମାତା ନାସକ ଆକୃତକକେ ଆମାତନ
 ନା କରମେ କର୍ତ୍ତାମୁତ ତତ୍ତ୍ୱବ୍ୟକ୍ତିନାସକ
 ତମାମାୟୋଜ୍ୟାମକମ ନାସାତମ କରତ
 ମାତାବେ, ଆକୃତ ଆକୃତକକେ ମାତା ହେତେ
 ମୁକ୍ତ ହେତା ବ୍ୟକ୍ତିନାସ ମେବା କରତ କରତ
 ନିତା ବ୍ୟକ୍ତିନାସ ମାତ କରମେ । ବାସନାମା
 ଆକୃତକକେ ନିତା ହେତେ ନିତା ମାତା
 କରତମକ ହେ । ତଥାବ କରତ ମାତା
 ମାତାମକ ନାସକେ ତୋହାର ମାତା ନିତାମାତା
 କରତ କରତ ବାସା ମିତେ ମାତାବେ ନା ।

লক্ষ্যে কী

ଗୋଡ଼ିଆଁନକାଟାରିସଦା ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣ କମଳାଦ
 ପୁଣି ଗୋସାମି ଠାକୁରେ ଆଡ଼ଗଡ଼େ ଏ
 ଚମ୍ପାଶିଳାଦେ ଶ୍ରୀଚେତକରଣେ - ଅନନ୍ତର ଧ୍ୟାୟା ନାମ
 ଶ୍ରୀଗୋଡ଼ିସଂସ୍ଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀନାମ ସଂହତନ
 ସିଦ୍ଧିଦତ୍ତଦାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଶ୍ରୀଚେତକଚିତ୍ରାସୁତ
 ଓ ଶ୍ରୀଚେତକଭାଗବତ ଗାଥେ ଓ ସକାଶ ପାଠ,
 ସାମାନ୍ୟ ଓ ଯତୀତନସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଚଉଡ଼ୋଇ ।
 ଦ୍ଵିତୀୟ କରେକଳ୍ପନା ପିନଟି ଯଜ୍ଞାତ ଓ
 ଅମିତ ତତ୍ତ୍ଵଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆହ୍ଵାନେ
 ନାମ୍ନୀ ଶ୍ରୀଗୋଡ଼ି-ସଂସ୍ଥାର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଗୁଣ
 ଚଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀ, ୧୦୮, ୧୨୫ ଓ ୧୩୫
 ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ମଠରେ ବିତରଣହୀନ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାସୁତ ଓ ଶ୍ରୀଚେତକଚିତ୍ରାସୁତ ଚଣ୍ଡେ
 ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାସୁତ
 ନାମାସମାପନୀ, ଗୋଡ଼ିସଂସ୍ଥାର ଗାୟକ ଓ ଗୋବି-
 ଳନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାସମାପନୀ ଗାୟକ, ଅନନ୍ତାଦି ନାମେ
 କଥା ବିଶେଷତାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ।

গত ৪৪ অক্টোবর তারিখে শ্রীশ্রীশ্রী
 হানের অধিবাসী পণ্ডিত শ্রীশ্রী চন্দ্রকরণ
 মিশ্র, সি-আই-ডি হন স্কটের ম'তারয়ের
 সানস অফিসে শ্রীশ্রীশ্রী গোষ্ঠীগ্রন্থ প্রকাশ্য
 ভাষাবিদ্যান প্রভৃ কথোক্তন ৪৪:১১কসহ সফার
 তদীর তখনে গমন করত শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী
 বন্দনা ও কীর্তনের পর শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী
 হটতে শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী উপাখ্যান পাঠ
 ও বর্ণনা করেন।

সত ৭৪ আঠোঁৱৰ ভাৰিখে হানীৰ
মহিনগৰ নামক স্থানেৰ জনৈক লক্ষন মহিলা
শ্রীমুক্তা ভগৱতীদেৱী টেনডন মৰোনমা ও
উঁহাৰ বামীৰ গাৱৰ অস্থানৈ ব্ৰহ্মচাৰীজী
মঠসংকগৰ্ণসহ সকাৰ উঁহাৰ গৃহে গমন
কৰিয়া শুক্ৰ-কামনা-কোঁঠনেৰ পৰ সমবেত
বহাৰ লক্ষণ লক্ষন ও মহিলাগৃহেৰ সতাৰ
শ্রীমদ্ভাগৱত কথোঁত শ্রীঅমৰীষ মহাকাব্যেৰ
উপাখ্যান পাঠ ও কলিকতাৰাৰ শ্রাব ১৯০
বৰ্ত্তাকাল হাবত বাখা কৱেন।

୧୦୪ ଅକ୍ଟୋବର ତାରିখে ଗୁମାସ୍ତାବଳୀ
 ନାମକ ହାଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିବଜୀର ମଞ୍ଜୁଳ
 ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ ଏକାକୀର ଯଥା-
 ନେତୃତ୍ବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 କବିତା ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

গত ১২ই অক্টোবর তারিখে ক্রেতার
 নামক স্থানের সম্মান প্রাপ্ত শ্রমিকগণ
 এম.এ. প্রফারেন্সেড, রোডানউ
 ডিপার্টমেন্ট, গ্রেগেটরিয়াট, ওউ-এন,
 মনোবোধের সাধন আদর্শে সজ্ঞা
 তথ্যে ভবনে একত্রিত হইয়া মতামত
 উপস্থাপিত হইয়া, অষ্টোত্তমবার্ষিক পাঠ
 করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

- 9130311

নিয়মাবলী

১। শ্রীচরিত্রটীকাক্ষেত্র নদী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট প্রজ্ঞা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ
লাভমানকল্পে শ্রীমদীদ্য শকাব্দে গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোনও লোক তাহা
মুজার অর্থাৎ টাঙ্গা-মুদ্রা প্রভৃতি বিক্রয় করিবার লক্ষ্যে বাটনে না। বারি
অজ্ঞতা, মূর্খতা বা পান্ডিত্য, সুনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচতা বা উচ্চতা—এই
লক্ষণ শ্রীমদীদ্য প্রকাশ-লাগিবে অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবার কার্যমনোবাক্য
লাভলাভিক নিরোধক হইবার লক্ষণ নহে।

৩। ঐতিহাসিকগণ অকল্পিত ঘটনা, লেখকগণের কল্পনা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, বাস্তবের অকার্পণ্য-
 জনাঃ জাগতিক সত্য ও অজাগতিক সত্য উভয়ই ও সমীচীন যৌক্তিক না হওয়া, ভগবৎ স্বাকী
 ভাষা, জাতি, গণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকতায় প্রভুত্ব প্ৰদান। প্রাণ, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বাচ্য—অর্থাৎ
 লক্ষ্য বা সমগ্র জীবনোপকরণ বাণী পরমেশ্বরের সুখপ্রদান—এই সকল অসংশয়িত সত্য।
 ঐশ্বরীয়া প্রকৃতিপ্রাপ্তির অর্থ অসংশয়িত।

৩। কেবল কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাহা এক পণ্ডিতের মধ্যে না জনাঠিলে
 পরে আর পাওয়া যায় না। যাত্রাকার পাঠিতে শুধিলে Reply card বা ১/১০
 পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন
 করার কথা হয় না। শুধুমাত্র যাত্রাকারের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া।

୨ । ଗୋପାଳ ବାଞ୍ଛାଧୀନେର ଅବସାଦ-ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦକାଳିନ ଗୋପାଳଙ୍କର ଅବସାଦନ ନା-
କାଳେ କରାଯାଇଥିଲେ ତାହାହିଁ ତହିଁର ଆଶୟ । ଶବ୍ଦକାଳିନ ଶବ୍ଦକାଳିନ ଶବ୍ଦକାଳିନ
ଡାକଡିକେଟି ନା ଶାଞ୍ଜିକେଟି ନା ଶାଞ୍ଜିକେଟି ନା । ଶବ୍ଦକାଳିନ ଶବ୍ଦକାଳିନ ଶବ୍ଦକାଳିନ
ଶବ୍ଦ କାଳିନ ଶବ୍ଦକାଳିନ ଶବ୍ଦକାଳିନ ଶବ୍ଦକାଳିନ ଶବ୍ଦକାଳିନ ଶବ୍ଦକାଳିନ ଶବ୍ଦକାଳିନ ଶବ୍ଦକାଳିନ

৫। শ্রীনন্দীয়াঙ্গকালে প্রতি বছরই কোনওকিছর অশুদ্ধাভাবক আশ্রয় বুঝা গেলে
৬। মঙ্গল্যঙ্গের ইচ্ছাভাব্যী যে কোন সময় চলে যে কোন ব্যক্তি নাকট শ্রীনন্দীয়া-
ঙ্গকাল প্রেরণ বন্ধ করা দাঁড়িয়ে যায়। প্রকৃতকিছর শ্রীনন্দীয়াঙ্গকাল মঙ্গল্যঙ্গের কা-
লগণনা-রূপে পবনপূজা এবং, শুভকাল উঠাকে কোন বাবতারিক কাছো নিয়োগ অত্যা-
লম্বনোক্ত পটভাবক, সংশ্লিষ্ট নাট।

২। **অমরীয়া-লকায়** মধ্যস্থ পিঠি-পাতা'দি - ঐসাদে নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী কবিতাশ্রী।
 কীটোত্তম, লো। অমরীয়াপুর, নবীয়া—এক টিকানায় পাঠ্যেতে হুৎনে।

— कविभाष्य

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

'নিভানোনা'র কীর্তন-প্রতিমিত-
কালস্রবতী গোবামী প্রকাশ্য
লক্ষণের বেলগা প্রায়শঃ
অপেক্ষিত, তাহা মূলিক হইয়া
করাছে। মুখ্য ধর্ম আদর্শ।

বৈষ্ণবাত্ম্য ক্রীড়ার

ঐমরাব্বাছাযোগে বিবৃত ভাবন-চরিত্র
প্রসিদ্ধ ও শিক্ষা-পথকে বাংলা ভাষায়
সংস্কৃত গ্রন্থ। খ্রীঃ ২, টাকা।

আম্ভান—যেযোগ্যতা—ঈশ্বর, ৫: ১:
ঈশ্বর, ৫: ১:।

সাপ্রদায়িকতা

9

সম্বন্ধ

‘নবম শতাব্দী’ আলোচনা-৩য়
 ছাতে ‘ক’-সম্বন্ধে ‘কাজ-খা-ব’-নবম-সম্বন্ধে
 ‘ক’ ও ‘খ’-র ‘মিটার ও ‘খ’-আলোচনা-৩য়
 ‘ক’-নিত এবং ‘খ’-সম্বন্ধে ‘খ’-নবম-সম্বন্ধে
 ‘খ’-নবম-সম্বন্ধে ‘খ’-নবম-সম্বন্ধে
 ‘খ’-নবম-সম্বন্ধে ‘খ’-নবম-সম্বন্ধে
 ‘খ’-নবম-সম্বন্ধে ‘খ’-নবম-সম্বন্ধে

ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି

निनिध सऱबाद

— (四) —

১৯৪৪-৪৫ সালে পথমে ৬ কোটি মেশাক্রম এবং সুইনাক্রিম টায়ালটে (সুইনাক্রিমের অগ্রবর্তী) শাউলা দেশের লক্ষ বহাদ্র করা হইয়াছিল, পরে উগানে বাড়াইয়া দশ কোটি করা হইয়াছিল। কিন্তু বাড়িয়ার জনস্বাস্থ্যবিভাগ উগাকে বাড়াইয়া ৩০ কোটি বহাদ্র করিবার জন্য ভারত গৱৰ্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তৎপরেই ভারত গৱৰ্ণমেন্ট ক্রমাগত বাড়াইয়া অজ পঞ্চাশ ২৮ কোটি ১০ লক্ষ টায়ালটে বহাদ্র করিয়া দেন। তৎপরে বাড়িয়া সরকার ১০ কোটি ১০ লক্ষ সুইনাক্রিম এবং মেশাক্রিম টায়ালটে পাশ্চ হইয়াছেন এবং অন্তর্বর্তীকাল পর্যন্ত ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টায়ালটে গোয়াও হইতে আমদানী পৌছাইবে।

নিশেষ করিয়া আমনধানের অবস্থা
লম্বাবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বিচার্যাবত্যাগের
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় নবাব মশারফ
হোসেন সম্প্রতি গুলপাহাড় গমন করিয়া-
ছিলেন। তাঁহার পুত্র পারদর্শনকালে তিনি
দেখেন যে, কৃষকগণ বর্ষাশেষের পচুর
বারিবারার প্রযোগে তাহাদের বপন ও
রোপন কাৰ্য্য পূর্ণোত্তমে আরম্ভ করিতেছে।
মন্ত্রী মহোদয় জানতে পানেন যে, যেসব
কামর রোপনকাৰ্য্য সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে
শেষ হইয়াছে, সে সব জমিতে আমন ধানের
ফলন অত্যন্ত বৃদ্ধির মত হইবে বলিয়া
কৃষকগণ আশা করিতেছে। গত ২২শে
সেপ্টেম্বর য় সকল ব্যক্তির সহিত তিনি
আহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারত
গণমন্ডল কেন্দ্র সার্ভে ডিভেলপমেন্ট
কমিটির মেম্বর মাননীয় য়: পি. এন. সাক্স,
মাননীয় য়: এচ. আর. ওয়াশিংটন ডঃ
আর. এ, আমেরিক ও ডাঃ মহতাজ আহমদের
নাম এক্ষণে উল্লেখযোগ্য। চা বাগানের
ভারতীয় ও ইউরোপীয় মালিকগণ কিভাবে
মজুর সংগ্রহ করিবেন, তৎসম্পর্কে মন্ত্রীমহোদয়
ইহাদের সহিত আলোচনা করেন।

জনসভা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ভারতরক্ষা
আইনের বহাল-অনুযায়ী যে আদেশ দেওয়া
হইয়াছিল, তাহা পুনরায় বিজ্ঞাপিত হওয়ায়
অন্যসাময়িকের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি
হইয়াছে। তৎক্ষণে সরকার উহা পাতক্য
করিতে চাহেন। উক্ত আদেশ পুনরায়
বিজ্ঞাপিত হওয়ার দ্বারা সত্যসম্বন্ধিত ও
শোভনীয়রূপে অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে পূর্ণবর্তী
আদেশের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাহ। বাক্য
কোন সত্যসম্বন্ধিত অনুষ্ঠান করিতে হইলে
ঐ আদেশ প্রযোজ্য আদেশ কলিকাতার
পুলিশ কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও

মহাসুয়া খাজিহুট্টা-পুংক নির্ধিত নোটিশ
দিয়া জানাইতে হ'বে অথবা আগে
উপাধিপতির লিখিত অনুমতি লইতে হইবে,
তাঁহা হইলেও কাঁহাতঃ ঐ আদেশ কলিকাতা,
চাক্রা ও বেদিনীপুর জেলা, বাতীও অত্র
কোম্পারও কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা
নাই। অত্র সমস্ত অঞ্চলের জেলা খাজিহুট্টা-
গণকে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে,
কোন সভাসমিতি বা সভাব্যক্তি অকর্তন
করিবার অথবা তাহাতে স্বাগ দিবার আগে
নোটিশ দিয়া জানাইবার অথবা অনুমতি
লইবার অত্র কাঁহারা কোন সাধারণ বিজ্ঞাপিত
দিবেন না। তবে কোন বিশেষকালে
সাধারণের শান্তিকার অত্র স্ব'ন, প্রয়োজন
বিবেচনা করেন, তাঁহা হইলে তাঁহারা ঐকম
বিজ্ঞাপিত দিবেন। ঐ 'নির্দেশক'লর খাজি
জেলা খাজিহুট্টা-গণের দৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ
করা হইয়াছে।

मर्पकसुत लीलाटकः खीवन वृक्षा

লাহোর, ১৮ই অক্টোবর—এক
অভ্যাস্থ্য ঘটনায় শর্পের ভাষা একজন
শ্রীলোক ও ভাষার শিতর জীবন রক্ষা
পাইয়াছে। কয়েকদিন হেল, শ্রীলোকটি
ভাষার শিতরপুত্রের সাহিত্য ক্যাম্পবেলপুর
রেলওয়ে হোস্টেলে নামিয়া টাঙ্গাভাড়া করিয়া
সেখানে হাতে ১০ মাইল দূরবর্তী ভাষার
গ্রামে বাসিতোছিল, পথে ভাষার কোন
সিঁঙ্কস্থানে পৌছিলে টাঙ্গাওয়াগা যোড়া
খামাওয়া জোর করিয়া শ্রীলোকটির মূল্যবান
অলঙ্কারাদি লুণ্ঠ এবং ভাষারপুত্রের মূল্য
করাবার জন্য টাঙ্গা হটতে গেলের মধ্যে টাঙ্গা
লটয়া যায়। কিছু যখন সে ভাষার ভোড়া
বাহার করিয়া ভাষারদগকে মারবার জন্য
উদ্ভ্রত, ঠিক সেইসময়ই ১টি বিষাক্ত খোজুর
শর্প বন হটতে গর্জন করিতে করিতে
আসিয়া লোকটির পাশে দংশন করে।
লোকটি তৎক্ষণাত্ তলপাশায় অচেতন হইয়া
মাটিতে পড়িয়া যায়। এই সময় সোতাগ্য-
ক্রমে ১টি মটরগরী সেই পথ দিয়া বাটতে
ছিল। বাটার খালি টাঙ্গা দেখিয়া কোন
দ্রুততার সহায়মান করিয়া লরীটি সেখানে
খামাওয়া সেই শ্রীলোক ও ভাষার শিতর
পুত্রকে উদ্ধার করা হয় এবং ভাষারদের
অলঙ্কার ও অর্থাদি সহিত ভাষারদগকে
নিরাশ্রয় স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া হয়।

७४। सैन्ट्रल नोन्नत

বহুটারে সংবাদে প্রকাশ, সম্ভ্রান্তি আর
একজন ভারতীয় তিক্তোত্তর্য ক্রম লাভ
করিয়াছে। এই ব্যক্তি ৭ম শ্রী রাহুল
নদের অন্তর্গত একজন সৈনিক। তাঁহার নাম
তিন পান্ডু নামা।

শ্রীমদ-মায়ামূর্তীদেবীমহাশক্তি ত্রিপিণ্ডমহাভূতে ত্রিমোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
ও ত্রিমঙ্গলেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৯শ বর্ষ { ১ কেন্দ্র গৌরান ৪০৮; ১০ই কাডিক, বঙ্গাব্দ ১৩৫১. ১লা নভেম্বর ২৪, বুধবার } ১৮০৮-০৯ সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ ফেব্রু, হাণ্ডু অনিচ্ছিত গৌরী ৪৫৮

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

ঐক্যশাসনদ্বয়ের বিরুদ্ধে তাঁতার ঐগলিগদ্ব-
সেবার সহিত নিত্য সংযোগের পুষ্টিবধানের
সহায়তা করে। ভক্তের বিরুদ্ধে প্রাণ
যত্ন, প্রাণ হানি, প্রাণ লোককে বাহার
বতটা উপলব্ধি হওবে, তিনি ঐক্যের ও
ঐক্যশাসনের সাধ্যসেবা ততটা উপলব্ধি
করিতে পারবেন। এক বিরুদ্ধ বাহাতে
তীব্রভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়, তৎক্ষণ
ঐক্যসংকীর্ণনের প্রবর্তন। মধ্যমস্থি সংযোজন
— বিরুদ্ধোদ্ভাপক। দূরীকৃত বস্তকে সংযোজন-
পূরক আবেগভরে আহ্বান করা বিরুদ্ধ-
বিচ্ছেদ-বিস্তাপক। দূরীকৃত বস্তকে আহ্বান

“সে-সব সজীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস ।
সে গজ না পাঞা কামে নরোত্তম হাস”
এই লোভ বা আবেশে প্রকৃত বিরতীর
চিহ্নও শুভে থাকিবে । যেখানে ‘তীহারই আমি’
মন্ত্রকৃত, সেখানেই আমার ওকৃত সত্তা ।

শ্রীকৃষ্ণবর্গ যখন প্রাকট থাকেন, তখন
সাক্ষাৎভাবে উপদেশাদ্বারা আশ্রয়গকে
গতিশীল হইবার সুযোগ প্রদান করেন।
তাহাদের প্রাকটনীলাকালে কে আশ্রয়গকে
গতিশীলতার দ্বাৰায়, এই চিন্তায় অকণট
হ্রাসজনক হইয়া উঠে।

ବିଗ୍ରହ ଓ ଆଶ୍ରୟବିଗ୍ରହେର ଉକ୍ତ ବିସଂହର' ଯଥେ
 କିହୁଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆହେ । ଆଶ୍ରୟବିଗ୍ରହ
 ଲୌକିକବେଶ, ଜୀବକେ ବିସୟବିଗ୍ରହେର ସନ୍ନିତ
 ସିମ୍ବଲ କହାୟିବା ଦେନ । ବିସୟବିଗ୍ରହେର ସେବା-
 ପ୍ରାପ୍ତିର ଉକ୍ତ ଯେ ଆଦେଶ ନା ଲୋଭ, ତାହା
 ଅଧିକତର ମନ୍ତ୍ରିଣୀର ଉକ୍ତ ଆଶ୍ରୟବିଗ୍ରହଗଣେର
 ତୁମ୍ଭାପ୍ରାପ୍ତିର କଥା ଆଦି ନା ବିବରଣେ ସାଧ୍ୟ ।
 ଅତଏବ ଆଶ୍ରୟବିଗ୍ରହଗଣେର ଉକ୍ତ ଯେ ବିବରଣ
 ତାହା ବିସୟବିଗ୍ରହେର ସେବାର ମାତ୍ର ଲୋଭ ଓ
 ଅଭିନିବେଶକେତୁ ହୁଏନି ମନ୍ତ୍ରିଣୀର କରାୟିବା
 ଦେହ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବର୍ଗ ସମ୍ପାଦନମାତ୍ରେ ଲିଳାଶୟେନ
 କରିବା ବିସୟବିଗ୍ରହେର ସେବାର ଅଭିନିବେଶ
 ଅଟେନ, ଯେତେ ସେବାର କୈଶବୀର ମାତ୍ର ଲୋଭ
 ଶ୍ରେଣୀରସଂକଳେର ଅଟେତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭାପ୍ରାପ୍ତିର ଲାଭ
 ହେ ନା । ଅଧିକାଂଶ ଲୁଚିଗଲାନେର ତୁମ୍ଭାପ୍ରାପ୍ତି
 ଲକ୍ଷ୍ୟକର୍ତ୍ତା — ଉଦ୍ଭାସିନିବେଶ ହେତେ ନିକଟତର ଲାଭ
 କରିବା ପରଂତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ବଳେର ଉକ୍ତ ଲୋଭ
 ଓ ଅଭିନିବେଶ । ବିବରଣସୁର-ହସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ
 କେବଳ ସନ୍ତୋଷନ କରିବାର ଉକ୍ତ ନାହିଁନ ।
 ଏକତ୍ର ବିବରଣର ଚିତ୍ରାବୃତ୍ତି ଓ ଏକତ୍ର
 କୌଣସି ଗାଥା ଭାବିତ ହୁଏ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଗାଥା
 ସହ ଶ୍ରୀହାସେର ନାମ, ଶୁଣ ଓ ଲୀଳାର ଶ୍ରୀ-
 କୌଣସି-ସମ୍ବଳେର ସହାୟ ଲାଭ ହେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-
 ଓ ଶ୍ରୀହାସ-ଗାଥା ବିବରଣେ କର୍ମାନ୍ତର
 ମାନ କରନ୍ତେ ହେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦେବେର କଥା କର୍ମ
 ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଚିତ୍ରାବୃତ୍ତି ଓ ଅଧିକାଂଶ ହେ —
 ସମ୍ବଳ ହେ । ଯାହାକି କାହା ଧାର ଉପରେ-
 ସ୍ଥିତି ନା ଥାଏ, ଚିତ୍ରାବୃତ୍ତି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ଆଦି-
 ବିଶାଳିତ ନ ହେ, ସେବାରେ ଉତ୍ତୋତ୍ସାହର ଆଦେଶ,
 ଅଭିନିବେଶ, ଲୋଭ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନା ଥାଏ, ଯେ
 ସମ୍ବଳ ହେ । ଯଦି ନା ତତ୍ତ୍ୱେ ଆଦେଶ
 ତତ୍ତ୍ୱେ, ତଥାପି ସାଧ୍ୟ ଲାଭ । ଯଦି କାହା-
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦେବେର ସ୍ଥିତି ଚିତ୍ରାବୃତ୍ତି ଓ ଅଧିକାଂଶ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦେବେର ସ୍ଥିତି ଚିତ୍ରାବୃତ୍ତି ଓ ଅଧିକାଂଶ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦେବେର ସ୍ଥିତି ଚିତ୍ରାବୃତ୍ତି ଓ ଅଧିକାଂଶ

[illegible]

সংবাদ কল্যাণকর

শ্রী শ্রী গৌরীচন্দ্র জয়ন্তঃ
বিত্তি অঙ্গী কল্যাণকর
এই 'পরিষদ' নামক কাগজ-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলোৎসবোৎসব
নিষ্ঠাশীল।

প্রাণিধান—

শ্রীমদগৌরীচন্দ্র-ভীষ্ম
পেটী শ্রীমদগৌরীচন্দ্র, নন্দী।

সংবাদ কল্যাণকর

শ্রী শ্রী গৌরীচন্দ্র জয়ন্তঃ
বিত্তি অঙ্গী কল্যাণকর
এই 'পরিষদ' নামক কাগজ-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলোৎসবোৎসব
নিষ্ঠাশীল।

প্রাণিধান—

শ্রীমদগৌরীচন্দ্র-ভীষ্ম
পেটী শ্রীমদগৌরীচন্দ্র, নন্দী।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৯৮৮ বর্ষ

৪ কেবল গৌরীচন্দ্র ৪০৮; ১৮ই কাঙ্ক্ষিত, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ৪১ নভেম্বর ইং ১৯৪৪, শনিবার

১৮-৮-৪৮ সংখ্যা

শ্রী শ্রী গৌরীচন্দ্র জয়ন্তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ কেবল, অথবা কীর্ত্তনগী গৌরীচন্দ্র ৪০৮

উচ্চসংকীর্ণন

— ::(৩):: —

শ্রীমদগৌরীচন্দ্র জয়ন্তঃ
বিত্তি অঙ্গী কল্যাণকর
এই 'পরিষদ' নামক কাগজ-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলোৎসবোৎসব
নিষ্ঠাশীল।

শ্রীমদগৌরীচন্দ্র জয়ন্তঃ
বিত্তি অঙ্গী কল্যাণকর
এই 'পরিষদ' নামক কাগজ-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলোৎসবোৎসব
নিষ্ঠাশীল।

সংকীর্ণন শব্দ দ্বারা মধ্যস্থান, সাধুসঙ্গ
কর্ত্তিত কোন অঙ্গত পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু
কেননা শ্রীমদগৌরীচন্দ্র জয়ন্তঃ
মধ্যস্থানের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমদগৌরীচন্দ্র
প্রকাশ্য পেননের ফল ও বাগবতপ্রকাশের ফল—
সংকীর্ণন লাভ হয়। একজন শ্রীমদগৌরীচন্দ্রের
স্বাক্ষর সঙ্গীত লাভ হয়। "পাঁচের অঙ্গ-
সঙ্গের" যে-কোন একটিতে শ্রীমদগৌরীচন্দ্রের
কথা অন্তর্ভুক্ত আছে।

শ্রীমদগৌরীচন্দ্র জয়ন্তঃ
বিত্তি অঙ্গী কল্যাণকর
এই 'পরিষদ' নামক কাগজ-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলোৎসবোৎসব
নিষ্ঠাশীল।

শ্রীমদগৌরীচন্দ্র জয়ন্তঃ
বিত্তি অঙ্গী কল্যাণকর
এই 'পরিষদ' নামক কাগজ-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলোৎসবোৎসব
নিষ্ঠাশীল।

শ্রীমদগৌরীচন্দ্র জয়ন্তঃ
বিত্তি অঙ্গী কল্যাণকর
এই 'পরিষদ' নামক কাগজ-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলোৎসবোৎসব
নিষ্ঠাশীল।

“নত পক্ষী, কীট আদি বলিতে না পারে ।
 স্তন্যপায়ী হরিণাম ভা’রা সগ জগৎ ॥
 অশিলে শিকৃৎসনাম অ’পনে সে তরে ।
 উচ্চ-সঙ্গীতের পর-উপকার করে ॥
 অতএব উচ্চ কর’ কীটন করিলে ।
 নত ও উচ্চ হয়, সঙ্গীতেরে বলে ॥
 কলকণ্ঠ হৈছে উচ্চ সঙ্গীতনকারী ।
 নতওণ অধিক, সে পুরাণেতে ধরি ॥
 স্তন, নিশা, মন নিশা টহার কারণ ।
 এলি আপনারে মনে করয়ে পোষণ ॥
 উচ্চ কর’ করিল গোবিন্দ সঙ্গীতন ।
 কলকণ্ঠ স্তন্যগ্রাণ্ড পাথ বিমোচন ॥
 ১৬শ পাত্রে ও নর-বিনা সঙ্গীতগী ।
 না পারে বলিতে কলকণ্ঠ হেন ধনি ॥
 বাগজয়া টহার নিশ্বরে যাহা হৈতে ।
 হল দেখি, কোন্ দোষ সে কর’ করিতে ?
 কেহ আপনারে মাজ করয়ে পোষণ ।
 কেহ যা পোষণ করে সহস্রেক জন ॥
 হইতে কে গড়, ভা’নি বৃক্ষ অ’পনে ।
 অত অতিশয় গুণ উচ্চ সঙ্গীতনে ॥”

(১৮: ভা:)

“অপচো হরিণাশানি স্থানে নতওণাবক: ।
 আশ্বানক পুনাতুচ্চৈবগন

প্রোতু ন পুনাতি চ ॥”

(১৮: ভা:)

যিনি হরিণাম অপ করেন, তাঁহা হইতে উচ্চ:যরে কীটনকারী ব্যক্তি যে নতওণে প্রেত, বহা সগ হই বটে; যেহেতু অপকণ্ঠা কলকণ্ঠার নিজেই পাব্য করেন, কিন্তু উচ্চ:যরে হরিণকীটনকারী ব্যক্তি নিজেই কলকণ্ঠা প্রোতুগকে অর্থাৎ সঙ্গকণ্ঠ পাব্য, করয় থাকেন ।

উচ্চ:কীটনের দ্বারা একাধারে ‘নজের ও পনের—সকলেরই মঙ্গল হয়। যাহাদের কর্ণে উচ্চ:কীটনর ধনি শ্রাব্য হয়, তাঁহারাও মঙ্গললাভ করেন; আর কীটনকারীরও প্রকৃতিতে হরিণামকীটন, প্রাণ ও মন, হয় ।

যৎকিঞ্চৎ

— :: (৩) :: —

ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণসেবার মূল লক্ষ্য ও প্রয়োজন । কাম-ক্রোধাদির উৎপত্তি উপসর্গ মাত্র । সেইসকল উপসর্গের নিদান অশ্রুসঞ্জন করিয়া চিকিৎসা করাষ্ট বৃদ্ধিমানের কাব্য । মূল রোগের অশ্রুসঞ্জন না করিয়া কেবল উপসর্গগুলি সাময়িকভাবে দূর করবার চেষ্টা করিলে পুনরায় উহা প্রকাশ পাবে ও উহার প্রতিক্রিয়া হইতে আরও অনেক রোগের সৃষ্টি হয়, এমন কি শাশ্বত পণ্ডিত বিনষ্ট হইতে পারে । মূলরোগই অশ্রুতা না

কৃত্যনশ্বত । সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি সর্গস্বয়ং যাহাতে ক্ষম্যে উন্নত থাকে, কাম, মন ও বাক্য, সমস্ত লাগ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিত হয়, তৎক্ষণাৎ সত্যত ভক্তনামুখ থাকিলে কামাদিরপূদমন, অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় । কামাদিরপূদমন কে-ল রোগ-নিবৃত্তির আভাসমাত্র; পূর্ণ রোগনিবৃত্তির পর পূর্ণ স্বাধীনতা করিয়া আনন্দে বিচরণে ভক্ত প্রেমলাভ । প্রত্যেক বৃদ্ধি বর্ধিত অর্থের অর্থের দূষণ প্রসঙ্গ করে এবং উন্মুল্ল অর্থের মূল্য প্রদান করে । কাম আশ্রয়ে স্রষ্টৃগুণের ভক্ত হইলে মূল ফল প্রসঙ্গ করে আর ক্রোধোদ্রেকীতির ভক্ত হইলে তাহার চক্ষু মূল প্রদান করিয়া থাকেন ।

কামের ব্যাধি হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয় । দেহাধারী কামকণ্ঠে কামনাতৃপ্তির ব্যাধি হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয় । ভক্ত মঙ্গলগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের সৈনিক কামী । তাঁহাদেরও সেও ক্রোধের সেবার বা কৃষ্ণভক্তের সেবার কামের প্রতিক্রিয়া হইলে ক্রোধের আবির্ভাব হয় থাকে । ভক্ত ও ভগবানের বিবেচনায় প্রাতি যাহাদের ক্রোধের উৎপত্তি হয় না, তাহারা সচক্ষুতা, গাভ্রাধা বা দ্বন্দ্ববদী মূর্খের অশ্রু অশ্রুগুণে অচক্ষুতার প্রকাশ করিয়া প্রাতি সংগ্রহ করিতে চাহে; তাহাদের ভক্ত ও ভগবানে অর্থাৎ ভক্তিতে আদৌ আসক্তি হয় না । কেহ ব্যক্তিগতভাবে ভক্তকে ঘেঁষ বা ‘নন্দা’ করিলে ভক্ত নিজে কোন-প্রকারে ক্ষুব্ধ হন না সত্য, কিন্তু অশ্রু শুদ্ধ ভক্তকে তা ক্ষুব্ধগুণে ও তাঁহাদের আরাধ্য ভক্তগণকে ঘেঁষ করিলে তাহার প্রাতি তিনি ক্রোধ প্রদর্শন না করিয়া পারেন না । শ্রীল শ্রীকৃষ্ণগোখ্যামী শ্রী চতুঃষষ্টি ভক্তাদের অশ্রুতমুখে শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তদের বিবেচনা ও নিন্দাতে অসাহ্য্যুতাকে গণনা করিয়াছেন,—

‘কৃষ্ণভক্তবৈষম্যবিন্দ্যাত্মসংহৃতা’

(১৯: ১:)

শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তদের মধ্যে বিবেচনা ও নিন্দারসম্বন্ধে অসাহ্য্যুত-প্রকাশ তাঁহাদের অজ । বৈষ্ণব প্রাণগণকে উদ্বেগ না দেওয়া, শোকমোহাদির অবশীভূততা, অশ্রুদেবতার অজ্ঞানতা, সেবারোধ ও নামাপরাধ হইতে সত্যকর্তা ভক্তির অজ, তৎক্ষণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণের বিবেচনা ও নিন্দার অসাহ্য্যুতপ্রকাশ করা ভক্তির অজ । প্রেমের টহাট স্বভাব যে, শ্রী ও পাত্রকে কেহ অজ্ঞা করিলে, তাহা শ্রী ও মূল কারণে পারে না । টহাই অজ্ঞাম শ্রীত । হ্রৈঃভক্তবৈষম্য, যিনি ভূপ হইতেও শ্রীত, বৃক্ষ হইতেও সচক্ষু এবং স্বয়ং অমানী ও অশ্রু মানব হইয়া সর্বদা শ্রীহারকীটনের আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তিনি

যখন শ্রীকৃষ্ণ-মাধাট শ্রীমতানন্দ পদে প্রতি অজ্ঞাতকমে চর্চিনীত ব্যবহার করিয়াছিলেন, অথবা যখন কাজী পাণ্ডী চিন্মুগের কণার সংকীর্ণের মূল্য তালিয়া দিয়াছিলেন, কিংবা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান অধ্যাপক কামানী হেমানন্দ পণ্ডিত যখন তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা শ্রীমদ পণ্ডিতের প্রতি চর্চিনীত ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রতি যে ক্রোধ ক্রোধীনা প্রকাশ করিয়া অসাহ্য্যুত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা হ্রৈঃভক্ত চরিতামৃত পাঠকগণের অনির্দিত নাই ।

কাম-ক্রোধ-লোভাদি কোন বৃত্তিকে ভক্তগণ উদ্বেগ করেন না, আর তাহা উদ্বেগ করিতে পারে না । যাহারা উদ্বেগ করিয়া চেষ্টা করে অর্থাৎ উদ্বেগের মোড় ফিরাইয়া উদ্বেগের সন্ধানের না করে, তাহারাষ্ট অপ্রাকৃততত্ত্বের শ্রীতিরহিত হইয়া চিত্তের ধ্বংসকারী নবিশেষবদী বলিয়া পরিগণিত হয় । বিমুখত হইতে উদ্বেগের দিকে জড় হইতে চেষ্টার দিকে—কাম হইতে প্রেমের দিকে বিকল্প হইতে স্বরূপের দিকে প্রত্যেক বৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দেওয়াই ভক্তের সাধন এবং সেট সাধনের সিঁকিট তাঁহার প্রয়োজন । কাম ক্রোধের তার লোভ ও একটা সাংঘাতিক রিপু; কিন্তু লোভই আগার চরম ও পরম প্রয়োজনরূপে প্রকাশিত হইতে পারে । সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকণার লোভ—শ্রীকৃষ্ণকণা প্রাণকণ্ঠে করিতে রাগাশ্রুত ভক্তগণের আচারিত শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভ ভক্তদের পরাকাষ্ঠা । শ্রীকৃষ্ণসেবার তীক্ষ্ণ লাভ স্বভাবে উন্নত হইলে অচরিত গাঢ় করতলগত হয় । বর্তমানে আমাদের সেই লোভের একান্ত অভাব বলিয়া ভক্তগণ বা প্রেম আশ্রয়গণের নিকট কঠিন ও অসাধ্য বলিয়া মনে হয় । বস্তুতঃ শ্রীহারসেবার নাইট ভক্তগণের সেবার আদর্শে লোভই বিভ্রান্তিতে আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণচরণের গুণে স্থান প্রদান করে ।

মোহের দ্বারা অভিভূত হইয়া জড় জগতের জীব ক্রোধ দেহ গেহাদি আনন্দ বস্তুতে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে! ‘আম’, ও ‘আমার’—এই দুই বা মোহের সংসারাত্মক বৈশেষ্যের কারণ । এই মোহই জীবের ভক্তগণকে আসক্তরূপে নোহ; কিন্তু এ মোহেই আগার মোড় ফিরাইয়া গেলে হইয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে লোভরূপে প্রকাশিত হয় ।

জীব মনঃবিহীন হইয়া ধরাকে সগা জ্ঞান করে, জগতে কতই না অনর্থের উৎপত্তি করে, ক্রমে অহরহভাবে লাভ করিয়া রাবণের পদনী আকাজক করিয়া থাকে, ভগবানের অপ্রাকৃত শক্তিকে ভোগ করার দৃষ্টিপূর্বক চরম সীমার উপনীত হয়;

কিন্তু কৃষ্ণভগবান মন্তব্য, কৃষ্ণের গুণ কীটন করিয়া তাঁহার গৌরবে গৌরব হইয়াই প্রাকৃত, তৎক্ষণ । শ্রীকৃষ্ণানু শ্রীমতঃকৃষ্ণ গুণগানে শ্রীমদভ্যেগ গৌরবে এইরূপ গৌরবাবিহিত যে তাঁহার নিকট কোন ব্যাপারই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না, সমস্ত লক্ষ্যন তা’ অতি তুচ্ছ কথা । শ্রীকৃষ্ণানু শ্রীমৎসংহেদেয় গুণগানে এরূপ প্রমত্ত, তাঁহার গৌরবে এরূপ গৌরবাবিহিত যে, তিনি কোটি কোটি বিপদ ও বিয়ের প্রাকৃত দৃষ্টিপাত্তও করেন না । সমস্ত ভক্ত-ভক্তগণই এইরূপ । একত্র যাহারা ভক্ত-ভক্তগণের ভিতরে পদে করিতে পারে নাই, তাহারা বহির্ভাষ হইতে ভক্তগণকে অভ্যন্ত অজ্ঞানী ও দার্শনিক মনঃগণিত প্রভৃতি মনে করিয়া থাকে । ইহা তাহাদের নিত্যই দূর্ভাগ্য ।

পরস্পরে দ্বন্দ্বী ও পরস্পরে দ্বন্দ্বী হওয়ার নাম ‘মাৎসর্ঘ্য’ । ‘মাৎসর্ঘ্য’ ও ‘লোম’ পরস্পর বিরুদ্ধ । যেখানে মাৎসর্ঘ্য, সেখানে লোম নাই এবং যেখানে লোম, সেখানে মাৎসর্ঘ্য নাই । ‘ছয়টি রিপু’র মধ্যে মাৎসর্ঘ্য সর্বাগ্রণী না হইলেও সর্বশাশ্বত । কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পাঁচটি মাৎসর্ঘ্যের অন্তর্ভুক্ত । ক্রোধে কাম আছে; লোভে ক্রোধ ও কাম আছে; মোহে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে; মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে; আর মাৎসর্ঘ্য মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম—এই পাঁচটি পরিপূর্ণভাবে আছে ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে মোড় ফিরাইয়া ভগবদ্ভূতী করা যায়, কিন্তু মাৎসর্ঘ্য এইরূপ বৃত্তি যে, গোলোকে উহার স্থান নাই । একত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভাগবত-ধর্মীলক্ষী বৈষ্ণবগণকে নির্বাসন বলিয়াছেন । যাহাদের ক্ষম্যে মাৎসর্ঘ্য নাই, তাহারাষ্ট প্রকৃত সাধু ও বৈষ্ণবগণ-যাজনের অধিকারী ।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লোকশিক্ষার্থ গাহিয়াছেন,—

“কাম কৃষ্ণকণ্ঠার্পণে, ক্রোধ ভক্তবৈষম্যে,
 লোভ সাধুসঙ্গে করকথা ।

মোহ টেঁগাও বনে, মদ কৃষ্ণভগবানে,
 ‘নমু’ক কর যথা তথা ॥”

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্ঘ্য এই ছয়টি ‘রিপু’কে গন্ধ ও গন্ধ ভাবিয়া জীব তাঁহার দাসত্ব করিয়া থাকে । আগার কাম্য, জ্ঞানী ও যোগগণ নানা প্রকার ক্রাইন উপায়ে দ্বারা কামাদি রিপুকে জয় করিয়া চেষ্টা করিয়া চরমে বিজয়লাভ করেন । কারণ, এই সকল রিপু ক্রাইন উপায়ে দ্বারা সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হইতে পারে মনে হইলেও উহার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না, সুযোগ পাইলেই আগার বীর

তাঁহারে সে বলি ধর্ম-কর্ম, সদাচার । ইহা সে শ্রীতি জন্মে সমস্ত নবার ॥

মুষ্টি বারিণ করে। তরুতরুণ ক্রিমিগহী
মুঠেন; তাহার চিত্রকাবের চকটনকারী।
চিত্রকাব-তরুতরুণ উদয় হলে কাম-
ক্রোধাদিও প্রাকৃগ অচরণ না কবিয়া
অরুণ হইয়া পড়ে। একত টাটার।
ইহা হইল ক্রোধের, পানপান্য আশ্রয়কে
বরণ করিয়া থাকেন। অপরপাণ্ড নাতি
বাতি কখনও পাণ্ডিত্যিক ও মানসিক বণের
ধারা কামক্রোধাদিকে দমন করিতে পারে
না। তাই কাম-ক্রোধের দাস হইয়া উহার
দ্বাধি খাটেতে খাটেতে সংসার ভ্রমণ করিতে
করিতে জীব বখন অজ্ঞাতনৃত্যতিলে
শ্রুতগণের প্রেরিত কোন লায়ুগৈর বর্ণন
পাঠ করুন তাহার আশ্রয়ের অস্ত্র এইরূপ
তবে প্রার্থনা করিয়া থাকে।

“কামাধীন্য কতি ন কতিবা
পালিতা চিনিদেবা।
ভাভাত্তেবাঃ মরি ন কলপা
ন জপা নোপল্যাজিঃ।
উৎকৃষ্টভাত্তনং বহুপতে সান্ত্রতং লম্ববৃদ্ধ-
ভাভাত্তনং নপেমতঃ মাং
নিবৃজ্যাত্মনাতে ॥”
(তঃ সঃ সিঃ)

হে ভগবন, কামাদির কতপ্রকার চেষ্টে
আলোষ্ট্র মা আমি পালন করিয়াছি,
তাপসি আহার প্রতি তাহাদের করুণা এবং
আমার লজ্জা বা উপল্যাজিত হইল না। হে
বহুপতে, আপাততঃ আমি তাহাদিগকে
পত্ন্যাগ করিয়া লম্ববৃদ্ধি লাভ করত তোমার
অন্তরচরণে লম্বপাণ্ড হইলাম; তুমি এখন
আমাকে আত্মনাতে নিবৃজ্য কর।

সস্ত্রী শ্রুতগণের লোকশিক্ষাকর
শ্রবণমাত্রা-কুকে তব করিয়া বলিয়া
ছেন,—

“তুকাভোরে মনপণনোচ্চ
তিমোহোদ্রিমাণে
লারির্ভে তনয়-মহজ-গ্রাহসজ্জাকুলে চ।
সংসারার্থো মহতি জলথৌ
মজ্জগৎ ন দ্বিধামন
পাণ্ডিত্যে বহু তবতো
ভক্তিনাং প্রযচ্ছ ॥”

হে আধীশ, হে বরদাশ, বাহাতে
তুকারুণ জল বাহাতে কামরূপ বায়ুগৈক
এবং মোহরূপ তরুমালা আছে, বাহাতে
ভাভাত্তন আবর্ত আছে এবং বাহাতে
পুণ্ডরীক সহজলম্বমুহু পরিব্যাপ্ত, সেই
সংসার-আমক মহাসমুদ্রে নৈমজ্জমান আমা-
বগকে, তোমার পানপান্যেবাক্য নোকা
প্রদান কর।

শ্রী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বরুণিকাকুলে
জীবতেজঃরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

“কেন মন, কামেরে নাচাও গেমপ্রাণ।
চন্দ্রমাংসময় কাম, অকুণ্ঠ অবিদ্যাম,
অভবিরেতে লগা ধার ॥
জীবের স্বরূপার্থ, চিত্তবলপে প্রেমদর্শ,
‘ভাকার বিষয়মাত্র হরি।
কাম-আবরণে তার, প্রেমএবে প্রলুপার,
প্রেমে আগাও কাম দূর কর’ ॥
প্রজ্ঞা হৈতে সাধুপদে, ভক্তনের ক্রিয়া হলে,
নিষ্ঠ কটি-আসক্তি-উদয়।
আসক্তি হৈতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাকৃভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয় ॥
ইহাতে বতন বাঁধ, সেহ পায় প্রেমদার,
ক্রমভাগে প্রেম নাহি লাগে।
এক্রম সাধ ন ভয়, কেন কর দুঃখালয়,
কামে প্রেম নকু নাহি লাগে ॥
নাটকাতনয় প্রায়, লকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইঞ্জিয়সজ্জাব।
ইঞ্জিয়তোষণ ছাট, লগা কর পরিহর,
ছাড়’ তাই অপরাধ দোষ ॥”

কাম ক্রোধাদি অনর্থ সাধককে ভক্তি
পনে অগ্রসর হইতে বাধ্য হিলে সাধক তখন
কি উপায়ে ঐসকল ত্রিপুকে পরললিত করিয়া
সেবার পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তাহাব্যয়ে
শ্রীকৃষ্ণজগদ্রম শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী
লকু ‘মনঃশিক্ষা’ এইরূপ উপদেশ প্রদান
করিয়াছেন,—

“অসঙ্কেটা-কইপ্রম্ব বিকট-পাশা’ল’ভরিছ
প্রকামং কামাদি লকট-পথ-
পা তবাতিকটরঃ।

গলে বন্ধা হেতুইহমিতি’নক’তবদ্ব্যপগলে
ককুংসুংকারানবতি স বধা স্বাং
মন ইত্যং ॥”

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হরার পত্নাপ্রবাব
করিয়া গাহিয়াছেন,—

“কাম-কোষ-মোহ মনমৎসরভাসিহ,
জীবের জীবনপথে বাসি।
অসঙ্কেটা রজ্জ্বকাসে, পথেরে ধম্মন্যপে,
প্রাণপরে করে কবাকায়
মন, তুমি ধর বাকা মোর।
এই সব বাটপাড়, অতিনয় চিনিবার,
বখন ঘেরিয়া করে জোর ॥
আর কিছু না করিয়া, বৈক্যএব নাম লঞা,
সুকাঁদরা ডাক উজ্জার ॥”

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীপাদে বিরভোৎসব

পরমারাধাতম শ্রীশ্রী আচার্যদেবের
কৃপায় আক-মঠাক শ্রীচৈতন্যমঠে নিরন্তর
শ্রীকরিকথা-প্রসঙ্গ-কীর্তনমুখে গত ২৭শে
অক্টোবর ১০৮ কাঙ্ক্ষিক, তুজ্জায় ও
নিযুগল শ্রীশ্রী গৌরিকেশোরদাস বাবাজী
মহারাজের নিরম্বোৎসব স্মৃতিচারণে সম্পন্ন
হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রী শ্রী বৃন্দকবচননা ও
কীর্তনের পর শ্রীমজ্জনভোবী হইতে “আমার
প্রভুর কথা”-বীর্ষক পথ পাঠ হয়। পাঠান্তে
সংকীর্তনমুখে শ্রীশ্রীপ্রভুর মল্যল্যাজিক হয়।
৭ ঘটিকার সময় একটি নগরসংকীর্তন-
শোভাযাত্রা বর্গিত হইয়া শ্রীঅকটীপ
পরিক্রম করেন। মধ্যাহ্নকালে শ্রী-প্রভুর
ভোগারাদিকের পর শ্রীমায়ানী তত্ত্বগণকে
শ্রীমায়ানী বিতরণ করা হয়।

অপরূপ শ্রীঅন্যোহরণ-নাট্যমন্ডিরে
শ্রীশ্রীকবচননা, পঞ্চম, গিরহৃৎ ২ গীত
ও পরমশ্রুতকীর্তনের পর মহামহো-
পদেশক পণ্ডিত শ্রীল শ্রীমদেব বিদ্যাবিনোদ
লকু পরমারাধাতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের
কীর্তিত শ্রীকরিকথা অলম্বনে বিরভাতি-
সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সন্ধ্যা-
রাত্রিকের পর আচার্যদেবী শ্রীমতীকীর্তন
মাগর মহারাজ বিরভাতি-সম্বন্ধে বক্তৃতা
হরিকথা কীর্তন করেন।

সিদ্ধুদেশে গৌরবাণী-কীর্তন

পরমারাধাতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের
কৃপায় গোড়ার মননের এক কীর্তন
সম্বন্ধে কল্লুদন বাবৎ করণীমহরে
এমপ্রম্বা প্রভুর প্রচারিত শুভাভিষ্কার কথা
বক্তৃতা-পাঠকীর্তনমুখে অকুকীর্তন করিতে
ছেন।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর করাচী মহরের
প্রসিদ্ধ গভারদেবতার নাট্যমন্ডিরে উপদেশক
শ্রীপাদে নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশ্রী
রাগলতার প্রভু ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধে, ১লা
অক্টোবর স্থানীয় (বিকারপুর) কলানীর বাসটি
সম্মান পেঠ লীগারাম রাধাকবচনদাস
মহোদয়ের প্রুপ্রাণে শ্রীমজ্জনভোবত হইতে
‘সাধুসঙ্গের বাহায়া’ বিষয়ে, ২রা অক্টোবর
সোলজার বাজার নামক স্থানে মিঃ বিদ্যাপ
সিংহ আত্মাসং, রিটার্ড জেন-
অপারকেন্টেডেট মহোদয়ের প্রুপ্রাণে শ্রীমজ্জনভোবত
অলম্বনে ‘মজ্জনভোবের কৃতা ও সঙ্কল্পে
সাধা’ বিষয়ে হিহুভায়া হরিকথা-কীর্তন
করেন এবং ৩ই অক্টোবর করাচীর

প্রসিদ্ধ ও স্মৃতি কটন-এম্প্রম্ব (বাংলা) এ
কটন এসোসিয়েসনে ‘সাক্ষীজন বধ’ সম্বন্ধে
ও ৩ই অক্টোবর স্থানীয় আমল ইন্সটিটিউট
হলে ‘মজ্জা জীবন ও ইহার উপযোগিতা’
সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান
করেন।

শ্রীপাদে পতিভগবান ব্রহ্মচারী ভক্তি-
শ্রীজী গভ ২৮শে সেপ্টেম্বর বোম্বোয়ার
নামকস্থানে সাঁজ এম্ব হোসিয়ারী মার্কেটস্
এসোসিয়েসনে শ্রীমজ্জনভোব হইতে শুভা
ভক্তি সম্বন্ধে, ৩রা অক্টোবর বম্বোয়ার
শেঠ চন্দ্রমল হালুয়াই সম্মান-মহোদয়ের
প্রুপ্রাণে শ্রীমজ্জনভোব হইতে ‘শ্রীমজ্জনভোব
উপাখ্যান’ প্রসঙ্গ, ৪ঠা ও ১৭ই অক্টোবর
আমিল কলোনির (বিল্টে)জেন ডাঃ এটচ-
এম্. আডানী মহোদয়ের প্রুপ্রাণে শ্রীমজ্জনভোব
অলম্বনে ক্রমবর্ধে ‘ভগবৎ বক্তৃতা’ ও ‘ভক্তির
মহিমা’ সম্বন্ধে, ১৮ ও ১৯ই অক্টোবর স্থানীয়
গভবতনগরে ঠাকুর হলে ক্রমবর্ধে মজ্জা-
জাতীয় কীর্তন ও শ্রীমজ্জনভোব হইতে
আত্মবর্ধ সম্বন্ধে, গত ১০ই অক্টোবর স্থানীয়
মহল কীর্তন-মহলীর-আলম্বনে ভারতীয়
মূলতানী আশ্রমে ‘নাম-সংকীর্তন’ সম্বন্ধে,
১৩ই ও ২০শে অক্টোবর স্থানীয় ধৌতমুনী
নিমিত্ত আমলে শ্রীমজ্জনভোব অলম্বনে
ক্রমবর্ধে ‘সংসঙ্গ’ ও ‘জীবনের চরমলতা’
বিষয়ে হরিকথা কীর্তন করেন এবং গত ১১ই
অক্টোবর করাচীর সনাতনবর্ধ-মহলীর পক্ষ
হইতে আচুৎ পসিঙ্গ (বিলনানী) হলে জন-
মভায় ‘শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সম্বন্ধ’ সম্বন্ধে
হিহুভায়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

মহোপদেশক শ্রীপাদে কিশোরীমোহন
ভক্তিবাক্য প্রভু গত ২৪শে সেপ্টেম্বর
লকারপুরী শেঠ লীগারাম রাধাকবচনদাস
মহোদয়ের প্রুপ্রাণে একটি শিক্ষিত জন-
মভায় ‘শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবন চরিত’ এবং
১২ই অক্টোবর প্রসিদ্ধ বিখ্যাত কল্যাণ
সোসাইটি হলে ‘শান্তির পথ’ সম্বন্ধে
ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।
গত ১৪ই অক্টোবর শ্রীপাদে রেনজী
বলভদ্রা ব্রহ্মচারী স্থানীয় মাউথ ইণ্ডিয়ান্স
এসোসিয়েসনে ‘কম ও উহার স্থান’ সম্বন্ধে
ইংরাজী ভাষায় এক বক্তৃতা প্রদান করেন।
সকলই আশা ও অশেষ মহোদয়দ্বারা কীর্তন
হয়।

— ॥ (•) ॥ —

নিয়মাবলী

৬. ঔষধী-সকল সংক্রান্ত চিঠি-পত্রাভি-সেপার নমুনাগোপন প্রকৃতির তত্ত্ব।

ঔষধ-সকল, সেবা-ঔষধ-সকল, ঔষধ-সকল—সে ঔষধ-সকল।

ভারতবর্ষে চাউল কলের কলকজার
 অংশবিশেষ সংগ্রহ করার জন্য কেন্দ্রীয় বাস্তব-
 বিভাগ বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। জানি
 গেল যে, এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বাস্তবিক
 ম্যাসার্স মার্শাল এণ্ড সন্স লিমিটেড,
 কলকাতার ব্রাদার্স লিমিটেড এবং জ.
 হান্সকার হোসেন ওয়ার্কস লিমিটেডকে
 লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন।
 এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ চাউল-কলের
 কলকজা আমদানী ও তৈয়ার্য করিয়া
 থাকেন।

অপরাধে অপরাধী—প্রথম, অতিরিক্ত নাম

শ্রী রাম-মাহাত্ম্যের সৌন্দর্য্যকাম প্রদীপ্ত ও স্নানার্থে হইতে শ্রী রমণোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি শাস্ত্রী সম্পাদিত
ও শ্রী রমণিকেশোর ভক্তি শাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যক কল্যাণকরত্ব

শ্রী ঠাকুর তত্ত্ববিশেষ-
প্রতিষ্ঠা কল্যাণকরত্ব-
স্বয়ং 'পরিমল' নামক ভাষা-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাজেই
নিভাপাঠ্য।

প্রাণিকান-
শ্রীমদগীঠ শ্রীমদ্র
পোঃ শ্রীমদ্রাপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যকোত্তরত্ব

শ্রীমদগীঠ শ্রীমদ্র-
বিশেষ ঠাকুর বিবর্তিত
মূল, চীক, মঙ্গল অর্থ
অভাব, চীক অর্থ
প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তিত
নব-প্রকাশিত গাথো

প্রাণিকান-
শ্রীমদগীঠ শ্রীমদ্র
পোঃ শ্রীমদ্রাপুর, নদীয়া।

১৯৮৮ বর্ষ

৮ কেশব গৌরান্দ ৪৪৮; ২২শে কাশিক, বঙ্গাব্দ ১৩০১, ৮ই নভেম্বর ইং ১৯৪৪, বুধবার

১৮৭-৮২শ লংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দোত্তর:

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ কেশব, বৃত্ত অক্ষর গৌরান্দ ৪৪৮

নিবেদন

— (১০) —

অমরা শ্রীমদীয়াপ্রকাশের গ্রাহকগণের
নিকট কয়েকটি কথা নিবেদন করিতেছি।
শ্রীমদীয়াপ্রকাশ বৈকুণ্ঠ্য। তিনি সাক্ষাৎ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ বাগবা আমাদের নিভাপুমা-
বহু। অজ্ঞতাবশেও শ্রীমদীয়াপ্রকাশের
অগম্যন। হঠলে অপরাধবশতঃ আমাদের
সুখস্বপ্ন অপ্রত্যাশী। সকলে প্রকা, আদর
ও শ্রীতির সাক্ষ্য শ্রীমদীয়াপ্রকাশের বাণী
কারমনাথাকো অঙ্গীকরণপূর্ণক ঠেইসেই
সুখস্বপ্নকানাস্ত্র অবেশের সাহিত্য অঙ্গকণ
ঠেইসেই সুখস্বপ্নান কারেন—ইহাই সকলের
নিকট আবেশের সার্থক। অপ্রকা বা
অন্যায় প্রকাশিত হইলে তাহারা শ্রীমদীয়া-
প্রকাশের সেবা হইতে বাক্ত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দোত্তর বাণী বা পাঠের
প্রতি অকপট প্রকাশ্যবিশেষ বা ক্রিয়গণ
পাঠ্যবিশেষ শ্রীমদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক
হইবার অধিকারী। কোনও প্রকার পাবিত্র
সুত্র অর্থাৎ টাকা-পয়সার বিনিময়ে
শ্রীমদীয়াপ্রকাশ পাঠ্য বাইবে না। বাহির
বা বহুপ্রকা, বৃদ্ধি বা পাঠ্য, সুখস্বপ্ন
বা বহুপ্রকা, বৃদ্ধি বা পাঠ্য, সুখস্বপ্ন
এই সকল শ্রীমদীয়াপ্রকাশ-প্রাণিক

অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। তদন্ত
সেবার সারম'নাকোর সার্মিকালিক
নিবেশিত শ্রীমদীয়াপ্রকাশের পক্ষ।

শ্রীমদীয়াপ্রকাশের অর্থিক কঠি, পরশপাতি-
লক্ষণা সেবা-সুখতা, বাহিরের অকপট
অর্থিক জাগ'তকলা ও অর্থিক, হানিক্রান্ত
উন্নয়ন ও বিমর্ষে বীজিত ন' হওয়া, তদন্ত-
স্বকী প্রাণ, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার
অগৌরবত্ব প্রদত্ত বিধান পান, অর্থ, বুদ্ধি
ও নাকা অর্থ সর্বত্র বা সমগ্র জীবনী
স্বকর বাণী পরশপাতি সুখস্বপ্নান—এই
সকল অপাণ্ডিত মুদ্রা "শ্রীমদীয়াপ্রকাশ"-
প্রাণিক জগৎ অগ্রাণিক।

বাহারা "নদীয়াপ্রকাশ পাঠ কঠিতে
অকপট "জুজু" ও বাহাণিক "শ্রীমদীয়া-
প্রকাশের" প্রত্যেক প্রসঙ্গের প্রতিপাত্ত
বিষয়বস্তু বা সারম'নাকো জা'র গা'থবা
নিজের ভাষায় ও আচরণে "শ্রীমদীয়া
প্রকাশ" সর্বত্র প্রকাশিত হইবে। সাধু
সক ও কৃপার এবং অন্তরেই সুখস্বপ্ন-
সুখস্বপ্নানবশতঃ "শ্রীমদীয়াপ্রকাশ"
সুখ-বাণ, প্রাক্ত মেধা বা পাঠ্যতার বাণী
সুখ-বাণ না।

বিষয় ভোগে অতিথর লোকী, পুত্র-
কল-বহাণিক অর্থাৎ আসক্ত আধাকক,
বিভাগব্রত, শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দোত্তর অর্থের
ভাঙতীন বিশেষতঃ তদন্তের প্রতি
যেবকারী বাঙকে বা তদন্তকে জম ও
অজ্ঞতাবশেও "শ্রীমদীয়াপ্রকাশ" প্রাণিক
কঠিলে অপাণ্ডিত অযোগ্যতা নাই।
কুটিলতা, প্রজ্ঞার অপ্রকা, জড়াতনিক
ভাঙতীন-বাণী, নিজের তক্ত (১) বা সেবার
(১) কঠিলে অযোগ্যতা প্রাক্ত অপাণ্ডিত
লক্ষণ এবং বিবেক, গর, কথার, বিবসাবান,
(জড়ের প্রতি অপ'বহাণী আসক্ত),

অপ্রতিপতি (উদ্ভেদ 'বর্তী-তীনতা) প্রাক্ত
অনর্থলক্ষণে আক্রান্ত নাকির জুজু "শ্রীমদীয়া
প্রকাশের" কপার দাগ বাসবে না।

ত'ক'বাকো পানেশের অতি প্রাণিক
যোগ্যতা বা অযোগ্যতা, তা'র না থাকলে
শ্রীমদীয়াপ্রকাশের লেখক, পাঠক বা গ্রাহক
হইবার অধিকার অপরায়ণ হুনাট্যমাত্র।
গৌরব প্রকা শ্রীমদীয়াপ্রকাশ-পাঠ্যের
অ'ত প্রাণিক যোগ্যতা হইলেও লোকী
প্রকার পূর্ণতা যে নাকীর প্রকার উদয় হয়,
তাহাই শ্রীমদীয়াপ্রকাশ-পাঠ্যের প্রাক্ত
যোগ্যতা।

শ্রীমদীয়াপ্রকাশ ও গোড়ীয়েব স'র
নাকীর বাহাণের চিত্তে অজ্ঞত বাণী ও
অজ্ঞত অজ্ঞত হয়, তাহাই শ্রীমদীয়া-
প্রকাশ ও গোড়ীয়েব প্রাক্ত প্রকাশ পাঠক।
বাণ-অজ্ঞত ও সাম'রক কে তুল
নিবারণের চেষ্টা এক নহে। শ্রীমদীয়াপ্রকাশ
ও গোড়ীয়ে প্রকাশিত প্রাক্ত ত'স'ত'সা
দ'ব'র কোতুল নিবৃত্তির চেষ্টা এবং তৎপর
সুহৃৎই তা'র কৃপার বাণী অপ্রকার
লক্ষণ। এ'র অজ্ঞত বাণী শ্রীমদীয়া-
প্রকাশ ও গোড়ীয়ে পাঠ্যের অধিকারী নহেন।
কি গুহু, কি মঠবাণী, কাহারও চিত্তে
এই প্রাক্ত অপ্রকা বা অনাধর প্রকাশিত
হইলে তাহারা শ্রীমদীয়াপ্রকাশ ও গোড়ীয়েব
কপা হইতে নিবৃত্তি বাক্ত হইবেন, সন্দেহ
নাই।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

— (১০) —

শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীকৃষ্ণবচনসমূহ
মুখ্য ও বহুপ্রকার। প্রকাশ্য অর্থের প্রকা
পরশপাতি হইয়া অকপটে সেবা ক'ল
তা'র কৃপার শ্রীকৃষ্ণলীলাসমূহ।
অর্থ কারনার সোভাগা হয়। এ'ই শ্রীকৃষ্ণ-
লীলাসমূহবিশেষের জুজু স্বয়ং তদন্ত
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তদন্ত অর্থের চেষ্টা-
ছিলেন। অর্থের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ও তা'র
নিবৃত্তিগণের কপার উদ্যমিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-
লীলাসমূহ আলোচনা করলে মঙ্গল হয়;
নতুন সে'র অর্থের সন্ধান ন' পাইয়া
চিরতরে বাক্ত হইতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ:মুগ্ধে শ্রীকৃষ্ণের আ'ব'ত'ন
হইয়াছে, তা'ই শ্রীকৃষ্ণ'র বাণ-যোগে জানিত
পাঠ্যবিশেষ; কিন্তু কোন কালে কোন
আ'ব'ত'ন, তা'ই বিশেষ করিয়া জানিত
পারেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আ'ব'ত'ন
কপা জানিয়াই তা'কে দর্শন করবার অর্থ
মুখ্যমুগ্ধে জমণ করতঃ কঠিলে বাহাণের
দিন গোপনে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দোত্তর
গুণে অতিথি হইলেন। গোপনরাজ তা'কে
যথোচিত আ'ব'ত'ন করিলেন। সু'র বাণ-
গোপালের উপাসক ছিলেন। অ-হেতু
পাক কা'র শেষ করিয়া তিনি যজ্ঞ-
গোপালমুগ্ধে নিজ হইতেই অর্থবাহাণী
নিবেদন করিলেন। বা'ক শ্রীকৃষ্ণ খেণ্ড
ক'রতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ'র মু'র উদ্যম
করিয়াই তা'র বাণের অর্থের তদন্ত
আ'সিয়া একপ্রাস অর্থ তুলিয়া লইয়া
ভোজন করিলেন। ই'ই সে'র মু'র 'তা'র
হা'র' ক'রতে করিতে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দোত্তর

[illegible]

মু'ন গোপব্রাজ শ্রীমন্দের জনমের বর্ণনা
 যুগেতে পারিয়া নিজেই শ্রীমন্মহারাজকে
 জানিলেন,—“আগনি হুঁখিত হইবেন না গৃহে
 অশু-মূল্য দ যাহা থাকে, এবার তাহাট দিন;
 শাখাটা যে দিন যো বধান করেন, তাহাট
 অটরা থাকে। কে হার অকথা করিতে
 “গোপব্রাজ তৃতীয়বার মু'নকে
 অশু দাও করিয়া পাক করাইলেন। শ্রীমন্মকে
 জন্ম দিয়া গোপীগণ গৃহের মধ্যে লহন
 কন্যা-বা-খলেন। এই গৃহের দ্বার বহির্দেশ
 হইতে অবিক করিয়া রাখা হইল। কিছুক্ষণ
 পরে মু'নি পাক সমাধা করিয়া অন্নাদি নিবেদন
 করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই নিজ নিজ
 অভ্যঙ্গ ভক্ষণ করিয়া ছলেন। এমন সময়

কোথা চলেতে শ্রীমত অকস্মাৎ মূনির সমীপে
উদ্ভূত হইলেন। মূনি দেখলেন, তাঁহার
মাথায় সতর্কবাট বাথ হইয়াছেন; বাহক
পুলের ভাষা আর গ্রন্থে অগ্রসর হইয়াছেন।
বালককে দেখিয়া মূনি 'হায়া! তাণ!' করিয়া
উঠিলেন। তখন বালককে বলিতে লাগিলেন,
— 'ব্রাহ্মণ, তুমি 'ভয় করিতেছ কেন?
আমি তোমার অন্তরানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া
এতখানে আসিয়াছি।' এতকথা বলিতে
বসন্তের মীরাঙ্গা ব্রাহ্মণকে কপা করিয়া
কত দিব্য কক্ষ: পান করিয়া নিভের স্বপ্ন
কামন করিলেন। মূনি তখন সেতলাগলের
স্বপ্ন বুঝিতে পারিয়া তখন যে তাঁহার
চিরায়ী হইলেন তাহা জানিতে পারিলেন
সেইদিন হইতে হইলেন। বালককে দিবা
মুনির পক্ষ হইলেন। মূনির
সেইদিন ব্রাহ্মণ করিতে করিতে বালক
গোপালে ডাক্তার পদাঙ্ক ও মসাজ
লেন। ব্রাহ্মণ লাগিলেন। মূনির আনন্দ-
মুখ ও হৃদয়ে নন্দন ও সন্তান নিদ্রা
হইতে উদ্ভূত হইলেন। মূনির ভাষায়
সম্প্রদায়িক আচমন করিলেন। বালক
পুনর্বার গৃহে যোগ্য করিয়া পুনর্বার
সন্তান করিয়া রাখিলেন। এবার মূনির ভোজন
নিম্নে সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়া গোপাল
শ্রীমত বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

ବୈଷ୍ଣବନିନ୍ଦା ।

(ଓ 'ସଂସ୍କୃତ' ଶ୍ରୀମତୀ ଭାବନାମୋଚନ କୃତ)
 ଯେ ଯେନ ଦୈବତ୍ୟ, ତି ନୟ, ଶ ଧା
 ଆନନ୍ଦ କ'ରଣ ସବେ ।
 ଦୈବତ୍ୟବେଦ କୁପା, ଯାହେ ମଣିଷିନିଜି,
 ଅନନ୍ତ ମାଟବ ତେ ।
 ଦୈବତ୍ୟଚାରଣ ମନନୀ ଗାମିନୀ,
 ଯେତ ନିରାଶ ହିଂସା କ'ର' ।
 ଉଦ୍ଧୃତୀନାମାଦ ନା ମାୟାମା ଗାତେ,
 ନାମେ ମନା ଗୋନ ମରି ॥
 ମାୟା ଗାମିନୀ ନେ କହୁ ନା - ନାମେ ।
 ଉଦ୍ଧୃତୀନାମାଦ ନାମେ ମନା ଗାତେ ॥

[illegible]

তখন কড়াট বিধে। (স'প'ক) তাঁর
 অ'ধ, ধ'র্ম, তাঁর বিশেষ আ'ধ ও
 ত'ক্ষণ এ'ৎ, 'ঐ'ক'প্র' তাঁর 'অ'দ'না
 ক'লে প'প' হয়। 'ঐ'ক'ব'ব' অ'ধ
 ও অ'স'দ'না ক'লে অ'প'দ' হয়। প'প'স'দ'না
 স'মা'দ' স'মা'দ' ক'লে হয়; কিন্তু অ'প'দ'না
 স'দ'না হয় না। প'প'দ'না ও প'প'দ'না
 নি'ট। অ'প'দ'না—তাঁর 'অ'দ'না
 বিশেষ। অ'দ'না 'ঐ'ক' ত'ক্ষণ
 ক'লে, তাঁর 'প'প' অ'প'দ'না
 বিশেষ 'প'প' প'প' 'অ'দ'না

উদ্‌যୋଗ্যে নিম୍ନ লিপিত ১৭টি প্রক-
 য়ারা যৈষণ, যৈষণবতর শু যৈষণ ১৭ এ
 বিতাক্রমে যৈষণ নিদিষ্ট করা হইয়াছে।
 ক্রম ১ যৈষণ যথা,—
 অষ্টাদশমের চতুর্থ পৃষ্ঠা ২: প্রকল্পিত।
 ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭ ৮৮ ৯৯

'য'ন লোকপরিপূর্ণাশ্রয় প্রভা-
 মহাকারে প্রসূতিতে হারপূজা করেন, 'ক'ক
 হারপূজার পূজা করেন না 'ত'ন ক'ন
 নৈমগ্ন অর্থাৎ ভক্তিভক্তিতে মগ্ন
 কারণেছেন। পরম্পরাশ্রয় প্রভা ও
 শাস্ত্রীয় প্রভা প্রভেদ এক যে - পরম্পরা-
 শ্রয় প্রভা কেবল লোককামনা হইতে
 উদ্ভূত হয়। শাস্ত্রীয় প্রভাতে শাস্ত্রানুযায়ী
 গাঢ়নিমগ্ন ও তথাকামনা-হার নৈমগ্ন
 ভাবে প্রকার উদ্ভূত হয়। শাস্ত্রীয় প্রভা
 উদ্ভূত হইলে তাই মধ্যমাধিকার নৈমগ্ন
 হ'ন। যে পণ্ডিত ভাবের উদ্ভূত না হয়, সে
 পণ্ডিত পণ্ডিতের কামনা-হার হয় না।
 ভাবেতে প্রমত্তাশ্রয় প্রভা একই প্রভা, -
 "সুকটৈমগ্ন নহে, 'ক'ক নৈমগ্নের শ্রয়।"
 অর্থাৎ সুকট হইলে ক'ন নৈমগ্ন
 অর্থাৎ নৈমগ্ন শ্রয় জীব সুকটৈমগ্ন হইতে
 পারেন।

ମାମା ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ—
 ଡିଭିଡେ ଏମନାଲିସ୍ ଗାଲେସ୍, ବ୍ରଷ୍ଟ ୬ ।
 ଫ୍ରୋମ ଡିଭିଡ଼ି କ୍ରୋମୋସୋମ୍ସ ଯଃ କ୍ରୋମୋସୋମ୍ସ

যিন ঈশ্বরে পেম. চৈঃফাঃ মৈমো, বা'গশ
অখাং তাওতুঙান ভাঃ নৈফা গায় জৌনে
কৃপা এং অগণ বদেয়ী এ টৈ ফা নদেয়ী
জেনেব প্রাণি উচ্চা অখাং আভাক্রমে
ইন্দাসীক্ত ব. মাওমুক্ত. পাওহাগ করেন,
বিন হসমে নৈফা। নিরোমগণও বা'গশ
একল বৃত্তিতে প্রাণিদগকে ঘনাবনাগো কৃপাও
করেন। এমাম টৈ ফা দগেবট্ট নৈফনগেশায়
অধিকার, য়েওতু ক'নঠ নৈফনগা তাছা
কায়েন না বালয়া তাঁহাদিগকে নৈফবশায়
বলা যায় . নৈফাব বলা যায় না ।

ଓଷା ଟି କାମ ସମାପ୍ତ, -
 ମନ କୃତେଷୁ ସଃ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରଗବତ୍ତାମସାସ୍ତନଃ ।
 କୃତାନ୍ ତମାତ୍ମାସାନ୍ତେଷ ତମିବତୋଷ୍ଠମଃ ॥

যিনি সর্গীকৃত্তে জাযা দীর্ঘ তৎবাবিধী
 দৃষ্টি করেন এবং সেট সমস্ত দৃষ্টকক স্বীকৃতি
 ক্ষুতি লাগু ভগবৎকে অভ্যনন করেন এবং
 প্রাপ্তি বোধ ভগবৎকে - সৈকন বসি
 দেখেন, তামি উত্তম সৈকন প্রাপ্ত বৈকনের
 সৈকন সৈকন ভেদদৃষ্টি নাট ।

এতদ্বারা ইচ্ছাই হয় হলে যে, কনিষ্ঠ-
শ্রেণীতে বিাতায়া পাশের প্রথা লাভ করত
বৈক্যসেবা করিয়ায় যোগ্য হইয়াছেন,
প্রাচ্যাত্ম-মধ্যম-বৈক্যবের অত্যন্ত লক্ষণ না
পাওয়া পর্যন্ত কনিষ্ঠ-বৈক্য অথবা বৈক্যনা
মধ্যম-বৈক্যট বৈক্যবতর। উভয়-বৈক্যই
বৈক্যবতর। এই তিনপ্রকার বৈক্যকে
মহাপ্রভু-স্বরূপে আমা-লগকে দেখাইয়াছেন,
তাহা এখনে প্রচায়া।

অতএব যা'র মধ্যে এক কুকানামা
সেও ত' বৈক্য, ঔষধি কাকত সম্বাদ ।
কুকানাম নিয়ন্তর বিচারক বনে ।
সেও সে বৈক্য তজ্জি ত্রিটি চরণে ।
বিচার দর্শনে যুখে পটলে কুকানাম ।
ঔষধি কাকত তুমি বৈক্য প্রাধান ।
ক্রম করি' কতে চাকু বৈক্যলক্ষণ ।
বৈক্য, ঔষধি আর বৈক্যলক্ষণ ।

'সি মহাশয় প্রভু উৎসর্গে কৃষ্ণনামোচ্চারণ
 মাটো টোকা'। কান্ট্রেশ্যেই মথো
 ধীরাগা টোকাগায়া অর্থাৎ টোকাবাস
 ব'ল'। দশিট হটয়াছেন, তাঁহার নামাতাস-
 ম এ উচ্চারণ করেন, নাম উচ্চারণ করেন
 না। যিনি একবার শুকনাম উচ্চারণ করিতে
 পারেন, তিনি শুকটোকা। যিনি পের
 শুকনাম নিরন্তর উচ্চারণ করেন, তিনি
 টোকাগর। ধীরাগে দে'গলে মুখে কৃষ্ণনাম
 আটসে তিনি টোকাগম। এতলে আরও
 উটনা এট থে. শুকনৈকগ হটবার কল
 দীক্ষার অংকা নাট। টোকাগায়া
 হটবার কল অর্থাৎ ত্রিগুণোগ্যোগী মথ-
 গ্রহণকে দীক্ষা বলে। সে-দীক্ষা নামও
 অংশক। যথা প্রভুবাকা,—

"সুত্ব কহে,—যা'র মুখে ত'ন একবার।
 কৃষ্ণ-নাম, সেই পুকা—শ্রেষ্ঠ মনাকার ॥
 এক কৃষ্ণনামে করে সপিসাপ জয়।
 নানাবিধ তর্ক পূর্ণ নাম হতেও কথ ॥
 শিকাপুচ্ছেদ্যাবিধ অলোকা না করে।
 তেহু'র নাম আচা'লে মগেরে উদ্ধারে ॥
 অশ্বক ফল করে সংসারের কথ।
 চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥
 অতএব যা'র মুখে এক কৃষ্ণনামি।
 গে'ত ত' 'ই ফল, কারহ তাঁহার মন্থান ॥"

ମାନ୍ଦ୍ରୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ର ମାନ୍ଦ୍ରୀ-
 ଗାନ୍ଧର ମହତ୍ କୁମନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ
 ନାମ ହଥ । ଅତୀତମାସିତୁଳ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ-
 କର୍ତ୍ତାସାଗ-ଠେରାମାମି ବାସୀ ଆବୃତ ସେ ନାମ,
 ଡାଃ ନାମାବସ । ନାମାବସ ହାତୁମାମି

ভাষারে সে বসি ধর্ম-কর্ম, সদাচার। উৎসরে সে প্রীতি ভয়ে সন্ন্যাসবার।

কেন্দ্রের হটলেও বৈক্যের দূরে রাখা গা
উদ্ধারিত হয় না, শুধুই উদ্ধারিত
হয়। সত্যের বহু জাতি নাম রাখি
অতিরিক্তি ও ভীষণ পঙ্কচ'ন'দ্রিমে নামের
উপেক্ষা-অনু-বের হারা বনাম উদ্ধারিত
হয়, তাহাট নাম। তখন এক নাম রাখার
কিছাই উদয় হয়, তিনি বৈক্য। নাম উদয়
হ'তে হ'তে সর্বট প্রায়ই ও অপারক
লাপকর হয়; উদয় হইয়া যাত্র প্রায় উদিত
হইয়া পড়ে।

বৈক্য স্বভাবতঃ সর্বজনসম্পন্ন ও
সর্বদোষবিবর্জিত। চিত্তবিস্তৃত,—

“সর্ব মহাভগবৎ বৈক্যপর্যায়।
ককভক্ত ককর তপ সকাপ সকারে ॥
বাবর্য হাড়' ওল ককর চরণ।
নিবিদ পাপাচারে তার কক নহে মন ॥
অজ্ঞানে বা হয় বহু পাপ উপাধৃত।
কক তারে তক করে, না কহাও প্রায়'তন ॥
কক'সা-বহ-নিবাহি বুলে ককত'সঙ্গ ॥
অসংস্কৃত-এক বৈক্য-আচার।
সীসী এক অসামু, কক'ত অসার ॥

বেদিন হইতে এক কখনাম জন্মায়
উদয় হয়, সে দিন বহুতে আর কোণের
পাপে হাট থাকে না। পাপে হাট হওয়া
হুই, খাফ, পুণ্যেও হাট থাকে না।
বৈক্য, বৈক্যের ও বৈক্যের—সকলে
নিরজন, নিম্ন ও নিম্ন। যদি পাপের
আবহ বহু বার, তবে তাহাকে বৈক্য মনে
পরিগণিত করা যায় না। কান্ট বৈক্যের
পাপ ও পুণ্য হাট থাকে না। তিনি শুধু
বৈক্য বহু হইলে, তাহাও বৈক্য নাই, অতএব
নিম্নও নাই। তিনি উদয় নিম্ন করিলেন,
তিনি বৈক্যের মধ্য অপার অারোপ
করিলেন। বৈক্যের তিন প্রকার কথা লিখা
হইলোকে বিবেচনাক আলোচনা করিতে
পারেন। শুধু ককর উদয় হওয়ার পূর্বে
সেই ব্যক্তি বৈক্য বহু ছিল, তাহা
অকপকার হুইলোকে আলোচনা হয়।
ককর উদয় হইলে বৈক্যের মধ্য বৈক্য
হয়। বৈক্য হইতে হইতে যে কিছুকাল
অতিরিক্ত হয়, সেট মনে তাহার অপর
বৈক্যের বিষয়ে হুইলোক আলোচনা করিয়া
থাকে। হুইলোকে হুইয় আলোচনা বিষয়
এই যে, বিবেচনাক আলোচনা করিয়া
ককলেও কখন বৈক্য কোন নিবন্ধের
উদয় হয়। বৈক্যের বৈক্যের কখনই
হুইয়া হয় না। তাহা হুইলোকে এই বৈক্যের
আলোচনা করিয়া বৈক্যবান্যের বৈক্য
পাঠ হয়। অতএব বৈক্যের বৈক্যের
একটি পরিচয় হইল,—

একটি বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

সহজস্বভাব বহু মধ্যপন্থায় চ।
বৈক্যবান্যের বৈক্যের বৈক্যের

সংস্কৃত বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে উৎসব

গৌড়ীয়মঠাচার্য ও গৌড়ীয়মঠ
কক'সা-বহ-নিবাহি বুলে ককত'সঙ্গ ॥
অসংস্কৃত-এক বৈক্য-আচার।
সীসী এক অসামু, কক'ত অসার ॥

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

মোগলসরাইয়ে কীর্তন

মোগলসরাইয়ের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের
বৈক্যের বৈক্যের বৈক্যের

— (•) —

নিয়মাবলী

— २१३१५५ —

অতঃপর সচিবের বৈদেশিক সম্পর্ক
আলোচনা চলে। মাননীয় শ্রী মহাপাত্র
বক্তব্যে সভাপতি মূলভূমিকা ব্যবহরণকে সচিবের
ধৈর্য বিক্রয় করিতে বলেন। তিনি বলেন
যে খুব প্রয়োজন না হইলে সাধারণে বৈদেশিক
ব্যবহার না করিয়া শুধু উৎপাদন বৃত্তির ওপর
পারীশ্রম্যই বেশ ব্যতীত। উচিত। বিশেষতঃ
বৈদেশিক সম্পর্ককে সর্বসাধারণকে বক্তব্যে সভাপতি
মূলভূমিকা বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত
হইয়াছে। সুতরাং বৈদেশিক মিলিতভাবে বৈদেশিক
ভাগ সচিবের নিকট পৌঁছান করা হয়। সুতরাং
আমাদের সভাপতি বৈদেশিক বস্তুর উপর
নির্ভরতা। অর্থাৎ কর্তব্য। এ বিষয়ে
আলোচনা করা হয়। মাননীয় মহাপাত্র
বক্তব্যে সভাপতি করা হইয়াছে যে বৈদেশিক
বৈদেশিক বস্তুর উপর নির্ভরতা। অর্থাৎ
কর্তব্য। এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
মাননীয় মহাপাত্র বক্তব্যে সভাপতি করা
হইয়াছে যে বৈদেশিক বস্তুর উপর
নির্ভরতা। অর্থাৎ কর্তব্য। এ বিষয়ে
আলোচনা করা হয়। মাননীয় মহাপাত্র
বক্তব্যে সভাপতি করা হইয়াছে যে বৈদেশিক
বৈদেশিক বস্তুর উপর নির্ভরতা। অর্থাৎ
কর্তব্য। এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পাট চাষের হুড়াগ সংশোধিত বিবরণ
 প্রকাশ যে, কুচাবহার ও জিপ্সুমা মালাস
 বাবলাস এবং বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম
 মোট ২০০০০৭৫ একর জমিতে পাট বেলা
 হইয়াছিল। উহা হইতে একর প্রতি ২০৭
 গাঁইট দিয়াবে, মোট ৭০০০০০০
 গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধরা
 'হইয়াছিল।

4

સચ્ચય

ହୁଣ୍ଡା ହୁଏ କ୍ଷାମା

ଆପଣଙ୍କ—ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ୧ : ୧
 ୧ : ୧ : ୧, ୧ : ୧ : ୧ ।

ଶ୍ରୀମାତ-ସାମାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପାଦେୟ ହେଉଥିବା ଏହି ଲୋକୋପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
ଏହି ଲୋକୋପାୟର ଉପାଦେୟତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।

ବନ୍ଦକୋଷକବ୍ଦ
 — ୧ —
 ଶିଳା ଲିଖିତାଦିକ ଚିତ୍ତି-
 ନିରୋଧ ଚିକିତ୍ସା ନିରଚିତ
 ସ୍ତମ୍ଭ, ଚିକିତ୍ସା, ଯଥାକାଳ ଲେଖନ,
 ଲେଖନୀ, ଚିକିତ୍ସା ଲେଖନୀ
 ଲେଖନୀ ଓ ଲେଖନୀ ଲେଖନୀ
 ନବ-ଲେଖନୀ ଲେଖନୀ ।
 ଲେଖନୀ, —
 ଲେଖନୀ ଲେଖନୀ ଲେଖନୀ
 ଲେଖନୀ ଲେଖନୀ ଲେଖନୀ ।

१७०-८१५५ नमूना।

- - (•) - -

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি সকল চেষ্টাৰ একমাত্ৰ
 মালিক। তাহাৰ সমান বা বড় ব্যৱ কেৱ

নাট। তিনি এক—অধিতীথ। তিনি সমস্ত
পাক্তির একমাত্র আধার—সর্বপাক্তমান।
তিনি সমস্ত রসের মূল আধার বা ধান—। তিনি
সমস্ত। 'এই অগাধে বহু প্রকার রস আছে,
তাঁরা একজনকে মথো একই সময়ে পূর্ণপূর্ণ-
ভাবে থাকতে পারে না। একগাধের রস
কিছু সময় পরেই সঙ্গে সঙ্গে বিসল আনন্দ
দেয়। একগাধের রস এবং রসিক উভয়ে
নষ্ট হয়েই যায়, বিকৃত হয়েই যায়, দুর্গন্ধযুক্ত
হয়েই যায়, ধ্বংস হয়েই যায়। এখানকার
শ্রীতির মধ্যে অশ্রীতি, মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদ,
এক স্বপ্ন মধ্যে শত্রুত্ব, উৎকর্ষের মধ্যে
নিচত্ব, সুখের মধ্যে দুঃখ, কলিহাসার
মধ্যে দৌরাঙ্গা দেখা যায়। এখানকার
স্বামী-স্ত্রীর শ্রীতির মধ্যেও অমিল অশ্রীতি
হয়—বিশ্বাসঘাতকতা হয়। একগাধের
পিতাপুত্র কালচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়েই যায়—
পদস্পর্শের মধ্যে শত্রুতা হয়—উভয়েই
মারিয়া যায়। এখানকার এক-একটি অশ্রীতি
হয়—বিচ্ছেদ হয়—এক শত্রু হওয়া পড়ে।
এখানকার প্রকৃত ও ভুত্বের মধ্যে কেবল
অপের লবঙ্গ। এখানে কালের গতিতে
ভূতগুণ লভ হয় এবং প্রকৃত ভূত হয়।
একজন একগাধের বহু লবঙ্গ এবং লবঙ্গের
মধ্যে পদস্পর্শের যে রস অথবা শ্রীতি আছে,
সেখানে সব চ'ব্বনের ও বিকৃত। কিন্তু শ্রীতি
এমন বস্তু যে, তাঁটার সঙ্গে চেতনের সংঘর্ষ
স্থাপিত হয়নে বা প্রকাশিত হলে তখন
চেতনের স্বভাবে যে রস বা শ্রীতি প্রকাশ
পায়, তাঁরা একজন বিকৃত ও অস্বামী হয়ে।
প্রত্যেক চেতনের স্বভাবে যে রস বা শ্রীতি
রস আছে, সেসমস্ত রসের স্বাভাবিক একই
সময়ের শ্রীতকের সেবা করা যায়। শ্রীতক
লবঙ্গ রসের আধার। একমাত্র তিনিই
সকলের লবঙ্গ রসের সেবা একই কালে

ତାହାରେ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣା ଧର୍ମ-କର୍ମ, ମନାଚାର । ଇନ୍ଦରେ ମୋ ସ୍ଥିତି ଶ୍ରେୟେ ନୟନ ।

ମହାଦିଗ୍ଗ ଯଥେ ଜୀବେତ୍ତେନାନ୍ ମହାଦିଗ୍ଗାନ୍ । ଶ୍ରୀଧାତୁକୋଽସ୍ୟନିଧୀଃ ତୁମ୍ଭେ ହି ବନାଃ ।

অপারেশনসহ ৪৫০০ গ্রামের পানিচরণ।
পূঃ-১৫০০ - পূঃ ৮-১০, কয়েকটি গ্রাম।
অবশেষে শুভ কল্যাণে "ব্রহ্ম সর্বেশ্বর"।
মুখ্য ছাড়া পক্ষপাতের মানে "নির্বিশেষ"।
উল্লেখ্য পূর্ণানন্দ ব্রহ্ম বিহার।
হেন ভগবানে তুমি কল্যাণকারী।

(১৫: ৫: মধ্য ৬৮)

উপনিষৎ পরমার্থ বিদ্যাভিধানের সর্ব-
সাধারণ ও মূল গ্রন্থ। উক্তিতে পরমার্থের
সর্ব-লক্ষণ ও প্রাথমিক বিচারের আভ্যন্তরীণ
সমীচীন বিচারসাধনের জন্য প্রস্তুত হওয়া
যাচাইকৃত; বস্তুতঃ উক্তিতে উক্তিতে
পরমার্থের উচ্চ কথা ও অর্থসূচ্যে উক্তিতে।
উপনিষদের প্রধান কথা— অগতির চিহ্ন-
প্রোক্তে বস্তুতঃ বস্তুতঃ বিজ্ঞান ও
মানবিক জ্ঞানবিশাস হইতে মুক্ত করা।
"উক্তবিশাস চিহ্নবিশাস নহে; অর্থাৎ চেতন
নহে, ব্রহ্মের আভ্যন্তরীণ—উক্তবিশাস নহে।
ব্রহ্মের লীলা-বৈশিষ্ট্য—উক্তবিশাস ও উক্তবিশাস
কল্যাণের সর্বাঙ্গ এক নহে" ইহা
উপনিষৎ পুণঃ পুণঃ জীবের কর্তব্য হইবে
আদ্যোক্তে বিধান।

নিবন্ধ সংবাদ

—: (১০): —

বর্তমানে কলিকাতা অঞ্চলে বাসগৃহের
অবস্থা ও ভাড়া দ্রুত, যে সব বাড়ীতে এখন
সরকারী কর্মচারীরা আছেন, অল্পসংখ্যক
অংশে না হওয়া পর্যন্ত ঐসব বাড়ী উঠানের
বাসিন্দাদের জন্য রাখিবার উদ্দেশ্যে বাড়ী
সরকার কর্তৃক বাসগৃহ অবলম্বন করিবার
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সরকারী কর্মচারীদের জন্য কোনও
নামোপযোগী বাড়ী গড়ার উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত
কোনও কাজ করেন নাই। গড়ার উদ্দেশ্যে আশা করেন
যে, বর্তমান মতন উঠান ঐ নীতি অনুসরণ
করেন। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বাহ্যতে
কোনও ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে এবং
আদ্যোক্তে লক্ষ্য রাখিবার ক্ষমতা হয়, অল্পসংখ্যক
কর্মচারীদের মধ্যে অবশেষে জরুরি
প্রয়োজন করিতেছেন যে, যে সব গৃহে
সরকারী কর্মচারীরা বাস করিতেছেন, সরকারী
অর্থের ব্যয় না হওয়া পর্যন্ত ঐসব বাড়ী
খালি হওয়ার পরে বাহ্যতে কর্মচারীদের
মাসের নিমিত্ত রাখা হয়, অল্পসংখ্যক আইন-সম্মত
সরকারী অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন।

উক্ত ভেলার জাতীয় বৃহৎ ফটোর
সমস্তগণ উক্ত ও পূর্বা উপলক্ষে যে সমস্ত
জ্ঞানোক্ত করেন, রাজস্বের বিভাগের

কর্মসম্পাদন মিঃ কে. বি. মোরশেদ, আই. সি.
এস. তাহাতে সমাপ্তি করবেন। সমাপ্ত
প্রোডাক্ট, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও
মেম্বারগণকে তিনি "বৈশিষ্ট্য" বা "কল্যাণ"
আলোচনের জন্য ব্রহ্ম বিহার।

বর্তমান আশা প্রদর্শন করিবার কথা

উল্লেখ করি: সমস্ত সাধারণ বাসিন্দা বৃহৎ
প্রোডাক্টে সাধারণভাবে করিয়া তুলিতে
তিনি সমস্তকে উপলব্ধি করেন। সমস্তের
কল্যাণের জন্য সমস্ত করিয়া পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মবিহার।
এস. বস্তুতঃ উক্তিতে সমস্তের কথা
কিভাবে উল্লেখ, তাহা তিনি পরিচালনা
করেন।

জাতীয় বৃহৎ ফটো করিবার উদ্দেশ্যে
উক্ত ও পূর্বা উপলক্ষে বর্তমানের যে সমস্ত
অর্থের ব্রহ্ম বিহার, তাহাতে বাহ্যতা ব্রহ্মবিহার।
নিবন্ধিলেন, উঠান ব্রহ্মবিহার ও ব্রহ্মবিহার
ব্রহ্মবিহারের মধ্যে সমস্তের স্থাপন এবং
উঠানের পরস্পরের উক্তি ও উক্তি সমস্ত
জানপাতি উপলক্ষে উক্তের আলোচনা করেন
এবং বলেন যে ব্রহ্ম বিহার সমস্তের মধ্যে
সমস্ত স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে।

সম্প্রদায়িকতা: মিঃ ব্রহ্মবিহার, আই. সি.
এস. সমাপ্তি করবেন। সমস্তের স্থাপন
ব্রহ্ম বিহার ও ব্রহ্মবিহার উল্লেখ
হিলেন।

১০। অষ্টমের হইতে আশা করিয়া
আরও উঠানের জন্য ৩০০টি জামান
মেডিক্যাল ইউনিট চালিতে বাহ্যতা
সরকার মনন করিয়াছেন। বর্তমানে
১৮০টি জামান মেডিক্যাল ইউনিট
মুক্তিপ্রাপ্তের বিস্তারিত পত্রের পাঠ্য
করিয়া লিখিত আবেদনসমূহকে চিকিৎসা
করিতেছে।

ব্রহ্মবিহার সরকারের অর্থ-সম্পদকে বিহার
সরকার পূর্ণাঙ্গ জেলা হইতে লেন, নদী ও
মুক্তিপ্রাপ্ত বিহারের বাহ্যতে ব্রহ্মবিহার
সংক্রান্ত আবেদন আত্মীয় করিয়াছেন।
১১। অষ্টমের বাহ্যতা এবং পূর্ণাঙ্গ
জেলা হইতে ব্রহ্মবিহার করিতে
পারিবেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

প্রতিদিনের জন্য বা দৈনিক প্রতি অকপট প্রকাশ-বিবর্তিত জ্ঞানগর্ভ
পারমার্থিকতা ইতিহাস-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের বিবর্তিত। কোনও প্রকার পারমার্থিক
মুদ্রার অর্থ টাকা-পয়সা প্রভৃতি বিবর্তিত ইতিহাস-প্রকাশ পারমার্থিকতা নহে। ব্রহ্মবিহার
ব্রহ্মবিহার, ব্রহ্মবিহার বা পারমার্থিকতা, ব্রহ্মবিহার বা ব্রহ্মবিহার, ব্রহ্মবিহার বা ব্রহ্মবিহার—এই
সকল ইতিহাস-প্রকাশ-প্রকাশের অর্থগত বা ব্রহ্মবিহার নহে। ব্রহ্মবিহারের কার্যনির্বাহী
সাময়িক নিয়মাবলী উক্তের মত চিত্র।

২। প্রতিদিনের অর্থ-প্রকাশ, পারমার্থিকতা, ব্রহ্মবিহার, ব্রহ্মবিহার অর্থ-প্রকাশ
অর্থ-প্রকাশের লক্ষ্য ও অর্থ-প্রকাশের উঠান ও বিবর্তিত ব্রহ্মবিহার, ব্রহ্মবিহার
প্রকাশ, প্রকাশ ও প্রকাশ অর্থ-প্রকাশের অর্থ-প্রকাশ, প্রকাশ, অর্থ-প্রকাশ ও ব্রহ্মবিহার—অর্থ-প্রকাশ
সর্বস্ব বা সমস্ত অর্থ-প্রকাশের বাহ্যতা ব্রহ্মবিহারের অর্থ-প্রকাশ—এই সকল অর্থ-প্রকাশ
ইতিহাস-প্রকাশ-প্রকাশের অর্থ-প্রকাশ।

৩। কেত কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না পাঠিলে
পত্রের আর পাঠ্য হয় না। পত্রের পাঠিতে উঠানে Reply card বা ১০
পত্রের ডাক টিকেট পাঠিতে হয়। সাময়িকভাবে প্রকাশ পরিচালনা
করিয়া হয় না; ব্রহ্মবিহারের প্রকাশের ডাক টিকের সহিত ব্রহ্মবিহার করিয়া।

৪। প্রকাশ-প্রকাশের পারমার্থিকতা, ব্রহ্মবিহার, ব্রহ্মবিহার সম্প্রদায়িকতার অর্থ-প্রকাশ
করিয়া ইতিহাস-প্রকাশের প্রকাশিত হইতে পারে। অর্থ-প্রকাশের অর্থ-প্রকাশ
চিকিৎসা না পাঠিলে ফেরৎ পাঠান হয় না। পারমার্থিকতা অর্থ-প্রকাশের অর্থ-প্রকাশ
অর্থ-প্রকাশের অর্থ-প্রকাশ এক পত্রের পরিচালনা প্রকাশিত লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। ইতিহাস-প্রকাশের প্রতি প্রকাশের কোনও প্রকার অর্থ-প্রকাশ অর্থ-প্রকাশ
ও সম্প্রদায়িকতার ইতিহাস-প্রকাশের কোনও সময় হইতে কোনও প্রকার অর্থ-প্রকাশ
প্রকাশ প্রকাশ করা হইতে পারিবে। ব্রহ্মবিহার ইতিহাস-প্রকাশ ব্রহ্মবিহারের বাহ্যতা
ব্রহ্মবিহারের অর্থ-প্রকাশের অর্থ-প্রকাশ, ব্রহ্মবিহার উঠানে কোনও বাহ্যতিক প্রকাশ
অর্থ-প্রকাশের পরিচালনা, অর্থ-প্রকাশ নাই।

৬। ইতিহাস-প্রকাশ সমস্ত চিহ্ন-প্রকাশ — ইতিহাস সম্প্রদায়িকতার অর্থ-প্রকাশ, অর্থ-প্রকাশ,
ইতিহাস-প্রকাশ, প্রকাশ; ইতিহাস-প্রকাশ, নদীয়া — এই প্রকাশের পাঠিতে হইবে

—কাব্যগানক

প্রাচীন স্মৃতি-সংলগ্ন

নিবন্ধ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের
সম্প্রদায়িকতার প্রাথমিক উঠানের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের

বৈশিষ্ট্য-প্রকাশ

ব্রহ্মবিহারের প্রাথমিক উঠানের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের

সাম্প্রদায়িকতা

সময়

নিবন্ধ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের
প্রকাশ-প্রকাশের প্রাথমিক উঠানের

নবাব জীবন কৃষ্ণ জনক নবাব । হেন কৃষ্ণ যে না শুভে, জন্ম নাহি তার ।

[illegible]

যৎকিঞ্চৎ

— () —

বর্তমান সময়ে আমরা পৃথিবীতে বাস
করিতেছি। এখানে সূর্য্যোদয়ে বাস করিবার
লক্ষ্যে আশাশুভের সমুদ্র যে নানাপ্রকার
ঝাঝাট আশিষ্য উপাখ্য ও হঠতেছে, সেট-
সকল বাবাত নান কল্পনার এক জীবন্তর
কল্পনার যে কল্পনা প্রাবাহিত হইতেছে,
সেই লক্ষ্য কারণে দোষ, প্রত্যেক গুণে
একজন গৃহপতি থাকেন, আর সেইজন্য এই
গৃহপতিসকল গৃহবহুল গ্রামের মধ্যে একজন
মহাপ্রভু থাকেন, আবার এই গ্রামের মঙ্গলমঙ্গল-
প্রাপ্তির জন্য একজন মন্ত্রপুত্র থাকেন।

কাজীবেগম মহোদায়ের প্রবন্ধের সুখব্যাখ্যা-
বিধানের কত স্বীকৃতিতে তৎকালের প্রোগ্রাম
আসে। তৎকালকার কেবল ব্রাহ্মণ, কেবল
কায়স্থ, কেবল বৈশ্য, কেবল শূদ্রের প্রোগ্রাম
পারোক্ষিক; মধ্যবর্গের সুখব্যাখ্যাবিধানই সর্বোচ্চ
উদ্দেশ্য। মধ্যবর্গ-মধ্যে শাস্তিতে বাস
করা 'প্রয়োজন' বটে কিন্তু বাস করবার
পারতী সময়ে অতিরিক্ত মঙ্গল আশার
যে প্রয়োগ, তাই লাভ করা সর্বোচ্চ
প্রয়োজন। আমরা অনেক সময় মনে করি,
কতকগুলি বিশেষণ বসে উচ্চের পাঁচশত
আমরা শুধু থাকি, আমাদের মঙ্গল হইবে;
কিন্তু বাকি আমরা বাস্তবিক ভাল থাকি
কিরা, তাহা বুঝি, কিন্তু ভাল-ব্যাখ্যাকে
শুধু, তাহা হইলেই আমাদের প্রকৃত বাস্তব-
মঙ্গল হইবে। সুশীলীর অনুশীলন দূর করবার
জন্য যত আমরা চেষ্টা করি, তত
তাঁহা হইলে আমাদের নিত্যমঙ্গলও অল্পমান
কম হইয়া যায়। নিজ নিজ গ্রাম, দেশ,
গ্রামবাসী, দেশবাসীর সুখস্বচ্ছন্দ-
জন্য অনেক চেষ্টা। কিন্তু বৈশ্য-
শূদ্রের পর আর আমাদের কাহারও
তাঁহা অল্পমান করিয়া কষ্টসাধ্য। কায়স্থের
কাঁধ—ব্রাহ্মণের চুড়ী বিধান, বৈশ্যের
কাঁধ—কৃষি-গোবিন্দ-বাণজাদির চুড়ী-
সম্পাদন, শূদ্রের কাঁধ—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও
বৈশ্যের কাঁধের আভ্যুদয়-বিধান। কায়-
স্থ, বৈশ্যনীতি ও শূদ্রনীতির উদ্দেশ্য—
জাগ্রত মঙ্গল লাভ। কিন্তু তদুপায় মঙ্গল
লাভ করার পর আর কি ক'র আছে, তাঁহা
অল্পমান না করিলে মানব-জাতির বুক
প্রশংসা করা যায় না। তৎকালকার
মান জাতির একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও
প্রয়োজনীয় বিষয়। তৎকাল-
কালে আমরা আমাদের স্ব-বৃত্তি-তাত্ত্বিক
অনুশীলন হইতে পারিবার পথে পারি।

[illegible]

ସମାପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶାହାଜୀ, ଶାହାଜୀ
 ତତ୍ତ୍ୱଗବେଷଣାକୁ ଲୋଚ ଏହି ଆଦର୍ଶ ସମ୍ଭାବନା
 କରିତେ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ । ଆଦର୍ଶ ଅନୁସୂଚିତ ବୁଦ୍ଧିତେ
 ଆଦର୍ଶ ନା ଆଦର୍ଶେ ଶାହାଜୀ ନିଜ ସମ୍ବଳ-
 ବିଷୟେ ଚିନ୍ତାରେ ସମୟ ଗତ । ତତ୍ତ୍ୱଗବେଷଣା ଆଦର୍ଶ
 କଥାଟି ଶାହାଜୀର ପରମ ମାର୍ଗକଥା । ମୋଟିଆ

ଆମିବା ହୃଦେହୋହ ବିନା, ଦେହାଟି ଆନାଦେହ
ମନିବା ମିଥ୍ୟା ।

[illegible][illegible]

ସାହସେ ଶ୍ରୀଧ୍ୟାନପଠୋକ୍ତ "ତତ୍ତ୍ଵେକକଲ୍ପାଂ
 ସ୍ଵାମୀକଲ୍ପାନୋ କୃତ୍ଵାନ ଏବାହତତଃ ସିମାକମ୍ ।
 କର୍ତ୍ତାମ୍ ସମ୍ପ୍ରତିବିବର୍ତ୍ତୟତେ କୀର୍ତ୍ତେ ଯୌ
 ସ୍ଵାକଳ୍ପେ ନ ନାସ୍ୟାକ୍ତଃ" ଶ୍ଳୋକେ ଗିର୍ତ୍ତାୟ
 ଓପାହିତ ହେଲେ କୁହୁ ଆବାଚନ । ମହା ମହା-
 କଳ୍ପ ଉପବାନେତ୍ର ସମ୍ପରମ୍ପାଦନା ପ୍ରତିକୂଳେ
 ଆହ୍ଵାନକାରୀ ବାସ୍ତବିକାର ଅମୃତକୁ ମାଳିକ
 ନା । କେନ କେନ ଗାନ୍ଧାର୍ବିକେ ଉପବାଦ
 ସେ ସେ କାହାର ତାହା 'ସଦାହେନ, ଶାନ୍ତା
 ହୃଦୟକା ସା ଯୋଗାତା ମହର୍ଷି କଳନ ;
 ଆତ୍ମାମିତ୍ୟେକେ ହେତୁ ଅନାବିକାର-ଚର୍ଚ୍ଚାୟ ମାତ୍ର
 ହେତୁ ଅମୃତହୃଦୟ ମାତ୍ର ଗିର୍ତ୍ତାୟ ବିଦେ
 ହେବେ ନା ।

ଶ୍ରୀଚେତନେନ ନିବିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନସ୍ତେ ବିଚିତ୍ର
 ଚିହ୍ନବୁଦ୍ଧିମାନଃସର୍ବେ କ ସମା କାବିଃ କୋନ
 ଶିଳ୍ପୀ ସେନ ନାଟି । ଆସନ୍ତା ଅଭିନୟ ଶୂନଃ
 ମ'ଢ଼ । ଏକମ ସତ୍ୟାବଗମ ସମେନ, —

“কলকে না মিনটে বা জগদাচ্ছন্নসাগরে ।
আনন্দ-ম-কু-স-ওটিমেব বিদ্যা-ম-কু-স-ও”

(ଡଃ ଶ୍ରୀ ମି)

অর্থাৎ হরিতত্ত্বপরামর্শ : ব্যক্তিগত
 সোজন ও আত্মদান-সংগ্রহের নিমিত্ত যে
 করিয়াও য'ন তাতা প্রাপ্ত না হন, অথবা
 লক্ষ্যমায়ী বনষ্ট হইয়া যায়, তাতা হইলে
 বাতুল্য ত না হইয়া মনোময়া ভীতিকেই
 স্বরূপ করবেন। ভগবানের কথা আশ্রয়
 করিলে আমাদের ক্ষুদ্র বিচার প্রশাস্ত
 হইবে। তিন পরম মহাময়। তু-কবিত্ব
 আমবা; কহুত জানিতে পার না; কিন্তু
 তিন সঙ্গী; আমাদের মঙ্গলামঙ্গল তিন
 উভয়মুখে অ'ত্ম। স্তবগাং তাঁহার বিচার
 গ্রন্থ করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে।
 "বিষয়ঃ বসু সঙ্গঃ সাং"। কমনীয়
 বিষয় সব অ'ত্ম পাওয়া যাতে পারে, কিন্তু
 হে। লট্টা। ক হইবে? সমাজের কাথ্য তিন
 -র .বা। বা'ত্মর দ্বারা নৈমিত্তিক হইতেছে
 হউক, 'তাতাতে' তেজস্বী কারবার
 প্রযোজন নাহি। অনেক সময় ব্যক্তিগত
 বিচারে নানা মতের উপস্থিত হয়; কিন্তু
 'ভগবান্ পূর্ণ পুরুষ, তাঁহার বিধান কোন
 অপূর্ণতার স্থান নাহি। তাঁহার বিধান শিরে
 দারণ করিলেই সঙ্গমঙ্গল লাভ হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যখন মালদহ যান, তখন
 শ্রীচাঁদ সাক্ষী বহু লোকজন দেখিয়া
 গৌড়েশ্বরের মনে অশান্ত হইয়াছিল যে,
 এত লোক শ্রীচাঁদ খাখের কিছু বাড়াবাড়ি
 করিতে পারে। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্‌ কাতোড়
 খাখের কোন ক্ষতি করেন নাই। আমানের
 কপাল খারাপ হইলেও অসুখায়া, কপাল ভাল
 হইলেও সুখিয়া হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌
 শ্রীকৃষ্ণাণে এত লোক লজ্জা বাটেনে না
 বিচার করিয়া সে বাজা নীলাচলে ফাঁসিয়া
 যান।

ভাষারে সে বলি ধর্ম-কর্ম, সদাচার । ইথরে সে শ্রীতি করে সমস্ত সবার ।

ज्ञायादुक्तं : अथ यत्किंचिद् गते सप्त धनो ।

— (四) —

সম্মতি ৩ পল্লী ৪ নিহাণের মানস

[illegible]

বর্তমান পরিস্থিতিতে আভ্যন্তরীণ তেল
নাট, কিন্তু সাধারণ হটবার প্রয়োজন
অন্যভাবে আছে।

সম্মতি নাওলা পক্ষবশেষেট পত্রোক্ত ভবিষ্যৎ
মা'পক অবস্থা। দখলীকরণমণ্ডকে জ'মক
স্বায়ত্তন কস লর নাম ও পরিমাণ সম্পত্তি
তদালাদ। ডেপুটিম্যেট কমিশনার অবস্থা
উহার। ডেপুটিম্যেট কমিশনারের নিকট
জানোতিগুর জর আবেদন দেওয়ায় কোন কোন
স্থলে জাফাফর ও উত্তর ওঠিয়াছে। যাহাতে
ক'ষ উন্নয়ন বিভাগ এই প্রদেশের আবাদী
জ'মক পরিমাণ এবং যে-সকল আবাবাদী
জ'মক বাতুলপত্র উৎপন্ন করা যাউতে পারে
তাহার অবস্থানস্থল সম্বন্ধে নিকট ওখাসংগ্রহ
করিতে পারেন। (অবস্থান সচকার ঐকপ
আবেদনকারী করিয়াছেন।) এই প্রদেশের
খাদ্য উৎপাদন পরিচরনা গণরনের জর এই
তথ্যগুলি সংগ্রহ করা যথোজন। ক'ষ
আবিকর আদায়ের ল'ক ও উহার সম্বন্ধ আছে
গলিয়া কোন কোন স্থলে চরনা-করনা
চলিতেছে। 'ক'ষ তাহার ল'ক ও আবেদন
কোন সম্পক নাই।

গুণশালিত পণ্ডর অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন
করিয়া উহার উন্নত বিধানের উপায় কিছু
করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাগের মেশাল
আকসার মিঃ এলফোর্ট, পণ্ড বিবেচনা
মিঃ বালসার, কৃষ্ণভাগের ডাঃ মেন
মোদনপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অর
ডওয়াল্ডি বাটিনের সাহিত সম্মত কাম
এলাকা গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার
আজ্ঞামোতের দ্বারা নিবাস পরিদর্শন করেন।
উৎক্ষেপ কামশালার পরিদর্শন করবার
পরিদর্শন গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহার
কাঁধের চাউক তক্ষী বসন্তাভ্যাসের কার্য
পরিদর্শন করিয়া সমুদ্র হন।

শ্রীহরিগুরুদেবকর্তৃক নবী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট প্রকাশ-নিবেচিত বাস্তব
পাঠমা'লকপত শ্রীনবীয়া-প্রকাশের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অধিকারী। কোনও প্রকার পাণ্ডিত্য
মূল্যের অর্থাৎ টীকা-সংগ্রহ প্রভৃতির বিশেষত্ব শ্রীনবীয়া-প্রকাশ পাঠ্য বাইরে না। দ্বারত
বহুগুণ্যতা, মূল্যতা বা পাণ্ডিত্য, সুসম্পূর্ণতা বা মঙ্গলতা, মৈত্রী-বৃত্ত বা উচ্চ-বৃত্ত - এই
সকল শ্রীনবীয়া-প্রকাশ-পাণ্ডিত্যের অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কাহ্নমোদনাকোর
সাংস্কৃতিক নিয়োগই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

[illegible]

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানিলে
 গণ্য আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাঠ্যে উঠিলে Reply card বা ১০
 নম্বরের ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন
 আর লেখা ও না : লক্ষ্য রাখকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত সংযোগ করিয়া ।

୪ । ଅକାଳୁ ଆସିବାପରେ ପରସ୍ପରି ସହକାର ଜୀବକାଳିନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଅବସୋଧନ ନାହିଁ । କାଳେ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଆସିଲାବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଅନୁଭୂତ ଆକାଳ ଗଣ୍ୟାପଣକୁ ଯାକଟିକେଟିବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟେ ଯେପରି ଗ୍ରହଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆସିବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଅବସୋଧନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବତା ଓ ଅସମ୍ଭବତା ଓ ଅସମ୍ଭବତା ଓ ଅସମ୍ଭବତା ।

[illegible]

৬. ক্রান্দোয়া-লকাল সম্বন্ধ চিঠি-পত্রাঙ্গ - জোলাল নন্দগোপাল একতরী বক্তৃতাগী.
 ক্রান্তে-১৯২৫, পো: ক্রোয়ায়াপুর, নন্দোয়া - গ্রন্থ বিকানায় পাঠ্যে ১৫ হুতবে।

— ୧୫୧ —

সাম্প্রদায়িকতা

‘নতালী’ আদির ‘সমুদ্র’ শব্দটি
হাঙ্গেরি-ভাষায় ‘আলো’ অর্থ
অন্ধকার থেকে যখন আলো
প্রকাশিত হয়।

સમ્બંધ

শ্রীমদ্রামায়ণোঃ বিখ্যাত ভাবন-চাবিত্ত,
• প্রাকান্ত ৬ শিক্ষা-পথকে বাংলা ভাষায়
সংলগ্নম্ ৫৪। ২২ টাক।

ଆନୁଷ୍ଠାନ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ(ମନୋ)-ଶ୍ରୀମାଳା, ପୃ: ୧
 ବି.ଏ.ସି.ଏ. ୨ମ ବର୍ଷ ।

নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাসেবক অ্যাসোসিয়েশন
 হাওড়া-কলকাতা-সংলগ্ন জাত-ধার্মিক-নিরপেক্ষ
 প্রৌঢ় ও শ্রদ্ধাশীল বিচারক-অ্যাসোসিয়েশন
 প্রাথমিক এবং পরমাধ্যমিক স্কুল-কলেজ
 সাধারণ জনসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে।

ହୁଏ । ଏହି ସମୟରେ

কষ্টিমাসে গোমাসর্ব্ব-হটবে বলিয়া
 বৈনিক-এ, আর পি. ওয়াডেন তাহার স্বীকে
 কোনও ক্রমে কালকাণ্ডে আসিতে নিষেধ
 করায় তারত কক্ষা বিধান অঙ্গুসারে তাহার
 প্রতি দণ্ডাদেশ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংবাদ-
 পত্র সমূহে যে সমাণে চলা করিয়াছে, তাহার
 প্রাপ্ত গণপ্ৰমোদিত মনোযোগ আকৃষ্ট
 করিয়াছে।

এ সম্বন্ধে বর্তমানে কোন যত্নগ্রহণ
করা সমীচীন নহে বাল্য। গর্ভমেষ্ট্র। (ববেচনা
করেন। কিছু সাধারণের অবস্থা।

ঐশ্বর্য-সাম্রাজ্যের ন্যায়াকাল্য ক্রিষ্টি ওয়ার্ল্ড হাউজে শ্রী নীলমণি বসুকে পান্ডিত্য ভক্তি-শাস্ত্রা সম্পাদিত
ও ঐশ্বর্যকিশোর ভক্তি-শাস্ত্রা সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

ବନ୍ଧକୋଭବମ୍
 — ୦ —
 ଶ୍ରୀମ ସଂଜ୍ଞାନାମ ଚାନ୍ଦି-
 ବିନୋଦ ଠାକୁର ମଦନଚନ୍ଦ୍ର
 ମୁଖ, ଡି.ଏ. ସମ୍ପାଦକ ଉଦୟ
 ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ, ଡି.ଏ. ଉପସାଧିକାରୀ
 ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଗୁଣାବଳୀ
 ନବ ସଂସ୍କରଣ ଉପାଧିକାରୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ସାମାନ୍ତରାମ, —
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ମୋତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ভারতের নব্বয় বছল প্রচলিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

24 44

১৭ কেশব গোস্বায়: ৪৪৮;- ১৯৮১ অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ : ১৩৯১, ১৭ই নভেম্বর ই: ১৯৪৪, শুক্রবার

200-2941 ગરંથા]

સાક્ષીઓના નામો અવગત:

দৈনিক নগরী-প্রকাশ

১৩ ফেব্রুয়ারি, বিধি সংস্কার কমিটি মোতাবেক ৪৫৮

ঐল প্রভুপাদের হরিকথা

'ବୈକ୍ୟ' ଓ 'ଅବୈକ୍ୟ' ଡିଭିଜେ ନା ପାରିଲେ
 କ୍ଷୟ-ବ୍ୟୟରେ ସତ ହୁଏନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଚଢ଼ିତେ ହୁଏ ।
 ସାତାଳେ ଡାକାଳେ ବୈକ୍ୟ ବସିବା ହୁଏ । ତ
 ଦେଖା ଦେଖନ ଦୋଷ ଗଢ଼ତ ବୈକ୍ୟକେ ବାମା
 ଦେଖା ଓ ଦେଖନ ବାସାବସ । ଦେଖାଦେ ବାସନ-
 ଡାକ-ନାଡ଼େର ଗଡ଼ ମୁଣ୍ଡକମାହାରୀ ଆମଳକ ।
 ଏହି ବାସବଜାବ ଶୁଦ୍ଧକମାହାସିତ ବାସିକମାମେ
 ଦେଖାଦେ ବାସନେର ଗାଦାସିତ ହୁଏ ; ତାହା
 ଏକଥା ଶୁଦ୍ଧ ବୈକ୍ୟବ୍ୟୟେହି ମଳାତି ।

[illegible]

‘ହକ’ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆକର୍ଷଣ ଚକ୍ରମାନ ।
 ଜୀବମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ଓ ଉପସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାନ
 ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ ଓ ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ
 ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ ଓ ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ
 ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ ଓ ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ
 ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ ଓ ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥାନ

ଆକର୍ଷଣ କରେନ, ତିନି ଶିଳ୍ପକ । ଶିଳ୍ପକ ବି
ଆକର୍ଷଣ କରେନ ? ହୁଏ ଓ ଏହିପ୍ରକାର
ଶିଳ୍ପକ କବନଓ ଆକର୍ଷଣ କରେନ ନା, ତାହା
କଳାଧାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ।

‘ସାଧ’-ଲେଖକ ତାହା ବିଷୟ ସମୀକ୍ଷିତ
 ତାହାସାଧାରଣରେ ଶ୍ରୀକାଳିଦାସ କବି, ମହୋଦୟ
 ବାଲ୍ୟବୀରୀ ସାଧ, ଶ୍ରୀକଳିଦାସ ସାଧ, ସାଧାରଣ ସାଧ ।
 ସାଧାରଣ କାଳେ ସେବାସୁଖିନୀ ମାତୃପୂର୍ବ,
 ମହାକାଳିଦାସ କବିତା ମାତା ।

[illegible][illegible]

“ଆମି ତମବାନ୍ତେ ଦେଖିବି”—ତହାର
 ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବା ଆଦିତି, କାହିଁ “ଆ”
 ତମବାନ୍ତେ ଦେଖାଟିବ—ସେ ଛଳ ଦେଖିବେ
 ତାହାର ‘କାଳ ଜାଣେ’ ତହାର ନାମ ଲେଖା,
 ଆମାର ଧନଗଢ଼ା ମୋକ୍ଷଣ। ତି’ନ ଦେଖେନା ;
 ।କହ ସେ ମୋକ୍ଷଣ। ତାହାର କାଳ ଜାଣେ, ତି’ନ
 ତାହାଟି ଦେଖେନା ।

অথোকসেনাপতিমাত্রেই সর্গোপেক্ষা *satish* ৮
 খাণ্ডেলী খাণ্ডিয়া ল বাচ বুঝি না ধর্মো
 কথা বাহাদুর দাশে প্রাণই কবুজী
 দিগছে, ভাড়াই কাইসার, নেপোলিয়ন
 প্রকৃত অদর্শকেই বড় মনে করে। কিছু
 ভাড়া ভাড়া ক'রলে ভগবানের উচিত
 নির্ভর করিলে সমস্ত দাঁড়ই কাটিয়া যায়,
 ভগবান্ সুখ, ক্রোধ বাহা প্রদান করেন,
 তাহাতেই তিনি ভগবৎসেবা করেন।
 ভগবানের সেবা করিলেই ভগবতু'ক্ত মরণ
 বস্তুর প্রকৃত সীমা বুঝা যায়।

‘অমোঘ্য’কে জয় করার নাম ‘মুক্তি’।
 বাহাদুর জিদভী হত্যাছেন, তাঁহারা কাম,
 মন ও বাক্যেই এত করিয়াছেন। খণ্ডের
 কাকলভাল সব গ্রামাণ্ডা। মাথার কণার
 বড় কামবল আছে, তাহা পাড়িতে নাহ।
 এই সকল পড়লে হয় তাহাদের সহিত
 সহযোগিতা, না হয় আত্মযোগিতা করিবার
 দর চিহ্ন ব্যাঘাত হয়।

ଧନ୍ୟଜୀବନେର ମୂଳୋତ୍ଥାପନ ଆମା 'ଶିକ୍ଷଣୀ'
 ଶିକ୍ଷଣୀ । 'ଶିକ୍ଷଣୀ' ଆମେ ଆମାରି, ଆମେ ଶିକ୍ଷଣୀ
 ଶିକ୍ଷଣୀ ଶିକ୍ଷଣୀଶିକ୍ଷଣୀ । ବୈଦ୍ୟବିଦ୍ୟା ଦେବତା ;
 ଶିକ୍ଷଣୀ, ଶିକ୍ଷଣୀ 'ଦେବତା' ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, 'ଦେବତା'-
 ଶିକ୍ଷଣୀ କହେନା ।

କାହାଣୀର ମୋଡ଼ିବାର ଲିପି—ମହାଶୟୀ,
 ଶ୍ରୀମତୀ, ବାଳକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ତାଙ୍କ କାମର ମାଧ୍ୟମରେ
 ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଶ୍ରୀ. ଶ୍ରୀ. ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ. ଶ୍ରୀ. ମାଧ୍ୟମରେ
 ଶ୍ରୀ. ଶ୍ରୀ. ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ. ଶ୍ରୀ. ମାଧ୍ୟମରେ

পাঠিয়েন না ; কিন্তু তাঁহাদের অনেক অর্থ
আদায় করিতে হইবে— ই-ক সোহাগ জগৎ ।

[illegible]

ଆମର କେ ଏକମା କରାମ ନାମ କଣ୍ଠିତା ।
 ଆମର ଏକମା କରାମ ନାମ କଣ୍ଠିତା ।
 ନିକେର ଏକମା କରାମ ନାମ କଣ୍ଠିତା ।
 କିନ୍ତୁ ଏକମା କରାମ ନାମ କଣ୍ଠିତା ।
 ନିକେର ଏକମା କରାମ ନାମ କଣ୍ଠିତା ।
 କିନ୍ତୁ ଏକମା କରାମ ନାମ କଣ୍ଠିତା ।
 ନିକେର ଏକମା କରାମ ନାମ କଣ୍ଠିତା ।
 କିନ୍ତୁ ଏକମା କରାମ ନାମ କଣ୍ଠିତା ।

[illegible][illegible]

ঈশ্বরে দে শ্রীতি আছে সমস্ত সবার ।

— 11(6) —

निष्ठावर्ती

— कविप्रियम्

এটি একটি বিতর্ক করা হয় লক্ষ্যে বিচারক-
গণ এর সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় ১৯২৬ ২৭
এবং ১৯২৭-২৮ সালে যখন প্রাথমিকভাবে
চাক্ষুণ্য গিরি, রতনপুর চেম্বারম্যান ছিলেন
তখন এটিমেন্ট ভাষা কার্যকর ব্যবস্থা বাস্তব

ଆସିବାଗକାରୀ ୨୭ଜଣ କ'ଣମାନ
 ଡାହାଣେର ବିକ୍ରୀରେ ୩୦ଟି ଟାକାର ଏଣ୍ଟିସେଟ
 'ମ: ମାଟିର ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାଣ୍ୟା ୨
 ଆଡ଼ସୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପସ୍ଥଳେ ବିଚାରକମାନ
 ଏକାକୀ ମତ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ
 ମଧ୍ୟୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛାଡ଼ିବ ସବୁକେ ବଳା ବାଟେ
 ମାତ୍ର ସେ 'ମ: ମାଟିର ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ଏଣ୍ଟିସେଟ
 ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟେନ ଡାହାଣ ଗ୍ରହଣେନ ଡିଜିଟାଲ
 କୋର ଏଣ୍ଟିସେଟ ବିକ୍ରୟ କରେନ ନାହିଁ । ସାକ
 ଏଣ୍ଟିସେଟ ଗ୍ରହଣେନ ନିଜାକବସ୍ତବ ଆକାର ଏହି
 ସେ 'ମ: ମାଟିର ଡିଜିଟାଲ ଏଣ୍ଟିସେଟେର ମଧ୍ୟୋ ଏକାକୀ
 ଏଣ୍ଟିସେଟେର ବିକ୍ରୟ କରେନ ନାହିଁ । ଏକ ମାଟି
 ଏଣ୍ଟିସେଟ ସାହାର ଡାକାର ମାଟିମାନ ୨୨,୨୦୨ ୧/୨
 ଗ୍ରହଣେନ ଉପସ୍ଥଳେ ବିଚାରକମାନେ ଆଡ଼ମ
 ଏକ ସେ ଏକ ମାଟି ଏଣ୍ଟିସେଟ ବିକ୍ରୟ କରା
 ଗ୍ରହଣେନ ଏକ କଥା କାନିଆ 'ମ: ମାଟିର ଡିଜିଟାଲ
 ମଧ୍ୟୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟେନ ଗ୍ରହଣେନ ଡିଜିଟାଲ
 ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟେନ ଗ୍ରହଣେନ ଗ୍ରହଣେନ ଗ୍ରହଣେନ
 ମାତ୍ର । ସାହାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣେନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟେନ ଗ୍ରହଣେନ
 କରା ଗ୍ରହଣେନ ବିଚାରକମାନ ଏକାକୀ କୋର
 ମାଟିର ଗ୍ରହଣ କରେନ ନାହିଁ ।

সাংস্কারিকতা



सम्यक्ज्ञान

[illegible]

देवस्य वा ज्ञायः प्रीयमान

आश्चर्य—ये वाग्वीर्य-ये वाग्वीर्य, २०१:
है - वाग्वीर्य, वाग्वीर्य ।

ଶ୍ରୀରାମ-ବାହାମୁକ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣାକାଳ ତ୍ରି ଦିବ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗାନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣାପାଠ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା
 ଓ ଶ୍ରୀରାମ-ବାହାମୁକ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣାକାଳ ତ୍ରି ଦିବ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗାନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣାପାଠ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା

ମୋ: ଶ୍ରୀଯାହାପୁର, ରତ୍ନାବତୀ ।

ନୋ: ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক গুথপত্র

३६५-३०५५ अ३३७१

ଆଜ୍ଞାନୀଶ୍ୱର ସାତେ ଶୋକ କ୍ରମା କଲେ ।

કુળી ૫૦ થાવો

७ श्री. विद्यानाथ उदित नाथो कर्तुं कृपितः ॥ अकारिणः

ନନ୍ଦକୌସଲ୍ୟ
 — ୫ —
 ଶିଳା ମାନ୍ଦିରାବଳୀ ଚିତ୍ରି-
 ବିମେଶ୍ୱର ଶାଳ୍ୟା ମିତ୍ରାଦି,
 ଗୁପ୍ତ, ଶିଳା, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶାଳ୍ୟା
 କରାମାଳ, ଶିଳା ଶାଳ୍ୟା
 କରାମାଳ ଶିଳା ଶାଳ୍ୟା
 ନବ ନିର୍ମାଣ ଶାଳ୍ୟା
 ଶାଳ୍ୟା ଶାଳ୍ୟା,
 ଶିଳା ଶାଳ୍ୟା ଶାଳ୍ୟା
 ଶାଳ୍ୟା ଶାଳ୍ୟା ଶାଳ୍ୟା

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক গুথপত্র

३३वाँ वर्ष

২৪ কেশব গৌরান ৯০৮; ৮ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩০১; ২৪শে নভেম্বর ই: ১৯৪৪; শুক্রবার

૨૦૨-૨૦૦૧ અંકમાં

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ ফেব্রু, নিধি স্তোত্রোত্তর, সৌখ্য ৪৫৮

হৃদয়-দেবতা

[illegible][illegible]

অসমুখের সঙ্গ না তৈল—সর্বজন
 জনবন্দেভার সচিত আঁটি ভিতানিবিট
 আহেন বাহারা, উহাদের মধ্যে একজনেও
 সঙ্গ তু কপা না তৈলে অসমুখ হইবার
 অত উদ্বাহ নাহি। এইই প্রকারে বসণ
 লগলেই যতই ভাবক, লগলেই অসমুখ।
 উহাদের উপাধিগণের একবিন্দু কপাহ

କାହାଣୀଗଳ୍ପେ ଚେତନସୁଧା ଅବସ୍ଥା
 କରେ । ମୋଟେ ସଫାଆମରାଦମ୍ଭେ ମର୍ଦ୍ଦା
 ମସିହା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଉପାୟମାନତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନ
 କ'ରନ୍ତି ।

^୧ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦ୍ଵିତୀୟ- ୩ୟ ।

ॐ ह्रीं श्रीं नमः ॥

‘‘**ଆବିର-ଉଲ୍ଲାହ** କେତେ ଗାଁ କେ ଧ’ ଆ’ର ସୃଷ୍ଟି ।

ਸਮਾਜਿ ਕੁਝ ਏਕਿ ਏਕੇਨੇ-ਕੁਝਿ ॥”

(७६: २:)

[illegible]

উত্তমবান্ অস্ত্রাধিপত্রে আমাদে
 হৃদয়ে বাস করিতেছেন। উত্তমবান্
 অস্ত্রাধিপ। উত্তমবৈকুণ্ঠ অস্ত্রাধিপ।
 ইঁকারা সকলেই আমাদে হৃদয়ে কথা
 জানেন। সত্যজ্ঞাত অস্ত্রাধিপ উঁকার
 সেনা পরিবার ভক্ত লাগাধিত। উঁকার
 অস্ত্রাধিপের যবে বঁচিয়া অস্ত্রাধিপ আধাপকতা
 দিত। বঁচিয়া অস্ত্র বা বঁচিয়া অস্ত্র দান
 দিত।

কদম্ববতীর সন্ধান পাওয়া যায় না। নীচের
শ্রীতগবান যতঃ বলিষ্ঠাছেন, —

“**शैवसः सर्पकृत्तानां लक्ष्म न हर्षुन तिष्ठति ।**
आयन् सर्पकृत्तानि वृष्टाकृत्तानि वापि ॥”

অন্তর্যামী ঈশ্বর বা অনন্ততত্ত্ব সঙ্গ-
 কৃতের জন্মেই অবস্থান করেন। বহিরাবরণ
 বা হৃদয়াকরণদর্শন যোগ'ন' সেখানে অন্তর্দর্শন,
 চেতনদর্শন বা সেন্দর্শন নাট। স্থূল
 বক্রাকারগণ বা হৃদয় অন্তঃকরণের অন্তঃত
 প্রদেশে জীবাত্মা ও কলতর্ক্যমী ঈশ্বর একত্রে
 সঙ্গ ও সেবারূপে বিরাজিত আছেন।
 ভগবান যে কেবল অক্ষরভরণেই থাকেন,
 নাতিথে নাট, একজন নচে ; কিন্তু অন্তঃ-
 বাহিরে সর্বত্রই বিরাজমান। অন্তর্দর্শনী
 ভক্তগণ অন্তর নাতিথে সঙ্গ তগবান ও
 তগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা
 পরমানন্দময় শ্রী-গগানের সাংখ্যলাভ করার
 তাহাদের নিগদন্য নাহ।

କନ୍ୟାମୂର୍ତ୍ତି । ଶ୍ରୀଃ କ ଓମନୀନତାବେ
 କ୍ରମେଣେତ୍ତଂ ସ୍ବୟମ୍ଭାବନ କରତେଜେନ । ଆତ୍ମହା
 ବିମୁକ୍ତ ସାମିପ୍ୟ—ଓମନୀନ ନାମିତ୍ୟା କଳ୍ୟାଣମସ୍ୟ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞପ୍ତେ ସ୍ବୟମ୍ଭାବନ କରତାଃ । ଆତ୍ମହେବ
 ମତଃ ବିମୁକ୍ତଃ ଓମନୀନ । ଆତ୍ମହା କନ୍ୟା-
 ଦେବତା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକେ ସ୍ନେହପ୍ରିତି କରି ନା ।
 ତାମସାମିନାଃ । ନାଟି ତିନି ଜ୍ଞପ୍ତ ସାମିପ୍ୟାଃ
 କୋନ ମାଡ଼ା ହେନ ନା — ଠାକାର ମାତ୍ରାଃ ପ୍ରିତିଃ
 କୋନ ଓମନୀନ ଜ୍ଞପ୍ତେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ନା ।
 ଚେତନେ ଚେତନେ ମାଡ଼ା ହସ—ଅପେକ୍ଷାଃ କ୍ରମ ।
 ଜ୍ଞପ୍ତେ କନ୍ୟା-ଦେବତାମ ମାଡ଼ା ନା ମାତ୍ରାବେ ବାତ୍ୟା-
 ମତ୍ରାବେ କୋନ ଆତ୍ମା ନାଟି । ଶ୍ରୀତେଜେ
 ଜ୍ଞପ୍ତେ କନ୍ୟାଦେବତାମ ନର୍ଦ୍ଦନ କ୍ରମ—ମାତ୍ରାବେକାଃ ।
 ମାତ୍ରାବେ ବାତ୍ୟା । ଆତ୍ମେ ମତ୍ରାବେକାଃ କାତ୍ରା
 ଜ୍ଞପ୍ତେ କନ୍ୟାଦେବତାମ ଠାକାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋପାସନ
 ନର୍ଦ୍ଦନ, ଜ୍ଞପ୍ତେ ବାତ୍ରାବେ ନର୍ଦ୍ଦନ । ଆତ୍ମେ ମାତ୍ରାବେ-
 କାତ୍ରା ଆତ୍ମେକା ବାତ୍ରାବେକାଃ କାତ୍ରା ବାତ୍ରାବେ

নৌ। অসামান্যকার না হইলে ব'হঃ-
সামান্যকার হয় না। প্রথমে জনগণ যুঁহি,
অনুগ্রহ ও সামান্যকার তহলে পরে বাহিরে
নসামান্যকার হয়। চেষ্টাশ্রম স্বপ্নে যুঁহি,
অনুগ্রহ বা সামান্যকার প্রীতি ছাড় হয় না।
প্রীতিই নশন অদর্শনতুল্য। প্রীতি না
থাকিলে দেওয়া বা সেবা করিয়াও উন্নয়ন
বা আনন্দ-অনুগ্রহ হয় না।

অনুগ্রহকামনারূপ কাম যতকাল জনগণ
থাকিলে, ততকাল জনগণেরই চেষ্টাশ্রমের
কোনপ্রকার অনুগ্রহ ও প্রেরণা পাওয়া
যাইবে না। চেষ্টাশ্রম প্রীতিপূর্ণগোচর
আমার অন্তর বাহিরে যুগপৎ বর্তমান
থাকিয়া আমার সকল কার্য লক্ষ্য করিতে-
ছেন—এই বিচারে জনগণ দিয়া অনুগ্রহ স্বপ্ন
দেখতার সুখাভাসমান হইলে জনগণেরতাকে
অপম্যে জনগণ তৎপরে বাহিরেও অনুগ্রহ
দেখা যাইবে। চেষ্টাশ্রমের সুখাভাসমানতুল্য
না থাকিলে তাঁহার সুখ হয় না। সপ্তপ্রথমে
সুখাভাসমানতুল্য—সুখচিত্তা, তৎপরে সুখ-
বিশ্বাস। চেষ্টাশ্রমের সেবা করিবার পুরে
তাঁহার সুখচিত্তা স্বপ্নে স্থান না পাইলে
চেষ্টাশ্রমের সুখ কি করিয়া হইবে? মেহশীলা
মাত্র যেমন মক্ষফণ পুরের সুখচিত্তা করেন,
সেইরূপ চেষ্টাশ্রমের প্রতি মেহ-প্রীতিশীল
অনুগ্রহ ততোহেতু সুখচিত্তা অনুগ্রহ জনগণ
ধারণ করিয়া অনুগ্রহ সেবার এতা থাকেন।

“সাত্ত্বিক কক্ষের সেবা, কক্ষের সন্তোষ।
সেই কক্ষে এতী সদা না করয়ে তোয় ॥
সেই ‘উচ্চৈঃ’ যে তোমা ভেত
তোমা লাগি”।
আপনার সুখ-ভোগে নহে ভোগাশীল ॥
তোমার অনুগ্রহ চাই, তেই অনুগ্রহ।
অন্যত্র ‘মলে তাঁ’রে তোমার চরণ ॥”

আমাদের জনগণ ছুঁড়িয়া বসিয়া আছেন
যে পদদ্বয়েরই চেষ্টাশ্রমগোচর যদি জনগণ
তাঁহাদের দর্শন না হয়, যদি জনগণ তাঁহাদের
কথাপোনে ও তজ্জ, হাজত উপলক্ষ না হয়,
যদি তাঁহাদের প্রতি অবশেষ ও অভিনিবেশ
না হয়, তাহা হইলে জনগণের পক্ষ-
সম্বন্ধে হুঁহুগোরে কথাটী বুঝতে হইবে। যদি
জনগণ দিয়া অনুগ্রহ জনগণেরই চেষ্টাশ্রম-
গোচর সুখাভাসমান না হয়—যদি জনগণ
সপক্ষ জনগণেরই অনুগ্রহ বিবহকাতর না
হয়, তাহা হইলে শত শত সাধন-ভজনের
সেবা করিয়াও কিছুমাত্র বাস্তব মঙ্গল হইবে
না। জনগণ অনুগ্রহ জনগণেরই সুখ-
আনন্দ আবেশে নিরন্তর আবেশ, অভিনিবেশ
থাকিলে—দীনহীন কামরূপে কপাপ্রাথনায়
জনগণ থাকিলে, তাহা হইলে চেষ্টাশ্রমের
কপাপ্রাথনের সুখীভূত পক্ষ অনুগ্রহভাবে
জনগণ অনুগ্রহ হইতে থাকিলে।

ঐহিকথা-প্রসঙ্গ

— ::(*):: —

ঐহিকচরিত্র প্রথম পরিপূর্ণ চেষ্টাশ্রম।
যিনি এই চেষ্টাশ্রমকে তখন না করিলেন,
তাঁহার উপদেশ তাঁহার কর্তব্যের পাইতে না
হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু।
বর্তমান সমাজ চেষ্টাশ্রমের চেষ্টাশ্রমী বাণী
প্রবণ না করিতে যে বাহ্যিকের অভিনিবেশ
হইয়া পড়েছেন। চেষ্টাশ্রমের দ্বারা
যিনি বিচার করবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া-
ছেন, তাঁহারইবিষয়ে ঐহিকচরিত্রকমল-সেবা
ব্যক্তিও অল্প কোন অভিনায় যুঁহুতর অনুগ্রহ
জনগণের উদ্ভিদ হইতে পারে না। তাহা ঐহিক
কামরূপ গোখরায় শত বর্ণিতাছেন,—
“চেষ্টাশ্রমের দ্বারা করত বিচার।

বিচার করলে চেষ্টাশ্রম চমৎকার ॥”

ঐহিকচরিত্রের রূপের কথা যে-পরিমাণে
তাঁহার কর্তব্য প্রবণ চমৎকার, তিনি সেই
পরিমাণে ঐহিকচরিত্রের সেবার লক্ষ্য হইয়াছেন।
যিনি পূর্ণ-পক্ষে সেই পরিপূর্ণ চেষ্টাশ্রমের
কথা প্রবণ করিয়াছেন তিনি তাঁহার সেবার
পূর্ণ-পক্ষে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন।
ঐহিকচরিত্র যৌলকলাপশীল পরিপূর্ণ-
সুত্রের তাঁহার চেষ্টাশ্রমী কথা জীবের জনগণ
প্রাপ্ত হইলে জীবকে যৌল আনা তাঁহার
পাদপাদ্য আর করিতেই করিলে। যিনি
আংশিকভাবে তাঁহার কথা প্রবণ করিয়া-
ছেন, তিনি ঐহিকচরিত্রের পাদপাদ্য আংশিক-
ভাবে নিজেকে প্রদান করিয়াছেন। যিনি
পদ্য না জীব দেহ-সেবা-পূর্ণ করিয়া, কাহ-
মনে-বাক্য ও বসাসকীয়তার চেষ্টাশ্রমের
সেবার নিশ্চয় উন্নত হইয়াছেন, ততদিন
পদ্য তাঁহার যৌল আনা চেষ্টাশ্রমের কথা-
প্রবণ করা হয় না, জানিতে হইবে।

ঐহিকচরিত্রের পদ্য-দকল আশ্রয় লাভিত
ঐহিকচরিত্রের রূপ লাভ হয় না।
ঐহিকচরিত্রের পদ্যপ্রবণ হইলে জীবের
বিবহকাতর দূর হয়। তখন জীব আর
অসত্যকে সত্য বলিয়া বহমানন করে না।
ঐহিক নরোত্তম ঠাকুর জীবমঙ্গলার্থ
গাইয়াছেন,—

“নিভাচন্দ-কমল কোটিরে সুখীভূত,
যে ছায়ায় অগত সুখীভূত।
হেন নিভাচন্দ্র বিনে ভাট,
রাধারক্ষ পাটতে নাই,
পুট করি ধর নিভাচন্দ্র পাট ॥
সে সখী নাই যাব, যথা চন্দ্র গেল তাঁর,
সেই পাত ডুবে চার।
নিভাই না বলি যুগ, মাজন সংসারস্থে,
নিভাকুলে কি করিলে তার ॥

অহঙ্কারে মত চন্দ্র, নিভাচন্দ্র পালকিয়া,
অসত্যেরে সত্য কর'খানি।

নিভাচন্দ্রের কক্ষ হইবে, তখন রাধ-কক্ষ পাণ্ডে
ধর নিভাচন্দ্রের চরণ ছায়াখানি ॥
নিভাচন্দ্রের সত্য, তাঁহার সেবক নিভা,
নিভা পদ সন্নিহিত আন।
নরোত্তম বড়-গুণী, নিভাচন্দ্রেরে কর সুখী,
রাধা রাধা চরণের পাখি ॥”

অনর্থক্যাবস্থার অসংখ্য কক্ষনার
কীটিক হইয়া না। অনর্থক্যের কক্ষনার বা
নাশ্যকর্য্যকোটিকর কীটন করিলেও আমা-
দিকে কক্ষনারে সেমদান করে না। কিন্তু
ঐহিকচরিত্রের নামে অপরায়ের বিচার
নাই। অনর্থক্যাবস্থার জীব যদি নিজ-
‘স্বপ্নবৃত্তি’ ঐহিকচরিত্রের নামপ্রবণ
করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়।
কিন্তু যদি ঐহিকচরিত্রের ভোগব্যক্তি
লক্ষ্য অর্থাৎ ঐহিকচরিত্রের নামপ্রবণ
করেন, তাহলে সে-সেবার মনোবশের
ছাঁচে গড়া আমার চক্ষুরভোগ্য কোন বস্তু—
এই জানে যুঁহে “গৌর গৌর” করি, তাহা
হইলে আমা দর গৌরনামকীটন হইবে না,
ভোগের হক্ষনস্বরূপ মায়াব নাম কীটন
হইবে মাত্র। ‘গৌর’-নাম কীটিক হইলে:
নাম লক্ষ্যে প্রেমের উদয় হইবে, মন অনর্থ
দূরীভূত হইয়া যাইবে।

বাসাবতার ঐহিক চন্দ্রবান দাস ঠাকুর
ঐহিকচরিত্রের নামপ্রবণে যে ঐহিকচরিত্র-
শ্রুত মন্য করিয়াছেন, তাহাতে ঐহিকচরিত্র-
শ্রুতের তত্ত্ব আংশিকরূপে ব্যক্ত
হইয়াছে,—

নমঃসকলসংগ্রাম জগদ্বানসংগ্রাম চ।
সত্ত্বায়া মপুল্লব সকলপ্রাণ ও নমঃ ॥

ঐহিকচরিত্রের এককাল সভাবস্থা। অক্ষয়
প্রভা-যেপ্রকার ঐহিকচরিত্রের মন্তাজীবের
চার জগতের কোন এক সময় প্রবর্ত এবং
কিছুকাল পরে অসত্যকে দোষেতে পাইয়া
তাঁহাকে মহাপ্রবণ বা কিছুকালের জন্ত
উদিত একটি বস্তুপ্রবণক মাঝ মনে করেন
এবং তাঁহার দায়সভারের ভাবনালাভ
উপযোগিতা প্রবর্ত বস্তুনা করিয়া তাঁহার
সম্প্রদেয় দান এবং নিজ চরম প্রয়োজন
লাভ হইতে বস্তু হন, ঐহিকচরিত্রের
সেচকণ বস্তু নহেন। তিনি এককালসভা
বাস্তববস্তু। তিনি অজগদ্বান মস্তের নন্দন
অর্থাৎ আনন্দপ্রবণ। ঐহিকচরিত্রের পিতৃ-
রূপে তাঁহার সেবক। তিনি চক্ষুরপ্রবণ;
আর কেহ তাঁহার সমান না তাঁহা হইতে
বড় নহেন। পিতৃমাতা গুরুবর্গ ও গুরুরূপে
সেই অসমোক্ষ পরহেতুর সেবক।

পিতৃমাতা: মনু সখ্যাতনে কেনে নয়।
কক্ষপ্রেমের স্বভাব দাত্তানন সে করায় ॥
(চৈঃ চৈঃ আঃ দঃ ৬৪)

সেই গৌরচন্দ্রের ভূতাবর্গের সহিত, নিজ
পাল-বর্গের সাহিত এবং শাকবর্গের সহিত

অনর্থক্যজনিতরূপে নিভা নিভাজিত। তিনি
নিভাচন্দ্র এককাল সভাবস্থা; সুতরাং তাঁহার
ভূতাবর্গ পালাবর্গ ও শাকবর্গের নিভা।
‘ভূতাবর্গ’ নামের দ্বারা তাঁহার ‘সেবকগণকে’
বুঝাইতেছে, আর ঐহিকচরিত্রের সেবার
তাঁহার অনর্থক পালাবর্গের গণিত
হইয়াছেন, তাঁহার তাঁহার পুত্র। আত্মা
যে কারণে পুত্র: ঐহিকচরিত্রের তাঁহার
পালাবর্গের পিতা। তিনি তাঁহার পাল-
বর্গের বস্তু হইতে উদিত হইয়া ঐহিকচরিত্রের
পিতার কর্তব্যহীন। ইহারা তাঁহার পুত্র।
ইহারা ঐহিকচরিত্রের নিজস্ব। ঐহিকচরিত্রের
এই অচ্যুতগৌরী বস্তুগণের জগতে ঐহিকচরিত্রের
নাম-সেবারপ্রবণতা বস্তু করিয়া-
ছেন ও করিতেছেন। ঐহিকচরিত্রের গৌরনিভা-
নামপ্রবণের অতঃপরে সেবারপ্রবণতা করিয়া
নিরন্তর তাঁহাদের মনোবশীল প্রচার করিতে-
ছেন, তাঁহারা ঐহিকচরিত্রের পুত্র ও পুত্রবর্গের
পাল্য অর্থাৎ পুত্র। ঐহিকচরিত্রের নাম
তাঁহাদের নির্মল আত্মার উদিত হইয়া
সুখীভূত জীবগণের নিকট জগতে বিস্তার
লাভ করিতেছেন।

‘পুত্র’ পিতাকে পুত্রমক নরক হইতে
উদ্ধার করেন বলিয়া ‘পুত্র’নামে সংজ্ঞিত
হন। যে পুত্র তরিতরন না করিয়া ঠতর
কাঁধে বাস, সে পুত্রনামের কলঙ্ক।
পিতারই সেই কলঙ্কপ্রবণ পুত্রকে পুত্র
যৌকার বা প্রবণ কারণ পুত্রমক নরক
হইতে উদ্ধারলাভ ঘটে না। তাঁহার
পুত্রোৎপাদন কাযটি জীবসংসার এক
পাপকায্য মাত্র হইয়া পড়ে। আর যে
পুত্র হারিতরন করেন এবং যে পিতা পুত্রকে
হারিতরনে নিবেগ করান, সেই পুত্রের
পিতার পুত্রোৎপাদনকায্য কাযটিও হারি-
তরনের অতঃপরে অসংগত হয়। বৈষ্ণব-পুত্র
ও বৈষ্ণব-পুত্র, বৈষ্ণবপুত্র ও বৈষ্ণব-
পিতার এই সেন।

ঐহিকচরিত্রের আমাদের দ্বারা মৃত জীবের
জন্ত করণাপ্রবণ হইয়া আমরা যে তাঁহার
তাঁহার কথা বুঝতে পারি, তৎকাল তাঁহার
আমাদের নিকট হারিকথা কীটন করিয়া-
ছেন। ভগবানের সেবার প্রচারেই অর্থাৎ
কত রকমে মাড়, দেওয়া, পুত্র, বৃক্ষ ও লতা
প্রভৃতি সচেতন পদার্থ ও জগতের অচেতন
পদার্থসমূহ সেবা করিতে সমর্থ, যে-
ভাবে অবস্থিত, আশ্রয় প্রদান দ্বারা-
ভাবে উন্নত হইতেছে, তাহা লক্ষ্যাই সেই
একমাত্র সেবা-বস্তুর ক্রিয়াকারে সেবা
হইতে পারে, তাহাই ঐহিকচরিত্রের জগৎ
প্রকাশ করিয়াছেন। ঐহিকচরিত্রের বস্তু
পৃথিবীতে অসংখ্য হইয়াছেন, তখন মাড়, বৃক্ষ,
পুত্র, পক্ষী, প্রভৃতিরই—সকলেই তাঁহার
কণ, প্রবণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া-
ছেন। তৎকালের জনগণে তিনি পূর্ণ পূর্ণ

তাঁহাদের সে বস্তু স্বপ্ন-কাম, সবাচার। ইহাদের সে প্রীতি অসংখ্য সবার ॥

ଅସନ୍ତିର ବ୍ୟୟ ଜୀବର କୋର ଅସନ୍ତି ଗଢ଼ି । ଶାନ୍ତାହରେ ଶ୍ରବ୍ୟ ଯା'ର, ସେହି ବଡ଼ ସଦା ।

--- (b) ---

স্বরাস্ত্র-বিভাগ (রাজনৈতিক) দৃষ্টে
 ১৯ই অক্টোবর যাকাদও এক য়েসনোট
 বলা হইয়াছিল যে, কোন সভা, শোভাযাত্রা
 প্রদর্শন অনুষ্ঠানের পক্ষে লাভ্য নোটিশ
 দাখল করা মল্লক্ষে যে সাধারণ আদেশ
 জারী করা হইয়াছে, তাহা কালকাতা, ঢাকা
 ও মেদিনীপুর জেলায় বলবৎ থাকবে।
 ঐ উক্ত সংশোধন কারণ বস্তুদ্বারা জানান
 হইতেছে যে, এই প্রকারের আদেশ শুধু
 কালকাতা, মেদিনীপুর জেলা ও ঢাকা সহরে
 কার্যকরী হইবে।

অতঃপর তাঁহারই এস. বি. মে বঙ্গী
হাসপাতাল অতিথু-রূপে গমন করেন তথায়
স্বায়ং বাহাদুর এস. বি. মে এবং ডাঃ কে,
এস. স্বায়ং হাসপাতাল-ইন্সপেক্টর এবং সার্জেন্ট-জি
তাঁহাবিগকে সন্মিলন করান করেন।
বঙ্গী হাসপাতালটি কালকাটা মেডিক্যাল
এড মিসার্স-সোসাইটির তত্ত্বাবধানে আছে।
তাঁহাদের প্রজেক্ট হাসপাতাল কলিকাতার
উপকণ্ঠে বায়বঙ্গুরে অবস্থিত। পান্ডুনাগেশ্বর
বিদ্যালয়ের সন্নিহিতে এই একমাত্র হাসপাতাল
স্বায়ং বাহাদুর, সি. বি. মে এবং বঙ্গী-জি
প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বঙ্গী-জি এবং তাঁহার
জন সেনার তত্ত্ব মহামাত গভর্ণর বাহাদুর
তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন প্রদান
করেন। মহামাত গভর্ণর বাহাদুর এবং
মাননীয় গভর্ণর-স্বামী উভয়ে হাসপাতালের
মধ্যে গবেষণ করিয়া একটি রোগীর
প্রত্যেকটিকে দেখিয়াছিলেন এবং এই
সংস্থানে সাক্ষাৎ করিয়া যে চিকিৎসা
কাব্য চালিয়েছে তাঁহাও পরিদর্শন করেন।
ডাঃ কে, এস স্বায়ং উক্ত হাসপাতালটি
কিছুপাতাবে বর্ধিত করা হইবে প্রত্যাশা
বাহা বলেন তাঁহা তাঁহারা আঞ্জের সাহিত্য
অর্থ করেন। স্বায়ং বাহাদুর এস. বি. মে
তাঁহাবিগকে চালানে আশীর্বাদ করার পর
তাঁহারা যোগেশ্বর ছাপা নিবন্ধের কারখানা
পরিদর্শন করেন। তথায় ভারত প্রত্যাশার
সরকারি বিভাগের উপদেষ্টা বিঃ এ.
কেতকর প্রজেক্টের নিবন্ধ পড়িয়া
বুঝা গিয়াছে। কলিকাতার আসবার জন্য
তাঁহারা শিপিং-রুট হইতে।

ମାନ୍ଦବିନ୍ଦ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାରିଅର
 କ୍ରେଡିଟ୍ ସାହାଯ୍ୟକ ଲାଭାର ସି: ମି, ମି. ଏସ,
 ମିଶ୍ର ମି-ଆର୍-ସି, ଏସ ଏଲ ଏ'କେ ମାଡ୍ରାସ
 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡାଃ ମ ଡାକ୍ତରୀର ପଦ ଗ୍ରହଣେ
 ସମର୍ଥନ କରା ହେବାକୁ ଥିଲା । ଡାଃ ମିଶ୍ରଙ୍କ
 କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଗାଧିକାରିକାଙ୍କ ସମୟରେ ମେଡି
 କାଲରେ । ଆଜିକାଲି ଥିବାବେଳେ ସେ, ସିଡି
 ମିଶ୍ର ଉଚ୍ଚ ପଦ ଗ୍ରହଣେ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ଥିବା ।

— कविः ।

নিবেশক স্ফূর্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ
ড° জ-সহজে ভাষ্য-বাণী'মঙ্গলমুখে
তৎপরাস্ত্রায় বিচার ও সমালোচনাই
খিত এবং পরামর্শসহজে যাবিকাত্তর
বরণ কল্পনাপুর নিয়াকৃত বইকাছে।
১৯৩৭ খ্রিঃ

ଆପଣଙ୍କ—ଆପଣଙ୍କ—ଆପଣଙ୍କ, ୧ ।
ଆପଣଙ୍କ, ନମୋସ୍ତ ।

ନବଦେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
 চরিত্র অমল্য কলাপকল্পত-
 ত্ব 'পরিমল' নামক ভাষ্য-
 সহ প্রকাশিত হইয়াছেন ।
 ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেয়
 বিভাগ্যতা ।

শাস্তিভাব—
 বিবোধনীঃ-শ্রীমন্নিব
 পোঃ শ্রীমাদ্ভাণ্ড, নকোয়া ।

दैनिक
नदिया-प्रकाश
THE DAILY NADIA PRAKASH

অরুণের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক গুথপত্র

[illegible]

১০ম বর্ষ

২৭ কেশব গোস্বামী ৪০৮; ১১ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩০১; ২৭শে নভেম্বর ইং ১৯৪৪, সোমবার

२०७-२०८-११ संख्या

ଅନୁଷ୍ଠାନଗୋଷ୍ଠୀର ନିୟମ:

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ ফেব্রু, সর্ব সফল, গৌড়া ৪৫৮

উপদেশ

— () —

কর্ণের পথট লক্ষিত হয়। কর্ণের
 দ্বারা সাধুদর্শন করিতে হয়। কর্ণের পথট
 শ্রোতপথ। শ্রোতপথ ছাড়িলেই মৃত্যু
 অনিবার্য। শ্রোতপথট জীবকে অমৃতের
 সন্ধান দিয়া মৃতকে সজীবিত করে।
 অমৃতের পথে ল'খা বাধ—অমৃতের সচিত্ত
 সাক্ষাৎ কল্যাণ। স্ব-পর অক্লান্ত প্রদান
 করে। সেতুজ্ঞ বু'ঝমান জনগণ কর্ণদ্বারা
 ঐনিগ্রহদর্শন, ঐদামদর্শন ওরদর্শন ও গজা
 দর্শনাদি করিয়া থাকেন। প্রবণের পথট
 একমাত্র ঐতিহাসিক পথ বা অমৃতের পথ।
 ঐহিক। শ্রোতপথের আভগতা করেন। মৃত্যুকে
 অতিক্রম করা বিষয়ে তাঁহাদের কোন
 সংশয় থাকে না; ঐশ্বর্যদ্বার বৃকে কত
 বড় ভয়সা! তিনি কর্ণদ্বারা অর্থাৎ শিষ্ট
 হ'য়া দর্শন করেন। য'ন শিষ্টাভিমান বা
 লুপ্তাভিমনে দর্শন করেন, তাঁহাও দর্শন ঠিক
 হয়। সেখানে ওরদর্শন সহজেই আসিয়া
 থাকে। ওরদর্শনই অতর-দর্শন। সেখানে
 তথের কোন কথা নাই। অতরদর্শন না
 হইলে তর বা ভোগাদর্শন হইবেই। যেখানে
 নিজেই চাক্ষুশ অ'ভিমান, সেখানে সাক্ষাৎ
 ওরদর্শন হইবার তথের কোন কথা থাকে

না। অবিভীন্ন দর্শনের পরিবর্তে দ্বিভীন্নদর্শনে
 ভয় আসে। যেখানে সে ১-দর্শন বা ভক্তি,
 সেখানে ভয় বা অভ্যস্ত থাকিতে পারে না।
 ভোগ ও বাগিত, দৃষ্টি ও মনোমুগ্ধতা ভয়
 স্রষ্টাতে ভীতির কোন কথা নাই। যেখানে
 ভক্তের সাহিত্য সংস্পর্শ, সেখানে ভয়ের
 প্রবেশাশঙ্কাও কোথায়? সেবোমুখ ভক্তগণ
 শুদ্ধসেবায়ুক্তিতে সমস্ত বিশ্বিক 'ঈশ্বরাত্ম'
 অর্থাৎ 'আমার ঈশ্বর, আমার পরিচালক'
 রূপে দর্শন করেন। ভক্ত পট্টাক প্রাণকে
 প্রাণের দ্বারা প্রকাশিতরূপে বিদ্বদে —
 আমার সেবারূপে — আমার 'ভোক্তারূপে',
 পরিচালক বা চেতনময়রূপে দর্শন করিয়া
 থাকেন। 'লকণেই আমার ঈশ্বর, আমি
 মূখ্য' — তাহাই ভক্তের মূলমন্ত্র। ইহা
 মতাজ্ঞান ভগবদ্ভক্তি, সেইজন্য হিমাচলিন্দ্র
 যে 'দৃষ্টিক-ভক্তকে ইচ্ছায় ভোগ্য পরিমেয় বস্তু
 মনে করিয়াছে, তাহাকে তিনি 'দৃষ্টিক'
 বস্তুরূপী জড়বস্তু জ্ঞান না করিয়া 'মিত্র বা
 প্রিয়বস্তুজ্ঞানে 'বাস্তব' বলিয়া সংজ্ঞিত
 করিয়াছিলেন।

প্রথম আশ্বার বর্ষ, আর কামত আশ্বার
অবর্ষ। কামুক প্রেমিক নহে, আর
প্রেমিক কামুক নহেন। জ্ঞানিগণ যোক্ত-
কামুক। বর্ষ, অবর্ষ, কাম ও যোক্ত - এ সবই
কাম। সুতরাং হ্যা ভাল বা আশ্বার
বর্ষ নহে, অথচ আশ্বার বর্ষ হই, 'অ'ক
আশ্বার বর্ষ নাই, যোক্তনও নাই এবং আশি
বাহা তাহা - হ্যা উপাস্যের নাম। প্রকৃত
মুক্ত। ঈশ্বরের আভাশেই সে মুক্তি লাভ
হয়। যিনি সন্তোষ হইনাম করেন, চাক্ষু
বটীর মধ্যে চাক্ষু বটীর হইনাম করেন,
ঐহিক নিকট হইনাম অন্তর্গত মঙ্গল হয়।

ଦ୍ରବ୍ୟମେବ ଓ ବୁଦ୍ଧି-ମାନ୍ୟତା । ଏବଂ
କଥା । ଡାକ୍ତର ହଜିଲେ ଆବିଷ୍କାରୀନ ବା ହୁଏ-

[illegible]

যদ শ্রীহরিগুণ-কণে শ্রী ৩৪ উদয় তথ,
তবেচ শ্রীকরকথা-প্রণবকী মনের মার্থকতা।
নিরঞ্জন ভগবদমুখাশ্রয় কীরতে ক'লে
অনুগাধা কাটিয়া যায়। শ্রী ৩৫ নিমেষের
পুনরায় আলোচনা করা দরকার। গুণ-গণের
কথা প্রণবধারা যদ হৃদয়ে রেখাপাত হয়,
তবে না ব'লিয়া থাকে যায় না। ত'জতে
হতাশার কিছু নাই। তাহাতে কেবল
আশা-ভরসার কথাই আছে। সুতরাং হতাশ
না হওয়া কৃপা। নন্দ্যর গাইব হই। আনিয়া
সরসকণ কৃষ্ণের নেক অময়র হাতে হইবে।
ভজনে এইরূপ ভিত্তিও সেগোবসাহ। যেখান
অময়া সেগোবসাহ, সেইখানেক সাফল্য।

শ্রীহরকথা-অংশগাউনাদ শ্রীভগবানের
 দুখের লক্ষ্য কারণে হইবে, নিজে
 অনর্থক-নষ্ট, প্রাণী বা স্বর্গ-অর্থ-পাশের
 লভ্য নহে। অনর্থকগতির লক্ষ্য নর্থকাত
 বাসন কারণে শুদ্ধতা হইবে না। সম্পূর্ণ
 অনর্থক হইয়া তবে হারতজন কারণ,
 এতজন আশা করা যায় না। ভগবত
 আকাশ হইতে হারতজন আরম্ভ কারণে
 হইবে। অংশটুকু ভগবত আশা
 চালাই না, হইকে অংশের গর্হণ করে।
 ভগবতবিশেষতা হইয়া ছাড়িত না পারি-ও

তাহাকে প্রভুর না দিয়া গর্হণমুখে গ্রহণ
করে এবং তাহা হইতে নিকৃষ্ট পাইবার জন
প্রাণনা জানায়; পালিবার মঙ্গল না
প্রাপ্তি তাহাব নাহ। অক পালন
বিসম্বল ছাড়িত পারে না বিন।
নিজেকে দিকার দেয়। এঁকণ না
সাধুন মঙ্গল লাভ করে।

শ্রদ্ধা হইলে সাধন-চর্য্য না আগুন নষ্ট
হয় না, নিঃসত্তর থাকে। শ্রদ্ধা হইলে কোন-
চিহ্নেত অস্থির হয় না। শ্রদ্ধা কুম্ভার বা
অর্দ্ধাঙ্গি নহে। শ্রদ্ধা কুম্ভার বা
অর্দ্ধাঙ্গি সবে গমুনে ধ্বংস করে। শ্রদ্ধা
হইলে সাক্ষাৎকার না পাওয়া গেল
চেষ্টা হইতে কিছুই 'পর'ও হয় না। সাধন-
ক্রমাগত চলে। শ্রদ্ধা থাকিলে তাহাকে
সামুপলিতে চরণে; শ্রদ্ধার ২৩ মাধ্যম।
অশ্রের মাধ্যম-জ্ঞানের শ্রদ্ধা হয় না।
যেখানে ভক্তি, সেখানে শ্রদ্ধা আছে।
যদি কাহারও শ্রদ্ধা থাকে, তবে তাহাকে
হারকথা বলিতে হইবে— তাহাকে সাধন
করিতে হইবে। অশ্রদ্ধাসূত্রে হারকথা
বলিলে দোষ চরণে। 'ভগবৎ-কৃষ্ণ'
বিশ্বাঘর্ষ ভক্তিতে অশ্রদ্ধার। 'ভগবৎ-কৃষ্ণ'
ভক্তপাবনে যে মজলোদয় হয়, তাহাই
ভাগ্য। শ্রদ্ধা চেষ্টা করিয়া হয় না।
অশ্রদ্ধা ভক্তি হইলে শ্রীত হয়।

সামুদ্রিক ভগবৎ সামুদ্রিক নিদান ।
সামুদ্রিক বাণীত নিম্নলিখিত ব্রহ্মসামুদ্রিক ভগবৎ
সামুদ্রিক পরমাণু-সামুদ্রিক ভগবৎ না । 'আম-
আমার' বুদ্ধি প'ত্তাগত ভগবৎ বা ভগবৎ ।
সামুদ্রিক সাদারণ মধ্যবুদ্ধি বা অনাদার
করা অগ্রজ । সমগ্র, পরমাণু
বা নবাবিকা ভগবৎ যে-কোন একটর দ্বারা
মঙ্গল হইতে পারে । মা'দ্রা পরমাণু
বুদ্ধি । 'সামুদ্রিক' ভগবৎ না বর্তমানে

ସାଧା କଷେ ଅସ୍ୟ ସାଂସ୍ତ, ମେହି ବଡ଼ ସବୁ ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

9130911 — —

নিয়ন্ত্রণবলী

[illegible][illegible]

৩। কেও কোন সংখ্যা না পাঠলে তাতা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানিটলে
পরে আর পাওয়া যায় না। পরোক্ষ পাঠকে চলে Reply card বা /১০
নম্বার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে টিকানা পরিবর্তন
করা যাবে না। শুধুমাত্র মাঝবয়ের স্থানীয় ডাকঘরের সচিব বন্দোবস্ত করবেন।

[illegible]

୫ । ଭୂମିମାଧ୍ୟମାଂଶେର ଥାତ କାଗରର କୋନଂସ୍ଥାଙ୍କର ଅଲଭ୍ୟଜନକ ଆଚରଣ ବୁଝା ଯେମିତି
 ଗନ୍ଧାଧକେର ଟିକ୍ତାନ୍ତରାସ୍ତ୍ରୀ ସେ କୋନ ଗନ୍ଧର ଚଟିତେ ସେ କୋନ ବାଂଞ୍ଚର ନିକଟ ଶ୍ରୀ-ମିତ୍ର-
 ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଫେରଣ ବଳ କରା ଯାଚିତେ ପାରିବେ । ଅବଦିତ୍ତିପତ୍ର ଭୂମିମାଧ୍ୟମାଂଶେ ଗନ୍ଧାଧକେର ଗନ୍ଧ
 ବଗନା-ଗନ୍ଧେନେ ଗନ୍ଧମୁକ୍ତା ଗନ୍ଧ , ଶୁଭ୍ରାଂ ଶ୍ରୀତାଙ୍କେ କୋନ ଗାବହାରିକ କାସୋ ନିୟୋଗ ଆତ୍ମା
 ବଗନାଧକେର ଗାବହାରିକ, ଗାବହାରିକ ନାହିଁ ।

ঐনুল্লাহ লকান সম্বন্ধে চিঠি-আদানি - উপায় নকশাপাল প্রকটাবী তজ্জুদাবী।
 জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, মোঃ উম্মায়্যপুর, নবীয়া-এই ঠিকানায পাঠাইতে হুজবে।

— ४३५ —

শ্রী শ্রী সরস্বতী-মংলা

‘ମହାଲୀଳା’-ର ଉପସ୍ଥାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି
ଏ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ
ଅନ୍ତଃସୂଚନା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ। ଏହିପରି ଏହି
କାଳରେ, ଶାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ସମ୍ଭବ
ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ବିଷୟ ।

দৈববাণীয়া শ্রীমদ

ঐ মহাপ্রাচ্যোঃ বিদ্বত্ ভবেন্দ্র-চরিত,
সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সংক্ষেপে বাংলা ভাষায়
সংস্কৃত্য গ্রন্থ । মূল্য ২ টাকা ।

‘आवृत्तान—अथोगनीठ—अभाष, ८: १०
अ. १०००, नं. १०१।

42

সাম্প্রদায়িকতা

4

সম্ভব

নিরপেক্ষ ভূযুক্তপূর্ব আলোচনা-এর
হাতে তৎকাল-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণা-রসমনসে
শ্রোত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচন-
প্রেরণা-এবং পরমাশ্রমসম্বন্ধে মানবজাতির
সাধারণ ভ্রমসমূহ পরীক্ষিত হইয়াছে।

ସ୍ଥଳ) ୫୦ ଭାଗ।

निनिध जंवाद

— — — — — (•) — — — — —

বাঙালীদেশের বিভিন্ন জেলায় অষ্টোবর
মাসের পঞ্চম লক্ষ্যকালের মধ্যে ১৮৭টি প্রমা-
নান চিকিৎসা বা'চনী এবং ১৩৫২টি ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র 'চিকিৎসা কেন্দ্র খোঁট ১ ০৩.৪০৮টি
রোগীর 'চিকিৎসা কর্তব্য।

বাঙলা দেশের বিজ্ঞান জেনারেল অফিসের
মাসের প্রথম দিনের দিনের মধ্যে ১০০
পাউণ্ড কুইন্টাল, ৩০০ পাউন্ড কুইন্টাল
৬০০০ গ্রাম্পল এবং এক কোটি ১০ লক্ষ
মেশাক্রিপ টাইপসেট সংগ্রহ করা হয়েছে
এবং ৪০ পাউন্ড কুইন্টাল ২০ পাউন্ড
মিনিকোনা, ৬০০ গ্রাম্পল এবং ২২০০০
মেশাক্রিপ টাইপসেট প্রকৃষ্ট কলকাতার
সংগ্রহ করা হয়েছে।

কলিকাতায় প্রুৎকের দাফন আত্মব
প্রতিকারের জন্য প্রুৎক সরবরাহের বর্তমান
পরিস্থিতি-সম্পর্কে বাঙলা গভর্নমেন্ট হস্ত
কাষা। আরম্ভ করিয়া কলিকাতায়
প্রারম্ভিক কত প্রুৎক পাঠান এবং
বর্তমানে কতপ্রুৎক সরবরাহ করা চলিয়া থাকে,
সহরের মধ্যে মোট কত ছায়া সরবরাহ হয়
অথবা কত ফির পাঠান হয় অথবা বাহ্যিক
স্থানে আনা হয়, কোন্ কোন্ অঞ্চল চাহে
কলিকাতায় প্রুৎক সরবরাহ হয় এবং গত তিন
মাসের কলিকাতায় প্রুৎকের দরের তারতম্য
—এই তালিকা শেষ করিয়া উল্লেখ করা
হইবে।

ସାମାଜିକ ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ

গত বর নভেম্বর - কলিকাতা কর্পো-
রেশনের হেজ্বা অফিসার ডক্টর এম ইউ
আম্মা এক নিবৃত্তিতে বলেন, সহরের
পুলিশিং মাগোরবার শাহুর্ভাবের কারণ
১৯৪২ সালে ব্রহ্মদেশ হুটতে আগত দিগের
দলে দলে আগমন। যাহারা কলিকাতা
ছাড়িয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায়ঃ
মাগোরবার প্রাপ্ত ডক্টর হওয়া ফিরিয়া
আসিয়াছেন। হুঃঃঃঃঃ প্রায় সকল
মাগোরবার প্রাপ্ত অফিসারসকল অফিস
হুঃঃঃঃ মাগোরবার প্রাপ্ত অফিসার
আসিয়াছেন। প্রাপ্তিকৃত অফিসে
নৌকার চলচল প্রাপ্তি প্রাপ্তি। অফিস
মাগোরবার প্রাপ্তি এবং বাহির হুটতে
নৌকার এনোফিলস জাহাজ অফিস
গহনা আছে। সহরের কতকগুলি পুরুষ
মণ্ড আছে। এত সকল এবং জনসাধারণ
নিবাসীতা এত প্রাপ্তি প্রাপ্তি কারণ।

ইহার প্রতিকারের কত তিনটি দ্বারী
 ডিপেন্ডারী কিরূপে চিকিৎসাকেন্দ্রে থোলা

হটে যাচ্ছে। গত পনের দিনে ১৭৭৪জন
পুণ্ডন ও ৩৫৪৬ জন নুতন ম্যালেরিয়া
রোগী এখানে চিকিৎসিত হটে যাচ্ছে।

এক সময়েই বাবা নিঃশব্দে ডিরোঁড়
 তাঁতার চারজন মডিকাল অফিসার
 দিয়া সাহায্য করিতে সক্ষম হইতাহেন।
 নিঃশব্দ কর্পোরেশন আরও ছয়টি ডিকিৎসারেন্স
 খুলিতেছেন।

ইহা তিন মণকন্যেয় মত বিবিধ
বাগ্মা অবস্থান করা হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষের মোটেল প্রবন্ধাবলি

১৯৩০ ও ১৯৪৪ সালের নোবেল
 পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। পরীক্ষা-
 বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যের জন্য ১৯৪৩ সালের
 পুরস্কার কোপেনহেগেনের অক্সফোর্ড
 কেন্দ্রিক ডায় ও মিত্রের অধ্যাপক সেন্ট
 লুইস প্রফেসর এডওয়ার্ড এডেলবার্ট ডবলিউ
 সিম্পলিগিতভাবে পাঠ্যক্রম। ১৯৪৪ সালের
 উচ্চ পুরস্কার সেন্ট লুইস প্রফেসর এডওয়ার্ড
 জোসেফ ব্রান্ডবার ও নিউইয়র্কের প্রফেসর
 হারলি টেমসের সম্মিলিতভাবে প্রদান করিয়া
 ছেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থক্য
 সম্পর্কিত গবেষণার জন্য মেসোজ পুরস্কার
 প্রদান হইয়াছে। "ফে" ভিক্টোরিন
 আর্কাইভের জন্য প্রফেসর ডবলিউ ১৯৪৩
 সালের নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক এবং এই
 ভিক্টোরিনে সামাজিক কাব্যিকতার
 গবেষণার জন্য প্রফেসর ডবলিউ অধ্যাপক
 অধ্যাপক দেওয়া হইয়াছে।

শাকগাজী চর্বি ও পালম শাকে “কে” ভিটামিন রাহাছে। ডহসী ও ডাম কোপেনহেগেন বিশ্ববিজ্ঞালয়ের বাঘো-কেমিকেল ইন্সটিটিউট এই ভিটামিন আৱক্ষার করেন। গবেষণাচারে সুগণ্ডি শাককে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য এবং সে সম্পর্কে ধারণা হক গবেষণা ব্যৱাত “কে” ভিটামিন আৱক্ষার সজ্ঞা হইয়াছে।

ঘুড়ি উড়াইতে গিয়া বিপদ

গত ঠাট্টা নভেম্বর -এক ডোম বাগক
 যুড় উড়াতে গিয়া শোচনীয়ভাবে মৃত্যুখে
 পাত্ত হইয়াছে। প্রকাশ যে বাগকটি ঢাকা
 মেডিক্যাল স্কুলের সীমানা সংলগ্ন একটি
 বোতলা-বাড়ার খোলা ছাদে যুড় উড়াইতে
 উড়াতে অসুস্থতার দরুন কিনারা বিধা
 নাচে পড়িয়া যায়। নীচে মেডিক্যাল স্কুলের
 লৌহ ফলকখুলে বেড়া ছিল। একটি লৌহ
 ফলার অগ্রভাগ বাগকটির গোটে বহু বহু
 ফলে এক লোমকর্ষন দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। বাগকটি
 কিছুক্ষণ পরে মারা যায়।

[illegible]

৩৩ শ্রীমদ্রবিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত ৩৩

[illegible]

१२वां वर्ष

৩০ কেশব গৌরাক ৪০৮; ১৪ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ৩০শে মতেষ্বর ইং ১৮৪৪, বৃহস্পতিবার

૨૦૭-૨૧૨મી જાણગી

ଅକ୍ଷିପତ୍ତନଗୋପାଳୋ ଭବତଃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ কেশব, আ'ল কার্শোদশাস্ত্রী, গৌড়ান ৪৫৮

શ્રીહરિકથા- પ્રસંગ

— ::(*):: —

ଆମେ ମହୋଦଧି ବା ନଳା ଟିକ ଚଉପା
 ଦେଖାମ । ନଳାଦିନ ବଳିବ ଆମରା ଅନ୍ଧମ
 ହଟେ ମାରି ନା । ଶୁକ୍ରକେ ମାଟିକେଟ ହେଲେ
 — ଶୁକ୍ର ମୁକ୍ତ ବା ଧାକା ନରକାତା । ଅନୁକ
 ବିଦ୍ୟା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତା ନା ଧାକିଲେ ଉଠିବ
 ଓ ବୈଦ୍ୟ ଧାକେ ନା । ସେବାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତା
 ମେବାରେ ଉଠିବ ଓ ବୈଦ୍ୟ ଧାକିବେଟ । ଅ
 ଶୁକ୍ର-ଶୁକ୍ର ନାମ ଉଠିବ ନହେ, ଆମରେ
 ମହିତ ଅନ୍ଧାରୀମାନେ ଉଠିବ— ଶୁକ୍ରମାନେ
 କାନ୍ତି ଚିତ୍ତେର ଆମେ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶନୀ
 ମାନ୍ତି ନାମ ଉଠିବ— ଅନ୍ଧାରୀ ଶୁକ୍ରମାନେ
 ମହାନାମକ ଉଠିବ । ଏଟ ଶୁକ୍ରମାନେ
 ମହାନାମକ ଉଠିବ— ଶୁକ୍ରମାନେ ଚଳେ ତାଙ୍କମେ
 ମାନ୍ତିନୀ ବା ଅନ୍ଧାରୀ ଆମେ । ନି କେ
 ଶୁକ୍ରମାନେ ବଳିବ ନା କାନ୍ତି— ଅନ୍ଧାରୀ
 ନା ଚଳେ ଶୁକ୍ରମାନେ ଅନ୍ଧାରୀ ନା କାନ୍ତି
 ଅନ୍ଧାରୀ ଶୁକ୍ରମାନେ ଚଳେ ନା । ଶୁକ୍ରମାନେ
 ଶୁକ୍ର ମାନ୍ତିନୀ ବା ଅନ୍ଧାରୀ ଶୁକ୍ରମାନେ
 ଆହେ, ଅନ୍ଧାରୀ ଶୁକ୍ରମାନେ ବଳିବ ନା
 ମାନ୍ତିନୀ ହେ ନା, ତାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଅନ୍ଧାରୀ
 ଶୁକ୍ରମାନେ ଶୁକ୍ରମାନେ । ଶୁକ୍ରମାନେ ଶୁକ୍ରମାନେ
 ଶୁକ୍ରମାନେ ମୋହନୀ— ଅନ୍ଧାରୀ ମୋହନୀ

ଅଭିନିନିତ, ନା ମଧ୍ୟ ଯୋଗୋପାତୀ ଅଢ଼
ମନ୍ତ୍ରୀକ ଅଭିନିନିତମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ।

জীব নিজস্থলের কামন করিয়া কখনও
 পলাত স্থান লাভ করিতে পারে না।
 নিজ উপকামনা পতিতাপ কথায় শ্রীমন্ত-
 কৃষ্ণের সুখসুখকামনে আশ্রয়ক হইলে
 অসম্মিত, অগ্নিও গিতাসুখ আশ্রয়ক
 আশ্রয় লাভ হয় থাকে। ইষ্টনৈবেদ্য
 স্থখে ঐহী হওগাটে পলাত স্থান। এই স্থানে
 মথো চঃগ না নিবানক না। প্রীতি
 মনসীনের এমত উৎকৃষ্ট স্বাশ্রয়
 জীবের মুখা পঠোজন নহে। স্বার্থ কোল
 নিজের সুখসুখকামনা অসম্মিত করে। কহ
 প্রীতি প্রাপ্যের স্বার্থসুখকামনা অসম্মিত
 সমস্ত স্বার্থকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।
 যেখানে স্বার্থ ও শ্রীতির বিরোধ, সেখানে
 শ্রীতিরই অসম্মিত থাকে। সেখানে স্বার্থ
 লাগল হইলেও শ্রীতির অসম্মিত। নিজের দৈ-
 ও মনের স্বার্থ পায়, তাহাও স্বার্থ; আর
 অন্তঃকরণের স্বার্থ পায়, তাহার সুখের
 অসম্মিত। স্বার্থের বিরোধে তদন্তকামনাই শ্রীতির
 লক্ষণ। স্বার্থের স্বার্থে শ্রীতি, তখন
 তদন্তকামনাই অসম্মিত করিয়া থাকেন।
 জীবের পক্ষে শ্রীতিসুখকামনার পক্ষে শ্রীতি-
 লাভই পাম্যার্থক সমস্ত চেতনার একমাত্র
 উদ্দেশ্য। তদন্তকামনাই শ্রীতির বিরোধে
 শ্রীতি লাভ করেন। শুদ্ধীর্ণ চেতনার
 অসম্মিত আশ্রয়। আশ্রয় আশ্রয় পতি
 যে শ্রীতি, তাহাই তদন্ত শ্রীতি। সেট
 শ্রীতি একমাত্র অসম্মিত বস্তু। শ্রীতি
 অসম্মিত জীবের যে শ্রীতি, তাহা
 কোল আশ্রয় শ্রীতির বিরোধ মাত্র। আশ্রয়
 অসম্মিত যে শ্রীতি, তাহা একমাত্র
 অসম্মিত অসম্মিত আশ্রয় শ্রীতি।

ଆହାଟି 'ନିରୁଦ୍ଧାସିକ' ଓ ଟରମ୍ । ନିରୁଦ୍ଧାସିକ
ମାହର ଗୀତ ନିରୁଦ୍ଧାସିକ ମାତ୍ର ଶ୍ରୀବେଳ ସେ
ମାତ୍ର ଶ୍ରୀବେଳ ଶ୍ରୀବେଳ ।

যাওয়ার দীর্ঘ-মুহুরে তঁহাদেরই বাদ।
দয় অগাধ শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সুসঙ্গিন না
করিয়া। সঙ্গিন্য নিভসু-সুসঙ্গিন বটে,
এবারি কোন 'দগৈ বৃক্ষগাভো—ভক্তিরাভো'
এবেশ্মিনীরা পায় না। জগতের কাহিনীতে
নিভের উপর প্রভুই 'বিশ্ব' করিতে দিতে
হইবে না। জগতের কণা, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও
স্পর্শ বা কোন বাতিনিশেষকে নিভের উপর
বিস্তৃত করিতে দিলে প্রকারান্তরে নিজ
'নভা'র তু শ্রীকৃষ্ণকৃতকে প্রভু-বুঝে হ'বে
বর্জিতই করা হয়। একমাত্র 'কৃষ্ণ' ক
শ্রীকৃষ্ণগণ: আশ্বিনের উপর 'ভুজ' বস্তুর
করিতে না। 'যেচ্ছাম্য' তাঁহারই আশ্বিন
উপর যথেষ্ট অচরণ করিতে না। অতএব
ভাবে প্রভুকে সম্বোধনুযী প্রভু-বিশ্ব
করিতে দেখাও শ্রী হর লগণ। শ্রীকৃষ্ণ
যাহা চোঁকা তাহাও চটক; শ্রীকৃষ্ণাদিপায়ের
যাহা অচণা, তাহাও যথেষ্ট হইবে করণ
—এই আশ্বিন যাহাও তাঁহাদের যথেষ্ট
দেখিয়া উন্নাস অতএব করাহ শ্রীকৃষ্ণ
যাহাও। প্রভু-প্রভু-বিশ্বের আশ্বিন
করাই শ্রীকৃষ্ণের লক্ষণ। প্রভু-বুঝ
হ'তেছে দেখিয়া উন্নাস, উন্নাস ও
সুখ-সুসঙ্গিনসুখ আরও বাড়াই যাওয়া
শ্রী হর যোগ।

হুগ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বহিঃকর্মে
 কোন কথা নাই। তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষু-
 প্রকার লক্ষণ আছে—বক্ষণ লক্ষণ ও
 উভয় লক্ষণ। তত্ত্বজ্ঞানীর কোন
 আকৃতি-প্রকৃতি দেখিবার প্রকৃত তত্ত্ব
 নির্ণয় করিতে হইবে না। তত্ত্ব চোখের
 দ্বি-আত্মা বস্তু। তাহা আত্মা

[illegible]

“সেইসেবাপেক্ষাযাত্র শ্রীকৃষ্ণ-পাঠ।”

(25: 5:)

(୧୭୮)
 ଜନନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟୋନ୍ମୁଖୀ ମେଧାବି ତ ପୁର ଚରଣ
 ଓକ୍ତ'ମତ ହଠେ ମରେ ଶାହାତ ଲୋଚନୁର କାଷା
 ମ ସମସ୍ତ ହସ ଚାହାତ ନର କଥା— ଶୁଣିବ-
 ଶ୍ରୀତିର କଥା କେବଟ ଡା'ନିତେ 'ମୁରେ ନା, 'ହାତା
 ନିଜେ ନିଜେ ଓପନାକି କ ବାଗ ନିମ । 'ତା'ଜ
 ଅନେକକ ବାମାସ, ଅ ଚନ୍ଦ୍ରା 'ହାତା ଅନ୍ଧ ଲୋକ
 କି କାରଣା ଜା'ନେ ?

— — :: (•) :: — —

क।ग।अ

নিঃস্রবণ আদেশ অনুসারে তাহাদের নিকটে

অভিযোগ জানা যাইতে পারে। এইসকল
প্রাচীন যদি অনিশ্চয় সিদ্ধান্ত-অভ্যাসী কাজ
না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অনুমিত
পড়িবে তবু, কানন শুধু মামলাই খাটাই
হইবে না (প্রেক্ষারী) না কবরী জগৎ কাগজের
কোন সববাহীই পাইবে না।

મર શશ્વનો 'હિ

নিয়মাবলী

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

শ্রী মঙ্গলময়ী-সংলাপ

‘নতানীনা প্রাণেই শুঁ বন্ধু। বন্ধু মিত্র-বন্ধ-
ব কান্তমর্যভী গোঁসামী প্রকৃপান কিস্কমু
জন্মদুঃখের যে মকল যম্মোত্তর প্রদান
কীমোছেন, হাও মঙ্গলিত হইয়া অকাংক
কুমায়ে। অগা দা জানা।

বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্রীমদ্ভ

‘ প্রথমদর্শনঃ’-এর বিস্তৃত জীবন-চরিত
 ২। দ্বিতীয় ৬। তৃতীয়-১২। চতুর্থ-১৮।
 ৩। পঞ্চম ২৪। ৬। ২৬। ৭। ২৮। ৮। ৩০। ৯। ৩২। ১০। ৩৪। ১১। ৩৬। ১২। ৩৮। ১৩। ৪০। ১৪। ৪২। ১৫। ৪৪। ১৬। ৪৬। ১৭। ৪৮। ১৮। ৫০। ১৯। ৫২। ২০। ৫৪। ২১। ৫৬। ২২। ৫৮। ২৩। ৬০। ২৪। ৬২। ২৫। ৬৪। ২৬। ৬৬। ২৭। ৬৮। ২৮। ৭০। ২৯। ৭২। ৩০। ৭৪। ৩১। ৭৬। ৩২। ৭৮। ৩৩। ৮০। ৩৪। ৮২। ৩৫। ৮৪। ৩৬। ৮৬। ৩৭। ৮৮। ৩৮। ৯০। ৩৯। ৯২। ৪০। ৯৪। ৪১। ৯৬। ৪২। ৯৮। ৪৩। ১০০। ৪৪। ১০২। ৪৫। ১০৪। ৪৬। ১০৬। ৪৭। ১০৮। ৪৮। ১১০। ৪৯। ১১২। ৫০। ১১৪। ৫১। ১১৬। ৫২। ১১৮। ৫৩। ১২০। ৫৪। ১২২। ৫৫। ১২৪। ৫৬। ১২৬। ৫৭। ১২৮। ৫৮। ১৩০। ৫৯। ১৩২। ৬০। ১৩৪। ৬১। ১৩৬। ৬২। ১৩৮। ৬৩। ১৪০। ৬৪। ১৪২। ৬৫। ১৪৪। ৬৬। ১৪৬। ৬৭। ১৪৮। ৬৮। ১৫০। ৬৯। ১৫২। ৭০। ১৫৪। ৭১। ১৫৬। ৭২। ১৫৮। ৭৩। ১৬০। ৭৪। ১৬২। ৭৫। ১৬৪। ৭৬। ১৬৬। ৭৭। ১৬৮। ৭৮। ১৭০। ৭৯। ১৭২। ৮০। ১৭৪। ৮১। ১৭৬। ৮২। ১৭৮। ৮৩। ১৮০। ৮৪। ১৮২। ৮৫। ১৮৪। ৮৬। ১৮৬। ৮৭। ১৮৮। ৮৮। ১৯০। ৮৯। ১৯২। ৯০। ১৯৪। ৯১। ১৯৬। ৯২। ১৯৮। ৯৩। ২০০। ৯৪। ২০২। ৯৫। ২০৪। ৯৬। ২০৬। ৯৭। ২০৮। ৯৮। ২১০। ৯৯। ২১২। ১০০। ২১৪। ১০১। ২১৬। ১০২। ২১৮। ১০৩। ২২০। ১০৪। ২২২। ১০৫। ২২৪। ১০৬। ২২৬। ১০৭। ২২৮। ১০৮। ২৩০। ১০৯। ২৩২। ১১০। ২৩৪। ১১১। ২৩৬। ১১২। ২৩৮। ১১৩। ২৪০। ১১৪। ২৪২। ১১৫। ২৪৪। ১১৬। ২৪৬। ১১৭। ২৪৮। ১১৮। ২৫০। ১১৯। ২৫২। ১২০। ২৫৪। ১২১। ২৫৬। ১২২। ২৫৮। ১২৩। ২৬০। ১২৪। ২৬২। ১২৫। ২৬৪। ১২৬। ২৬৬। ১২৭। ২৬৮। ১২৮। ২৭০। ১২৯। ২৭২। ১৩০। ২৭৪। ১৩১। ২৭৬। ১৩২। ২৭৮। ১৩৩। ২৮০। ১৩৪। ২৮২। ১৩৫। ২৮৪। ১৩৬। ২৮৬। ১৩৭। ২৮৮। ১৩৮। ২৯০। ১৩৯। ২৯২। ১৪০। ২৯৪। ১৪১। ২৯৬। ১৪২। ২৯৮। ১৪৩। ৩০০। ১৪৪। ৩০২। ১৪৫। ৩০৪। ১৪৬। ৩০৬। ১৪৭। ৩০৮। ১৪৮। ৩১০। ১৪৯। ৩১২। ১৫০। ৩১৪। ১৫১। ৩১৬। ১৫২। ৩১৮। ১৫৩। ৩২০। ১৫৪। ৩২২। ১৫৫। ৩২৪। ১৫৬। ৩২৬। ১৫৭। ৩২৮। ১৫৮। ৩৩০। ১৫৯। ৩৩২। ১৬০। ৩৩৪। ১৬১। ৩৩৬। ১৬২। ৩৩৮। ১৬৩। ৩৪০। ১৬৪। ৩৪২। ১৬৫। ৩৪৪। ১৬৬। ৩৪৬। ১৬৭। ৩৪৮। ১৬৮। ৩৫০। ১৬৯। ৩৫২। ১৭০। ৩৫৪। ১৭১। ৩৫৬। ১৭২। ৩৫৮। ১৭৩। ৩৬০। ১৭৪। ৩৬২। ১৭৫। ৩৬৪। ১৭৬। ৩৬৬। ১৭৭। ৩৬৮। ১৭৮। ৩৭০। ১৭৯। ৩৭২। ১৮০। ৩৭৪। ১৮১। ৩৭৬। ১৮২। ৩৭৮। ১৮৩। ৩৮০। ১৮৪। ৩৮২। ১৮৫। ৩৮৪। ১৮৬। ৩৮৬। ১৮৭। ৩৮৮। ১৮৮। ৩৯০। ১৮৯। ৩৯২। ১৯০। ৩৯৪। ১৯১। ৩৯৬। ১৯২। ৩৯৮। ১৯৩। ৪০০। ১৯৪। ৪০২। ১৯৫। ৪০৪। ১৯৬। ৪০৬। ১৯৭। ৪০৮। ১৯৮। ৪১০। ১৯৯। ৪১২। ২০০। ৪১৪। ২০১। ৪১৬। ২০২। ৪১৮। ২০৩। ৪২০। ২০৪। ৪২২। ২০৫। ৪২৪। ২০৬। ৪২৬। ২০৭। ৪২৮। ২০৮। ৪৩০। ২০৯। ৪৩২। ২১০। ৪৩৪। ২১১। ৪৩৬। ২১২। ৪৩৮। ২১৩। ৪৪০। ২১৪। ৪৪২। ২১৫। ৪৪৪। ২১৬। ৪৪৬। ২১৭। ৪৪৮। ২১৮। ৪৫০। ২১৯। ৪৫২। ২২০। ৪৫৪। ২২১। ৪৫৬। ২২২। ৪৫৮। ২২৩। ৪৬০। ২২৪। ৪৬২। ২২৫। ৪৬৪। ২২৬। ৪৬৬। ২২৭। ৪৬৮। ২২৮। ৪৭০। ২২৯। ৪৭২। ২৩০। ৪৭৪। ২৩১। ৪৭৬। ২৩২। ৪৭৮। ২৩৩। ৪৮০। ২৩৪। ৪৮২। ২৩৫। ৪৮৪। ২৩৬। ৪৮৬। ২৩৭। ৪৮৮। ২৩৮। ৪৯০। ২৩৯। ৪৯২। ২৪০। ৪৯৪। ২৪১। ৪৯৬। ২৪২। ৪৯৮। ২৪৩। ৫০০। ২৪৪। ৫০২। ২৪৫। ৫০৪। ২৪৬। ৫০৬। ২৪৭। ৫০৮। ২৪৮। ৫১০। ২৪৯। ৫১২। ২৫০। ৫১৪। ২৫১। ৫১৬। ২৫২। ৫১৮। ২৫৩। ৫২০। ২৫৪। ৫২২। ২৫৫। ৫২৪। ২৫৬। ৫২৬। ২৫৭। ৫২৮। ২৫৮। ৫৩০। ২৫৯। ৫৩২। ২৬০। ৫৩৪। ২৬১। ৫৩৬। ২৬২। ৫৩৮। ২৬৩। ৫৪০। ২৬৪। ৫৪২। ২৬৫। ৫৪৪। ২৬৬। ৫৪৬। ২৬৭। ৫৪৮। ২৬৮। ৫৫০। ২৬৯। ৫৫২। ২৭০। ৫৫৪। ২৭১। ৫৫৬। ২৭২। ৫৫৮। ২৭৩। ৫৬০।

१०७७—विष्णुसौत-विश्व-सूत्र, ८
 १०७८—विष्णुसौत-विश्व-सूत्र, ९

সা প্রদায়িকতা

५
समन्वय

‘নবমণ্ডল’ সৃষ্টিতে পূর্ণ আলোচনা-এই
 হাতে কী কী সম্বন্ধে ভ্রাতৃ-পরিবার-সমন্বনে
 প্রোত ও পাস্তুর বিচার ও আলোচন
 প্রকাশিত এবং পরমাণুসম্বন্ধে মানবতা তর
 সাধারণ জনসমূহ লিঙ্গাত্মক হইয়াছে।
 মলা ৮৪ আনা

ଅନ୍ତ: ୫୭ ଭାଗ

[illegible]

... ମାତ୍ର ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ

[illegible]

ঐশ্বর্য-বিচারে তাদৃশ কৃষ্ণিকার জীবের
চেতনবশত ইচ্ছাপ্রাপ্তির পরিচালকে যে-সকল
অতি ব্যাপার-সমূহ আপোচোর বিষয় হয়,
সেইগুলি অমল্য কাল, অমল্য মূল্য ও অমল্য
পরিচয় হইতে পৃথক্ ভাবে স্থাপিত।
অসংখ্যকালের অল্পকালে যে-সকল চেষ্টা চেষ্টনের
বৃত্তিতে দেখা যায়, সেইগুলি আরও
উপস্থান্যের দ্বিতীয় সংশ্লিষ্ট থাকিলেও চেতনের
চৌর্য্যের অতিও বস্তুর দ্বিতীয় সার্বিকভাবে উহা
অসংলগ্ন নীতি হইতে পৃথক্। যেখানে

[illegible]

পদ্মনারী প্ৰসূତ জীব নিভাৰ-সংগ্ৰহ
 বাত হইয়া বা'হবেৰ স্তনে বিদ্যুৎ হন, নিজের
 মৌলধৰ্মকণে যজ্ঞগান হন, ইত্যদ্যাଦি-
 বিনোদনের অতি চাইটাকা শিকা করেন,
 অপরের নিকট হইতে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা
 লাভের ব্যয় করেন, ভগবৎ ঠা

[illegible][illegible]

উভয়কগতে কাম ও ক্রোধ—‘লোভ’
নামক বৃত্তি আবির্ভব করে। ক্রোধের বজ্রসে
অত্যন্ত মল দমন করিয়া ৭১ বিনামলীল স্তম্ভ
দেখিয়া অক্ষপাত্র হু জীবের যে বৃত্তির উদয়
হয়, তাহা লোভ নামে পরিচিত। কাম-
সেবা-লোলা লোভ-ব্যারে গণ্ড হইলেও
উহার যে দৈশীলতা আছে, তাহা ঐক্যতা
পথ্যালোচনা করেন না, ঐক্যতাহা অপব্যর্থ-
পর লোভের সহিত সমন্বয়্যে গণনা করার
অসম্ভবিত লক্ষ্য করেন না। লোভ বস্তুটি
কাম্যপথ্যের অত্যন্ত দ্বিতীয়তর। তথ্য
প্রতিকূল দ্বিতীয়তর ক্রোধের আধীন নাই।
লোভনীর বস্তু যখানে অদ্ব্যজ্ঞান, সেখানে
তাদৃশ লোভ হতর লোভের তাহ অর্ধ-
যোগ নহে; উভাহ লয়ম উপায়েহ।
নিভ্যে লোভ এবং অনিভ্যবস্তুতে অধ-
কালের অধ লোভ বিচার করিলে আদর্শ
দেখিতে পাই যে, অনিভ্য বস্তুজগৎ সূত্র-
অনগণ কালোদেব বৃত্তিগী মহাপালের অধ
সংরক্ষণ করিতে অসমর্থ হন। পক্ষান্তরে
অদ্ব্যজ্ঞানে সূত্রজনগণ ‘ব্রাহ্মাণ্ডানিবেশ’
পরিভাষণ কাকরা নিরন্তর নবনবায়মে
অাকর্ষণে আটক হন। অগবদ্ব্যস্ত ঐক্যদেব
কটিকে অাকর্ষণ করে বলিয়া ঐক্যদেব

আমাদের এমন কি কথা পড়বা
গিরাছে যে, ঐ-ঐক্যবাদগণের 'এ' ছা'দ'বা
আমরা সেই কথো খাবিও হইতে'হু
ঐক্যবাদগণের মধ্যে ঈশানের কথা বলেন,
অনর্থ ন্যূতি হইলে ঐক্যবাদের মণের কথা
বলেন, আরও বেশী অনর্থন্যূতি হইলে
ঐক্যবাদের গুণের কথা বলেন, তৎপক্ষে
অনর্থন্যূতি হইলে লীলা ও খারিকইবাণ্টের
কথা বলিও পূর্ণভাবে ঐক্যবাদগণের আকর্ষ
করেন। তখনই লীলাগ্রন্থি হইয়া ঐ-
ক্যবাদের সাফল্য মেধাভাঙের সৌভাগ্য হয়।
সেই মেধা কি সাত্যাপতার নিবট হইতে
লক্ষ্যবীর বা মনোবশের তারা পাওয়া যায়
একমাত্র ঐক্যবাদগণ হইতেই সেই বস্তু
লাভ হইতে পারে

२१७-२२०५ मंथडा।

সবার জীবন — — — — — সবার । হেম কৃষ্ণ যে না শুভে, সর্ব স্থান ভার ॥

শ্রী গুরুসেবা

শ্রী গুরুসেবায় শ্রীমুখ হইতে বর্ণনাত্মক
নিয়ম প্রাপ্য ক্রমে হইবে। সকল শ্রী গুরু-
পালনায় সঙ্গর না হইলে সত্য উপলব্ধি
হইতে পারে না। যতদিন সঙ্গর না হইবে
যাহ, ততদিন আমরা ধর্মসংস্কৃতি ও
সংস্কার হইয়া বিনাশের পথে ধাবিত হই।
যাহার নিকট আমাদের প্রাপ্ত যিকার
করিতে হইবে, তিনি মর্ত্য ব্যক্তিবিশেষ
হইলে পারমার্থিক গুরুপদাচা হইতে পারেন
না। শ্রী গুরুদেব শ্রী গুরুপতি—শ্রী গুরু-
তত্ত্বাবধ শ্রী গুরু হইতে অতিম, শ্রী গুরুত্বই
দ্বিতীয়স্বরূপ বা প্রকাশ। শ্রী গুরুবান্ বিত্তির
লোকের বিভিন্ন যোগ্যতা দর্শন করিয়া
তাহাদের নিকট সেধরূপ গুরু প্রেরণ
করেন। যাহারা শ্রী গুরুবানের নিকট রূপা
চাছেন, যাহারা তাহাদের প্রেমপ্রাপ্তির
নিমিত্ত শ্রী গুরুবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর
করেন—শ্রী গুরুবান্ তাহাদের উপর নিকট
রূপা বিতরণ করবার লক্ষ্য করিয়া মর্ত্য
সমুদয়কে প্রকাশিত হন।

শ্রী গুরুবর্গের শ্রী গুরুদেব কতি না হইলে
জীবের সংসারবন্ধন ছিন্ন হইবে না। শ্রী গুরুপের
পদনামনির সৌন্দর্য্য আকৃষ্ট না হইয়া পর্যন্ত
মহুয়াভির বাতন মলোদর সন্তান হইতে
পারে না। শ্রী গুরুদেব শ্রী গুরুকের নিজজন
—অপ্রাকৃত বস্তু। তাহাতে মর্ত্যবৃত্ত হইলে
অবশ্যই সকলই নিয়ম হইয়া যায়। কপটই
গুরুতে মর্ত্যবৃত্তির মূল। কপটী সাধুগুরু
নিকট প্রবেশের অনিয়ম করিয়া তাহাদের
অচিন্ত্য-প্রভাবে সাময়িক শাসন হইলেও
পুনরায় অসাময়িক অচিন্ত্য হইয়া থাকে।
গুরু-গুরুত্বা সর্বমোক্ষমোক্ষম। ইহা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নাই। গুরু স্বপ্নের ভিত্তি
সেবা করিতে গইবে। অত উদ্দেশ্যের বশবর্তী
হইয়া সেবা করিতে গলে সেবার পারবর্তে
অত কিছু হইয়া বাইবে। নিকট দৃষ্টান্তে
শ্রী গুরুপালনায় শ্রী গুরুপ্রদ না করলে
কুচক্রাদেবতাগণের চক্রান্তে পতিত হইয়া
গুরু সবা হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে।
দেবতাগণ সাধকের গুরু প্রাপ্তি ভক্তি বা
সেবাগুরু অনেক সময় মর্ত্যবৃত্ত করিয়া দেন;
তাহার কারণ, এই সকল দেবতা মনে করেন,
নিম্ন একমাত্র শ্রী গুরুদেবে গুঢ়তা ভক্তি-
প্রভাবেই তাহাদিগকে পতন করিয়া
নিম্নতরূপে শ্রী গুরুপালন লাভ করবে।

যাহার শ্রী গুরুপালনায় আপনজান
আছে, মমত্ব ও লিপ্যবোধ আছে, যাহার
নিকট গুরুসেবা প্রাপ্তি আশা আছে, তিনিই
হায়জন করিতেছেন। সে গুরুদেবতাব্যাপ্তি
বৈকল্য, হারিত ও সঙ্গ্রহ। প্রাপ্ত
হউক বা সন্ন্যাসী হউক, গৃহস্থ হউক বা
মঠবাসী হউক, শ্রী গুরুপালনায় সূদৃঢ়তা
ব্যতীত হারিজন সূদৃঢ়। কিন্তু নিম্নত-

সুখবিধানই সেগুরু বিধি। যে কাহো
সেবার সুখ ও সন্তোষ, সেই কাহোই সেবকের
কৃতি, তাহাট সেবক নিয়ম করিয়া অহুতান
করেন।

“সেই ‘সুখকর্তৃ’, যে তোমা তকে
তোমা না’গ’।

আপনার সুখকর্তৃ নহে তোমাতাগী ॥
তোমার অহুতান চাও, তলে অহুতান।

“আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা পরকে গমন ॥
সেবা লাগি’ কোটি ‘অপরাধ’ না’হ গণ।
কিন্তি ‘অপরাধাভাসে’ ভয় মান ॥”

(চৈঃ চঃ)

অতঃপর গুরুসেবার নিজের দিক্ হইতে
কোন নিয়ম বা বিধি নাই। তাহার বিধি
সেবার দিক্ হইতে—অতীতদেবের সুখের
দিক্ হইতে। যাহাতে গুরুদেবের সুখ হয়,
তাঁহা করিতে গেলে স্ব স্ব শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন
করিতে হয়, তাহাতেও তিনি কৃতি হইন
না। তাহার বিধি কৃতিপ্রতিপাদ্য।
“যেখানে গুরু সেবা, গুরু সেবা
সেই কাহা করয়ে সদা, না করয়ে গোষ ॥”

একমাত্র সেবার সুখকামনার তৎ-
ত্ব। হহার অতাব হইলে তাহাকে তৎ-
ত্ব বলা যায় না। সেবার সুখের তৎ-
ত্ব করা যায়, তাহাই তৎ। চেতনের
ধর্মই অহুতান করা। চেতন পরমচেতনের
সুখ অহুতান করে। হহার চেতনের
ধর্ম। তাই চেতন সঙ্গর চেতনের দিকে
অগ্রসর হয়। সেবক সেবে প্রাপ্ত
অহুতান করেন, অতিগমন করেন। সেবক
সঙ্গর সেবার কথা প্রবণ করেন,
সেবাকে দর্শন করেন, সেবার সৎ
কথাতা বা আলাপ করেন। সেবার গহিত
অহুতান শ্রীতির যে আদান প্রদান, তাহাই
তৎ তৎ।

অতীতদেবের সুখবিধানের নাম তৎ। বা
তজন। অতীতদেব শ্রী গুরুদেবের সুখ
যেখানে নাই, তাহা তজন বা তৎ নহে।
হইলেই সুখউৎপাদন ও আনন্দ দানের নাম
সেবা। যাহাতে অতীতদেবের সুখ হয়,
তাঁহা করার নামই সেবা বা তৎ। সেবকের
দিক্ হইতে কোন চেতনগুণ যে অহুতান
তাঁহা প্রাপ্ত সেবা নহে। সেবাকে সুখ ও
আনন্দদানই যেখানে হেতু, তাহাই সেবা।
সেবার সুখ হইবে—হইয়া লক্ষ্য করিয়া সেবার
অহুতানের নাম তৎ। তৎ, আশা ও
কাম্যাবিরূপ হেতু লইয়া যে সেবার
অহুতান, তাহাতে অতীতদেবের সাক্ষাৎ
সুখের কোন কথা নাই। কাম্যাবিরূপ হইয়া
অর্থাৎ আশাভাবের সুখাঙ্গসন্ধানই
অহুতানই তৎ। ইহাই অনাবৃত চেতনের
সঙ্গরুতি। অলের বৈপ্রকার তাহা ও

শৈত্যধর্ম, অগ্নির বৈপ্রকার বহুকারিণী বৃত্তি।
সেই প্রকার চেতনের সঙ্গরসঙ্গরুতি—
অতীতদেবের সুখবিধান করা। ইহাতে কোন
হেতু নাই। ইহাশ্রমেই সুখবিধান ক্রান্ত পারিলে
অনন্দ, ন করিয়া পারা যায় না, না কারতে
পারিলে কষ্ট হয়—এই চিত্তবৃত্তি তৎ। তৎ
শ্রী গুরুবানের সুখবিধান না করিয়া পারেন
না। তৎবানের সুখবিধান করার তৎকের
সত্তা।

হইয়া শ্রী গুরুদেব অতীতদেব শ্রীতির
পাত্র। নিম্নলিখিত তাহাদের প্রাপ্ত শ্রীতি
ব্যাপ্তিক। আপনায় বলিতে একমাত্র
তাহারাই। অতীতদেব ব্যতীত আপনায়
জন ও নিজজন আর কেহ নাই। তাহার
তালনাসেন ও তালনাসা চাছেন। তালনাসা-
হারাই তাহাদিগকে পাওয়া যায়। শ্রীতি
তালনাসা না থাকিলে তাহা দগকে পাওয়া
না পাওয়া মত, সেবা করিয়াও না করার
মত। শ্রীতালনাসা না থাকিলে তাহাদিগকে
আপনায় বলিয়া পাওয়া যায় না। শ্রীতি-
তালনাসা থাকিলে তাহাদের স্বরূপ জানা
যায় দর্শন দর্শন ও সেবা কথা সত্য পতির
নিকট এবং মাতা পুত্রের নিকট স্বরূপ
প্রকাশ করেন। শ্রীতির পাত্র প্রাপ্তদের
নিকট স্বরূপ প্রকাশ করেন। শ্রীতির পাত্র
প্রাপ্তের শ্রীতিতে বশীকৃত—অন্য হইয়া
যান। শ্রীতিতেই প্রাপ্তের সারস্ব লাত
হয়। শ্রীতির পরম্পরের চিত্তবৃত্তিকে মিলন
করা। শ্রীতিতে উভয়ে উভয়ের প্রাপ্তি
অচিন্ত্য করিয়া। শ্রীতিতে উভয়ে
উভয়েই আপনায় বোধ করিয়া। শ্রীতির
পাত্রের দর্শনাত্মক চিত্তপ্রকাশের বিকার
হয়। শ্রীতিতে সেবকে সেবার এবং
সেবাকে সেবকের অধরে প্রাপ্ত করা।
শ্রীতিতেই সেবক সেবার দ্বন্দ্ব
থাকেন ও তাহার কটিকরী সেবার অহুতান
আতানবর্ত থাকেন।

অতীতদেব শ্রীতির পাত্র শ্রী গুরুবান্কে
তালনাসা যায়। শ্রীতি থাকিলে সূদৃঢ়
বস্তু ও মূলত হইয়া যান। অহুতানগোচর
বস্তুকেও তালনাসা যায়, আপনায় করিয়া
সেবা করা যায় শ্রীতি থাকিলে। পাত্র
প্রকারে তাহার দর্শন হয়—সেবা হয়।
শ্রীতিতেই হইয়া উপলব্ধি বিষয়। এতদ্ব্যতীত
গুরুদেব কটিকর নহে, হইয়া অতি সহজ।
শ্রীতির পাত্রকে শ্রীতি করিতে—তালনাসার
পাত্রকে তালনাসাতে কোন কষ্ট হয় না বস্তু
শ্রীতি না করিলে, তালনাসা না বাসিলে
কষ্ট হয়। শ্রীতির পাত্রের সুখবিধান করিতে
ও সুখ দেখিতে চাওয়া ব্যাপ্তিক। ইহাতে
কোন কারণ নাই। শ্রীতির প্রাপ্তদের
সুখবিধান ও সেবা করা। শ্রীতির ধর্ম
প্রাপ্তের সুখবিধান করা। অত কোন কারণের
হারা প্রাপ্ত হইয়া যে সেবা, তাহাতে

জীতি নাই। অত উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া
সেবার হারা অতীতদেবের সুখবিধান করা
যায় না। ইহাশ্রমেই নিকটাত্মিক শ্রীতির পাত্র।
আত্মবিক শ্রীতির কালাপিতন।

সেবা করিয়া শ্রী গুরুদেবের সুখ যচার
না, তাহার প্রাপ্ত সেবা হয় না। সেবার
আশা, মমত্ব ও অহুতানই শ্রী গুরুদেবের
ব্যাপ্তিক। সেবার ফল অতীতদেবের প্রাপ্তি
কৃতি, আসক্ত, শ্রীতি, মেহ ও মমতা
উদ্দেশ্যের প্রাপ্তি হইবে। তখন অহুতান
তাহাকে সুখী করিতে অপ্রাপ্ত হইয়া যত
চেষ্টা হইবে। অতীতদেব সেবক অহুতান
সেবার কটিকরী সেবার অহুতান ও
তদন্তানে আপনায় বোধ করিয়া থাকেন।
তান যতাবে সুখী হইতে চাছেন, সেই-
তাবের আবোধে তদন্তানে যত্ন করা
অতীতদেব সেবকের স্বাব। এইজন্যে
শ্রী গুরুদেব অতীতদেব সেবা করিয়া নিজের
অহুতান চাছেন না, সেজন্যে তৎবান্কে
অহুতান। সেবা না করিয়া পারেন না,
এজন্যেই তৎবান্কে অপ্রাপ্ত হইয়া। শ্রীতি
অতীতদেব ও অপ্রাপ্ত হইয়া। শ্রীতি নিরপেক্ষ।

শ্রীতিতে যেখানে অতীতদেবের সেবা
করা তাহাই প্রাপ্ত সেবা। শ্রীতি হইলে
সেবক সেবার বানময়ে নিজ মূল বা সুখ
চাছেন না। ‘আমার এই সুখ সেবার ফলে
তোমার অহুতান সুখ ও আনন্দ হউক’—
ইহাই সেবক প্রাপ্ত নিকট প্রার্থনা করেন।
প্রাপ্ত সুখ দেখিলে তাহার আনন্দ, আর
সুখ না দেখিলে কষ্টবোধ হইয়া সেবকের
হতাব। শ্রীতিবৃত্তি বা সুখাঙ্গসন্ধানই তৎ
অপ্রাপ্ত হইয়া তৎবান্কে অহুতান। অহুতান
অবকাশ সেখানে নাই। এই তৎবান্কে
শ্রী গুরুদেব অহুতান করিয়া তৎকের সাহিত
মিলন করিয়া। হহারই নাম অতীতদেব,
অপ্রাপ্ত হইয়া ও অহুতান তৎ। এই তৎবান্কে
তৎবান্কে প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—

“প্রাপ্ত! তব পদযুগে মোর নিবেদন।

নাহি মাগি দেহমুখ, বিদ্যা, ধন, জন ॥

নাহি মাগি অর্থ, আর যাক্ষ নাহি মাগি’।

না করি প্রার্থনা কোন বিদ্যার মাগি’।

নিজ কর্ম শুধু মোরে যে যে হয় পাই।

জন্মে জন্মে যেন তব নামগুণ গাই ॥

এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে।

অতীতদেব তৎ হইবে আমে সঙ্গরুণ ॥

বিষয়ে যে শ্রীতি এবে আছে আমার।

সেই মত শ্রীতি হউক চরণে তোমার ॥”

তাহার সে বদি ধর্ম-কর্ম, সবাচার। ইহাশ্রমে সে শ্রীতি অহুতান সবার ॥

শ্রীভগবান্‌ গুরুদেবক গাছের বড় অনর্থক
 বনিন্যাই প্রতিবাদ হইল না কেন, তাঁহার
 বদল লুপ্তিহীন। শ্রীভগবান্‌ বহুই বলিয়া-
 ছেন, - "আম্মমহিতকর যে কাম্যক্রমাদি
 অনর্থ, তাহা সপলট শ্রীভগবান্‌দেহে নাক
 প্রত্যয়েই পুরুষ" তৎকালে জয় কারত
 প্যারেন। বদল আমার ততকাল জগতে প্রদ
 হইয়া বিধেয় বশীকৃত হন, তথাপি নিকট
 কক্ষি প্রত্যয়ে তিনি কখনও বিধেয় হয়
 হন না।"

य९कि९

চতুর্দশত্ববনের প্রত্যেকটিই তাৎপৰ্যবান।
সমাপ্তোক্ত বা ব্রহ্মার লোক চতুর্দশত্ববনের
শেষভাগে অর্থাৎ এবং তাহা দেবীধামের
সমগ্রষ্ট লোক হইলেও তথাপি ব্রহ্মা
দৈত্যভয়ে ভীত হন। ব্রহ্মার আত্ম
বিপর্যয়কাল, তথাপি তাহাকে কালভয়ে
ভীত হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ লোকে যে স্থখ,
ভাৱা অপেক্ষাও মহালোকে কোটিগুণ অধিক
স্থখ। আবার মনোকে মনোকে অপেক্ষা
অধিক স্থখ। তাহা অপেক্ষা তপোপেক্ষা
কোটিগুণ অধিক স্থখ। আবার তাহা
অপেক্ষা সত্যলোকে অধিক স্থখ; তথাপি
মোক্ষানন্ত দৈত্যভয় ও বনভয় আছে।
সমগ্রষ্ট হইতে সমাপ্তোক্ত পঞ্চাত্ত চৌদত্ববনের
প্রত্যেক প্রাণীই নানাভাবে ও নানা আকারে
স্থখের অন্বেষণ করিতেছে। পুত্র পুত্র
জন্মহইতে শুভ পাকিত বংশের দ্বারা সমাপ্তোক্ত
লোক করিয়াও সমাপ্তোক্তোপাসিত পঞ্চাত্ত
নিজা অর্থও মানস বা পরা শাস্ত্রের কামনা
করেন। উক্ত সমাপ্তোক্তের শেষ সীমায় সমাপ্ত-
লোকেও বন প্রবর্তিতাকার আশ্রয় ব্যতীত
নিগ্ৰহনাই নাই, দৈত্যভয় ও বনভয় ভয়ে
শঙ্কিত নাই, তখন উক্ত সমাপ্তোক্তের পর
নিরে অবস্থিত ভূপোকে বাহা মনোহর আশ্রয়-
স্থান, তথাপি চিরশান্তির আশ করা বুঝা।

[illegible]

କଟିବେ, ସେହି ଆମର ମାଧବର ନୃତ୍ୟ
 ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିଶ୍ରାମହୀନ ମଧ୍ୟ ଅଭିସାନ କରେ ।
 ବିଚାରର ପର ଅବକାଶ ଅମରା ବିଚାର
 ମୌନେ ମୌନୀଭୂତ ହେବା କି କରିବା ଅଧିକ
 ଅମରାଗ୍ରାନ୍ତ, ମରଣ ଓ ତାହାତେହି ନାନାତାବେ
 ମାତିତା ମାତ କରିବେ ଏବଂ ବିବାହୀନ କରିବା
 ମୁଖ୍ୟର ଜୀବନ ସାମନ କରିବେ, ସେହିମୁଖ ହିଁ ମୁଖ
 ତର୍କମୟ ଭୁବନୋତ୍ଥାନ ଅମ୍ଭ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ
 ନାନାଶକାର ଆଦି, ବ୍ୟାଧି, ଦୈବତାବିନାଶକର
 ଆଗରେ ମାତିବ ହେବା ଓ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିଶ୍ରାମ-
 ତର୍କମୟ ଅମ୍ଭ ଅହେନିକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀବତ ହେବା
 ଧାବେ । ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ବାହ୍ୟ ଉପାହତ
 ହେ । ନାନାରୋଗହତ, ଏହା କି, ଜୀବନେ ମଧ୍ୟ
 ସହିଷ୍ଟ ଉପାହତ ହେଲେ ଓ ଶରୀର ଓ ଶିଶୁମାର
 କୋନି-ନା କୋନିମ୍ବ ଆସନ୍ତ ମାଟିର କଣ୍ଠ
 ଚିତ୍ତ ବାହୁଳ ହେ । “ଜନମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗା, ଏ
 ମଙ୍ଗଳେ ଆଛେ ତରା” — ତହା ଶ୍ରୀକାଳ ଦେବୀରାଜ
 ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅହତବ କରିବା ଓ ଏହି ଅମର
 ବ୍ୟାଧିକେହି ଶ୍ରୀକାଳୀୟା ସମରା ସାଧିବେ ଶୁଭ
 ହେ । କଥନ ଓ କଥନ ଓ ମନେ ହେ, ବାହି ଚନ୍ଦ୍ରମାନ
 ହିଁ ସେହି ନାନା ଶକ୍ତି ଓ ହେତୁ, ବାହି ଅମରା
 ମାଟିର କୋନିମ୍ବ, ଆସନ୍ତ ମାଟି ଓ ଦୈବତାବି-
 ନାଶକାର ନା ଧାବକ, ତେ ଦୃଢ଼ ତାଳ ହେତ ।
 ଚେତନେର ଆଲୋକେ ଆକାଶ ଓ ଦେନ କୋନିମ୍ବ
 ଅହତବେର ଅହତବେର ବିନାଶ ନା କରେ,
 ଏହିଜଣ ବାହ୍ୟୁତର ଶକ୍ତି ଓ ଅବ୍ୟାସୀ
 ଦେଖିବେ ମାଟିର ବାହି । ଏହିମଙ୍ଗଳେ ଜଗା-ବାହି
 ନା ଧାବକେ ସେ ଆମରା ଅଧିକତର ବାହିତ
 ହେତାମ ଅଧ୍ୟା ଏହି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମାର ଓ ଆମର
 ହେତା ଧାବକତା, ଧୂଳିକରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର
 ମାଟିର କଣ୍ଠ କୋନିମ୍ବ ମାହି, ତାହାର
 ବାହିତରେ ହାତ ଓ ହସ୍ତେ ଗ୍ରାସ୍ତ ହେତାମ ନା,
 — ଏହିଜଣ ବିଚାରେର ମୃତିତା ନହେ । ଆମରା
 ହେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଓ ହିଁ ମେର ଶାତ ମୃତିମାତ
 ମର ନା । ଏହିଜଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ମାଟିରାହି,
 ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବାହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓ ବାହି ଆମର
 ମାଟିରାହି ନାହିଁ । ସେହିଜଣ ମଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ
 ଦେଖିବେ ବିନାଶ ହେତାମ, ମେର ଧାବକ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ
 ମାନସ୍ୟ କରେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ହେତେ
 ଧାବି ମୋକେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ ମଧ୍ୟେ ଧ୍ୟ
 ଧ୍ୟେତାମ ଆଛେ, ତାହା ସଧନ ସାଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ
 ଧ୍ୟେତାମ ଆଛେ ବିନାଶ ହେତାମ ସାଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ
 ଧ୍ୟେତାମ ହେତାମ, ଆମ ବିପରୀତକାଳେ
 ଧ୍ୟେତାମ ମାଟିର ମାଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ହେତାମ,
 ମେର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ହେତାମ, ସଧନ
 ମନେ ହେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମେର ମଧ୍ୟର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ
 ମାଟିର କୋନିମ୍ବ ମାଟିର ମଧ୍ୟର ମେର କେତେ
 ମେର ଧ୍ୟେତାମ ମାଟିରାହି, —

“ঐতিহ্যবাহী বাও বান্ধব
এখন বাঁধনো জাম’ রে,
বিকশে দেবিত্ত কলশ দুইজন
চল স্থলব লসি’ রে ॥
এখন ঘোঁরন, মুখ পাঁজরন,
যেবে কি নাছে পরভীতি রে,
কদম্বকল, জীবন টলবণ .
ভাল’ হরিদাস নিভি রে ॥”

ত্রিণ ঠাকুর তক্ষিবিনোদ গাহিয়াছেন,—
 “এসংসার সাগরীনে, এতে যজ্ঞ অগ্নীতনে,
 ইচ্ছাতে বিরক্ত মহাপুরুষ ।
 সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজ্যে, যাবাক্ষণ্যে সেবে ত্রৈলোকে,
 নিরন্তর কৃষ্ণনামা শ্রব ॥”
 অজয় গাহিয়াছেন,—
 “কৃষ্ণনামহুয়া করিষা পান,
 জুড়িও একা ভাবনোদ-রাগ,
 নাম বিনা কিছু নাহিক আর
 চৌদ্ধভূবনমাঝে ॥”

শ্রী শ্রী ব্রজ-রূপাঙ্গা তত্ত্ববর্ণের শ্রীপাদ-
পদ্মের চণ্ডীকান-ললাকার বাঁহাঘের চকু দ্বিব
উদ্ভা)গত হইয়াছে, তাঁহাদের মূলে এই
মকল বিচার সমস্তা মনোপাখ্যান থাকে।
তাঁহারা সমস্ত এই অগণক পাছপাছ
রাজ অল্পতব করিয়া কল্পে সমগ্র জীবনী-
ল জুকে একমাত্র মূল-শরোজনের উদ্দেশ্যে
নিবেগ করিবেন, তাঁহারা অব্যাসাধাই
জীবনধারণ করেন। এর বেহী কেশলমাত্র
সাধনের বহু বিশেষ, হে! অত কোন উদ্দেশ্য
অন্ত নহে বা অত উদ্দেশ্য ইহার বার) সাধন
করিতে হইলে “হতো অষ্টততো নতঃ”
হতে বহু, - এইরূপ বিচারপন হইয়া
তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র চোত্রে হরিতলনের
মহত্ব করিয়া থাকেন। তাঁহারা পুর্বেই থাকুন
বা বনেই থাকুন, সপ্তমূল-শরোজনের
দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে। তাঁহারা
সমস্ত অল্পতব করেন যে,—“শ্রীনাথ বিনা
কছু নাহিক আর, চৌদ্রুখনমাঝে।”

এই পৃথিবীতে নানা কারণে মনুষ্য সংস্কার-
ভোগ করিতে বাধ্য হন। কেহ শারীরিক
বা আর্থিক অক্ষমতানিবন্ধন, কেহ বা উৎকট
বৈরাগ্য-ভগতাদিতে আত্মনিয়োগ করায়
সংসারের সুখভোগ করিতে পারেন না।
আবার ঐহিক সংসারে সুখ-ভোগ করতে-
ছেন বলিয়া প্রতিভাত হন। তাঁহারাও
ঐ সুখকে চিরস্থায়ী করিতে পারিতেছেন না।
বাল্য আতিযোগ করিয়া থাকেন। কিছু
দীর্ঘায় প্রহারনাম আশ্রয় করিয়াছেন,
তাঁহারা অক্ষম-ভোগী বা সক্ষম-ভোগী
অথবা অক্ষমভোগী বা সক্ষমভোগী কোন
দলেরই অন্তর্গত নহেন।

বাহ্যবোধে জন্মে অজ্ঞাতিলাভ আছে,
তাহারা হারজন্মের অভিনয় করিতে
আগেরা অনেক সময় বাবরা থাকেন,—
“এ সংসারের কোনই সুখভোগ করিতে
পারিলাম না, এই বহুজন্মটী নিরর্থক চলিয়া
গেল।” সংসারের ভরা-ব্যর্থ দেখিয়া সময়
সময় ইহাদের স্থানানটীবাসের উদয় হয়
ঘটে; কিন্তু আবার জগতের বহু লোককে
কনককামিনী-মাজটানার আঁত প্রধাবিত
দেখিয়া তাহার ভাগ্যে ঐশ্বর্য্য সুখলাভ
ঘটিল না বলিয়া জন্মে অহুশোচন্যও করিয়া
থাকে। ইহাই অজ্ঞাতিলাভিভার ঘণ্টা।
বসন্ত: এই চৌকুরানে—এই জন্মমৃত্যুর

ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପ୍ରକାରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର-
 କର୍ମାଦିର ଅବସ୍ଥାବି ଶ୍ରୀନାଥମନ୍ତ୍ର ମାନିତ ମନ୍ତ୍ରତ
 ଗଳାମ୍ - ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରମ୍ ଉପାସନାମ୍ ମନ୍ତ୍ରମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।
 ତୁମନକ୍ଷତ୍ରାବତୀତ ନିନାଥମନ୍ତ୍ର ମାନିତ ଚୋକ-
 ତୁମନେ ଆମ୍ ବି ମନ୍ତ୍ରମାନକ୍ଷତ୍ରାବତୀତ ମନ୍ତ୍ରମ୍ ।
 ଗମ୍ ଗମ୍ ଗମ୍ - କୋନ ମନ୍ତ୍ର ମାନିତ ମନ୍ତ୍ରମ୍ ଗମ୍ ଗମ୍ ଗମ୍
 ମାନିତ ବା ଆବାସାଦିନିମିତ୍ତ ହେ ନା କେନ,
 ମେତେ ମନ୍ତ୍ର ମାନିତ ହେମେତେ ମାନିତ ନିନାଥମ୍
 ବାକିବେ ନା ।

এই জীবন অনিভা, তথাপি জীবন যে-
কোন 'মন' একগুণে থাকি যাকবে, তাহাও
অন্যথা বিপর্যয়। অতএব বৃদ্ধান্
যাকি এই কএকটা নির্দিষ্ট 'মন' বা নির্দিষ্ট
মুহূর্ত্ত যেরূপ সংস্কৃত জীবনাময় করিয়া নবযা-
জিত্তি বাজন করিবেন।

“বাঁকর আগুন কাজে”—এট বাঁকর
 ঈদ ঠান্ডার তক্তাবিনোদ বচস্পূৰ্ণ সংসারের
 কাজে ব্যস্ত ষড়্ভাঙ্গার লজ বসেন না।
 ‘আগুন কাজে’ বলিতে আশ্রয় কাথা বা বৃত্ত
 যে তক্তা, তাহাতে নিবটে ষাটকরা কথাত
 কলিরাহেন। আশ্রয় একমাত্র কাঁধট—
 টেপেবের সুখাবধান—ন্যায্যতর-বাচন।
 টেপাই প্রত্যেকের আগুন আগুন কাজ।
 ন্যায্যতর অল্পকল কাথাসমূহই প্রত্যেকের
 আগুন আগুন কাজ; ওহাভীত লজ কাণ্ডীত
 কাঁধট গহের বা জড়ের কাথা, তাহা আশ্রয়
 বা চেতনের কাথ্য নহে। চেতন সলিল।
 শ্রীকৃষ্ণনামস্মৃতি পান কহিবার লজ নান্ত।
 জীব শ্রীকৃষ্ণনামস্মৃতি পান করিতে থাকিলে
 শ্রীজাতাবনোদেহ গ্রাম শ্রীকৃষ্ণ হই অর্থাৎ
 শ্রীকৃষ্ণদেবের মনোহরীট পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণদেব
 বা শ্রীনামচাৰ্য্য এই মনিত্র চতুর্দশ একান্তে
 কৃপাশূণ্যক লগ্নমল্ল শ্রীনামবতাবেত বরুণ
 প্রকাশ করেন। পতিতশায়ন শ্রীকৃষ্ণদেবের
 কৃপার ভূগনমল্ল শ্রীনাম লগ্নে বনোবিত
 হন। শ্রীনামচাৰ্য্য হই যখন জ্ঞানান্ধন-
 লগ্নাকার বারচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন।
 তখন জীবের সমস্ত দৃষ্টি ঐশী পরিপক্কিত হইয়া
 যায়। তখন জীব কনক, কামিনী বা
 প্রাচীণাশ্রয় অস্বাভাব্যবসিতাথ কারবার
 লজ আর জীবনধারণ করেন না। কামল,
 তিনি বুঝতে পারিয়াছেন যে, নান্দলক্ষ্যত
 শ্রীকৃষ্ণনামাশ্রয়তনীর্য্যবতগ্যলগ্নমল্ল শ্রীনাম-
 প্রভুর শ্রীশায়নস্থ বাওত আর কোন লোকতীর
 লজ চতুর্দশ একান্তে নহে। অতএব ধাঁধার
 সঙ্গে শ্রীনামপ্রভুর দেবার আকর হন,
 তাহাদের গদ্যাহাস্যসংগের লজই তাহার
 লগ্ন্য উগাহত হয়।

বিশেষ জটিল্য :—ঐ গ্রন প্রভৃণামের
বিরহাভাষ উপলক্ষ্যে গোস বন্ধ থাকায়
মত ১৮৮ অগ্রহায়ণ সোমবার ত্রিভ্রীন্দীয়া-
প্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

— (四) —

গত ১৬ই নবেম্বর—টেক্সটাইল
কমিশনার অফিসে গিয়া গত এক মাসের মোটে
মূল্য জিজ্ঞাসা করে,—

বঙ্গ-বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বাহিনীকে
একত্বাভাৱে আনিব পাৰিছে যে, নোহাট ৰূপ
চিহ্নিতকৰণৰ পানেল কৰ্ত্তব্য যে সকল বাহিনী
এলাকাৰ মাল পোষণৰে জৰ্জ আশংক্যতঃ
আৰ 'পাৰ'মিট' দেওয়া হওবে না বলিয়া
নিষ্পত্তি দত্ত হওবে, সেট সকল বাহিনী
এলাকাৰ জৰ্জ নোহ হওবে কোন বাহিনী
বহু পক্ষে ক'ৰতে পাৰিবেন না। নিয়-
মিত এলাকাৰ প্ৰণালী হওবাৰ্থ নিষ্পত্তি
তাহাৰ হওতে আশংক্যতঃ 'পাৰ'মিট' দেওয়া
বন্ধ কৰিয়া দেওয়া হইব ছে।—

. পাক্সান ঘাটটি এলাকা— ১৬৫ নভেম্বর,
 দক্ষিণ ঘাটটি এলাকা— ১০৫ নভেম্বর.
 বাঙ্গলা ঘাটটি এলাকা ২৫ নভেম্বর, সিন্ধু
 ঘাটটি এলাকা— ২৫ নভেম্বর ও রাকপুওনা
 ঘাটটি এলাকা— ১৫৫ নভেম্বর।

[illegible]

কোন কোন বাণসাতী মনে করেন যে, নভেম্বরে মাগা বিক্রয় করয়া ফে'নতে পারিলে তাঁহাদের 'ডেসম্বর বা জাম্বারীর জন্য 'গারমেন্টের' আবেদন আগে মঞ্জুর হইবে, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। যে এলাকার জম্ম যেমানে যেগ'রনাগ কাপড় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, ব্যবসায়ীগণ সেই এলাকার জম্ম মেগে মাগা ও তাঁহার পরবর্তী মাসসমূহে মাগে সেই গারমেন্ট কাপড়ই বিক্রয় কারিতে পারিবেন।

রোগ প্রশমনে সরকারী সাহায্য

বাকলা সড়কারের এটার বিভাগের
ডিরেক্টর জানাচ্ছিলেন যে, গত অক্টোবর
মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে বাকলাবেশের সড়ক
২,০৮,৩৩১ জনকে কলমের টিকা এবং
২,০১,২৩৭ জনকে বসন্তের টিকা দেওয়া
হইয়াছে। ইহা লইয়া গত বৎসর গত ১লা
নভেম্বর হইতে এ পর্যন্ত মোট ১,৮১,৮২.

৪২৭ জনকে কলকাতার চীকি এবং ৬,২১,২৭
৮৮২ জনকে বঙ্গবন্ধুর চীকি দেওয়া
হইল।

গত মাসের শেষার্ধ্বে জেলাগুলিতে ১ শত
পাউণ্ড কুইন্টান্টন, ২ শত পাউণ্ড সিঙ্কোনা
এবং ৫৬,০০ ০০০ মেগা ক্রপ বটিকা প্রেরণ
করা হইয়াছে এবং কলিকাতায় ২ শত পাউণ্ড
কুইন্টান্টন, ১৫ পাউণ্ড সিঙ্কোনা ১৬০৮টি
এস্পিউল ও ২,৫৭,০০০টি মেগাক্রপ বটিকা
বিক্রয়ার্থে দেওয়া হইয়াছে।

বালুগা সড়কায়ের গভীর বিভাগের
ডিপুটি আনিষ্টাছন যে, বালুগা সর্বশেষ
১৯৪৪-৪৫ সালে কালারের প্রতিবেদক
কালিকালার বালুগায়াহা বালুগায়াহা
কেন্দ্রগোষ্ঠীগুল এবং সেন্ট্রাল কো-
অপারেটিভ এটি-মাল্টিপল সোসাইটি
লিমিটেডকে ৮২ গভীর টাকা সাহায্য করে
করিয়াছেন।

ଆଲାଟା ବାର୍ଷିକ ଶତୋକ ଜେଲକେ ନିଜ-
 ଲିଖିତଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରା ହେବାପାଇଁ
 —ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ ଲକ୍ଷ, ସେମିନିପୁର ୩ ଲକ୍ଷ, ହମ୍ପଲୀ
 ୨ ଲକ୍ଷ, ବାବୁଡ଼ା ୨୫୦, ବସନ୍ତବନ୍ଧୁ ୫୫୦;
 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୧୨ ଲକ୍ଷ, ସୁନିବାସ ୨ ହଜାର,
 ଖୁମ୍ବା ୩ ହଜାର, ରାଜମାଟୀ ୩ ହଜାର, ଦିନାଜ-
 ପୁର ୨ ହଜାର, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ୨ ହଜାର,
 ବସନ୍ତବନ୍ଧୁ ୨ ହଜାର, ବସନ୍ତବନ୍ଧୁ ୨ ହଜାର, ମାମନା
 ୧ ହଜାର, ସାମନା ୩ ହଜାର ୫ ଲକ୍ଷ, ଡାକା
 ୫ ହଜାର, ସୁଧମନସିଂହ ୧୨ ଲକ୍ଷ, ଫରମପୁର
 ୧୦ ହଜାର ୫ ଲକ୍ଷ, ଦାସବନ୍ଧୁ ୧ ହଜାର,
 ଚନ୍ଦ୍ରଶ୍ୟାମ ୫ ହଜାର, ନୋରାବଳୀ ହଜାର ୫
 ଟିପୁରା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଡାକା ।

নিবন্ধ ও শিল্পোদ্দেশ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সমবায় প্রাতিষ্ঠানসংগঠন নিবন্ধ ও
কারিকরাদিগের পুনঃপাঠ্যভারত অন্তর্গত।
বাকলা গনবর্ধন ট্রাস্টের অর্থ ৫০ লক্ষ টাকা
মজুর করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত সমবায়
বিভাগ জেলা, জাতীয় ও অষ্টাদশ কারিকর-
দিগের ২০০ প্রাতিষ্ঠান সংগঠন করিয়াছেন।
হাজার সভ্য সংখ্যা ৪৫০০। হ্যাঁ জেলা
১১৩টি জেলা সার্বাঙ্গ ও ৪৬১টি কারিকর
সার্বাঙ্গ গঠিত হইয়াছে। ১৫০০০ সভ্য-
সংখ্যা সহ এই সকল সার্বাঙ্গকে পুঃপ্রাতিষ্ঠান
পারকর্মসমূহ অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে।
সমবায় বিভাগ আশা করেন, আচর্যেই সংখ্যা
৫০০ হইবে।

পুনঃ প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা অল্পব্যয়ী সমবায়
সমিতিগুলি কালেক্টরের নিকট হইতে অর্থ
সাহায্য পাইতেছে। সমবায় বিভাগের
কম্প্যারিগণ জেলা ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের
সহযোগিতায় কাজ করিতেছেন।

नियमावली

[illegible]

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম স্নেহ, শরণাগতভিক্ষুসংগী সেনোদ্ভূতা, বাসভাঙে অকার্পণ্য
অথাঃ জাগতিক লাভ ও অভাবভাবনিবন্ধিত উদ্ভ্রাম ও নিমর্মে দলীভূত না হওয়া, 'ভগবৎসদক্ষী
জ্ঞান, কান্তি, লবণ-ব-ক্রিয়ায় অলৌকিকত্বে স্তম্ভিত বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাচা—অথাৎ
সকল বা সমগ্র জীবনীশক্তিই দ্বারা পরতত্ত্বের স্মৃতিস্থানকান—এই সকল অশাখিব মুক্তা
জীবনীপ্রাপ্তকালপ্রাপ্তির অল্প অধ্যায়শ্রুত।

৩। কেত কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাঁরা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে
পরে আর পাওয়া যায় না। পছোস্তর পাঠিতে চলে Reply card বা ১০
নম্বার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা বিবৃতি
আব লম্বা হয় না; হুজুগ গ্রাণ্ডকগদের স্থানীয় ডাকগরের সচিব বন্দোবস্ত করিয়া।

৪। প্রকৃতি ব্যক্তিগণের পরমাণু-সম্বন্ধীয় প্রযুক্তিগত অন্বেষণের অগ্রগতি
কালে ইনসিট্রোপিকালে প্রকাশিত হইতে পারে। অনন্তর প্রযুক্তিগত যোগাযোগ
ব্যক্তিগত ন্য। পাঠ্যপুস্তকে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রযুক্তিগত অন্বেষণের অগ্রগতি
অন্য কালেও যাহা এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত গণিত পাঠ্যপুস্তকে।

৫। ইন্দিয়া প্রকাশের প্রতি কাগরও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের হেজাখান্দো মে-কোন সময় হইতে মে-কোন ব্যক্তির 'নকট ইন্দিয়া-প্রকাশ' প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধাক্রিপণ্ড ইন্দিয়াপ্রকাশ সম্প্রদায়ের জায় কমান্ডা-রূপে পদমণ্ডলী বন্ধ, স্তত্রাং ইত্যাদি কোন বাহ্যিক কথোনিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

১. ইন্দোনেশিয়া-সকাল সময়ে চাউ-পানি — ইন্দোনেশিয়ায় নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তি বাজী।
 ইন্দোনেশিয়া, পোঃ ইন্দোনেশিয়া, নন্দগোপাল — এই ইন্দোনেশিয়ায় পাঠ্যভেদে বহুতবে।

- क० ग० म०

শ্রী সরস্বতী-সংলাপ

‘নতালী’ নামে একটি গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে।
একজন লোক যিনি সকল প্রকারের জিনিস
জানেন, তাহা সন্নিবিষ্ট হইয়া একত্রিত
হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

ବୈଷ୍ଣବାଚାରୀ ଶ୍ରୀ ଯଦୁ

ঐমান্যপাঠাথোর বিকৃত জীবন-চরিত্ত,
 মিস্ত্রী ও শিল্পী-সমাজে বাংলা ভাষায়
 প্রকাশিত গ্রন্থ। মূল্য ২২ টাকা।

ଆନନ୍ଦହୀନ—ଅପୋଗମୀ-ଅସନ୍ନିବ, ୧୦।
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ, ନବମୋଽଽଂ ।

সাম্প্রদায়িকতা

समझ

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-এর
হাতে তৎক্ষণ-সমক্ষে ভ্রান্ত-ধারণা-নিরসনমূলে
শ্রোত ও শাস্ত্রীর বিচার ও সমালোচনাই
প্রেরণিত এবং পরমাধঃসমক্ষে মানবজাতীর
সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে।
মলা ১০ আনা

ହୁଣ୍ଡା ୫୦ ଆନା

শ্রীধাম-মায়ামূর নদীমাত্রকাল ত্রিটিং ওয়ার্কল হইতে শ্রী নরোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তত্ত্বিশায় সম্পাদিত
ও শ্রী নন্দকিশোর তত্ত্বিশায়ী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আত্মায় আত্মা পরমাত্মা শ্রীভগবানের
স্বরূপাঙ্কায়করণে অর্থাৎ আত্মদর্শন
হইলেই ভগবৎস্বরূপের অবকারণ মনের
শুভাংশ বিনষ্ট হয়, অসত্ত্বাবনাদিক্রম সকল
সংশোধন হইয়া যায় এবং অনার্যক ফলসমূহ
করপাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভগবৎপ্রাপ্তি পরম-
পুরুষাণ্ডালগা উক্ত হইয়াছে। নিরতিশয়
আত্মদর্শনভাবটী একমাত্র লক্ষণ বীহার,
সেইরূপ ভগবৎপ্রাপ্তি একমাত্র আত্মিক
বলিয়া মন্যত, তাহার অবশ্যাপিও ভেদ।
কিন্তু উক্ত হইয়াছে—বীহার পরমেশ্বর
আনন্দময় অস্তিত্ব লাভ করিয়াছেন,
তাহারা কোথায় করপাপ্ত হন না।

শ্রীমদ্ভগবৎপ্রাপ্তি লাভের প্রকৃত মুক্তি।
যে মুক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা হইতে
বঞ্চিত হইতে হয়, সে মুক্তিকে ভক্তগণ
নরক চর্যেও অধিক ঘৃণা করেন। সাধুশাস্ত্র
নিরতিশয় আত্মদর্শনরূপা শ্রীভগবৎ-
প্রাপ্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন। কেহ কেহ
বলেন, জীবের আত্মিক দ্ব্যধিনিগৃহীত নাম
মুক্তি। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মসামুদ্র বা
জীবসামুদ্রের নাম মুক্তি। কিন্তু বীহার
সমস্ত, তাহার বলেন, “মুক্তিহিতৈষ্যকং
অরূপেণ বাবহিতিঃ।” অর্থাৎ অরূপ
পরিচয় করিয়া অরূপে অবস্থিতই মুক্তি।
এই অরূপবাহিত্রির ভাবগর্ভিত অরূপ-
সাক্ষ্যকার—ভগবৎসাক্ষ্যকার, ভগবৎ-
পারম্য স্থিতি। কারণ, সংসারদশায়ও
অরূপে অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ জীব যখন
আখ্যাত হইয়া সংসারবাসিনা ভোগ করে,
তখনও তাহার স্বরূপের কোন বাঁচতার ঘটে
না; তবু যে অরূপরূপ প্রাপ্তি, তাহা
কেবল নিজ স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব। সেই
অজ্ঞান দূরীভূত হইলে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি
হয়।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও তত্ত্বহীন মোক্ষ—
এই চতুর্ভাগ পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইলেও
অরূপে ভগবৎসেবারূপ মোক্ষ পদমপুরুষার্থ।
সুতরাং ভাবাই বাহ্যিক। যে-কোন ধর্ম,
অর্থ, কামরূপ অর্থাৎ সফলতা কালক্রমশঃ।
কেবল দুঃখনিবৃত্তিতে মুক্তি বলা যায় না,
দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে মুক্তি
বলা যায়।

কেবল জীবস্বরূপের জানিবার দুল-স্বপ্ন
মেহাতানবিশ বিদূষিত হয় না, পরমেশ্বর-
জ্ঞানের বারই তাহা বিদূষিত হয়। অতএব
যে জীবস্বরূপসাক্ষ্যকারের দ্বারা আবর্তা-
কর্ত্ত মেহা-স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া অবগত
হইয়া যায়, জীবদশাতেই সেই সাক্ষ্যকারের
সাহিত্য একসাক্ষ্যকারেই জীবস্বরূপলেশব।
আবদশায় মায়াগুরু হইতে মুক্তি—
“জীবমুক্ত”। যখন জীবের স্বরূপ-সাক্ষ্যকার
হয়—যখন দেহ ও দৈহিক বস্তুর “আমি”

ও “আমার” বোধ থাকে না, কৃষ্ণস্বরূপে
জগদদর্শন হয় ও অখিলচরী কৃষ্ণসেবায়
নিযুক্ত হয়। শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ গোখানী শ্রী
শ্রীভগবৎস্বরূপসমূহে নারদীয় পুরাণের
বাক্য হইতে জীবস্বরূপের এরূপ সংজ্ঞা
নির্দেশ করিয়াছেন,—

“দেহা যন্ত হরেদ্যন্তে কণ্ঠ্যা মনসা গিরা।
নিখিলান্ধনান্ধনং জীবমুক্তঃ স উচ্যতে॥”

কায়মনোবাক্য সকল অবস্থার শ্রীহরির
দ্যন্তে কণ্ঠ্য বীহার চই, তিনিই জীবমুক্ত।

শাস্ত্রে “কণ্ঠ্য” মুক্তির কথা শুনা যায়
—সালোক্য, সান্তি, সাক্ষ্য, সামোপ্য ও
সামুদ্র্য। সালোক্যশব্দে—সমানলোকপ্রাপ্তি
বা শ্রীমুকুটগাম। সান্তি শব্দে—শ্রীমুকুট
শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্যলাভ। সাক্ষ্য-
শব্দে—শ্রীমুকুটগামের সঙ্গে শ্রীভগবানের
সমানরূপতা অর্থাৎ চতুর্ভুজগোপালক পকাশ।
সামোপ্য বলিতে শ্রীভগবানের সমোপে—সমের
অধিকার। সামুদ্র্য কথারও কাহারও
ভগবানের শ্রীবিগ্রহে প্রবেশ লাভ ঘটিয়া
থাকে।

উৎকৃষ্টমুক্তিদশায় মুক্তপুরুষগণ ভগবৎসুখ
হইয়া থাকেন এবং তাহার শ্রীভগবানের
নিজ লোকে গমন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্-
ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ দেবভাগবৎকে বলিতে-
ছেন,—

“বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সঙ্গৈ বৈমুকুটমূর্ধ্বৈঃ।
যেহানিমিত্তান্মন্তেন যমেণায়ামনু হৈম্।”
(ভাঃ ৩:১০:১৪)

সেই ধামে যেসকল পুরুষ বাস করেন,
তাহারা সকলেই শ্রীহরির দ্বার মুক্তিলাভের,
তাহারা নিরাময় ও পরমধর্মের দ্বারা শ্রীহরির
সেবা করিয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবৎকে সান্তি মুক্তির কথা
এইরূপ বলিয়াছেন,—

“মন্তো যদা ভাক্তসমস্তকর্ম।
নিবোধতায়া বিচরাণীভো মে।
তদানুভবঃ সান্তিপত্যমা না
মদ্যাত্তুযাচ্চ কামতে তৈ।”
(ভাঃ ১১:২৩:৩৪)

যেখানে মনুষ্য সমস্ত কর্ম পারিত্যাগ-
পূরক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেন,
তৎকালে [বিশুদ্ধকরণ] গণ্য হইয়া অমৃত-
লাভ করিয়া আমার তুলা ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন।

সাক্ষ্যমুক্তিস্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ
দৃষ্টান্ত দোষেতে পাওয়া যায়,—

“গজেন্দ্রো ভগবৎসম্প্রদীপ্তোহস্তিত্ব-
বন্ধনোৎ।
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং
পৌত্বাসাক্তভূতঃ॥”
(ভাঃ ৮:৭:৩)

তাহার সে বলি ধর্ম-কর্ম, সদাচার। ইহা সে শ্রীভক্তি জন্মে সমস্ত সবার।

তৎকালে গজেন্দ্র ও ভগবৎসম্প্রদীপ্ত
অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পৌত্বাস
চতুর্ভূজ হইয়া শ্রীভগবানের সাক্ষ্য প্রাপ্ত
হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর সামোপ্য-
মুক্তি বা ভগবৎপারম্যভূতলক্ষণান্তর কলা
শুনা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে সালোক্যাদিমুক্তির
মত সামুদ্র্য মুক্তির স্পষ্ট উদাহরণ নাই।
কারণ, সামুদ্র্যমুক্তি শ্রীমদ্ভগবৎকে আত্মগত
নহে। অসাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত সামোপ্যগত
সামুদ্র্যমুক্তির রীতি বৃক্কে চইলে, চইতে
শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ গোখানী শ্রী সন্দর্ভ প্রদর্শন
করিয়াছেন।

সামুদ্র্যমুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির ভগবৎস্বরূপ-
অনন্বে নিমগ্নতার সৃষ্টি ঘনান সুগভীর।
কোলাহল বা চঞ্চলস্বরে ভগবৎস্বরূপে
ভাঁচার ভোগশক্তিলাভ প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্তির
যোগাত্মক ভগবৎপ্রাপ্তি তদীয় ভোগোচ্ছিন্ন
লেশের অস্তিত্ব হইয়া থাকে।

সামুদ্র্যের উপদেশের মধ্যে আরও পাঠ
—কেন কোন স্থানে শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায়
সামুদ্র্যমুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে দীপার জল মন
শুদ্ধ হইতে বাহিরেও ‘নিস্ত্য’ করেন
এবং পুনরায় পার্শ্বদর্শনে সংযোজিত করিয়া
থাকেন। যেজন শিশুশাল ও দত্তব্রত
সামুদ্র্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পার্শ্বদ
লাভ করি গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার
প্রমাণ দৃষ্ট হয়,—

“গৈরাশ্রয়কীয়েণ যানেনানুতাস্যতাম।
নীতো পুনর্হঃ পার্শ্বঃ জগদ্বিস্মৃদাধীনো॥”
(ভাঃ ৭:১০:৪৭)

সেই দ্রষ্টব্য (দত্তব্রত ও শিশুশাল)
বৈরাগ্যব্রতজ্ঞানত অর্থাৎ অভ্যাসলেশের সহিত
শত্রুভাজাত ভীতি থাকেবৎ অর্থাৎ অচ্যুত
সামুদ্র্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুনরায় শ্রীহরির
পার্শ্ব নীত হইয়া তাহার শ্রীমদ্ভগবৎ পার্শ্ব
হইয়া গেলেন।

বীহার যে পরিমাণ শ্রীভগবৎ আত্ম-
তাহার সেই-পরিমাণ সাক্ষ্যকার-সম্পন্ন ও
লাভ হয়। সকলেই সকল অবস্থায় সূর্যের
প্রায়ী। অতএব পরমোক্তান্ত্রবৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত
মুখ্য অর্থাৎ শ্রীভগবৎ পরমতম পুরুষাত্মক।
শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ অভ্যাসকে বলিতে-
ছেন,—আমার ভক্ত যদি কথাকথন চেষ্টা
করেন, তাহা হইলে বর্গ, মুক্ত, এক আমার
বন্দ—সকলই অনাধারি পাইতে পারেন।
শ্রীভগবান্ আত্মসাক্ষ্যভাবে আত্মাত্মক হইয়া
নিগূঢ় হইয়া পরম সুখোদয় হয়। শ্রীমদ্ভগবৎ
বলিতেছেন, শ্রীমদ্ভগবৎ আমাতে যেকাল-
পযন্ত শ্রীভগবৎ আবির্ভাব না হয়, সেকাল
পযন্ত দেহস্বরূপ হইতে কেহ মুক্তলাভ
করিতে পারে না। শ্রীভক্তি ভিন্ন স্বরূপ ও
স্বরূপদশমুহুর সাক্ষ্যকার হয় না। শ্রীমদ্

ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, সাধুগণের
প্রিয়তম আত্ম একমাত্র একসাক্ষ্যভক্ত-
বারি লভ্য হই। শাস্ত্রে আরও উক্ত
হইয়াছে—আমার রূপ অর্থ, ব্রহ্ম, আদি,
মহা ও অস্তাব্যবস্থিত, বসন্ত, সচ্চিদানন্দ ও
অখ্যাত। ‘ভক্তিঘাটা’ তাহা, জানা যায়।
শ্রীভগবৎ পরমেশ্বর সাক্ষ্যকার লাভ
হয়। মাঠের প্রতি বলেন,—ভক্তকে পুরুষকে
ভগবৎকামে লক্ষ্য যান। ভক্তের শ্রীভগবান্কে
দর্শন করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ ভক্তকেই
বশ, ভক্তের ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন।
শ্রীভগবৎ পরমেশ্বর সাক্ষ্যকারের
প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে, উক্ত হইয়াছে,—
কোনকর্তা পুরুষের প্রাতিজ্ঞাসেই যেজন
ভুক্তি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কাহারও
একসঙ্গে ঘটয়া থাকে, সেইরূপ পরমাত্ম
পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা
ভক্তি, প্রেমাম্পদ ভগবৎস্বরূপসৃষ্টি এবং
চতুরবিধবৈরাগ্যরূপ ভাবের অস্তিত্ব হয়।

উপদেশ

— ::(৩)::—

কৃপা ছাড়া গতি নাই। কৃপা-প্রার্থনাই
সাধন। কৃপা-প্রার্থনাই মুক্তি। শ্রীভগবৎগোবিন্দ
কৃপালাভের জন্য সক্ষম কীদন্তে হইবে।
সক্ষম কীদন্ত কীদন্ত স্পষ্ট স্পষ্ট কীদন্ত
আবেশের সহিত হরিনাম করিতে হইবে।
শ্রীভগবৎগোবিন্দ সক্ষম হইবে। শ্রীভগবৎ
প্রতি বীহার অর্থাৎ বা ক’চ হয়, তিনি শ্রীভগবৎ
কৃপাসাক্ষ্যকার লাভ করেন। শ্রীভগবৎগোবিন্দ
সত্যব্রত। শ্রীভগবৎগোবিন্দ মধোই সত্য আছে।
শ্রীভগবৎগোবিন্দ মধো ভগবৎরূপ ও গুরুবর্গের
রূপ আছে।

কাজল বড় জল। দীন কাজলের
প্রতি কাজলের ঠাকুর শ্রীগৌরনিত্যানন্দ
বড় দয়া। আমি সকলের চেয়ে ছোট,
আমি শ্রীভগবৎগোবিন্দ পদধূলি, এরূপ
অভিমান বা দীনতা থাকিলে শ্রীগৌর-
নিত্যানন্দ কৃপা করেন। যত দীনতা আসবে
—যত কাজল বলিয়া উল্লিখিত হইবে—যত
পরমাত্ম ভাগ্যে, ততই শ্রীভগবৎগোবিন্দ
কৃপা হইবে। দীন কাজলের এজগতের
কিছু সম্বল নাই। শ্রীভগবৎগোবিন্দ তাঁহার সক্ষম।
শ্রীভগবৎ একজন কাজলকেই চাওন।

সকলই এই চিন্তা করিতে হইবে—আমি
শ্রীভগবৎগোবিন্দের ধূলি, তাহাদের নিকট
আমি অসম্মান করিতেছি। আমার মস্তক
তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া আছে।
সক্ষম এই প্রকার অভ্যাসেই হইলে আমি
অন্য কোন প্রকার অস্ত্র-বল্য আসিতে পারে
না। শ্রীভগবৎগোবিন্দের স্বরূপ কারনে কখনও
উল্টে গিয়াও হইতে পারে না। হারভজন

বাংলা গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের
প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলনে বাংলা দেশে
কয়েকটি আদর্শ গ্রাম গঠনসম্বন্ধে একটি
পরিকল্পনা গঠিত হয়। কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়
খান বাহাদুর মোহাম্মদ মুন্সি হোসেন
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিভিন্ন
ভারত ব্যাংক ও বাহাদুরী প্রতিষ্ঠানের
'ডেপুটি ডিরেক্টর গ্র্যান্ট তাঁহার বক্তৃতায়
আরামপুরে সড়কে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ
ব্যয় উন্নয়ন কর্মের সাফল্য সম্মেলনকে
জানান। 'স্বয়ং চকরাছে জাতিগঠনমূলক
সমস্ত বিভাগগুলি এখানেই কাঁচা অবস্থা
করেন। বহুতর দ্বারা সর্বাধিক উন্নতি
বিত্ত হইবে এবং আদর্শ গ্রাম গঠনের চিত্ত
প্রতিষ্ঠিত হইবে

[illegible]

মধ্যাহ্নিকালে হিন্দুতাবাধ সমাপ্ত
 প্রোঃ গর নিকট প্রদ্রাণ প্রাপ্তপানে
 উপদেষ্টাবলি পাঠ প্রার্থনা ২৪।

— — ::(*):: — —

স্বাস্থ্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় ৪৫০।

১৯ই নবেম্বর—মেমা'র বাবসারী শ্রীযুক্ত
শরৎচন্দ্র কোড়ার তাঁহার স্বগৌরব মাতার
স্মৃতিস্মরণে বর্জমান জেলাবোর্ডের হস্তে
৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত অর্থ
মেমা'র গ্রামে গোলাপস্থলী দেবী দাতব্য
চিকিৎসালয়ের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে।
এতদ্ব্যতীত চিকিৎসালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য
১০ জনি আরও আত্মমানিক ২০ হাজার টাকা
দান করিবেন

- 2 (0 2) -

শ্রীহরিগুরুদেবের শ্রীমদ্বাং শাস্ত্রের প্রতি অকপট প্রজ্ঞান-নিবেচিত ব্যক্তিগণ
 পারমার্থিকপন শ্রীনন্দীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোনও প্রকার পাণ্ডিত্য
 মূল্যের অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির নিঃসরণে শ্রীনন্দীয়া-প্রকাশ পাঠ্য বাটবে না। বারিষ
 বহুলভা, মূল্যতা বা পণ্য, নূনপুণ্যতা বা দক্ষতা, নীচতা/ভিত্ত বা উচ্চতা/ভিত্ত—এই
 সকল শ্রীনন্দীয়া-প্রকাশ-পাণ্ডিত্যের অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবার কার্যমনোবাক্য
 সাময়িকালিক নিয়োগট হইবার প্রকৃত ভিত্ত।

২। ঐতিহাসিকখ্যাত অকুশলকট, শরণাপত্তিকরণা সেনোদুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য
অথাৎ কাগাওক লাভ ও অপ্রাণহানিকরিত উল্লাস ও বিষয়ে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসংস্রী
দ্রাণ, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অথাৎ
সদাশ বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অশাখিব মুক্তা
ঐন্দরীয়া প্রকাশপ্রাপ্তির জন্য অত্যাগতুক।

৩। কেত কোন সংখ্যা না পাঠিলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে
পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাঠিতে হইলে Reply card বা ১/১০
নম্বার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন
কর লওয়া হয় না। তৎক্ষণাতঃ প্রাকগণের স্থানীয় ডাকস্বত্বের সহিত নক্সোবন্ড কয়দার।

৪। প্রকাস্য বাসিগণের পরমাণু-স্বকীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অন্তিমোদন লাভ করিলে সীমাবদ্ধতা নাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অন্তিমোদিত প্রবন্ধাদি বণোপযুক্ত ডাকটিকেট নং পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। পলকপ্রেরকগণ প্রেসের কাছের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাগরও কোনপ্রকার অপ্রজ্ঞাজনক আচরণ বুঝা গেলেন। সম্পাদকের চঁচাভুখায়া যে-কোন সময় চটতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপন্ন শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ব্যগ্রহের দ্বারা লগনদারপোষে পরমপুত্র্য বৎ, সুতরাং তাঁতাকে কোন বাবহারিক কাৰ্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরোপের পারচামক, সম্ভেদ নাই।

১. অনীয়া-শকাশ সবকে চিঠি-পত্রাদি — অনীয়া নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, কলিকাতা, ১৯১১।
 দ্বিতীয়-ভাগ, পোঃ শিখারপুত্র, অনীয়া—এই ত্রিকানায় পাঠ্যভেদে হইবে।

— कविप्रियम्

নিতানীগাঞাই ঠানকু-দা ত্রিঈমহাস্ত-
 াকাস্তসরযতী গোবামা ত্রুতপাদ জিহ্বাম
 গজ্ঞনগুণের ধ্যে-সকল প্রাপ্তোত্তর প্রদান
 করিয়াছেন, গাভা সকাগত হওয়া প্রকাশিত
 করিয়াছে। মণ্য দং আনা।

ঐযশস্বীচাৰ্য্যঃ বসন্ত কৌশল-চৰিত,
 শাস্ত্রাৰ্থ ও শিক্ষা-সংকে বাংলা ভাষায়
 লক্ষ্যকৃতম্ গ্রন্থ। মূল্য ২০ টাকা।

ଆପଣ—ଅସୋଗୀ—ଅସାଧ୍ୟ, : ।
ଅସାଧ୍ୟ, ନୀତି ।

8

নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ

হাতে ডাক-সবকে আত-খারণানরসনমুলে
 প্রৌত ও খাত্তা বিচার ও সমালোচনই
 প্রদর্শিত এবং পরমাখসবকে মানবজাতক
 সাধারণ ব্রহ্মসমূহ নিরাকৃত হয়েছিল।
 মূল্য ১০ আনা।

ଜଣାଣ କରାଯାଏନା

ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ৱিচিত্ত অম্বনা কলা। নকরতক-

ସ୍ୱର୍ଗ 'ପରିଷଦ' ନାମକ ଡାକ୍ତର-

ମହାଶୟାବଳୀ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାସାହିତ୍ୟ ।

८६। यजुर्नाकाज्जीमाऽत्युग्रह

निष्ठापयामि ।

अभिहित—

ଅିସୋମର୍ମିଠି-କ୍ରୀୟାନ୍ତର

ମୋ: ଶ୍ରୀରାଧାପୁତ୍ର, ବନୀୟା ।

দৈনিক
নদিয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নন্দীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক গুণাগুণ

महत्कोशम्

ଶ୍ରୀମତୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦା ଦାସ-

বিনোদ শাকুণ বিনোদিত

ਮੁਲ, ਟੀਕਾ. ਮੁਲੋਨ ਅਵਸਥਾ

ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଜିବନ ଅନ୍ତର୍ଗତ

ଆହୁତି ଓ ନିବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା

॥१॥ ॥१॥ ॥१॥ ॥१॥ ॥१॥

ଆମିୟମା,—

ସାମାଜିକ ସୁଯୋଗ

ମୋ: ଶ୍ରୀମାତାମୁଖ, ଶ୍ରୀମାତା ।

१७७७ वर्ष

১৩ নারায়ণ গৌরান ৪৫৮; ২৭শে আগস্ট, ১৯৫১. ১৩ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪৪, বুধবার

૨૨૦-૨૨૭૫ મંચડા

श्रीशिवकौशिकी मंत्रः

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ নারায়ণ, স্বাপ্ন অনিষ্টক গোবিন্দ ৪৫৮

সেবা, সেবক ও সেবা

- — :: (•) :: - —

সর্ব্ব-সমর্পিতায়া সেবকের সর্ব্বশ্রমে
সর্ব্বকণ সর্ব্বতোভাবে সেবা টেটমেনের
সর্ব্বতোমুখী পুণ্যবিধানের জন্য খ্রীষ্টিয়
অঙ্কীর্ণনের নাম সেবা। সেবার অতিটমেনের
প্রতি আপনমনোষ, শ্রমবিশেষ, লাভকোটি-
সম্বরণোষ প্রদান। সেবক অতিটমেনকে
ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না।
অতিটমেন সেবকের প্রাণ-প্রাণাপেক্ষা
প্রিয়তম। সেবক আশ্রিত, সেবা আশ্রয়।
সেবাশাস্ত্রিই আশ্রয়শাস্ত্রি। সেবক বা
আশ্রিতই সেবাসঙ্গী। সেবাট সঙ্গ; সেবকট
সঙ্গী। সেবকের সেবার প্রতি খ্রীতি—
অকৈতুকী, গতি—অপ্রতিহতা এবং মতি—
অটলা ও অটলা। সেবকের অতিটমেনের বা
সেবার ব্যক্তিতে স্বাভাবিকী খ্রীত মতাকাল
বিবাজিত। সেবক টেটমেনের অসাধারণ
ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট টেটমেনের
ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্যে বশীকৃত ও টেটমেনের
ব্যক্তিত্বের উদারতা লালায়িত-পালিত ও নিতা-
সম্বর্তিত। সেবকের অতিটমেনের ব্যক্তিত্বের
সহিত এই সম্বন্ধ নিতা, অকৈতুক ও
অপ্রতিহত। সেবক ও সেবার মধ্যে এর
সেবাব্যবস্ট নিতা, সহজ ও স্বাভাবিক।

সেবাট সেবা এ সেবক—উভয়কে
উভয়ের প্রাণ আকটে ও বশীকৃত করার

পদ্মসংসার পদ্মসংসারের পতি চিত্তাশীল করায়।
সেবাট সেবককে ইষ্টদেবের লালিত-পালিত-
সম্বন্ধিত ও ইষ্টদেবকে সেবকের লালক-
পালক-সেবা করায়। সেবার সেবা ও
সেবকের জনমে তুমি আমার 'আমি'
ভোমনি', - র্তে আপনাবোধ, সম্বন্ধবাদ ও
যথোপাভাবের উদয় হয়। সেবাট সেবকের
জনম অতীন্দ্রেবের অতীন্দ্রেব কথা। জনম
দেবতার জনমের কথা, ইষ্টদেবের ইচ্ছা ও
তাকর কথা উপলব্ধি করায়। সেবাট
সেবকের সৌন্দর্য। সেবাট শোভা, সেবাট
রূপ। সেবা সেবকের সেবা-সৌন্দর্য মুক্ত
আকৃষ্ট ও বশীভূত হন। সেবকের সেবা
জাত আপনবোধ—সম্বন্ধবাদ ও প্রবল যে
সেবা সেবকের সেট প্রেমসেবার মুক্ত
বশীভূত 'চতুর্থা' থাকেন। সেবার
শ্রীচরুপাদপদ্মের প্রেমসেবার সম্বন্ধসেবা
শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ নিত্য আকৃষ্ট ও বশীভূত
সেবা ও সেবকের মধ্যে সম্বন্ধবোধ ও আপন
বোধরূপ শ্রীতসেবা যোগসূত্র। শ্রীতি
সেবা। শ্রী-ই পিতাকে আকৃষ্ট করে
শ্রীতময়ী সেবা যিহন্ত ও বশীভূত এ
প্রবল যে, সেবাসৌন্দর্যবোধকরে সেবকে
সেবা চত্রে ও বড় করিয়া তুলে, লাল
পালকে লালক-পালক আত্মমান করায়।
থাকে, অসমানোক্তি ঐশ্বর্যশালী ঐশ্বর্য
জানিত ও বশীভূত জান করা হয় থাকে
সেবা কিভাবে সেবা প্রভাবে সেবকের ও
স্বাকার করিয়া থাকেন, তাহা যথঃ শ্রীকৃষ্ণ
এচরুপাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—
“মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এভাবে যে মোরে করে শুভা ভক্তি ॥
আপনাকে বড় খানে, আমাকে সম, হীন।
সেভাবেই হই আমি তাহার অধীন ॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বঞ্জন।
অতিহীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥

সমগ্র শুল্কসংগ্রহ করে স্বল্পে আয়োজন।
 'তুমি কেন বড়লাক, তুমি আমি সম'।
 'সিদ্ধ' যদি মান কর' করয়ে 'অঙ্গন।
 'সেদন্ত' ত 'তৈতে' করে 'সেই' মোর মন॥"
 সেকের শ্রীত অত পতাক, শ্রীত চিহ্ন
 লন, প'ত কাথি ও প'তি চিহ্ন। সেবোর প্রাণ
 'নিধনের' জন্ম। সেক আত্মস্বত্বসেব
 'নিচায়' করেন না। সেবোর স্বার্থের কল্প
 'তীতার' সমস্ত বাবহার। সেবার অপর অর্থ
 'প'রচয়া বা 'সুপ্রমা।' বাহার 'প'রচয়া বা
 'সুপ্রমা' করিতে হয়, 'তীতার' 'সুপ্রমা'কে
 'প'রচয়াই করিতে হয়। 'প'রচয়াই
 সেবোর মধ্যে বাবধান থাকে না; কারণ
 বাবধান থাকিলে 'প'রচয়া হয় না। 'তজ্জ
 সেবা সাধারণময়ী। সেবার সেবা ও সেবক
 মধ্যে 'অভিন্নতা' আছে। সেবা
 সেবকের মধ্যে 'অভিন্নবধান' নাই। সেবা
 সেবাসাধারণ। সেবা ও সেবকের 'সাক্ষাৎ
 'নিষ্ঠা। সেবার প্রথমে 'অন্তঃসাক্ষাৎকার', প
 'বহিঃসাক্ষাৎকার' হয়। 'এতজন্মই সেবা' আবে
 ও 'অভিন্নবোধময়ী। সেবোর শ্রীত আবে
 না থাকিলে সেবা হয় না। 'অনিত্যমে
 'প্রাণ' শ্রীততে 'আবিল' হইলে 'সেবক
 'চক্ষুরতাল' 'তীব্র'দ্বারা 'প'ত হয়। 'তখ
 'প্রাণ' 'চক্ষুরতাল' 'দ্ব্যকোণ' 'প্রাণ' 'প্রাণ' 'প্রাণ'
 'তর্পণ'বধান করা 'সম্প্রাপ্ত' হয়। 'সেবক
 'সেবা'চক্ষু' 'অভিন্ন' 'প্রাণ'। 'তজ্জ' 'জাগত'
 'আপন' 'বসন্ত' বা 'বাহ্য'বসন্ত 'তীতার' 'বি
 'ক্ষা'ত 'কার'তে 'পারে' না। 'সেবকের' 'নি
 'সুপ্রমা'ন, 'বাহ্য'বসন্ত' 'যত্ন'কম 'বাস
 'আসিয়া' 'উপ'স্থিত হয়, 'ভিন' 'সকল'ব
 'তীতার' 'সেবোর' 'দে'ওয়া 'দান' 'ব'লয়া 'তীতার'
 'সুপ্রমা'ই 'চিহ্ন' 'তজ্জ' 'হইয়া' থাকেন। 'সে'
 'বাহ্য'বসন্তের 'নিচায়' 'সেবা' 'হইতে' 'কে'টি
 'যোজন' 'দূরে' 'অবস্থান' 'ক'বিলেও 'প্রাণ'

নিতা সেবাশ্রম-স্বাধীনতা। সেবক সেবায়
 শ্রীপাদশ্রম-ছায়ায় নিত্যকাল বাস করেন।
 সেবা উল্লাসময়ী ও সুখময়ী। সেবার
 'নিরানন্দ' না হওয়া নাট। সেবা সেবায়
 সুখবিশাল করেন, আর সেবকেও আ-নন্দ
 পান। সেবা সেবা গ্রহণ করিয়া
 সুখ পান, আর সেবক সেবায় সেবা কাম্য
 সুখ পাইয়া থাকেন। সেবা সেবকে
 সুখাকাজক্ষা - আনন্দ-স্বপ্নের অভিলାষ না
 থাকিলেও সেবাসুখভোগে তাঁহারও সুখ
 বর্তমান থাকে। সেবক নিজস্বস্বভাবের পান
 পক্ষ না করিয়া সেবার সুখ ও আনন্দের
 প্রতিষ্টা সফল করেন। সেবাক সুখ দেখিলে
 সেবকের সুখ হয়, সুখ না দেখিলে ভোগবোধ
 হয়। সেবা করিলে যখন সেবা সুখী
 হইতেছেন কিনা, সেদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া
 'সেবা করিয়াছি' বলিয়া 'নগ্নে সুখাশ্রমে'র
 দৃষ্ট চেষ্টা, সেখানে সেবা নাট। সেবার
 সুখের ভয় নগ্নের মতভোগের, আপদ-বাপদ,
 মর্দন-মঙ্গল-বরণ করিলেও যখন চিত্ত
 অকৃত্রিম-স্বাভাৱ, সেখানেই সেবা। সেবার
 সুখ আছে; কিন্তু নিজস্বস্বভাবের মধ্যে সেবা
 নাট। সুখ আশ্রয়ানন্ত, আর সেবা বা শ্রী ত
 বিষয় আশ্রয় উভয়ানন্ত।

সেবার তাৎপর্য—সেবা ঠেঠেদেয়ে অসুখী
করা। অতঃপর-সেবাতেই অসুখীদেয়ে
সুখ। সেবক সেবার সেবা করিয়া নিজ-
স্বার্থের অগ্রসংকল্প করেন না। সেবক সেবার
সুখবিধান করিয়া আনন্দভর্য্য জন। সে-
বা যদি পতুর শীর্ণবিক্রী না হয়, তাহা হইলে
তাঁহা সেবা নহে। সেবাকে সুখী করিবার
জন্য সেবককে যদি নিজের পাণ পছন্দ
বিসংকল্প করিতেও হয়, সেবক সানন্দে
তাঁহাও বরণ করেন। সেবক সর্বত্র কামনা
করেন না এবং নষ্টবোধও হয় করেন না।

সবার জীবন কল্প অনেক সবার। হেন কল্প যে না ভজে, নব্ব ন্যর্থ তার ॥

ঈশ্বরে সে প্রতি জগে সম্মত সবার ।

করিয়া থাকেন। প্রায়শঃ তারতম্যসূচক
 শ্রীমৎস্বয়ংস্বরূপের প্রকাশ-ভারতম্য হইয়া
 থাকে। শ্রীঃর একমাত্র পাত্র অধিন-
 য়স্বয়ংস্বরূপ সন্ধানকারী হইয়া। শ্রীঃর
 সন্ধানকারী নীলার কল্যাণার্থঃ ;
 তিনি অসংখ্যরূপোচ্চাধিনঃ ; তিনি
 হিমাগতের চৈতন্যময়ী মূর্তীসদৃশকারী ও
 পূর্ণাঙ্গস্বরূপ অতুল্যপ্রমত্তাঃ শোভাধিনঃ
 প্রেমমত্ত সন্ত হইয়া বিদ্যমান। সন্ধানকারী
 জ্ঞাতার পাত্র একমাত্র তিনিই। উপাত্ত-
 ভাষ্যের পরমপত্রিকা তিনিই। তিনি স্বয়ং
 সঙ্গসিদ্ধ।

যৎকিঞ্চৎ

জীবাত্মার নিত্যবৃত্ত তত্ত্ব। তত্ত্ব
 বাস্তব জীবাত্মার অর্থ কোন বৃত্ত নাই।
 জীবাত্মার যে সজ্ঞানস্বরূপ শক্তিবিভক্ত
 ভূতবৃত্তস্বরূপে নিত্যপরিণামিত হয়, সেই পরিণামিত
 ভূত বাস্তব আর 'কল্প' পাওয়া যায় না।
 জীবাত্মা পরমাত্মার প্রাপ্তি সেরা তত্ত্ব বা সেবা
 করিয়া থাকেন। পরমাত্মা তত্ত্ব নিত্য।
 তত্ত্বের ভগবান্ 'নঃ', জীবাত্মা তত্ত্ব নিত্য।
 জীবাত্মার তত্ত্ব মিত্রভাবাপন্ন হন।
 তত্ত্ব বাস্তব আর হ্রস্বপ্রকার বৃত্তি আত্মার
 আয়োজন হইতে দেখা যায়, তাহা অচিৎ-
 জ্ঞাতীভিন্নত্ব যুগ ও যুগ উপাধি বৃত্তিভিন্ন।
 তত্ত্ব উপাধিতে নিত্যকরণজ্ঞানের চৈতন্য লক্ষিত
 হয়; তাহাট প্রকৃত্তানে নীল হইলে জ্ঞাতার
 জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ক ধারণা বিলুপ্ত হয়।
 একত্র উপাধিধের বিনাশরূপ ভাগে তত্ত্ব
 নাই। সূত্রের বিচার বিভক্ততায় নানা প্রকার
 জীবনাবশেষে উপাধিও হইলেও মানবের
 অপরাধের আশ্রয় হইতে একটু স্বতন্ত্রতা
 হয়। সেই স্বতন্ত্রতাটি অর্থ কল্প নহে, তাহা
 আত্মোপলব্ধির জটিল ভূতস্বাভাব। তত্ত্ব-
 সুপারিত 'সংসার'। তাহা অত্যাগত
 মাত্র নহে। মানবের তত্ত্বিতে একমাত্র
 অধিকার। তাহা শাস্ত্রের নানাহানে পরিকল্পিত
 আছে। আবার শাস্ত্রের তত্ত্বের সম্ভাবনা
 নাই। পত্রে নানাবিধ বাহ্য সংসার দেখিয়া
 বাইতে পারে 'কল্প' অনেকগুলি সে তাহা
 নিজমনোমধ্যে সকল সময়ে গ্রহণ করিতে
 সমর্থ হইয়া। মানব থাকে যোগে অত-
 কখনই মানবের নিকট হইতে জ্ঞেয় সত্য
 লাভ করে সমর্থ হন। নরমাই অর্থ
 নরকে বীর চিত্তের সাহায্যে চিত্ত ও অচিৎ
 সত্যের কীর্তন করিতে সমর্থ হন। মনুষ্য
 পতঙ্গের নিকট অর্থ অত সত্য বৃত্তিধের
 সন্ত নিজ চেতনের তাব আধীনস্থান
 করিতে পারেন না।

মানব বীর অকল্পজ্ঞান অপর মানবকে
 প্রদান করতে সমর্থ, আবার সেই মানবই

শ্রীমৎস্বয়ংস্বরূপের নিকট হইতে সমাধিক
 অধিকারস্বরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ পাঠ্য
 লাভ করিয়া জ্ঞান করিতে পারেন।
 অকল্পজ্ঞান পূর্বে থাকে না। অকল্প
 সাহায্যে তাহা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু
 সমাধিক তত্ত্বজ্ঞানাতীত সত্যজ্ঞানে মনুষ্য
 নিজচেতনায় উপনীত হইতে পারেন না।
 উপাধিধ বলেন, - "যেই-ই বৃত্তিতে তেন
 সত্যতত্ত্বের অর্থ বিবৃত্ত তত্ত্ব স্বা।"
 তাগত বলেন, - অকল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মানব
 অধিকারের সেবানিষ্ঠ হইলেও তাঁহার
 অনর্থের নান ঘট। অনর্থ থাকাকাল
 পথান্ত নিত্য বা পরমার্থরূপ অধিকার
 বিষয়ক নিত্যস্বরূপ জ্ঞান হয় না। অর্থ, অর্থ,
 কাম ও মোক্ষ সত্য চতুর্বার চারিটি
 আলোকক ভাবকালিক অবস্থা মাত্র,
 তাহাদের কোনটাই নিত্যতা নাই।
 বহুব্রহ্মের পরিবর্তনই বৃত্তির লক্ষ্যবস্তু।
 ঐ গুলি কখনই জীবের নিত্যকালের সঙ্গী
 নহে। তত্ত্ব জীবের সাক্ষাকালিক বৃত্তি।
 তত্ত্ব উপায় ও উপায়। অসংখ্যচারণী
 তত্ত্ববলেও জীবের নিত্যমূল উপায় হয়।
 তত্ত্বের অভাবের উপাধিধের চৈতন্য
 নিত্য সুফল আনয়ন করিবার পরিণতি
 পরিজ্ঞানমাত্রের পথবাসিত হয়।

জীব কায়মনোবাক্য-বাগ চৌনিষ্ঠ
 তন। একত্র কায়-মনের গুরুত্ব সঙ্গী
 অবস্থান করেন। সাধুসকল হইতেও কীর্তন
 প্রণয়নে জীবের জন্ম পথান্ত পথের করিতে
 সমর্থ হয়। জন্মে পথান্ত হইলে জন্মগত
 চিত্ত ও চৈতন্য স্পন্দিত হয়। এই চৈতনের
 বৃত্তি কায়মনোবাক্যের গণে বিচরণ করিতে
 থাকে। যেখানে বাক্য যুগ ও যুগ মনো-
 বিষয়ক, সে কালে তাহা যুক্তকালের
 আগমার্গের অধীনে উপাধিতে অসত্য
 স্থাপন করে। অর্থ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের কথা
 হইতেও কায় ও মন যুক্ত হয়। তখন শব্দ-
 প্রকরণ আগমকারী জীব নিজস্ব উপাধি
 করেন। বিদ্যুৎস্বরূপ প্রণয়, কীর্তন ও অর্থ-
 প্রণয় জীবের স্বরূপে বৈশ্বদর্শন লাভ
 ঘটে।

নরমাই যখন তত্ত্বের অধিকারী, তখন
 জামরা পাত্রনিষ্ঠস্বরূপে প্রত্যেক মানবের
 বৈশ্বদর্শন প্রণয়ন যোগ্যতা আছে, জ্ঞান।

মানব অকল্পজ্ঞানে যে বর্ণাশ্রম বৃত্তি
 থাকেন, তাহা প্রকৃত্তির গুণ হইতে জ্ঞাত।
 কল্পমতে নিচরণকালে গুণ বা বৃত্তি বর্ণ-
 বিভাগের প্রধান উপকরণ হয়। কিন্তু গুণ-
 কল্পবিভাগকালে জ্ঞাতবর্ণ তত্ত্বের পথান্ত
 পারে না। মানব বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও
 তত্ত্বের অবস্থিত থাকতে পারে, আবার
 বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া দিয়াও বিদ্যুৎস্বরূপ উদ্দেশে
 অগ্রগামী হইতে পারেন। যে কালে মানব
 বিদ্যুৎস্বরূপ করেন, সেখানে বৃত্তি-বিভাগমাত্র

অবস্থিত মানবের জ্ঞান তাহাকে মনোবাগ
 বস্তুস্বরূপে নীত হইতে হয় না। কল্পের কল্প-
 ভোগ করিতে যে না বা প্রকল্পে নিষ্ঠিত হইতে
 হয় না। বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট মানব বৈশ্বদর্শন-
 হংসকে বর্ণাশ্রমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া
 চৈতন্যের স্বরূপোপলব্ধি করিতে বঞ্চিত হয়
 মাত্র। একত্র শাস্ত্র বলেন— "চৈতন্যজীব
 ব্রাহ্মণগণ যেরূপ চূড়োগোষ্ঠাধীন হইতে
 বিজয় লাভ করেন, সেই প্রকার অচূড়াত্ম
 তজননীস মানব 'দ্ব্যজ্ঞান'ভাষ্যের বিদ্যাবাস্তব
 বিজ বা ব্রাহ্ম হ'ন।" বিজ-শব্দে 'ব্রহ্ম'র
 জন্মলাভকারী অর্থৎ ব্রহ্ম সংস্কার মানব।
 দীক্ষা-বিধানক্রমে সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার হইয়া
 যায়। বৈশ্বদর্শন অসংস্কৃত থাকেন না।
 অদীক্ষিত মানব দীক্ষাতত্ত্বের যে সংস্কার লাভ
 হয়, তাহা বীর প্রাক্তন ব্রহ্মত্বক্রমে বৃত্তিতে
 পারেন না বলিয়াই শাস্ত্র প্রস্তুতভাবে লিখিয়া
 ছেন যে, "দীক্ষাবিশেষে যুগান্ত বিজয়
 জায়গে।" যে-কালে দীক্ষা-বিধিতে সংস্কার
 নাই ও পাপ বর্তমান থাকে, সে-কালে যথার্থ
 দীক্ষা-বিধানের অভাব আছে, জানিতে
 হইবে। দীক্ষা-বিধান বীক্ষার না করিয়া
 কলিকালে যে যজ্ঞোপদেশকে দীক্ষা বলা
 হইতেছে, তাহা দীক্ষিত তত্ত্বকেও পূর্ণাঙ্গ
 ব্রাহ্মণ বলার পরিবর্তে পাপময় শূদ্রাধি বলার
 অজ্ঞা করা হইতেছে। তাহারা এইরূপ
 অজ্ঞা করেন, তাহারা নিজেরা দীক্ষিত
 নহেন এবং তাহাদের তত্ত্ব নাই, তাহারা
 কল্পী বা জ্ঞানী অজ্ঞ। যে-সকল বাস্তব
 আত্মোপলব্ধি হয় নাই, তাহারাট অসত্যবৃত্তি
 প্রবল করিয়া পূর্ণাঙ্গব্রহ্মে সাধারণ জ্ঞাবৃত্তি,
 বৈশ্বদর্শন শৌর্যজ্ঞাবৃত্তি ও প্রসাদাধিতে ভূমি
 জ্ঞেয়র জ্ঞান ভোগাঙ্গ-বৃত্তি করিয়া
 থাকেন। এইসকল বৃত্তি তাহাদের অভ্যন্তর
 নিদর্শন এবং দ্ব্যজ্ঞানের অভাব-বৃত্তিবিশিষ্ট
 হইয়া তাহাদের মধ্যে দেহীপায়মান থাকে
 প্রাক্তন বৃত্তিবলে তাহারা বৈশ্বদর্শন গুরুত্ব-
 বিভাগ-দৃষ্টিতে কল্পীজীব মনে করেন। এইরূপ
 দর্শন করিতে করিতে তাহারা তত্ত্বচূড়
 হইয়া অচূড়-সেবার বিনিময়ে চূড়োগোষ্ঠ
 অধিকার লাভ অভিমান করেন। নর্থ
 জড়মত্রে অসত্যবৃত্তি করিতে করিতে তাহারা
 বৈশ্বদর্শন চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন।
 বৈশ্বদর্শনকে গোথরের জ্ঞান বৃত্তিবলে জড়
 সেবার অনধিকারী জ্ঞানেন। বৈশ্বদর্শন
 হই অধিকার আর অধিক দর্শন নাই।

গাজীপুরে কীর্তন

—(১৯১১)—

আকরমঠের চৈতন্যমঠের অগ্রতর
 শাখা শ্রীমদানন্দোড়ীমঠের সেনক শ্রীমদ
 নেত্রীশ্বরস্বরূপী 'ভক্তচরিত্র' কীর্ত্তন
 ব্রহ্মচারী সহ গাজীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার
 শ্রীমুখ হরিপ্রসাদ তেওয়ারী এম্-এম্-পি;
 মহোদয়ের সাধর আস্থানে গত ২০শে
 নভেম্বর তারিখে গাজীপুরে গমন করেন।

গত ২০শে নভেম্বর তারিখে স্থানীয়
 পণ্ডিত শ্রীমুখ গণেশ দত্ত বৈদ্য, শ্রীমদমন্দির
 অধ্যক্ষ, মহোদয়ের সাধর আস্থানে
 ব্রহ্মচারী সঙ্কর তথায় গমন করিয়া
 শ্রীমুখগোষ্ঠীর বন্দনা-কীর্তনের পর সমবেত
 গুরুপ্রভাবাক্ত নিকট শ্রীমদগণ
 হইতে শ্রীমদমন্দির মহোদয়ের উপাখ্যান
 পাঠ করেন।

গত ২১শে নভেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত
 মহোদয়গণ স্থানে হাটকোটের সুপ্রসিদ্ধ
 উকিল শ্রীমুখ পূর্ণচন্দ্র রায় বি-এ, বি-এল্
 মহোদয়ের সাধর আস্থানে ব্রহ্মচারী
 সেনকব্রহ্মস্বরূপী চরিত্র ডাক্তার জীব প্রভৃ
 গমন করিয়া গুরুবৈশ্বদর্শন ও কীর্তনের
 পর সমবেত গুরুপ্রভাবাক্ত সঙ্কর ও মহোদ-
 য়দের সঙ্গী চৈতন্যচরিত্রাভাস হইতে
 শ্রীমদানন্দশিলা পাঠ ও গাথা করেন।

গত ২২শে হইতে ২৪শে তারিখে গাথার
 ব্রহ্মচারী মহোদয় টুনিমামক স্থানের সুপ্রসিদ্ধ
 ডাক্তার শ্রীমুখ হরিপ্রসাদ তেওয়ারী এম্-এম্-
 পি, মহোদয়ের বাড়িতে গত ২২শে ঘটিকা
 হইতে ১১শে ঘটিকা পর্যন্ত কীর্তন ও হিন্দু-
 ভাগ্য শ্রীমদগণের দান, সাধুসকলের প্রদান
 ও শ্রীমদগোষ্ঠীর প্রদান প্রদান বিষয়ে কীর্তন
 করেন। যিঃ এম্-এম্-পিঃ; যিঃ এম্-এম্-কে.
 শ্রীমদগোষ্ঠী, শ্রীমুখ মুকুললাল, জামদার; শ্রীমুখ
 মহোদয় রাম মার্কেট ও জামদার, শ্রীমুখ
 জদেশ চন্দ্র দাস, সমাচার সম্পাদক; যিঃ
 কে, বি, আহান সাহা ডেপুটি কম্পোজিটর,
 নায় বাগদার যন্ত্রাধি দাস প্রভৃতি ভক্ত-
 মহোদয়গণ সঙ্গী উপস্থিত ছিলেন।

২৩শে নভেম্বর তারিখে সুপ্রসিদ্ধ
 ডাক্তার শ্রীমুখ প্রদান চৌধুরী মহোদয়ের
 সাধর আস্থানে ব্রহ্মচারী সেনকব্রহ্ম সহ
 ভাগ্য লাভে গমন করিয়া শ্রীমদবৈশ্বদর্শন-
 দর্শন ও কীর্তনের পর চৈতন্যচরিত্রাভাস
 হইতে শ্রীমদানন্দশিলা পাঠ ও গাথা
 করেন।

এতদ্ব্যতীত স্থানীয় প্রকাশ্য সঙ্কর-
 গণের নিকট সমস্ত শ্রীমদগণের দান
 বৈশ্বদর্শন ও শ্রীমদগোষ্ঠীর প্রদান প্রদান
 বিষয়ে কীর্তন করিয়া ব্রহ্মচারী গত
 ২৪শে নভেম্বর তারিখে শ্রীমদে প্রত্যাবর্তন
 করেন।

অশ্রুতির মধ্যে জীবের গৌরব সম্পত্তি গণি। রাধা হইলে প্রথম যাত্রা, সেই বৃত্তি নাই।

— — 卍(卐) 卍 — —

મદ્દવત્રાહ

গত ১৯শ নভেম্বর, বিহার চেম্বার অব
কমার্সের কমিটি গৃহে মিঃ সি, পি, এন, সিং
সি, আই, ই এর সভাপতিত্বে এক সভার

রেলকর্তৃপক্ষ সকল রেলকর্মচারীর
বরাদ্দ ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং
সালের প্রথমাবধিই ইহা চালু
এই ব্যবস্থার ১৯৪৩ সালের খাত-
সমূহে রেলকর্মচারীদের খুবই সুবিধা
ছিল।

— कविः ॥ ५ ॥

३५) ५० बाला

শ্রীমান-মাতঙ্গ্যপুত্র নরসিংপ্রকাশ ত্রিটিং ওয়ার্কজ হইতে শ্রী রমা গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিলাভ সম্পাদিত
ও শ্রী রমনিমোর ভক্তি-শাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রী বঙ্গবোধকোষ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক গুণপত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯৩৮

১৬ নভেম্বর ১৯৩৮; ১লা পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ১৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪৪, শনিবার

২২৮-২৩১৭ সংখ্যা

শ্রী বঙ্গবোধকোষ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ নভেম্বর, অথবা কীর্ত্তনশ্রী গৌরব ৪৫৮

ভক্তিই সর্বশুভদায়িনী

—(৭)—

ভক্তিই সর্বশুভদায়িনী

ভক্তিই সর্বশুভদায়িনী

পঞ্চমাদে আরোহণ করিয়াও তাহা হইতে

শ্রী বঙ্গবোধকোষ

উপগ্রহ, ডাকিনী, রাক্ষস প্রভৃতি কেহও

দেব কৃক, দেব কৃক, পাগে কৃক লবে ।
 মাথে কৃক, মাথে কৃক, ইচ্ছা করে বধে ॥
 কৃক উচ্ছা-বিশরীত যে করে বাঁচনা ।
 তার উচ্ছা নাহি কলে সে পার বাঁচনা ॥

ভক্তি প্রারম্ভ ও অপ্রারম্ভ সম্বন্ধ পাণ্ডা
বিশদ্য করেন। সুপ্রসঙ্গত অর্থ বেরূপ
কাঠসমূহকে কামসাৎ করে, তদনুভূতিও
সেইরূপ পাণসমূহকে কামসাৎ করে
পাকে। যে গাভি অবশেষে 'শ্রীহরি' এই
নামটী উচ্চারণ করেন, তিনি কোনগণের
স্বাধীনতা ভোগ করেন না। অর্থাৎ বেরূপ স্বীয়
স্বাস্থ্যবাহী বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় করেন,
তদ্বৎ স্বয়ংক্রিয় বিনাশের অন্ত সুখোন্মত্ত কোন
ক্রিয়াক্ষেপে আবদ্ধ হইবে না, সেটরূপ ভগবৎ
ভক্তও কেবলভক্তের দ্বারা এই নিখিল
পাপরাশি বিনষ্ট করেন, তদ্বৎ তাঁহার অন্ত
কোন যন্ত্রের পয়োজন হয় না। পাপী গাভি
শ্রীশ্রীভক্তের সেবার দ্বারা বেরূপ শুদ্ধ
হইতে পারে, যাম-যোগ-ভগবদ্ভক্তি
সেইরূপ পাপও হইতে পারে না।

ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାମଣ୍ଡ ବିନାଶ କରେନ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାମଣ୍ଡ କଲେ ନିଚହୁଲେ ଜନ୍ମ ଓ ବାଞ୍ଛା
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଥା ଥାକେ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବାନ୍ ବାଞ୍ଛା-
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, - "ଆମାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିତାନ୍ତରୀ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ
 ଦୁର୍ଗୋକୃତ ବାଞ୍ଛାକେତ ତାହାର ଜାତିହୋସ
 ହେତେ ଲୋକେ କହେ ।" ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବାନ୍ ବଳେନ, -
 "ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ କୃଷ୍ଣାଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମେ ଅର୍ଥାତ୍
 ଅନୁମୋଦିତ ବା ବିମୁକ୍ତ ଏବଂ ବାଞ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
 ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଚହୁଲେ ଜନ୍ମ ହେବ । ତାଙ୍କ ମାମଣ୍ଡ
 ବାଞ୍ଛାକେତ ନିଚହୁଲେ ଜନ୍ମ ହେବ ।" ତତ୍ପର,
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାମଣ୍ଡ ମାମଣ୍ଡ ନିଚ
 ହେବ ନିଚ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
 ବା ମାମଣ୍ଡାଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଚହୁଲେ ଜନ୍ମ ହେବ ନା ;
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାମଣ୍ଡାଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
 ହେବ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ।

তাক কৃপাব্যবহিতকণা অবিভাক্ষে নষ্ট করেন। সেবা কারিতে কারিতে 'আমি এক্ষেপে দাস' এই শুদ্ধ ভিত্তিমান জাহ্নবী বংশে অভ্যাস বা বাবতার অভ্যাসমান দুই হয়। বাঁহাঙ্গকাক আছে, কোনবৈরাগ্যাদি সমস্ত ভগ্নর ভীহাকে জাহ্নবী করিয়া থাকে। তক অভ্যাসমানবরাহত বংশেও বদ কখনও তিনি কৃত্ত বর্ণাভ্যাসাদি আশ্রয়াদি মোক্ষ-প্রাপ্ত অথবা বৈকুণ্ঠাদি বাসস্থানও প্রাপ্ত হইতে পারেন। তক অভ্যাসেই সেইসকল অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। তক অভ্যাসবতঃই পরম সুখ প্রাপ্তি করেন বসিরা কৰ্মজানাদি ভীতার নিকট ভক্তি হের ও কৃত্ত।

‘ ତତ୍ତ୍ୱେ ଅବିକାଶୀ କେ ? ମୃତାବ
 ଶ୍ୱିତମ୍ବରାଂ ବଳିହାତ୍ମନଃ,—

"ହହୁଲିଆ ଉଦୟେ ନାହିଁ କନାଃ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ।

ଆର୍ଥିକ ନିଜସ୍ୱତ୍ୱରାଶି କାନି ୫

ଉପରୋକ୍ତ

ସେ ଅର୍ଦ୍ଧନ, ଏହି ପ୍ରମାଣେ ଜୀବ ଆର୍ତ୍ତ,
 ଶିକ୍ଷାନ୍ତ, ଅର୍ଥାନ୍ତୀ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଚଟପା ଆତ୍ମାକେ
 ଗଣ୍ୟା ଗରେ । ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତସେବାଟ
 ଆଧାର ତତ୍ତ୍ବନେର ଅଭିକାରୀ । ସ୍ବୀୟ ହ୍ରାସ ନାମ
 କନ୍ଦିବାସ ଜଗତ ସାହାର ଛାଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର, ମେ' ଆର୍ତ୍ତ,
 ତତ୍ତ୍ବଶିକ୍ଷାମା ସାହାର କ୍ରମେ ଉଦ୍ଧତ ହସ, ମେ
 ଶିକ୍ଷାନ୍ତ ଅନୁମାତେକ ଟଙ୍କା ସାହାର ହସ, ମେ
 ଅର୍ଥାନ୍ତୀ । ଅମରଜିତ ନୃଷ୍ଟିମହଦାରେ ସିନ ତବ
 ନର୍ମନ କରେନ ତାଳତ ଜ୍ଞାନୀ । ଆଶ୍ଚର ଚଢ଼ିନ
 ସା' ଶିକ୍ଷାନ୍ତ ହଠିନ, ଅର୍ଥାନ୍ତୀ ହଠିନ ସା' ଜ୍ଞାନୀଟ
 ହଠିନ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନା ସାକଳେ ଗଜନ ଶସ୍ତ୍ର ଶ
 ହସ ନା । ଲେଖ ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋସ୍ବାମୀ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର
 ନବେ- ବ୍ୟ 'ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମାନାୟେତୁ ଧର୍ମ୍ୟମା'ବସ୍ୟ
 କାର୍ଯ୍ୟ' ଏତେକ ମିଳିଯାହେନ ।

প্রিয় প্রিয় মে.দানী । শু. ব'গ'দা'ছেন,-

“**ଭକ୍ତ ଶୌରୀ ମୟାବୀ-ଃ ନିତ୍ୟାଃ ନଦୀବଦ୍ ଯୁ
ସାମ୍ୟ ସାମ୍ୟ ବସବତଃ କୁ । ଶ୍ରୀ ୧୨**

1 23 21 4

ਸਾਹਿਬ-ਗੁਰੂ : ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧ-ਭਾਸ਼ਣ-ਵਾਨ।

[illegible]

(७३५३५३)

গীতা'দ্বিতীয়ে যে চারটি সত্য-বাক্যের
 নিদেপ আছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় সত্য
 ভগবানের বা ভগবত্ত্বের রূপ। ইহা, সে
 সেই ব্যক্তির আদিত্তি, রূপমাণা, অংশ, ও
 জ্ঞানরূপ তা'ব ক্রমশঃ ক্ষী হওয়া গেলে শুক
 ভক্তাদিকার লাভ হয়, উৎপন্নহীন
 অগ্নি, অমৃত, বিশ্রীকাদি অংশ, অংশ, ও
 অগ্নিকরমণিতনাদির চরম উন্নতি হয়।
 অগ্নিগেহে সুখীভবতার আকাজক হইয়া অংশ
 আদিত্তি হইয়াছিলেন। সুখীভবের হেতু হইতে
 রক্ষা পাইবার জন্য ভক্তগণকে প্রার্থনা
 কারণে ভক্তগণকে আদিত্তি হইয়া ভক্তকে
 রক্ষা করেন। তৎকালে ভগবত্ত্বপাণে
 ভক্তের আদিত্তি হইলে সে ভক্ত ভক্তের
 আদিত্তি হইল। বিশ্রীকাদি অংশ
 কালর আগমনে ভক্ত হইয়া কালের দ্বারা
 কিছু হইতে পারে না- এতদংশ নিশ্চয় করত
 মহাত্মনঃ অংশঃ গোবিন্দকে জীবের দ্বারা
 অংশঃ জ্ঞানসা করায় শুভ। ভক্তের উপদেশ
 লাভ করত অংশ-রূপাণে শুভ ভক্ত
 লাভ করেন। অংশ দ্বারা অংশ হইয়া
 অংশে ভক্তগণকে উপাসনা করেন; কিন্তু
 ভক্তগণকে বধন সাধ্য হইতে হইলেন।
 ভক্তের রূপাণে অংশের অংশবাক্য দ্বারা
 হইল এবং শুভ ভক্তগণের উপস্থিতি হইল।
 অগ্নিক, অগ্নিকর, অগ্নিকর ও অগ্নিকর
 --এই চারটি সত্য-বাক্যের মধ্যে, ভক্তগণ
 দ্বারা অংশের অংশ হইলেন, কিন্তু বধন
 ভক্তগণকে ও ভগবত্ত্বের রূপা পাইলেন।
 বধন এই অংশের অংশ একবারে পারভাগ

କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ଆଦିକାର ନାହିଁ
କ'ଣେ ।

সংসারে নিত্যক আশঙ্ক না তটনা এবং
সম্পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ না করিয়া অসাহিত্য
বাক্যে বর্ণন আঁত ভাগ্যক্রমে কক্ষমেঘের
অন্ধা জায়া তখন হইল শুভা ভাবের
অধিকারী বলিয়া প'রগ'ণ্ড জননা সংসারী
পুত্রস নানা কারে আশ্রয় জালীভুক্ত এবং
যে জনীষ পদাশা করেন 'ক্লষ্ট তটনা সংসারের
চরম গাঁত বু'ঝকা প্রাণান্তে অনাসক্ত ভাবে
পর্যন্ত ন থাকেন এবং চরম অভিশাপাবস্থা
অভিগমন বা প্রীত জীবের মত গাঁত নাট, প্র
কথারিতে দৃষ্ট-শব্দ তটনা ভগ্ন হইলে প্রবৃত্ত
নৈ. তখন সমসাময়িক অধিকার যৌক্তিক
ভক্তি বর্ণনাযোগ্য প্রকা উদ্ভব হয়
এই প্রকার শুদ্ধভক্ত্যধিকা ব'ল্য একমাত্র
হেতু।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । विष्णु. सप्तमोऽध्यायः ।

୧୫ ଓ: ୧୫୩୩୩ ୩୩୩୩

नमो ० ॥ १२ ॥ नमो ॥

ତେଣୁ ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ: ଅନାମୁଦିତ

١ : ٥٩

कृष्ण गच्छ तान् कामान् दुःखान्तरकः ॥

१६१५

। ॐ: ११ २०।११ २८)

শ্রীম শ্রীমীନ গোবিন্দী শত্ৰু নিঃখবাহন—

ପ୍ରକା ବି ନ ସ୍ଥାନାବିଧାନଃ । ସାହସକ ଧନ-ପତ୍ର
 ତସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଃପ୍ରକାଶଃ ବଦ ଓ । ସ ଯଃ ପ୍ରାଚୀନଃ
 ଚକାସାତ୍ତ୍ବେ ପରମାମିତିସ୍ୟ ଚକ୍ରସିତ ।
 ଅକାର ନାମ ସାହସାର୍ଥେ ବିଧାନ । ସନ୍ତ୍ର ଏତ
 ଶ୍ବେତନମେ । ସିନ ଐତ୍ୟଗାମେବ ଲକ୍ଷେ ଗନ ନାଚ ।
 ଶ୍ରୀକାର ଚ୍ୟ ଗାତେ, ସିନ ଶ୍ରୀକାର ଗମ୍ ଶ୍ବେତା-
 ଚ୍ଛେନ । ଶ୍ରୀକାର ଚ୍ୟ ନାଚ । ଶ୍ବେତସ୍ୟ ମୁଦୋପାତ
 ମକ୍ଷ୍ୟ ନ ଧ୍ୟେତେ ଅକା ଗାମାସ୍ତେ, ଶ୍ରୀକାର
 ଚକ୍ର ସାଧ । ପ୍ରକା ଗାମ୍ବେ ହିମାସ୍ତ୍ରୁତ ଶ୍ବେତା
 ମକ୍ଷ୍ୟା ଗାମ୍ବେ ହିମାସ୍ତ୍ରୁତ ଶ୍ବେତା
 ଚକ୍ର । ଶ୍ବେତସ୍ୟ ମୁଦୋପାତ । ମୁଦୋପାତ-ମକ୍ଷ୍ୟ
 ଶ୍ବେତସ୍ୟ ଶ୍ବେତସ୍ୟ ମୁଦୋପାତ ଶ୍ବେତସ୍ୟ
 ଶ୍ବେତ ।

[illegible][illegible]

ବିଶ୍ୱ ମହୋଦଧି ଗ୍ରନ୍ଥ ୨, ପୃଷ୍ଠା ୨

४: स्वर्गम् यद्व्यवसायम् ॥ ७ ॥ क २ ।

ସମ୍ପଦ ୧୩୫: ମାଗାସ କର୍ମାଣ୍ଡ

୧:- ଖୁବ୍‌ରେ ତଥାପି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ।

(ଟି: ୭୧୩୭)

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଶାନ୍ତିନଗର, ୨୦/୧୧/୨୦୧୮

(२३५७८९०१)

ସାହେବଜୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବେ ଏକାଠି ଉପସାଧନ
 ଥାନ୍ତେ । ଶ୍ରୀସାହେବଙ୍କ ଅମାରଣ୍ୟ ମାମୁ, କୁଟି
 ଉଦୀର ଶିଳପୀମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଦେବକଳ
 ଅଭିଳାଷ ମାମୁ କେବଳ ଶିଳପ ଉଦୀର
 ସାମନାରେ ଆସୁ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ, ଶିଳ ଉଦୀର
 ସାମନାରେ ମାମୁ ଓ କଳାକାର ଉଦୀର

তাহাতে সে বসি কর্তব্য করিয়া সন্ধ্যাকালে ইহাও সে শ্রীতি করে সন্ধ্যা সবার ।

ଶ୍ରୀଧର-ଆତ୍ମାବଦ୍ ଗୌରୀଠ କାଳ ତି ଥିଃ ଏହାର୍ଜନ ହୈତେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ବକୋପାଧ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
 ଓ ଶ୍ରୀଗଜପିତୃଃ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟାୟ ଚକ୍ରକ ଉଦ୍ରିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ

লেখকঃ সে প্রীতি জ্যেৎ সঙ্গীত সঙ্গীত ।

କଳାଭିଜ୍ଞ ଏଠେ ଆବେଶ ହୋଇ ନ ଯାଉ ଥାଏ । ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ବାକି ଦେଇ ବଡ଼ ସଜା ।

ଶ୍ରୀ ସାମ-ସାମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କାଳ ତି ମିତ୍ର ଓ ନାଟ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀପାଲ ବନୋପାଧ୍ୟାୟ ଉଚ୍ଚିକାଞ୍ଚ ସମ୍ପାଦିତ
ଡି.ଏଲ.ବି.ବୋର୍ଡ଼ ଆଦି ପାଠ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ

সত্যিক কল্যাণকরতক

শ্রীল ঠাকুর তত্ত্ববিনোদ-
প্রতিভা অমলা কল্যাণকরতক-
গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্য-
সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাজের
নিভাণ্ডা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগীন্দ্র সীমান্দর
পোঃ শ্রীমাধাপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুদ্রাপত্র

মন্তব্যকোষকল্প

শ্রীল মাজিনানন্দ তত্ত্ব-
বিনোদ ঠাকুর দ্বারা
মূল, চিত্র, মুদ্রণ অধ্যয়ন
অধ্যয়ন, চিত্রণ অধ্যয়ন
প্রতিভা ও বিদ্যা হইয়া
এই প্রকাশিত হইয়া।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগীন্দ্র সীমান্দর
পোঃ শ্রীমাধাপুর, নদীয়া।

১৯শ বর্ষ

২১ নারায়ণ গৌরান্দ ৪৫৮; ৬ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৫১, ২১শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪৪, বৃহস্পতিবার

২৩৫-২৩৭শ সংখ্যা

শ্রী বঙ্গগোবিন্দো জয়ন্তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ নারায়ণ, আদি কার্যগোদশারী গৌরান্দ ৪৫৮

নির্ভরতা

সেবার ফল সেবা বা নিভানন্দ, আর
সেবারাধের ফল সেবাহীনতা বা নখর গ্রন্থ
ও গ্রন্থ। শরণাগত সেবক ভগবৎকৃপার
স্রোতস্রাব সন্নিবেশ ভগবৎসেবার রত থাকেন।
কল্লকল্যাণা বহুজীব প্রাক্তন মুক্তি ও
দ্রুততার ফলে সুখ-সুখ ভোগ করিয়া
থাকে। সুখের সময় সে গ্রন্থের কথা
কুণিয়া যায় এবং সুখে সময় হইয়া
উত্তরোত্তর সুখ পাঠনার আশায় জীবন পারণ
করে। যখন গ্রন্থ আসে, তখন সে সুখের
জল পাগল হইয়া আতকটে জীবন যাপন
করে। অনিন্দ্য ঈশ্বরসুখই বহুজীবের
কাম্য, তাই মনোমগ্নতা হইয়া সে সুখের
জল আত্মীয় প্রাপণ চেষ্টা করে, কিন্তু
সেবা বাতীত অন্ধ নিভানন্দ বা আত্মপ্র
সুখ না থাকায় সুখের পরিবর্তে তাতার
ভাগ্যে হুঃখই লাভ হয়। ভগবৎকৃপা কিন্তু
নিজস্ব না গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া
ভগবৎসুখবিধানের জল খুঁজ করেন, কারণ,
কল্লকল্যাণীভাবনাই তাঁহার প্রয়োজন।
কল্লকল্যাণীভাবনাই তত্ত্ববিনোদ ঠাকুর
বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে
নির্ভর করিয়া সুখ ও গ্রন্থকে ভগবৎকৃপা
সিদ্ধি আনেন। পুত্রবৎসল পিতা পুত্রের

মঙ্গলের জল কখনও শাপন এবং কখনও স্নেহ
করিয়া থাকেন। পিতার এত শাপন ও
স্নেহ উভয়ই কৃপার নির্দল। পুত্রের
হিতাভিত্তি যেমন পিতা চিন্তা করেন, তত-
বৎসল ভগবানও সেজন্য তত্ত্বের মঙ্গল-
মঙ্গলের কথা সনাক্ত চিন্তা করিয়া থাকেন।
তত্ত্ব ভগবানের শ্রী-রূপে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন
এবং শ্রীভগবানও সেই তত্ত্বকে আত্মসাৎ
করিয়া থাকেন—তাঁহার স্নেহভ্রমের সমস্ত
চিন্তা নিজের গলিয়া আনেন। 'একজ' তত্ত্ব
কোন অবস্থাতেই ফুট হন না, নিম্ননিপাদ
আসিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।
"তত্ত্ব মঙ্গলময়; তিনি আমার একমাত্র
বান্ধব, রক্ষক ও প্রভু। তিনি সনাক্ত
আমার মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন; মঙ্গলময়ের
কোন বিচারই, অবচারই নহে; তিনি
আমাকে চিরকালই রক্ষা করিয়াছেন এবং
এখনও নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন; 'তিনি ছাড়া
আর আমার কেহ নাই; আমি তাঁহার
নিভান্দ্য এবং তিনি আমার নিভাপ্রভু;
তিনি স্নেহময়, তিনি ভোক্তা, আমি তাঁহার
ভোগী; তিনি প্রভু, আমি তাঁহার ভূতা;
তিনি শুভেচ্ছাময়, আমি তাঁহার শুভেচ্ছা-
চাপিত"—তত্ত্ব এই বিচারে প্রাতিষ্ঠিত ব'লিয়া
তাঁহার কোন গ্রন্থ নাই। তিনি সত্য
পরমানন্দে মগ্ন থাকেন, আগন্তক কোন
বিচার বা বস্তুগাহা তাঁহাকে চঞ্চল করিতে
পারে না। তত্ত্বগণ আগন্তক সুখ-সম্পদ
অপেক্ষাও নিম্নবিপদকেই অধিক পছন্দ করেন।
শ্রীকৃষ্ণদেবী শ্রীকৃষ্ণকে গুণ করিয়াছেন,—
"বিপদঃ সত্য তাঃ নখন্তর ভব জগদুত্তরো।
তবো দর্শনং যন্তাদমুনর্ভদ্রদর্শনম্"।
(তাঃ ১৮৮৫)
হে জগদুত্তরো! সেই সেই বিষয়েই
আমাদের বিপদসমূহ নিভাকাল হউক, যে-

সকল নিপদ সংসারদর্শন নাই, কেবল
ভোগ্যমতে দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইয়া
থাকে।
শ্রীকৃষ্ণদেবীর এই উদ্দেশ্যে সমগ্র শ্রু-
তসম্প্রদায়ের ভাষ্যপণ্ডিত আলোকসমু-
দায়। যোগার সত্য সত্য রক্ষকজন আশ্রয়
হইয়াছে, তাঁহারই নিকট নানা প্রকার
বিপদরাশি কল্লকল্যাণ উদাহৃত হইয়া তাঁহার
তদ্ব্যতিরিক্ত অকণ্ঠিতা পরাকাধা করিয়া থাকে।
যাহারা এই বিপদ মুহুর্তে শ্রীকৃষ্ণের 'অত্ম-প্রাণ'
জানিয়া কামনোবাক্যে তাঁহার স্নেহভ্রমের
নন্দার বিধানপুস্তক একান্ত আত্মগোপনে
প্রাতিষ্ঠিত হন, তাঁহারাও মুক্তপদে
দায়িত্বকে হেতে পারেন। বিপদ ও বিপদ-
মুহুর্তে কোটিজন প্রগাভিতে তত্ত্বের হার-
ভ্রমের ভিত্তি বৃদ্ধি করিয়া দেয়। বিপদের
আগমনক্ষা আমাদের সন্তোষাশ্রয় ও
অনর্থপ্রাপ্তকে অনায়াসে ও অজ্ঞাতসারে দূর
করিয়া থাকে। বিপদের মধ্যেই বিজয়ের
জয়মালা বাহ্যাহে।
তত্ত্বভগবৎকৃপা কখনও বিপদ বা বিপদের
নিবৃত্তিগণ শাস্ত অর্থাৎ শাস্ত্রসের কামনা
করেন না। যেখানে বিপদব্যাধি আমাদিগকে
অধিকতর সেবারাজ্যে আকৃষ্ট করে, সেবার
প্রতি ঐকান্তিক করিয়া তুলে, অনায়াসে
ভগবৎকৃপা দৃষ্টিতে করিয়া দেয়, সেখানে
বিপদ বিপদভ্রমের উদ্যোগ হইয়া থাকে।
বিপদের মধ্যে বিপদভ্রমের অতীত কৃষ্ণস্বা-
নন্দকে অধিকতর পুষ্টি ও প্রদূর করিয়া থাকে।
সেবার বিপদমুহুর্তে অতীত সেবকের
সেবোৎসাহই বৃদ্ধি করে। নিম্ননিপাদ না
থাকিলে সেবা কেবল একঘেয়ে ও বিচলিত-
হীন হইয়া বাইত। বিপদ ও বিপদাশ্রয়
মধ্যেই তত্ত্বভগবৎকৃপার সেবোৎসাহ কে.টিভনে
পরিবর্ধিত হয়, আত্মগোপন কোটিভনে

আত্মপ্রকাশিত হয়, দৈনিক কোটিভনে
প্রকটিত হয়, ভগবৎকৃপার নিভাপিত হয়,
চিন্তনর্পণ পারমার্জিত হয়, স্নেহভ্রম-
চক্রা বিচলিত হয়, পরোক্ষায়
জীবন লাভ হয়, নিশ্চিন্তানন্দসাগর
উদ্বলিত হয়, প্রতিপদে পূর্ণাঙ্গের আবাদন
হয়; সমস্ত আত্মা সেবারে অভিযুক্ত হয়।
বিপদের মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণদেবীর শরণা-
গাভিতে উৎসাহ ও বলা পাওয়া যায়, তাহা
অসং ভুল। বিপদের মধ্যে দৈন্য ও
দুর্ভাগ্য যোগাৎসে সৌকর্যের জগদে
উদিত হইয়া থাকে। বিপদে যে প্রকার
আতি মজ্জা প্রদায় উদিত হয়, শরণাগতের
স্বচ্ছন্দ মঙ্গল চিত্তে প্রাতিষ্ঠিত হয়, একদা আর
কিছুতেই হয় না। বিপদের মধ্যে আমরা
ভগবৎকৃপা আচারমুহুর্তে অধিকতর
সুশীলিত হইতে পারি। সম্পদের
মধ্যে সন্তোষের মায়াবী-মুক্তি আমাদিগকে
ভগবৎকৃপা কাশ্য-মুহুর্তে অতীত
ও বিপদ করিয়া দেয়। কিন্তু
আত্মকল্যাণের আক্রমণ ও বিপদের
কল্যাণ অনর্থক আমাদিগকে সাধুমাগ্নি-
গমন কারণের জল প্ররোচিত করিয়া থাকে।
অন্য বিপদের মধ্যে ভগবৎকৃপা কোটিভনে
দৃষ্টি লাভ করিয়া থাকে। সনাক্ত ও
সম্পদসমূহ বিপদরাশি সহ করবার এককণে
আমাদিগের চিত্তে উদিত হয়। বিপদের
মধ্যে যাহাদের জগদে হত মৃত্তক, ছয় সত্য
যজুবিধ শরণাগতি উদিত না হয়, তৎপরে
যাহাদের যজুবিধ চাকলা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,
দুর্ভাগ্য, ভাড়া, নিরুৎসাহ, শিথিলতা,
অস্বাভিলাষ, মঙ্গলনা, আত্মগোপন ও
নানাবিধ নাস্তিকতার উদয় হয়, তাহারা যে
অসত্য-পথপ্রাপ্ত—ইহাও তাহাদের প্রকৃষ্ট
প্রমাণ। ১২ ও অসং উদয় পথপ্রাপ্ত

ব্যক্তিগণের নিকট বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'বন্দকে' শ্রীমদভগবতের পরম অঙ্গকল্প। বলিয়া মনে করেন এবং বিপদের মধ্যে শ্রীভগবানের মঙ্গলময় চেষ্টা প্রত্যক্ষ করিয়া যত্নসিদ্ধি পরিশ্রমিত হইয়া সংস্কার লাভিত্তি ও সেবাংসাদি ক্রিয়াকর্ম বিকৃত হইত, আর অসংখ্যপ্রতি ব্যক্তিগণ যত্নসিদ্ধি তাড়নীর ক্রীড়নক হইয়া পড়ে। বিপদের মধ্যে কণ্ট ও অকণ্টের আসল ও মকল একই বাছাই হয়। যৌথিক ভক্তি ও আত্মিক ভক্তির পত্রিকা হয় - মথের ধার্মিক ও বাস্তব ধার্মিকের বাচ্যি হয়। সেজন্যই ভক্তিভাজনো বিপদের মত সঙ্গীতের দান আর কিছুই নাই। তৎকালেই শ্রীকৃষ্ণদেবী শ্রীকৃষ্ণ নিকট চিরকাল বিপদের প্রার্থনা করিয়াছেন। তৎকালগণের ক্ষমতা বিপদের মধ্যে চিত্ত আকর্ষণ উপস্থিত হয় না। কারণ, তাঁহারা পরশাগত। শ্রীনারায়ণের ভক্তগণ কোন কিছু ভাবিত ভীত নহেন। তাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়কেই নরকতুল্য মর্শন করিয়া থাকেন। মুক্তলবণ ও জালাদেবতারি অট্টালিকাগণ উভয়ের মধ্যেও তাঁহারা শ্রীভগবৎসেবা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—

"বরং হুতবহুজালা-পজারত্বাং বাস্থ্যতিঃ ।
ন শৌরিচিহ্না-বিমুখজনসংবাগবৈশম্যম্ ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ)

প্রাণীপ্ত আশ্রয়বিশিষ্ট গিরিরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচন্দ্রাণ্ডমুখজনের সহবাসরূপ বিপদ উপস্থিত না হয়।

আজগতাহীনতার ভায় ভীষণতম বিপদ আর কিছুই নাই। পরশাগতের আশ্রিত বিপদ না। বরং সমস্তই পরমমঙ্গলের অঙ্গুষ্ঠ। পরশাগত ও আশ্রিতব্যক্তি সন্নিহিত সুপ্রসন্ন। সংস্কারের প্রাতি আশ্রয়ত্যাগযুক্ত ও অসংস্কার পারত্যাগে দুর্ভিনিত ব্যক্তিই সন্নিহিত। সংস্কারের বিপদ হইতে মুক্ত। তাঁহারা বিশ্বাসী, দুঃখন বা আগাতক প্রাতিষ্ঠানী ব্যক্তির বশ-ভরসাকে গ্রহণ করেন বা এইসকল প্রাতিষ্ঠানগণের দ্বারা সাধুগণকে নিষ্পাত্ত ও তাঁহাদিগের ভজনপথ বিপদভূগ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের আগাতক বশভরসা কিছুতেই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। বিশ্বাসী বা আগাতক বশী বশ সাধুগণের কেশস্পর্শও করিতে পারে না।

"তথা ন তে মাধব ভাবক। ক'চিৎ-
ব্রহ্মান্ত মার্গান্ত'ই বজ্রসৌম্যঃ ।
ব্রাহ্মণ্য গিরিত্তি নির্ভয়া
'পন্যকানীকপমুচ্ছিন্ন পাতো ॥"

(ভাঃ ১০।২৩৩)

হে মাধব! আপনাদের ভক্তগণ আপনাদেরই বজ্র-সৌম্য। তাঁহারা কখনই ব্রহ্মান্তই হন না। অথবা যুক্তাভিমতাদিগের দ্বারা

অসংপত্তি হন না। তাঁহারা আপনাদেরই দ্বারা হইয়া নিষ্কারণিগের মন্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

সুখ-দুঃখের বিচ্যুতির মধ্যে দৃষ্টে গেলেই বিপদ। 'ব' হিতাহিতের ভিত্তি নিয়ে বাস্তব হয়, সে ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তাঁহারা নিজ সুখদুঃখের বিচার জড়িয়া সেবার বিচার গ্রহণ করেন, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নির্ভেদতা বা তদীয়তাকেই সার করেন, সেট আশ্রিতজনগণের দ্বারা ভ-মানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া যত্ন হন। আমরা কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিতে যাঁ, কিন্তু তত তাহাকে ভগবৎকৃপা বলিয়া পরমাকরে বরণ করেন; তাঁহা তিনি মহা কৃষ্ণের মধ্যেও সুখে থাকেন আর আমি। কালক্রমে মধ্য থাকিয়াও সঙ্গসঙ্গ উৎসাহে দন যাপন করি।

ভগবৎকৃপা প্রভু অ'ম্যানী জীবকে দাস করে - কৃষ্ণসুখতর্পণের ইচ্ছা করে। কৃষ্ণসুখতর্পণের দ্বারা পরমসুখ বা সম্পদ। ভগবৎকৃপা যিনি প্রাতিষ্ঠিত, তিনিই যত্নত সুখী। সেবাশা বা অকিঞ্চনতাও সুখ। ততই সুখী যত্নের কোনকালেই সুখ নাই। যে নিঃসুখ চায়, সে ক্রমে ক্রমে কষ্ট পায়। সেইজন্য শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া নানাভাবে জীবের বিমর্শনশাপা ছাড়াইয়া দেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যত্নোহমমুদ্রামি হরিষ্যে তখনং নৈনঃ ।
ততোহনন্ত ভাচন্ত যজনাঃ প্রভঃ প্রভঃ ॥"
(ভাঃ ১০.৮৮)

আমি যাকে কৃপা কর, তাহার সমস্ত যত্নই ভরণ করিয়া থাকি। ততের বশকর্ম হেতু কৃষ্ণ এবং তৎকর্তা যজনগণও তৎকর্তার পরবর্ত্তনরূপ কৃষ্ণ ভগবৎকৃপা বলিয়া তাহা কক্ষণ নহে। সুখও ততের কক্ষণ নহে। তাহাও ততের আশ্রয় ফলমাত্র। ততের কেন্দ্রমাত্র আরম্ভ-ধারাই ততের অগ্রারম্ভ, কৃষ্ণ, বীজ ও হারক কক্ষমুহুর যুগলক্রমঃ নান্য হইয়া থাকে। শ্রীভগবৎসেবা 'ভক্তি'। ততের গারম্ভমাত্রই ততের নৈকর্য্য বা সঙ্গকর্মের ধ্বংস হয়। ততের দেহ'হুতি ভজন'ধ্বংস প্রাতিষ্ঠানিক; তাহা শ্রীভগবানের অচিন্ত্যাকর কাব্য। প্রাক্ষর্য্যের দ্বারা ততের 'ব' সুখদুঃখ দেখা যায়, তাহাও ভগবৎকৃপা। শ্রীভগবান্ ভক্তগণসঙ্গ হইয়াও ভক্তগণকে কেন কৃষ্ণ প্রদান করেন? পুরাণসঙ্গ পিতা সাময়িক সুখ প্রদান না করিয়া পুরাণকে অধ্যয়ন'দর ক্রেশ প্রদান করেন, কিন্তু তাহা যে তাঁহাদের পুরাণসঙ্গ, তাহা তিনিই জানেন তাঁহাদের পুরাণসঙ্গ তাহা জানেন না। শ্রীপদ্মনাব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীযুগীশ প্রভৃতি ভক্তগণেরও কৃষ্ণপাশ্রির কথা শুনা যায়। বক্ষণ হইতে উৎপন্ন সুখদুঃখ আর

ভগবৎকৃপা হইতে প্রাপ্ত সুখদুঃখ এক নহে। কষ্টোৎপন্ন সুখ বিবর্ত্তন্য, আর ভগবৎকৃপোৎপন্ন সুখ অমৃতের দ্বারা সঙ্গ'কসম্পন্ন শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে কোন প্রকার কৃষ্ণ বা ক্রেশ প্রদান না করিয়াও তাঁহাদিগকে 'স' প্রদান করে পারেন। কিন্তু ভক্তিযোগের বস্তুর রক্ষা, অতঃপর উৎপাত ও ভক্তগণের উৎকর্ষ। বক্ষণের নিমিত্ত কখনও কখনও প্রায় ভক্তগণকে কৃষ্ণ প্রদান করিয়া থাকেন।

ভক্তগণ কৃষ্ণকে একমাত্র সম্পদ ও কৃষ্ণসুখতর্পণের বিপদ বলিয়া জানেন। ভগবৎকৃপা সেবার ভক্ত কৃষ্ণকে পরমসুখ বলিয়া বরণ করেন। কারণ, তিনি জানেন — সেবাশ্রয়তর্পণ পরমসম্পদ, তাহা কৃষ্ণসুখতর্পণ আশ্রয়তর্পণ নাম করে। প্রাক্ষর্য্য বা প্রাক্ষর্য্যে কক্ষমলগাথা জীব সুখ বা কৃষ্ণ ভোগ করে। সুখের সময় কৃষ্ণের কথা ভুলিয়া যায় উত্তরোত্তর সুখ-বৃদ্ধিকাম্যায় উন্নত হইয়া পড়ে, আবার কৃষ্ণের সময় সুখের আশ্রয় পাগলের মত হইয়া অত্যন্ত উন্মাদিত্তে কালযাপন করিতে থাকে। ভগবৎকৃপা কিন্তু সুখ কৃষ্ণের দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক পাড়িয়া এই প্রকারে আশ্রয়প্রাপ্ত বিসম্ভজন দেন না। তিনি তাঁহাদের সুখদুঃখের সমস্ত বিচার শ্রীভগবৎপাদপাশ্রে নির্ভর করিয়া "বদ্বদ্ব ভবাঃ ভগবতু ভগবান্ পুনক'র্য্যাক্ষর্য্যম্" বিচারের মন্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ "রাক্ষস্যাগীতি বৈশং" রূপ পরশাগত ছাড়াইয়া আমরা যতই নিজের নিজের রক্ষাকর্ত্ত সাধিতে যাঁ, ততই কৃষ্ণবাসুধ হইয়া পড়ে, ততই মাঝামাঝি আমা'দগের ভক্ত কঠিন শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন। সন্নিভোভাবে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়নির্ভরতার বৃদ্ধি হইলেই আমা'দগের মঙ্গল, আর নিজে 'ভোক্তা', 'কর্ত্তা' বা 'প্রভু' সাধিতে গেলেই দৈবী দ্বারার কঠোর দণ্ডাধানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাঠবার কোন উপায় নাই—ক্রমে ক্রমে এইসকল ভোগ করিতে হইবে। আবার ভোগ্য দুরীকরণ অপ্রাপ্ত ভক্তের সাফল্য ফল নহে; ভগবৎভক্তির আশ্রয়ক ফলেই জীবের এইসকল ভববন্ধ দূরীভূত হয়। কৃষ্ণকর্মের ভক্তির সাফল্য ফল। যিনি 'প'র হইয়া একবারও নিকপটে হে "কৃষ্ণ আম ভোমার" বলিয়া যাপিত যজ্ঞ করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণপাদ-দ্বারা তাহাকে অতঃ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—ভক্ত-রক্ষা আমার ব্রত। ভক্তগণসঙ্গ ভগবান্ নিজের তাঁহার ভক্তের সমস্ত ভাব নিজ স্বক'র্য্য বহন করিয়া থাকেন—"যো ক্ষেম বহামাচম্" তাঁহারই শ্রীমুখবাণী। শ্রীকৃষ্ণের সুবর্ণনচক্রে স্তব'কর্ত্ত "গোবিন্দ-কৃষ্ণচক্রে" হইয়া কৃষ্ণ-ভক্তগণ সঙ্গীতের নির্ভয়ে বিচরণ করেন। ভাগ্যতিক সুখদুঃখভুক্তির তুলনার ভক্ত

তাঁহারা কৃষ্ণকৃপাকে, তুলিতে পারেন না। "শ্রীকৃষ্ণের বাণী হইয়া, তাঁহারই কৃষ্ণকৃপা" — তাঁহারই ভক্তের বাণী। সুখের সময় শ্রীভগবানের খুশী প্রদান, আর কৃষ্ণের সময় তাঁহাকে কেন্দ্র ভ'সনা—ইহা ভক্তগণ না তাঁহাদের পারেন। প্রাক্ষর্য্য ভোগপদার্থ ব্যক্তিগণ চরিত্রতর্পণে বাগ্যপ্রাপ্ত হইলেই আপনাদিগকে বিপদভুক্ত মনে করেন; কিন্তু ততের বিচার —

"তোমার সেবার কৃষ্ণ হয় বস্ত
সেও ত' পরম সুখ ।
সেবা সুখতর্পণ পরম সম্পদ
নামধে অবিভাজ্যম্ ॥"

যে সুখ কৃষ্ণসুখকে বাধা প্রদান করে, সে সুখের প্রাতিও ততের মর্জ্য্যভোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। তত তাহাকে কখনও সুখ মনে করেন না।

"নিজ সেবানন্দে যদি কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে ।
সে আনন্দের প্রাতি ততের

হয় মর্জ্য্যভোগম্ ॥"
(ভঃ ৮ঃ)

আশ্রয়প্রাপ্তিবিহীনমুগ্ধক সুখকে ভক্তগণ কৃষ্ণ বলিয়াই জানেন; পরন্তু কৃষ্ণসুখপ্রাপ্তিবিহীনমুগ্ধক সুখই তাঁহাদের একমাত্র বরণীয়। যেখানে কৃষ্ণসেবা ছাড়াইয়া 'স' প্রাপ্তি নিতঃসুখতর্পণের বিচার, সেখানেই অশান্তি। পরশাগত নিজের ভক্ত কোন 'চক্কা' করেন না। প্রভু'চক্কাই তাঁহাদের পরশ-ব'গনে সঙ্গীতস্বরূপ হইয়া। শ্রীকৃষ্ণই সঙ্গীতভাবে আমরা মঙ্গলবাসীতা, ইহা জানিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রস্থ 'অঙ্গ'সঙ্গ উপলব্ধি করেন, তিনিই সম্পদ'বগনে, জীবনে মরণে—সকল সময়ে রক্ষাপ্রাপ্ত থাকে। ভগবৎপাদপাশ্রে নির্ভরতা ও ভগবৎকৃপাকে জীবনসঙ্গ করিতে পারেন। পরশাগতের লক্ষণ ও বিবৃতি। শ্রী ভক্তাবিনোদ ঠাকুর এইরূপ বলিয়াছেন—

"সঙ্গসং তোমার চরণে ম'লিয়া,
পড়োহ তোমার ঘরে ।
তুমি ত' ঠাকুর তোমার কুহুর
বলিয়া জানহ মোরে ॥

বাঁধিয়া নিকটে আনিয়ে পালিয়ে,
রাহবে তোমার ঘরে ।
প্রাণীপজনেরে আ'সতে না দিব,
প্রাণব গড়ের পারে ॥

তব নিজজন প্রাসাদ সেবিয়া
উজ্জ্বল রাখিবে বাহা ।
আমার ভোজন পরম আনন্দে,
সাতদিন হবে তাকা ॥

বসিয়া শুকিয়া তোমার চরণ
চিহ্নব স্তব আমা ।
নাচিতে নাচিতে নিকটে বসিব,
বধন ডাকিবে তুমি ॥

ମହିତ ଓ ହୃଦୟ ବାଣୀକ ଡାକିଲା ମିତ୍ରାଙ୍କୁ
ବନିଷ୍ଟା ଅବସ୍ଥା ।

अधिक उच्चक प्राप्त मरकतो

माझा या

ମତ ୧୯୯ 'ଡ.ମଦନ -- ଭାରତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ

পত ১৫ট 'ডি.সবর--তারতীয় শ্রমিক
 সম্মেলক' মাসিক : ৩ হাজার টাকা সহকারী
 সাহায্য দানের 'বর্ত্তক' সম্মেলক 'মি: এম. এন.
 রাই' তাঁহার সভামত জ্ঞাপন করিয়া সম্পত্তি
 যে বিবৃতি পাঠাব করিয়াছেন, শুদ্ধভাবে
 কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য ও তারতীয় শ্রমিক
 সম্মেলক প্রাক্তন সভাপতি শ্রীযুত বসুনাথান
 মেট জানাইয়াছেন যে আগামী মাসেট
 অধিবেশনে তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদে এই
 বিষয়টি উত্থাপন করিবেন এবং সম্মেলক এই
 তথ্যগণিত সাংবাদিক নক করিবার ক্ষমতা
 ভারত গণ-সম্মেলকে অগ্ররোধ করিবেন।
 কেন না প্রকৃতপক্ষে ইতালে বাস্তবগতভাবে
 মি: এম. এন. রাইকেই সাহায্যদান করা
 হইতেছে। শ্রীযুত মেটা আশেও বলেন যে,
 এ বিষয়ে তিনি সহকারী চিঠিপত্র বহুপত্র
 করিয়াছেন এবং আগামী মাসে মাসে 'উ'
 অত্যন্তিক প্রকাশ করিবেন। ঐশ্বর্য
 চিঠিপত্র পশ্চাৎকালে, শীঘ্র নশে এবং সম্মেলক
 সভাপতি অথবা কার্যনির্বাহক পরিষদের
 অজ্ঞাতনামেই সম্মেলক নাম সাহায্য করা
 হইয়াছে ও উচ্ছ্রমত মাথের জর মিঃ রাই
 স্বয়ং পতি মাসে ১৩ হাজার টাকা
 পাঠাইবেন।

সি.টি.ফোর্ড হাঙ্গপাতালে ১২ হাজার
টাকা দান

গত ১২ট ডিসেম্বর :—মিটফোর্ড হাস-
পা-লের স্কেলরাস্ম বিভাগের উন্নয়নের জন্য
টাকেশ্বরী কটন মিলের বড়গলক যে ১২
হাজার টাকা দান করিয়াছেন, তৎসম্মুখে
স্বাভাগ্য সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রস্তুত
করা হইয়াছে যে, এই সত্ত্বে ঐ অবদান
করা হইয়াছে যে, টাকেশ্বরী কটন মিলের
অধস্তন কর্মচারীগণকে বিনামূল্যে স্কেলরাস্ম
পরিষ্কার করা হইবে এবং উক্ত ক্র-
মচারীগণকে কম ব্যয়ে স্কেলরাস্ম পরিষ্কার করা
হইবে।

চারি জানা মণ দরে আটা বিক্রয়

গত ৭৪ ডিঃস্বর—জার ৮৫০ মন
অট্টোভান্ড সচিবের একটি সরকারী প্রজ্ঞা
পাঠোচ্ছিন্ন। সংশ্লিষ্ট কল্পনা এত আট।
মামুলের নান্দ্রের অল্প-মূল্য নান্দ্র। ঘোষণা
কারমাচ্ছিন্ন। এসবে এত সর্বোত্তম জাতিয়
আট। চার আনা দ্বারা বিক্রয় ~~করা~~ হইয়াছে
যে বিক্রয় উহা মামুলের নান্দ্রের অল্প
বিক্রয় ক্রিতে পারিবে না, তুমার সার
অন্য গবাদি পশুর খাওয়ার অল্প উহা বিক্রয়
ক্রিতে হইবে।

ଡୋମୋଗାନୀ ବେଞ୍ଚ ଅନାଦି ହାନିର ସରକାରୀ
 ଉଦାୟକ୍ରମରେ କରାଯିବ ବାବଦର ମଧ୍ୟ ବିବୃତ୍ତ ଥାଉ ।
 କରୁଥିବା ଲାଭେ ମାତ୍ର ୩୫ ଟଙ୍କା ।

— ବାସାଧାରକ

সাংপ্রদায়িকতা

কমলা

নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাপূৰ্ণ আলোচনা-এক
ও ভাষ্ক-সম্বন্ধে ভাষ্ক-ব্যৱস্থাপনসম্বন্ধে
তত্ত্ব শাস্ত্ৰীয় বিচার ও আলোচনাই
শিষ্ট এবং পরমাধসম্বন্ধে যানবজাতায়
ব্যৱহাৰ কৰমন্ত্ৰ নিৰাকৃত হইয়াছে।
দঃ আনা।

કુળી ૫૨ આના

ଆପଣଙ୍କ—ଅପୋଗନୀ-ଅପାମିତ, ୧୧।
ଅପାମିତ, ଅପାମିତ ।

ଶ୍ରୀରାମ-ସାମ୍ରାଟ ନରୀକାଞ୍ଚକାଳ ତ୍ରୈପି ଓହାକିଲ ହେତେ ଶ୍ରୀରାମୋପାଳ ବକ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟାୟ ନମ୍ନାଦିତ
 ଓ ଶ୍ରୀରାମୋପାଳ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟାୟ ନମ୍ନାଦିତ ଓ ଶ୍ରୀରାମୋପାଳ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟାୟ ନମ୍ନାଦିତ

সবার জীবন কৃষ্ণ জলক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না তজে, সর্ব বার্থ তার ॥

শ্রীসাক্ষীগোপাল

—(১)—

অশাক্ত সন্ত জগদসরসিকগণের
প্রীতিতে শ্রীভগবান কিরণে বন্দীভূত হন।
জগতে ভাটার মতো বাতাসের জল পরম
স্বচ্ছ শ্রীভগবান শ্রীসাক্ষীগোপালকে
প্রকাশিত হইয়াছেন। অশাক্ত সন্ত
ভক্তগণের জল শ্রীভগবান সব করিতে
পারেন,—সালিসী করে পারেন—মোড়লী
করে পারেন—সাক্ষী দিতে পারেন—
ব্যাপকরণের কাঠগড়ের উঠিয়া লেফ-
পড়িতে পারেন—মাগুয দ্বারা চড়া করে
জায়ে না, নীতবাঁধগণ দ্বারা ভাবিতে পারে
না, শ্রীশ্রীমুখ্য ব্যক্তিগণ দ্বারা ধারণা করিয়া
উঠিতে পারে না, শুক অশাক্ত মহাজ
নৈবিক ভক্তগণের জল শ্রীভগবান তাহা
সব করিতে পারেন।

“সবক কৃষ্ণর পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
বাবাঃ কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নামঃ ॥
বিক্রম চন্দ্রে দাসে গেহরূপ হয়।
দাসে বৃদ্ধ করবারে পারয়ে বিজয় ॥”
(চৈঃ ভাঃ)

কৃষ্ণসত্তা ব্যক্তি পিতা, মাতা, পত্নী,
ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্নেহের কল না করেন?
লোক কল, নিজের সম্মান-লাভের ভয়,
শত্রু-বায়ন বা রাজশাসনের ভয়ে কি
আত্মীয়জনদের স্নেহেতে হতে পারে?
আরোহণও যে তাঁহার দাস বা ভীত অথ
পারেন না? তাহ অশাক্ত সন্তসক-
ভক্তগণের প্রীতিতে যুদ্ধ হওয়া শ্রীকৃষ্ণ সব
করিতে পারেন।

বিজ্ঞানগণের চুত ব্রাহ্মণ—একটি বৃদ্ধ,
অপরীত যুগ। তাহারাই এই ভীষণ কারখা
শ্রীকৃষ্ণান উপাধিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণানে
সাক্ষীগোপালদের শ্রমস্বরের নিকটে
সাক্ষীগোপালদের মহাসেবা প্রকাশিত হইয়াছেন।
শ্রীসাক্ষীগোপাল স্বীয় নিত্যকর্তৃক সেত বড়বিশা
সে ছোটবিশের চিত্র কাড়িয়া লইলেন।
সুদৃশ্য বুদ্ধবিশকে ভীতানগমনে বিসেস
সত্যতা ও নানাভাবে সেবা করায় বড়-
বিশ ছোটবিশের পাত সন্তুষ্ট হইয়া
জাহাজে খাষ কড়া দিতে অস্বীকার করিলেন।
সুদৃশ্য বুদ্ধ বিশকে শ্রীকৃষ্ণান শ্রীসাক্ষীগোপাল
সমুদ্র এই বিষয়ে অস্বীকার করিয়া
সাক্ষীগোপালকে সাক্ষী রাখিলেন। স্বদেশে
আসিয়া বৃদ্ধবিশ বিবাহের প্রস্তাব করিলে
বৃদ্ধবিশ-স্বস্তারের বিচারাসনে বড়বিশের
সাক্ষী স্বীকৃতি আত্মসম্মতগণ ছোট-
বিশকে বড়বিশ করিয়া বড়বিশের স্বস্তারের
সাক্ষী হইয়াছিলেন। বড়বিশের
স্বস্তার পুত্র শ্রীকৃষ্ণানের শ্রীসাক্ষীগোপাল প্রস্তাব-
মত কোন করিয়া প্রীতি অর্চেন বস্ত্র কখনও
সাক্ষী পদান করিতে পারে না, পিতাকে
জানাই ন এবং ছোটবিশকে নানাপ্রকার

গালি দিবে লাগিলেন। অশাক্ত সন্ত
কৃষ্ণসত্তা বড়বিশ ও ছোটবিশের চিত্রকে
শ্রীসাক্ষীগোপাল শ্রীকৃষ্ণানের আগমন করিয়া
ছিঁলেন। এখন বড়বিশের সম্মানে প্রকাশিত
হইয়া স্বীয় ভক্তগণের জ্ঞান করবার জল
শ্রীসাক্ষীগোপালদের এক খেলা খেলিলেন।

বড়বিশের বাতশ্রী পুত্র পিতাকে
তাঁহার পিতৃজ্ঞা অস্বীকার করে বৈলেন।
বড়বিশ শ্রীকৃষ্ণানের শ্রীকৃষ্ণকে বিজ্ঞানগণের
আনন্দ বক্তৃতা নাই। তাই কীর্ত্তনগণের
অশেষ কল্যাণ বিধানের জল বাতশ্রী পুত্রের
অশ্রুপের দ্বারা আনন্দে ছোটবিশকে
বৈলেন “আমি ক বাল্যভিলাষ স্বপ্ন
নাই।” ছোটবিশ তাহার একমাত্র সাক্ষী
শ্রীসাক্ষী দেবে কথ বড়বিশকে বৈলেন
বড়বিশ সন্তুষ্ট হইয়া বৈলেন, “যদি
শ্রীসাক্ষীগোপাল এখানে আসিয়া সাক্ষী দেন,
তাঁহা হইলে আমি আমার কলকে ১০ মাকে
সম্প্রদান করি।” বড়বিশের দৃঢ় বিশ্বাস
শ্রীকৃষ্ণ বড়বিশকে, তিনি আমার বাক্য
নিশ্চয় প্রমাণিত করিলেন। আর অপরকে
বড়বিশের বাতশ্রী পুত্রের জন্মে দৃঢ় বিশ্বাস
—পাথরের নিকর কখনও হইবে আসিতে
পারে না বা কখন বৈলিতে পারে না। স্বপ্ন
বড়বিশের পুত্র পিতার একজন যুক্তিতে
সন্তুষ্ট হইয়া পিতার বাক্যের অমুমোদন
করিলেন। সুদৃশ্য বুদ্ধবিশ শ্রীসাক্ষীগোপাল
নিকট গমন করিয়া বৈলেন, “

“ব্রহ্মণ্যদেব, তুমি—বড়বিশ।
ব্রহ্মবিশের দ্বারা রাখ ব্রহ্ম সদয় ॥
কথা পাব,—মোর মনে হই নাই শুধ।
ব্রাহ্মণের প্রভুতা যাহা, এত বড়বিশ ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেও, দয়াময়।
জানি সাক্ষী নাই দেখ, তাঁর পাপ হয় ॥”
(চৈঃ ভাঃ)

ছোটবিশের এত কথা শ্রী কথায়
শ্রীসাক্ষীগোপালদের বৈলেন—“বিশ, কোন
চিত্র নাই, তুমি দেশে ফিরা যাও।
মেখানে মন করিয়া আমি, স্বপ্ন করিলে
সেই মন্য আমি আনুভূত হইয়া মন
লোকসমক্ষে সাক্ষী পদান ক যো ভোমাদর
চুত বৈলিতে সত্যপ্রভুতা ব্রহ্ম করিয়া।
এখন বৈল বৈলেন,—“তুমি যদি মেখানে
চুতবিশ মুক্তি হইয়া সাক্ষী পদান কর,
তথাপি তাহাতে কাহারও বিষয় হইবে
না। যদি তুমি এত মুক্তি তথাপি গমন
করিয়া এই শ্রীমুখের সাক্ষী পদান কর,
তবেই সকলে বিশ্বাস করবে।” বৈল
এত কথা শ্রী কথায় শ্রীসাক্ষীগোপাল
বৈলেন,

“ক ক প্রভুতা চলে কোথা না স্থান।”
ব্রহ্মণের বৈল বৈলেন,—
“বিশ বৈল,—প্রতিমা হই, ক
কেনে গাণী ॥

প্রীতিতে তুমি—সাক্ষী ব্রহ্মণ্যদেব।
নিম্নলিখিত কর তুমি অস্বীকার ॥”

স্বীয় ভক্ত বিশের এত কথা শ্রী
কথায় হাস্য হাসিতে শ্রীসাক্ষীগোপাল
বৈলেন, “বিশ, আমি তোমার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন করিব, তুমি আমার পাত
কখনও ফিরা তাকাবে না, যদি তাকাত
তাঁহা চলে গেলে তাকাবে আমি
সেইখানেই অবস্থান করিব, আর একপদও
অগ্রসর হইব না। তুমি নুপুরের শব্দ শ্রবণ
করিয়া আমার আসমানের কথা বিশ্বাস
করো। প্রভু এক সেত চাউল কেন
করিয়া আমার ভোগ বৈলেন করিয়া।”

একপদ সেত বিশ শ্রীসাক্ষীগোপালকে
শ্রীকৃষ্ণান হইতে সাক্ষী লইয়া দেশে গেলেন।
নুপুরের শব্দ শ্রী কথায় বিশ শ্রীসাক্ষীগোপাল
আগমনের কথা বিশ্বাস করিলেন। একপদে
বিশ ক্রমে ক্রমে নিজামনে আগমন
করিলেন। গ্রামের নিকটে আসিয়া বিশ
চড়া করিতে লাগিলেন,—“এখন ত গ্রামের
নিকটে আসিলাম, এখন গ্রামে গিয়া সমস্ত
লোককে সাক্ষীর আগমন-সংবাদ জানাব।
সাক্ষীভাবে শ্রীসাক্ষীগোপাল দর্শন না করিলে
ত তাঁহার আগমনের বিষয় সুদৃঢ় বিশ্বাস
হইতেছে না, এখন তিনি যদি এখানে হইতে
আর নাও যান, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি
নাই”—এত সমস্ত চিন্তা করিয়া বিশ
পশ্চাদিকে শ্রীসাক্ষীগোপাল পাত ফিরা
তাকাতলেন। তখন শ্রীসাক্ষীগোপাল হস্ত
করিয়া তথায় অবস্থান করিলেন এবং গর
ঘাটবেন না বলিয়া বিশকে বৈলেন। তখন
সে বিশ গ্রামে গমন করিয়া সমস্ত লোকের
নিকট শ্রীসাক্ষীগোপালদের গ্রামের ব্যক্তির
আগমন সংবাদ জানাইলেন। গ্রামের
আবাল-বৃদ্ধ বান্ধা সমস্ত লোক এত কথা
শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য হইয়া গ্রামের
ব্যক্তির সাক্ষী-দর্শন করিবার জল গমন
করিতে লাগিলেন। শ্রীসাক্ষীগোপালকে দর্শন
করিয়া সমস্ত লোক ভক্তগণের দণ্ডবৎ দণ্ডাম
এবং তাঁহার অপূর্ণ সৌন্দর্য দর্শনে নিমগ্ন
হইলেন। শ্রীসাক্ষীগোপাল সপলোকসমক্ষে
সেত বড়বিশ ও ছোটবিশের প্রভুতা
বিষয়ে সাক্ষীপদান করিয়া সমস্ত লোকের
বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন এবং ছোটবিশকে
বড়বিশের কথা পদান করাইলেন।

সেত হইতে শ্রীসাক্ষীগোপালদের নাম
“শ্রীসাক্ষীগোপাল” হইল। তিনি যেখানে
সাক্ষী পদান করিয়াছিলেন, সেত স্থানের
নাম—শ্রীভগবান। গোদাবরী নদী যেখানে
বৈলেনসাক্ষীগোপাল সাক্ষী মিলনা করিয়াছে,
সেত স্থানের নাম “কোটেশ্বর” বলিয়া
প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যারাজের সেত প্রদেশ
এক প্রাদেশিক রাজধানী ছিল, তাহারই
নাম—বিজ্ঞানগর। এই নগর গোদাবরী

নদীর দক্ষিণপারে অবস্থিত ছিল। বর্তমান
গোদাবরী নদীর চত্বর রাজমহেন্দ্রী চত্রে
শ্রীভগবান ১০২৫ খ্রিস্টাব্দ পূর্ণিমার দিন
অবস্থিত। মহারাজ শ্রীসাক্ষীগোপাল সমর
শ্রীসাক্ষীগোপাল সাক্ষী তথাকার শাসনকর্তা
ছিলেন।

উৎকলরাজ শ্রীকৃষ্ণবাসুদেবের ভক্তি-
বশে শ্রীসাক্ষীগোপালদের দ্বারা হইলে তিনি
শ্রীসাক্ষীগোপালকে কটকে লইয়া আগমন করেন
শ্রীসাক্ষীগোপাল গথমে কটকে কিছু দন
থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণবাসুদেব শ্রীভগবান দক্ষিণে
কিছু দন হইলেন। তথায় কোন প্রকার
সেমকপদ উপস্থিত হওয়া উৎকলপাত
মহারাজ শ্রীকৃষ্ণবাসুদেব হইতে তিনি কোশ
দূরে সহাবানী নামে একটি গ্রাম স্থাপন
করিয়া তথায় শ্রীসাক্ষীগোপালকে রাখিলেন। সেত
গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে শ্রীসাক্ষীগোপাল-
দেব এখনও বিরাটমান রহিয়াছেন।

সাধারণ বৈষ্ণব লোক বিচার করিতে
পারেন, ছোটবিশ ভক্তনামে পরিচিত
হইয়া বড়বিশের কথা বিবাহের জল এতদূর
লাগিয়াত কেন? বিবাহ করিবার জল
ছোটবিশ ব্রহ্মণানে গিয়া শ্রীসাক্ষীগোপালকে
বাইয়াত এ-দূর হাঁটাটয়া আনিতে
বিদায়ন করেন না। বিদায়ন আছে,
দেবতার আশ্রয়ণ করিতে নাই, বিশেষ
ইতিহাস অস্বীকার করেন। তাহা কিরূপ ভক্তি
ও ভক্তের বাতর? আর বড়বিশ বা
কেন আশ্রয়ণ করিয়া লস্কু হইয়া ছোটবিশকে
কথা দানের প্রভুতা ছিলেন? আমার
গৃহে আসিয়া বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণান অস্ত্রভাষে
সব কথা উন্টাইয়া বৈলেন। ভক্তের এতরূপ
আত্মসম্মতগণ, শ্রীভগবানকে সাক্ষী রাখিয়া
প্রতিজ্ঞা, বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণান অস্ত্রভাষ-
গোথে কপটতা ও সত্যের অপলাপ না
কেন? আর ভগবানেরই বা এক বৈষ্ণব? তিনি
কোণায় সাক্ষীগোপাল, সত্যের আশ্রয়,
নিরন্তরগণের পাত রূপায়ন, আর এখানে
দেখ ঠিক তাঁহার বিপনী-মুষ্টি। তিনি
গেলেন, কে বিবাহ করিয়া সংসার লাভ
হইল, তাহার সত্যতা করিতে—তিনি গেলেন
গৃহ বিবাহ মিটাতে—তিনি গেলেন “সালিসী”
করিতে—তিনি গেলেন সত্যের অপলাপ-
কারী সত্যতা করিতে।

যাহার চরিত্রের গুণ-সংখ্যা ব্যাখ্যা-
ছেন তাহার কল ভক্ত ও ভগবানের এই
লাগি পরম সাক্ষী, মহাসম্মত ও মহাভী-
শিষ্টা দর্শন করিতে পান। অশাক্ত শ্রীকৃষ্ণ
অশাক্ত সন্তভক্তগণের সাক্ষী বৈষ্ণব
ভক্তগণের সন্তুষ্ট মনোভগবানের বুদ্ধির
অগম্য। অশাক্ত সন্তভক্তগণের বাহ্যচরিত্র
অনেক সময় শাক্ত ভক্তের দ্বারা প্রভীত
হইতে পারে। যাহার হইয়া অস্বীকার
ভাষা বুদ্ধ ও নারায়ণ তাহার অস্ত্রকল

তাহারে মে বসি বসি কল, সদাচার।
দৈব্রে সে প্রীতি জন্মে সমস্ত সবার।

— — (•) — —

নিয়মাবলী

— ବିଶାଳ

সাংসাদায়িকতা

6

১। ০০ ত 'ক'-সমূহকে 'ক্রি-ব্য-রপা' 'নরসনমূলে
 স্রোত ও শাস্ত্রের বিচার ও মনোলাচনকে
 প্রযুক্তি এবং পরমাণুসমূহকে যানবাহন
 সাধারণ ভবনসমূহ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।
 ২। ০০ ১০ ১১

॥ १ ॥
 ॥ २ ॥
 ॥ ३ ॥
 ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥
 ॥ ६ ॥
 ॥ ७ ॥
 ॥ ८ ॥
 ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥
 ॥ ११ ॥
 ॥ १२ ॥
 ॥ १३ ॥
 ॥ १४ ॥
 ॥ १५ ॥
 ॥ १६ ॥
 ॥ १७ ॥
 ॥ १८ ॥
 ॥ १९ ॥
 ॥ २० ॥
 ॥ २१ ॥
 ॥ २२ ॥
 ॥ २३ ॥
 ॥ २४ ॥
 ॥ २५ ॥
 ॥ २६ ॥
 ॥ २७ ॥
 ॥ २८ ॥
 ॥ २९ ॥
 ॥ ३० ॥
 ॥ ३१ ॥
 ॥ ३२ ॥
 ॥ ३३ ॥
 ॥ ३४ ॥
 ॥ ३५ ॥
 ॥ ३६ ॥
 ॥ ३७ ॥
 ॥ ३८ ॥
 ॥ ३९ ॥
 ॥ ४० ॥
 ॥ ४१ ॥
 ॥ ४२ ॥
 ॥ ४३ ॥
 ॥ ४४ ॥
 ॥ ४५ ॥
 ॥ ४६ ॥
 ॥ ४७ ॥
 ॥ ४८ ॥
 ॥ ४९ ॥
 ॥ ५० ॥
 ॥ ५१ ॥
 ॥ ५२ ॥
 ॥ ५३ ॥
 ॥ ५४ ॥
 ॥ ५५ ॥
 ॥ ५६ ॥
 ॥ ५७ ॥
 ॥ ५८ ॥
 ॥ ५९ ॥
 ॥ ६० ॥
 ॥ ६१ ॥
 ॥ ६२ ॥
 ॥ ६३ ॥
 ॥ ६४ ॥
 ॥ ६५ ॥
 ॥ ६६ ॥
 ॥ ६७ ॥
 ॥ ६८ ॥
 ॥ ६९ ॥
 ॥ ७० ॥
 ॥ ७१ ॥
 ॥ ७२ ॥
 ॥ ७३ ॥
 ॥ ७४ ॥
 ॥ ७५ ॥
 ॥ ७६ ॥
 ॥ ७७ ॥
 ॥ ७८ ॥
 ॥ ७९ ॥
 ॥ ८० ॥
 ॥ ८१ ॥
 ॥ ८२ ॥
 ॥ ८३ ॥
 ॥ ८४ ॥
 ॥ ८५ ॥
 ॥ ८६ ॥
 ॥ ८७ ॥
 ॥ ८८ ॥
 ॥ ८९ ॥
 ॥ ९० ॥
 ॥ ९१ ॥
 ॥ ९२ ॥
 ॥ ९३ ॥
 ॥ ९४ ॥
 ॥ ९५ ॥
 ॥ ९६ ॥
 ॥ ९७ ॥
 ॥ ९८ ॥
 ॥ ९९ ॥
 ॥ १०० ॥

“মালেরিয়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে রোগীকে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধ প্রদান করা চতুর্ধাছে। লক্ষ লক্ষ মোগাজিন ও অগংগা কু'নাটন ক্রয় ক'রয়া প্যাপক তাণে বিতরণের জন্ত প্রত্যেক জেলা ও মহকুমার প্রধান প্রধান চিকিৎসক ও হাসপাতালে প্রদান করা চতুর্ধাছে। এতৎসহ শ্রীত সার্কেন অফিসার, প্রচার-বিভাগ জাতীয় যুদ্ধ ফ্রন্ট, ইউনিয়ন-গার্ড, ডব্লিউ হেলথ অফিসার, জাতিটারি ইনস্পেক্টর, প্রামাণ্য চিকিৎসা-কেন্দ্র, সরকারী ও প্রতিক সাচায়া হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় উক্ত ঔষধগুলো বিতরণের ব্যবস্থা করা চ'রয়াছে। কাঁথ ও তমলুকে স্পেশাল হাসপাতাল স্থাপন করা চতুর্ধাছে। সমগ্র ডাকঘরের মধ্যস্থতায় ম্যালেরিয়ার ঔষধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা চটবে। এষ্ট প্রদেশের যুদ্ধান্তর পুনর্গঠন ম্যালেরিয়া দমনপ্রচেষ্টা বিশিষ্ট স্থান দখল করবে।”

আউল ও বোকে ব্যতীত অন্যান্য জেলীষ
ধ'না ও চাউলের গন্ধোক্ত মূল্য বিতির অকলে
বিতিরূপ।

শ্রীধাম-মাতা পু. মনোহর কাম '৬' ১২ ওয়ার্কস হাউসে ৬১ ক্রমাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬/৬/৫৮ লক্ষ্য রাখি
 ৩ শ্রীমদাংগোপাল কাকিমারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত.

সত্য কল্যাণকরত্ব
 — — —
 শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো
 রচিত অমূল্য কল্যাণকরত্ব
 গ্রন্থ 'পরিমল' নামক কাব্য-
 সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে।
 ইহা মঙ্গলাকারীমারের
 নিতাপাত।
 প্রাপ্তিস্থান—
 শ্রীযোগেশ্বরী মন্দির
 পোঃ নীমাধাপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক গুণপত্র

মুদ্রকোঃ অক্ষয়
 — — —
 শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো
 রচিত অমূল্য কল্যাণকরত্ব
 গ্রন্থ 'পরিমল' নামক কাব্য-
 সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে।
 ইহা মঙ্গলাকারীমারের
 নিতাপাত।
 প্রাপ্তিস্থান—
 শ্রীযোগেশ্বরী মন্দির
 পোঃ নীমাধাপুর, নদীয়া।

১৯৭ বর্ষ

২৬ নারায়ণ পৌরষ ১৪৮; ১১ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩০১ ২৬শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪৪, মঙ্গলবার

২৪১-২৪৩শ সংখ্যা

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ নারায়ণ, ১৭ পদ্মাব্দ পৌরষ ১৪৮

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

— ::(*):: —

কজনের অপর নাম শ্রীকৃষ্ণচরণ।
 কহিতকনে 'ভগবদগুণ' বা 'ভগবদগুণ'ত
 আছে। চৈতন্যের সুখগাথা বা চৈতন্যের
 অচীতপুষ্টি তখন। তখনে নিজস্বগাথা
 নাহি। তখনে ভোগবৃদ্ধি নাহি, সেখানে পল্লব
 সেবাশ্রী বা সেবাশ্রী। সেখানে অচক্ষণ
 কক্ষণ প্রাপ্য। যেখানে কক্ষণেবা,
 সেখানেই কক্ষণ। যেখানে কক্ষণ
 নাহি, সেখানে অচক্ষণ বা অচক্ষণ।
 আছে। কক্ষণের তক্তি, কক্ষণের জীবন,
 কক্ষণের ভজন। ভজন—প্রাণ কীর্তন-
 'স্বপ্নময়' ভজনে বৈরাগ্য আছে। কক্ষ-
 'নিবৃত্তি' অনাচার। অনাচারী কখনও
 ভজন করিতে পারে না। মঙ্গলজান না
 হইলে ভজন হয় না। ভজনে চেতনদর্শন
 ছাড়া বাক কোন দর্শন নাহি। ভাক জ্ঞানময়ী,
 ক্রিয়াময়ী 'নষ্ট'ময়ী, ক্র'ময়ী, অস'ময়ী,
 ভাবময়ী ও লেশময়ী বা শ্রীতিময়ী। অচীত-
 দেবের শ্রীতিময়ী সেবা করাট ভজন।
 অচীতদেবের সুখকরী সেবার অঙ্গসকলপূর্ণক
 তনুভটাই ভজন। চৈতন্যের 'সুখা-
 সজ্ঞানাত্মক আবেশ ও অভিনিবেশের
 সীত সেবাট ভজন। ভজনকারী ভক।
 বাহাতে শ্রীকৃষ্ণ 'আকৃষ্ট' হইতে

থাকেন। তাহা ক্রিয়ময়ী বা আসক্তিময়ী
 ভজন বা ভক্তি। তখনই ভক্ট্র ভক্তের
 আরম্ভ। ভজন শ্রীভগবানকে বশ করে।
 ভজন করিতে হইলে 'স্বজ্ঞানের' প্রকাশ
 গরাজন। হৃদয় জ্ঞানের ভজন প্রকৃত
 হয় না। নিজচেতনায় বা প্রাকৃতিকভাবে
 পরিভাগ করিয়া শ্রীভগবান ভক্তের
 আশ্রয়তো ব্রোচমান-প্রসূতির সীত একমাত্র
 স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অতীন্দ্র চতুর্ভুজ দক্ষরী
 কক্ষণময় নাহি তথা। শ্রীতি না থাকিলে
 ভগবদর্শন ও ভক্তদর্শন করিয়া দর্শনজনিত
 আনন্দ লাভ হয় না। সেবাশ্রুতি না
 থাকিলে দর্শন করিয়াও ভগবানের অঙ্গপ্র
 লাভ করিতে পারা যায় না। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের
 অঙ্গপ্রাণী 'জীবিত' সেবাশ্রুতির কারণ—
 ভগবানের অঙ্গপ্রাণী সেবাশ্রুতি লাভের
 উপায়। ভগবানের লাভ অকপট শ্রীতি না
 থাকিলে—আপনজান না হইলে ভগবানকে
 পাঠিলেও ঠিক পাওয়া হয় না। একমাত্র
 শ্রীতি-ভালবাসার পাত্রে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।
 এতদ্ব্যতীত অক কোন নম্রঃ শ্রীতি হইলে
 ভগবানের সংসারসজ্জা যায় না। ব্রহ্মপুত্র
 অর্জুনের পুত্র সজ্জা মমতা বা আদর্শ
 থাকিলে সংসারসজ্জা কিছুতেই কমিবে না।
 শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের সীত অভিনিবেশ
 হইলে আর অক কোন ভক্ত বস্তুর আকর্ষণে
 পড়িতে হয় না। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ব'দ
 অভিনিবেশ না হয়, তবে ভগবানের রূপাকর্ষণ
 পড়িতে পারা যাইবে না—ভগবানের সীত
 মমতাও হইবে না। আমাদের উদ্দেশ্য ভুল
 হওয়ায় অচীত ভক্তপুংখ গাওতীন,
 নিম্পদভাবে লাভ হইয়াছে। গতিতীন নিম্পদ-
 ভাবে চেতন অগ্রহান করিতে পারে না।
 চেতন গতিশীল ও ক্রিয়াময়ী। যে 'বৃত্ত'
 শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে

আকৃষ্ট করে, তাহাট চেতনের বৃত্তি। তাহা
 শ্রীতি বা ভক্তি। ভক্তি আকর্ষণী বৃত্তি।
 ভক্তি সেবা ও ভগবত পদপুঞ্জের মতো একট
 টান, আকর্ষণ, শ্রীতি বা মমতা আনয়ন
 করে। পদপুঞ্জের মধ্যে অভিনিবেশ উদয়
 করায়। যেখানে এই টান, আকর্ষণ বা
 শ্রীতি নাহি, সেখানে 'ভক্তি' নাহি। ভক্তি
 একান্তরে জ্ঞানময়ী ও ক্রিয়াময়ী। 'ভক্তি'
 সেবাশ্রুতি শ্রীতির পাত্রে সীত 'ভিত্তি'
 আমাদের অনুক' হইল জ্ঞান, অভিনিবেশের
 উদয় করায় ও সেক্ষণ সেবা বা আচরণ
 করায়। যেখানে সেবার সীত এই জ্ঞান
 নাহি, উপলব্ধি নাহি, শ্রীতি নাহি, মমতা নাহি
 ও সেবার অচীতান নাহি, সেখানে ভক্তও
 নাহি। সেবাশ্রুতিতে শ্রীতি বা সীত ভগবানের
 রূপা লাভের উপায় নাহি। একমাত্র শ্রীতি
 বা সীত অক কোন যোগাভা বা উপায়ের
 দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না। শ্রীতিমান
 দীর্ঘজীবন ভগবানকে পায়।
 "যনে কুলে পাতিতো চৈতন্য নাহি পাঠ।
 কেবল ভাকুর বশ চৈতন্য গোমাঞ ॥
 ভাটকুলজিহবা যনে কিছু না করে।
 যেনমন আদিত্তি বিনা পাঠ কক্ষণেরা"
 (চৈঃ ভাঃ)
 আর্গতিক কোনবস্তুর দ্বারা শ্রীভগবান ও
 ভগবদ্রূপকে লাভ করা যায় না। প্রেমময়,
 আদিত্তি বিনা কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পাঠেতে পারে
 না। দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় শ্রীতি করেন,
 যেমমতা করেন, আপনায় ব'লয়া ভগবানকে
 সক্ষণ জগদে পারণ করেন, ভগবানকে জগদ-
 ম'ন্যের সক্ষণ নীলাশ্রুতিযোক্তের লীলাবাস
 দর্শন করিয়া থাকেন।
 অধ্বজানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানজন শ্রীভগ-
 বদ্রূপের শ্রীভগবদ্রূপেবাট মানবদীনের
 একমাত্র উদ্দেশ্য ও বিবেক—এই বিষয়টি

বহুদিন না আমাদের প্রকৃতরূপে উপলব্ধি
 বিষয় হইতেছে, তখনই পথান্ত সাধুসঙ্গে
 চরিতলাভবন, প্রাণীয়া 'সম' কীর্তন, সাধু-
 'নিষ্কিষ্ট' সেবা প্রভৃতির সীত 'ভক্তি'ক
 উৎসাহ লাভ। সাধুসঙ্গ হইতে পারে না।
 প্রাণকীর্তন ও ভক্তাভিলাষে আমরা 'ভক্তি'
 বহুত আকর্ষণতা প্রদর্শন কর না কেন,
 'অনিত্য ভগবতের' 'অনিত্য' হইতে ও 'মানসমু'
 সক্ষমীয় বাসনার আশ্রিত থাকায় আমাদের
 সীত আকর্ষণিকার কপটতা বহুত প্রমাণিত
 হইয়া পড়ে। কক্ষণের বিষয়ে অভিনিবেশ
 লাভা পথান্ত ইচ্ছাবশত অভিনিবেশ কক্ষণ
 সাধুসঙ্গের হয় না। কক্ষণের 'অভিনিবেশ'
 হইতে হইলে কক্ষণের বিষয়ে অভিনিবেশ
 সম্পূর্ণভাবে পারভাগ করিতে হইবে।
 সাধুসঙ্গে আমরা কক্ষণের লগ্নোজনীচর্চ
 উপলব্ধি করিয়া কক্ষণময়ীর কল হইতে
 নিষ্কৃত পাইয়া কক্ষণলাভে সমর্থ হইতে
 পারিব। কক্ষণের ভগবানের মুখ, উদ্দেশ্য
 পল্লব 'স্ব'র হইলে কক্ষণপ্রাণকীর্তন
 বিষয়ে জীবিত 'ভক্তি'ক 'ভক্তি' লাভ হয়।
 ভগন আর জীবিত ভক্তের ওজন আপন
 দেহাওয়া কক্ষণেবা হইতে একত হইবে
 হইতে পারে না। যে-সকল জীব ভগবান ও
 ভগবানকে 'ভক্তি'ক একমাত্র বিশুদ্ধভাবে
 লাভজ্ঞানে ভগবানের শ্রীভগবান প্রমাণগতি
 স্বীকার পূর্ণক ভগবানের পদন্ত বারতা
 অবনত-মস্তকে মানিয়া চলন, ভগবানকে
 ক্রমশঃ ভন। সপতীপত্নী শ্রীভগবানকে
 জীবিতরূপে রক্ষা করেন এই স্বপ্নাশ্রুতিভক্ত
 দ্বারা সর্ব অচীত 'ভক্তি'কতা। 'ভগবান'র
 না থাকিলে ভক্তি নাহি জানিতে হইবে।
 মঙ্গলজান হইতে পদপুঞ্জের উদয় হয়।
 প্রাণ বা সীত স্বরূপ উদয় ভগবান সক্ষণ
 না হইলে 'ভক্তি'ক 'ভক্তি'ক না। 'ভক্তি'ক
 দ্বারা না হইলে 'ভক্তি'ক 'ভক্তি'ক 'ভক্তি'ক
 হয় না।

সবার জীবন কক্ষণ জীবন সবার। হেন হ'ব যে না ভজ, সর্ব ব্যর্থ তার

ଶ୍ରୀ ସାଧୁ-ମାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବରେ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭାବରେ

३५१ ५० भाग

সবার জীবন কৃষ্ণ জমক সবার । হেম কৃষ্ণ যে মা তজ্জ, সর্ব্ব ব্যর্থ তার ॥

উদ্যম ସହଜୀ ସୀ'ଟ ମର୍ଦ୍ଦୋକ୍ତମା ବୁଝି ।
 ନାନାକାରେ ଧରେ, ତରୁ ମାସ ଚିକିତ୍ସାକ ହୁ ।
 ଚିକିତ୍ସା-ପ୍ରାତାସ, —ସେଟି କାମ ହାଢ଼ିକା ।
 କୁଳମନେ ଚିକିତ୍ସା କରାସ ଶୁଣେ ଆକର୍ଷିତ ।
 କୁଳମନେ ମାୟୁ କେ ସିଦ୍ଧିପତି ମାୟ ।
 ମାୟ ହାଢ଼ି କୁଳଚିକିତ୍ସା ଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧୋ ମାୟ ।
 ବିଚାର କରନ୍ତା ସେନେ ତଳେ କୁଳମାୟ ।
 ସେଟି ବୁଝି ଦେନ ଶୀ'ରେ, ସତେ କୁଳ ମାୟ ।
 ଆର୍ତ୍ତ, ଅର୍ଥାନ୍ତ —ତୁଟି ନକାମ-କ୍ଷିତ୍ରକେଶବ ।
 କେଶବ, କେଶବ —ତୁଟି ମୋକ୍ଷକାନ୍ତ ମାୟ ।
 ଏହି ଚାରି ସୁକ୍ତି ସହ ସହାୟାମାୟ ।
 ଚିକିତ୍ସାକାୟା ହାଢ଼ି ହୁ ଶୁଦ୍ଧଚିକିତ୍ସାୟ ।
 ମାୟୁମୟ କୁଳା କିହା କୁଳେ କୁଳମାୟ ।
 କେଶବ 'ତ୍ରୟେଣ' ହାଢ଼ି ଶୁଦ୍ଧଚିକିତ୍ସାୟ ।
 ସକାମତଳେ 'ଅକ୍ଷ' କାୟା ନୟାନ୍ତ୍ର କୁଳମାୟ ।
 ସଦୃଶ ବିଦ୍ୟା କରେ ଶୁଦ୍ଧାସ ମିଥାୟ ।
 ମାୟୁମୟ, କୁଳକୃପା, ଚିକିତ୍ସା ସତାୟ ।
 ଏ ତିନି ସବୁ ହାଢ଼ି, କରେ କଳେ 'ତାୟ' ।
 କୁଳକୃପା ଶୁଦ୍ଧଚିକିତ୍ସା, ସାହାୟାକାୟ ।
 କୁଳକୃପା-ସୋପାନମୟ-ପ୍ରାୟାସ ।

ଅିମହାମବତ ବାମିନୀକବ୍ୟ:—

“ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ”

ନୈମାର୍ତ୍ତକ୍ଷୋ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁନର୍ଗଠିତା ସତ୍ତ୍ୱେ ।

ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପସ୍ଥାପନା

ସିଦ୍ଧାନ୍ତାନୁସାରେ ବିଜ୍ଞାନମାନବସ୍ୟ ୫"

(ଟି: ୧୧୭୧୨୫)

সামান্য কার্যের উদ্দেশ্যে যদি কেহ কৃষ্ণ
 কর্তৃক প্রেরিত হইলেন, তাহা হইলেও
 কর্তৃক প্রেরিত হইলেও তাঁহার পূর্বোক্ত কাম দূর
 হইয়া যায়। সেটুকুল সকামি ভক্ত
 প্রতিপন্ন হইলে 'নিকট কিছু প্রার্থনা কারণে'
 কৃষ্ণকর্তৃক তাঁহারিগণের প্রার্থিত বিষয় প্রদান
 করিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু যে অবস্থাতে
 পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেট অবস্থানে
 না। বোঝায়। ইত্যরকাম্যাত্মকারী তাঁহার
 প্রদত্ত পাত্রব্যাপ্তি চক্ষুরা কার্যপ্রাপ্ত ভজন
 করেন, তাঁহারিগণকে তিনি অর্থ্য মেই
 প্রদান করিয়া থাকেন।

“ହାନାତିନାଶୀ ତମାମ ହତୋହଃ”

॥१॥ शाश्वतान् देवमुनीष्य सुहृत् ।

কাজে বিচিহ্নতাপ দিব্যপদ্মঃ

স্বাধীন, কৃত্তার্থোহস্থি বহর ন যাচে ॥”

(ଅବସ୍ଥିତି)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকে বর দিতে ইচ্ছা। কারণে
তিনি বলিলেন—“আমিন্! আমি স্থানান্তরিত
করিয়া তোমার ‘ভগবান’ হিত হৃদয়স্থিতাম্,”
কিন্তু এখন দেবদুর্লভ তোমাকে প্রাপ্ত
করিয়া আমি কৃতার্থ করলাম; সান্নিধ্য কাট
অস্বপ্ন কামতে কামতে দিব্যরূপ পাইলাম।
আমি কৃতার্থ করিয়াছি, আর মৃত বর যাক
করিয়া।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଜନ ଏମନହି ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଦେ,
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଜନ-ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁର୍ଖୋଦିତି କାମ
 ଭାଗ କରନ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମାମ ଶେଷେ ଅଭିଳାଷ ।

[illegible]

কোনও একানষ্ট ভগবন্তের দ্বারা
যদি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনও কামনা
উপস্থিত হয় বা মুকুটের ওষ্ঠেও অনন্ত-
কোটিভাগে শ্রেষ্ঠ দাক্ষিণ্যের মাঝে না
জানিয়া অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি যদি
তীর্থভ্রমযোগ অর্থাৎ অশ্রুত ঐকান্তিকতার
সহিত ভগবন্তভজনেষ্ট সংলগ্ন থাকেন,
শ্রীভগবান্ তাঁহারই দ্বারা বুদ্ধিযোগ প্রদান
করায়। কামনার আকাঙ্ক্ষাকরতা বুঝাযো
দেন, অথবা কোন নিকটস্থ মহাজনকে
প্রেরণ করিয়া সাধককে সোঁতস্বর্ণ কৈতব-
গরুরাশের উপদেশ দেন। সাধক তখন
তাঁহার পুণ্যকৃত অপরাধের জন্য সাত্ত্বিক
অন্তঃকরণ হইতে সঙ্কটভোগে অস্থানীয়
রহিত হইয়া কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তি করিতে
করিতে অইচ্ছুকৃত্যে ভগবন্তজন করেন।
এতদূর অজ্ঞানস্বভাবের প্রাতিই ভগবৎকৃপা
হয়। এই ভগবৎকৃপাই সর্বজন্য জান অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণই নিত্যসেবা—এই উপলক্ষি। শ্রীকৃষ্ণ
আমাদের সেবাশ্রম, ভোগাশ্রম নহেন অর্থাৎ
আমানিগের কামনা সর্ববিরোধকারী নহেন—
এইজন্য স্বাভাবিকী বুদ্ধির সহিত কৃষ্ণসেবায়
অভিনিবেশই কৃষ্ণসাক্ষ্য। এই কৃষ্ণসেবারস
শ্রীকৃষ্ণকৃপায় দ্বারা উদিত হইলেই কাম
পারিতোষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দাস হইবার জন্য
অভিলাষ হয়। কামনা ছাড়িলে কৃষ্ণদাস

‘অভিলাষ’ পৰ্য্যন্তও উদ্ভূତ হয় না—কাজে
 জোড়টি ‘হ’ওবা ‘ত’ দু’য়ের কথা। এইটো
 চ’বড়াতে পাই,—

‘କାୟ ତା’ଜ’ ବୁଦ୍ଧ ଭଜେ ଏ ସ୍ତମ୍ଭାଞ୍ଜା ଧାନ’ ।

ନେମ ସା'ସ-ମିତ୍ରା'ନକେର ବହୁ ନବେ ସାମୀ ॥

ମିଳିବନ୍ତୁ ହାତ୍ କିନ୍ତୁ କେବଳ କେବଳ ଚିନ୍ତା ।

নিষদ্ধ পাপাচারে তাঁ'র কল্ম নহে মন ।

ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଏ। ସାମ ହସ୍ତ ମାମ ଉପାଦି ୭ ।

କୃଷକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଏବଂ କୃଷକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ

শিউগুন বেঞ্চ অনভীক্ষ্য পক্ষ
 পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া যুক্ত-
 ভাষ্যের দ্বারা পরিভাষ্য করে, সেইজন্য
 অজ্ঞান অথচ অকপট বাক্যগণ শ্রদ্ধাভাজন-
 কার্ণে কামনার বশবর্তী হইলেও শ্রদ্ধাভাজ্য
 অনভীক্ষ্য ও কক্ষসেনাপক্ষ্যের আবাদন পাঠ্য
 যাতির শুদ্ধকাম পরিভাষ্য করিয়া থাকেন।

ত্রি। ভা। সিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন.—
 "ভোগা-লাগের মত বিচার্য ভগবৎজন
 করেন তাঁহার সকাম ভক্ত। তাঁহার
 যেচ্ছাপ্রসক জিলোক, যতদোঁকা'নতে,
 অজিবা'ন মাগে এবং প্রসিকাত্তরিত 'যে'ঐশ
 ও লক্ষ্যাপ ভর বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গভোদকপার-
 বিকুল'লাকে 'যে'মন্ত ভোগ আছে, তাহা
 আবাদন করিতে করিতে বিস্তর ভগবৎ-
 সেনাকাম হইয়া সর্বশেষ পরমশরঙ্গ
 পরবোম নামক বৈকুণ্ঠ গমন করেন।
 অজাতিলা'যতানুনা, কন্যজানানি-কর্তৃক
 অনারত আত্মকুলোর সহিত ককাকুলীনট
 তাক বা ভজন। সেখানে ভোগাতিলাগের
 সহিত ভজনের বিরূপ সত্তা হয়, এই
 আনন্ডায় 'যেচ্ছাপ্রসক' শব্দটি ব্যাখ্যাত
 হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, বিচার্য্য 'যে'ঐশ-
 ভগবৎজন ভোগাতিলাগের দ্বারা চালিত হইয়া
 ভক্ত-ভোগপ্রাপক 'কমের', 'কম্বান', করেন,
 তাঁহারা কর্মনিষ্ঠ। সুতরাং 'কম্পারভক্ত';
 'কম্ব' বিচার্য্য ভোগাতিলাগের অনর্থক
 'অনর্থ' ভাবিয়া তাহাকে 'নিন্দা' করিতে
 করতে শুদ্ধভাক্তর অপ্রতীতি করেন এবং
 ভোগাতিলাগের ভোগ করেন, তাঁহারা
 ভক্ত। তাঁহাদের সেট সেহ অপ্রতীতি 'কম-
 ন'হে। 'ভক্ত' ভগবৎ পাবে করবার জন্য
 ভক্তগবান্ কৃপাপ্রসিক সেট সেট ভোগদারা
 তাঁহাদিগকে শুদ্ধভাক্তর কতে 'যে'ঐশ
 অর্পণ করেন; সুতরাং 'কম্পারভক্ত' 'কম-
 ভোগা'ন তাঁহাদের নাত। তাঁহারা 'যেচ্ছাপ্রসক'
 ভোগ করিতে করিতে সাধনপথে স্বয়ং অনর্থ-
 রূপ অসুখা দূর করেন। চত। ভা। ভক্তের
 এক বহুত। প্রকাক্ষে সাধুসক, সাধুসক
 শুদ্ধভজন এবং শুদ্ধভজন-ক্রমে 'ভক্তের
 ভিত্তিকদেখা'ন অনর্থ দূর হয়, পরে 'নিষ্ঠা'
 জন্মে। ভগবৎভক্তগণের এইরূপ উন্নত
 ক্রমে 'চ' 'যে'ঐশ' বৈকুণ্ঠ গমন হয়।

সম্পୂର୍ଣ୍ଣରେ 'অন্য'। তদাযব হত ততগণ
 সত সের বৈকুণ୍ঠ লাভ করেন। সকাম

তত্ত্বগণের ঐক্যপাথ্য ক্রমবৃত্তিক ন্যায়
 বিলম্বশাল। নিচাঁই তত্ত্বগণ দেহভ্যাস
 কারাবাক্যে সেই পরমর্শন লীল্য করেন।

প্রতিষ্ঠাবর্জন

(ও নিম্নোক্ত অষ্টম অধ্যায়ের ১০০ নং)

আমরা বড় আন্দোলিত হই। কতি
বড় ব্যক্তি হইতে বড় কর, বড় বৈদ্যনা-
থ্য পালন করি বা বড় জানকী করি।
ভট্ট বীর প্রতিষ্ঠাতা আশ। আমাদের চতুকে
মিলন করে এবং চারুকে দৃষ্ট করে।
অনেক বড় করিয়া কাম, জোখ, লোক,
মোহি ও মধকে খল করি। কঠোর তপস্বী
করিয়া ই প্রথম মনন করি। তথাপি অতি
গুরুত্রে প্রতিষ্ঠাশীলন ব্যালপাবক সবুদ্ধি
হইতে থাকে। অষ্টম যোগ শিক্ষা করিয়া
যোগসঙ্গী থাকে হইতে, বাসনা করি, যদি
কেহ বলে—আমার যোগশিক্ষা কেবল বুদ্ধি-
মাত্র, তখনি আমি জোখে প্রবলিত হই।
আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া
আপনাকে ব্রহ্মকে গীন করিবার চেষ্টা
করি। যদি কেহ বলে—এ প্রক্রিয়া
নিষ্ফল, তখনই আমার মন উবেগ হয়,
আমার নিজকে নিজা করেতে থাকি। মম,
মম, তপ, অতেন্ন প্রভৃতি দশবিধ কর্ম শিক্ষা
করি এবং নিতানৈমিত্তিক কর্ম করিতে
করিতে সংসারনিবৃত্তি করি। যদি কেহ
বলে—কর্মকাণ্ড কেবল নিম্নতম জন্মদাতা,
তখনই আমার মনে গুরু হইয়া থাকে।
কেনই আমার প্রতিষ্ঠার খল হইলে আমার
কিছু ভাল লাগে না।

কম্বী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি ভুক্তি-মুক্ত-
কপাশায় ব্রহ্ম কার্ত্তে থাকেন, তখন
তীর্থানের নাম কোথায়? সুতরাং তীর্থার
প্রাচীনার আশাকে পারভাগ্য কারণে পারেন
না, কিন্তু ভূমি-মুক্তাশাসানুভবৈক্যগণের
পক্ষে প্রাচীনার আশা—নির্ভর হয়।
আজকাল তীর্থার কৈকবল্যের আচাধ্য,
তীর্থারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে
পারেন না। প্রথমে সকলের মস্তকে পদ
উত্তোলন কার্যে যীর্ষ গৌরব ব্যক্ত করবার
চেষ্টা করেন। 'আচাধ্য' বাল্যে সকলে সম্মান
কর্মে, তাহা অজান নয়, কিন্তু যিনি সে সম্মান
হস্তগত করবার চেষ্টা করেন, তীর্থার শ্রেয়ঃ
কোথায়? অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গ
সমুদায় সম্মান করে নাহ, তাহা দোষিয়া
তীর্থার প্রাতঃক্রোধ লক্ষণ করা নির্ভর
সহিত ব্যাপার। আচাধ্যদগকে সম্মান
করবার অন্তিম লোক তীর্থান্বিতের অন্ত
মুখক আসন দিয়া থাকেন। অর্থাৎ তীর্থারা
আসন দেন, তীর্থারা বসানান্ত আচাধ্য-সম্মান
করেন, কিন্তু এই আচাধ্যান্বিতের আসনে অন্ত
কোহ বসিলে তীর্থানের বৈক্রোধোৎপাদিত হয়,

তাহারে সে বলি ধর্ম-কর্ম, সদাচার।

ঈশ্বরে সে শ্রীতি করে সপ্নত সবার ।

ব্রংপুরে ৭৬টি মন্ডী

নিয়মাবলী

- ୧୩୧୩୩୩

সম্বন্ধ

ବାହାରିଗେର ବନ୍ଧୁ ଓ ମୁକ୍ତର ବନ୍ଧାବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ
 କମ୍ପା ହୁଏନାହିଁ, ତାହାହିଁମାନଙ୍କେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଓ
 ମୁକ୍ତର ଆତ୍ମାତୀନୀକାରକଗଣଙ୍କେ ଗର୍ଭେ ଡିଶେଷରେ

এই আবেদনের বিরুদ্ধে আমেদাবাদের
সেন্স অফিসের নিকট তিনি আপীল করেন।
সেন্স অফিসে এই আবেদন অষ্টম মাসে কারিগরি
হাটকোটের বিবেচনার জন্য পাঠান। কিন্তু
বিচারশািত ম্যাকালন এবং বিচারশািত সেন
এ বিষয়ে কোন আবেদন জারী করেন নাট।
এই জন্যই আবেদনকারী এই দরখাস্ত
করিয়াছেন।

শ্রীযাম-মাতাপুত্র মনোজ্ঞকাল জিহ্ম ওয়ার্কস হট্টেড শ্রী নীলগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার।
 ড. শ্রী. বিদ্যোতর ডাক্তার।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকট শ্রদ্ধা বিদ্যেচিহ্ন বাস্তবিক পারমার্থিকপন্থা শ্রীমদীয়া প্রকাশের প্রত্যেক প্রবন্ধের অধিকারী। কোন প্রকার পণ্ডিত যুগ্মত্ব অথবা টাকা-পয়সা প্রভৃতি বিনিময়ে শ্রীমদীয়া প্রকাশ পাওয়া যাবে না। দারিদ্র্য বন্ধনতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, স্নানগুণ বা দক্ষতা, নীচতা বা উচ্চতা ইত্যাদি—এই সকল শ্রীমদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তি অযোগ্য বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনাবাক্যের সাধিকালিক নিয়োগই হইবার প্রকৃত ভিত্তি।

২। শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য কবিতা পরমাণু-সুখমিতা, বাণীতে অকর্ণণ্য অথবা কাব্যিক লাভ ও অসংখ্য কবিতা-উল্লাস বহিঃপ্রকাশিত না হওয়া, অসংখ্য কবিতা, জ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞানীয় অংশে কয়েকটি গদ্য, প্রাণ, অণু, বুদ্ধ ও বাক্য—একটি সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তি দ্বারা পড়ে উঠে সুখানুসন্ধান এই সকল অপানিবি যুগ্ম শ্রীমদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তির অঙ্গ অতাবশ্যক।

৩। কেউ কোন সংলাপ না পাঠলে তাহা এক সম্প্রদায় মধ্যে না জানিবে। আর আর পাঠে যাওয়া না। পত্রের পক্ষে চলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সম্মতিক্রমে চিঠি না পাঠিলে

পত্র না হয় না; বরং প্রত্যেকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সাহিত্য বন্দোবস্ত করিয়া।

৪। শ্রদ্ধা বাস্তবিকের পরমাণু-সুখমিতা প্রকাশের অসংখ্য কবিতা শ্রীমদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অন্তিমোদিত পত্রিকা বলাপয়িত ডাক টিকেট না পাঠিলে ফেরৎ পঠান হয় না। প্রাক্তন প্রকাশের পত্রের কাছের সুবিধার জন্য কালজের মাত্র এক পৃষ্ঠা পারক রূপে প্রকাশিত লাগিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীমদীয়া প্রকাশের প্রতি কাছের কোন প্রকার অপ্রকাশনক আচরণ বুঝা গেলে সম্প্রদায়ের চোখাওয়াই যে কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তি নিকট শ্রীমদীয়া-প্রকাশ প্রেরণ করিয়া দিতে পারিবে। অপ্রকাশিত শ্রীমদীয়া প্রকাশ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ-পথে পরমপূজ্য বস্তু, প্রত্যেক ঠাকুরকে কোন প্রকারের কথো নিয়োগ অপ্রকাশনের পরিচায়ক, সন্দেশ নাই।

৬। শ্রীমদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীমান নন্দমোহন একতারী তত্ত্বাবধী।
কলিকাতা, পোঃ শ্রীনাথপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কাব্যোপাঙ্গ

শ্রী গাঙ্গুলী-সংলাপ

শ্রীমদীয়া প্রকাশের পত্রিকা-সংলাপ শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য কবিতা-উল্লাস বহিঃপ্রকাশিত না হওয়া, অসংখ্য কবিতা, জ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞানীয় অংশে কয়েকটি গদ্য, প্রাণ, অণু, বুদ্ধ ও বাক্য—এই সকল অপানিবি যুগ্ম শ্রীমদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তির অঙ্গ অতাবশ্যক।

বৈষ্ণবগায়ত্রী

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য কবিতা-উল্লাস বহিঃপ্রকাশিত না হওয়া, অসংখ্য কবিতা, জ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞানীয় অংশে কয়েকটি গদ্য, প্রাণ, অণু, বুদ্ধ ও বাক্য—এই সকল অপানিবি যুগ্ম শ্রীমদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তির অঙ্গ অতাবশ্যক।

প্রাপ্তি—শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য কবিতা-উল্লাস বহিঃপ্রকাশিত না হওয়া, অসংখ্য কবিতা, জ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞানীয় অংশে কয়েকটি গদ্য, প্রাণ, অণু, বুদ্ধ ও বাক্য—এই সকল অপানিবি যুগ্ম শ্রীমদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তির অঙ্গ অতাবশ্যক।

সাম্প্রদায়িকতা

ও

সমস্বয়

নিয়মিত শুদ্ধকর্মে আলোচনা-গ্রন্থ হাতে তত্ত্ব-সম্বন্ধে ত্রাণ দরশন-নিরসন-সুখে শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য কবিতা-উল্লাস বহিঃপ্রকাশিত না হওয়া, অসংখ্য কবিতা, জ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞানীয় অংশে কয়েকটি গদ্য, প্রাণ, অণু, বুদ্ধ ও বাক্য—এই সকল অপানিবি যুগ্ম শ্রীমদীয়া প্রকাশ প্রাপ্তির অঙ্গ অতাবশ্যক।

বিবিধ সংবাদ

— :::: —

উড়িষ্যা ছাত্রদের ব্যায়ামচর্চার বাসস্তা

কটক ১২শে ডিসেম্বর—গবর্ণমেন্টের উড়িষ্যা ছাত্রদের ব্যায়ামচর্চার একটি পরিকল্পনা উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পেশ করা হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত কটি আগামী সপ্তাহে প্রারম্ভ করা হইবে। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ব্যায়ামচর্চার বাসস্তা প্রস্তুত করা হইবে। এবং মাসিক পরীক্ষার ব্যায়ামচর্চার জন্য ১ শত নম্বর নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক কলেজের একজন চেয়ারম্যান ও একজন ব্যায়াম শিক্ষককে লিখিত গতি ও একটি বোর্ড পূর্ণোক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। নামজাদা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে হইতে অথবা কোন শ্রম প্রদানের মতক সম্প্রদায়, এমন বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হইতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইবে।

লেন্ডি ডাক্তার ও অসংখ্য মাদ্রাসাদিগকে লিখিত গতি ও অসংখ্য বোর্ড ছাত্রদের পরীক্ষা লইলে প্রাইমেট ছাত্রাদিগকেও ব্যায়ামচর্চার পরীক্ষা দিতে হইবে।

পরিকল্পনায় এ বাসস্তা রহিয়াছে যে কোনমতে যাঁহা পারাণের দরুণ কেহ মাসিক পরীক্ষার পরীক্ষায় ফেল হইবে না। ব্যায়ামচর্চার পরীক্ষায় পাসের নম্বর দশ, এমন এক শত পয়সার নুমায়েদা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ব্যায়ামচর্চার পরীক্ষার নম্বর অসংখ্য নম্বর প্রাপ্তির সাহিত যোগ হইবে এবং পরীক্ষার পক্ষে বৃত্ত পাওয়া বা ফাফালা তালিকা উচ্ছিন্ন আধিকারের ব্যাপারে উহাতে সহায়তা হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়

গত ১২শে ডিসেম্বর—রাজস্ব বাণিজ্য আয়ের বরাদ্দ ঘরায় ফাফালা বিভাগ, অনেক ক্ষেত্রে কম করিয়া বরাদ্দ করে বাণিজ্য বেসরকারী মণ্ডলের সমালোচনা, চলিত বর্ষের কাটিমস্ খাতে আয়ের পরিমাণ হারাও প্রমাণিত হইয়াছে। চলিত বর্ষের গত নভেম্বর মাস পর্যন্ত বৎসরের প্রথম ৮ মাসের কাটিমস্ খাতে নীট আয় হইয়াছে ৩০ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। চলিত সারা বৎসরে উক্ত খাতে ব্যয়ের বরাদ্দ ঘরায় ২৮ কোটি টাকা। কিন্তু বৎসরের প্রথম আট মাসের কাটিমস্ খাতে আয়, উক্ত খাতে সারা বৎসরে

যে আয়ের বরাদ্দ ঘরায় হইয়াছিল, তাহা অনেক ২৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। তাছাড়া বৎসরের আর ৪১ মাস তাে এখনও আছে।

মাসে ১ ডিসেম্বর ৩০ কোটি টাকা করিয়া আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা আয় হইবে বলা হইয়া গেল। ফল চলিত বর্ষে ৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭০০ কোটি টাকার উপর আয় বেশী হইবে। তারপর রেলওয়ে হইতে আর গড় বৎসরে ৪০ কোটি টাকার উপর বৃদ্ধি পায়। চলিত বৎসরে এই বাণিজ্য আয় ৩০ বৎসরের আয় অপেক্ষা ২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। হাজার ফলো কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের ফাফালা যে প্রাপ্তি ৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭০০ কোটি টাকা আয়। অবশ্য দেশের খাতে ও বেসামরিক বাণিজ্য অসংখ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মুদ্রাকালীন অভাব অধিক মাত্রায় কম বৃদ্ধি হারাও বৃদ্ধিমান সামরিক বাণিজ্য হইয়া গেল। কিন্তু কাটিমস্ ও মাসিক আয়, যেরূপ অসংখ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে আগামী ফাফালা মাসে আয়ের বৃদ্ধি প্রমাণ অপসারণ করা উচিত নয়।

চীন কম প্রাপ্তি ৩০ হাজার বোধ হয় উহা প্রাপ্তির পরিমাণ এক-পঞ্চমাংশ কম হইবে এবং উহা বেশী হইবে। তাহা মাত্র ২০ ডাকের এক ভাগ হ্রাস পাইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের চীন বাণিজ্য উৎসাহিত করার আশা হইবে না। যদিও গত নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের উৎসাহিত শুদ্ধ বাণিজ্য রাজস্ব ২২ কোটি টাকার উপর হইয়াছে এবং গত বৎসরে এই সময়ের মধ্যে উক্ত বাণিজ্য রাজস্ব মাত্র ১৬ কোটি টাকার উপর হইয়াছিল, তবুও উক্ত খাতে যে ৪১ কোটি পারামিত টাকা নীট রাজস্বের যে বরাদ্দ ঘরায় হইয়াছে, তাহা তথ্যে ঠিক অতটা দাঁড়াইবে না।

বস্ত্রপীড়িত ক্যানিং জঙ্কল

গত ৪ঠা ডিসেম্বর বস্ত্রপীড়িত ক্যানিং জঙ্কলের দুর্গত লোকদিগের মধ্যে বিনামূল্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিবার জন্য ৩,০০০ কণ, ১,০০০ চাদর, ১,০০০ শিশুর পোষাক-পারিচ্ছদ, ১,০০০ খুঁত এবং ২,০০০ পাড়ী পাঠানো হইয়াছে।

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ମନ ନାହିଁ ।

সবার জীবন কৃষ্ণ তরঙ্গ সবার। হেন কৃষ্ণ যে না এজ্ঞে, সৰ্ব্ব ব্যর্থ তার ॥

নিরপেক্ষ ভুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ
 চাতে ভাঙ-সময়ে ভ্রাতা ধারণানিগমনমূলে
 শ্রৌক ও ব্যাক্তীয় বিচার ও সমালোচনাই
 প্রদর্শিত এবং পরমার্থসময়ে মানবজাতির
 গণিগণ ভ্রমামৃত নিরাকৃত হৃদ্যছে।
 মৃগা দ্যুতী।

श्रीगणेशाय नमः

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেম কৃষ্ণ যে না হলে, সর্ব বধ হার ॥

ভাষারে সে বলি বর্ষ-কর্ম, সদাচার। ইহার সে শ্রীতি জগে সমস্ত সদার।

যেখানে সীমি, সেখানে দৃঢ়তা থাকিবে। শ্রীতির অভাব হ'লেই দৃঢ়তার অভাব হয়। যাঁতার যে বিষয়ে শীত তাঁতার সেট বিষয়ে দৃঢ়তা আছে। সাধুসকল পক্ষি যেখানে সীমিত নাহ, সেখানে তাঁতারের সেবার্ত্তও দৃঢ়তা আসে না। অতঃ শ্রীতির আশ্রয় না হ'লেই দৃঢ়তা কখনও বাস্তবিক ও স্থায়ী হইতে পারে না। দৃঢ়তা থাকিলে সমস্ত অর্থও নিয়ম করা যায়। শ্রীশঙ্করগোরাঙ্গের উপায় রূপের দৃঢ়তা ও তাঁতারের প্রাক্তি আত্মনিকী শ্রীতি অতঃ উদ্ভূত হয়। শ্রীশঙ্কর-শ্রীমত দৃঢ়তার কারণ। শ্রীতিতেই শ্রুতি হয়। চরিত্রের নিরন্তর শ্রুতি ও তাঁতার প্রাক্তিত সঙ্গ হয়। প্রাক্তিত সঙ্গ চরিত্রেই বাস্তব অগ্রগমন হয়। সঙ্গের ফলে সঙ্গ হয়; তাহা হ'লে দৃঢ়তা আসে। যাঁতার রূপের সঙ্গ দৃঢ়তা আছে। তাঁতার দৈবিক থাকিবে। সীন-কাল্পিত বাস্তবতা দৃঢ়তা লাভ করেন। এই কারণে সাধুসকল রূপ লাভ করিতে হইবে, নিম্ন কারণে চলিবে না—একটা দৃঢ়তা প্রত্যেকেরই প্রাপ্য। আমি চেষ্টা, লক্ষ্য পরেও যাব, তথাপি সীমিত চেষ্টা। কারণ সীন ছাড়া আমার আর উপায় নাহ, গতি নাহ এক্ষণে আত্মবল। দৃঢ়তা পরকরি। তাঁতাকে লাভের আশার পরে, আশার অভাব; আর আশার অন্য পথ নাহ। তিনি বৈতনিক ও মানসিক কষ্ট স্বতঃ সিন, অথবা ক্রটি-গন, ওপায় তিনি ছাড়া আর আমার পথ নাহ —একটা দৃঢ়তা না থাকিলে কাঙ্ক্ষা উদ্ভূত আশা কর যাব না। আমার যোগ্যতা কিছু নাহ, শুধু তিনি আশ্রয় করিব—এই সীমিত অকপটে অগ্রগমন হইবে ও যাবে।

"যোদ্ধা-বচঃ" কিছু নতি লাভ,
 "যেহাে কহণ মার।"
 "কহণ ন ক'নে" কাঁদয়া কাঁদয়া
 "প্রাণ না রাখি আর ধ"

[illegible]

হ'রতজনে যে নৃত্য, ভাণ্ড স্বরূপবিকার
 ক্রতিবিশেষ। সাধুশ্রদ্ধাপাথে মরণের 'নেস্তে'
 এই নৃত্য। প্রকাশ্য পায়। 'ভবনকুশল'

অশাক্ত দৃঢ়তা জন্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে
কীনের আর অস্বাভাবিক আসক্তি বা অশ-
নিবশ থাকে না। দৃঢ়চিত্ত মানুষ সঙ্গ হইলে
অজ্ঞাতসারেও কীনের জন্মে দৃঢ়তা আসে।
অশাক্ত দৃঢ়তা লাভ করিলে হইলে মানুষ
আশ্রয় চেষ্টা অত্যন্ত সাধুসঙ্গ করিয়া
সাধু ব্রহ্মদেশান্তরে তদাভ্যস্তো সোমায়
জীবন যাপন করাই কর্তব্য। আমি
অগম্যের দাস এত থাকে দৃঢ়তা থাকিলে
কীনে কোন অস্ত্রবধা হয় না। 'ভূদেহে
দৃঢ়তাই দাসকে প্রভুসঙ্গের সুরাগ
করিত।' লেখ। নিরপরাধে সাধুসঙ্গের
সীতাব আদর্শ দর্শন যে অশ্রমের কর্তে
করিতে জন্মে অশাক্ত দৃঢ়তার আসন
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কৃপায় দৃঢ়তার প্রতিষ্ঠা
নিশ্চয় হইয়া পড়ে। অশাক্ত
দৃঢ়তা লাভ করিত হইলে সঙ্গের সাধুসঙ্গ
লাভের সাধু ব্রহ্মদেশান্তর করা একান্ত
কর্তব্য।

।हरिकथा- प्रसङ्ग

— 卅(卅) 卅 —

[illegible]

“ଆପଣେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ?”

मायु-भक्तकृपा विना ना हो'न उपाय ॥

ଅକମ୍ପଟେ ଜ୍ଞାନିଧାରୀ ହେଲେଟ ଜ୍ଞାନୀ
 ନାମସ୍ତା ଦାସ । କେବଳ ବସନ୍ତେ କାମ୍ୟାମୁଖେ
 ଜ୍ଞାନୀ ଚାହିଁଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଖଣ୍ଡିତା ସାମା । ସାତାବ
 ଅକ୍ଷୟ । ମହାବଳୀମଣ୍ଡଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଚାହିଁଲେ, ଜ୍ଞାନୀ
 ଜ୍ଞାନୀ ସାତାବ ଅକ୍ଷୟ କେବଳ କେବଳ କେବଳ
 ନିକମ୍ପଟେ ଜ୍ଞାନୀମଣ୍ଡଳେ 'ସାମା' ସକ
 ଅକମ୍ପଟେ ଜ୍ଞାନୀ କେବଳ ବା ପ୍ରାଣୀ ଜନ,

[illegible]

কল্যাণ পুণ্যার্থসাধন নিবধে নৈমজ্ঞনঃ
 সতি শ্রীকল্যাণের অষ্টোত্তরী রূপাঙ্কন

[illegible][illegible][illegible]

মেগাক্রীণ ট্যানলিট

কৃষ্ণনগরে ভ্রাম্যমান চক্ষু রোগীর
চিকিৎসা-কেন্দ্র

বঙ্গীয় অকস্মিক 'সংসার'ী সমিতির উদ্যোগে
১৯৪৪ সালের গত ১লা আগস্ট কলকাতার
সবর হাটপাড়াতে ভ্রাম্যমান চক্ষু-চ'কৎস'-
কেন্দ্রের কাঁচা আঁরস্তু ৩৪ এম: গভ ৩০ ম:
করেন। আইটেডোর ডিস্‌পেন্সারীতে এট
'চ'কৎসাকেন্দ্রে ২.৩২৪ জন চক্ষু-চ'কৎসকে
'চ'কৎস' করা হইয়াছে। ৩০ং সকল রকম
চক্ষু-ব'গের ১৬৭টি চক্ষু অপারেশন করা
হইয়াছে। ১৩করা ২৮টি অ'পারেশন
সাফল্যশীল হইয়াছে। তারপ্রাপ্ত মেডিকেল
অ'ফিসার ডা: ম'নলাল রায়, এম বি এম
এ।সিষ্ট্যান্ট মেডিকেল অ'ফিসার ডা: ব'কমচন্দ্র
গঙ্গুলীর এট ক'র্ভিক্সের দক্ষ কলকাতার
জনসাধারণের অন্তরোধে কলকাতার তাঁহাদের
কাঁচাকালি বাড়িয়াছে দেখা হইয়াছে।

नालक कर्तुक बालक उद्या।

গত ২১শে ডিসেম্ব—এক বালক
তাহার মাতার উপর তাহারের প্রাতিশোধ
গ্রহণের উদ্দেশ্যে অপর এক বালককে
কিভাবে বশীভূত করিয়া হত্যা করিয়াছিল,
সেই চঞ্চলকণ্ঠকাহিনী এক দায়রা মামলায়
বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত মামলায় সহকারী
দায়রা জজ মৌলবী বি আঃম্মান জুরীদেয়
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কেরাণীগঞ্জ থানার
অকুর্গত কুলাম নিবাসী ১৪ বৎসর বয়স্ক
আবুল্লাহ নামক এক বালককে অপূরণজনক
নরহত্যা (বাতা গুন নফে) অভিযোগে
দোষী সাব্যস্ত করেন, কিন্তু বালকের অল্পবয়স
বিবেচনা করিয়া ডাঃকে তৃত বৎসর সস্তাবে
খািকবার সঙ্গেও একশত টাকার জামিন
মুচলেকায় আবদ্ধ করিয়া মুক্তি দিয়াছেন।

অভযোগের নিবন্ধে প্রকাশ যে,
গত এরা মার্চ আসামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নের
সহিত যা হেনলী রত্ন নামক এক বালকের
ঝগড়া হয়। তাহাতে রত্নের মাতা রত্নের
পক্ষাবলম্বন করায় রাহিম রত্নের মাতার
মৃত্যু এক লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া মাথ
ফাটাইয়া দেয়। সেই আক্রোশে গভারন
রাহিম বখশ এ.টি. গোবীন্দা লয়ের ক্ষেত্রে হস্তে
খিঁচিতেছিল, তখন আসামী আবদুল্লাহ গিয়া
একটি শালা দ্বারা রত্নের শরীর বন্ধ করে।
কলে রাহিম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা
যায়।

দুইবছরী পল্লীদামোদর বাণাতে মেপাক্রীণ
ট্যানলেট ব্যবহার করিলে পাইতে, তৎক্ষণ
বাতুল্য ও আসাম সার্কলের পোইমটোর-
কেনালেনের সম্বন্ধ লক্ষ্য রাখিলে সবকার
ত্রুটি পোষ্ট অফসেটের মাধ্যমে এই
আংশেবিশ্ব-সত্যিবেদক ঠিক পাইতেই সম্ভব
করাইছেন। এষ্ট ২০০০ ১০০ সাব-অফসেট
এবং তাহাদের অন্তরে ৩০০০ ত্রুটি পোষ্ট-
অফসেট আছে। কুটন্যাসন বিক্রয় কেন্দ্র
হতে প্রত্যেক সাব পোষ্ট অফসেট এই
পরিমাণে মেপাক্রীণ প্রেরণ করা হইবে -
বাণাতে প্রত্যেক ত্রুটি পোষ্ট অফসেট ১০০০
ট্যানলেট প্রেরণ কাগজ ও কলমী অন্তরে
অন্ত তাহাদের হাতে ৬০০০ ট্যানলেট মজুদ
থাকে। ত্রুটি অফসেট সকল প্রত্যেক
মেপাক্রীণ ট্যানলেট ২০ পরস্পর বিক্রয়
করবে। ক্রয় কারবার সময় কোন
ডাকারের ব্যাংকপত্রের প্রয়োজন হইবে না।
এবং একজনকে কয়েক একক ২০ টি অফসেট
ট্যানলেট বিক্রয় করা হইবে না। মুদ্রিত
সেবন-বিধি ও তাহার প্রেরণ ব্যবস্থা
সম্বন্ধিত বিজ্ঞাপন গ্রামে গ্রামে বিতরণ করা
হইবে।

কৃষি বিভাগের 'সম্প্রদায়' রণ

কৃষি নিভাগের কাষা-সম্প্রদায়গ উদ্দেশ্যে
দৌলতপুর কৃষি শিক্ষায়তনে ১০০ জন
প্রাথমিককারীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা
হইত। এক বৎসর পরেই এই শিক্ষা-
কাষা চলিত। শিক্ষার সময় মতোক
শিক্ষার্থীকে মা সত ২৫ টাক ক'রয়া বৃত্তি
দেওয়া হইবে। ১৯৪৫ সালের জুলাই
হতে শিক্ষার কাজ আরম্ভ হইবে। মনো-
নয়নের জন্য পরীক্ষা যোগ্য কার্যে
হইবে।

কমলা। লেবুর খুন্সী নিয়ন্ত্রণ

গত ২৪শে ডিসেম্বর - বাহিরে টালানোর
 জন্য প্রাপ্ত হাজার কমলা লেবুর দর ২৮
 দা. আনা এবং স্থানীয় খুঁরো বক্রেশের দর
 প্রাপ্ত ২২ টাকা দা. আনা নির্দিষ্ট কারখা
 দেওয়া হইয়াছে।

গত ১৫৪ ডিসেম্বর হুটে পল্লীঅঞ্চল-
সমূহে রেশনিং প্রবর্তিত হইয়াছে।

[illegible]

২। শ্রীমৎকথার অকৃত্রিম কাচি শব্দগোষ্ঠীসমূহের সোপানগুণতা, বানচাঁবে অকাঙ্গল
 অগ্নি-আগ্নিক লাত ও অকবচানিকানিত উল্লাস ও বিমল-শৌক্যতা ও বদমা, অগ্নি-সমুদ্র
 স্রব, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অসৌক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অণ, বৃক্ষ ও পাক, অগ্নি-
 স্রব ও সমগ্র জীবনীশক্তি-বাহ্য পরভবের সুখামুকান এই সকল অপ্রাণিক সুদ্র।
 জীবনীমাত্রিক-প্রাণিক ও অপ্রাণিক।

৩। কেবল কোন সংখ্যা না পাইলে জাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাটিলে
পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাঠ্যে হইলে Reply card নং ১-০
পত্রমাধ্য ডাক টিকেট পাঠ্যেতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন

শ্রদ্ধা: কৃষ্ণ না : - বঙ্গ-গীতাকর্ষণের স্থানীয় ডাক্তার এবং সাহিত্য বাসিন্দা।

৩। প্রকাল্য বা জগৎবের পদ্যমাত্ৰ মন্থকীয় প্রকাল্য দম্পত্য-কেন্দ্র অল্পমোদন লাভ
 ক'রাল মৌদীয়া প্রকালে প্রকাল্য তহল পাবে। অল্পমোদন পদ্যমাত্ৰ য'গ'ল্যুজ
 প্রকটিকটনা পাঠ্যল ফের পাঠান তহল। পদ্যকেন্দ্রকগণ প্রসেব কাথোর সু'ব'ব
 ক'ক কাগজের মাত্ৰ এক পৃষ্ঠা পদ্যক'ক'ভাবে প্রব'ব'দ লাগল। পাঠ্যলেন।

৪। জীনদীয়া প্রকাশের প্রাতি কাহারও কোন পক্ষের অপ্রকটনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের চছাঙ্গুযায়ী যে কোন সম্বন্ধ হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট জীনদীয়া-
তৎকাল প্রেরণ এক করিয়া দিতে পারিবে। শুভভিক্ষাপত্র জীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে
কোনও প্রকারে পরমপূজ্য ব্রহ্ম, স্ত্রীস্বামী তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত
অসমর্থের প'রচাষক, সন্মোহন নাট।

৬। ঈশ্বরীয়া-পকাশ-সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি — ঈশ্বর নবগোপাল ব্রহ্মচারী তত্ত্বাবধী
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পোঃ ঈশ্বরীয়াপুর, নদীয়া — হেঁ টিকানায় পাঠাতে হুতবে

— ୧୫୩ —

শ্রী শ୍ରୀ সরସ্বତୀ-সংলাପ

‘নিভাণীলা প্রাচীরে’ ও ‘বসুপার শিশিমাধু’-
 শিকারসংঘেও গোষাঘী পড়ুপার জিহ্বা
 নক্ষত্রবৎ যেন-সকল প্রাণের হৃদয়
 অধরাছেন, তাহা সঙ্গিত হৃদয় প্রকাশিত
 হইয়াছে। মৃগা ১৭ আনি।

বৈষ্ণবাচাৰ্য ক্ৰীষ্ণধৰ

ত্রিমাসিকার্থে বিকৃত জীবন-চরিত
 'জীবন' ও 'শিক্ষা-মহলে' বাংলা ভাষা
 লেখকগণের। মূল্য ২ টাকা।

ଆଣ୍ଡହାନ-ଅସୋଗନୀଠି-ଅମାନ୍ଦର, ମୋ: ,
 ଦିନାବାସୁର, ନବୀସା ।

সাম্প্রদায়িকতা

9

সম্বন্ধ

নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাকৃতপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ
 হাতে কলি-সম্বন্ধে ত্রিভুজ ধারণা-নিবন্ধমূলে
 প্রৌঢ় ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনায়
 প্রদর্শিত এবং গুরুত্বপূর্ণসম্বন্ধে মানবজাতির
 সাধারণ ক্রমসমূহে নিরাকৃত হৃদয়।
 মুদ্রা ৬৮ আনা।

सुग! नर क्षात्रा ।

শ্রীযাম-মাতাপুত্র মমোদ্রাভাবান 'ও' নিঃস্বার্থক হইতে হইল। অতীতগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার।
 ড. শ্রীমদ্বিবেশ্বর ডাক্তার।

অতিষ্ঠ হওয়া যায় না। হরি কেবল
হরণ করেন। হরণ বা চুরি করা তাহার
কার্য। এ হরণ বিনিময়টা ভোগ। তবে
হরি অতিবৃত্তকে হরণ করেন না। তিনি
চেতনকে হরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ
চেতনকে আকর্ষণ করেন। চেতনও তাঁহার
আকর্ষণে আকৃত হয়। ভগবানের উপর
নির্ভর করাই তাঁতকে আশ্রয় করা।
তাঁতকে নিজের কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য
নাই। তঁকি আশ্রয় করিলেই—ভগবানের
উপর নির্ভর করিলেই সমস্ত দায়িত্ব কাটিয়া
যায়। ভগবান্ হরণ হরণ—যাহা এতদান
করেন তত তাহাওই ভগবৎসেবা করেন।

একত সত্যকথা তিনবার লোণ খুব
কম। এই হারিষ্মত্বে ভগবৎ সত্য সত্য
হরিতে চাই, এমন লোক আঁত বিরল।
সামু ককের দূত; ককের কথা এলাই তাঁহাদের
কথা। কিন্তু আমরা তাঁহাদের কথা তান
কই? ককে ত'লে—ককে কীর্তন
করিলে এবং ককে হরণ করিলে ককসেবা
হয়। ককের নিজ-জনের সঙ্গ হইলে
ককে মাত হইয়া থাকে। হরিকথা এলাই
সামু কক। কেহ হরিকথা না তালিলেও
সামু হরির হরণের অত কককীর্তন না।
করিয়া থাকতে পারেন না। ককসঙ্গ বান
ছাড়িতে পারেন না, তিনিই ত' সামু।
আমাদের বেক্ষ হরিতে অকতি, সামুও
সেইজন হরিতে কোটিজন কাঁচ। সেইজন
ভগবৎসেবা লোকে হরিতে অকতি বোঁধা
তিনি—নিরুপদ্রব হন না, পরম-গান
পরমহরত্মকী হওয়া ভগবৎসেবায় তাঁহাদের
মঙ্গলের মত হয় করেন। এইজন হরির
অকুপান একানন বলিয়াছিলেন,—
বাল্যল্যাবে জায় ১১ কোটি লোকের
বাঁধ। তখনো ১১ জন লোক একত
মতাকথা বুঝতে যথেষ্ট।

একতী হওয়াই মনুষ্য জীবনের সর্বোত্তম
আশা। অতঃপর ভ্রামণ জীবনের সঙ্গপ্রধান
কর্তব্য। একতী কবে মনো-বাক্য ভগবৎ
সেবায়। একতী অর্থে অমালী, মনিষ ও
মহিষ হরিকীর্তনকারী। বৈক্য ভেদতা।
কিছু তিনি নিজে হেবতাতিমান করেন না।
এই হেবতাতি ভেবতার মতান দেখ।
বৈক্য ভগবৎসেবা। বৈক্য নিজেই
সঙ্গাপেক্ষা ছোট মনে করেন। যে নিজেকে
বৈক্য বলে, সে ত' অবৈক্য। বৈক্যের
কোরোষ নাই। তিনি-নির্দোষ। ভ্রামণ
ভ্রামণের অকমলান করেন। তিনি হেবতাতি
ক মনোবাক্য নহেন তিনিই ভ্রামণ। ভ্রামণ
যাকিট বৈক্য হতে পারেন। এইজন
বৈক্যের প্রথমমুখে ভ্রামণ হওয়া বরকার।
সুহৃৎস্বায় বারবা' বা' হইবে 'বিদু'সেবা হয়
না। ভ্রামণ হইল পুঁজি-বাত না- করিলে
বৈক্য হওয়া, যায় না। অতঃপর ভ্রামণ

ভ্রামণ হওয়া বরকার। বিদুতাকি বাতীত
ভ্রামণের কোন কড়া নাই। অতঃপর ভ্রামণ
পূজা করিলে ভ্রামণ ছোট হইয়া বান।
অনেকে মনে করেন, ভ্রামণসকল হেবতার
পূজা করিতে পারেন। কিন্তু এম বলেন,—
ভ্রামণ একমাত্র বিদুই পূজা করেন।

মহাভারত পুঁজিগতি। প্রিন্স বা সর্বা
পাঁচ প্রকারের—পুঁজি-পুঁজী, পুঁজি-পুঁজী,
সখী-সখা, একু তুতা ও নিয়পেক। এই
পাঁচ প্রকারের যে-কোন প্রকারের
সবকাঁপাই না হইয়া যদি আমরা কক-
ততনের অতিমার করি, তাহা হইলে কক
আমাদিগকে ভোগাও দিবেন। কক
কর্তব্য—এই জান বাহার আছে, তাহারই
মঙ্গল হয়। যে-বাকি আঁরি কর্তব্য এতদন
মনে করে, তাহার মঙ্গল কখনই হয় না।
ককস্বাত বাতীত সবই পুঁজিগতি। যেখানে
ককস্বাত বা ককসেবা নাই, সেখানেই
বোঁধসঙ্গ করে। ভোগবৃত্তিতে বিবর্তিত
বোঁধসঙ্গ। হরিসেবার বিবর্তিত মঙ্গলের
কক তাঁহাদের মিকট হইতে সামু ককী প্ররণ
বিবর্তিত বা বোঁধসঙ্গ নহে। হরিসেবা
না করিয়া বিবর্তিত বোঁধসঙ্গ মূলা করিলে
ভ্রামণ প্রভৃতিভাবে বিবর্তিত ও বোঁধসঙ্গের
মতই হইয়া যায়। তক কাহারো মূলা
করেন না। তিনি সকল বস্তুকে কক-
সবকে মর্শন করিয়া থাকেন। সংসঙ্গ না
হইলে অসংসঙ্গ হইলেই। সুতরাং
মঙ্গলকাকী কীর্তনকেই সত্য সত্য অকতিম
সামু অকসঙ্গান করা বরকার। আমরা
অনেক সময় সামুকে মাপিয়া লইতে চাই বা
পরীক্ষা করিয়া লইতে চাই বলিয়া সামু
কপা বা দান হইতে বাকিত হই। চেতন
পর্যাপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।
সেইজন পুঁজি 'মার' পুঁজিগতি পরিভাগ
করিয়া একমাত্র ককেরই পরমাপ্ত হইয়া
কথা বলিয়াছেন। জীবজগৎ মারোঁ
পরমাপ্ত। ককের পরমাপ্ত না হওয়া পমাত
তাঁহাদের উদ্ধার নাই।

ভগবানের করুণা। এট যে, চেতনকী
হরণ তাঁহার চেতন-বৃত্তির অকসীলন ক্রম
ভগবৎসেবা সম্পূর্ণরূপে বরণ করেন তক
সেবতাতি হন, তখনই সেট সেবাশ্রম
চেতনের নিকট—ভগবানের নিকট গুরু-
ব্রত হইয়া আশ্রয়পান করেন। সেবাশ্রম
না হইয়া ভোগোশ্রম থাকিয়া হইলেক
ডাকিবার বতট আঁতর করা বাউক না
কেন, কোন ডাকই তাঁহার নিকট
পৌঁছিব না।

ককবিভরণই কককীর্তন। কক
কীর্তন ককসেবা। কককীর্তনই ককের
সঙ্গ, কককীর্তনই ককমর্শন। কক কীর্তন
করেন। কক কীর্তনের, ককবিভরণ হয়।
কীর্তনকারী আসন—কক আসন—

উভাসন, আর অরণকারী—শ্রুত বা ছাত।
ভগবৎসেবাই উপদেশকের আসন গ্রহণ
করিলেন; তাঁহাই আমাদের মঙ্গল হইবে।
নিজে সেবাই বা সেবাশ্রম না হইয়া
উপদেশকের আসন গ্রহণ করিতে গেলে
হিতে বিপত্তি হইবে; প্রোতা বা স্তম্ভ।
উভয়ের সেবা হইতে বাক্ত হইবে। তক
কীর্তন হলে প্ররণ ও মনে কক আসিবেনই।
কীর্তনকারী অরণ-গ্রহণ মূলাপ হইয়া
থাকে। ভগবৎসেবা আর মূলাপ, অকমর্শন,
মূলাপ বা অকতিমর্শন থাকে না।
তখন প্রকৃত আশ্রয়পান মত মঙ্গল হইতে
মুগ্ধ হইয়া মন আসনগ্রহণে পণ্ডিত
হয় এবং দাতব্য প্ররণ হইয়া জীব নিজ
মঙ্গল-ভবনে অরণ—ক্রমশঃই শ্রীকৃষ্ণের
আশ্রয় সেবা করিতে থাকেন।

হারিকীর্তন সঙ্গকণ করিতে হইলে।
সঙ্গা হারিকীর্তন হইলে—প্রকৃত সঙ্গ হইলে,
মারসঙ্গ, প্রমঙ্গ বা অসংসঙ্গ আসনা হইতেই
খা মরা যাবে। সঙ্গকণ শ্রীকৃষ্ণের
কথা মূলাপে না থাকিলে অকৃষ্ণ চিত্ত
অমরা ভোগ বা মতভর আসিলেই। ভগবানের
মাত সঙ্গ হইলেই প্রোতা বস্ত্র সহিত
ভগবানের কী মঙ্গল, তাহা জানা যাইবে।
এং তখনই জীব মানসে তকপণে
অরণ হইতে পারিবে।

নিরুপদ্রব জিগোমনা কীর্তন করিলে
শ্রীকৃষ্ণের তাঁহার মঙ্গল বাম-লীলা-
পারকরাই মঙ্গল জীবের নিরুপদ্রব চক্রে
প্রতিভাত হন। নিরুপদ্রব পকত্ব কীর্তন
করিলে তৎপ্রভাঃ আমাদের অকমর্শন, মাস-
মর্শন থাকিবে না। তখন সঙ্গই বামমর্শন
বা সেবামর্শনের সৌভাগ্য হইবে। যখন
আমরা শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তাশ্রমে মর্শন
করি, তখনই আমাদের গৌরবাম মর্শন হয়
এং গৌরব মত অরণ্য ও অরণ্যমই গৌর-
বাম—এই অরণ্যজান প্রকাশিত হয়। এই-
ভাবে শ্রীকৃষ্ণমর্শনই প্রকৃত বাস। তাঁহার-
বামের মধ্যে সামু বাস ও সামু বাসের মধ্যে
শ্রীকৃষ্ণাম মর্শন হইলে প্রকৃত গৌরবাম-মর্শন
হয়। তখন ভোগময় গৃহবৃত্তি ও ভোগময়
বনবৃত্তি আর থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের
আশ্রমতো শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিরুপদ্রব
হইলে তাঁহার অকৃষ্ণ ভাবে কিছুই থাকে
না। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ বাতীত
প্রতিভাশা থাকে না। বান কক হইলে,
মারা তাঁহাকে ছাড়িবে। সেজন সামু-
পুঁজি কক হইয়া থাকে নহেন, তক সঙ্গ,
কক সেবা ও ককমর্শন করতে বলেন।
সঙ্গকণ ককে সঙ্গ মাপিতে চাবে; নতুবা
ককবিভরণ আসিবেই। কক মূলা বাহার
আছে, সেই সামু সঙ্গ অকপটে ককিলেই
আমাদের এই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।
হত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গকণ মূলা

থাকা যাইবে না। প্রকৃত অতিমানই মত।
'কক আঁরি' অতিমানই জীবকে গুরুসেবা
মূলাপ দান করে। টহাই অপ্রকৃত
অতিমান। অপ্রকৃত অতিমান আমাদেই
অপ্রকৃত বস্ত্র মঙ্গ ও তাঁহাদের অকৃষ্ণ
প্ররণ হইবে।

ভগবৎ কী কী বিন ?

কক-সেবাই মত কক নাই নাই।
কীলচক্র-ভ্রামণ বোঁধা ককসঙ্গ।

অকৃষ্ণের গতি কি ?

চিত্র দিয়া তন মাতা জীবের বৈ গতি।
না তকিলে কক পারমাত্মক মূলাপ
মার; মারাম পুনঃ পায় মূলাপ।
সকল অকৃষ্ণ মূলাপের প্রকাশ।

বাস্তবিক কি ভক্ত ?

বক্তলোক কার' লোক জাতক আমায়ে।
আপনার মকট বস্ত্র-কণ করেন।
এসকল বাস্তবিক কক-প্রীতি নাই।
অকৃষ্ণ হইলেই সেই ককভক্ত পাই।

শ্রীকৃষ্ণ-হরিকথা-কীর্তন

গৌড়ীমঙ্গলের একটি কীর্তনমঙ্গল
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দের বাণী কীর্তনাব শ্রীকৃষ্ণ-
গৌড়ীমঙ্গল হইতে বার্হগত হইয়া
মঙ্গলমঙ্গল জেলায় বিভক্তভাবে প্রোত-
বাণী কীর্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জেলায় মঙ্গল
করেন।

গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখ গোবিন্দ
শ্রীমাদ পতঙ্গপকমঙ্গল ভক্তগ্রন্থন একু
কীর্তনপাঠি সহ শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল উপস্থিত হন।
২৩শে ডিসেম্বর, রাববার হানীর মনো-টুকু
কোম্পানীর প্রোপ্রোটার শ্রীকৃষ্ণ বিনোদমঙ্গল
গুরু মঙ্গলমঙ্গল সাঙ্গ আমায়ে তনীয় বাস-
তবনে শ্রীমাদ ভক্তগ্রন্থন প্রকৃ শ্রীকৃষ্ণ-
চরিতামৃত আদিলীলা ৭ম পারচ্ছেদ পাঠ ও
সঙ্গতাবে ব্যাখ্যা করেন। সত্য বহু
শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগ্রন্থন ও ভক্তগ্রন্থন উপস্থিত
ছিলেন।

গত ২৪শে ডিসেম্বর গোবিন্দ হরিকথামঙ্গল-
বিবঙ্গ হানীর এগিট্যাট জেলায় শ্রীকৃষ্ণ
জানকী সেনগুপ্ত, ২৭শে মঙ্গলমঙ্গল
মডানগাণাণিচর চেয়ারম্যান শ্রীকৃষ্ণ
বনমঙ্গলমঙ্গল বাস, ২৮শে ডিসেম্বর মঙ্গলমঙ্গল
মডান শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলমঙ্গল মঙ্গলমঙ্গল ও ২৯শে
ডিসেম্বর শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলমঙ্গল মঙ্গলমঙ্গল
গুহে পাঠ হয়। পাঠের আঁত অকৃষ্ণ মঙ্গলমঙ্গল-
মঙ্গলমঙ্গল কীর্তন হয়।

সঙ্গকণ-মত-জীবের কোন সম্পত্তি নাই। আমাদেই কক মঙ্গল।

ଏହି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏ ଶ୍ରୀକାଳିଦାସ

2011: 10/11/12, 13/14, 15/16

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ছাড়ে, সর্ব ব্যথা ভায় ॥

ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କବିତା:

গোড়ায়-মিশন

• (ଫେରିବ)

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟସଠ

ଶ୍ରୀମତୀ ସାଧୁମାତା. - ଲେଖା

২২। অগ্রহায়ণ. ১৩৫১ সন

ସର୍ବାବିଚ୍ଛିନ୍ନମାନମୂର୍ତ୍ତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ,—

আগামী ২৫ ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার হুটতে পঞ্চাঙ্গসত্যাপন ত্রিঐশ্বর্যটীকানুসার-
নুসার পরিচালক সম্মেলনের মেহেত্তোগে ত্রিগোড়ীঘট্টাঘাটাবধি ও বিজ্ঞাপন পরমতঃস
ত্রিঐশ্বর্যকপ্রাপন পুরী গোবিন্দোঠাকুরের আভিষেক ও মংকীউন-মেহেত্তোগপ্রায় ত্রিঐশ্বর্য-
নবাবশের নগটি ধোপ পাঠক্রম করা হইবে। যতাবশ, কৃপা কারুণ্য পারক্রমে যোগদান
করিলে পরমানন্দর বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান কারবার সুযোগ না হইলে এই শাক্তর
অন্তর্ভুক্তানে ত্রাণ ও অর্পণের দ্বারা সহায়তা করিলেও তাৎপল তত্ত্বাবধের নূনাধক সাধনফল-
লাভ হইবে। ধারাবাহিক পত্রিক্রমের ব্যবস্থা নিয়ে প্রস্তুত হইল। তদ্বি—

क्रि.म.प्र.क.न-विह्वल

শ্রীশ্রীস্বপ্নানন্দাম বিজ্ঞাবিনোদ

କାଥାମଠି, ଶ୍ରୀବତ୍ସେନାବଳୀ ସଭା

[illegible]

১= কঃসূত্র. ২২নে কেন্দ্র। বী বৃহস্পতিভবঃ একাদশী-বিভাগ।

১১৭ কাল্পন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার (৩) শগোত্রনাথ ও (৪) শ্রীমধাবীন—
 (পানিপাহা, বতেনাগর, সুবর্ণাচরণ, অঙ্গলগড়, শ্রীহরাপুর রৌদ্রকন্দ, বেণড়া,
 মালভা, টাউডাপ, অনিমনাল, বামনপুখা।)

७२० का. नं. २४८७ क. क. मा. वि. न. न. - वि. न. न. ।

[illegible]

১০৫' ক'ঙ্গন. ২৪শে ফেব্রুৱাৰী, ১৯১৭-ৰ জুনিও-১৯২০-ৰ সময়ত অধিশালভীৰ্ত্তনোৎসৱ
ও ১৪৪' ক'ঙ্গন. ২৬-শে ফেব্রুৱাৰী ১৯১৭-ৰ—আগৌৱ শকটোৎসৱ। ১৯১৭-ৰ বৰ্ষত
ফিব্ৰুৱাৰী আৰম্ভ আৰম্ভ পূৰ্ণ যোগ কৈ আৰম্ভোৎসৱ হ'ব ব'লে।

[illegible]

কৃষ্ণমঙ্গলানুশ্রবণে
নিষ্ঠা-ভক্তি; আর তৎপতি' উদ্যানীকৃত।

[illegible]

ভক্তি মনমোহন এণ্ড সিক্স গার্মি প্রস্তু
শীতকালীন পুরুষের ভক্তির গ্রন্থ সংগ্রহ।
দ্রষ্টব্য।

“গণেশ। ধ'ব নমু'কং তৎপদে'ন। নশলয়।
 কথ্যকେ। কথ্যকেন-। ম. ৯ঃ অ'ভিক্রচা'ও ॥”

সমস্ত জড় উপাধি চর্চাতে, মনোভোগ্য
 যুক্তি, কৃষ্ণপত্তাভেদে, নিয়মিতা, সমস্ত প্রাণ-
 ধারা ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবাশ্মের প্রাণ-
 ভক্তি। অনেক কৃষ্ণমায়া ভয়ানকেও উপাধি
 মনে করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণমায়াভিমান
 পরিণামে ক'রিতে পাইরা প্রান্তে নতেন,
 প্রাণাধিকারকে জড় উপাধিতে অভিমানবটে মনে
 করেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণমায়াভিমানকে জড়
 উপাধির ভাষা জানিও মায়ায় সংসারও
 অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণপরি চর্চিয়া যে নিয়মিতার
 অভিমান, তাহাবশত কোন মূল্য নাই।
 কৃষ্ণসেবকটো একতঃপ্রাণেই নিয়ম।

শ্রীম শ্রীকৃষ্ণ গোখলাম্ শত্ৰু উভয়া ভক্তি-
মৰ্য্যকো বিনিমোহেন,—

“অজ্ঞা। অধ্যায়ঃ ১৭ঃ জ্ঞানকর্তৃভাবতম্ ।
অতীতুলেন কথ্যত্বীগনং ভাস্করম্ ॥”

কৃষ্ণোদ্রয়-তর্পণেচ্ছ। বাণীত মন্ত-
 আভ্যাসপুস্তা, নির্ভেদজ্ঞান, স্বাভাব্যোক্ত
 নিতানৈমিত্তিক্য, কথ্য, বৈরাগ্য, যোগ,
 সাংখ্যভাস শক্তাও পরিত্যাগপুঙ্ক অম্বুল-
 তাবে যে কৃষ্ণপুণীপন, তাহাই উদ্ভা তক্তি।
 ভক্তির সহিত কৃষ্ণজ্ঞান-যোগাধির মিশ্রণ-
 চেষ্টা বা গোঁড়ামির দ্বাবার বাহারা লক্ষণাতী,
 তাহাদের উদ্ধারতার ছলনা অননুষ্ঠান পুণ্য
 পক্ষেই শুকালতী মাড়। বস্তুতঃ ভক্তি
 নিঃসংক, মবন্য, অষ্টৈতুতী, অসংতিতত ও
 নিঃপা। তাহা নিত্যযুক্ত তত্ত্ব আচার
 অষ্ট-দুই প্রান্ত ও দ্বিবেদ পরমেশ্বর।

ଦାତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ
 ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ଅନୁଭବମାନ
 ଶୁଣିବାକୁ ମୋହମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
 ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଏହା
 ଶୁଣିବାକୁ ମୋହମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
 ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଏହା

নীতি পালন বা কট্টর-পালনও যন্ত্র, তত্ত্বও
 ইহাদের মধ্যেই ; স্রষ্টারই সংস্কারে সুখে বাস
 করিতে কঠোর অর্থাৎ সংস্কার জোরে করিতে
 কঠোর সামাজিক নীতিগুলি পালন বা কঠোর
 অর্থের সাহিত্য সংস্কারও উৎসাহ হয় এবং
 তদ্বারা সাংসারিক সুখভোগের বিস্তার ঘটে।
 অর্থাৎ উহার কট্টর ও নীতিপালনকে
 সংসার-ভোগের বাহিন্য করিয়া নিম্নোক্ত
 নীতিগত সংস্কারের আশ্রয়ার্থী লোক লোক
 বাধাবিপন্ন হওয়ার সাহিত্য সংস্কার কাহিন্য জীবনের
 অবদান কামোৎসাহক।

ସାଧାରଣ ନିକଟତମ ସହାୟକତା ପ୍ରାପ୍ତି
 କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅନୁକୂଳ ଉପବିଧିର ଉପସ୍ଥାପନ
 ସାଧନ ନା କରେନ—ଉପବିଧିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନା
 କରେନ, ଡାକ୍ତରୀ ସହ ଚିକିତ୍ସା ନା କରେନ,
 ଯନ୍ତ୍ରାଦି ବୃଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରୀ ବୃଦ୍ଧ ମାନବ ନା ।

সাম্বৎ বহু বা উপায়নট—গুহ। তাহা বহুরূপী।
 যিনি সাধুদুঃখ-বৈশালত হারকথার অকণট
 সেবা কারতে কারতে গৃহে, এমন কি,
 অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদেও বাস করেন,
 তিনিও সংসারমুক্ত হইতে পারেন।
 মহারাজ ঈশুখু, শ্রীমহারীষ, শ্রীমহাশয় ও
 শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সাক্ষ্যে তাহা গাজকর্ণের
 আদর্শ শ্রীমহাশয়কুর লীলার ইবাম-
 পতিভাবি বা মহারাজ শ্রীমতাপকর্ষাবির
 আদর্শ সংসারী জীবের মঙ্গলের অষ্টই অবতীর্ণ
 করিয়াছিলেন। হরিকথার সঙ্কল্পে তাহে
 সেবা ও প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে ইহারা রাজ-
 প্রাসাদে বা গৃহে বাস করতেন।

"গৃহে বাণেশ্য কাশি পুংসৱঃ কুশলকৰ্ণব য় ।
 অৰ্য্যভাৰ্য্য ইবামানং ন বন্ধৱ গৃহা মতাঃ চ
 নবা-কুৰ্ণধে বক্তোঃ ত্রৈলোক্যত্ৰয়বাবিভক্তঃ ।
 ন যুগলং নোচাভ্য ন

କାୟା ଶିଷ୍ଟି ଯତ୍ନେ ଗତଃ ॥”

(ଡଃ ୫.୭୦.୧୨ ୨୦)

ঐতিহাসিক বসিরাছেন, - বিহারী কৃষ্ণ-
 কৰ্ম্ম। অর্থাৎ আমি যে নিখিল কণ্ঠের
 কথার কল্পিত, ইহা জানিয়া
 আমার ঐতিহ্যতত্ত্বের অতীত লক্ষণ
 কাৰ্য্য করেন এবং বিহারী আমার কথার
 কোনকিছন বাক্য করেন, সেটুকু পুঙ্খ-
 নুহে জানিও তখনও পুঙ্খ উহারে লক্ষ্য-
 বাক্যের কারণ হয় না। যেহেতু, বিহারী
 আমার কথা শ্রীণ করেন, লক্ষ্য আমি সেট-
 ক লক্ষ্য বাস্তবিকরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি।
 কল্পে আবৃত্তি করিয়া থাকি। আমার ঐ
 অঙ্গকে একবাচিনী 'ব্রহ্ম' বলিয়া উল্লিখ
 করেন। আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুঙ্খবাক্য
 শোকে, মোহ বা হে-বাক্য আত্মত্ব ও তন্য।
 হরিকথা পিতৃভাষ্যপুঙ্খক নিখিলবাক্য।
 নিখিল লক্ষ্য বা বিহারী-ভাষ্য প্রাপ্ত
 আত্মবাক্য লক্ষ্য ভোগের অতীত কল্পিত
 কথার। 'ব্রহ্ম' ঐতিহ্য ঐতিহ্যতত্ত্ব
 হয় না।

“ଅନେକାନ୍ତରାସ-ଜଗେ ଶୈବକଳ୍ୟାଣ”

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১০

ବିବିଧ ଚକ୍ରାଂଶୁ ପରିଚେୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳି ॥

दिना शतशतवर्षसुखमाना २५

(७५ ६.२२/२७

[illegible]

শ্রীমাম-মাদ্রাস-র-মদোয়াত-কাশ-প্রি-টিং-ওয়ার্ক-হাউসে-শ্রীমদোগোপাল-বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিযাজ-সম্পাদিত-ও-
 শ্রীমদকিশোর-ভট্টাচার্য্য-কর্তৃক-মুদ্রিত-ও-প্রকাশিত

2011: 2011/11/19 10:00

૨૬૮-૨૬૯મી સરવડા

জীবন জীবন কৃষ্ণ জনক জীবন । হেন কৃষ্ণ যে না শুভে, সর্ব বাধা তাহ ॥

নিরপেক্ষ জুজুক্ষিপূর্ণ আলোচনা গ্রহণ
ত জাতি-সমক্ষে ভাস্ক-ধারণা নিরসনমূলে
জাত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনাই
শিষ্ট এবং পরমাখ্যাতক যানবজাভব
বিবণ ভ্রম-মুক্ত নিরাকীত হইয়াছে।
দা ১০ আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রতিঃ ওয়ার্কস হাউসে শ্রী. নরী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেতা সম্পাদিত ও
শ্রী. নন্দকিশোর অভিনেতা ৫৬ ক দ্রুত ও প্রকাশিত

তাহারে সে বনি ধর্ম-কর্ম, সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জগে সমস্ত সবার।

শ্রী শ্রীম-মায়ার পুত্র নন্দীনাথ কাম প্রিন্স ওয়ার্ল্ড হাউজে শ্রী নন্দীনাথ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-মন্ত্র সম্পাদিত ও
শ্রীম-মায়ার ভক্তিমালা কবিতা সংগ্রহ ও প্রকাশিত

স্বাধীন জীবন ক'ক অমক সবার । যেন ক'ক যে না তছে, সর্ব মাথ ওড় ॥

ଶ୍ରୀବାସ-ମାନ୍ନାପୁର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଶ୍ରୀମ୍ତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେତେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟବସାୟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ।
ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ

[illegible]

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচলিত নদীয়া মল্লার একমাত্র দৈনিক গৃহপত্র

১৯৮৭ বর্ষ { ২ গোবিন্দ গৌরাম ১০৮; ১৭ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩০০ ৩-এলা জানুয়ারী ৬ ১৯৪০, মঙ্গলবার { ১৭৯-৮-১৭৭ সূর্য্য।

ଦୈନିକ ନଦୀୟା-ପ୍ରକାଶ

২ গোবিন্দ লিখ প্রভাস গোহাঞ ৪৫৮

ঐকান্তিক ও বাস্তবচরিত্র

(ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁମାଳା ଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ରୀକାମିନୀଙ୍କ ମଞ୍ଚସମ୍ପାଦନା)

“ଏକଜା ଜିହ୍ୱା ହସ୍ତ, ଆସ ମଧ୍ୟ ହୁଅ ।

যারে বৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥”

একটীয়াই অস্ত্র বাহার, তিনি ঐক্যাত্মক
বা তত্ত্বত্বতা । একটী বগডে সংখ্যাগত
স্বাভাবিক নানাস্থের বিশদীভূত তাব প্রকাশ
করে। গীতার ঐক্যগতান্ বগডাভেন,—
“বাসসায়াত্মকা বৃদ্ধিরেকৈ নুতনস্মন।
বতশাখা হনস্মান্ বৃদ্ধিরেহ্যবাসায়িনাম্ ॥”
হে অর্জুন ! একমাত্র বাসসায়াত্মকা বৃদ্ধি
করবে; অবাসায়গণ নানা প্রকার বৃদ্ধির
চালিত হইয়া অসংখ্য পিঙ্গল সৃষ্টি করে।
লক্ষ্যবস্ত্র এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে
দুই নৌকার দুই না দিল অকল্যাণ প্রসব
করে। ঐক্যাত্মকতার অর্থও জীব বহুবিস্তার
আনন্দ হইয়া ব্যাভ্যাসী ও। ব্যাভ্যাস
আচারের অপব্যবহার; লক্ষ্যই জীবের
কাহাট উপাত্ত। অসংখ্য ব্যক্তিগণ বহু-
লক্ষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই
লাভ করিতে পারেন না। যেখানে সমাজীয়
আনন্দে মগ্ন ব্যক্তিগণ সমবেত, না হন,
সেইখানেই বিবক্ষ্যাত্মীয় সংহতিতে
ব্যভ্যাস।

অবস্থান ভগবান পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই
 সত্তা; কিন্তু বাহ্যিক আত্মা ও অন্তরীক
 ব্যক্তিত্বের মধ্যে লক্ষ্য-বিশেষ। এখানে উল্লিখিত
 হয়। ঐক্যাত্মতার অর্থ এই ব্যক্তিত্বের
 অবস্থান করে। অর্থাৎ এই পক্ষের ব্যক্তিত্ব
 পোষণ করিয়াও কাল্পনিক পক্ষের ব্যক্তিত্ব
 উপাসককে নির্দিষ্টকাল অবস্থানপূর্বক একমাত্র
 নিঃশেষ এক কল্পনা করেন। এইস্থান
 ব্যতির ব্যক্তিত্ব হইতে রক্ষা পাউতে
 গেলে একমাত্র নিঃশেষ-কল্পনাট
 ঐক্যাত্মতা পোষণ করে। ঐক্যাত্মতার
 অর্থাৎ একজনের পাত্রকে পাঁচলকার
 কক্ষেতর বাহ্যিক পক্ষ লক্ষ্যকৃত বস্তুকে স্বীয়
 স্বীকার ও কালোদের স্বীয়ের বিশেষ সাধন
 কাম্য। সুতরাং অবস্থানে পাইয়া সত্য
 করলে স্বীয়বস্তুকে বিশেষত্ব ধরাসত্য,
 শেতকালে কক্ষেতর বাহ্যিক পক্ষ লক্ষ্য-
 পালনাগত ব্যক্তিত্বের আধা-কালে পাইয়া না।
 একজন সেক্ষেপে বস্তু লক্ষ্যে সেক্ষেপে
 অসমর্থ, তজ্জন ঐক্যাত্মক বস্তুবস্তুগত
 প্রকারে বস্তু না। ব্যক্তিত্বের প্রকারে বস্তু
 উপাসনা কর ব্যক্তিত্ব বস্তু, ব্যক্তিত্ব কখনও
 অসাম্প্রদায়িক হইতে পারেন না। উপাসনা
 বস্তু কখনও সত্য হইতে পারেন না। অত্যাগত
 অর্থাৎ হইতে, বিরোধের অর্থাৎ হইতে বস্তুবস্তু
 প্রাপ্ত। ঐক্যাত্মক বস্তু, — "অর্থ
 বিচার্যতিনিবেশতঃ অত্যাগতপক্ষ
 বিশেষত্ববস্তু।"

অবশ্য চক্ষুজ্ঞান চর্চাতে লভ্য হইয়াই
মানব বিত্তীয় বস্তুতে আত্মনির্ভর হন। এত
অ'ত্ম-বেশই তাঁহাকে অতঃপদ ঐকান্তিকতা
চর্চাতে বিমগ্ন করাইয়া তদন্ত বা চিত্তাবেশ
রূপে নিক্ষেপ করে। ঐকান্তিকগণের
উপাত্ত বস্তুকে বহু জ্ঞান হইতে ভয়ের
উৎপত্তি। নিঃস্বের বচনজ্ঞানই ভয়ের কারণ।
সংজ্ঞানামণিগ্রহ পূর্বমধ্যেই চক্ষুই একমাত্র

[illegible][illegible]

“বাগোহং কোণপেস্ত্রং বান্ধাত্তিকপুংঃ ।
 হুত্বাভ্যুপাস্যন্তঃ নিবৃত্তাঃ সাক্ষাৎকঃ ॥”
 আনি অস্তিত্বকর্মী কোণপেস্ত্রং ত্রিধাভ্যে
 দাস হুত্বান্। আনি পত্রসৈন্তসংহাতি পবন-
 নন্দন ।

এল সনাতন গোপালী পত্নী ব'লধাছেন,
 “আমিন্ ! কলিপতিদাতা”

ইত্যাদি১৫নৈঃ পলু ।
 এসিকো মতিমত্ত দাতমেব প্রকোঃ কপা ॥
 বদুচ্ছয়া লক্ষ্মণি বিকোদীপনবধে যঃ ।
 নৈকন্ মোক্ষং বিনা দাতং

তইম্ ৩৩মতে নমঃ”
 (শ্রীমুণ্ডাকগবতাস্ত)

“কলিপতি শ্রীমুহুমান্ তগদকাত্তে প্রসিক”
 —এতাদৃশ্বাক্যাবাণী নিম্নরূপে শ্রীমুহুমানের
 মহিমা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দাতার প্রভুর
 কপা, অরণ অপেক্ষাও দাতার শ্রেষ্ঠ। তদ্বৎ
 শ্রীমুহুমানের সাক্ষাৎ হৃদয়ী সেবা আরও
 প্রাণসমীহ। অরণ পারহ অপ্রত্যক কথ্য।
 আর দাত সাক্ষাৎসেবা। এতদন্ত অরণ্য
 তকিনিকক শ্রীমুহুমান্ আপনা অপেক্ষা
 শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া শ্রীমুহুমান্কে স্তব
 করিয়া বলিয়াছেন,— “বে শ্রীমুহুমান দানবৈ
 শ্রীমুহুমান্ বিকট বদুচ্ছক্রমে লক্ষ দত্তসজ্জিত
 মোক্ষও অতিলাভ করেন নাহ, আম মোহ
 শ্রীমুহুমান্কে স্তব করি।”

অহো! যে আপনি নিরন্তর শ্রীমুহুমান্
 চাক্ষুর আভি বাচ্য সেবাসুতের মহাসমুদ্র,
 সেহ আপনি সত্যই শ্রীমুহুমানের অতিশয়
 অমূল্যের দিকপদ প্রদান পাই। আপনিও
 ঠাকুর দাস, সখা, বান্ধব, আসন, ধ্বজ, ছত্র,
 চক্রাঙ্গ, বাজন; স্বাভাৱিক, মন্ত্রী, চাঁকসক,
 পদমোক্ষা শ্রেষ্ঠ সহায়, মহাকৌশল্যক,
 স্মরণীয়, পরমপ্রদানপাত্র, ওদায় সংকীর্তি-
 কখ্যাপ্ত জীবনধারী, নিরন্তর তদাঃপ্রতক্ষনের
 আনন্দবদ্ধক, মওম এবং শ্রীগুরুদ্বার
 হৃদয়েও বৈষ্ঠ। অহো! আপনি সেবাসুত
 অপেক্ষা অস্ত্রাক্ষুর্ অসিক মনে না করিয়া
 উদার-নিরোমাণ প্রভুর প্রতি এতরূপ
 সন্তানস্বায়ক বাক্য বলিয়াছিলেন,— “হে
 জ্যোতি! ‘আপনি আমার বর্মী ও আমি
 ‘আপনার দাস’—এই জ্ঞান যেখানে বিলুপ্ত
 হয়, তাদৃশী সুকৃত ভগবৎ-বদ্যাপিনী বচনও
 আমি তাহার স্মৃতি কর না।

দাত অপেক্ষাও সখ্যাত্তর শ্রেষ্ঠতা।
 এতদ দাতার তক শ্রীমুহুমান্ সখ্যাত্তর
 মহাজন শ্রীমুহুমান্ পাণ্ডুগণ-সমুদ্রে
 বাগধাছেন,—

“স যেহাং বাল্যভক্ততথ্যভাপদগণেরপাং ।
 বৈধাং বদ্যং বদ্যো জ্ঞানং

ভক্তিং প্রেমাপাদবর্ননং

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীমাদ্বাদীশ্বর নমঃ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্দির

২৪ অক্টোবর, ১৩৪১ সন

যথানির্দিষ্টকালানুসারে নিমন্ত্রণ,—

আগামী ১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-
 মায়াপুরে শ্রীশ্রীগোবিন্দের জ্যোৎস্ন উপলক্ষ তত্ত্বসম্মেলন, নামসংকীর্তন, মনোহরসাতী-
 কীর্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ ভোগভাগ, ত্র্যক্ষণ বৈষ্ণব-অভিষেকসেবা ও বাগ-মহোৎসবাদি হইবে।
 ১৪ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার অগ্নিহোম ও ঘটিকা সম্বন্ধে শ্রীধাম-লীলাগোপাল-
 সাধারণ অধিবেশন হইবে। এই সময় শ্রীশ্রীগোবিন্দের প্রিয়কাব্যাক্রান্তগণের সমাধিস্থিত
 সৎকাব্যের আলোচনা হইবে। মতামতের সলকিরে উপস্থিত প্রাধনীরা ততঃগমন
 হইলে অত্র সমাগত তত্ত্বগুরু মহাপ্রভুর সজলিত পদমল্লিকায় হইবেন।

আগামী ১৫ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার হইতে ১৩ই
 ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার পর্য্যন্ত নয়টি দীপ পরিচর্য্য হইবে।

শ্রীমন্মন্দির

শ্রীমুহুমান্ সন্যাস বিজ্ঞাপনোদ

কাষাস'চ। শ্রীমদ্বাদীশ্বর-দামপ্রদায়ী সত্য

জ্ঞেয়ঃ—বি এও এ আর লাইনে সন্ধানগর সিটিও গাড়ী বদল করিয়া নবদ্বীপঘাট
 ট্রেনে নামিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই আর লাইনে ‘নবদ্বীপ-ধাম’ ট্রেনে নামিয়া সত্তর নবদ্বীপ হইতে শ্রীধাম-
 মায়াপুরে যাওয়া যায়। সত্তর নবদ্বীপ হইতে গকা পার হওয়া পুণশ্যারে ঘাটীন-নবদ্বীপ
 শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যায়।

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত ‘সামান্য’ তত্ত্বাদি ‘মহোৎসব’ গণিত শ্রীধাম স্তবদ্বীপ
 গণিত্যদ্বীপ স্তবিত্ময় পত্নী, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমাদ্বাদীশ্বর, নবদ্বীপ’—এই
 ঠিকানায় পাঠাতে হইবে।

সারথ্যঃ পার্শ্বদ্বয়ক সেবনং মন্ত্রদ্বয়ক ॥

বীজসন’জ্ঞানং যৈকে স্তব’তনদ্বীপ ॥

কিংবা স মতকাংগাংগেয়ং নাচর’ত পত্নীঃ ॥

সেবা সখ্যঃ শ্রীমদ্বাদীশ্বর তদ্বাদ্যং ॥

জ্ঞান’ম’প্রদায়ী ॥

(শ্রীমুণ্ডাকগবতাস্ত)

প্রভু শ্রীমদ্বাদীশ্বর হইতে পাণ্ডব-

গণের সমুদ্র তত্ত্বদ্বান প্রভূত হুত বধ-

দাদান্যাদি বাদ্য বৈষ্ণবঃ সত্যবর’রা তগতে

ভাৱ্যবর’রা, ঘট, যশঃ, প্রাণ, চাঁক ও

প্রেম প্রভুর ক রহাছেন এবং প্রাণ ভাৱ্যবর

সারথ্য, পার্শ্বদ্বয়, সেবা, মন্ত্রদ্বয়, দোতা,

যজ্ঞান্তে রাধাকান্তগণ, অমৃতগণ, প্রভৃতি

গণগণ করিয়াছেন। সেহ প্রভু শ্রীমদ্বাদী

মহোৎসব হইয়া পাণ্ডুগণের প্রভূত-না

করিয়াছেন। অতএব সেখানে সেবা, সখ্য

ও প্রাণভাব—এই তিনই পরম্পর প্রাণভবনে

শোভা পাঠিতেছে।

শ্রীমদ্বাদীশ্বর আশ্রয়বোধনাথ্য তকির

জ্ঞান, অর্পণ ও আশ্রয়বোধনের মধ্যে পার্থক্য

আছে। অর্পণে নিজের চিন্তা, কষ্টদ্বারা-মান

বা আশ্রয় আছে, পরে ফলটি শ্রীমদ্বাদী

দ্বিবার চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু আশ্রয়বোধনে

নিজের আশ্রয় নাহ। আশ্রয়বোধনের

পূর্বক ভাবন নাহ, কিন্তু অর্পণ পূর্বক

ভাবন আছে। আশ্রয়বোধন তক, কিন্তু

অর্পণ সাক্ষাৎক নহে। শ্রীমদ্বাদীশ্বর

আশ্রয়বোধন কারণে শ্রীমদ্বাদীশ্বর বদুচ্ছ

করিয়াছেন। এই নবদ্বীপের পাঠদান

শ্রীমদ্বাদীশ্বরগণ।

বিশেষ জ্ঞেয়ঃ—শ্রীমদ্বাদীশ্বর প্রভু

আশ্রয়ভাব ভাবনা। প্রাণ বদুচ্ছ

খাচার গও ১৩ই মাঘ পানবার শ্রীমদ্বাদী-

প্রকাশ প্রকাশিত হই নাহ

প্রকাশ প্রকাশিত হই নাহ

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে ১৪শে

পরমাশ্রয় শ্রীমদ্বাদীশ্বর আশ্রয়ভাব
 কপালীকালে শ্রীধাম মায়াপুর ১৫মী একাদশী,
 শ্রীমদ্বাদীশ্বর ও শ্রীমদ্বাদীশ্বর সত্তর
 আশ্রয়ভাব মতাবলম্বী উৎসব ও শ্রীমদ্বাদী-
 শ্বর কীর্তনমুখে প্রভুভাব সন্মার হইয়াছে।

গত ১৩ই মাঘ, ২৪শে ফেব্রুয়ারী,
 শুক্রবার শ্রীমদ্বাদীশ্বর প্রভুর আশ্রয়ভাব-
 দিবস শ্রীমদ্বাদীশ্বর উৎসবকালে শ্রীমদ্বাদী-
 শ্বর কীর্তনমুখে, পঞ্চম ও উৎসবকীর্তনকালে
 শ্রীমদ্বাদীশ্বর প্রভুর পীঠায়ণ আরম্ভ হয়।
 কীর্তনমুখে শ্রীমদ্বাদীশ্বর মল্লিকাভাবক প্রভু
 শ্রীমদ্বাদীশ্বর পীঠায়ণ হয়। সাতকালে একটি
 শ্রীমদ্বাদীশ্বর প্রভুর বাহির হইয়া শ্রীমদ্বাদীশ্বর
 পীঠায়ণ করেন।

সন্ধ্যারাত্রে প্রভুর পীঠায়ণ প্রভুর শ্রীমদ্বাদী-
 তকিটাব সাগর মহারাজ কল্লকণ বাবু,
 শ্রীমদ্বাদীশ্বর প্রভুর মতাবলম্বী কথ্য কীর্তন
 করেন। তৎপরে দিবস শ্রীমদ্বাদীশ্বর তত্ত্বগুরু
 ও সমাগত বাক্যগণকে শ্রীমদ্বাদীশ্বর প্রদান
 করা হয়।

বোধে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

পরমাশ্রয় শ্রীমদ্বাদীশ্বর আশ্রয়ভাবক
 প্রভুর বোধে শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ৩ই মাঘ,
 ১৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার গৌড়পার্বণ
 উপলক্ষ্যে দাস গোবিন্দী প্রভু, শ্রীমদ্বাদীশ্বর
 প্রভুর, শ্রীমদ্বাদীশ্বর প্রভুর ও প্রভুর প্রভুর-
 দ্বারা আশ্রয়ভাব; শ্রীমদ্বাদীশ্বর প্রভুর
 প্রভুর প্রভুর, শ্রীমদ্বাদীশ্বর প্রভুর
 প্রভুর-উৎসব এবং ৭ই মাঘ, পানবার
 শ্রীমদ্বাদীশ্বর আশ্রয়ভাবক আশ্রয়ভাব উৎসব
 শ্রীমদ্বাদীশ্বর প্রভুর কীর্তনমুখে প্রসঙ্গ
 হইয়াছে।

বৃহস্পতিবার উৎসবকালে শুভবৈষ্ণববন্দনা,
 পঞ্চম ও বৈষ্ণবমহোৎসবকীর্তন কীর্তনকালে
 বৈষ্ণবগৌড়ীয় হইতে শ্রীমদ্বাদীশ্বর
 প্রভুর আশ্রয়ভাব চরিতকথ্য আলোচিত
 হয়। কীর্তনমুখে মল্লিকাভাবক সেবকগণ
 “তৎসংগে তৎসংগে আমার মন অতি মন” এই
 কীর্তন সত্ত্ব শ্রীমদ্বাদীশ্বর-পরিজ্ঞা করিয়া পুনরায়
 প্রভুর হইতে শ্রীমদ্বাদীশ্বর দাস গোবিন্দী
 প্রভুর জীবনচরিত বোলা ১১টা ঘটিকা পর্য্যন্ত
 আলোচনা করেন। পরে মল্লিকাভাবক
 কীর্তনমুখে প্রসঙ্গ হয়।

পুনরায় অপরাত্নকালে গৌড়ীয় হইতে
 শ্রীমদ্বাদীশ্বর প্রভুর ও প্রভুর বৈষ্ণব চরিত
 প্রভুর জীবনচরিত আলোচিত হয়। সন্ধ্যা-
 রাতে শুভবৈষ্ণববন্দনা, শুভবৈষ্ণব, পঞ্চম ও

সম্প্রদায় মধ্যে জীবের কোম সম্পত্তি থা। সাক্ষ্যকে প্রেম যার, সেই বক্তৃ থা ॥

নিরপেক্ষ শুদ্ধিগুণ আলোচনা-গ্রন্থ
 চাতে তত্ত্ব-সংকে জ্ঞান-দায়ণানিরসনমূলে
 প্রৌঢ় ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনায়
 প্রদর্শিত এবং পরমাখ্যসংকে মানবজাতক
 সাধারণ প্রথমমুখ নিরাকৃত হইয়াছে।
 মুদ্রা ১০ আনা।

ମୋ: ଶ୍ରୀମାତାମୁଖ, ନବୀନା ।

পো: ইনাখাপু. নদীয়া

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

२८-७-२८-७५ नदयती

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

— ::(•)::— ..

ତଂ ନେତାହଂ ॥

আজ এই সুমধুস্মিতিতে যে নিভাসিত
 তপস্ব্যপাথর তপস্বিনীছায় অমোঘের স্রোতি
 কলাপবন হরিষা নিকতনে গিখে আনন্দিত
 হইয়া ছেলেন। ষাঁড়ের দেবচরিত্র উপাশ্রয়
 আমার কার দীনদীন পাঠক, দুর্গা, পাঠক
 একমাত্র বখালস্বয়, জীবন, ভূষণ, তখন-
 পূজন, সম্পদ, গাণন ও জীবনের জীবন,
 সেট পঠিতগাথন প্রাকৃপান ও নিষ্কৃপান
 শ্রীমত কালিদাস সন্যস্তী গোবামী ঠাকুর
 জন্মে জন্মে আমাদের নিভাসিত। তাঁহার
 মেহকপটি ধাপন দীনদীন কালগের একমাত্র
 আশা তরঙ্গ ও সন্যস্ত। অনাথের নথ,
 অসহায়ের সহায়, দীনের বন্ধু, লভ্য সাগর,
 মেহময় শ্রীম প্রাকৃপান সন্যস্ত থাকিয়া
 সন্যস্ত। আমাদের মেহকপা করিয়া গঙ্গা
 করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার মেহ-
 কপাও তুলনা নাই! তাঁহার অর্ঘ্যচিহ্ন

Head Servitor, not the Enjoyer.
 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗିତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ

শেষ করিতে পারে না। তাঁহার ব্রহ্মকণ্ঠ
 শ্রীকৃষ্ণশ্রীত বা শ্রীকৃষ্ণসাক্ষ্যকালোলের
 একমাত্র উপায়। শ্রীমদ্ভাগবত জগৎ
 আলো। তাঁহার অন্তর বাহির শ্রীকৃষ্ণের
 আলোতে পূর্ণ আলোভব, তিনি শ্রীকৃষ্ণের
 আলো। যে আলোতে 'কালো'কে অর্থাৎ
 শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায়, সেই আলোর অন্তর
 আনন্দের নিত্যোপাত শ্রীমদ্ভাগবত।
 আমরা আলোকরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শনের একটি
 রূপমাত্র। এই আলোক কালোকে দেখায়।
 কালোর মূরমা আলোই একট কং
 আলো কালোর সুবোধানে নিত্যকাল
 উৎসব, উৎসবে উৎসবে আনন্দসং কং
 অশ্রুত বায় বাকুল। আলোর অবতার
 শ্রীকৃষ্ণদর্শন কোটিচন্দ্রশ্রীত। এত
 শ্রীকৃষ্ণদর্শনকে আশ্রয় করিলে জীবের
 আর আলা থাকে না,—ওৎ, চিত্ত ও ভব
 থাকে না। তখন সেই আশ্রিত ব্যক্তি সুখ
 ও নিশ্চিন্ত হওয়া মানসে প্রভুসেবা করবার
 মৌল্য লাভ করত সত্য সেদানসে
 ডুবরা থাকে। গুরু জীবের জীবন।
 গুরুদেবতায় হইলে আর জীবের চিত্ত-
 ভাবনা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যকে
 সন্তোষভাবে রক্ষা করেন। গুরু অপায়
 ব্রহ্মকণ্ঠ কথ্য আগ্রহ অকণ্ট সন্ত
 সেবক অশ্রুত উপলব্ধি করিতে পারেন।
 বাহার গুরু আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে
 আনন্দ করেন। শ্রীকৃষ্ণদেব শ্রীকৃষ্ণ-
 গৌর। এক কৃষ্ণগৌর তত্ত্ব বা ভূত
 প্রকৃত কৃষ্ণগৌর বা কৃষ্ণভূত। আলোদর্শনে
 যেমন বস্তুদর্শন সন্ত হই, সেইরূপ গুরুদর্শন
 বা গুরুশ্রীত হইলে কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণশ্রীত
 সন্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং জীবনে-
 মরণে, পশু-বপনে গুরুদেব চিত্ত রক্ষা
 প্রদান হইলেই মরণ। গুরু সুখেই কৃষ্ণ

(25: 5:)

[illegible]

সবার দ্বিগুণ কৃষ্ণ জনক সবার । হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সৰ্ব্ব ব্যর্থ তার ॥

ଆହାରିବ ନେ ବାଞ୍ଛା ହୁଏ-କର୍ମ, ଅକାଳୀନ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ଶ୍ରୀତି କରେ ମନ୍ମଥ ମହାବ ।

ଶ୍ରୀଧର-ସାରାପୁର ମନ୍ତ୍ରୋଦ୍‌ଘୋଷ ଟି.ଟି.ଏ. ଓଡ଼ିଆ କଲେଜରେ ଶ୍ରୀମନିଗୋପାଳ ବନ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ତତ୍ତିକା ନାମ ସମ୍ପାଦିତ ଏ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତତ୍ତିକା ନାମ ଦୂର୍ଭବ ଗୁଣିତ ଏ ଉଦ୍‌ଘୋଷ

সবার জীবন কৃষ্ণ ভরক সবার । হোক কৃষ্ণ যে মা ওছে, সর্ব্বার্থ তারি ॥

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আলাদা-আলাদা
 ভাবে তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রাক-ধারণা-নিরসনমূলক
 প্রাথমিক ও আত্মীয় বিচার ও সমালোচনামূলক
 প্রশংসা এবং পরামর্শসম্বন্ধে মানবতাবোধ
 সাধারণ ক্রমসূচী নিম্নলিখিত হইয়াছে।

କରିତେ ନା ପାରିବେନ, ଓଡ଼ିସିନ ଓହାଦେବ
 ଭାଜିଲାବେର ଆମାଓ କମ । ପୁରୁଷାକିଟ
 ଭୀଷେର ମନ୍ୟାସ୍ତି । ମେଟ ଭାଜି ମାହିତେ ହଟିଲେ
 କାଧବତ: ଶ୍ରଦ୍ଧାତ ମାରୋଜନ । ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଞ୍ଚିତ
 ତାହା ମାତ ହସ ନା ।

શ્રીહરિકથા-પ્રસન્ન

সকলেই সঙ্গীকারপূর্ণকালে শ্রীকৃষ্ণের দাস
ও তাঁহার উপাসক। জগৎও সকলেই
অবশ্য ও ন্যাতিরিক্তভাবে শ্রীভগবানের সেবা
কার্যেছেন। বিবিধ সঙ্কট হউক, বা
আবিধের সহিতই হউক, সকলেই
শ্রীভগবানের সেবা করে—শ্রীভগবানকে
ভীর, কারণ, শ্রীকৃষ্ণই প্রত্যেক চেতন-
স্বরূপের প্রাণ, আকর্ষক ও আনন্দময়।
শ্রীকৃষ্ণ রসময়। শ্রীকৃষ্ণই আনন্দের আকর।
এই আনন্দই প্রয়োজন। চেতন আনন্দ
ছাড়া থাকিতে পারে না। যে-কাল পর্যন্ত
আনন্দবশী জীব সন্তুষ্টি না হয়, তর্ভাগিন
যজ্ঞজীব্যভিমান থাকে। প্রত্যেক জীবের
জন্মে যে অবিমিশ্রিত আনন্দবশী আছে,
তাহা বজ্রজীব বৃত্তিতে পারে না। সাধুও
সদাশ্রমে শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিবার
অযোগ্য বধন হয়, তখনই জীব বৃত্তিতে গায়েন
যে, তাঁহাতেও আনন্দবশী আছে। ভগবৎ-
সেবাধর্মই সেই আনন্দবশী।

ଶିକ୍ଷକ—ତଜନୀର ସନ୍ତ, ଜୀବ—ତଜନକାରୀ
 ସନ୍ତ; ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାବସ୍ଥା କ୍ରିଷା—ତଜନ ।
 ତତ୍ତ୍ୱ ଜାନକୀର ମହାକ୍ରିଷା, ଶିକ୍ଷକ ମହାସନ୍ତ ।
 ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମହାସନ୍ତର ଜୀବନୀର
 ମିତ୍ରମାନଙ୍କ । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟଶ ଆମ
 ଆମ । ତିନି ଅଧ୍ୟାୟକ ଶିକ୍ଷକ । ଶିକ୍ଷକ
 ଆମ ଶିକ୍ଷକ ମହାକ୍ରିଷା । ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବାବସ୍ଥା ।
 ଶିକ୍ଷକ ମହାକ୍ରିଷା, ଆମ ଆମ—ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ।
 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ, ଆମର ସର୍ବ । ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ
 ଶିକ୍ଷକ ମହାକ୍ରିଷାରେ ସର୍ବାବସ୍ଥା କୋମଳ
 ନୀଳ, କେବଳ ମାତ୍ରମାନଙ୍କର ସର୍ବାବସ୍ଥା ଆମର ମାତ୍ର
 ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବାବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକ
 ଶିକ୍ଷକ ମହାକ୍ରିଷା

[illegible][illegible]

১. **শ্রীকৃষ্ণ** অখিলব্রহ্মসুতাদিহ। ঐহ্যার
 বেই রস, তিনি সেওলেও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে
 পান। **শ্রীকৃষ্ণ** মাধুৰ্য্যবগ্রহ। ঐহ্যার সবই
 মধুর, মধুর হইতেও সুমধুর। ঐহ্যার নাম
 মধুর, রূপ মধুর, গুণ মধুর, লীলা মধুর ও
 পরিচয় মধুর। মাধুৰ্য্যের পরাকর্ষা বা আকর
 তিনি। **শ্রীকৃষ্ণ** বড় কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণমহাবর। এট
 রূপ লোকধা ও মাধুৰ্য্য আর কাহারও নাহ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ-ଦେହୀତେ ଡେବ ନାଟ, ଜଗ-
 ଜ୍ୟୋତିରେ ଡେବ ନାଟ, ଗୁଣ ଗୁଣୀତେ ଡେବ ନାଟ,
 ନାମ ନାମୀତେ ଡେବ ନାଟ, ଗୋପା ଓ ଗୋପା-
 ମୁଖ ସାକ୍ଷ୍ୟେ କୋନ ଡେବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
 ସେ କୋନ ଏକମି ସଦା—ପୂର୍ବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟାବଦାୟନ—ପୂର୍ବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟାମୟ କର୍ମେର ହାସ୍ୟେ ଉଦୟନ କ'ରିତେ
 ମାୟେନ, କର୍ମେ ମାୟେର ହାସ୍ୟେ ଉଦୟନ କ'ରିତେ
 ମାୟେନ, ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କାରିତେ ମାୟେନ, ଚକ୍ର ମାର୍ଦ୍ଦ
 କାରିତେ ମାୟେନ, କୋନ ହିଁ ଅସ୍ତେ କୋନ ଥକାସ
 ଅଭାବ ନାହିଁ ।

[illegible]

চতুর্ভুজ নামক সন্তান চেষ্টা করে, কিন্তু
 তদাশি অসমর্থিত শ্রীকৃষ্ণভবের অতিক্রম
 টেকনিকের অসমর্থিত সন্তান নহে। একমাত্র
 শ্রীকৃষ্ণ অসমর্থিত চেষ্টা ওঁহা হইয়া যত তিনি
 নিজেই জানাটলে ওঁহা নিজেই হইয়া যায়।
 উপলব্ধি করিতে পারে না। সেজন্যই
 শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরগণে বিশ্বকে শ্রীকৃষ্ণ-
 জানাটয়াছেন। এই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণ
 নিজেই জানাটতে পারেন, আর পারেন —
 ওঁহা নিজেই। শ্রীকৃষ্ণ-দেবদেব
 শ্রীকৃষ্ণই নিজজন। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ
 প্রথমে শ্রীগৌরচন্দ্রের কথা বলিয়াছেন।

অনর্থযুক্ত জীবের শিকড়তলনে যোগাভা
 নাট। অনর্থযুক্ত জীবের শিকড়তলনের
 অভিনব বা চোরা - শিকড়ের অংশবতার বা
 শ্রিবিষ্ণু অর্চনমাধ। অনর্থযুক্ত জীবের
 যোগাভার শিকড়চৈতন্যে টানত হইয়া
 জীবকে অনর্থ নিমুক্ত করাইয়া শিকড়ের
 নিগূঢ় ভজন-সম্পদ অর্থাৎ নিজভজনমুদ্রা
 প্রদান করেন। নিজভজনমুদ্রা প্রদানার্থ
 যঃ শিকড়ের উচ্চ। তৎলে তিনি
 শিকড়চৈতন্যে অবতীর্ণ হন। যুগধর্ম
 প্রচাচারি শ্রিবিষ্ণুর কাথ্য : কিন্তু শিকড়
 বাতীত অপর অংশবতন্তের কৃকপ্রদান
 অসম্ভব। বিধাতা-প্রচারের অত শ্রিবিষ্ণুর
 অবতার, আর গাগভক্তি-প্রচারের অত
 শিকড়চৈতন্যবতার। শিকড়চৈতন্যেবের
 আশ্রিতজনই শিকড়সুগমাযুগ-গম্যকারী
 আদানন করিতে সমর্থ। যাবুধাশ্রয়
 শিকড়ের ঔদায়াশ্রয়বতারই - শিকড়-
 চৈতন্যেব। শিকড়চৈতন্যে যাবুধা ক্রোড়ী-
 কুণ্ড ঔদায়া, আর শিকড় - ঔদায়া-ক্রোড়ী-
 কুণ্ড যাবুধা।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରନେତ୍ର ବାଳାଘ୍ରବାମନନେତ୍ର
 ନାବାଞ୍ଛର ଅବାଧ ଏକକାଞ୍ଚ ଶ୍ରୀକାଘ୍ରବାମନେତ୍ର
 ଶ୍ରୀମାତମହାପ୍ରସାଦେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂମିନ ଚନ୍ଦ୍ରତେ
 ନାରେ । ଅନର୍ବାଚନୁତୀନହା ଗାଏତ୍ର ଓଷ୍ଠକ
 ନିର୍ମଳ ମହତସକ୍ତେ ସ-ସ ମହତ-ମୁନୀତାବ
 ଶ୍ରୀସକଳନାମନେତ୍ର ଶ୍ରୀପଦନେତ୍ର ଶ୍ରୀମାତ
 ଡାକତ ବଧ ।

[illegible]

বৎসর পরেও হটক নিশ্চয়ই গম্বাফানে
পৌঁছবেন।

[illegible]

শ্রীকৃষ্ণାବତାରମ୍ଭ ଅଭିନିবেଶଣ ଏକାଦ-
 শিবে, আর লক্ষ্য প্রাপ্তি অভিনিবেশণ —
 ভোগের প্রাপ্তি অভিনিবেশণই দ্বিতীয়াভ-
 নিবেশ। শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণাবতারণে স্বাভাবিক ক্রটি,
 লোভ ও লালসার আকান্বেষণের জননী।
 বাহার যে বিষয়ে ক্রটি ও লোভ, সে বিষয়ে
 ভাবের অভিনিবেশ উদ্ভূত হয়। বিষয়ীর
 বিষয়ের প্রাপ্তি লোভ আছে বলিয়াই ভাবের
 বিষয়ের প্রাপ্তি স্বাভাবিকভাবে অভিনিবেশ
 হয় নাসন বা মস্তকের প্রয়োজন হয় না।
 ভক্তগণ অতীন্দ্রে বর শ্রীপাদসঙ্গে সঙ্গকল্প
 এককল্প অভিনিবেশ প্রার্থনা করিয়া
 থাকেন,—

“য. শ্রীঃ গরুড়বোক্তানাং বিবর্তেহনপাতিতী ।
 বামভক্ষরঃ ৫: ৩। মে জলবাহাঙ্গসঙ্গতু ৫”
 মুক্ত ১৫ ভাগ পূর্ণ বিবর্তকালে যেকণ
 ইকান্তকী শ্রীঃ, তোমার নিরক্ষর অঙ্গকান্তী
 আবার জলর হস্তে লেগণ শ্রীঃ ত যেন অঙ্গপত
 না হয় ।

“ସୁମତିନା: ବଧା ସୁନ ସୁନା ବସୁତୋ ବଧା ।
 ବାନୋହା ତପସେ ତପନସ୍ୟେ ।

‘**ସେ ଯାହାଙ୍କର ସାହି ଏ**’

ଦୁଇତୀକାମେର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୁଇକାମେର ଧନ
 ଦୁଇତୀକେ ବେକମ ଗଡ଼, ବନ୍ଧ, କାହାଣୀ ଧନ
 ଅମଳାକେ ବନ୍ଧମ ଗଡ଼ ବଡ଼କ ।

সমাজে জাগরণের কীৰ্ত্তনস্বৰূপে সম্পন্ন
হইতে চাইতে উচিত। গতকাল, গতকাল
থাকে। সফলতার পথে 'নিউইপার কমল',
'কবে হবে বল' সেদিন আশা ও 'গৌরী'
বলিতে হবে' প্রভৃতি মজার কীৰ্ত্তন হইলে
কিন্তু 'কিছো'র মতো কীৰ্ত্তনকারী
সমাজে মজার মতো নিকট পার হইতে
কাল হইলে কালই মজার মতো হইবে ও
অন্যদের পক্ষে উচিত। অসীম কৃপা ও
চেষ্টা কীৰ্ত্তন করেন।

বিবিধ সংবাদ

দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী

সাহায্যের ব্যবস্থা

বাহুল্য সরকার কলিকাতার দুঃস্থ
নরনারীদিগকে কলিকাতার দুঃস্থ
জনসংখ্যার মধ্যে যে বস্ত্র ও কপণ
নিৰ্ভরতার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে সরকারী
জানকীসমূহের পক্ষে সাহায্যের ব্যবস্থা
করেন। নিম্নলিখিত দুঃস্থ নিৰ্ভর
করেন।

১। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
২। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
৩। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা

৪। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
৫। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা

৬। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
৭। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা

৮। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
৯। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা

১০। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা

নিম্নলিখিত নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
১। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা

রেলের বিপুল আয়

১। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
২। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা

সাহায্য ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা

১। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
২। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
৩। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা

অগ্রযাত্রী সাহায্য তহবিল

তহবিলের নাম

১। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
২। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
৩। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা

আসানসোলে দারুণ শীত

১। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
২। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা
৩। দুঃস্থ নরনারীদিগকে সরকারী
সাহায্যের ব্যবস্থা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

— ১৯৫৫ —

নিয়মাবলী

১। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
পরিমিতকালীন প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
২। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
৩। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ

৪। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
৫। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ

৬। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
৭। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ

৮। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
৯। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ

১০। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
১১। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ

১২। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
১৩। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ

— কাব্যগোষ্ঠী —

শ্রী শ্রী সর্বস্বতী-সংলাপ

১। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
২। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমধ্ব

১। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
২। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ

সাম্প্রদায়িকতা

ও সমস্যা

১। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
২। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ

৩। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ
৪। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের প্রতি অংকট প্রকাশ-বিবেচিত ব্যক্তিগণ

তাহারে সে বলি ধর্ম-কর্ম, সদাচার। ইহারে সে প্রীতি জন্মে সন্নত সবার ।

সংবাদ কল্যাণকরত্ব

শ্রী শ্রী বঙ্গগোবিন্দো জয়তঃ

প্রতিভা অমূল্য কল্যাণকরত্ব

প্রতিভা অমূল্য কল্যাণকরত্ব

প্রতিভা অমূল্য কল্যাণকরত্ব

প্রতিভা অমূল্য কল্যাণকরত্ব

প্রতিভা অমূল্য কল্যাণকরত্ব

প্রতিভা অমূল্য কল্যাণকরত্ব

প্রতিভা অমূল্য কল্যাণকরত্ব

প্রতিভা অমূল্য কল্যাণকরত্ব

দৈনিক নদিয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদিয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুদ্রাপত্র

নদিয়া-প্রকাশ

নদিয়া-প্রকাশ

নদিয়া-প্রকাশ

নদিয়া-প্রকাশ

নদিয়া-প্রকাশ

নদিয়া-প্রকাশ

নদিয়া-প্রকাশ

নদিয়া-প্রকাশ

নদিয়া-প্রকাশ

নদিয়া-প্রকাশ

১৯৮০

১৭ গোবিন্দ গৌরাক্ষর ১৯৮০; ১৭ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩০১; ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৮০, বুধবার

১৯৮০-১৯৮১ সংখ্যা

শ্রী শ্রী বঙ্গগোবিন্দো জয়তঃ

দৈনিক নদিয়া-প্রকাশ

১৭ গোবিন্দ গৌরাক্ষর, বঙ্গাব্দ ১৩০১

শ্রীক্ষেত্র বাতীত কিছু হয় না

শ্রীক্ষেত্র টঙ্কাবাগি চৌধুরী মহোদয়
কগলের সমস্ত কল্যাণকরত্ব
শ্রীক্ষেত্র টঙ্কাবাগি চৌধুরী মহোদয়
কগলের সমস্ত কল্যাণকরত্ব
শ্রীক্ষেত্র টঙ্কাবাগি চৌধুরী মহোদয়
কগলের সমস্ত কল্যাণকরত্ব

কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব

শ্রীক্ষেত্র টঙ্কাবাগি চৌধুরী মহোদয়
কগলের সমস্ত কল্যাণকরত্ব
শ্রীক্ষেত্র টঙ্কাবাগি চৌধুরী মহোদয়
কগলের সমস্ত কল্যাণকরত্ব
শ্রীক্ষেত্র টঙ্কাবাগি চৌধুরী মহোদয়
কগলের সমস্ত কল্যাণকরত্ব

কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব

শ্রীক্ষেত্র টঙ্কাবাগি চৌধুরী মহোদয়
কগলের সমস্ত কল্যাণকরত্ব
শ্রীক্ষেত্র টঙ্কাবাগি চৌধুরী মহোদয়
কগলের সমস্ত কল্যাণকরত্ব
শ্রীক্ষেত্র টঙ্কাবাগি চৌধুরী মহোদয়
কগলের সমস্ত কল্যাণকরত্ব

কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব

শ্রীক্ষেত্র টঙ্কাবাগি চৌধুরী মহোদয়
কগলের সমস্ত কল্যাণকরত্ব

কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব

কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব
কল্যাণকরত্ব

‘ভাষ্যের সে বসি’ বর্ষ কথ্য, সখ্যচার। উৎসে যে শ্রীতি সখে সমস্ত নবায় ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সংস্কৃত কল্যাণকর

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ THE DAILY NADIA PRAKASH ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

দৈনিক

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

১৯৩৭ বর্ষ

২৩ বৈশাখ গৌরীমণ্ডিত ১৩৫৮; ৮ই কাশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ২০শে ফেব্রুয়ারি ইং ১৯৪০, মঙ্গলবার

১৯৩৭-১৯৩৮ সংখ্যা

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ বৈশাখ শিব পূর্ণিমা গৌরীমণ্ডিত

ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি

—:~:~:~:—

শ্রী ১৮৮৮ চন্দ্রিকার... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি...

ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি...

কবিতার পূর্ণিমা... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি...

ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি...

ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি...

ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি... ভক্তিশ্রীনের দুর্গতি...

[illegible]

১ম জীব মাতৃকৃত অপ্রাণাধিক
 জীব পাতঙ্গিত হতে থাকে। সুতরাং
 'জীব' জীব জন্তুকে বলে এবং অপ্রাণকে
 প্রাণগণের উৎপাদন বলিয়া বলা হয়।
 অপ্রাণ জাতকে বলা হয়। সেগুলিকে 'অপ্রাণ'

କ୍ରମାନ୍ତ କ୍ରମାବଳ ଡାକାର ଉତ୍କଳର ସେଇ ନାମା
ମହାଜାଲିକା କାଳିକା କାଳିକା କାଳିକା
ଡାକାର ସେ 'ନରାଜନୀ' କାଳିକା ହେଉ
କଳିକା: କଳିକା ।

[illegible]

নতঃ, কারণ, আমার নিত্যকল পা-
 ত্রিক যোগের সত্য অসঙ্গত ; সুতরাং
 তন্ত্রের গুণ, বিধ ও চিহ্নাদেশ্যক বস্তু
 আমার পক্ষে অসঙ্গত, কিন্তু ভগবানের সত্য
 এত পরীক্ষাযোগ্য কৃত্তিক যে না অসা-

[illegible]

ମହାଶୟର ନୀତିକ ଅମାତ୍ୟେ ଶୈବାଳକ
 ଜ୍ଞାନାନ କ'ଣେ ଆଗ କେ ତ ଏ ସମର୍ଥ
 ହଟିନେନ ନ ପରାୟଣର ବ୍ୟାଧି ଅନ୍ଧାରୀ ମହାଶୟ
 ଜ୍ଞାନେ ମହାଶୟ ନିଶିପ ଚାଲିବେ ମନିବେ ରାଜ୍ୟା-
 ଛେନ । ଅନ୍ଧାରୀ, କହୁକ୍ଷେ ଏକକିଏ ମହାଶୟ
 ମାତ୍ର ଚିତ୍ତା ଆସନ୍ତା ହିତାନ୍ତରାଜ୍ୟ ଦୂର କରିବାର
 ଜନ୍ମ ଶ୍ରୀତାଙ୍କେ ଅଜ୍ଞାନ କରି ଯେ ଅଜ୍ଞାନ,
 ଆସିବେକ୍ଷ, ମନେ ମୁଣ୍ଡପୁରୁ କୁଳକଳ ମାତ୍ର-
 ମର୍ତ୍ତେ ମର୍ତ୍ତେ ହଟିବେ ମହାଶୟ ଜଣେମାନଙ୍କର
 ମହାଶୟ ହଟିବେ । ଏହି ହୁଏ ହେତେ ନିର୍ଗତ
 ହଟିବାର ଅଳ୍ପ ଆସି ଆସିବେ ମହାଶୟ ମାତ୍ର
 ମହାଶୟ କରିବେକ୍ଷ ; ତାରିବେକ୍ଷ, — ଅଜ୍ଞାନ
 କବେ ଆମାତ୍ୟେ ଏହିହୁଏ ତତ୍ତେ ନିଷ୍ଠୁର ହିନେନ ।

তে ভীষ. ভগদত্ত অসীম কৃপাময়
 পুরুষ ব্রহ্মসামগ্র্য বস্ত্র জীবকে ত্রৈলোক্য জ্ঞান
 জ্ঞানান কাম্যভেদ, সেই জ্ঞানান আশান
 আশান ক ব. দ্বারা মনুষ্য হউন। কেবল
 অজ্ঞান রচনা বাতীত কোন্‌ নীতি ভয়বানের
 ক্রোধানকারণে যথোচিত শুভাশঙ্ক্য করিতে
 সমর্থ হইবেন? মনুষ্যাত্মক পক্ষ আশঙ্ক
 পক্ষের অপরাধের জন্ত মনুষ্যকে ব. দ্বারা
 ব. দ্বারা তত্ত্বের সুখ-দুঃখ অজ্ঞান কারণে
 থাকে। কিন্তু আশঙ্ক্যের মনুষ্যকে ব. দ্বারা
 জ্ঞানবলে ব্রহ্মসামগ্র্য মনুষ্যকে তত্ত্বভেদ, সেই ভেদ
 অক্ষয় অপরোক্ষরূপে প্রতীক্ষান অর্থাৎ
 পূর্ণশুদ্ধক অজ্ঞানের শু নীতির
 কারণেই। আশঙ্ক্য পক্ষ পক্ষের নিম্ন
 এই গতিময় পক্ষ কারণেই প্রতীক্ষান
 বাস্তব হইতে পারে। কারণ না, কননা,
 দীর্ঘের দ্বারা অপরোক্ষের দ্বারা মনুষ্যকে
 মনুষ্যকে পক্ষমান। যে দীর্ঘ এই জ্ঞানে
 গমন করে, আশঙ্ক্যের মনুষ্য জ্ঞানকে আশঙ্ক্য
 ক দ্বারা আশঙ্ক্যের দ্বারা আশঙ্ক্যের
 জীব ব. দ্বারা তত্ত্বের অপরোক্ষ কারণে পূর্ণ
 কল্যাণের মনুষ্য-নিম্ন এই মনুষ্যকে
 পক্ষমান করে।

দ্রষ্টব্যঃ লক্ষ্যমান বসন্ত গতিস্থ জীব বসন্ত
 শ্রীকৃষ্ণগণের শ্রব কাকতঃ থাকে, ভাষ্যঃ
 ক্রান্তবের কাগশীকৃত বায়ু ভাষ্যকে অধিকৃত
 করিবা কৃষ্ণ হতবার ক্ষত প্রেরণ করেন
 সেত জীব প্রাসবগায়ুদায়ী অধিকৃত হই এবং

[illegible]

যে-কাল পথান্ত করি শ্রীভগবানের আশ্রয়
শ্রীপাদপদ্ম বহন না করে, সে-কাল পথান্ত
তাহার অর্থ, দেহ, আত্মা, সমস্ত ও মুক্ত
বসি পাইছে বিনষ্ট হয় ভগ্নস্তম্ভ ভয়, উদ্ধার

कयलारु मूला नमिनरुन

উল্লু-বড়িয়ায় ম্যা। ট্রাঁকের পরীক্ষা-৬৫৯

[illegible]

শ্রবণের লেনদেন সম্পর্কে নিম্নোক্ত
গত ২০শে জাণুয়ারী তারিখের পত্র
এক আদেশ জারী করিয়া বিনা লাইসেন্সে
৫ জনার অধিক বর্ণ ক্রয় ক্ষমতা নিষেধ
হইয়া নিষেধ কার্য হইল।

উক্ত আদর্শ লাটমেন্স, কর্তৃক লগবা
 সান স্পেন্সিট রয় নির নথ নহে, এমন
 হারকটচাবীকে কোন বাড়ীতে লগবে করার
 উক্ত আদর্শ লাটমেন্স চেষ্টা করছে কিনা,
 তাই পদীকা করার প্র-২ আটন, অম
 বসিগ স্বর্গাথ: ম আদর্শ অমাত্র করার
 'ন'ক্রব চই চেষ্টা করছে 'লগবা' মনে করা
 হারকটচাবী কারণ থাকিল সেগুলি আটক,
 করার ক্ষেত্র দেওয়া হইয়াছে।

पुथीन बुद्धिमान ॥मात्र निमान

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠাব্দে—সমর দলুবেদে
 সন্ধ্যাক্রমে জেনারেল মাটিরস কপৌশেন
 আজ পৃথিবীর বৃহৎতম বোম্বার্ক বিমান 'এক্স
 বি ১২ এ' সম্পর্ক জানাটাইছেন যে, তত্কালে
 নুগুন টাঙ্কিন সংযোগ্য কতকগুলি তহার শ'ক
 শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি প্যাঁটাইছে।

এট বিমান স্থান স্থাপন ফোর্ট বি ২২
অগ্নিকাণ্ড আকারে বড়। পানী খোলা
অবস্থায় উভয় মেটা বিস্তার ২১২ ফুট ৬ ২
হা ১৮ টন বেশী অগ্নি: সম্পূর্ণরূপে সাত্ত্বিত
১২৪ জন সৈন্য বহন করিতে পারে। পানী
খোলা অবস্থায় বি ২২ বিমানের মেটা
বিস্তার ১৪১ ফুট মাত্র। এক দেয়ল বা ২
এক বি-১২-এ বিমান গঠনা পরীক্ষাকার্য
চালাতে হবে।

ଭାର ଶୈଳ ଗୁଡ଼ା ଲଗ ବିନ

ଗତ ୧୯୩୧ ଜାହାଜୀରୀ ସହକାରୀ ଭାରତ
 ସଚିବ ଜର୍ଜ୍ ମିଲିଂଟୋନ ମାର୍ଲିଂଗେଟେ (ସି.ଏସ.
 ନିକ୍ସ) ଆଲୋଚନାର ଶୁଭ ଚାନ୍ଦ୍ର (ଏକ୍ସେକ୍ୟୁଟିଭ)
 ବିଳ ଉପାଧାନ କଲେ । କାହାଣୀର ଯୁକ୍ତ ଚଳେ
 ତାହାର ମାରତ୍ରାତ୍ର ସମ୍ପାଦନ ଶୁଭ 'ଭାରତ
 ମାରତ୍ରାତ୍ର' ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାରତ୍ରାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ
 ଉପାଧିକାରୀର ଉପାଧି କର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କାହାଣୀ
 ମାରତ୍ରାତ୍ର । ଏହି ବିଳେ ତାହାଣୀର ଦିଶାନ କରା
 ହେବାକୁ ।

উদ্দেশ্যসমূহ মাইকোটি প্রতিষ্ঠা

গত ৩১শে জাতিসংঘ—ভারতগণতন্ত্র
ক'রখাছেন, উক্ত্যার ভারতগণতন্ত্র
সংকে ববেচনা যুক্তকাল পথায় হ'গত
খািক-৭।

১২৪৪ সালের ২৪শে মার্চ এক সভায়
 প্রত্যাশ্রমে ডাফরা বাবু পান্ডিত এই
 প্রামেণে চৌকোট প্রাচীর জয় বৃষ্টি
 গুপ্ত মন্টকে অজ্ঞান কায়দা এক অজ্ঞান
 গণপদের নকট বাঁধল কাঁচা কালিন।

ଜିବିବିଶୁଦ୍ଧିକର୍ମର ସାମୀ ଦା ଜାନ୍ତେଇ ନୀତି ଉକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ-ମନୋବୃତ୍ତ ସାଂସ୍ଥ୍ୟ
 ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିକର ଶ୍ରୀମତୀସାମାଜ୍ୟର ଗ୍ରାହକ ହେବାର ଅଧିକାରୀ । କେବଳ ମନର ସାମାଜ୍ୟ
 ସମ୍ପର୍କର ଅବସ୍ଥା ଟାକା-ପଞ୍ଜରୀ ଶ୍ରୀମତୀସାମାଜ୍ୟର ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିକର ନା । ସାମାଜ୍ୟ
 ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନା ସାମାଜ୍ୟର, ଅନିପୁଣ୍ଡବାଦକ୍ରମ, ନିଜଜାତିର ବା ଉଚ୍ଚଜାତିର—ଏହି
 ଲକ୍ଷ୍ୟର ଶ୍ରୀମତୀସାମାଜ୍ୟର ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିକର ନା । ସାମାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନା । ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନା ।
 ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନା । ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନା । ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନା । ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନା ।

২। ঐতিহাসিক অধ্যয়ন কালে পূর্ণাঙ্গ জগৎপাশে সৌন্দর্য্য, নান্যতা, অপরূপ
 অর্থিক কাগজিক লাভ ও স্বতন্ত্রতাবোধ ইত্যাদি যি সময়ে সৌকৃত্য লাভ হয়, তাৎক্ষণিক
 জ্ঞান, জাতি, মন ও ক্রিয়ায় অসামান্য প্রভাৱ পড়ায়, প্রাণ, অঙ্গ, বাক্য ও বাক্য - অর্থাৎ
 সমস্ত বা সমস্ত জীবনোপকরণ দ্বারা পদতলেই স্থায়ীমান—এই সকল অপরূপ সৌন্দর্য্য
 সৌন্দর্য্য প্রকাশের সহ অত্যন্তক।

৩। কেউ কোন সংখ্যা না পাঠালে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাউলে
পরে আর পারায়া যায় না। যেকোনো পক্ষেই হইলে Reply card বা /-০
সহকারে ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাধারণভাবে টিকানা পরিবর্তন

লগ্নের নাম :- ১৯৯৭ গ্রাহিকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত যোগাযোগ করণীয়।

৪। প্রকাল্প বা তৎপরের পরমার্থ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অন্তরীক্ষন লাভ
কর্তব্য। সনদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইলে পারে। অন্তরীক্ষিত প্রবন্ধাদি স্বাধীনমুক্ত
ডাকটিকেট বা পাঠায়ে দেওন প্রাচীন হয় না। শ্রুতকোষের কণা যোগের কাথের সুবিধার
অনুসারে মাত্র এক প্রতীক প্রস্তুতভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠায়ে নেন।

৫। মুনদীয়া প্রকাশের প্রতি কাহারও কোন প্রকার অপ্রাকৃতিক আচরণ বুঝা গেলে প্রাপ্তধিকার চক্ষোত্তরাধী যে কোন সময় ইচ্ছিতে যে কোন ব্যক্তির নিকট মুনদীয়া প্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা দাঁড়িতে পারিবে। শুভচিন্তিত মুনদীয়া প্রকাশ ধন্যপ্রার্থের ভাষা ভগবদীরূপে শ্রদ্ধামূল্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কাজে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীমদ্রাধা-শংকর-মহাশক্তি-চিহ্ন-পত্রাঙ্গি—শ্রীপাদ নন্দমোহন চক্রবর্তী তত্ত্বাবধায়ক।
 মুদ্রিত ও প্রস্তুত, গোঃ শ্রীমদ্রাধাপুত্র, শ্রীমদ্রাধা—এক টিকানাধি পত্রাঙ্গিতে প্রস্তুত।

- क० वि० १५७७

শ্রী রঘু তাঁ সৎসাপ

২। তালীশা মাঝে ১। গুণান শীতমহা-
 গিষ্টিসংঘে গোরাশী শুকান। জগদ-
 সত্যের আশে বসন্ত শ্রোতর শরান
 কাঁধাছে, তাহা মলিভ হুঁরা শুকান
 হুঁরাছে। মূল ১০ আনা।

ବୈଷ୍ଣବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମଧ୍ବ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'বহুত জীবন-চরিত',
প্রসিদ্ধ ও শিক্ষা-সমৃদ্ধ বাংলা ভাষায়
লিখিত গ্রন্থ। মূল্য ২৮ টাকা।

শ্রী সত্যান - প্রিয়োজনীঠ-প্রিয়ালয়, পোঃ
প্রিয়াদ্রাব, নবীবা।

সাম্প্রদায়িকতা

9

ਸ਼ਬਦ

নিম୍ନଲେଖ ଅସ୍ପତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା-৬
 ক্রান্তে ককি-সংকেত জ্ঞাত ব্যক্তিগণের সমস্ত
 জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা
 প্রদর্শিত এবং পণ্ডিতসমূহকে যথাসম্ভব
 সাধারণ ভ্রমসমূহে নিরাকৃত হইয়াছে
 সুদীপ্ত আরা

મુજબ ૫૦ બારી

[illegible]

ବିରମେକ ଅବୃତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା-ଶ୍ରୀ
 ଡାକ୍ତେ ତାଜ-ସବକେ ଡାକ-ବାହନାନିରମ-ହୁଏ
 ଛୋକ ଓ ମାନ୍ୟ ବିଚାର ଓ ମହାଲୋଚନା
 କେଶିତ ଏବଂ ମହାବିରମେକେ ମାନବଜାତି
 ମାନ୍ୟତା ଓ ମହାବିରମେକେ ବିରାଜିତ ହୁଏ
 ମହାବିରମେକେ ମାନବଜାତି

শ্রীমদ-ভাগবত পুস্তক প্রথম অধ্যায়ঃ শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা
শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা

